কুরআনের

শ্রেষ্ঠ কাহিনী

(১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড একত্রে)

ছারছীনা প্রকাশনী

www.pathagar.com

কুরআনের শ্রেষ্ঠ কাহিনী

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড একত্রে]

আলহাজ্জ মাওলানা লুৎফুল আলম
ছারছীনা দরবার শরীফ

প্রাপ্তিস্থান
ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী
ছারছীনা শরীফ, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
ছারছীনা প্রকাশনী
৪০-৪১ বাংলাবাজার (আহমেদ কমপ্লেক্স)
ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮ইং
অখণ্ড সংস্করণ ২০১৩ইং

স্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংগৃহীত

মূল্য ঃ ৫৫০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ মেশকাত অফসেট প্রেস
৫৬/এ, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

www.pathagar.com

উপহার

আমার শ্রদ্ধেয়/স্নেহের

....

....

....

নিদর্শনস্বরূপ কুরআনের শ্রেষ্ঠ কাহিনী
বইটি উপহার দিলাম।

নাম...

তারিখ..

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য। দরূদ ও সালাম পেশ করছি প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের প্রতি। আর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি সমস্ত হক্কানী ওলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দ্বীনের আত্মাসমূহের প্রতি। বিশেষ করে ছারছীনা শরীফের পীরে কামেল, হাদিয়ে জামান, আল্লামা আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ সুফী নেছারউদ্দীন আহমেদ সাহেব (রহঃ)-এর রূহের প্রতি।

আল্লাহ পাক পথভ্রষ্ট মানুষকে হেদায়েত করার জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূল পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা আল্লাহর নির্দেশিত পথে নিজেকে পরিচালনা করতেন এবং জনগণকে আল্লাহর পথে চলার জন্য উপদেশ দিতেন। পবিত্র কুরআন শরীফেও সে সব নবী ও রাসূলদের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয় নবী ও রাসূলদের কওমের মধ্যে যারা আল্লাহর পাকের নির্দেশকে অমান্য করে শয়তানের অনুসরণ করেছে, তাদের উপর আল্লাহ পাকের যে গজব নাযিল হয়েছিল তার বর্ণনাও রয়েছে পবিত্র কুরআন শরীফে।

বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার পর আমরা ধর্মপ্রাণ মুসলমান পাঠকদের চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে পূর্বে "কুরআনের শ্রেষ্ঠ কাহিনী" নামক পুস্তকটি তিন খণ্ডে প্রকাশ করেছি। বর্তমানে পাঠকের অনুরোধে কুরআনের আয়াত ও হাদীস সংযোজন করে তিন খণ্ড একত্রে প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো শুকরিয়া আদায় করছি। বইটির কাহিনীগুলো সঠিক ও নির্ভুল করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন তফসীরের সাহায্য নেয়া হয়েছে। এসব কাহিনী সকল পাঠকদেরকে আল্লাহ তায়ালার পথে ও সৎ জীবন যাপন করতে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমরা আশা রাখি। আল্লাহ সকল মানুষকে সরল ও সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন! ছুম্মা আমীন!

প্রকাশক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

কুরআনের শ্রেষ্ঠ কাহিনী

[প্রথম খণ্ড]

হযরত আদম (আঃ)

হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি ১৫
ইবলিসের অহংকার ২০
হযরত হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি এবং হযরত আদম (আঃ)-এর সাথে বিবাহ ২৫
হযরত আদম (আঃ)-এর জীবনের একমাত্র সিদ্ধান্তহীনতা ২৮
হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর পৃথিবীতে অবতরণ ৩৫
হযরত আদম (আঃ)-এর পার্থিব জীবন ৩৮

হযরত ইদরিস (আঃ)

হযরত ইদরিস (আঃ)-এর আবির্ভাব ৪৮
হযরত ইদরিসের বেহেশতে গমন ৫০

হযরত নূহ (আঃ)

হযরত নূহ (আঃ)-এর কাহিনী ৫৮৪
হযরত নূহ (আঃ)-এর জাহাজ তৈরি ৫৯
পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্লাবন ৬৬

হযরত হূদ (আঃ)

বংশ পরিচয় ৭৬
সাদ্দাদের বেহেশত ৮২

হযরত ছালেহ (আঃ)

হযরত ছালেহ (আঃ)-এর বর্ণনা ৮৭
হযরত ছালেহ (আঃ)-এর উটনী ৮৮

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্মের পূর্ব ঘটনা ৮৯
হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্ম ৯২

www.pathagar.com

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ৯৪
ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিবাহ ১০১
স্ত্রী অপহরণ ১০৫
নমরুদের গজবী মৃত্যু ১০৯
দায়িত্ব পালনে নবীর তৎপরতা ১১৫
বিবি হাজেরাকে নির্বাসন প্রদান ১১৭
পিতার হাতে পুত্রের কুরবানী ১২৩
কাবাঘর নির্মাণ ও কতিপয় মো'যেযা ১২৯

হযরত ইউসুফ (আঃ) ও জোলেখা

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য ১৩৬
বংশ পরিচয় ১৩৭
হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্ন ১৩৮
হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে কূপে নিক্ষেপ ১৪৩
সৎ ভাইদের ছলনা ১৪৫
ক্রীতদাস হিসেবে হযরত ইউসুফ (আঃ) ১৪৮
জুলেখার প্রেম ১৫২
হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দর্শনে মহিলাদের বিভ্রান্তি ১৬১
হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বন্দী জীবন ১৬৬
রাজা রায়হানের স্বপ্নের তাবীর ১৭১
মন্ত্রীত্বের পদমর্যাদায় হযরত ইউসুফ (আঃ) ১৭৮
সৎ ভাইদের ফরিয়াদ ১৮১
ছোট ভাইয়ের সাক্ষাৎ লাভ ১৮৭
সৎ ভাইদের সাথে যুদ্ধ ১৯৩
পিতা ও পুত্রের মিলন ১৯৯
হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বিবাহ ২০৪

আসহাবে কাহাফের ঘটনা

রহস্যপূর্ণ ঘটনার পরিচিতি ২১০
আসহাবে কাহাফের প্রকৃত ঘটনা ২১৫
আসহাবে কাহাফের নিদ্রা ভঙ্গের ঘটনা ২১৭
আসহাবে কাহাফের সংখ্যা ২২০

www.pathagar.com

হযরত ইউনুস (আঃ)

বংশ পরিচয় ও নবুয়তী	২২১
নবীর শহর ত্যাগ এবং মাছের পেটে অবস্থান	২২৫

হযরত আইউব (আঃ)

হযরত আইউব (আঃ)-এর কঠিন পরীক্ষা	২৩২
কঠিন পরীক্ষা	২৩৪

জুলকরনাইন ও ইয়াজুজ-মাজুজ

পরিচিতি	২৪৭
ইয়াজুজ ও মাজুজের কাহিনী	২৫৪
দীর্ঘ জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা	২৫৬

কুরআনের শ্রেষ্ঠ কাহিনী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

হযরত মূছা (আঃ)

হযরত মুছা (আঃ)-এর বংশ পরিচয় ও জন্ম	২৬৩
হযরত মুছা (আঃ)-এর বিবাহ ও যৌবন	২৭২
হযরত মুছা (আঃ)-এর মোজেযাপূর্ণ নয়টি ঘটনা	২৮১
নীল নদে ফেরাউনের মৃত্যু	৩০৪
হযরত মুছা (আঃ)-কে মিশরের নেতৃত্ব দান	৩০৮
হযরত মুছা (আঃ) কর্তৃক আল্লাহর দর্শন লাভ	৩১১
বনি ইস্রাইলদের বাছুর পূজা	৩১৬
হযরত মুছা (আঃ)-এর প্রতি জেনার তোহমত	৩২১
আকিলের প্রতি মুছা (আঃ)-এর মৃত্যু দণ্ডাদেশ	৩২৭
বনি ইস্রাইলদের চল্লিশ বছর তীহ্ ময়দানে অবস্থান	৩৩২
হযরত মুছা (আঃ)-কে অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন	৩৩৯
হযরত মুছা ও হারুন (আঃ)-এর পরলোকগমন	৩৪৮

www.pathagar.com

হযরত শামুয়েল (আঃ)

হযরত শামুয়েল (আঃ)-এর আশ্চার্য সিন্দুক ঘটনার বিবরণ ৩৫১
তালুত ও জালুতের কাহিনী ৩৫৪

হযরত দাউদ (আঃ)

মো'জেযার বর্ণনা ৩৬৩
হযরত দাউদ (আঃ)-এর পুত্রের দুরদর্শিতা ৩৬৬
দৃষ্টান্তবিহীন এক ঘটনা ৩৭১
বনি ইস্রাইলদের বানর হওয়ার ঘটনা ৩৭৮
বিশ্ববিখ্যাত লোকমান হাকিমের কথা ৩৮১
হযরত দাউদ (আঃ)-এর ইন্তেকাল ৩৯৪

হযরত ছোলায়মান (আঃ)

হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর কাহিনী ৩৯৬
দাওয়াত ৪০১
পিপীলিকার রাজার সাথে আলোচনা ৪০৩
বিবাহ ৪০৭
হযরত সুলায়মান (আঃ) এবং তাঁর যুদ্ধাশ্বগুলো ৪১৯
যুদ্ধ যাত্রা ৪২০
পয়গম্বরী পরীক্ষার সম্মুখীন ৪২৪
বাইতুল মোকাদ্দাস নির্মাণ কার্য পরিচালনা ৪৩৪

হযরত জাকারিয়া (আঃ)

লৌহ করাতে শিকার হযরত জাকারিয়া (আঃ) ৪৩৬
হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর অন্তিমকাল ৪৪৩
হযরত ইয়াহহিয়া (আঃ)-এর শাহাদাত ৪৪৫

হযরত মরিয়ম ও ঈসা (আঃ)

হযরত মরিয়মের জন্ম ও কর্ম জীবন ৪৪৮
হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব ৪৫৩
কংকালের সাথে ঈসা (আঃ)-এর কথোপকথন ৪৬৯
হযরত ঈসা (আঃ)-এর এনতাকিয়া শহরে দূত প্রেরণ ৪৮১
হযরত ঈসা (আঃ)-এর আসমানে গমন ৪৮৬

www.pathagar.com

কোরআনের শ্রেষ্ঠ কাহিনী
(তৃতীয় খণ্ড)

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত শীস (আঃ)	
হযরত শীস (আঃ) এর বংশ ও জন্ম	৪৯৭
হযরত ইদ্রীস (আঃ)	
নামকরণ ও জন্ম	৪৯৮
শারিরীক গঠন	৪৯৯
নবুয়ত প্রাপ্ত ও হিজরত	৪৯৯
যমীনের উপর খিলাফত	৫০১
মান্নত আদায় করার তরীকা	৫০২
কৌশলে বেহেস্তে গমন	৫০৩
ইবলিসের চক্রান্তে মুর্তি পূজার সূচনা	৫০৬
হযরত ইসহাক (আঃ)	
জন্মের সুসংবাদ	৫০৮
নামকরণের কারণ	৫০৯
বিবাহ	৫০৯
সন্তানাদি	৫১০
ইন্তেকাল	৫১১
হযরত ইয়াকুব (আঃ)	
জন্ম ও বংশ পরিচয়	৫১২
কেনানের উদ্দেশ্যে শাম ত্যাগ	৫১৪
সন্তানাদি	৫১৫
ইন্তেকাল	৫১৫
হযরত হেযক্বীল (আঃ)	
নামকরণ ও বংশ পরিচয়	৫১৮
জেহাদ ঘোষণা	৫১৮
হযরত ইলিয়াস (আঃ)	
বংশ পরিচয় ও জন্ম	৫২০
দেবতা পূজা	৫২০
ইলিয়াস (আঃ) জীবিত আছেন কি না?	৫২৪
হযরত হানযালা (আঃ)	
বংশ পরিচয়	৫২৫
নবুয়ত প্রাপ্ত ও হেদায়েতের কাজ	৫২৫

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ইউশা (আঃ)	
জন্ম ও বংশ পরিচয়	৫২৯
নবুয়ত প্রাপ্ত ও ধর্ম প্রচার	৫২৯
হযরত খিজির (আঃ)	
বংশ পরিচয়	৫৩৯
একটি কদুরতী শিকল	
হযরত দাউদ (আঃ)-এর জ্যৈষ্ঠ পুত্র	
সলুমের হত্যার ঘটনা	৫৪৩
হযরত ইয়ারমিয়া (আঃ)	
সময়কাল	৫৪৫
হযরত উজাইর (আঃ)	
উজাইর (আঃ)-এর আবির্ভাব	৫৪৭
হযরত জারজীস (আঃ)	
জন্ম এবং নবুয়ত লাভ	৫৪৯
হযরত শামাউন (আঃ)	
শারীরিক গঠন ও নবুয়ত লাভ	৫৬৩
হযরত ছালেহ (আঃ)	
বংশ পরিচয়	৫৭২
ছামুদ সম্প্রদায়ের বসতি কোথায় ছিল	৫৭২
ছামুদ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অবস্থা	৫৭৩
দ্বীনের প্রতি দাওয়াত	৫৭৩
আল্লাহর কুদরতী উটনী	৫৭৪
হযরত শোয়েব (আঃ)	
বংশ পরিচয়	৫৮২
ইন্তেকাল	৫৮৬
হযরত আছিয়া	
হযরত আছিয়ার পূর্বপুরুষ	৫৮৭
হযরত আছিয়ার জন্মলাভ	৫৮৭
বাল্য জীবন	৫৯০
কাবুসের পরিচয়	৫৯১
কাবুসের সঙ্গ দোষ	৫৯২
কাবুসের চরম অধঃপতন	৫৯৩
প্রতিকারের উপায় স্থির	৫৯৩

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
আছিয়ার যৌবনাগমন	৫৯৪
কাবুসের বিবাহ প্রস্তাব	৫৯৬
স্বামী-স্ত্রীতে কথোপকথন	৫৯৮
কাবুসের বিবাহের তৎপরতা শুরু	৫৯৯
আত্মাহুতির ইচ্ছা প্রকাশ	৬০১
আছিয়ার পরিণয়	৬০৩
স্বামীগৃহে আছিয়া	৬০৪
কাবুসের চরম অধঃপতন	৬০৫
আছিয়ার ধনলাভ ও কাবুস বহিষ্কৃত	৬০৯
কাবুসের সৌভাগ্য	৬১১
কাবুসের বাদশাহী লাভ	৬১৩
ফেরাউনের পত্নী স্মরণ	৬১৬
আছিয়ার স্বামীর নির্দেশ পালন	৬১৮
আছিয়ার মনোভাব	৬১৮
আছিয়ার দুঃখ	৬২২
আছিয়ার প্রার্থনা	৬২৪
স্বামীকে উপদেশ দান	৬২৬
আছিয়া কারাগারে	৬৩২
আছিয়ার কঠোর পরীক্ষা শুরু	৬৩৪
আবরাহা কর্তৃক কা'বা গৃহ ধ্বংসের পরিকল্পনা	
ঘটনার বর্ণনা	৬৪০
হযরত মুহাম্মদ (স)	
জন্মের পূর্বে আরবদের সমাজিক অবস্থা	৬৪৬
জন্মের পূর্বে জমজম কূপের পুনঃখনন	৬৪৮
আবদুল্লাহর সাথে আমেনার বিবাহ	৬৫২
মাতৃগর্ভে মহানবী (স)	৬৫৩
বেলাদত শরীফ	৬৫৪
বিবি হালিমার কোলে	৬৫৬
বক্ষ বিদারণ	৬৫৮
দ্বিতীয়বার বক্ষ বিদারণ	৬৫৯
তৃতীয়বার বক্ষ বিদারণ	৬৫৯
চতুর্থবার বক্ষ বিদারণ	৬৬০

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
মাতৃ বিয়োগ	৬৬১
দাদা আবদুল মুত্তালিবের প্রতিপালনে	৬৬২
আবু তালিবের যত্নে এতীম ভাতিজা	৬৬৩
সিরিয়ায় জনৈক পাদরীর সাক্ষাৎ	৬৬৪
হিলফুল ফুজুল	৬৬৪
আল আমীন উপাধি	৬৬৫
বাণিজ্যিক সফর	৬৬৫
কা'বাগৃহের সংস্কার	৬৬৭
জ্বিনদের গায়েবী সংবাদের সমাপ্তি	৬৬৯
ওহী লাভ	৬৭২
কাফেরদের ষড়যন্ত্র এবং শয়তানের উপস্থিতি	৬৭৮
আবিসিনিয়ায় হিজরত	৬৮৩
মুসলমানগণকে সাদরে গ্রহণ খৃষ্টান রাজা নাজ্জাশীর	৬৮৪
শোক বর্ষ	৬৮৮
মক্কা এবং তায়েফে চরম সংকট	৬৯২
মে'রাজের বিবরণ	৬৯৫
আকাশে আরোহণ	৭০৪
রাসূল (স)-এর হিজরত	৭১৪
মদীনার পথে মুহাম্মদ (স)	৭১৮
কোবায় উপস্থিতি	৭২১
মসজিদে নববী	৭২৫
উস্তনে হান্নানা	৭২৭
আসহাবে সূফফা (রা)	৭২৭
মদীনায় মুহাজিরিনের অবস্থা	৭২৯
আনসার ও মুহাজিরিনের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন	৭৩০
আবদুল্লাহ বিন সালামের ইসলাম গ্রহণ	৭৩১
হযরত আয়েশা (রা) নির্দোষ প্রমাণে কোরআনের ঘোষণা	৭৩২
তায়াম্মুমের বিধান সম্পর্কে আয়াত নাযিল	৭৩৪
কুপ্রর্থা রহিত করে আয়াত নাযিল	৭৩৬
পর্দার হুকুম সম্পর্কে আয়াত নাযিল	৭৩৭
যুদ্ধকালীন নামায আদায় সম্পর্কে কোরআনের বিধান	৭৩৮
আযান ও আশুরার রোযা	৭৩৯
কেবলা পরিবর্তন	৭৪১
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর তিরোভাব	৭৪৪

www.pathagar.com

কুরআনের শ্রেষ্ঠ কাহিনী

[প্রথম খণ্ড]

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত আদম (আঃ)

হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির কয়েক লক্ষ বছর পূর্বে শয়তানকে ফেরেশতাগণের মোয়াল্লেম হিসেবে নিয়োগদান করেন। শয়তানের আসল নাম আজাজীল। সে জীন জাতীয় প্রাণী। আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবী সৃষ্টির পরে জীন জাতিকে সৃষ্টি করেন।

জ্বিন্ও আল্লাহর সৃষ্ট একটি স্বতন্ত্র জাতি। এ জাতির সৃষ্টি সম্বন্ধে মানব সমাজে পূর্ব ধারণা অনুপস্থিত। সাধারণ মানুষের বসতির ন্যায় জ্বিন জাতি আমাদের দৃষ্টিগোচরও হয় না। কিন্তু জ্বিন জাতিও মানুষের ন্যায় আল্লাহর এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি এবং মানুষের মতই শরীয়তের বিধানে বিধিবদ্ধ। তাদের মধ্যে বংশ বৃদ্ধির প্রথাও প্রচলিত রয়েছে এবং পুণ্যবান এবং গুণাহগার রয়েছে। কুরআনুল কারীমে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো সে তথ্যের প্রমাণ দেয় ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ـ

অর্থ ঃ আর আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬)

اِنَّهٗ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ـ

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে, সে (শয়তান) এবং তার দলবল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখতে থাকে যে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। (সূরা আ'রাফ ঃ ২৭)

كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ـ

অর্থ ঃ আর (ইবলিশ) জ্বিনদের একজন ছিল। সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। (সূরা কাহ্ফ ঃ ৫০)

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ـ

অর্থ ঃ (হে নবী!) সব মানুষকে আপনি বলে দিন যে, আমার নিকট (আল্লাহর পক্ষ থেকে) এ ওহী এসেছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনযোগসহকারে

www.pathagar.com

কুরআন শ্রবণ করল, অতঃপর তারা (নিজেদের লোকদের নিকট গিয়ে) বলল, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি, যা সৎপথ প্রদর্শন করে। অতএব, আমরা তার উপর ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না। (সূরা জ্বিন ঃ ১-২)

অতঃপর তাদের দ্বারা পৃথিবী আবাদ করেন। তাদেরকে পৃথিবীতে রাজত্ব করার অধিকর দান করেন। এক একজন জীন রাষ্ট্র প্রদান হিসেবে হাজার হাজার বছর যাবত রাজত্ব করে পরিশেষে আল্লাহ্ তা'য়ালার সঙ্গে নাফরমানী আরম্ভ করে দিত। যে অপরাদের জন্য একজনকে অপসারণ করে আল্লাহ্ তা'য়ালা নতুন জীন আর একজনকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করতেন। এভাবে কয়েক হাজার বছর পর পর রাষ্ট্র প্রধানগণ অপসারিত হত অথবা ধ্বংস হয়ে যেত। কেউ খোদায়ী দাবি করে বসত, কেউ দেশে জেনা ব্যভিচার অবাধ করে আনন্দ ভোগ করত। আবার কেউ আল্লাহ্ তা'য়ালার আইন কানুনকে সমূলে উৎখাত করে নিজ প্রবর্তিত আইন জাতির উপর চাপিয়ে দিত। এভাবে কয়েক লক্ষ বছর জীন জাতির রাজত্ব বহাল থাকে। এর মধ্যে ঈমানদার, এনছাবগার রাজার আবির্ভাব আদৌ ঘটেনি বললেই চলে। সকলেই আল্লাহ্ তা'য়ালার সাথে ইমানদারীর ওয়াদা করে পরে ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা জীনদের এ আচরণের খবর অবশ্যই পূর্ব থেকে অবগত ছিলেন। তবুও প্রকাশ্যে তাদের নাফরমানীর সাক্ষ্য ব্যবহার করার লক্ষ্যে তাদেরকে শাসন ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন।

যখন তারা বেইমানী ও খোদাদ্রোহীতার চরমে গিয়ে পৌঁছল তখন তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য ফেরেশতাদিগকে হুকুম দিলেন। একদা কিছু সংখ্যক ফেরেশতা পৃথিবীতে এসে জীন জতিকে প্রায় সমূলে ধ্বংস করে দিলেন। মাত্র গুটি কতক বাচ্চা জীনকে জীবিত রেখে দিলেন। তার মধ্যে আজাজীলও রক্ষা পেল। আজাজীল দেখতে যেমন খুব সুন্দর ছিল তেমন বিদ্যাবুদ্ধিতে খুবই সূচতুর ছিল। ফেরেশতাগণ তার সাথে কিছু কথা বলে আনন্দ পেলেন। তখন তাকে পৃথিবী থেকে আসমানে তুলে নিলেন। সেখানে আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে তাকে পেশ করে তার গুণের কথা বললেন। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে বেহেস্তে বসবাসের হুকুম দিলেন। পরবর্তী সময় তাকে বাইতুল মামুরে রক্ষিত অক্ষর জ্ঞান-বিজ্ঞানের লিপি অধ্যায়নের নির্দেশ দিলেন। আজাজীল আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশ অনুসারে দিবারাত্র উক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদ্যা অর্জনের লক্ষ্যে অসাধারণ পরিশ্রম আরম্ভ করে দিল। কয়েক বছরের মধ্যে সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি অর্জন করে ফেলল। যা ইতিপূর্বে কোন ফেরেশতা দ্বারা কখনই সম্ভব হয়নি।

www.pathagar.com

তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা তার উপর ফেরেশতাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। সে এক এক বিষয় নিয়ে এক এক ধরনের ফেরেশতাদেরকে তালীম দিত। বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনকারী ফেরেশতাগণকে তাদের দায়িত্বের বিষয় বিষদভাবে বুঝিয়ে সুষ্ঠু দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তুলতে। কোন কোন ফেরেশতার উপর বহু রকম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকত। তাদেরকে সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান দান করত।

আজাজীল বাইতুল মামুরে রক্ষিত বিদ্যা ভাণ্ডার থেকে যতখানি জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল ইতিপূর্বে ফেরেশতাদের মধ্যে কেউই তার সমকক্ষতা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। আজাজীল এবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অগ্রগামী হয়েছিল। যে কোন কাজ আরম্ভ করার পূর্বে ও পরে নফল নামায আদায় করতে ভুল হত না। দিবারাত্র মুখে আল্লাহ্ তা'য়ালার তাছবীহ্ আদায় করত। এক কথায় একজন শ্রেষ্ঠ আবেদ ও বিদ্বান হিসেবে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সে সক্ষম হয়েছিল। এজন্য বড় বড় ফেরেশতাগণও যেমন জিব্রাইল (আঃ), মিকাইল (আঃ), ইস্রাফিল (আঃ) ও আজরাঈল (আঃ) সকলে তার নিকট নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন। কোন বিষয় কোন ফেরেশতার কোন প্রশ্ন থাকলে আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে আজাজীল তার সুষ্ঠু জবাব দিয়ে দিত।

এভাবে সে বেহেস্তের মধ্যে এক বিরাট সম্মানের অধিকারী হয়েছিল। কয়েক লক্ষ বছর এভাবে তার জীবন অতিবাহিত হয়। এর মধ্যে বেহেস্তে লক্ষ লক্ষ ফেরেশতাদের সমাবেশে সে বক্তব্য রেখেছে। লক্ষ লক্ষ তালীমগাহে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং কোটি কোটি ফেরেশতার সংকট নিরসন কল্পে পরামর্শ দিয়েছে। যার সঠিক হিসেব নির্ণয় সম্ভব নয়। আজাজীল বাইতুল মামুরের বিদ্যা ভাণ্ডারের অধিকাংশ বিদ্যা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিল বটে কিন্তু আরশে আজীমের সাথে যে সব কালাম লটকানো ছিল তার সঠিক মর্ম আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়নি। এ কালামসমূহের মর্ম আয়ত্ত করার অনুমতিও তার জন্য ছিল না। তাই অনেক সময় দূর থেকে এ সব কালাম পাঠ করে সে একাকী অস্বস্তি বোধ করত এবং মনে মনে চিন্তা করত কারা নূরে মোহাম্মদীর মালিক, কারা আল্লাহ্র খলিফা এবং কারা আল্লাহ্র হুকুম অমান্যকারী শয়তান। এ সব কালাম বুঝার ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে দান করেননি বলে সে আল্লাহ্ তা'য়ালার উপর কিছুটা অসন্তুষ্টি ছিল। আবার মাঝে মাঝে চিন্তা করত যে বিদ্যা আয়ত্ত করা বা যে কালাম বুঝা তার পক্ষে সম্ভব হল না সে বিদ্যা বুঝার মত আর কোন ব্যক্তি আছে, যার মান তার চেয়ে উপরে। এ বিষয় চিন্তা ভাবনা করতে গিয়ে তার মধ্যে অহংকারের সষ্টি হয়। এ অহংকার ধীরে ধীরে দানাবেঁধে একদিন আল্লাহ্

www.pathagar.com

তা'য়ালার সঙ্গে সে মোকাবিলা তর্কে অবতীর্ণ হয় এবং তার জীবনের পরিসমাপ্তি ও ধ্বংস ডেকে আনে। একদিন আল্লাহ্ তা'য়ালা ফেরেশতাদের মজলিশে ঘোষণা দিলেন–

এই মর্মে কুরআন পাকের উদ্ধৃতি নিম্নরূপ–

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ـ قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ـ قَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ مَالَاتَعْلَمُوْنَ *

"আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা (প্রতিনিধি) তৈরি করতে যাচ্ছি।" ফেরেশতারা বলল, 'আপনি আবার কেন আর এক জাতীয় প্রাণী সৃষ্টি করতে চান। যারা পৃথিবীতে গিয়ে ঝগড়া, ফ্যাসাদ ও খুন খারাপীতে লিপ্ত হবে। তার চেয়ে আমরাইতো আপনার গুণ কীর্তন ও পবিত্রতা বর্ণনায় দিনরাত ব্যস্ত থাকি। এটি উত্তম নয় কি?" আল্লাহ তা'য়ালা তদুত্তরে বললেন, "আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"

এরপরে আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে পৃথিবী থেকে এক মুষ্টি মাটি আনার জন্য হুকুম দিলেন। জিব্রাঈল (আঃ) পৃথিবীতে এসে যখন মাটি তুললেন তখন মাটি চিৎকার দিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে জিব্রাইল (আঃ)! তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? জিব্রাঈল বললেন, তোমাকে আল্লাহ তা'য়ালার আদেশে বেহেস্তে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে তোমার দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা এক নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন। তখন মাটি বলল, তুমি আমাকে নিও না, আমাকে রেখে দাও, কারণ যে জাতি আল্লাহ্ সৃষ্টি করবেন তারা আবার নাফরমানী করে আল্লাহ্ তা'য়ালার শাস্তি ভোগ করবে, আমি তাদের শরীরে থাকলে সে আজাব ভোগ করতে পারব না, অতএব তুমি এ বিষয় আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট আমার পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা কর। জিব্রাঈল (আঃ) মাটির কথা শুনে খালি হাতে আল্লাহ্র দরবারে ফিরে গেলেন এবং আল্লাহর নিকট মাটির আবেদনের কথা বললেন। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত মিকাঈল (আঃ) কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তিনিও মাটির কাকুতি মিনতির কারণে খালি হাতে আল্লাহর দরবারে ফিরে গেলেন। এভাবে ইস্রাফিল (আঃ)ও ফেরত গেলেন। সর্বশেষে হযরত আজরাইল (আঃ) কে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। আজরাঈল (আঃ) মাটির কথা শুনে বললেন, আমি তোমার কথায় ফেরত যাবনা আল্লাহ্র আদেশ অবশ্যই পালন করব। তিনি মাটি নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হলেন। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা

www.pathagar.com

বললেন, হ্যাঁ! তোমার জন্য এতটুকু শক্ত প্রাণ বাঞ্ছনীয়, না হলে তুমি পৃথিবীর সকল প্রাণীর জান কবজ করতে সক্ষম হতে না। যাও আজ থেকে বনি আদম (আঃ)-এর জান কবজের ক্ষমতা তোমাকে অর্পণ করলাম।

এরপরে মাটিটুকু মক্কার নিকটবর্তী এক পাহাড়ের উপর রেখে দিলেন। সেখানে মাটি বৃষ্টিতে ভিজল এবং রোধে শুকাল, এভাবে কয়েক বছর অতিবাহিত হবার পরে মাটি হযরত আদম (আঃ)-এর চেহারার রূপ নিল। তখন আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আঃ)-এর শরীরটাকে বেহেস্তে নিয়ে গেলেন। সেখানে দীর্ঘদিন রুহবিহীন অবস্থায় পড়ে থাকে। এর মধ্যে ফেরেশতারা এসে মূর্তিরূপী আদম (আঃ) কে দেখে যেত। একদিন শয়তান এসে আদম (আঃ)-এর শরীরটা ভাল করে দেখল এবং বিদ্রূপের হাসি হাসল। পরে তার নাক দিয়ে পেটের মধ্যে গিয়ে সব নাড়ী নক্ষত্র তদারক করে আসল। পরক্ষণে ঘৃণা ভরে থু থু নিক্ষেপ করল।

আল্লাহ তা'য়ালা অত্যন্ত সখ করে এ প্রাণী সৃষ্টি করছেন এবং এর মর্যাদা সকলের উপরে দান করার কথা ঘোষণা করেছেন। তাতে শয়তান খুব ঈর্ষান্বিত হয় এবং মনে মনে আদম (আঃ)-এর প্রতি যথেষ্ট হিংসা পোষণ করতে থাকে। এমনকি ফেরেশতাদের নিকট কথা প্রসঙ্গে বলেছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা তার সময়ে সৃষ্টি বনি আদম (আঃ)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করার পরে উপযুক্ত প্রতিদান পাবেন। এদের অধিকাংশ মানুষ তার সঙ্গে বে-ঈমানী করবে এবং তার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। তখন আল্লাহ তা'য়ালা বুঝবেন তিনি কি ভুল করেছেন।' ফেরেশতারা আজাজীলের মন্তব্য বিশেষ করে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি তার অশ্রদ্ধার কথা শুনে বলে উঠল, আস্তাগ ফিরুল্লাহ"।

এক সময় আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশতাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান ফেরেশতা হযরত জিব্রাঈল (আঃ), হযরত মিকাঈল (আঃ), হযরত ইস্রাফিল (আঃ) ও হযরত আজরাঈল (আঃ) কে হুকুম দিলেন তোমরা আরশে আজীম থেকে আদম (আঃ)-এর রুহ এনে তার দেহের মধ্যে পুরে দাও। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'য়ালার আদেশক্রমে নূরে মোহাম্মদী পরিপূর্ণ আদম (আঃ) এর রুহ মুল্যবান হীরা জহরতের পাত্রে করে দেহের নিকটে নিয়ে আসেন। আসমান জমিনের সব ফেরেশতা এসে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে গেল। আল্লাহ তা'য়ালার নিজস্ব এ অনুষ্ঠানে সকল ফেরেশতা অংশ গ্রহণ করল, কিন্তু আজাজীল সেখানে অনুপস্থিত ছিল। এ অনুপস্থিতি দ্বারা তার মনোভাবের অনেকটা প্রকাশ ঘটে। ফেরেশতারা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিল। আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে বললেন, তাকে তার ভাগ্য নিজহাতে গড়ে নিতে দাও। আর তোমরা তোমাদের কর্তব্য সম্পাদন করে যাও।

www.pathagar.com

অতঃপর রুহকে আদম (আঃ)-এর শরীরে প্রবৃষ্ট হতে বলা হয়। সে বলল, হে রাব্বুল আলামীন, আমি আদম (আঃ)-এর রুহ নূরের তৈরি আর এ শরীরটা মাটির তৈরি! এর মধ্যে আমি কিভাবে থাকব? আল্লাহ বললেন, নূরে মোহাম্মদীর উজ্জ্বলতায় এ মাটির শরীর ও উহার রক্ত-মাংস সব কিছু নূরে পরিণত হবে। এরপরে রুহকে আদম (আঃ)-এর মাথার উপর রেখে দেয়া হল, তখন তার মস্তিষ্কেও জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ ঘটল। অতঃপর জিব্রাইলকে বলা হল তার শরীরের সব কার্যক্রমগুলোকে বিন্যাস করে দাও। তখন জিব্রাইল (আঃ) তার শিরা, উপশিরা, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস ও ধমনীর কার্যগুলো এক এক করে পরিচালনা করে দিলেন। হযরত আদম তার শরীরের সব ক্রিয়া সঞ্চালিত ও অঙ্গের কার্যকারিতা পরিপূর্ণভাবে লাভ করতে পেরে সম্মুখে হাঁটার চেষ্টা করলেন, ফেরেশতারা তাঁকে বাধা দিলেন। তারা বললেন, তোমার শরীর এখন পর্যন্ত নরম। অতএব ক্ষণিক বিশ্রাম কর। শরীরটা ঠিক হলে যথা ইচ্ছা গমন করতে পারবে।

হযরত আদম (আঃ) শরীরের পরিপূর্ণতা লাভ করে প্রথমে একটি হাঁছি দিলেন এবং পাঠ করলেন, "আলহামদুলিল্লাহ"। এটিই হযরত আদম (আঃ)-এর জীবনের প্রথম বাক্য। আল্লাহ্ তা'য়ালা এ সময় বললেন "ইয়ার হামুকুমুল্লাহ।" পরবর্তী সময় মুসলমানদের জন্য হাঁচির পরে আলহামদুলিল্লাহ বলা এবং শ্রোতাদের ইয়ার হামুকুমুল্লাহ বলা সুন্নাত হিসেবে গণ্য হয়।

হযরত আদম (আঃ)-এর জীবন লাভ করার অনুষ্ঠানে জমিন আসমানের সকল ফেরেশতা হর্সৎফুল্ল মনে হাজির ছিলেন। আজাজীলকেও সেখানে ডাকা হল। হযরত আদম (আঃ) নিজ অস্তিত্ব লাভের শুকরিয়া হিসেবে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। ফেরেশতাগণের সকলেই আদম (আঃ)-এর সাথে নামায আদায় করলেন।

ইবলিসের অহংকার

হযরত আদম (আঃ)-এর নামায শেষ হবার পরে তার জন্য সেখানে মণিমুক্তা, স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা আবৃত অতি সুন্দর একখানি সিংহাসন আনয়ন করা হল এবং সেখানে তাকে বসতে বলা হল। হযরত আদম (আঃ) সেখানে বসলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা উপস্থিত সব ফেরেশতাকে হুকুম দিলেন, তোমরা আদম (আঃ) কে সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে সেজদা কর।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক কুরআনে বর্ণনা করেন–

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ - اَبٰى

وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ * وَقُلْنَا يٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

www.pathagar.com

وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ *

অর্থ ঃ আর যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলে সেজদা করল। সে অমান্য করল এবং অহংকার করল। সুতরাং সে কাফেরদের দলভুক্ত হল। অতঃপর আমি আদমকে বললাম, হে আদম! তুমি এবং তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর। যেমন ইচ্ছা পানাহার কর। কিন্তু এ বৃক্ষের কাছেও যেও না। গেলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা বাক্বারাহ ঃ ৩৪-৩৫)

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ *

অর্থ ঃ আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদের আকৃতি বানিয়েছি, অতঃপর ফেরেশতাদেরকে আদমের সামনে নত হতে বলি। এতে ইবলীস ব্যতীত সকলেই নত হল, সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না।

(সূরা আ'রাফ ঃ ১১)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ * وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ * وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ * فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ * فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ * اِلَّآ اِبْلِيْسَ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ *

অর্থ ঃ আর আমি তো মানুষকে ছাচেডালা শুষ্ক ঠন্ঠনে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। আর আমি ইতোপূর্বে জ্বিনকে জ্বলন্ত বায়ুর উত্তাপ হতে সৃষ্টি করেছি। আর (হে নবী!) যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, 'আমি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠন্ঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। অতএব, যখন আমি তাকে পূর্ণরূপে গঠন করে ফেলব এবং তাতে প্রাণ সঞ্চার করে দেব, তখন তোমরা তার

www.pathagar.com

সামনে সেজদায় অবনত হবে। তখন ফেরেশতারা সকলেই একত্রে সেজদা করল। কিন্তু ইবলিস করল না, সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। (সূরা হিজর ঃ ২৬-৩১)

আল্লাহ তা'য়ালার হুকুমের সাথে সাথে কোটি কোটি ফেরেশতা 'আল্লাহু আকবর' বলে বিরাট শব্দ করে সেজদায় পতিত হল। সেজদা থেকে মাথা তুলে দেখল আজাজীল ছাড়া সকলে সেজদা করেছে। সে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সকল ফেরেশতা তখন দ্বিতীয়বার পুনঃ সেজদায় গেল। এবারের সেজদার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা'য়ালার শোকর আদায় করা। আর প্রথম বারের সেজদার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর হুকুম পালন করা। দ্বিতীয় সেজদা থেকে উঠে ফেরেশতারা দেখল আজাজীল একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

আল্লাহ তা'য়ালা আজাজীলকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করে আমার হুকুম অমান্য করলে। আজাজীল উত্তর দিল, প্রভু! আপনি আদম-কে সাধারণ মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে। অতএব আদম-কে সেজদা করা অপমানজনক ভেবে আমি সেজদা করি নি। তখন আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, তুই নাফরমান, তুই এখান থেকে বেড়িয়ে যা। আল্লাহ তার প্রতি লানত বর্ষণ করলেন। সব ফেরেশতাগণ তার প্রতি অভিসম্পাদ বাণী উচ্চারণ করলেন।

আল্লাহ তা'য়ালা তখন তাকে ইবলিস বলে সম্বোধন করেন। তাকে বেহেস্তের বাইরে এক জায়গায় নির্বাসন দেয়া হয়। ইবলিস তখন আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে হাত তুলে বলল, হে আল্লাহ আমি আপনার একজন খাছ বান্দা হিসেবে সম্মান লাভ করেছিলাম। ছয় লক্ষ বছর যাবত আপনার বন্দেগী করেছি এবং ফেরেশতাগণকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করেছি। কোন দিন সামান্য একটি অন্যায়, অপরাধ করি নি। মান মর্যাদার ক্ষেত্রে আপনি আমাকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করে ছিলেন। এমন একটি সামান্য আদেশ লঙ্ঘন করার দায়ে আপনি আমাকে চির অভিশপ্ত বলে ঘোষণা দিলেন। এটা কি আমার প্রতি ইনসাফ করেছেন? 'আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, আমার আদেশ অমান্য করার দুঃসাহস যেমন তোমার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তেমনি তুমি অহংকারীতে লিপ্ত হয়েছ। আর জেনে রাখ অহংকারী কোন দিন আমার রহমত লাভে সক্ষম হবে না।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ * قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا

www.pathagar.com

فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ * قَالَ اَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ * قَالَ اِنَّكَ
مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ * قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ
* ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ
وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ * قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا لَمَنْ تَبِعَكَ
مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ *

অর্থ ঃ যখন আমি স্বয়ং তোমাকে আদেশ করলাম তখন কোন বিষয়টি তোমাকে সেজদা করা হতে বারণ করল? শয়তান বলল, আমি আদম হতে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। আল্লাহ বললেন, জান্নাত হতে বের হয়ে যা, তোর এ অধিকার নেই যে, এখানে থেকে অহংকার করবে, এ হতে পারে না। অতএব, বের হয়ে যা, তুই অধমদের অন্তর্ভুক্ত। ইবলিস বলল, আমাকে সে সময় পর্যন্ত অবকাশ প্রদান করুন, যখন মানুষকে (মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত করে) উঠান হবে। আল্লাহ বললেন, যা তুই সুযোগপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। এতে ইবলিস বলল, আপনি যেহেতু আমাকে শাস্তি প্রদান করলেন, সুতরাং আমিও আপনার সরল পথ থেকে আদম সন্তানদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য ওঁৎ পেতে থাকব, অনন্তর সম্মুখ থেকে, পেছন থেকে, ডানদিক থেকে, বামদিক থেকে তাদের নিকট আসব এবং আপনি তাদের মধ্যে হতে অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেন না। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুই এখান থেকে ধিকৃতি ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যা, আদম সন্তানদের মধ্যে যারা তোর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, সে তোর সাথীহবে এবং অবশ্যই এরূপ করব যে, কর্মের প্রতিফল স্বরূপ তোদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। (সূরা আ'রাফ ঃ ১২-২৮)

قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَالَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ * قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ
لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ
رَجِيْمٌ * وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ * قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى
يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ * قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ * اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ *
قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ * اِلَّا

www.pathagar.com

عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ * قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ * اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ * وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ *

অর্থ ঃ আল্লাহ্ বললেন, হে ইবলিস! তোর কি হল যে, তুই সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না? ইবলিস বলল, আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয় যে, এমন একজন মানুষকে সেজদা করা যাকে আপনি ছাঁচে ডালা শুষ্ক ঠন্‌ঠনে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বললেন, ('যদি অবস্থা এরূপই হয়, তবে) এখান হতে বের হয়ে যা, কেননা, তুই অভিশপ্ত এবং প্রতিফল দিবস পর্যন্ত তোর প্রতি লা'নত। সে বলল, হে আমার রব! আমাকে সে দিবস পর্যন্ত সুযোগ প্রদান করুন, যেদিন মানুষদেরকে পুনরায় জীবিত করে কবর থেকে উঠান হবে।

তিনি (আল্লাহ্) বললেন, সেই নির্দিষ্ট সময়ের দিন পর্যন্ত যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। সে বলল, হে আমার রব! যেহেতু আমার (মুক্তি ও সৌভাগ্যের) পথ বন্ধ করে দিলেন, তাই এখন আমি অবশ্যই এরূপ করব যে, পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে শোভন করে তুলবো এবং তাদের সকলকে বিভ্রান্ত করে দেব। তবে তাদের মধ্য হতে যারা আপনার খাঁটি বান্দা হবে, (আমি জানি), তারা আমার ধোঁকায় পতিত হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, এটাই আমার সরল পথ, যা আমা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। যারা আমার খাঁটি বান্দা তাদের উপর তোর কোন জোর চলবে না, শুধু ঐ সব লোকের উপর চলবে, যারা তোর অনুসারী হয়েছে এবং তাদের সবার জন্য জাহান্নামের শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে। (যার কখনও অন্যথা হবে না)। (সূরা হিজর ঃ ৩২-৪৩)

তখন শয়তান বলল, হে মেহেরবান খোদা! আপনি অন্তত আমার জীবনের এবাদতের বিনিময়ে আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দান করুন এবং বনী আদম-এর চোখের আড়াল থেকে তাদের শিরা উপশিরায় পরিভ্রমণের সুযোগটুকু দান করুন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন, তোমার আবেদন মঞ্জুর করা গেল। তুমি লানতের ডুরি নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। ওয়াছ্ ওয়াছা দানকারী হিসেবে মানুষের শরীরের সকল ধমনিতে ও হৃদয় মাঝে স্থান করে নিতে পারবে। এ সুযোগ তোমাকে দান করা গেল। তবে মনে রেখ আমার সাথী বান্দাদের সামান্য ক্ষতি কোন দিন করতে তুমি সক্ষম হবে না।

www.pathagar.com

হযরত হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি এবং হযরত আদম (আঃ)-এর সাথে বিবাহ

হযরত আদম (আঃ)-এর সিংহাসনখানি আল্লাহ তা'য়ালার আদেশক্রমে জান্নাতুল ফেরদাউসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে হযরত আদম (আঃ)-কে পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলা, থাকা ও উপভোগের অধিকার দেওয়া হল। হযরত আদম (আঃ) বেহেস্তের অফুরন্ত নেয়ামতের মধ্যে থেকে দিনরাত শুধু এবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে কাটাতেন। বেহেস্তের হুর-গেলমানেরা তাকে ভ্রমণের আনন্দ ভোগ উপভোগের জন্য অনেক নতুন নতনু পথ দেখালেন। কিন্তু আদম (আঃ) কোন কিছুর দিকে তেমন আকৃষ্ট হলেন না। শুধু এবাদাত বন্দেগী ও নিরবে বসে সময় কাটিয়ে দিতেন।

প্রাণী জগতের চিরাচরিত স্বভাব থেকে তিনি মুক্ত থাকতে পারলেন না। তিনি বেহেস্তের অফুরন্ত নেয়ামতের মধ্যে থেকেও সঙ্গী সাথীর অভাব বোধ করলেন। তাই তিনি নিরানন্দ জীবন-যাপন করে যেতে লাগলেন। আল্লাহ তা'য়ালা এ বিষয় অবগত ছিলেন। তাই একদিন তিনি জিব্রাইল (আঃ) কে আদম (আঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেন। জিব্রাইল (আঃ) আদম (আঃ)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই আদম বেহেস্তে আপনার কি রকম লাগছে। উত্তরে হযরত আদম (আঃ) বললেন, সবই ভাল লাগে, চতুর্দিকে তৃপ্তিকর পরিবেশ, হুর-গোলমানের পরিচর্যা প্রসংসাযোগ্য, তবুও প্রাণে যেন কিসের এক অভাব অনুভব করছি, যা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না, আপনি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট থেকে জেনে নিবেন আমি এটা কিসের অভাব অনুভব করছি। জিব্রাইল (আঃ) বললেন, হ্যাঁ আমি আপনার এ অভাবের খবর জানি, আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে আপনার এ অভাব পূরণ করে দিবার পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। আমি শীঘ্রই সে ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। এ বলে জিব্রাইল (আঃ) সেদিনের মত চলে গেলেন।

পরের দিন ফজরের পূর্বে জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নির্দেশক্রমে হযরত আদম (আঃ)-এর ঘুমন্ত অবস্থায় তার নিকট এসে বিনা অস্ত্রপাচারে কুদরতী কায়দায় তার বাম পাঁজরের একখানি হাড় বের করে নিলেন। অতঃপর উহার উপর রক্ত, মাংস ও চামড়ার আবরণ দিয়ে সজোরে ফুঁক দিলেন, অমনি এক অপরূপা নারী আকৃতিতে পরিণত হল। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় বার তার মুখে ফুঁক দিলেন অমনি তার রুহ শরীরে প্রবৃষ্ট হল। তৃতীয় বার তিনি যখন আর

www.pathagar.com

একটি ফুঁক দিলেন তখন সে নারী ওঠে বসলেন এবং নিজের মুখে পর্দা দিয়ে লজ্জার অনুভূতি প্রকাশ করলেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনাসমূহে দেখা যায় যে, নারী পুরুষের পাঁজরের হাড় হতে সৃষ্টি হয়েছে। হাদীসে শরীফে আছে ঃ

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ فَاِنَّ الْمَرْاَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ -

অর্থ ঃ "নারীদের সাথে কোমল ও নম্র ব্যবহার কর। কেননা, নারী পাঁজরের হাড় হতে সৃষ্টি হয়েছে।" (হাদীস)

ইবনে ইসহাকের মতে ঃ হযরত আদম (আঃ)-এর বাম পাঁজরের হাড় হতে বিবি হাওয়া সৃষ্ট হয়েছেন। আল্লামা কুরতবী (রহঃ)-এর মতে এখানে স্ত্রী জাতিকে পাঁজরের হাড়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, নারী জাতির সৃষ্টিকম প্রথমে পাঁজরের হাড় হতে শুরু করা হয়েছে। তাদের অবস্থা পাঁজরের হাড়ের মতোই বাঁকা, তাদের এ বক্রতাকে সোজা করতে চাইলে তা ভেঙ্গে যাবে। অতএব, পাঁজরের হাড়ের বক্রতা সত্ত্বেও তা হতে কাজ নেয়া হয়ে থাকে এবং এর বক্রতাকে সোজা করার চেষ্টা করা হয় না। তদ্রুপ নারী জাতির সাথে কোমল ও নম্র ব্যবহার করা উচিত। অন্যথায় কঠোর ব্যবহারে পারস্পরিক সম্পর্কের মধুরতার পরিবর্তে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে।

এ সময় জিব্রাঈল (আঃ) হযরত আদম (আঃ)-কে ঘুম থেকে জাগ্রত করলেন। হযরত আদম (আঃ) জাগ্রত হয়ে সম্মুখে অপরূপা সুন্দরী, চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল এক যুবতীকে দেখে তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকলেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন, ইনি হলেন আপনার জীবন সঙ্গীনী বিবি হাওয়া। হযরত আদম (আঃ) তাঁর সঙ্গীনীর সুসংবাদ শুনে অত্যান্ত আনন্দিত হলেন। তার প্রাণের যে অতৃপ্তি ছিল তা যেন নিমিষে দূরীভূত হল। হৃদয়ের মাঝে অফুরন্ত প্রেমের বান ডেকে উন্নত তরঙ্গের ন্যায় চতুর্দিকে আছড়ে পড়তে লাগল। কি যে তৃপ্তি, কি যে আনন্দ, কি যে মায়া তখন তার অন্তরে বিরাজ করছিল তার বর্ণনা দেয়া কারো পক্ষে কোন দিন সম্ভব নয়।

কথিত আছে, পৃথিবীতে আল্লাহ তা'য়ালা কয়েকজন নারীকে অপরূপ সৌন্দর্য দান করেছিলেন। তন্মধ্যে হাওয়ার সৌন্দর্য ছিল অন্যতম। হযরত আদম (আঃ) দীর্ঘ সময় বিবি হাওয়ার পানে তাকিয়ে থেকে তার নিকটবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে সম্মুখে অগ্রসর হলেন। তখন জিব্রাঈল (আঃ) বাধা দিয়ে বললেন, তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার পূর্বে তার নিকটবর্তী হওয়া আপনার জন্য জায়েজ নেই। অতএব প্রথমে আল্লাহর দরবারে বিবাহের জন্য আবেদন করুন। হযরত আদম

www.pathagar.com

(আঃ) জিব্রাঈলের শিখানো পদ্ধতিতে হাওয়াকে বিবাহ করার জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন।

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম (আঃ)-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদম হাওয়ার বিবাহের মঞ্চ ঠিক করার জন্য ফেরেশতাগণকে হুকুম দিলেন। ফেরেশতাগণ অত্যন্ত আনন্দ সহকারে স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, জহরত ও মনিমুক্তা দ্বারা এক বিরাট মঞ্চ তৈরি করলেন। এ মঞ্চটি তৈরি করা হল বেহেস্তের মধ্যকার সবচেয়ে আরামের জায়গায়। তুষা নামক ছায়াদানকারী এক বিশাল বৃক্ষের নিচে সকল ফেরেশতাগণকে দাওয়াত দেয়া হল এ বিবাহ মজলিসে।

আল্লাহ তা'য়ালা আরশ থেকে এ মঞ্চ পর্যন্ত সব পর্দা উঠিয়ে দিলেন। যাতে সব ফেরেশতা ও আদম-হাওয়া যেন বেহেস্তের মধ্যকার সবচেয়ে অধিক তৃপ্তিকর জিনিস আল্লাহ তা'য়ালার দীদার লাভ করে অশেষ আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালার স্বয়ং সংক্ষিপ্ত খোতবা দান করে বিবাহের কার্য সমাধা করে দিলেন। বিবাহের খোতবায় আল্লাহ তা'য়ালা যে কথাগুলো উচ্চারণ করেছেন তা হল সব প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার, গৌরব ও অহংকার তাঁর ভূষণ। নবী ও রাসূলগণ তাঁর প্রেরিত বান্দা। তাদেরকে মানুষের মুক্তির দূত হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একান্ত বন্ধু ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল। আল্লাহ তা'য়ালা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। সবাইকে শেষ পর্যন্ত তার কাছেই ফিরে যেতে হবে। ফেরেশতাগণ তার আজ্ঞাবহ। সে ফেরেশতাগণকে স্বাক্ষী রেখে আদম ও হাওয়ার বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন করেন। তিনি এদের দ্বারা সৃষ্টির আরেক অধ্যায়ের সূচনা করলেন। এ বিবাহের মহরানা হবে দরুদ ও তাছবীহ। আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। অতঃপর হযরত আদম (আঃ)-কে বলা হল, হে আদম! তুমি ও তোমার বিবি বেহেস্তে পরম আনন্দে বসবাস কর। সেখানের ফলমূল ভক্ষণ কর। কিন্তু নির্দিষ্ট ঐ গাছটির কাছে যেয়ো না। যদি যাও তবে তা হবে অন্যায় ও পাপের অন্তর্ভুক্ত কাজ। অতএব তোমরা সাবধান থেক। শয়তান তোমাদের পরম শত্রু। তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত নাজিল হোক। হযরত আদম ও বিবি হাওয়া বিবাহ অনুষ্ঠানের পরে পাঠ করলেন, হে মহান প্রভু! আমরা তোমার গুণগান করে জীবন কাটাতে চাই। তুমি মহান। তুমি ছাড়া আমাদের আর কোন উপাস্য নেই। তোমার সাহায্য ছাড়া কারো রক্ষার পথ নেই। তুমি আমাদেরকে তোমার রহমতি ছায়া দান কর। আমিন!

বিবাহের পরে হযরত আদম (আঃ) বিবি হাওয়াকে স্পর্শ করার জন্য যখন অগ্রসর হলেন, তখন তাকে বাধা দেওয়া হল এবং বলা হল প্রথমে বিবির মহরানা

www.pathagar.com

আদায় কর তার পরে তাকে স্পর্শ কর। তখন হযরত আদম (আঃ) বললেন, হে খোদা! আমি কি দিয়ে এ মহরানা আদায় করব। তখন তাকে বলে দেয়া হল, তুমি শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অন্তত দশ বার দরুদ শরীফ পাঠ কর। তাহলে তোমার পক্ষ থেকে মহরানা আদায় হয়ে যাবে। তখন আদম (আঃ) দশ বার দরুদ শরীফ পাঠ করলেন এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কলেমা পাঠ করে তার দ্বীন গ্রহণ করলেন। মানব জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ) নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান আনেন এবং তার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হন।

হযরত আদম (আঃ)-এর জীবনের একমাত্র সিদ্ধান্তহীনতা

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম ও হাওয়াকে পরম আনন্দে বেহেস্তে বসবাসের হুকুম দেন এবং নির্দিষ্ট একটি গাছের নিকট যেতে ও তার ফল ভক্ষণ করতে নিষেধ করেন। গাছটির নাম ছিল গন্ধম গাছ। গাছটি ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরি। ডালপালা ছিল মণিমুক্তায় সজ্জিত। ফলগুলো দেখতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল এবং খেতেও ছিল সুস্বাদু।

হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া অতিব আনন্দে ও আরামে বেহেস্তে বসবাস করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে হযরত আদম গন্ধম গাছ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশের রহস্য নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্য বেহেস্তের সকল কিছু হালাল করে দিয়েছেন। সব কিছু ভোগের অনুমতি দিয়েছেন, এমন কি অনেক কিছুর মালিকানাপর্যন্ত তাদেরকে দান করেছেন। কিন্তু গন্ধম ফল সম্বন্ধে এত কঠিন নির্দেশ কেন দিলেন। এ ধরনের চিন্তা ভাবনার সময় আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলা হত হে আদম! শয়তানের প্ররোচনায় তোমরা কখনই আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কোন কাজ কর না। শয়তান কিন্তু তোমাদের চির শত্রু। সে সর্বক্ষণ তোমাদেরকে বিপথগামী করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এভাবে হযরত আদম (আঃ) এ সব বাণী শুনে সতর্ক হতেন। তিনি গন্ধম গাছের দিকে ফিরেও তাকাতেন না। অধিকাংশ সময় এবাদাত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন এবং আরশে ঝুলন্ত লিপির কালামগুলো পাঠ করতেন। যদিও তিনি বারবার পাঠ করতেন কিন্তু সব কিছুর নিগূঢ় তথ্য তিনি আয়ত্ত করতে সক্ষম হননি। এজন্য মাঝে মাঝে হযরত জিব্রাইল (আঃ)-কে প্রশ্ন করতেন। জিব্রাইল বলতেন ঐ লিপির অর্থ যতটুকু আল্লাহ তাকে শিখার অনুমতি দিয়েছেন, ততটুকু তিনি অবগত আছেন। বাকি তথ্য তার জ্ঞানের বহির্ভূত।

www.pathagar.com

ইতিপূর্বেই শয়তানকে আল্লাহ তা'য়ালা বেহেস্তের বাইরে বসবাসের নির্দেশ দেন। শয়তান সেখানে বসে হযরত আদম (আঃ)-এর সর্বনাশের চিন্তায় দিবারাত্র ফেকের করতে থাকে। একদা সে চিন্তা করল, যে কোন উপায়ে আদম-হাওয়ার সাথে একবার সাক্ষাৎ করতে হবে। তাই সে এক নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করল। বেহেস্তে থাকাকালীন সময়ে সে যে সব দোয়া দরুদ পাঠ করে কঠিন সমস্যাবলী উত্তীর্ণ হয়েছে, সে দোয়াসমূহ পাঠ করতে আরম্ভ করল। এক পর্যায়ে সে এছমে আজম পাঠ করে বেহেস্তের দরজার নিকটবর্তী হতে প্রার্থনা করল। তখন তার ভাগ্য প্রসন্ন হল এছমে আজমের বরকতে সে বাস্তবিকই বেহেস্তের দরজায় গিয়ে পৌছতে সক্ষম হল। সেখানে গিয়ে সে দেখল একটি ময়ূর প্রাচীরের উপর বসা, ময়ূর শয়তানকে দেখে চিনল না। সে জিজ্ঞেসা করল তুমি কে? শয়তান উত্তর দিল আমি একজন ফেরেশতা। ময়ূর জিজ্ঞেস করল, তুমি এখানে কি চাও? শয়তান বলল, আমি বেহেস্তের মধ্যে প্রবেশ করতে চাই। ময়ূর বলল, হযরত আদম সেখানে থাকাকালীন সময়ে সেখানে কারো প্রবেশের অনুমতি নেই।

শয়তান বলল, ভাই ময়ূর তুমি আমাকে দয়া কর। তোমাকে আমি প্রতিদান হিসেবে এমন এক এছেম শিখিয়ে দেব যা পাঠ করলে তুমি কোন দিন বৃদ্ধ হবে না। দ্বিতীয়ত কোন দিন তোমার মৃত্যু হবে না। তুমি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবে। তৃতীয়ত এ সুখের বেহেস্ত হতে তোমাকে কোন দিন বের হতে হবে না। এ বলে শয়তান এছমে আজম পড়ে ময়ূরকে শুনাল। ময়ূর শয়তানের মন মোহনী বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে তাকে নিয়ে বেহেস্তের দরজায় পৌছল। সেখানে প্রহরী হিসেবে ছিল এক সাপ। ময়ুর সাপকে সব ঘটনা বলল। সাপ দরজার এক ছিদ্র দিয়ে শুধু মাথা বের করে ময়ুরের কথা শুনল এবং শয়তানকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? শয়তান পূর্বের ন্যায় উত্তর দিল আমি একজন ফেরেশতা, আমি আরশে আজীমের নিচে বসবাস করতাম। সেখানে বসে আমি এমন এক এছমে আজম শিখেছি যা পাঠ করলে সকল উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সাপ বলল, দোয়াটি আমাকে শিখিয়ে দাও। শয়তান বলল, হ্যাঁ! তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারি একটি শর্তে, সেটা হল আমাকে বেহেস্তের মধ্যে পৌছে দেবে। সাপ বলল, হযরত আদম (আঃ) বেহেস্তে থাকা অবস্থায় কাউকে বেহেস্তে প্রবেশ করার হুকুম নেই, অতএব এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন শয়তান বলল, আমি তোমার মুখের মধ্যে থেকে বেহেস্ত দেখে আসব, বাইরে বের হব না। সাপ তখন শয়তানের এ প্রস্তাবে রাজী হল এবং হা করল। শয়তান সাপের মুখে প্রবৃষ্ট হল। অতঃপর শয়তান সাপকে বলল, আমাকে বিবি হাওয়ার নিকট নিয়ে চল। সাপ শয়তানকে মুখে নিয়ে বিবি হাওয়ার কাছে পৌছল। তখন শয়তান সজোরে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে

www.pathagar.com

আরম্ভ করল। সাপের মুখ থেকে কান্নার শব্দ শুনে বেহেস্তের সকল হুর গেলমান তার কাছে সমবেত হল, এমন কি বিবি হাওয়াও সেখানে পৌঁছলেন। অতঃপর সাপকে তার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করা হল। সে বলল, আমি তোমাদের পরিণামের কথা ভেবে কাঁদছি। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে ও হযরত আদম (আঃ)-কে শীঘ্রই বেহেস্ত থেকে বের করে পৃথিবী 'নামক এক নিরস ও অশান্তিপূর্ণ স্থানে প্রেরণ করবেন। একথা আরশে আজীমের লিপিতে উল্লেখ রয়েছে। পৃথিবীতে প্রেরণের ব্যাপারটি দীপান্তরে শাস্তি ভোগের শামিল। সেখানে ক্ষুধা, দারিদ্রতা,পীড়া, দুঃখ, পরিশ্রম ও অশান্তি বিরাজমান। সেখানে পরিশ্রম করে খাদ্য জন্মাতে হবে। খাদ্য জন্মাতে ব্যর্থ হলে ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হতে হবে। সেখানে তোমাদের অসংখ্য সন্তান-সন্ততি জন্ম নিবে। তাদের মধ্যে ঝগড়া কলহ লেগেই থাকবে। খুন খারাবী নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার বলে বিবেচিত হবে। রৌদ্র বৃষ্টির মধ্যে দিন গুজরান করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালাকে শত শত বার ডেকেও তার সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে না। তিনি সহজে বনী আদম (আঃ)-এর কোন দাবি দাওয়া পূরণ করবেন না। মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবিরাম পরিশ্রম করেও নিজ পেটের আহার সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে না। তখন অন্যায় অসৎ পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এক কথায় দোজখের যন্ত্রণার চেয়ে সেখানে কোন অংশে নিপীড়ন কম নেই।

সেই ভয়াবহ কষ্টকর পৃথিবীতে গিয়ে দিবারাত্র চোখের পানি ফেলে তোমরা শুধু কাঁদবে। কিন্তু তাতে তোমাদের দুঃখের কোন অবসান হবে না। আমি তোমাদের সে দুঃখময় জীবনের কথাভেবে কাঁদছি। বিবি হাওয়া শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কথার সত্যতা কিভাবে যাচাই করব। শয়তান বলল, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি আমি এক বিন্দু মিথ্যা কথা বলি নি। যদি আমি মিথ্যা বলি তবে যেন আমার উপর আল্লাহ তা'য়ালা ও ফেরেশতাদের লানত পতিত হয়।

বিবি হাওয়ার নারীসুলভ মন। শয়তানের উত্তপ্ত বক্তৃতায় তার মন কিছুটা আকৃষ্ট হল। তাই সে জিজ্ঞাসা করল, তবে পৃথিবীর এ নির্বাসন থেকে মুক্তির কি কোন পথ আছে? শয়তান বলল, উত্তম পথ আছে, তবে তোমরা তা গ্রহন করবে কিনা জানি না। বিবি হাওয়া বলল, আমরা সেটা গ্রহণ করব। শয়তান বলল, ঐ যে স্বর্ণ-রৌপ্য খঞ্জিত গাছটি দেখছ ওটার দু একটা ফল খেতে পারলে তোমরা বেহেস্তের স্থায়ী বাসিন্দা হতে সক্ষম হবে। কোন দিন পৃথিবীতে আর যেতে হবে না। বেহেস্তের আরাম আয়েশ তোমাদের জন্য সর্বক্ষণ বাধ্যতামূলক হয়ে থাকবে। বিবি হাওয়া বললেন, ঐ গাছের ফল খেতে আল্লাহ তা'য়ালা বারণ করেছেন। অতএব এটা কিভাবে সম্ভব। শয়তান বলল, আল্লাহ তা'য়ালা দয়ার সাগর, তিনি

www.pathagar.com

অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন, এজন্য তার এক নাম গফুর। তিনি তাঁর নামের মাহাত্ম্য বজায় রাখবেন বলে ওয়াদাও করেছেন। অতএব আল্লাহ তা'য়ালার করুণা প্রাপ্তির বিষয় কোন ভাবনার প্রয়োজন নেই। এখন আগের কাজ আগে করুন। তখন বিবি হাওয়া গাছের নিচে গিয়ে তিনটি ফল ছিঁড়ে হাতে নিলেন। অতঃপর তিনি একটি ফলের খোসা ছাড়িয়ে দেখলেন তাতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দেখা যাচ্ছে। এ রক্ত সম্বন্ধে হযরত মা'য়াজ (রাঃ) বলেছেন, বিবি হাওয়ার হাতে গন্ধমে রক্ত দেখার অন্তর্নিহিত কারণ ছিল, সকল নারীর প্রতি মাসে একবার রক্ত দেখার (হায়েজ) সময় বাধ্যতামূলক করে দেয়া। এটা ছিল তাদের অপরাদের শাস্তি স্বরূপ।

বিবি হাওয়া শয়তানের মায়াকান্নায় এতটা আকৃষ্ট হল যাতে তার স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধি পর্যন্ত কিছু বিগড়ে গেল এবং আল্লাহ তা'য়ালার নিষেধ বাণী বিস্মরণ হল। তিনি ফলগুলো নিয়ে হযরত আদম (আঃ)-এর সিংহাসনের নিকটে পৌছলেন। আদম (আঃ) তখন হাওয়াকে জিজ্ঞেস করলেন তোমাকে এতটা মলিন দেখাচ্ছে কেন এবং তোমার শরীরের সেই সুগন্ধিই বা কোথায় গেল? বিবি হাওয়া বললেন, আমি এক মহা বিপজ্জনক খবর নিয়ে তোমার নিকট এসেছি, আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন কি সে দুঃখবর? বিবি হাওয়া বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা নাকি আমাদেরকে অচিরে বেহেস্তে থেকে বের করে পৃথিবীতে নির্বাসন দিবেন। এমতাবস্থায় পৃথিবীতে না গিয়ে বেহেস্তে চিরস্থায়ী বসবাসের এক পন্থা বেহেস্তের দারোয়ান সাপ আমাকে বলে দিয়েছে। সে বার বার কছম করে লওহে মাহফুজে রক্ষিত আল্লাহ তা'য়ালার ভবিষ্যৎ বাণী উল্লেখ করে বিস্তারিত আমাকে বলেছে। এমন কি পৃথিবীর দুর্গম ও কঠিন জীবন যাপনের খতিয়ান আমাকে স্ববিস্তারে বলেছে। আমি তখন এর প্রতিকার জানতে চাইলে সে এই ফলটি দেখিয়ে আমাকে বলেছে যদি এটা আমরা ভক্ষণ করি তাহলে বেহেস্তে চিরস্থায়ীভাবে থেকে যেতে পারব। হযরত আদম (আঃ) বিবি হাওয়ার কথা শুনে বললেন, এটা যে সে নিষিদ্ধ গাছের ফল যা ভক্ষণ করতে আল্লাহ তা'য়ালা বার বার নিষেধ করেছেন। অতএব এ বিষয় আমার নিকট দ্বিতীয় বার আর বলবে না, আমি কস্মিন কালেও আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে পথভ্রষ্ট হতে পারব না। তুমি ঐ ফল নিয়ে এখান থেকে চলে যাও।

হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ লঙ্ঘনের ভয়ে সিংহাসনকে হুকুম দিলেন এখান থেকে অন্যত্র চল। সিংহাসন অতিদ্রুত হাজার হাজার মাইল দূরত্বে চরে গেল বিবি হাওয়া এবং গন্দম ফল তার পিছনে ফিছনে সেখানে গেল। হযরত আদম (আঃ) বললেন। দেখ বিবি হাওয়া! তুমি আল্লাহর নির্দেশকে ভয়

www.pathagar.com

কর, এর খেলাফ করলে আমরা চির দিনের জন্য নাফরমান হিসেবে শাস্তি ভোগ করব। বিবি হাওয়া বললেন, তুমি সঠিক ঘটনা অনুধাবন করতে সক্ষম হওনি। বেহেস্তের প্রহরী মিথ্যাবাদী হতে পারে না, সে আল্লাহর তা'য়ালার নামে কছম করে যা কিছু বলেছে তা আদৌ ভূয়া হতে পারে না। অতএব তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর এবং ফলটি ভক্ষণ কর। হযরত আদম বললেন, হ্যাঁ যদি আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের জন্য পৃথিবীতে নির্বাসন পছন্দ করেন তবে তাই সানন্দে মেনে নেব। তবুও তার আদেশের বিরোধিতা করতে পারব না।

বিবি হাওয়া হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট কোন রূপ প্রশ্রয় না পেয়ে, সাপের নিকট চলে গেলেন এবং সাপের নিকট আদম (আঃ)-এর মন্তব্য জানালেন। তখন সাপ বলল, আপনি নরম দেলের মানুষ। আপনি পৃথিবীতে গিয়ে আদম (আঃ)-এর ন্যায় কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না। অতএব এ ব্যাপারে আপনার অধিক তৎপর হওয়া উচিৎ। না হয় আপনাকেই অধিক কষ্ট ভোগ করতে হবে। তাই আপনি বেহেস্তের মধ্যে রক্ষিত এক জায়গায় নেশাজাতীয় শরাব আছে, সেটা এনে প্রথমে আদম (আঃ)-কে পান করান। আদম এটা পান করার পরে যখন কিছুটা নেশাগ্রস্থ অচেতন হবেন, তখন আপনি তার মুখে ফল তুলে দিবেন। এটাই সহজ পথ এ পথে আপনার উদ্দেশ্য সফল হবে।

বিবি হাওয়া সাপের পরামর্শ অনুসারে বেহেস্তের সেই নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে শরাব সংগ্রহ করলেন এবং অতি গোপনে তা এনে হযরত আদম (আঃ)-এর অজান্তে তাঁকে পান করালেন। তিনি শরাব পান করার পরে যখন কিছুটা অচেতন হলেন তখন বিবি হাওয়া তাঁর মুখে ফল তুলে দিলেন এবং নিজেও একটি ফল ভক্ষণ করলেন। হযরত আদম (আঃ) যখন ফল দুটি গিলে ফেললেন, তখন তিনি সিংহাসন থেকে ছিটকে পড়লেন, মাথার তাজ ও শরীরের পরিচ্ছদ খুলে পড়ে গেল, বিবি হাওয়াও উলঙ্গ হয়ে গেলেন। তাঁরা উভয়ে দিশেহারা হয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি গাছের পাতা দ্বারা লজ্জাস্থান ঢেকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমনকি তাঁদের নূরানী চেহারা বিগড়ে গেল, শরীরের উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে গেল। হযরত আদম (আঃ) বিবি হাওয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমাকে সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল আমার অলক্ষে খাইয়ে দিয়েছ? বিবি হাওয়া বললেন, হ্যাঁ প্রাণপ্রিয় স্বামী, আমি সাপ রূপধারী ফেরেশতার পরামর্শ অনুসারে সুকৌশলে তোমাকে সে গন্ধম ফল খাইয়ে দিয়েছি। এখন আমাদের কি হবে? হযরত আদম (আঃ) বললেন, এখন আল্লাহর দরবারে কাঁদ আর এস্তেগফার পাঠ কর। কিছুক্ষণের মধ্যে হযরত জিব্রাইল (আঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আদম! আপনি ও আপনার স্ত্রী আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন। এখন

www.pathagar.com

আপনারা বেহেস্তের বাইরে অবস্থান নিন। পরে আল্লাহ আপনাদের সম্পর্কে যে ফয়সালা দিবেন সে অনুসারে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ অমান্য করার পর পাগল প্রায়হয়ে চতুর্দিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করলেন। হঠাৎ আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম (আঃ) কে ডাকলেন। আদম (আঃ) কৃত অপরাদের কারণে এতই লজ্জিত হলেন যে, আল্লাহ তা'য়ালার ডাকে তিনি সাড়া দিলেন না। তখন জিব্রাইল (আঃ) তাঁর কাছে এসে বললেন, হে আদম! আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে ডেকেছেন। তখন আদম (আঃ) বললেন, হে মহান প্রভু! আমি আপনার কাছে বড় লজ্জিত, আপনার ডাকে সাড়া দিতে সাহস পাই না। তখন আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, আমি কি তোমাদিগকে ঐ গাছ সম্বন্ধে নিষেধ প্রদান করি নাই? এবং বলি নাই যে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তখন আদম ও বিবি হাওয়া কেঁদে কেঁদে বললেন, হ্যাঁ প্রভু! আপনি বলেছেন। এ সত্ত্বেও আমরা নিজেরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। এখন যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে আমরা বরবাদ হয়ে যাব। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম (আঃ)-এর ফরিয়াদের জবাবে বললেন, আপাতত তোমরা সকলে একে অপরের শত্রু হয়ে পৃথিবীতে নেমে যাও। সেখানে তোমাদের কিছুদিন জীবন কাটিয়ে আসতে হবে। যারা আমার খুশি অর্জন করে আসবে তাদের জন্য বেহেস্ত এবং যারা আমার অবাধ্য হবে তাদের জন্য কঠিন আজাব নির্ধারিত থাকবে। পৃথিবীতে তোমরা নির্দিষ্ট সময় বাঁচবে তারপর তোমাদেরকে নিয়ে আসা হবে।

এ ভাবেই মানবজাতির আদি পিতা এবং আল্লাহর খলিফা হযরত আদম (আঃ) স্বীয় সঙ্গিনীসহ যমীনে পদার্পণ করলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَقُلْنَا يَٰآدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّٰلِمِينَ * فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ـ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ـ وَلَكُمْ فِى الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ * فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ـ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ *

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আর আমি (আদমকে) বললাম, হে আদম! তুমি এবং তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর, যা ইচ্ছা পানাহার কর। কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটেও যেয়ো না। যদি এর নিকটে যাও, তবে অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা সেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কৃত করল। আমি বললাম তোমরা প্রত্যেক প্রত্যেকের শত্রু রূপে নেমে যাও। পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল। অতঃপর আদম (আঃ) তাঁর প্রতিপালক হতে ইল্‌হামকৃত কতিপয় কালেমা শিখে নেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি ক্ষমা পরবশ হলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ যাবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরা বাক্বারা ঃ ৩৫-৩৮)

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়াকে এ গাছের কাছে যেতে ও ফল খেতে কেন নিষেধ করেছিলেন তার সঠিক কোন জবাব পাওয়া যায় না। তবে তফসীরকারকগণ অনেকে অনেক কথা লিখেছেন। জনৈক প্রসিদ্ধ তাফসীরকার তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, একদা হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে মহান প্রভু! আপনি আদম (আঃ)-কে যে গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন সে গাছটি ছিল এমন জায়গায় যেখানে হযরত আদম (আঃ) এর বাসস্থান ছিল। আদম (আঃ)-এর এত কাছে গাছটি কেন রাখা হল? দ্বিতীয়ত আদম (আঃ)-এর বাসস্থানের চারপাশে প্রাচীর ছিল, প্রহরী ছিল, দারোয়ান ছিল, এমতাবস্থায় শয়তান কি করে বেহেস্তে প্রবেশ করে আদম (আঃ)-কে পথভ্রষ্ট করল? ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করলে প্রমাণ হয় যে, শয়তান আপনার উপর দিয়ে খোদকারী করে সফল হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুছা (আঃ) এর জবাবে বললেন, এটা তকদীরের ব্যাপার এ সম্বন্ধে প্রশ্ন কর না, এ বিষয় তোমাদের চেয়ে আমি ভাল জানি।

তাফসীরকারক এ বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে আরো বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম (আঃ) কে পৃথিবীতে প্রেরণের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করে ছিলেন, তিনি কোন কারণ ছাড়াই তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করতেন। পৃথিবীতে প্রেরনের সাথে গন্ধম খাওয়ার কোন সুক্ষ্ম সম্পর্ক নেই। গন্ধম খাওয়া দ্বারা তিনি এটাই প্রমাণ করছেন যে, বনী আদম শয়তানের ফেরে পড়বে, ভুল করবে, অন্যায় করবে এবং অপরাধ করবে। আবার সে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহ প্রামাণ্য চিত্র হযরত আদম (আঃ)-এর গন্ধম খাওয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিভাত করাই ছিল আল্লাহ তা'য়ালার মহান উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর পৃথিবীতে অবতরণ

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির কয়েক লক্ষ বছর পূর্বে লওহে মাহফুজে লিখে রেখেছিলেন, পৃথিবীতে তিনি তাঁর খলিফা হিসেবে হযরত আদম (আঃ)-কে প্রেরণ করবেন। অতএব পৃথিবীতে হযরত আদম (আঃ)-এর আগমন অনিবার্য ঘটনা। তবে যে মান-সম্মান নিয়ে হযরত আদম (আঃ)-এর পৃথিবীতে আগমন করা উচিৎ ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্তের জন্য তার বিরাট ব্যাতিক্রম ঘটেছে।

হযরত আদম (আঃ)-এর পক্ষে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করা ছিল একটি অন্যায় কাজ। এ অন্যায়ের প্রাসচিত্ত হিসেবে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে অনাড়ম্বর বসন্তে বিরাট ভোগ দুর্ভোগের মাঝে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। প্রথমেই তার অপরাদের জন্য বেহেস্তী পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে নেয়া হয় এবং তাদেরকে উলঙ্গ অবস্থায় ফেরেশতাদের মাঝে দাঁড়া করান হয়, সে লজ্জায় তারা সেখানে চরম ভাবে অপদস্ত হন। অতঃপর গাছের পাতা দ্বারা লজ্জা নিবারণ করার চেষ্টা করছিল। এটা ছিল দ্বিতীয় দফার বে-ইজ্জতী। তৃতীয় দফায় শয়তান, সাপ ও ময়ূরকে তাদের সমমানের করে একত্রে পৃথিবীতে প্রেরন করা হয়। চতুর্থ দফায় তাঁর জীবন সঙ্গীনী বিবি হাওয়াকে এবং তাঁকে বিরাট দূরত্বে নিক্ষেপ করা হয়। যার ফলে পৃথিবীতে অনেক বিলম্বে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে। পঞ্চমত, পৃথিবীতে রোদ বৃষ্টির মধ্যে পরিশ্রম করে তাঁদের রুজি যোগাতে হয়। ষষ্ঠত, পৃথিবীর সকল ধরনের কাজ-কারবার পরিশ্রম করে শিখতে হয়। সপ্তমত হল, নিজ সন্তানদের মধ্যে অবর্গ বিবাদ সৃষ্টি হওয়া। সর্বশেষে প্রতি মুহূর্তে শয়তানের অছঅছা থেকে মুক্তিলাভের জন্য সদা সতর্ক থাকা।

এহেন কঠিন পরীক্ষার পরে দীর্ঘ তিনশত বছর বিচ্ছিন্নভাবে তাঁদেরকে কেঁদে কাটাতে হয়েছে। হযরত আদম (আঃ) কে নামিয়ে দেয়া হয় সিংহলে। বিবি হাওয়াকে নামিয়ে দেয়া হয় খোরাসানে। একে অন্যের সন্ধানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে পথ অতিক্রম করতেন। এভাবে একাধারে তিনশত বছর উভয় পথে পথে কেঁদে কাটালেন। অবশেষে একদা আরাফাত ময়দানের জাবালে রহমতের উপর বসে হযরত আদম (আঃ) আল্লাহর তাছবীহ পাঠ করছিলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন বিবি হাওয়া জেদ্দার দিক থেকে আসছে। তৎক্ষণাৎ তিনি দৌড়ে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলেন। তখন উভয়ে একত্রে এমন জোরে

www.pathagar.com

কাঁদলেন যে, আসমানের ফেরেশতারাও দেখে তাঁদের কান্না সংবরণ করতে পারলেন না এবং সাথে তাঁরাও জার জার হয়ে কাঁদলেন।

এরপরে তারা আল্লাহর দরবারে নফল নামায আদায় করে আকাশের দিকে তাকাতেই দেখলেন আল্লাহ তা'য়ালার আরশ পর্যন্ত যত পর্দা ছিল সব উঠে গেছে। আল্লাহ তা'য়ালার আরশ তাদের চোখের সম্মুখে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে। হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার আরশের উপর লেখা দেখলেন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তখন হযরত আদম (আঃ) ভাবলেন আল্লাহ তা'য়ালার নামের সাথে যে নামটি লেখা রয়েছে সে নামের ব্যক্তি অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালার অধিক প্রিয় হবেন, তাই তিনি দুহাত তুলে বললেন, হে প্রভু! তোমার নামের সাথে মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ লেখা যে নামটি দেখছি, সে নামের বরকতে তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সেখানে হাজির হয়ে হযরত আদম (আঃ)-কে বললেন, এবার আপনি যে নামের বরাত দিয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন তাতে আপনার জীবনের গুনাহ আল্লাহ তা'য়ালা মাফ করে দিয়েছেন। বেহেস্তে বসে যদি এ নামের উছিলা ধরে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তাহলে আপনাকে আর পৃথিবীতে আসতে হত না। যদি একান্ত আসতে হত তাহলে রাজার বেশে আসতেন ভিখারীর বেশে নয়। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আদম (আঃ)-কে বললেন, এখন আল্লাহর দরবারে শোকর আদায়ের উদ্দেশ্যে কাবাঘর জিয়ারত ও হজ্জ সমাধান করুন। এখানে কতদিন আপনি থাকবেন তা কেউ জানে না। এতএব এখানের সর্ব বৃহৎ নেয়ামত হল বায়তুল্লাহ জিয়ারত ও হজ্জ আদায়। হযরত আদম (আঃ) জিব্রাঈল (আঃ)-এর কথায় তখনই বায়তুল্লাহ জিয়ারতের নিয়ত করলেন। বায়তুল্লাহর অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। তাই আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ ক্রমে প্রথমে জিব্রাঈল (আঃ) কে নিয়ে কাবাঘর সংস্কারের কাজে হাত দিলেন। অল্প দিনের মধ্যে কাবাঘরের সংস্কার সম্পন্ন হলে হযরত আদম জিব্রাঈল (আঃ)-এর সহায়তায় হজ্জ সমাধা করেন।

হজ্জ সমাধানের পরে আল্লাহ তা'য়ালা জিব্রাঈলকে বললেন তুমি আদম (আঃ)-কে নিয়ে আরাফাতের নিকটবর্তী 'ওয়াদীয়ে নোমান' নামক স্থানে চলে যাও। সেখানে পৌছে তোমার পাখা হযরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠে ঘসে দাও। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) যখন আদম (আঃ)-কে নিয়ে যথাস্থানে পৌছলেন এবং নিজ পাখা দিয়ে তাঁর পিঠ স্পর্শ করলেন তখন পিপিলিকার ন্যায় অসংখ্যা বনি আদম (আঃ)-এর রুহ পিঠ থেকে বের হয়ে ময়দান পরিপূর্ণ হতে আরম্ভ করে। অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর সর্বত্র রুহগুলো ছড়িয়ে যেতে আরম্ভ করে। তখন

www.pathagar.com

হযরত আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করেন এরা কোন জাতের প্রাণী। আল্লাহ্ তা'য়ালা তার উত্তরে বলেন, এরা সকলে বনি আদম, তোমার নছল থেকে পৃথিবীতে যে সব মানুষ আসবে তার রুহগুলো একত্রিত করে তোমাকে দেখান হচ্ছে। হযরত আদম (আঃ) বললেন, আমার এত সন্তান হবে? এরা থাকবে কোথায়? পৃথিবীতে এদের সংকুলান আদৌ সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন, সে ব্যবস্থা আমি পূর্বেই করে রেখেছি। কতক থাকবে পিতার পৃষ্ঠে, কতক থাকবে মাতৃগর্ভে। কতক থাকবে মাটির উপরে আর কতক থাকবে মাটির নিচে।

অতএব হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে প্রকারভেদ থাকবে কেমন? আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন, এদের মধ্যে অনেক প্রকারভেদ থাকবে। কেউ ধনী মোমেন, কেউ ধনী কাফের, কেউ গরীব মোমেন, কেউ গরীব কাফের। কেউ প্রথম জীবনে মোমেন শেষ জীবনে কাফের আবার কেউ প্রথম জীবনে কাফের শেষ জীবনে মোমেন। এছাড়া কতক দোজখের আজাব ভোগ করার পরে বেহেস্ত লাভ করবে। হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার নিকট তাঁর সন্তানদের মধ্যে মোমেন ও কাফেরের সংখ্যা দেখার আবেদন জানালেন। তখন আল্লাহ্ আদম (আঃ)-কে দাঁড় করিয়ে তার ডান পাশে ও বাম পাশে আদম (আঃ)-এর সন্তানদেরকে বিভক্ত করার জন্য জিব্রাঈল (আঃ) কে হুকুম দিলেন। জিব্রাঈল (আঃ) বনী আদম-কে দুভাগে ভাগ করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন, তোমার ডান পাশের সন্তানেরা মোমেন এবং বাম পাশের সন্তানেরা কাফের। হযরত আদম (আঃ) তাঁর সন্তানদের মধ্যে অধিক সংখ্যক কাফের দেখে কেঁদে দিলেন এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে অধিক সংখ্যক যাতে ঈমানদার হতে পারে সেজন্য আমি তোমার আওলাদের মধ্য থেকে অধিক নবী পয়দা করব।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা সকল বনী আদম-এর নিকট জিজ্ঞেস করে ছিলেন, হে বনী আদম! আমি কি তোমাদের প্রভু নই? সেদিন সকলে সমস্বরে উত্তর দিয়ে ছিল হ্যাঁ, আপনি আমাদের মহান প্রভু। আমরা আপনারই তাবেদারী করব। কাউকে শরীক করব না। বনী আদম (আঃ)-এর এ স্বীকৃতির ভাষা সেদিন রেকর্ড করা হয় এবং নির্মিত আকারে একজন ফেরেশতার নিকট জমা রাখা হয়। কিয়ামতের দিন সে ফেরেশতা বনী আদম-এর রেকর্ড শুনাবেন এবং নির্মিত অঙ্গীকারপত্র প্রকাশ করবেন। যারা আল্লাহ্ তা'য়ালার সঙ্গে ওয়াদা ঠিক রাখবে তাদেরকে বেহেস্ত প্রদান করা হবে। আর যারা ওয়াদা খেলাপকারী হবে তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।

www.pathagar.com

হযরত আদম (আঃ)-এর পার্থিব জীবন

হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার তরফ থেকে ক্ষমা লাভের পর কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন বটে কিন্তু জীবন যাপনের ক্ষেত্রে জটিলতার মধ্যে দিন যাপন করতে লাগলেন। তিনি ও বিবি হাওয়া এ দীর্ঘদিন গাছের ফলমূল ও পানি পান করে জীবন ধারণ করেছেন। যা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর ও পীড়াদায়ক। এ অবস্থায় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বেহেস্ত থেকে এক জোড়া বলদ এক জোড়া গাভী এনে দিলেন। তৎসঙ্গে কিছু গমের বীজও নিয়ে আসলেন। অতঃপর বলদ দ্বারা চাষাবাদ করে ফসল উৎপাদন করার পদ্দতি তিনি শিখিয়ে দিলেন। গম মাটিতে ফেলার সাথে সাথে হযরত আদম (আঃ) সাত ঘন্টার মধ্যে পাকা গম লাভ করতে সক্ষম হলেন। এর খোসা ছাড়ান ও গুঁড়া করে রুটি তৈরির পদ্দতি বিবি হাওয়াকে শিখিয়ে দেয়া হল। কিন্তু রুটি ভাজার জন্য আগুনের অভাব দেখা দিল। তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার আদেশক্রমে দোযখ থেকে সামান্য ধুয়া নিয়ে আসলেন। যখন ঐ ধুয়া মাটির উপর রাখা হল তখন মাটি নিমিষের মধ্যে জ্বলে এক গর্তের সৃষ্টি হল, উক্ত গর্ত দ্বারা দোজখের ধুয়া দোজখে গিয়ে পতিত হল। এভাবে কয়েক বার চেষ্টা করে দোজখের ধুয়া পৃথিবীতে রাখা সম্ভব হল না। তখন আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশক্রমে উক্ত ধুয়া রহমতী দরিয়ায় সাতবার ধুয়ে পৃথিবীতে আনা হল। তখন উহা স্বাভাবিক আগুন হিসেবে প্রয়োজনীয় জ্বালানি কার্য সমাধা করে।

জনৈক মুফাস্সের লিখেন দোজখের দূয়া দোজখে চলে যাবার পরে আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম (আঃ)-কে চকমকি পাথর ঘসে আগুন জ্বালানের নির্দেশ দেন। সেভাবে আদম (আঃ) আগুনের সন্ধান লাভ করেন। আগুনের ব্যবস্থা হবার পরে রুটি তৈরি, মাংস পাক করা ও অন্যান্য জরুরি প্রয়োজন সমাদা করা আদম ও বিবি হাওয়ার পক্ষে সহজ হয়। এরপরে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) লোহার ব্যবহার, স্বর্ণের ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষার পদ্দতি, ঘর তৈরির জ্ঞান ইত্যাদি এক এক করে হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়াকে শিখিয়ে দেন। যাতে করে শেষ জীবনে হযরত আদম (আঃ) বিনা পরিশ্রমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনেক কঠিন ও দুরুহ কাজ সহজে সমাধান করতে সক্ষম হন।

সরল মতি আদম (আঃ) ও হাওয়া বেহেস্তে থাকাকালীন সময় যতটা সহজ সরল ছিলেন, পৃথিবীতে আগমনের পরে তার চেয়ে বহুগুণ সতর্ক ও সাবধান হন। শয়তানের পক্ষে পৃথিবীতে এসে আদম (আঃ)-কে দ্বিতীয়বার আর কোন বিপদে

www.pathagar.com

ফেলা সম্ভব হয়নি। বরং হযরত আদম (আঃ)-কে ধোকা দিতে গিয়ে শয়তানকে অনেক ক্ষেত্রে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে শয়তান আদম (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে নিজ প্রভাব ও প্রসারতা বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়াকে আল্লাহ তা'য়ালা স্থায়ীভাবে সিংহলে বসবাসের আদেশ দেন। তারা আল্লাহ্ তা'য়ালার হুকুম অনুসারে সেখানে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। সেখানে তাদের সন্তান-সন্ততি জন্ম নেয়। আল্লাহ্ তা'য়ালার বিধান হিসেবে বিবি হাওয়া একত্রে দুটি-সন্তান প্রসব করতেন। একটি ছেলে অপরটি মেয়ে। এ পদ্ধতির রহস্য ছিল, এক জোড়ের ছেলে অপর জোড়ের মেয়ের সাথে এবং অপর জোড়ের মেয়ে প্রথম জোড়ের ছেলের সাথে বিবাহ্ সম্পাদন করা হত।

হযরত আদম (আঃ)-এর প্রথম যে জোড়া সন্তান জন্ম হয় তার ছেলের নাম কাবিল ও মেয়ের নাম রাখা হয় একলিমা। একলিমা ছিল খুব সুন্দরী ও রূপসী। দ্বিতীয় বার হযরত আদম (আঃ)-এর যে সন্তান জন্ম নেয় তার ছেলের নাম রাখা হয় হাবিল ও মেয়ের নাম রাখা হয় সাজা। দ্বিতীয় বারের কন্যাটি তেমন সুন্দরী ছিল না। এভাবে প্রতি বছর বিবি হাওয়া এক জোড়া করে সন্তান জন্ম দিতে আরম্ভ করেন। ইতিহাস সূত্রে যতদূর জানা যায় তাতে বিবি হাওয়া সর্বমোট ১৮০ জোড়া সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন বলে কথিত আছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় জোড়ের সন্তানেরা যখন বড় হয় তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বিধান অনুসারে তাদের বিবাহ্ সম্পাদন করার জন্য তাকিদ দেন। তখন হযরত আদম (আঃ) প্রথম দুই জোড়ের সন্তানদেরকে ডেকে আল্লাহ্ তা'য়ালার বিধান অনুসারে বিবাহের প্রস্তাব করেন। এক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান কাবিল আপত্তি করে বলল, আমার বোন একলিমাকে আমি বিবাহ করব। তখন হযরত আদম (আঃ) বললেন, এটি আল্লাহ্ তা'য়ালার বিদান নয়। কাবিল বলল, এটি আল্লাহর বিধান নয় তার প্রমাণ কি? তখন হযরত আদম (আঃ) বললেন, তুমি এবং হাবিল দুজনে দুটি কুরবানী করে মিনার পাহাড়ের উপর রেখে আস। যার কুরবানী আল্লাহ্ কবুল করবেন সে একলিমাকে বিবাহ্ করবে।

হযরত আদম (আঃ)-এর যুগে সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ অবগতির জন্য আল্লাহ তা'য়ালা এ ধরনের একটি মোজেজা হযরত আদম (আঃ)-কে দান করেছিলেন। অন্যান্য নবীগণের যুগেও এ জাতীয় অনেক ব্যবস্থা চালু ছিল। যা দ্বারা সরাসরি আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে অজানা বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব ছিল এবং উচিত বিচারের রায় পাওয়া যেত। যেমন-হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগে ছিল 'জাহাজ'। জাহাজের উপর হাত রাখলে যদি জাহাজ স্থির থাকত তবে বুঝা যেত বাদী সত্যবাদী, আর যদি নড়ে উঠত তবে বুঝা যেত বাদী মিথ্যাবাদী।

www.pathagar.com

হযরত দাউদ (আঃ)-এর যুগে ছিল 'লোহার শিকল" এর ব্যবস্থা। এটা আসমানে ঝুলন্ত থাকত। বিবাদমান ব্যক্তিদের মধ্যে যে শিকল ধরত সে যদি সত্যবাদী হত তা হলে শিকল তার হাত জড়িয়ে ধরত। আর যদি মিথ্যাবাদী হত তবে শিকল তাকে ধরতনা। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর যুগে ছিল 'গর্তের বিচার।' বিবাদ মান ব্যক্তিদের মধ্যে যার পা গর্তে আটকে যেত সে ছিল অন্যায়কারী আর যার পা গর্তে আটকাত না সে ছিল সত্যবাদী।

হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর যুগে ছিল কলমের বিচার। এভাবে অধিকাংশ নবীর যুগে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের এক একটি খোদায়ী ব্যবস্তা থাকত। কিন্তু শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে আল্লাহ তা'য়ালা এসব ব্যবস্থা বাতিল করে দুজন সাক্ষীর জবান বন্দির উপর সত্য-মিথ্যার প্রমাণ নির্ভর করে দিলেন। এটা ছিল শেষ নবীর উম্মতকে সম্মানীত করে দেখাবার একটি পদ্ধতি মাত্র।

হযরত আদম (আঃ) এর নির্দেশ অনুসারে তার দুই পুত্র হাবিল ও কাবিল দুটি মেষ জবাই করে মিনার এক পাহাড়ের উপর রেখে আসল। কিছুক্ষণের মধ্যে একখণ্ড অগ্নি এসে হাবিলের জবেহকৃত মেষটি উধাও করে দিল। এ দৃশ্য অবলোকন করে হযরত আদম (আঃ) বললেন, হাবিলের কুরবানী কবুল হয়েছে। অতএব সেই একলিমাকে বিবাহ করবে। আল্লাহ তা'য়ালার এ ইঙ্গিত অনুসারে হযরত আদম (আঃ) হাবিলের সঙ্গে একলিমাকে এবং কাবিলের সঙ্গে সাজকে বিবাহ দিয়ে দিলেন।

কাবিল ঈমানদারীর ক্ষেত্রে খুব অগ্রগামী ছিল না। সে পিতার সিদ্ধান্ত মনে প্রাণে মেনে নিতে পারল না। সে হাবিলকে হুমকি দিয়ে বলল, তুমি একলিমাকে পরিত্যাগ কর, না হয় আমি তোমাকে হত্যা করব। হাবিল সে কথায় বলল, আমি আল্লাহ ও রাসূলের সিদ্ধান্তের উপর বহাল থাকব। তাতে তুমি আমাকে ভয় প্রদর্শন করে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। কাবিল এ কথায় ভীষণ ক্রোধান্বিত হল এবং হাবিলকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করল। একদা হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) কাবাঘর জিয়াতের জন্য মক্কা শরীফ চলে গেলেন। এদিকে কাবিল এ সময়টাকে তার দুরভিসন্ধি চরিতার্থের উপযোগী সময় হিসেবে বেছে নিল এবং হাবিলের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কাবিলের চিন্তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে একটা প্রতিবন্ধকা দেখা দিল। সেটা হল কি উপায়ে তাকে হত্যা করবে তা সে স্থির করতে পাল না। এ সময় শয়তান দীর্ঘদিন পরে আদম (আঃ)-এর সন্তানদের ক্ষেত্রে একটু কাজ করার সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হল। সে কাবিলের সম্মুখে একজন পথচারী হিসেবে

www.pathagar.com

উপস্থিত হল। কাবিল দেখল পথচারীর সম্মুখ দিয়ে একটি সাপ অতিক্রম করছিল। এমন সময় পথচারী একখণ্ড ভারী পাথর এনে সাপের মাথায় আঘাত করল। তাতে সাপের মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং অল্প সময়ের মধ্যে সাপটি মারা গেল। একাজ সমাদা করে পথচারী চলে গেল। কাবিল এ দৃশ্য দেখে হত্যার উপযুক্ত কৌশল গ্রহণ করল।

অতঃপর সে হাবিলের খোঁজ খবরে বের হল। বাড়ির বাইরে গিয়ে সে দেখতে পেল, হাবিল ছাগল বসবাসকারী একটি নির্জন গৃহের এক কোণে ঘুমিয়ে আছে। তখন কাবিল দুর থেকে একটি ভারী পাথর বহন করে নিয়ে আসল এবং ধীরে ধীরে হাবিলের কাছে গিয়ে সজোরে পাথর দ্বারা তার মাতায় আঘাত করল। অমনি হাবিল ছটফট করে উঠল। তখন কাবিল পাথরটি উঠিয়ে পুনরায় তার মাতায় আঘাত করল। এবার সে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। হাবিল মৃত্যুবরণ করল।

প্রাথমিক কাজ সমাদা করে সে দ্বিতীয় আর একটি সমস্যার সম্মুখীন হল। হাবিলকে হত্যা করা হয়েছে, এখন তার লাশটি কি করা যাবে, যদি এভাবে রাস্তার পাশে লাশটি পড়ে থাকে তাহলে তার অন্যান্য ভাইয়েরা এ হত্যার রহস্য অবশ্যই উদ্‌ঘাটন করে ফেলবে। কাবিল এ বিষয় নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হল। এমন কি সে দুচক্ষের পানি ছেড়ে দিয়ে অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগল। এমন সময় সে একটু দূরে দেখতে পেল, দুটি কাক ভীষণ যুদ্ধে ও মারামারিতে লিপ্ত। কিছুক্ষণ মরণপণ যুদ্ধ করার ফলে একটি কাক মৃত্যুবরণ করল, হত্যাকারী কাকটি নিজ ঠোঁট ও পা দ্বারা মাটিতে একটা বড় গর্ত করে নিল এবং মৃত কাকটিকে টেনে এনে সে গর্তের মধ্যে ফেলে উপরে মাটি দিয়ে ঢেকে দিল। এ কাজ সমাধান করে কাকটি উড়ে চলে গেল। কাবিল এ দৃশ্য দেখে নিজের জন্য পথ পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে নিকটবর্তী স্থানে একটি কবর খনন করল এবং তার মধ্যে হাবিলকে রেখে মাটি চাপা দিল।

এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে এরশাদ হয়েছে–

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ
أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ـ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ
الْمُتَّقِينَ * لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ
لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي

www.pathagar.com

وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ * فَطَوَّعَتْ لَهٗ
نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ * فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا
يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ
اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ *
مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا
اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

অর্থ ঃ আর তাদেরকে আদমের দু পুত্রের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে শুনিয়ে দিন যখন তারা উভয়ে কিছু কোরবানী (আল্লাহ্ পাকের দরবারে) পেশ করল। তখন তাদের একজনের কোরবানী কবূল হল এবং অপর জনের কবূল হল না, (যার কোরবানী কবূল হল না) সে বলল, আমি তোমাকে খুন করবই। অপর জন বলল, আল্লাহ্ পাক মুত্তাকীদের কোরবানী কবূল করে থাকেন। তুমি আমাকে খুন করার জন্য তোমার হাত বাড়ালেও, আমি তোমাকে খুন করার জন্য আমার হাত তুলব না। আমি বিশ্ব রব আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি, আমি চাই যে, (এই বাড়াবাড়ির দরুন) তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর; ফলে তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই যালিমদের শাস্তি। অতঃপর তার নফস্ তাকে উত্তেজিত করল নিজের ভাইকে হত্যা করতে। অতঃপর সে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হল। অনন্তর আল্লাহ্ একটি কাক পাঠালেন, সে এসে মাটি খুঁড়তে লাগল, যেন কাবীলকে দেখিয়ে দেয়, কিরূপে, ঢাকবে নিজের ভাইয়ের লাশকে। (তা দেখে) কাবীল (মনে মনে) বলল, হায় আফসুস! আমি এ কাকটির মতও হতে পারলাম না যাতে নিজের ভাইয়ের লাশকে গোপন করতে পারি। অতঃপর সে অনুতপ্ত হতে লাগল। এ কারণে আমি বনি ইসরাঈলদের প্রতি বিধান দিলাম যে, কেউ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে কোন প্রাণের বিনিময় ব্যতীত অথবা কোন ফাসাদ ব্যতীত যা ভূ-পৃষ্ঠে তার দ্বারা বিস্তার হয়, তবে সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি একটি প্রাণকে রক্ষা করল, তবে সে দুনিয়ার সব লোকের প্রাণরক্ষা করল। (সূরা মায়েদা ঃ ২৭-৩২)

www.pathagar.com

ইমাম আহ্‌মদ (রহঃ) স্বীয় মুসনাদ কিতাবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلَّا كَانَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِّنْ دَمِهَا لِاَنَّهٗ كَانَ اَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ -

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ভূ-পৃষ্ঠে যখনই কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয় তখনই তার গুনাহ অবশ্যই হযরত আদম (আঃ)-এর পুত্রের (অর্থাৎ কাবীলের) ঘাড়ে বর্তায়। কেননা, সে-ই প্রথম ব্যক্তি যে অন্যায়ভাবে হত্যা আরম্ভ করে এ অপবিত্র প্রথার প্রর্বতন করেছে। (মুসনাদে আহমদ)

কাকের ঘটনাটি তাফসিরকারগণ লিখেছেন যে, কাক দুটি ছিল আল্লাহর ফেরেশতা। এ ফেরেশতা পাঠিয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা মৃত দেহকে কিভাবে দাফন করতে হবে তা পৃথিবীর মানুষকে শিক্ষা দানের জন্য এ ঘটনার অবতারণা করেন। যেহেতু ইতোপূর্বে এ পৃথিবীতে আর কোন মানুষ মারা যায়নি। এটাই মৃত্যুর প্রথম ঘটনা। অতএব মৃত্যুর পরের বিধান ও নিয়ম সম্বন্ধে কারো কোন জ্ঞান ছিল না। তাই ঐ ভাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। এছাড়া হত্যা করা ও সহিংসতার ঘটনাও পৃথিবীতে এটাই সর্বপ্রথম।

কাবিল সব ঝামেলা শেষ করে নিশ্চিন্ত হল, এবার সে মহা আনন্দে একলিমাকে বিয়ে করবে। পৃথিবীতে তার আর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তাই মনের আনন্দে সে পথ চলতে আরম্ভ করল। হঠাৎ আল্লাহ্ তা'য়ালার ইঙ্গিতে তার হাঁটু পর্যন্ত মাটির মধ্যে গেড়ে গেল। কাবিল তা উঠানোর জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করল। বার বার আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম স্মরণ করল এবং তার করুণা ভিক্ষা চাইল। আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে বাণী এল, হে পাপিষ্ঠ! রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করে যে ব্যক্তি ভাইকে হত্যা করেছে, তার শাস্তি হল জীবন্ত অবস্থায় তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলা। তাই তোমার অন্তিম সময় এসে গেছে কোন ক্রমে তোমার রেহাই নেই।

তখন কাবিল অনুনয়ের স্বরে বলল, হে পরোয়ারদেগার! বেহেস্তে শয়তান আপনার নিষেধ অমান্য করে হযরত আদম (আঃ)-কে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করিয়েছিল। তার উপর তো এতবড় শাস্তি অবতীর্ণ হয়নি। এছাড়া হযরত আদম ও বিবি হাওয়া (আঃ) সরাসরি আপনার আদেশ লঙ্ঘন করল, তাদেরকেও এত

www.pathagar.com

বড় শাস্তি প্রদান করেননি। সেখানে আমার উপর এত বড় শাস্তি চাপানো কি অন্যায় নয়? তখন তাকে জবাব দেয়া হল, তারা কেউ রক্তের বন্ধনের ভাইকে হত্যা করেনি। তোর অপরাদের তুলনায় তাদের অপরাধ শত ভাগের এক ভাগ।

এরপরে কাবিলের কোমর পর্যন্ত মাটি গ্রাস করে নিল। সে বলল, আমার পাপ কার্যের ধরন সর্বনিকৃষ্ট। অতএব আমাকে আল্লাহ তা'য়ালা চরম শাস্তি দিবেন তাই সে চিৎকার দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে ফরিয়াদ করল, হে মহান প্রভু! আপনি আমার পিতা হযরত আদম (আঃ) কে যে কলেমার উছিলায় ক্ষমা করেছিলেন আমি সে কলেমা পাঠ করছি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূল্লাহ"। এখন এ কলেমার বরকতে আমাকে ক্ষমা করুন। এরপরে কাবিলকে ছেড়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা মাটিকে হুকুম দিলেন। অমনি মাটি তাকে ছেড়ে দিল। এবার কাবিল নিজকে পাপমুক্ত মনে করল।তাই সে একলিমাকে ধর্ষণ করতে অগ্রসর হল, তখন আল্লাহ তা'য়ালা কাবিলকে ফেরেশতা দ্বারা এক নির্জন এলাকায় নির্বাসন দিলেন। সেখানে তাকে এক মহাশাস্তির মধ্যে রেখে দিলেন। জনৈক ফেরেশতাকে নিয়োগ করে দিলেন যে এক কঠিন পাথর দ্বারা তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে। ক্ষণকাল পরে মাথা ঠিক হবে, আবার পাথর দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে। আল্লাহ তা'য়ালা এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত তাকে শাস্তি প্রদানের হুকুম দিয়েছেন। কাবিল পাথরের প্রতি আঘাতের যন্ত্রণায় আকাশ বিদারী চিৎকার দিয়ে উঠে এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পুনরায় যখন তার হুঁশ আসে তখন তাকে দ্বিতীয় বার আঘাত করা হয়।

হযরত আদম (আঃ) হজ্জ সমাধা করে দেশে এসে হাবিলকে দেখতে পেলেন না। তখন আদম ও হাওয়া উভয়ের মন খুব অস্তির হয়ে উঠল। কারণ হাবিল ছিল পিতামাতার অত্যন্ত প্রিয়। হাবিল যেমন ছিল ন্যায়পরায়ণ, সৎ, সাহসী তেমনি ধর্মানুরাগী ও পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই পিতামাতা তাকে না পেয়ে খুবই অস্থির হয়ে গেলেন। এক্ষেত্রে কাবিলের কথা তারা ভুলেও স্মরণ করলেন না। কারণ তার চরিত্র ছিল খারাপ। ধর্ম কর্মের বালাই তার মধ্যে অদৌ ছিল না। এ জন্য পিতামাতা কখনই তাকে সহ্য করত না। সর্বদা তার থেকে দূরে থাকা নিরাপদ মনে করতেন।

হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া পুত্র শোকে পাগল প্রায় হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন। একদা জিব্রাঈল (আঃ) তাঁদের কান্না দেখে আর সহ্য করতে পারলনা তখন হযরত আদম ও হাওয়ার নিকটবর্তী হয়ে বললেন, আপনার প্রাণপ্রিয় সন্তান হাবিলকে আপনার কুপুত্র কাবিল হত্যা করেছে এবং তাকে বিনা জানাজায় অমুক স্থানে দাফন করেছে। তখন হযরত আদম

www.pathagar.com

(আঃ)-হাবিলের কবর দেখার জন্য আবেদন জানাল। জিব্রাঈল (আঃ)-তখন হযরত আদম ও হাওয়াকে নিয়ে হাবিলের কবরের কাছে পৌঁছে বললেন, এটাই হাবিলের কবর। হযরত আদম ও হাওয়া প্রথমে তার জানাজা পড়লেন। তারপরে কবরের পাশে বসে দীর্ঘ সময় কাঁদলেন। সর্বশেষে পূত্র বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কবর খুড়ে হাবিলকে বের করলেন এবং একটি বাক্সে ভরে নিজ বাসস্থানে নিয়ে আসলেন। বাক্সটি নিজেদের ঘরে রেখে দিলেন। দৈনিক আট দশ বার বাক্স খুলে হাবিলের চেহারা দেখতেন।

একদা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এসে আদম (আঃ)-কে বললেন, মৃত্যু লাশ এভাবে রাখা আল্লাহ তা'য়ালার বিধান নয়। অতএব, আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্য এ লাশকে কবরে দাফন করুন। হযরত আদম ও হাওয়া অন্যান্য সন্তানদেরকে নিয়ে আর একবার জানাজা পড়ে নিজ ঘরের মধ্যে এক পাশে হাবিলের লাশ দাফন করলেন।

হযরত আদম (আঃ)-এর তৃতীয় বারের পুত্র সন্তানের নাম ছিল হযরত শীশ (আঃ)। তিনি ছিলেন আদম সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে নেক্কার ব্যক্তি। তিনি নবুয়তী লাভ করেছিলেন। হাবিলের পরে হযরত শীশ ছিলেন পিতা-মাতার নিকট অধিক প্রিয়। তিনি আদম (আঃ)-এর বৃদ্ধ বয়সে সর্বদা তাঁর নিকটে খেদমতে মশগুল থাকতেন। একদা বৃদ্ধ বয়সে হযরত আদম (আঃ) সকল সন্তানকে তার জন্য ফলমূল নিয়ে আসতে হুকুম দিলেন। সন্তানেরা পিতার হুকুমের পরিপ্রেক্ষিতে যে যা পারল তা নিয়ে আসল। কিন্তু হযরত শীশ (আঃ) কিছুই আনলেন না। তখন হযরত আদম (আঃ) বললেন, শীশ তুমি তো কোন ফল নিয়ে আসলে না? হযরত শীশ বললেন, আব্বাজান আপনি বেহেস্তের মধ্যে অত্যন্ত সুস্বাদু ফলের স্বাদ গ্রহন করেছেন। এখন এই পৃথিবীর স্বাদ বিহীনফল আপনার সম্মুখে পেশ করতে আমার লজ্জা হচ্ছে, তাই আমি কিছুই আনিনি। এছাড়া আপনি আল্লাহর একজন অদ্বিতীয় নবী। আপনি যদি বেহেস্তী ফল খেতে আশা করেন এবং আল্লাহ তা'য়ালার নিকট আরজ পেশ করেন তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা আপনার জন্য বেহেস্তী ফল প্রেরণ করবেন।

হযরত আদম (আঃ) শীশ (আঃ) এর কথা শুনে বললেন, প্রিয় বৎস। আমি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট গন্ধম খেয়ে যে অপরাধ করেছি তাতে দ্বিতীয় বার পুনঃ খাবারের জন্য কিছুর আবেদন করতে আমার ভীষণ লজ্জা হয়। তার চেয়ে বরং তুমি নিষ্পাপ ছেলে, আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা কর। তখন হযরত শীশ (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে কিছু ফল-ফুলের জন্য প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত শীশ (আঃ) এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকগুলো ঝুড়ি ফল

www.pathagar.com

বোঝাই করে একজন হুরকে দিয়ে হযরত শিশের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। হুর হযরত শীশ (আঃ) এর নিকট এসে বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা আমাকেসহ সব ফলমূল আপনার জন্য প্রেরণ করেছেন। তখন হযরত শীশ (আঃ) সবকিছু নিয়ে পিতার সম্মুখে হাজির হলেন। হযরত আদম (আঃ) বেহেস্তী ফল খেলেন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ সকল সন্তানের মধ্যে বিতরণ করলেন। সর্বশেষে হুরের সাথে হযরত শীশ (আঃ)-এর বিবাহ দিয়ে দিলেন। অতঃপর হুরকে বললেন, মা! তুমি এখন বেহেস্তে চলে যাও। যেহেতু পৃথিবীতে তোমার উপযোগী পরিবেশ নেই। তোমার সাথে একদিন বেহেস্তেই শীশের মিলন হবে পৃথিবীতে নয়। তখন হুর সালাম দিয়ে বিদায় গ্রহন করলেন।

হযরত আদম (আঃ) প্রায় বারশত বছর জীবিত ছিলেন। এ মধ্যে তাঁর সাড়ে তিনশত সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সন্তানদের অধিকাংশকে তিনি নিজের পার্থিব ও পারলৌকি তালিম দান করেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে কাবিল ছাড়া সকলেই ঈমানদার ছিলেন। হযরত আদম (আঃ) জীবনের শেষ দিকে মোটামুটি আরাম আয়েসে কাটিয়েছেন। তিনি নিজে নবী হওয়া সত্ত্বেও হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতের অন্তর্ভুক্তির ভাগ্য লাভ করেন।

তিনি অল্প দিন রোগ ভোগের পরে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁকে সিংহলের এক সুরম্য স্থানে দাফন করা হয়। মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁর মাজার জিয়ারতের লক্ষ্যে সিংহল যাত্রা করে থাকেন। আজ পর্যন্ত তাঁর মাজার জিয়ারতের কার্য অব্যাবহত রয়েছে।

হযরত আদম (আঃ) সম্বন্ধে কয়েকটি বিরাট বিরাট মোজেজার কথা বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে। নিচে তার দু' একটি উদ্ধৃত করা হল।

হযরত আদম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশক্রমে পৃথিবীতে আগমনের প্রাক্কালে মেছওয়াকের জন্য এক খণ্ড গাছ সঙ্গে নিয়ে আসেন। উক্ত গাছটি ছিল অত্যন্ত মোজেজা পূর্ণ। উক্ত গাছ হাতে নিয়ে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে যা কিছু প্রার্থনা করা হত আল্লাহ তা'য়ালা সঙ্গে সঙ্গে তা মঞ্জুর করতেন। উক্ত গাছ পরবর্তী সময় নবীগণের হাতে হাতে হযরত মুছা (আঃ)-এর নিকট 'আস' হিসেবে এসে পৌছে। যা দ্বারা তিনি সর্প তৈরি করে পৃথিবীর সব বিধর্মীদের সাথে মোকাবিলা করেছিলেন। যে কাহিনী সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী অতি প্রসিদ্ধ।

এক সময় হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তানেরা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। তখন তারা পিতার নিকট গিয়ে তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে বলেন। হযরত আদম (আঃ) ব্যক্তিগত সুবিধা সুযোগ সম্বন্ধে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে সাহস পেতেন না। তাই তিনি সন্তানদের পিড়াপিড়ি সত্ত্বেও আল্লাহর

www.pathagar.com

দরবারে কোন দোয়া করেননি। তখন আদম (আঃ)-এর সন্তানেরা একত্রিত হয়ে তাঁর পিতার উছিলা দিয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন। আদম (আঃ)-এর সন্তানদের এ ফরিয়াদের পরিপ্রেক্ষিত আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর মারফত অসংখ্য স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পাঠিয়ে দেন। আদম (আঃ)-এর সন্তানেরা এ মুদ্রা নিয়ে পিতার নিকট গমন করেন। এ মুদ্রা দ্বারা তখন কোন প্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ করা সম্ভব ছিল না। কারণ পৃথিবীতে তখন পর্যন্ত আদম সন্তান ব্যতীত অন্য কোন মানুষ ছিল না, কোন উৎপাদন, কোন ক্রয় ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল না। এহেন অবস্থায় টাকা ও স্বর্ণ মুদ্রা দ্বারা কি উপকার সাধিত হবে?

এ কথা ভেবে হযরত আদম (আঃ) তাঁর সন্তানদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট স্থানের কথা বলে দিচ্ছি। তোমরা স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে সেখানে যাবে এবং যার যা প্রয়োজন তার নাম বলে প্রয়োজনীয় মুদ্রা সেখানে রেখে আসবে। পরের দিন তোমাদের মুদ্রার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় বস্তু তোমরা সেখানে পাবে। আদম সন্তানেরা পিতার নিকট থেকে সমস্যার এক অভিনব সমাধান পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হল। তারা আর বিলম্ব না করে পিতার উপদেশ অনুসারে স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে যথাস্থানে চলে গেলএবং শৃঙ্খলার সাথে লাইন ধরে মুদ্রা জমা করে আসল, পরের দিন যথা সময়ে তারা গিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেখল পিতার কথা অনুসারে তারা সকলে নিজ নিজ মালপত্র পেয়ে গেল। তখন আওলাদে আদম (আঃ) আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে ছেজদায় পড়ে শুকরিয়া আদায় করেন।

কথিত আছে হযরত আদম (আঃ) যখন পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন যে স্থানে তিনি প্রথম পা রাখেন সেখানের মাটিগুলো টগবগ করে ফুটে উঠে এবং ঘুরতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে শয়তান ভাবল এ মাটি দ্বারা বিরাট উদ্দেশ্য সাধন হয়ে যাবে। তখন সে সেখান থেকে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে গভীর সমুদ্রের মাঝে এক পর্বতমালার উপর রেখে দেয়। বাকি ঘূর্ণায়মান মাটি একটি গর্তের আকার ধারণ করে ভূগর্ভে চলে যায়। ভূগর্ভে চলে যাওয়া এ মাটি হতে নাকি পৃথিবীর খনিজ দ্রব্যের সৃষ্টি হয়। এযাবত শতাধিক রকমের খনিজ দ্রব্য মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলো সবই হযরত আদম (আঃ)-এর কদম মোবারকের বরকতে সৃষ্টি বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। দ্বিতীয়ত যে মাটি শয়তান পর্বত চূড়ায় রেখে দিয়েছিল তা দ্বারা পৃথিবীতে যাদু বিদ্যার প্রচলন হয়। যা আজ পর্যন্ত মানুষের অকল্যাণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

হযরত আদম (আঃ)-এর জমানায় আইয়ামে বিয়াজের রোজা ফরজ ছিল। (প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখকে আইয়ামে বিয়াজ বলা হয়) হযরত শীশ (আঃ) নবুয়তী লাভ করার পরে আইয়ামে বিয়াজের রোজার ইফতারী

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত আদম ও তাঁর সন্তানদের জন্য ফেরেশতা মারফত বেহেস্ত থেকে প্রেরণ করতেন। এটা ছিল নূরে মোহাম্মদীর বরকত।

একদা হযরত শীশ (আঃ) যখন দেখলেন তাঁর পিতা আদম (আঃ) অতি সাধারণ ভাবে সন্তানদেরকে নিয়ে ইফতার করেন। যা সংগ্রহ করাও ছিল খুব কষ্টকর, তখন তিনি আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট ফরিয়াদ করে বলেন, হে পরম করুণাময়! তোমার নিকট খাদ্য, সম্পদ, অর্থ কোন কিছুর অভাব নেই। এমতাবস্থা নূরে মোহাম্মদীর বহনকারী ব্যক্তিত্ব, হযরত আদম (আঃ) খাদ্যের অভাবে যথেষ্ট দূরবস্থায় কাটাচ্ছে। এ ব্যাপার তোমার রহমত কামনা করি। হযরত শীশ (আঃ)-এর দোয়ার পর হতে রোজার তিন দিন ইফতারীর নামে বহু রকম খাদ্য খাদক বেহেস্ত হতে আসতে থাকে। সে খাদ্য ছিল এত পর্যাপ্ত যা দশদিন যাবত সকলে খাবার পরেও উদ্বৃত্ত থাকত। হযরত আদম (আঃ) শেষ বয়সে আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো অনেক দান অনুদান লাভ করেছেন, যার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন।

হযরত ইদরিস (আঃ)

হযরত ইদরিস (আঃ)-এর আবির্ভাব

পাপীষ্ঠ ইবলীস মূর্তি পূজার প্রথা প্রচলন করে দেয়ার পর দীর্ঘকাল দুনিয়ার লোকজন তাতে লিপ্ত থাকে। মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদাতের কথা মানুষ একেবারেই ভুলে যায়। এভাবে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পর আল্লাহ্ তায়ালা আবার তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হযরত ইদরিস (আঃ)-কে নবীরূপে পাঠালেন।

হযরত ইদরিস (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِدْرِيْسَ - اِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَبِيًّا - وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا -

"(হে নবী!) স্মরণ করুন এ কিতাবে উল্লেখিত ইদ্রীসের কথা। সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী এবং আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ মর্যাদায়। (সূরা মারয়াম ঃ ৫৬-৫৭)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইদ্রীস (আঃ)কে নবী ও সিদ্দীক (সত্যবাদী) বলে প্রশংসা করেছেন। আর ইনিই হলেন উপরোল্লেখিত "খানুখ"। কতিপয় আলিমের বর্ণনা মতে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বংশ তালিকা এখানে গিয়ে

www.pathagar.com

মিলে যায়। হযরত আদম (আঃ) ও শীস (আঃ)-এর পরে তাঁকেই সর্ব প্রথম নবুওয়াত প্রদান করা হয়। আল্লামা ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, পৃথিবীতে যিনি সর্ব প্রথম কলম দ্বারা লেখা শুরু করেন, তিনিই হলেন হযরত ইদ্রীস (আঃ)। তিনি হযরত আদম (আঃ)-এর হায়াতের তিনশত আট বছর পেয়েছিলেন। কতিপয় লোকের বর্ণনা মতে, মুআবিয়া ইবনে হাকাম মুলামী এর হাদীছে যে নবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনিই ছিলেন এই নবী। হাদীস খানা এই যে, একবার হযরত মু'আবিয়া ইবনে হাকাম রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে গণনার রেখা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। (যা হচ্ছে, বালুর উপর কতকগুলো বিশেষ রেখা টেনে বিভিন্ন বিষয় গণনা করা হতো।) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জবাবে বললেন, একজন পয়গম্বর ছিলেন। যিনি এ গণনার রেখা (বালুর উপর) টানতেন। সুতরাং যে ব্যক্তির রেখা সেই (নবীর) রেখার মত হবে সেটা সঠিক।

অধিকাংশ তাফসীরকারগণের বক্তব্য এই যে, সর্ব প্রথম যিনি ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার কাজ শুরু করেন, তিনিই হলেন এই ব্যক্তি। এ কারণেই তাঁর প্রতি অনেক মিথ্যা ও মনগড়া কথা আরোপ করা হয়েছে, যেরূপ করা হয়েছিল অন্যান্য নবী, ওলী ও বিশিষ্ট আলিম ও পন্ডিতগণের প্রতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَرَفَعْنَٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ـ

"এবং আমি তাকে উন্নীতকরেছিলাম উচ্চ মর্যাদায়" (সূরা মারয়ামঃ৫৭)

এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে মে'রাজের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মে'রাজের রাতে চতুর্থ আকাশে তাঁর কাছ থেকে গমন করেছিলেন।

ورفعنه مكانا عليا এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আওফী (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি উক্তি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত ইদ্রীস (আঃ) কে ষষ্ট আকাশে তুলে নেয়া হয় এবং সেখানে বসেই তাঁর ওফাত হয়। হযরত যিহাক (রহঃ) এরও এই অভিমত। কিন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ)-এর এই হাসীছে যে, "তিনি চতুর্থ আকাশে আছেন," সেটিই অধিক বিশুদ্ধ। মুজাহিদ (রহঃ) এবং অনেক আলিমগণেরও এই অভিমত। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, ورفعنه مكانا عليا এ আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তাঁকে জান্নাতে তুলে নেয়া হয়েছে। অনেকে বলেন যে, তাঁকে তার পিতা য়ারদ ইবনে মাহলাইলের বেঁচে থাকা অবস্থায়ই তুলে নেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ কিতাবে উল্লিখিত ইদরিস (আঃ)-কে স্মরণ কর। নিশ্চয় সে সত্য নবী এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উচ্চতর জায়গায় উঠিয়ে নিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

হযরত ইদরিস (আঃ)-এর মূল বা আসল নাম ছিল আখনুক। তবে তাঁর নাম ইদরিস হবার কারণ হল, তিনি দেশের জনসাধারণকে শিক্ষা-দীক্ষায় উপযুক্তরূপে গড়ে তুলেছিলেন। শিক্ষা দেয়াকে দারস বা প্রশিক্ষণ বলা হয়। আর সে দারস শব্দ হতেই ইদরিস শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

হযরত ইদরিস (আঃ) একদিকে যেমন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, অন্যদিকে তিনি নানা গুণেও বিভূষিত ছিলেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি মানুষকে শিক্ষা প্রদান করতেন এবং তাদের মাঝে ওয়াজ নসিহত করতেন এবং ইবাদাত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন। তাঁর সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি নিজের জামা-কাপড় নিজেই সেলাই করে ব্যবহার করতেন। অন্যের জামা-কাপড়ও সেলাই করে দিতেন। অবশ্য সেজন্য তিনি কারও নিকট হতে কোন প্রকার মজুরী বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না।

তিনি এমনই ইবাদাতকারী ব্যক্তি ছিলেন যে, একদিকে তিনি কাজ করতেন, অন্যদিকে মনে মনে যিকির করতেন। শুনা যায়, জামাকাপড় সেলাই করাকালে সূচের প্রতিটি ফোড়ে ফোড়ে তিনি আল্লাহর নামের তাসবীহ্ পাঠ করতেন।

হযরত ইদরিসের বেহেশতে গমন

হযরত ইদরিস (আঃ) জীবনে বহু মা'জেযা দেখাতেন। তন্মধ্যে একটি প্রধান মা'জেযা এই যে, তিনি যেসব ভবিষ্যত বাণী করতেন, তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হত। তাঁর অত্যধিক ইবাদাতে আনন্দিত হয়ে বিভিন্ন সময়ে ফেরেশতাগণ তাঁকে আসমানে নিয়ে যেতেন।

এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা তাঁর জীবনের সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য ঘটনারূপে পরিচিত। একদিন তিনি তাসবীহ্ তাহ্লীল পাঠে রত ছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ ফেরেশতা আজরাইল (আঃ) জনৈক সাধারণ মানুষের বেশে এসে তাঁর সামনে দন্ডায়মান হলেন। তিনি তাকে জনৈক বিদেশী মেহমান মনে করে যথা উপযুক্ত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন।

হযরত ইদরিস (আঃ) সর্বদা রোযা রাখতেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্বে তাঁর ইফতারের জন্য বেহেশত হতে খাবার আসত। তিনি সে বেহেশতী খাবার দ্বারা ইফতার করতেন। ইফতার করে যা অবশিষ্ট থাকত তা আবার বেহেশতে ফিরে যেত। সেদিনও বেহেশত হতে খাবার আসলে তিনি বেহেস্তি খাবার দ্বারা ইফতার করলেন এবং মেহমানকেও তা খেতে দিলেন। উক্ত মেহমানরূপী ফেরেশতা আজ্রাইল (আঃ) খানা খাইলেন না; বরং সারারাত্র ইবাদাতে অতিবাহিত করলেন।

www.pathagar.com

মেহমান ব্যক্তির আচার-আচরণে আরও কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দেখা গেল, যা দেখে হযরত ইদরিস (আঃ) বিস্ময়বোধ করলেন।

পরদিন ভোরবেলা হযরত ইদরিস (আঃ) মেহমানকে বললেন, ওহে আগন্তুক মেহমান! চলুন আমরা একটু ভ্রমণ করে আল্লাহ তায়ালার কুদরতসমূহ দেখে আসি।

মেহমান তাতে সম্মত হয়ে দুজন একত্রে ভ্রমণে বের হলেন, কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ মেহমান বললেন, চলুন, আমরা ঐ ক্ষেত হতে কিছু ফল তুলে এনে দুজনে ভক্ষণ করি।

হযরত ইদরিস (আঃ) তাতে বেশ কিছুটা আশ্চর্য ও ক্ষোভ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, আপনি তো ভারী আশ্চর্য মানুষ! রাতে আপনি হালাল খানা খেলেন না, অথচ এখন অপরের ক্ষেত হতে ফল তুলে খেতে চাইছেন। অন্যের মাল না বলে গ্রহণ করা আমাদের জন্য একেবারে নিষিদ্ধ।

মেহমান তাঁর কথার কোন জবাব না দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন।

কিছুদূর সামনে গমন করে একস্থানে কতকগুলো ছাগল চরিতে দেখে মেহমান হযরত ইদরিস (আঃ)-কে বললেন, চলুন ওখান হতে একটা ছাগল এনে আমরা যবেহ করি। তা বেশ করে খাওয়া যাবে। হযরত ইদরিস (আঃ) বললেন, অপরের ছাগল যবেহ করে খাওয়া যে পাপের কাজ, তা কি আপনার জানা নেই?

ইদরিস (আঃ)-এর স্বেচ্ছায় মরণবরণ ঃ এভাবে আগন্তুক ব্যক্তি তিনদিন পর্যন্ত হযরত ইদরিস (আঃ)-এর সাথে থাকলেন। তার আচরণাদি লক্ষ্য করে হযরত ইদরিস (আঃ)-এর মনে সন্দেহের উদ্রেক হল যে, এ ব্যক্তি নিশ্চয় কোন মনুষ নহে। অতএব তিনি বললেন, আল্লাহর কসম আপনি আপনার প্রকৃত পরিচয়টা বলুন। মেহমান বললেন, আমি কোন মানুষ নয়। আমি একজন ফেরেশতা। আমার নাম মালাকুল-মওত আজরাঈল (আঃ)। হযরত ইদরিস (আঃ) বললেন, আপনিই কি দুনিয়ার সকল প্রাণীর জান কবজ করে থাকেন? মালাকুল-মওত বললেন—হাঁ। তখন হযরত ইদরিস (আঃ) বললেন, তবে মনে হয় আপনি আমার জান কবজ করতে এসেছেন। মালাকুল-মওত বললেন, না, আপনার সাথে ভাই সম্পর্ক করতে এসেছি। আমার একান্ত আশা যে, আপনিও আমার এ প্রস্তাবে রাজী হবেন।

হযরত ইদরিস (আঃ) বললেন, আমি আপনার সাথে এ শর্তে ভাই সম্পর্ক করতে পারি যে, আপনি আমাকে একবার মৃত্যুর অবস্থাটা উপভোগ করাবেন। যদি আপনি আমাকে এখনই একবার মৃত্যুর অবস্থাটা উপভোগ করান, তা হলে আমার অনেকটা উপকার হত। মৃত্যুর ভয়ে আমি বেশি করে আল্লাহর ইবাদাত করতে পারতাম।

www.pathagar.com

মালাকুল-মওত বললেন, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তো আমি পারি না। যেহেতু এখন তো আপনার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়নি।

হযরত ইদরিস (আঃ) বললেন, আপনি আল্লাহর নিকট হতে অনুমতি গ্রহণ করে নিন। তখন মালাকুল-মওত আল্লাহর দরবারে অনুমতির দোয়া করলেন। আল্লাহ তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন। অনুমতি পেয়ে আজরাঈল হযরত ইদরিস (আঃ)-এর জান কবজ করলেন। তাঁর মৃত্যু হওয়ার পরই মালাকুল-মওত তাঁকে আবার জীবিত করে দেয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করে হযরত ইদরিস (আঃ)-কে আবার জীবিত করে দিলেন।

এরপর ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই ইদরিস (আঃ)! বলুন তো জান কবজের অবস্থাটা আপনার নিকট কিরূপ মনে হয়েছিল?

হযরত ইদরিস (আঃ) জবাবে বললেন, ভাই মালাকুল-মওত ! কোন জীবিত প্রাণীর শরীরের চামড়া মাথা হতে পা পর্যন্ত টেনে খসিয়ে ফেললে প্রাণীটির যেমন কষ্ট হয় আমার তদ্রূপ কষ্ট অনুভূত হয়েছিল।

ফেরেশতা আজ্রাঈল বললেন, ভাই ইদরিস (আঃ) ! আমি আজ পর্যন্ত যত জান কবজ করেছি, এত সহজে কারও জান কবজ করিনি। আপনার যাতে অল্প কষ্ট হয়, আমি সেদিকে খুবই লক্ষ্য রেখেছিলাম।

যা হোক এরপর ইদরিস (আঃ) বললেন, ভাই আজ্রাঈল! আমার মনে দোজখ দেখার খুবই সাধ জাগিয়াছে। যদি আপনি আমাকে দোজখ দেখাতেন, তবে দোজখের ভয়ে আমি ইবাদাত-বন্দেগীতে আরও বেশি মনোযোগী হতে পারতাম।

তাঁর প্রস্তাব মঞ্জুর করে আজরাইল (আঃ) তাঁকে দোজখের দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তিনি দোজখ দেখার পর বললেন, ভাই আজরাঈল (আঃ) ! আমার মনে বেহেশত দেখারও অত্যন্ত আগ্রহ জেগেছে। যদি আপনি যদি আমার এ সাধটি পূর্ণ করতেন, তবে আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকতাম।

মালাকুল-মওত বললেন, যদি আপনি আমার নিকট প্রতিশ্রুতি দেন যে, বেহেশত দেখেই আমার নিকট ফিরে আসবেন, তা হলে আপনাকে বেহেশত দেখাতে পারি।

হযরত ইদরিস (আঃ) তাতে রাজী হলে আজরাঈল (আঃ) তাঁকে বেহেশতের দরজায় পৌঁছে দিলেন। তিনি বেহেশতের দরজায় নিজের জুতা খুলে রেখে তার ভিতরে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ ঘুরা-ফিরা করলেন। তারপর ফিরে এসে নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন, কিন্তু আবার পরক্ষণেই জুতা পায় দিয়ে এক দৌড়ে বেহেশতের ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

www.pathagar.com

মালাকুল-মওত তাঁকে ডেকে বললেন, ভাই ইদরিস (আঃ) ! আপনি আবার বেহেশতে ঢুকিলেন কেন? তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আমি আপনাকে দুনিয়ায় পৌঁছে দিয়ে আমার অন্যান্য কাজে রত হব।

হযরত ইদরিস (আঃ) বেহশতের ভিতর হতে জবাব দিলেন, ভাই মালাকুল-মওত ! আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ প্রত্যেক প্রাণীই একবার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং একবার দোজখ না দেখে কেউই বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আমি তো একবার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করলাম এবং দোজখও দেখলাম। তারপর বেহেশত হতে বের হয়ে আপনার সাথে আমার ওয়াদাও পালন করলাম। অতএব এখন আর আমি বেহেশত হতে বের হব না, আপনি এবার আপনার কাজে চলে যান।

ফেরেশতা আজরাঈল (আঃ) হযরত ইদরিস (আঃ)-এর কথা শুনে কর্তব্য স্থির করতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আজাঈলকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আজরাঈল ! ইদরিসকে বেহেশতেই থাকতে দাও। তার অদৃষ্টে আমি এরূপ ঘটনাই লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম।' এরপর হযরত ইদরিস (আঃ) মহা সুখে বসবাস করতে লাগলেন। এদিকে কিন্তু তাঁর পরিবারবর্গ তাঁর বিচ্ছেদে কেঁদে দিন কাটতে লাগল।

ইবলীসের ছলনা ঃ কিছুদিন পর পাপীষ্ঠ ইবলীস একদিন হযরত ইদরিস (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততির কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, তোমাদের পিতার জন্য এভাবে দিনরাত ক্রন্দন করে কি লাভ হবে? আমি তোমাদের পিতার জনৈক ভক্ত উম্মত। তাঁর সমস্ত উম্মতের মধ্যে আমিই ছিলাম তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও স্নেহের পাত্র। তিনি জীবিত থাকাকালেই তাঁর অবিকল আকৃতির একটি পাথরের মূর্তি তৈরি করে আমার নিকট দিয়ে বলে গিয়াছেন যে, আমার বেহেশত গমনের পর তোমরা সকলে আমার এ মূর্তিকেই ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে এবং এর চারদিকে ঘুরে একে তাওয়াফ করবে। অনবরত এর পূজা-অর্চনা করবে। তা হলে আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকব এবং তোমাদের প্রত্যেকের ভালোর জন্য আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশ করব।

পাপীষ্ঠ ইবলীসের ছলনায় হযরত ইদরিস (আঃ)-এর সন্তানগণ ভুলে গেল এবং তারা ঐ মূর্তিটিকে একটি পাহাড়ের উপর স্থাপন করে তার পূজা ও তাওয়াফ প্রভৃতি করতে শুরু করল। ঐ মূর্তিটা হুবহু ইদরিস (আঃ)-এর মতই ছিল। যে লোক তা দেখত, সে-ই মনে করত যে, হযরত ইদরিস (আঃ)-ই পাহাড়ের উপর উপবিষ্ট আছেন।

www.pathagar.com

ইবলীস হযরত ইদরিস (আঃ)-এর সন্তানদের হাতে মূর্তিটা দিয়েই তার কর্তব্য শেষ করল না। সে ঐ মূর্তি সম্পর্কে যে কথা হযরত ইদরিস (আঃ)-এর সন্তানদের কাছে বলেছিল সে কথা সারা দেশে ঘুরে ঘুরে প্রচার করতে লাগল। ফলে দেশের সকলেই এসে হযরত ইদরিস (আঃ)-এর মূর্তির পূজা করতে আরম্ভ করল।

ক্রমে অবস্থা এই দাঁড়াল যে, হযরত ইদরিস (আঃ)-এর প্রচারিত সত্য ধর্মের রীতিনীতি সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়ে মূর্তি পূজার ব্যাপক প্রসার লাভ করল। সকলেই তাকে প্রকৃত ধর্মনীতি বলে মনে করতে লাগল।

হযরত নূহ (আঃ)

হযরত নূহ (আঃ)-এর কাহিনী

হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রকৃত নাম 'শোকর'। তিনি আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশক্রমে কওমকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে পদে পদে নির্যাতীত হন। তাঁর উপর ধর্মদ্রোহীদের অত্যাচারের ঘটনা এতই করুণ যা কোন ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এ জন্য জীবনের প্রথম দিকে অধিকাংশ সময় তিনি কেঁদে কাটাতেন। এ জন্য তাকে নূহ বলে সম্বোধন করা হত। 'নূহ' শব্দের অর্থ কান্নাকাটি।

পরবর্তী সময় আল্লাহ তা'য়ালাও তাঁকে এ নামে সম্বোধন করে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন-পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করে দেন–

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ * قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ * أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ
وَأَطِيعُونِ * يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى * إِنَّ
أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ
قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا * وَإِنِّي كُلَّمَا
دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ
وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا * ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا * ثُمَّ إِنِّي

www.pathagar.com

أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا * فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا *

অর্থ ঃ "আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি এ নির্দেশসহ পাঠিয়েছিলাম যে, তুমি তোমার জাতিকে সতর্ক কর তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসার পূর্বে। (নূহ) বললেন, হে আমার জাতি! আমি তোমাদেরকে স্পষ্টরূপে সতর্ক করছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর। তা হলে তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে অবকাশ প্রদান করবেন এক নির্ধারিত প্রতিশ্রুতিকাল পর্যন্ত। নিঃসন্দেহ, আল্লাহ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যখন তা এসে পৌঁছবে তখন আর অবকাশ দেয়া হবে না, যদি তোমাদের কিছু বোধশক্তি থাকে। তিনি (নূহ) বললেন, হে আমার রব! আমি আমার সম্প্রদায়কে আহ্বান করলাম, দিন-রাত আহ্বান করেছি কিন্তু আমার আহব্বান তাদের পলায়ন প্রবনতাই বৃদ্ধি করেছে। আর আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করেছি যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তখনই তারা নিজেদের কর্ণসমূহে আঙ্গুল দিতে লাগল এবং নিজেদের উপর কাপড় মুড়ি দিতে লাগল এবং জিদ করল এবং অত্যন্ত উদ্ধত্য প্রকাশ করল। অনন্তর তাদেরকে ডাকলাম প্রকাশ্যে আবার আমি তাদেরকে উচ্চ স্বরে ডাকলাম এবং চুপি চুপি উপদেশ দিলাম। মোটকথা, আমি তাদেরকে বললাম, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। (সূরা নূহ ঃ ১-১০)

আল্লাহ পাক বলেন-

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا *

অর্থ ঃ আর তারা (সরদাররা) তাদের লোকদের বলেছিল কখনও তোমরা তোমাদের দেব-দেবীদেরকে ত্যাগ করো না। আর ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নাসরকে ছেড়ো না। -(সূরা নূহ ঃ ২৩)

পরিশেষে তারা বিরক্ত হয়ে বলতে লাগল, হে নূহ! আর আমাদের সঙ্গে ঝগড়া কলহ না করে আমাদের এ অমান্য করার দরুন তোমার খোদাকে বলে যে আযাব আনয়ন করতে পার, নিয়ে আস। তাদের এ উক্তিটি আল্লাহ্ পাক নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণনা করেন ঃ

www.pathagar.com

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ -

অর্থ ঃ "তারা বলতে লাগল, হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে বিতর্ক করছ এবং অনেক বেশি বিতর্ক করে ফেলেছ সুতরাং এখন যে সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে ভয় দেখিয়েছ তা নিয়ে আস যদি তুমি সত্যবাদী হও।" (সূরা হূদ ঃ ৩২)

হযরত নূহ (আঃ) তাদের কথা শুনে জবাব দিলেন, আল্লাহর আযাব আমার আয়ত্বে নয়। তা তো তাঁর আয়ত্বেই রয়েছে, যিনি আমাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন। তিনি চাওয়া মাত্র সব কিছুই হয়ে যাবে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ

অর্থ ঃ হযরত নূহ (আঃ) বললেন, আল্লাহ চাইলে সে আযাব অবশ্যই আনবেন এবং তোমরা ওটাকে ব্যর্থ করতে পারবে না। (সূরা হূদ ঃ ৩৩)

মোট কথা, হযরত নূহ (আঃ) যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদের হেদায়েতের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়লেন এবং তাদের হঠকারিতা তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল। কুরআনুল কারীমের স্পষ্ট বর্ণনানুয়ায়ী তাঁর সাড়ে নয় শ' বছর অক্লান্ত ও অবিরাম হেদায়াত এবং তাবলীগের প্রতিক্রিয়া তাদের উপর দেখতে না পেয়ে তিনি নিতান্ত পেরেশান হয়ে পড়লেন।

হযরত নূহ (আঃ) জাতির মধ্যে ঘুরে ঘুরে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করতেন। পাহাড়ের উপর উঠে চিৎকার দিয়ে বলতেন, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই। হে কওম! তোমরা আল্লাহর দাওয়াত গ্রহণ করে খাঁটি ঈমানদারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। মূর্তি পূজার ন্যায় গর্হিত কাজ থেকে তোমরা ফিরে এস। যদি তোমরা এ অন্যায় পথ থেকে ফিরে না আস তাহলে এখানে ও পরকালে ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন হবে। সে শাস্তি থেকে তোমাদেরকে কেউ রেহাই দিতে পারবে না।

হযরত নূহ (আঃ) এ সব কথা এতো জোরে বলতেন যার শব্দ এলাকার সমস্ত ঘরে পৌঁছে যেত। এতে এলাকাবাসী খুব বিরক্ত বোধ করত এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি ভীষণ ক্ষিপ্ত হত। কেউ কেউ নূহ (আঃ)-এর আওয়াজ শুনে কানে মুখে কাপড় দিয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করত। কেউ থুথু ফেলে বিরক্তি প্রকাশ করত। আবার কেউ অশ্রাব্য ভাষায় গালি গালাজ করত। কোন কোন এলাকায় গিয়ে তিনি ধর্মদ্রোহীদের হাতে ভীষণ মার খেয়েছেন। কোথাও গিয়ে আটকে

www.pathagar.com

পড়েছেন। কোথাও গিয়ে তিনি এত নির্যাতন ভোগ করেছেন যে কোন মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।

একদিন হযরত নূহ (আঃ) গোত্রের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে ভীষণ আক্রমনের সম্মুখীন হন। তাঁকে বেদম প্রহার করা হয়। তাঁর শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। সমস্ত কাপড়-চোপড় রক্তে ভিজে লাল হয়ে যায়। তারপরও পাষণ্ডরা হযরত নূহ (আঃ)-এর গলায় রশি লাগিয়ে মাটি দিয়ে টানতে থাকে। এমতাবস্থায় তিনি জ্ঞান হারা হয়ে পড়েন। তখন পশুর দল তাঁকে মাঠে ফেলে রেখে চলে যায়। এ সময় হযরত নূহ (আঃ)-এর একজন ভক্ত সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নবীর অবস্থা এরূপ দেখে চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠলেন এবং আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বললেন, হে খোদা! তুমি আছ তাঁর প্রমাণ কি? নবীর শরীরের রক্ত মাটিতে প্রবাহিত হচ্ছে আর তুমি নিরবে দেখছ! এ অবস্থা আমাদের বরদাস্ত হয় না। তুমি মহান দয়াময় হয়ে এ দৃশ্য কিভাবে দেখছ?

নবীর যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখেন তাঁর একজন অনুসারী তাঁর পরিচর্যা করছেন এবং আঝোরে কাঁদছেন। তিনি তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কেঁদ না আল্লাহ তা'য়ালার নিকট মর্যাদাবান হবার এটাই রাস্তা। তিনি এ আঘাতের বিনিময়ে অবশ্যই আমাকে মর্যাদাবান করবেন।

এ সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সেখানে পৌছে বললেন, হে নবী! আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে ছালাম দিয়েছেন এবং আপনি কওমের ধ্বংসের জন্য যে কোন গজব আজাবের দোয়া করবেন তা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ কবুল করে নিবেন বলে খবর দিয়েছেন।

হযরত নূহ বললেন, কওম ধ্বংস হলে আমি কাকে হেদায়েত করব। অতএব আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমাকে আরো কিছু দিনের সময় দান করেন। হযরত জিব্রাঈ (আঃ) তাঁর সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং কিছুক্ষণ সেবা করলেন। এতে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে কিছুটা সুস্থ হলেন। জিব্রাঈল (আঃ) তখন নবীর হাতে একটি গাছের ছোট একটি কাঁচা ডাল দিয়ে বললেন, এটা আপনি এক জায়গায় পুঁতে রাখুন। এটা অল্প দিনে এক বিরাট গাছে পরিণত হবে। তারপরে কি করতে হবে আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই আপনাকে জানিয়ে দিবেন। নবী তখন গাছের ডালটি জিব্রাঈল (আঃ)-এর নিকট থেকে গ্রহণ করলেন এবং এক পাহাড়ের পাদদেশে রোপন করলেন।

এরপরে নবী কয়েক দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেন। তিনি পূর্ণ উদ্দম নিয়ে পুনঃ দ্বীন প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কয়েক বছর ধরে বহু দেশ তিনি সফর করলেন। তারপরে যেখানে তিনি কঠিনভাবে নির্যাতীত হয়েছিলেন, সে

www.pathagar.com

এলাকায় গিয়ে পৌঁছেন। এবার সেখানে তিনি বিরোধীদের কোন তৎপরতা দেখলেন না। তাই তিনি ঘরে ঘরে কাজ আরম্ভ করলেন। এ সময় অনেক সন্তানের পিতা-মাতা তাঁর কাছে এসে বলল, হে মহাময়! আপনি সত্যিই আল্লাহর নবী তাতে সন্দেহ নেই। কারণ আমাদের এলাকার যে সমস্ত ছেলেরা আপনার সঙ্গে বে-আদবী করেছিল তার অধিকাংশের হাত, পা বিকলাঙ্গ হয়েছে। কারো কথা 'বন্ধ হয়েছে, কারো চক্ষু অন্ধ হয়েছে। আবার কেউ পাগল হয়ে গেছে। অতএব আপনি ওদের মঙ্গলের জন্য আপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন। হযরত নূহ (আঃ) অবিভাবকদের বললেন, হ্যাঁ! আমি ওদের আরোগ্যের জন্য দোয়া করব, তবে আপনারা আল্লাহ্ তা'য়ালার উপর ঈমান আনুন এবং তার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে আমাকে তাঁর নবী হিসেবে মেনে নিন। তখন তারা বলল, পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।,এটা আমাদের গোত্রের লোকেরা আদৌ সহ্য করবে না। যার পরিণামে আমাদেরকে ভীষণ সংকটের সম্মুখীন হতে হবে এবং গোত্র থেকে বহিষ্কৃত হতে হবে।

নবী সেখান থেকে বের হয়ে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন এমন সময় একদল ছেলেরা চিৎকার দিয়ে বলল যে, পাগলটা মরে নি, আবার এসেছে, এই বলে নবীর প্রতি পাথর নিক্ষেপ আরম্ভ করল। নবী এবারেও রক্তাক্ত হলেন। অতি কষ্টে এলাকা থেকে দ্রুত চলে আসলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে ফরিয়াদ করে বললেন, হে খোদা! তোমার ন্যস্ত করা দায়িত্ব পালন করতে আমি অবহেলা করিনি। কিন্তু কোন ক্রমে জাতিকে তোমার পথে আনা সম্ভব হল না। উপরন্তু অত্যাচার ও প্রহারে আমার শরীর জর্জরিত হয়েছে। এখন তুমি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন কর।

নবীর ফরিয়াদের সঙ্গে সঙ্গে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সেখানে অবতীর্ণ হয়ে নবীকে বললেন, আমি কয়েক বছর পূর্বে যে গাছের ডালটি আপনাকে দিয়েছিলাম আপনি উহা রোপণ করেছিলেন। সে ডালটি এখন একটি বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। আপনি উক্ত বৃক্ষটি কেটে তক্তা করুন। অতঃপর উহা দ্বারা একটি জাহার তৈরি করুন। জাহাজ তৈরি হলে আপনার ভক্তবৃন্দকে নিয়ে তাতে আরোহণ করবেন। বাকি যারা আপনার অবাধ্য হিসেবে পৃথিবীতে থাকবে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'য়ালা এক মহাপ্লাবন দিয়ে ধ্বংস করে দিবেন। আল্লাহর এ গজব থেকে কেউ রেহাই পাবে না। আপনি আপাতত সমস্ত কাজ-কর্ম বন্ধ করে অতি সত্ত্বর জাহাজ নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

www.pathagar.com

হযরত নূহ (আঃ)-এর জাহাজ তৈরি

হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার তরফ থেকে জাহাজ তৈরির কড়া নির্দেশ পেয়ে হয়রান হয়ে গেলেন। তিনি চতুর্দিকে ছুটাছুটি করতে আরম্ভ করলেন। কোথায় লোকজন, কোথায় প্রয়োজনীয় মালপত্র, কিছুই তার জোগাড় নেই। তবুও আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ যথা সত্তর কার্যকরী করতে হবে। তাই তিনি তাঁর গুটি কয়েক অনুসারীকে খবর দিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশ সম্বন্ধে অবগত করলেন। তৎপর তাদেরকে সহযোগিতা করতে বললেন। সকলে আল্লাহর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে সর্ব রকম সাহায্য সহানুভূতির আশ্বাস প্রদান করলেন। হযরত নূহ (আঃ) তাঁর রোপা গাছটির নিকট গিয়ে অবাক হলেন। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সে ক্ষুদ্র ডালটি এক বিশাল বৃক্ষে রূপ নিয়েছে। গাছটি ছয় শত গজ লম্বা এবং চার শত গজ বিস্তৃত হয়ে মানুষের একটি প্রদর্শনী বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। বহু দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এসে গাছটি দর্শন করত।

হযরত নূহ (আঃ)-এর ভক্ত উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল অসাধারণ শক্তির অধিকারী, তার নাম ছিল আহাম। সে এক সাথে কয়েক শত মানুষের সাথে লড়তে ভয় পেত না। হযরত নূহ (আঃ) যখন গাছ কাটার জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন তখন আহামও তাঁর সাথে ছিল। গাছটি কাটার সময় এলাকার বহু লোক এসে গাছটি কাটতে বাধা প্রদান করল। হযরত নূহ (আঃ) বললেন, গাছ কাটার জন্য তিনি আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ পেয়েছেন। অতএব গাছটি তাকে কাটতে হবে। তখন কতিপয় ছেলে এসে হযরত নূহ (আঃ)এর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিল। আহাম এ দৃশ্য দেখে পাঁচটি ছেলেকে মেরে ফেলল এবং নিজ হাতে অস্ত্র ধরে অল্প সময়ের মধ্যে গাছটি ভূপাতীত করল। এ অবস্থা দেখে স্থানীয় লোকেরা আর কেউ বাধা প্রদান করতে সাহস পেল না।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন−

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ * وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ * قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ * فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ *

www.pathagar.com

অর্থ ঃ বরং আমার তত্ত্বাবধানের এবং আমার ওহী অনুসারে একটি নৌকা বানানোর কাজ শুরু করো। আর মনে রেখা, যারা জুলুম করেছে, তাদের অনুকূলে তুমি আমার কাছে কোনো সুপারিশ করবে না। এরা সবাই এখন নিমজ্জিত হবে। নূহ কিশতী প্রস্তুত করছিল আর তাঁর জাতির নেতৃবৃন্দের মধ্য হতে যে-ই এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, সে এর ওপর বিদ্রুপ করছিল। সে বলেছিল, তোমরা যদি আমাদেরকে বিদ্রুপ করো, তাহলে আমরাও তোমাদেরকে বিদ্রুপ করবো। অতি শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, কার ওপরে অপমানকর আযাব আসে আর কার প্রতি আসে স্থায়ী আযাব। (সূরা হূদ ঃ ৩৭-৩৯)

হযরত নূহ (আঃ) কয়েক দিন বসে গাছ কেটে তক্তা বের করলেন এবং ছোট শাখা কেটে পেরেগ বানিয়ে নিলেন। অতঃপর নবীর সারা জীবনের হেদায়েতের ফসল মাত্র চল্লিশ জন উম্মত নিয়ে জাহাজ তৈরির কাজে হাত দেন। এক হাজার গজ লম্বা ও চারশ গজ প্রস্থ এক জাহাজ তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। নবী তাঁর উম্মতদেরকে নিয়ে দিবারাত্র কাজ করতেন। এ জাহাজ তৈরির কাজে নবী ও তাঁর সঙ্গীরা এত সাফল্য লাভ করলেন যাতে সাধারণ মানুষ অবাক হয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা হয়ত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছিলেন। যাতে করে প্রতি দিন কয়েক শত মানুষের পক্ষে যা করা সম্বব ছিল না, তা তারা সমাধা করে ফেলতেন। চল্লিশ দিন কাজ করার পর দেখা গেল জাহাজের কাজ প্রায় শেষ। তবে কিছু তক্তার অভাব পড়েছে। তখন নবী আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বললেন, তাদের কাঠের অভাব যেন তিনি অনতি বিলম্বে দূর করে দেন।

এ সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হাজির হয়ে নবীকে বললেন, নীল নদের তল দেশে কিছু গাছ আছে তা উত্তোলন করে উহা দ্বারা অপুরন তক্তার কাজ সমাধা করুন।

হযরত নূহ (আঃ) জিব্রাঈলের কথা শুনে আর এক সমস্যার সম্মুখীন হলেন। নদীর তলদেশ থেকে কিভাবে সে কাঠ সংগ্রহ করবেন। উম্মতদেরকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন। উম্মতের মধ্য থেকে একজনে প্রস্তাব দিলেন, উজবিন ওনক বর্তমানে আমাদের দেশে আছে। সে সর্বদা সমুদ্র থেকে অনায়াসে মাছ ধরে খায়। অতএব তাকে কিছু খাবার দিলে সে সহজে কাঠগুলো তুলে দিতে সম্মত হবে।

উজবিন ওনক হযরত আদম (আঃ)-এর এক অপ্রতিদ্বন্দী পৌত্র। তার সম্পর্কে অনেক গল্প আছে। সে ছিল অত্যাধিক লম্বা ও ভীষণ শক্তিশালী। সে নাকি লম্বায় ছিল তিন হাজার গজ এবং তার দেহ ছিল আনুপতিক স্বাভাবিক। স্বাস্থ্য ছিল ভাল। চেহারা ছিল উজ্জ্বল। তার খাদ্য ছিল একত্রে পাঁচ মন থেকে দশ

www.pathagar.com

মন। খাদ্যের অভাব ছিল তার জীবনের প্রধান সংকট। ব্যবহার ছিল অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র। মানুষের সাথে চাল-চলনের ক্ষেত্রে ছিল অমায়িক। মানুষ তাকে অত্যন্ত ভাল বাসত, আদর করত এবং সামর্থ পরিমাণ খাদ্য-দ্রব্য তাকে প্রদান করত। উজের প্রধান খাদ্য ছিল গম ও মাছ। গম মানুষ তাকে দিত, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে তার খাদ্যের জন্য কিছু বরাদ্দ থাকত। দ্বিতীয়ত, নদী ও সমুদ্রে নেমে সে মাছ ধরে খেত। কথিত আছে, সে মাছ ধরে সূর্যের তাপে সেকে নিয়ে খেয়ে ফেলত। বুদ্ধি-জ্ঞানে ছিল খুব সাদাসিদা। ধূর্ততা সে অদৌ বুঝত না অন্যায় কাজ বা অন্যায় আচরন করার অভ্যাস তার ছিল না। শুধু একটি বদ অভ্যাস ছিল, সেটা হল ক্ষুধার তাড়নায় মাঝে মাঝে সে চুরি করে অনেকের ঘর থেকে খাবার খেয়ে ফেলত, আবার তাকে জিজ্ঞেস করলে সে চুরির কথা স্বীকার করত। এ সরলতার জন্য তাকে কেউ খারাপ জানত না। মানুষের উপকারের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব চেষ্টা করত। মানুষের নদী পারাপার বা দূর-দূরান্তে যাতায়াতের ক্ষেত্রে হাতে করে মানুষদেরকে তুলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌছে দিত। কোন কোন সময় সমুদ্র থেকে বড় বড় মাছ ধরে এনে মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিত। ধর্ম-কর্মের ব্যাপারে সে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। আল্লাহ তা'য়ালার উপর তার মোটামুটি বিশ্বাস ছিল। তবে তা কোন ধর্ম অনুসরণের মাধ্যমে নয়।

এখানে তার বাকি জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করি। উজবিন ওনক একধারে ছয় মাস ঘুমাত এবং ছয় মাস ঘুরে-ফিরে খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত থাকত। সে কয়েকজন নবীর যুগ পর্যন্ত বেঁচেছিল। শেষদিকে হযরত মুছা (আঃ) তার কয়েকজন উম্মতকে উজের নিকট প্রেরণ করেছিলেন তাকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে। যদি সে কবুল না করে তবে তারা তার সাথে যুদ্ধ করবে। উম্মতেরা উজের নিকট গিয়ে বলল, আমাদের হযরত মুছা (আঃ) আপনাকে দ্বীনের দাওয়াত দিবার জন্য প্রেরণ করেছেন। যদি আপনি এ দাওয়াত কবুল না করেন তবে আমরা আপনার সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হব। উজ বলল, ওটা তোমাদের নবীকে করতে বল, ঔটা করার সময় আমার নেই। আমি আমার আহার জুটিয়ে সময় পাচ্ছি না। তার উপর আবার ধর্মের কাজ করি কখন। এই বলে সে পথ চলতে আরম্ভ করল। তখন নবীর উম্মতেরা তার উপর আক্রমণ চালাল। তখন উজ সকল উম্মতকে ধরে পকেটে পুরে ফেলল এবং সোজা নিজ স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলল, দেখ মুছার উম্মতেরা আমার সাথে যুদ্ধ করতে এসেছিল, আমি তাদেরকে ধরে পকেটে করে এখানে নিয়ে এসেছি। এখন তোমার সম্মুখে ওদেরকে পিশে পিশে মেরে ফেলব। এই বলে উম্মতদেরকে পকেট থেকে বের করল। উম্মতেরা উজের পকেটে প্রস্রাব পায়খানা করে একেবারে দুর্গন্ধময় করে ফেলেছিল।

www.pathagar.com

অনেকে অজ্ঞান হয়ে মৃত্যুর সাথে লড়ছিল। উজের স্ত্রী নবীর উম্মতদেরকে দেখে দয়াদ্র হয়ে বলল, তুমি ওদেরকে মেরো না, ওরা তোমার সাথে যুদ্ধ করার কি ক্ষমতা রাখে। মুখে বলেছে তাতে তুমি রাগান্বিত হয়েছ? আসলে ওরা যুদ্ধ করতে আসে নি। এসেছে শুধু মুছার হুকুম তামীল করতে। অতএব তোমার মত একজন মহৎ ব্যক্তির পক্ষে ওদেরকে ছেড়ে দেয়াই সমীচিন ও সঙ্গত হবে। তখন উজ ওদেরকে বলল, যাও তোমরা নিরাপদে দেশে চলে যাও। আমার সাথে যুদ্ধ করতে হলে খোদ মুছাকে আসতে বল। উজের স্ত্রী তখন তার জামার পকেট ধুয়ে দিয়ে তাকে শান্ত করল। উজের জামা ছিল গণ্ডার ও মহিষের চামড়া দ্বারা তৈরি। এক জামা দিয়ে সে নিচের পাজামার কাজও সমাদান করত। কারণ এগুলো ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রস্তুত করা সহজ সাধ্য ছিল না।

উজের স্ত্রী ছিল সে যুগের সর্বোচ্চ মহিলা। তবুও উজের তুলনায় সে ছিল হাটু বরাবর। স্ত্রীকে সে খুব ভালবাসত। শুধু খাবার নিয়ে তার সাথে মাঝে মাঝে ঝগড়া-ঝাটি হত। কারণ স্ত্রী যা কিছু খাবার তৈরি করত দু তিন দিন পরে এসে তা সব একেবারে সে খেয়ে যেত।

সে যখন মাঠে ময়দানে ঘুমিয়ে থাকত তখন অনেক পশু এসে তার শরীরের গরম পেয়ে তার গা ঘেষে শুয়ে থাকত। অনেক সময় এভাবে অনেক শুয়ে থাকা পশু তার পার্শ্বক্রিয়ার কারণে শরীরের চাপে পিষে মারা যেত। অনেক সময় পশুদের তাড়নায় তার শরীরে সুড়সুড়ি লাগলে মশা তাড়ানোর ন্যায় চাপড় দিলে তাতেও অনেক পশু মারা যেত। এভাবে তার সম্বন্ধে অনেক গল্প বর্ণিত আছে।

শেষ জীবনে হযরত মুছা (আঃ) তাকে দ্বীনের দাওয়াত দিবার জন্য তার নিকট যান এবং বলেন তুমি আল্লাহর উপর ঈমান আন এবং আমাকে তাঁর রসুল বলে স্বীকার কর। উত্তরে উজ বলল, আল্লাহ্ আমাকে নিয়মিত খাবার দিতে পারে না, তার উপর ঈমান আনলে কি হবে। আপনারা গিয়ে ওসব করুন। আমাকে সর্বদা খাবার যোগাড়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। তখন হযরত মুছা (আঃ) লাঠিতে ভর করে ষাট গজ উপরে ওঠে তাকে সজোরে লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন। এ আঘাতটি একশত বিশ গজ উপরে লাগে। তাতে উজের হাঁটুর উপর এ আঘাত পতিত হয়।

হযরত মুছার লাঠির আঘাতে সম্ভবত সে খুব বেদনা অনুভব করে। তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে দূরবর্তী সুউচ্চ পর্বতমালার দিকে দৌড় দেয়। সেখানে গিয়ে একটি বড় ধরনের পর্বত শৃঙ্গে উঠিয়ে মাথায় তুলে নেয়। ওটা দ্বারা সে মুছার কওমকে চাপা দিবে, এটাই ছিল তার উদ্দেশ্য। পথিমধ্যে আকাশ থেকে উড়ে আসা দুটি পাখি উক্ত পর্বত শৃঙ্গের উপর দিয়ে ঠোকরাতে আরম্ভ করে। অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে এক গর্তের সৃষ্টি হয়। পাখি দুটি মরিয়া হয়ে গর্তের মধ্যে ঘন ঘন ঠোকরাতে

www.pathagar.com

থাকে। উক্ত গর্ত উজের মাথা পর্যন্ত এলে হঠাৎ পর্বত শৃঙ্গটি তার মাথার মধ্যে গেড়ে গিয়ে ঘারে এসে বাধে তখন তার চোখ মুখ সবই অন্ধকারে ঘিরে যায়, কোন দিক দেখা তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় সে পর্বত শৃঙ্গটি মাথা থেকে বের করে ফেলার চেষ্টা করে, কিন্তু ওটা এমনভাবে আটকে পড়ল যে, ওটাকে উঠানো-নামানো কোনটাই আর সম্ভব হলনা। তখন সে ঐ ভাবেই পথ অতিক্রম করতে লাগল। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পরে অদেখা অবস্থায় সে একটি নদীর ভাঙ্গন পাড়ে পা দিতেই উপুর হয়ে নদীর মাঝে পড়ে গেল। তখন তার মাথা পর্বতের ভারে পানির মধ্যে নিমজ্জিত হল এবং পা দুটি উপরে উঠে গেল। এ অবস্থায় সে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্য যথেষ্ট চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ঐ অবস্থায় সেখানে তাকে মৃত্যুবরন করতে হল।

হযরত নূহ (আঃ) তাঁর উম্মতের পরামর্শ অনুসারে একদা এই উজের নিকট গিয়ে তাকে পর্যাপ্ত খাবার দিবার অঙ্গীকার করে নীল নদ থেকে গাছ উত্তোলনের কথা বললেন, উজ খাবার কথা শুনে রাজি হল এবং সঙ্গে সঙ্গে নীল নদের দিকে রওয়ানা করল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে নীলনদের তলদেশ খুজে অনেক গাছ তুলে ফেলল। অতঃপর নূহ নবীর কাছে এসে খাবার প্রার্থনা করল, নবী তাকে তিনটি রুটি দিলেন, তখন উজ রাগান্বিত হয়ে বলল, আমাকে পর্যাপ্ত খাবার দিবার অঙ্গীকার করেছ, এখন মাত্র তিনখানা রুটি দিয়ে আমাকে প্রহসন করছ। আমি এখনই গাছ নদীতে ফেলে দিব। হযরত নূহ (আঃ) বললেন, তুমি রুটিগুলো জামার নিচে রাখ এবং এক একটি করে বের করে খেতে থাক, তাতে যদি তোমার তৃপ্তি না হয় তাহলে গাছ নদীতে ফেলে দিও। উজ নবীর কথা অনুসারে জামার নিচে রেখে রুটি খেতে আরম্ভ করল। তখন সে দেখে এক একটি রুটির সাইজ অনেক বড় হয়েছে এবং রুটির কোন শেষ নেই। একাধারে সে বারশ রুটি খেয়ে ফেলল এবং হাসি দিয়ে বলল, হে নূহ! তুমি আমাকে অনেক দিন পরে পেট ভরে খাওয়ালে। এ জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। আগামীতে আর যদি কোন কাজে আমাকে প্রয়োজন হয় তবে এভাবে খাবার ব্যবস্থা কর, আমি স্বানন্দে তোমার কাজ করে দেব, এ বলে উজ বিদায় হল। জামা উলটিয়ে সে দেখল তার পূর্বের তিন খানা রুটি সম্পূর্ণ অক্ষত আছে। তখন সে হযরত নূহকে বলল, এ রুটি তিনখানা আমি নিয়ে যাব? হযরত নূহ (আঃ) বললেন, হ্যাঁ ওটা তোমার ওটা নিয়ে যাও তবে মনে রেখ এ রুটিতে তোমার অনেক দিন চলবে। উজ খুশি মনে রুটি নিয়ে বিদায় হল।

উজের উঠানো কাঠগুলো হযরত নূহ (আঃ) সঙ্গীদের দ্বারা যথাস্থানে নিয়ে এলেন এবং অতি সত্বর তক্তা করে জাহাজের অসমাপ্ত কাজ আরম্ভ করে দিলেন।

www.pathagar.com

সপ্তাহ খানের মধ্যে তিনি জাহাজের সম্পূর্ণ কাজ সমাধা করে ফেললেন। দেশের হাজার হাজার মানুষ জাহাজ নির্মাণের খবর শুনে প্রতিদিন দেখতে আসে এবং বিদ্রুপের হাসি হাসে। কারণ মরুভূমির মধ্যে জাহাজ তৈরির কাজটা একটা হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া আর কি হতে পারে।

জাহাজ নির্মানের কাজ সমাপ্ত করে হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করতে থাকেন। এভাবে কয়েক দিন পার হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল কারা যেন রাতের অন্ধকারে জাহাজের মধ্যে পায়খানা প্রস্রাব করে সর্বনাশ করেছে। হযরত নূহ (আঃ)-এর আর বুঝতে বাকি রইল না, এটা কাদের কাজ, তিনি দুর্বল, ওদের সাথে মোকাবেলায় অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি আল্লাহ্র তা'য়ালার দরবারে নালিশ করে রাখলেন।

ওদিকে বিধর্মীরা উল্লাস করে জাহাজে পায়খানা করতে লাগল। দিন দিন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। এখন শুধু রাতে নয় দিনের বেলাও দলে দলে মানুষ এসে জাহাজে পায়খানা প্রস্রাব করে যেতে থাকে। একাধারে পনের দিন যাবত এভাবে চলার পরে দেখা গেল পায়খানা ও প্রস্রাবে জাহাজ প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। হযরত নূহ (আঃ) মাঝে মাঝে এসে দূর থেকে দৃশ্য দেখে যান এবং বুক ভাসিয়ে কাঁদতে থাকেন। তাঁর উম্মতগণের অবস্থাও একই রূপ।

এর মধ্যে একদিন এক অন্ধ ব্যক্তি জাহাজে পায়খানা করার সময় পা ফসকে জাহাজে পড়ে যায় এবং মল মূত্রের মধ্যে একেবারে ডুবে যায়। তারপর সে কোন রকম সাঁতরে উপরে উঠে দেখে, তার চক্ষের অন্ধত্ব দূর হয়ে গেছে। সস্য শ্যামল ধরণী তার রূপ নিয়ে অন্ধের সম্মুখে হাজির হয়েছে। তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজ গোত্রের নিকট ছুটে গিয়ে ঘটনা বলল। গোত্রের মানুষেরা প্রথম তাকে বিশ্বাস করতে পারে নি। পরে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারা মহা ভাবনায় পতিত হল। এ খবর ক্রমান্বয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য একদল লোক রাত্রি বেলায় একজন অন্ধকে নিয়ে জাহাজের মধ্যে ফেলে দিল। অন্ধ সেখানে চুব খেয়ে উপরে উঠে আসলে সাথে সাথে তার অন্ধত্ব দূর হল। অন্ধ ব্যক্তি পৃথিবীর সবকিছু পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছে। পর পর দুটি অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। এবারে দেশে এক ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি হল। এখন আর কেউ সেখানে পায়খানা করার জন্য যায় না। এখন সেখানে অন্ধদের যাতায়াত আরম্ভ হয়। যে জাহাজে ডুব দিয়ে আসে তার অন্ধত্ত আর থাকে না। প্রতি দিন শত শত অন্ধ ব্যক্তিরা আরোগ্য লাভ করার পরে পঙ্গু, অচল, লুলা জাতীয় আক্রান্ত ব্যক্তিরা গিয়ে জাহাজের মল মূত্রের মধ্যে ডুব দিতে আরম্ভ করল, আল্লাহর মহিমায় তারাও আরোগ্য লাভ করল। এরপর অরম্ভ

www.pathagar.com

হয় অন্যান্য ব্যাধিগ্রস্থ লোকদের যাতায়াত। তারাও ক্ষণিকের মধ্যে আরোগ্য লাভ করতে লাগল। তখন দেশ-বিদেশ হতে মানুষের ঢল নেমে আসতে আরম্ভ হল। শুধু মল-মূত্র ব্যবহারেই তারা ফিরতো না, বরং পাত্র ভরে ভরে মল-মূত্র নিয়ে যেতে আরম্ভ হল। সপ্তাহখানেকের মধ্যে জাহাজের মল-মুত্র শেষ হয়ে গেল। এরপরে যারা দেশ-বিদেশ থেকে আসল তারা জাহাজ ধুয়ে পানি নিতে আরম্ভ করল, শেষের দিকে ধুয়ে মুছে নিবার ক্ষেত্রে ভীষণ প্রতিযোগিতা ও কাড়াকাড়ি আরম্ভ হল।

পনের দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে যখন জাহাজ সম্পূর্ণ ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে গেল তখন আল্লাহ তা'য়ালা হযরত নূহ (আঃ)-কে আদেশ দিলেন তোমার খাঁটি উম্মতদেরকে এবং পৃথিবীর সমস্ত পশু-পক্ষী থেকে এক জোড়া করে জাহাজে উঠাও। হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহ নির্দেশ শুনে খুবই বিব্রত বোধ করলেন, কারন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রাণীর বাস। অতএব সারা পৃথিবী ঘুরে অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে এগুলো তিনি সংগ্রহ করবেন, বিষয়টি তাঁর নিকট অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হতে লাগল। তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) নবীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, এ ব্যাপারে আপনি আদৌ চিন্তাযুক্ত হবেন না আল্লাহ তা'য়ালা এ বিষয় আপনাকে সাহায্য করবেন, একথা শুনে নবী আস্বস্ত হলেন। নবীকে আরও বলা হল, আপনি বিলম্ব না করে অতি সত্তর এ কাজ সমাধা করুন, কারুন কয়েক দিন পরেই এক মহা প্লাবন আসছে, তাতে পৃথিবী তলিয়ে যাবে।

নবী আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ ক্রমে নানা জায়গায় সফর আরম্ভ করলেন এবং সকল জায়গা থেকে সম্ভাব্য সকল প্রাণী, বৃক্ষ সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন। আত্মীয়-স্বজনদেরকে মহাবিপদের পূর্বাভাস দিলেন এবং জাহাজে অবস্থান গ্রহণের জন্য বললেন। আত্মীয়-স্বজনেরা তার কথার প্রতি তেমন ভ্রূক্ষেপ করল না। ইতোমধ্যে দেখা গেল বন-জঙ্গল থেকে বিভিন্ন জাতের প্রাণীরা কোন খবর ব্যতিরেকেই জাহাজের নিকট এসে ভীড় জমিয়েছে। হযরত নূহ (আঃ) জাহাজের নিকট এসে প্রাণীদেরকে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে উঠিয়ে নিলেন।

জাহাজটি ছিল বহুতল বিশিষ্ট। উপরে কয়েক তলা ছিল মানুষের স্থান, পরবর্তী কয়েক তলা জীবজন্তু ও পশু-পক্ষীর স্থান। তারপরে কয়েক তলা ছিল উদ্ভিদ ও তরু-লতার স্থান। হযরত নূহ (আঃ) ও তাঁর উম্মতেরা অদম্য চেষ্টা করে সকল প্রাণীদেরকে জাহাজে উঠানোর কাজ সমাপ্ত করেন।

এর মধ্যে হযরত নূহ (আঃ)-এর আত্মীয়-স্বজনদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এমন কি হযরত নূহ (আঃ)-এর ছেলে কেনান জাহাজে উঠতে রাজি হল না। হযরত নূহ (আঃ) বার বার তাকে বলেছেন, কিন্তু সে কোন কথা গ্রাহ্য করে নি।

www.pathagar.com

সর্বশেষে হযরত নূহ ক্রোধান্বিত হয়ে ছেলেকে বললেন, "উঠ শয়তান, জাহাজে উঠ" একথা বলার সাথে সাথে ইবলিশ সকলের অলক্ষ্যে লম্ফ দিয়ে জাহাজে উঠে বসল, কিন্তু কেনান আর উঠল না। তখন তিনি নিরুপায় হয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বললেন, হে খোদা! তুমি এক সময় আমাকে বলেছিলে যে, আমার পরিবারবর্গকে ধ্বংসের কবলথেকে রক্ষা করবে, সে মর্মে আমার সন্তান কেনানকে রক্ষা কর। আল্লাহ তা'য়ালা তার উত্তরে বললেন-তুমি আল্লাহর নবী আর কেণান কাফের, অতএব সে তোমার পরিবারবর্গের লোক হবার যোগ্য নয়, তার কথা ছেড়ে দাও।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্লাবন

সে দিন ছিল চন্দ্র মাসের ২রা রজব। ভোর রাত্র থেকে আকাশ থেকে গরম পানির বর্ষণ আরম্ভ হল। আর মাটি ফেটে উঠতে আরম্ভ করল ভীষণ ঠাণ্ডা পানি। উভয় পানির মিশ্রণ যখন ঘটল, তখন আরম্ভ হল বাতাসের রুদ্র রোষ। সময় যত অতিবাহিত হতে লাগল বাতাস ও পানির প্রচণ্ডতা তত বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করল। দেখতে দেখতে মাটির উপর অনেক পানি জমে গেল। দুপুরের মধ্যে শুষ্ক মরু ভূমির উপর দিয়ে বয়ে যেতে আরম্ভ করল প্রচণ্ড স্রোত। হযরত নূহ (আঃ)-এর জাহাজ পানির উপর ভেসে উঠল। তখন কিছু লোক পানির উপর দিয়ে সাঁতরে জাহাজের নিকট আসতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু স্রোতের আক্রমণে তাদেরকে অন্য দিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

এ সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা হলো–

فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَاءَ اَمْرُنَا
وَفَارَ التَّنُّوْرُ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلاَّ مَنْ سَبَقَ
عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلاَ تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ *

অর্থাৎ আমি তার কাছে ওহী করলাম, আমার তত্বাবধানে এবং আমার ওহী অনুসারে নৌকা তৈরী করো। তারপর যখন আমার আদেশ এসে যাবে এবং চুলা উথলে উঠবে তখন তুমি সব ধরনের প্রাণীদের এক একটি জোড়া নিয়ে এতে আরোহণ করো এবং পরিবার পরিজনদের সাথে নাও, তাদের ছাড়া যাদের বিরুদ্ধে আগেই ফয়সালা হয়ে গিয়েছে এবং জালিমদের ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলো না, তারা এখন ডুবতে যাচ্ছে। (সূরা আল মু'মিনুন ঃ ২৭)

www.pathagar.com

উল্লেখিত আয়াতে 'তান্নুর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অনেকে এই শব্দের অর্থ বলতে ভূমি বুঝিয়েছেন এবং কেউ এর অর্থ করেছেন ভূমির ওপরের অংশ। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো, প্রভাতের উদয়। কিন্তু এর বাহ্যিক অর্থ হলো চুলা। উল্লেখিত আয়াতের বর্ণনাদৃষ্টে মনে হয়, এমন কোন বিশেষ চুলা বা উনুন পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট করা ছিলো, যে উনুনের তলদেশ ফেটে যখন পানি উঠতে থাকবে, তখনই বুঝতে হবে যে, মহাপ্লাবনের সূচনা হলো। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে-

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ وَمَا اٰمَنَ مَعَهٗ اِلَّا قَلِيْلٌ *

অর্থাৎ এইভাবে যখন আমার আদেশ এলো আর সেই চুলাটি উথলে উঠলো। তখন আমি বললাম, প্রত্যেক ধরনের জন্তু-জানোয়ার এক এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নাও। তোমার পরিবারের লোকদেরকেও অবশ্য তাদের ব্যতীত যাদেরকে পূর্বেই চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে- এতে তুলে নাও। আর সেই লোকদেরকেও এতে বসাও যারা ঈমান এনেছে। তবে নূহের সাথে ঈমান এনেছে তাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। (সূরা হূদ ঃ ৪০)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা হযরত নূহকে আদেশ দিলেন-

فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ۝وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ *

অর্থাৎ তারপর যখন নিজের সাথীদের নিয়ে নৌকায় আরোহণ করবে তখন বলবে, আল্লাহর শোকর-যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন জালিমদের হাত থেকে। আর বলো, হে রব! আমাকে নামিয়ে দাও বরকতপূর্ণ স্থানে এবং তুমি সর্বোত্তম স্থানদানকারী। (সূরা আল মুমিনুন ঃ ২৮-২৯)

এবার হযরত নূহ আলায়হিস সালাম তাঁর অনুসারীদেরকে আদেশ করেছিলেন নৌকার উঠার জন্য। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

www.pathagar.com

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ *

অর্থাৎ নূহ্ বললো, তোমরা এতে উঠে বসো। আল্লাহ্র নামেই এটা চলতে থাকবে এবং স্থিতি লাভ করবে। আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল করুণাময়। (সূরা হূদ-৪১)

আযাবের ধরণটা কেমন ছিল, মহান আল্লাহ্র ভাষায়-

فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ * وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ *

অর্থাৎ তখন আমি আকাশের দুয়ারসমূহ উন্মুক্ত করে মুষল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করিয়েছি। এবং যমীন বিদীর্ণ করে প্রস্রবনে পরিণত করেছি। আর এই সমস্ত পানি সেই কাজটি পূর্ণ করার কাজে লাগলো, যা পূর্বেই নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। (সূরা ক্বামার-১১-১২)

বালুময় শুষ্ক মরুভূমিতে তেজস্বিনী স্রোতের ধারা বয়ে যাওয়ার ঘটনা কোন দিন রূপকথায়ও শোনে নাই। তাই নূহ (আঃ)-এর জাহাজ নিয়ে দেশের নেতৃবৃন্দ থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষ সকলেই উপহাসের ভাষায় আলোচনা করে বেড়াত। কিন্তু যখন বাস্তব অবস্থা দেখল তখন তাদের জ্ঞান ফিরে এল। আল্লাহ্র নবীর প্রতি ও তাঁর কথার প্রতি আস্থা আসল। তখন বীর অনুসন্ধানে অনেকে বাড়ি থেকে বের হল। কিন্তু প্লাবনের গতি তখন এমন কঠিন রূপ ধারণ করেছিল। যাতে করে ঘর থেকে বের হয়ে আর কেউ রেহাই পেল না। স্রোতের কঠিন আঘাতে ছিটকে কে কোথায় চলে গেল তার কোন পাত্তা থাকল না। বাতাসের প্রচন্ড আঘাতে সমস্ত গাছ-পালা উপড়ে স্রোতের টানে তড়িৎ গতিতে অজানা গন্তব্যে চলে যেতে আরম্ভ করল। ঘর, দালান, ইমারত কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। এক এক করে সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

হযরত নূহ (আঃ)-এর ছেলে কেণান অতি উচ্চ এক পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নিল। যখন সে পাহাড় ডুবে পানি আরো উপরে উঠে গেল, তখন সে আল্লাহ্র নামে তছবীহ্ আরম্ভ করল। কিন্তু নিষ্ঠুর ঝড় তাকে রেহাই দিল না। বাতাসের একটা প্রচণ্ড ঝাপটা এসে তাকে পাহাড়ের উপর ভীষণ জোরে আছাড় দিল। তাতে তার মাথা ও শরীরের সমস্ত হাড় গুঁড়া হয়ে গেল। তার লাশ পানিতে অজানা দেশে ভাসিয়ে নিল। বড় বড় পর্বতগুলোর চূড়া ভেঙ্গে ভেঙ্গে পানিতে পড়তে আরম্ভ করল। কোন জীব-জানোয়ারের অস্তিত্ব দূরের কথা মাটিও স্থির থাকলনা। সমুদয় মাটির সমতলে পরিণত হল। পৃথিবীর কোন জীব-জানোয়ার

www.pathagar.com

যে গুলো হযরত নূহ (আঃ)-এর জাহাজের বাইরে ছিল কেউ রেহাই পেল না। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালার উপরে চল্লিশ গজ পর্যন্ত পানি উঠেছিল। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল সমস্ত পৃথিবীটা অতল সমুদ্রের মাঝে তলিয়ে গেছে।

হযরত নূহ (আঃ) তাঁর সঙ্গী-সাথী ও জীব-জনোয়ার নিয়ে জাহাজে নিরাপদে ছিলেন। জাহাজ নিজ গতিতে কোথায় যাচ্ছিল যাত্রীরা তার কোন খবর রাখত না। জাহাজ অধিকাংশ সময় বায়তুল্লাহর চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে তওয়াফ করে চলছিল। আল্লাহ তা'য়ালা এ বিভিষিকাময়ী তুফান ও প্লাবনের মাঝে জাহাজখানি নিরাপদ রেখেছেন। যাত্রীরাও ভীষণ প্রলয় সম্বন্ধে কিছুই অবগত হতে পারে নি। এক সময় জাহাজের ময়লা আবর্জনা জমে ভীষণ নোংরা হয়ে যায়। তখন হযরত নূহ (আঃ) হাতিকে তার মাথায় হাত বুলিয়ে জাহাজ পরিষ্কার করার আদেশ দেন। হাতি তার সুড় দ্বারা বাইরের পানি এনে জাহাজ ধুয়ে ময়লা বাইরে ফেলে দিতে আরম্ভ করে। এভাবে সে সম্পূর্ণ জাহাজ ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়।

ইবলিস জাহাজের মধ্যে কয়েক মাস আত্মগোপন করে ছিল। একদা তার মাথায় কুবুদ্ধি আসল, সে শূকরের কাছে গিয়ে তার নাকে হাত বুলিয়ে সুড়সুড়ি দিল। শূকর তখন সজোরে হাঁচি দিল। অমনি তার নাকের মধ্যে থেকে ইঁদুর বেড়িয়ে আসল। ইঁদুরগুলি ছুটাছুটি করে জাহাজের নিচ তলায় গিয়ে কাঠ কাটতে আরম্ভ করল। ইবলিসের ইচ্ছা ছিল ইঁদুর দ্বারা জাহাজ ছিদ্র করে দিলে জাহাজে পানি উঠে সেটি তলিয়ে যাবে। এ খবরটি কবুতর গিয়ে হযরত নূহ (আঃ)-এর কাছে পৌছে দেয়। তখন হযরত নূহ (আঃ) পশুদের এলাকায় এসে জিজ্ঞেস করলেন, ইঁদুর আসল কোথা থেকে? শূকর উত্তর দিল, হুজুর! ইবলিস এসে আমার নাকে সুড়সুড়ি দিলে আমি সজোরে হাচি দিই। সেই সাথে আমার নাক থেকে কয়েকটি ইঁদুর ছানা বেড়িয়ে আসে। ইবলিস পৃথিবীতে বসে কয়েক দিন পূর্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি ইঁদুর ছানা আমার কানের মধ্যে গুঁজে রেখে দিয়েছিল। সেই ইঁদুরগুলি সম্ভবত আমার নাক দিয়ে বেড়িয়ে গেছে। হযরত নূহ (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন ইবলিস আমার অনুমতি ব্যতিরেকে কিবাবে জাহাজে উঠল? তখন হযরত নূহ (আঃ) ইবলিসকে ডেকে অবৈধভাবে জাহাজে উঠার বিষয় জিজ্ঞেস করলেন। তখন ইবলিস বলল, হে আল্লাহর নবী! আমি আপনার আদেশ ছাড়া জাহাজে উঠিনি। আপনি যখন আপনার সন্তান কেনানকে জাহাজে উঠার জন্য শেষ বারের মত বলছিলেন, তখন তাকে গালির স্থলে বলেছিলেন "উঠ শয়তান, জাহাজে উঠ" তখন আমি আপনার ঐ কথাটি আমার জন্য আদেশ মনে করে জাহাজে উঠে পরি। অতএব আমাকে অবৈধ প্রবেশকারী বলতে পারবেন না। হযরত নূহ (আঃ) ইবলিসের কথার জবাব দিলেন না।

www.pathagar.com

অতএব তিনি জাহাজের নিরাপত্তার জন্য অন্য তলায় বসবাস রত বিড়ালকে ডেকে জাহাজের তলদেশে পাঠিয়ে দিলেন। বিড়াল দেখে ইঁদুর আত্মসমর্পণ করল। বিড়াল তখন ইঁদুরকে এনে হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্মুখে হাজির করে দিল। ইঁদুর কাকুতির সাথে হযরত নূহ (আঃ)-এর নিকট আরজ করে বলল, ইবলিস জাহাজের একজন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি অতএব তার আদেশকে আমরা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে জাহাজ কাটা কাজ আরম্ভ করি। এখন আমরা আমাদের ভুল ধরতে পেরেছি। অতএব আমাদের ভুলের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থী।

এতবড় সর্বনাশা প্লাবনের মাঝে উজবিন ওনক কিন্তু আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। সে পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে পাহাড়ে গিয়ে উঠে। যখন পানি বৃদ্ধি পেতে পেতে উজের মাথা পর্যন্ত পানি হল তখন সে চিৎকার দিয়ে বলল, হে নূহ (আঃ)-এর খোদা! আমি তোমার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। আমি নূহ (আঃ)-এর সাথে কোন দিন অসৌজন্যমূলক আচরণ করি নি। আমি নূহ (আঃ)-এর আদেশক্রমে তার জাহাজের জন্য নীল নদ থেকে কাঠ সংগ্রহ করে দিয়েছি। এ কাজটির কল্যাণে তুমি আমার জীবন রক্ষা কর। উজের এ আবেদন আল্লাহর দরবারে মঞ্জুর হয়। যার জন্য প্লাবনের মাঝে এক পর্বত শৃঙ্গকে অনেক উঁচু করে দেয়া হয়। যাকে জড়িয়ে ধরে উজের জীবন রক্ষা পায়। প্লাবনের সময় উজের খাদ্য খাদকে কোন অসুবিধা হয় নি। প্রচুর মাছ সে তার অতি নিকটে পায়। যা খেয়ে জীবন ধারণ করে।

দীর্ঘ চল্লিশ দিন যাবত আকাশ থেকে অবিরাম বৃষ্টি এবং মাটি ফেরে পানি উঠায় যখন সারা পৃথিবী পানির অতল তলে তলিয়ে গেল তখন শুধু মাত্র হযরত নূহ (আঃ)-এর জাহাজখানি ছোট একটি কচুরী পানার ন্যায় বাসমান ছিল। দিগন্তহীন জলাশির মাঝে আর কোন কিছুর অস্তিত্বের চিহ্ন ছিল না।

হযরত নূহ (আঃ)-এর জাহাজখানি একাধারে ছয় মাস আট দিন যাবত পানির উপর ভেসে ছিল। তারপরে আল্লাহ তা'য়ালা আসমানকে বর্ষণ বন্ধ করতে এবং জমিনকে পানি উদগীরণ করতে নিষেধ করলেন। তখন থেকে ধীরে ধীরে পানি কমতে আরম্ভ হল। বাতাস বন্দ হল এবং স্রোতের বেগ স্থিমিত হল। এ সময় জাহাজখানি জুদী পাহাড়ে এসে ঠেকল, আস্তে আস্তে অন্যান্য পর্বত চূড়া দৃশ্যমান হতে লাগল।

আল্লাহর আযাবে নিমজ্জিত হয়ে যখন ইসলামের শত্রুগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, তখন আযাবের এলাকাসমূহ পূর্বের ন্যায় হয়ে গেল। মহান আল্লাহ আদেশ দিলেন–

www.pathagar.com

وَقِيلَ يَٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ *

অর্থাৎ নির্দেশ হলো, হে যমীন! তোমার সব পানি গিলে ফেল আর আকাশ থেমে যাও। তারপর পানি যমীনে বসে গেল এবং ফায়সালা চূড়ান্ত হয়ে গেল। নৌকা জুদী পর্বতের গায়ে এসে ভিড়লো। তারপর বলে দেয়া হলো, জালিম লোকজন দূর হয়ে গেল। (সূরা হূদ ঃ ৪৪)

হযরত নূহ (আঃ)-এর জাহাজ পর্বতের উপর এমনভাবে আটকে গেল যাতে সকল প্রাণীর উঠা-নামা সহজ হয়। হযরত নূহ (আঃ)-প্রথমে জুদী পাহাড়ের উপর অবতরণ করেন। অতঃপর তার উম্মতেরা অবতরণ করেন। তারা চতুর্দিকে চেয়ে দেখল পানিতে পৃথিবী ছেয়ে আছে। উম্মতেরা পাহাড়ের উপর অবতরণ করে সেখানে থাকার মত ঘর তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করল। কাঠের অভাবে পাথরের উপর পাথর রেখে দেয়াল তৈরি করল। অতঃপর ফোম দিয়ে ছাদের ব্যবস্থা করল। এভাবে খুব ছোট ছোট ঘর তৈরির কাজে সকলে ব্যস্ত হল। এ সময়ের মধ্যে জমিনের পানি সবটুকু নিঃশেষ হল। তখন হযরত নূহ (আঃ) পক্ষীকুলকে জমিনের পানি মাপার জন্য প্রেরণ করলেন। এগুলোর মধ্যে শুধু কবুতর এসে জানায় অতি সামান্য পানি বাকি আছে। তখন তিনি উম্মতদেরকে বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ নিয়ে জমিনে প্রেরণ করলেন। তারা যেন উদ্ভিদের উপযোগী স্যাঁতস্যাতে মাটিতে এগুলি পুতে আসেন। উম্মতেরা নবীর আদেশ অনুসারে বিভিন্ন উদ্ভিদ চারা নিয়ে জমিনে গেলেন এবং সেখানে স্বযত্নে পুতে রাখলেন। অতঃপর নবী সমস্ত জীব জানোয়ারকে জমিনে পৌছে দিতে আদেশ দিলেন। উম্মতেরা তখন জীব-জানোয়ারগুলোকে ধরে ধরে পাহাড়ের উপর থেকে নামিয়ে দিলেন। কোন কোন জানোয়ার নিজেরাই নামতে সক্ষম হল।

উম্মতেরা জমিনের চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। সর্বত্র পরিষ্কার দেখা যায়। তবে উত্তর দিকে কিছু দূরে একটি বাগানের মত কি যেন মনে হয়। উম্মতেরা এ ব্যাপারটি দেখে অবাক হলেন এবং রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য সেদিকে রওয়ানা করলেন। ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দেখলেন বাস্তবিকই একটি বিরাট বাগানের অস্তিত্ব সেখানে বিরাজমান। এমন প্লাবনের পরে কোন বাগানের অস্তিত্ব পৃথিবীতে বাকি থাকতে পারে এটা তাদের নিকট অতি বিস্ময়কর বলে মনে হল। তারা আরো সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দেখল এক সুবিশাল বাগিচা, উম্মতেরা কৌতুহল বশে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন সেখানে এক

www.pathagar.com

গোয়াল ঘরে অনেক গাভী, আস্তাবলে অনেক ঘোড়া এবং কতিপয় মানুষও সেখানে ঘুরাফিরা করছে। তখন তারা লোকগুলোর নিকটে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, ভাই আপনারা কারা? তারা বলল, আমরা গরীব কৃষক। উম্মতেরা জিজ্ঞেস করল, আপনারা এখানে কিভাবে বেঁচে রইলেন। সারা পৃথিবী ব্যাপী এত বড় ভয়াবহ প্লাবন হল, তার মাঝে আপনাদের বস্তি ও আপনারা কিভাবে রক্ষা পেলেন।

কৃষকেরা বলল, ভাই আমরা এখানে সামান্য বৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুর খবর জানি না। আমরা হযরত নূহ (আঃ)-এর উম্মত বলে দাবি করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁকে আমরা আজ পর্যন্ত চোখে দেখিনি। তাঁকে এক নজর দেখার জন্য আল্লাহর দরবারে সেজদায় পড়ে আমার আম্মা আজ কয়েক বছর যাবত কান্নাকাটি করে দিন গুজরান করছেন। তিনি ঐ ঝুপড়িতে থাকেন এবং নবীর সাক্ষাতের জন্য ব্যকুল হয়ে কাঁদছেন। আমরা তার আঠারো জন সন্তান-সন্ততি সদা সর্বদা তার খেদমত করে থাকি। তার উপদেশ অনুসারে চলি এবং যুগের নবী হযরত নূহ (আঃ)-এর অনুসন্ধানে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াই। বর্তমানে আমাদের আম্মার অসুস্থতার জন্য কেউ নবীর সন্দানে বাইরে যেতে পারি নি। সকলেই আম্মার নিকটে আছি। আমরা চাষাবাদ করি এবং বাগানে ফলমূল উৎপাদন করে জীবন ধারণ করে থাকি। উম্মতেরা এ সব লোকের কথা শুনে বলল, ভাই তোমার আম্মার নিকট আমাদেরকে একটু নিয়ে যাবে? তারা বলল চলুন, তিনি এখন কিছুটা সুস্থ। উম্মতেরা তাদের সাথে রওনা হল, বিশাল সে বাগান মনে হয় যেন কয়েকটি গ্রাম জুড়ে বাগানের পর বাগান রয়েছে।

অনেকক্ষণ হাঁটার পরে তারা গিয়ে একটি গাছের পাতার তৈরি ঘরের নিকটে পৌঁছল। অতঃপর তাদের একজনে ঘরে ঢুকে তার আম্মাকে মেহমান আগমনের খবর দিল। বৃদ্ধা তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, এবার হয়ত আল্লাহ তা'য়ালা হযরত নূহ (আঃ)-এর খাস উম্মতদের সাথে সাক্ষাতের নছিব দান করবেন। এই বলে বৃদ্ধা তাদেরকে ঘরে নিয়ে আসার জন্য ছেলেদেরকে বললেন। তখন উম্মতেরা বৃদ্ধার নিকট গমন করল। বৃদ্ধা তাদেরকে দেখে বললেন, বাবা! আজ আমি ধন্য, তোমাদের ন্যায় নবীর প্রিয় ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আল্লাহ আমাকে এত সহজে দান করবেন তা কোন দিন কল্পনা করি নি।

আমি হযরত নূহ (আঃ)-এর সাথে স্বপ্নে কিছুটা সম্পর্ক রাখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। কিন্তু বাস্তবে তাকেদর্শন করার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তাই দিবারাত্র আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বলি, হে খোদা! আমার জীবনে অন্তত একবার নবীর দর্শন লাভের সৌবাগ্য দান কর। আপনারা যে নবীর একান্ত ঘনিষ্ট

www.pathagar.com

সহচর সে খবর আমি পেয়েছি। আপনাদের দর্শন লাভে আমি অন্তরের যে কত তৃপ্তি লাভ করেছি তা আপনাদিগকে বলে বুঝাতে পারব না। আমি আজ আপনাদের মারফত নবীর দরবারে ছালামটুকু প্রেরনের সৌভাগ্য লাভ করেছি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই। আপনারা আমার ও আমার সন্তানদের জন্য একটু দোয়া করুন যেন নবীর প্রদর্শিত পথের সন্ধান লাভ করতে পারি। কিয়ামতের দিন যেন নবীর কদমের নিকট আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের একটু স্থান করে দেন।

উম্মতেরা বৃদ্ধার অবস্থা দেখে অবাক হলেন এবং বললেন, আম্মা! আপনি আল্লাহ তা'য়ালার একজন অতি প্রিয় ব্যক্তি। আপনার পদমর্যাদার কথা আমরা এখানে বর্ণনা করব না। আমরা আপনার খবর ও আপনার কথা নবীর খেদমতে পৌছে দেব। আপনি আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এই বলে উম্মতেরা বিদায় হলেন।

ওদিকে আল্লাহ তা'য়ালা নবীকে হুকুম দিলেন তিনি যেন জাহাজ বেঙ্গে জুদী পাহাড়ের উপর একখানা মসজিদ নির্মাণ করেন এবং উম্মতের জন্য আবাসিক ঘর তৈরি করেন। জাহাজে নবীর উম্মতের সংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই শত। তাদের মধ্য থেকে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে জুদী পাহাড়ের উপর নির্মিত নতুন শহরের নামকরণ করেছেন 'ছামানীন অর্থ আসা। বাকি উম্মতদেরকে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসের আদেশ প্রদান করেন।

ইবলিশ জাহাজ থেকে অবতরণ করে সারা পৃথিবী ঘুরে কোথাও কোন মানুষ বা অন্য প্রাণীর অস্তিত্ব খুঁজে পেল না। তখন সে হতাশ হয়ে নিষ্ক্রিয় জীবন-যাপন শুরু করল। কয়েকদিন এভাবে থাকার পরে তার ধৈর্য্য আর মানল না। তখন সে সোজা হযরত নূহ (আঃ) নিকট গিয়ে বলে, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমার বিরাট উপকার করেছেন, প্লাবনের ভয়াবহতা থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন, এ জন্য আমি অশেষ কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে আমি আপনাকে কিছু দিতে চাই, আপনি আমার নিকট কি চান? নবী বললেন, তোর নিকট চাইবার আমার কিছুই নেই, তবে একটি বিষয় চাইতে পারি, সেটা হল আমার উম্মতদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করিস না।

শয়তান নবীর কথার উত্তরে বলল, হুজুর! আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি জীবনে আমি কোন মানুষকে অন্যায় করার জন্য প্ররোচিত করি নি। বরং এ ব্যাপারে মানুষেরাই চিরদিন আমাকে উত্যাক্ত করছে। আমি শুধুমাত্র অন্যায় কাজের সুচনা করে বিদায় নিতাম। পরে ওটাকে সঠিক রূপদানকারী বা সঞ্জিবীত করার দায়িত্ব চিরদিন বনী আদমেরাই পালন করেছে। দ্বিতীয়ত আমি বিনা দাওয়াতে কোথাও গিয়ে উপস্থিত হই না। ঘন ঘন দাওয়াতের পরে হয়ত একবার

www.pathagar.com

গিয়ে দু'একটি উপদেশ দিয়ে এসেছি। এর অতিরিক্ত কোন দিন কিছু করি নি। আগামীতেও করব না। এ ওয়াদা আপনাকে দিতে পারি।

যেমন ধরুন জনৈক নবী ইন্তেকালের পরে আমি একখানা সুসজ্জিত ঘর নির্মাণ করে তার মধ্যে মৃত নবীর হুবহু আকৃতির একটি মূর্তি তৈরি করে রাখি। এরপরে আমি কাউকে তার পূজা করতে দাওয়াত দেই নি। মানুষেরা স্ব-ইচ্ছায় মূর্তির নিকট এসে তার পূজা-অর্চনা আরম্ভ করে। অল্প দিনে মজলিশটি ভালই জমে গেল। বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে মানুষ এসে এ পূজায় অংশ গ্রহন করতে থাকে। এমন কি শেষ দিকে মানুষ খোদার পরিবর্তে নবীর মূর্তির নিকট নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করত। নিঃসন্তান রমনীরা সন্তান লাভের কামনাকরত। অর্থহীনতা দূর করণার্তে মূর্তির নিকট তার দয়া প্রার্থনা করত। কালক্রমে এখানে পুরোহিতের আস্তানা হয় এবং বার্ষিক মেলার নিয়ম প্রবর্তিত হয়।

এক সময় ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা নবীর মূর্তি নিয়ে এভাবে বাড়াবাড়ি ও শেরেক করার প্রতিবাদে দল বেঁধে এসে নবীর মূর্তি রক্ষিত মন্দিরের উপর আক্রমণ করল। তখন পুরোহিত চিৎকার দিয়ে তার ভক্তবৃন্দকে ডাকল। বেশ লোক সেখানে সমবেত হল। তখন উভয় দলের মধ্যে প্রথমে কথাবার্তা পরে ঝগড়া, শেষ পর্যন্ত মারামারি ও যুদ্ধে রূপ নিল। ধর্মপরায়ণেরা মনে করেছিল তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা সরাসরি সাহায্য করবেন। তাই তারা খালি হাতে সেখানে উপস্থিত হয়। আর ধর্মদ্রোহীরা অস্ত্রে সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সেখানে আসে। এ অবস্থায় মারামারি ও যুদ্ধের পরিণাম অত্যন্ত দুঃখজনক পর্যায়ে গিয়ে পৌছে। ধর্মপরায়ণের দল মার খেয়ে হতাহত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। আর ধর্মদ্রোহীরা বিজয় পতাকা উড়িয়ে আনন্দ করতে থাকে। এ বিষয়টি নিয়ে বৃদ্ধেরা ও বুদ্ধিজীবীরা আলোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌছল যে, যুদ্ধে যারা বিজয়ী হয়েছে তারাই হকপন্থী। আর যারা হেরে গেছে তারা বাতিলপন্থী। অতএব হকপন্থীদের সাথে থাকাই আমাদের নাজাতের একমাত্র পথ। এই বলে সারা দেশের অধিকাংশ মানুষ মূর্তি পূজায় অংশ গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে মানুষের কৃতকর্মের জন্য আমাকে আদৌ দায়ী করতে পারেন না।

এভাবে আদম সন্তান কাবিলকে আমি শুধু বলেছিলাম তোমার অপরূপা সুন্দরী বোন একলিমাকে তোমার সাথেই ভাল মানায়। অতএব ওকে ছেড়ে দেয়া তোমার ঠিক হবে না। দরকার বোধে হাবিলকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েও তোমার উদ্দেশ্য সফল করা উচিত। এর অতিরিক্ত কথা আমি তাকে বলি নি। যার পরিণামে সেখানে কি বিরাট দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে এ ব্যাপারে আমাকে দায়ী করতে পারেন না। অনরূপ বিবি হাওয়াকে বেহেস্তে বসে শুধু গন্ধম

www.pathagar.com

গাছটি দেখিয়ে দিয়েছি এবং ফলের উপকারিতা সম্বন্ধে দু একটি কথা তাকে বলেছি। কিন্তু আমি নিজ হাতে ফল ধরি নি। বিবি হওয়া নিজ হাতে ফল ছিড়েছেন। নিজে খেয়েছেন এবং আদমকে অচৈতন্য করে ফল খাইয়ে দিয়েছেন। পরে ভাগ্য দোষে যা হবার তাই হয়েছে। এ জন্য আমাকে দোষী করতে পারেন না।

এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত আমি বনি আদমকে কিছু পরামর্শ দানের কাজ করে যাবার নিয়ত করেছি। আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ যেন সহজে আমার আশা পূর্ণ করেন। হুজুর! আমার আর একটি আদর্শ আছে সেটা হল, আমি বাজে মানুষের নিকট বেশি যাতায়াত করি না। আমি নবী-রাসূলগণের সঙ্গলাভ পূণ্যের কাজ মনে করে তাদের সঙ্গেই অধিক সময় কাটানোর ইচ্ছা রাখি। বাকি গউছ, কুতুব ও অলীদেরও কিছু সময় দেবার চিন্তা করেছি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে চলা-ফেরার আমার মান-ইজ্জত রক্ষা পাবে না বলে আমি তাদের থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলি।

হুজুর! আমার কথায় কিছু মনে করবেন না। বর্তমানে দীর্ঘদিন যাবত আপনার সঙ্গে আছি। এটা কোন অসৎ নিয়তে নয়। একমাত্র আমার জীবন রক্ষার জন্য। অতএব এখন বলুন, হুজুর! আমি আপনার কি খেদমত করতে পারি।

হযরত নূহ (আঃ) বললেন, আচ্ছা নবীদের সঙ্গে থেকে যখন কাউকে রেহাই দাওনি তখন আমাকে কবে কি করছ। শয়তান বলল, হুজুর! আপনার কোন ক্ষতি সাধনের চেষ্টা কখনই আমি করি নি। তবে একদা রাত্রি বেলায় উটের গোস্ত দিয়ে উত্তমরূপে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়েছিলেন, ঐ দিন আমি আপনার ঘুমের গভীরতার সৃষ্টির জন্য নানা রঙের স্বপ্নে আপনাকে বিভোর করে রেখেছিলাম। যাতে করে আপনার ফজর নামায কাযা হয়েছিল। হযরত নূহ (আঃ) এ কথা শুনে বললেন, "আস্তাগফেরুল্লাহ, আমি আর জীবনে পেটভরে খানা খাব না।" শয়তান, নবীর কথা শুনে বলল, "আস্তাগফেরুল্লাহ আমিও আর জীবনে উচিত কথা কারো নিকট বলব না।"

হযরত নূহ (আঃ) তখন বললেন, এখন তুই বিদায় হ। তোর আর কোন খেদমত আমার প্রয়োজন নেই। আগামীতেও প্রয়োজন হবে না। শয়তান তখন নিরবে সেখান থেকে কেটে পড়ল। দ্বিতীয়বার আর কোন দিন নবীর সম্মুখে হাজির হয়নি।

হযরত নূহ (আঃ) জুদী পাহাড়ে মসজিদ, বসত বাড়ি স্থাপন করে চতুর্দিকে হেদায়েতের বাণী প্রচার করে বেড়াতেন। নবীর যে সব উম্মতেরা অনেক দূরে গিয়ে বসতি স্থাপন করে জীবন-যাপন করতে আরম্ভ করে, তাদের সন্তানদেরকে শয়তান পরামর্শ দিয়ে পুনঃ মূর্তি পূজার প্রচলন শুরু করে। হযরত নূহ (আঃ)-এর উম্মতেরা এ পূজা বন্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন চেষ্টা আদৌ

www.pathagar.com

কার্যকরী হল না। ধর্মদ্রোহীদের সংখ্যা সর্বত্র বৃদ্ধি পেতে লাগল।

কথিত আছে শয়তান হযরত নূহ (আঃ)-এর ভাঙা জাহাজ থেকে কাঠের একটি পেরেগ চুরি করে এনে তা দিয়ে কিছু অলৌকিক ঘটনা মানুষকে প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়। যাতে করে এ কাজ দ্বারা মানুষকে সহজে সে পথ ভ্রষ্ট করতে পারে। উক্ত পেরেগটি জনৈক বৃদ্ধ মানুষের হাতে দিয়ে শয়তান বলেছিল এটা দ্বারা তুমি মানুষের পূর্বের ও পরের মঙ্গল-অমঙ্গল বলে দিতে পারবে। ছোট-খাট বিপদাপদ ঠেকাতে পারবে এবং পীড়া থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে সক্ষম হবে। তবে একাজ করার জন্য সকলকে মুর্তি পূজা করতে বাধ্য করতে হবে। বৃদ্ধ শ্রদ্ধাভরে উক্ত পেরেকটি শয়তানের নিকট থেকে গ্রহণ করে মানুষের মাঝে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। যার ফলে পরবর্তীতে দেশের প্রায় সকল মানুষ মূর্তি পূজার প্রতি আসক্ত করে ফেলে। এটা ছিল হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগে শয়তানের বিরাট বিজয়।

হযরত নূহ (আঃ) একাধারে সাড়ে নয় শত বছর জীবিত থেকে দ্বীনের প্রচার করে জুদী পাহাড়ে ইন্তেকাল করেন। সেখানে মসজিদের পাশেই তাকে দাফন করা হয়। তার ভক্তবৃন্দেরা শুধুমাত্র জুদী পর্বত এলাকায় ছামানীন শহরে নিজেদের আদর্শ সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। বাকি এলাকা আদর্শচ্যুত হয়ে শয়তানের পথ অনুসরণ করে।

হযরত হুদ (আঃ)

বংশ পরিচয়

হযরত হুদ (আঃ) আদ জাতির নিকট প্রেরিত হল। আদ ছিল হযরত নূহ (আঃ)-এর চার অধস্তন পুরুষ। হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্র সাম। সামের পুত্র ইরাম। ইরামের পুত্র আউস। আউসের পুত্র আদ। সামের আর এক পুত্র ছিল তার নাম ছিল আবির। আবিরের পুত্রের নাম ছিল ছামুদ। আদ ও ছামুদের বংশাবলী ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করে। পরবর্তী সময় আদ ও ছামুদের নামে তাদের বংশাবলীর নাম করণ করা হয়। কওমে আদ ও কওমে ছামুদ। পবিত্র মেরাজে আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর নির্দেশাবলীর কথা উল্লেখ আছে।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ـ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ
إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ـ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ *

www.pathagar.com

অর্থাৎ, আল্লাহ বলেন, আদ জাতির প্রতি তাহাদেরই বংশীয় ভ্রাতা হুদকে আমি নবীরূপে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিল, হে আমাদের স্বজাতীয়গণ! তোমরা এক আল্লাহর ইবাদাত কর, যিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নাই। তোমরা এখন কেবল মিথ্যার উপরে আছ।

কুরআনে পাকে আল্লাহ তা'আলা ইহার পরবর্তী ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ঃ

كَذَّبَتْ عَادُنِ الْمُرْسَلِيْنَ * اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ عَلٰى
تَتَّقُوْنَ * اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ * فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ *

অর্থাৎ, আদ সপ্রদায় পয়গাম্বরদিগকে মিথ্যারোপ করিল। যখন তাহাদের বংশীয় ভ্রাতা হুদ তাহাদিগকে বলিল, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় কর না? আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত নবী; সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুবর্তী হও।

এইভাবে হুদ নবী (আঃ) আদ জাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এইভাবেও বলিতেন ঃ

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِىْ اٰلِهَتِنَا عَنْ
قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ *

অর্থাৎ, 'হে হুদ! (তোমার খোদার স্বপক্ষে) তুমি কোন দলীয় পত্র আন নাই। আমরা কেবল মাত্র তোমার কথায়ই আমাদের উপাস্যগণকে ছাড়িয়া দিতে পারি না এবং তোমার কথায় বিশ্বাস আনিতে পারি না।'

কওমে আদ পারস্য উপসাগরের অববাহিকায় অবস্থিত ওমান থেকে লোহিত সাগরের প্রান্তে হাজরামাউত ও ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় কয়েকশত বছর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তারা চার দেবতার পূজা অর্চনা করত। এক নম্বরের দেবতার নাম ছিল সাকীয়া, যাকে তারা বৃষ্টি দানকারী, ফসল দানকারী ও অর্থ দানকারী দেবতা বলে শ্রদ্ধা করত। দ্বিতীয় হল হাফিজা, যাকে বিপদ মুক্তি, রোগ মুক্তি ও অমঙ্গল থেকে মুক্তি দানকারী বলে বিশ্বাস করত। তিন নম্বরে ছিল রাদিকা, এ দেবতাকে তারা অন্নদানকারী, শান্তি দানকারী ও পরকালের মুক্তি দানকারী দেবতা বলে সম্মান করত। চতুর্থ ছালীমা, যাকে স্বাস্থ্য দানকারী, শক্তি দানকারী এবং যুদ্ধে বিজয় দানকারী বলে মনে করে তারা এ দেবতার পূজা করত।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত হুদ (আঃ)-কে এ আদ জাতির হেদায়েতের জন্য তাদের নিকট নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। হযরত হুদ (আঃ) ছিলেন আদ বংশীয় লোক। আল্লাহতা'য়ালা পবিত্র কোরআনে একথা উল্লেখ করেছেন। তিনি কওমকে যখন হেদায়েতের দাওয়াত দিলেন তখন তারা নবীর কথা শুনে ঠাট্টা বিদ্রুপ আরম্ভ করে দিল। তারা নবীকে বলল, তুমি আল্লাহর বিশেষ দূত হিসেবে আমাদেরকে হেদায়েত করতে এসেছ তার প্রমাণ কি? যদি তুমি নবী হও তাহলে উপযুক্ত প্রমাণ দাও। নবী তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের নিমিত্ত যুগে যুগে নবী রাসূলদেরকে প্রেরণ করে থাকেন। তাঁদের কাজে ও কথায় কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে না। আল্লাহ তা'য়ালার প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করাই তাদের প্রধান কর্তব্য। যখন কোন কওম নৈতিকতা ও ধর্মের ক্ষেত্রে অমনোযোগী হয়ে পড়ে এবং চরম উশৃঙ্খলতার অনুসারী হয় তখন সে কওম ও জাতির পথের দিশা হিসেবে নবীগণের আবির্ভাব ঘটে। তখন জাতি তার প্রতি আত্মসমার্পণ করে দ্বীনে হক কবুল করলে আল্লাহ জাতিকে নাজাত দেন। তাদের তারাক্কিদান করেন। আর যদি তারা নবীর নাফরমান হিসেবে জীবন-যাপন শুরু করে তবে তাদের প্রতি আল্লাহর প্রকাশ্য গজব অবতীর্ণ হয়। অতএব তোমরা যদি স্বাভাবিক ভাবে আল্লাহর প্রতি ঈমান আন এবং দেবদেবীর পূজা-অর্চনা চেড়ে দাও তাহলে তোমাদের সর্বত্র মঙ্গল হবে, না হয় তোমাদের উপর কঠিন আজাব আসবে, যাতে তোমরা ধ্বংস হবে। তোমাদের কোন অস্তিত্ব পৃথিবীর বুকে অবশিষ্ট থাকবে না। কওমে আদ নবীর নছিহত শুনে বলত– আসুক আজাব, আমরা সে আজাবের ভয় করি না। আমরা শরীরে শক্তি রাখি, আজাবের মোকাবিলা করার শক্তি আমাদের আছে। তবুও আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করব না। আমরা এসব দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করে অনেক উপকার পেয়েছি, ধন সম্পদ ও স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছি। আমাদের জন্য নতুন ধর্ম গ্রহণ করা কোনক্রমে সম্ভব নয়।

আদ জাতির লোকেরা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও দীর্ঘকায়। তাদের মধ্যে উর্ধ্বে চারশ গজ পর্যন্ত লম্বা মানুষ ছিল। আর বেটেদের উচ্চতা ছিল সত্তর গজ। তারা দুতিন জনে একত্রিত হয়ে ছোট ছোট পাহাড় উল্টিয়ে ফেলতে পারত। পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে যদি পা দিয়ে আঘাত করত তাহলে পাথরের মধ্যে পা গেড়ে যেত। যে কোন গাছপালা উপড়িয়ে ফেলা ছিল অত্যন্ত সহজ কাজ। তারা সেচ দ্বারা কৃষি কাজ করত। এ জন্য পানি রক্ষণের উদ্দেশ্যে তারা নদীর ন্যায় বড় বড় জলাশয় তৈরি করে রাখত। বর্ষা মওসুমে সেখানে পানি জমা হত। সারা বছর সে পানি সেচ-করে কৃষি কাজ করত। তখনকার দিনে আল্লাহ তা'য়ালা অল্প

www.pathagar.com

দিনে ক্ষেত খামারে বহুগুণ ফসল দান করতেন। ক্ষেতে গমবীজ বপন করলে পনের দিনের মধ্যে গম পেকে যেত। আঙ্গুর, বেদানা, আনার, আপেল ইত্যাদি জাতের ফলের গাছ রোপণ করার দুতিন মাস পরেই পাকা ফল পাওয়া যেত। মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই সচ্ছল। কোন অভাব অভিযোগ তাদের ছিল না। শারীরিক অবস্থা ছিল খুবই ভাল। রোগ ব্যাধি আদৌ ছিল না বললেই চলে।

কওমে আদ যখন নবীর দাওয়াত অগ্রাহ্য করল তখন নবী তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা নবীর বদদোয়া কবুল করে একাধারে তিন বছর যাবত বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন। এতে তাদের তৈরি করা সমস্ত ঝিল, নদী শুকিয়ে গেল, ফলে ফসল উৎপাদন বন্ধ হল। তখন জাতির উপর নেমে আসল ভীষণ দুর্ভিক্ষ। অনাহারে, অর্ধাহারে মানুষ দিন কাটাতে লাগল। বড় বড় পালোয়ানদের শরীরের শক্তি হ্রাস পেল। রাস্তাঘাটে মানুষের লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেল। বৃদ্ধ ও শিশুরা অধিক হারে মৃত্যু বরণ করতে লাগল। সারা দেশময় ভীষণ হাহাকার আরম্ভ হয়ে গেল। মানুষ গাছের পাতা ও অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে জীবন ধারনের চেষ্টা করল।

আদ জাতির মধ্যে সত্তরটি গোত্র ছিল। এ সত্তরটি গোত্রের মোট লোকসংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। তাদের মধ্য থেকে মাত্র সত্তর জন মানুষ নবীর দাওয়াত কবুল করে মেহমান হয়েছিল। এ সত্তর ব্যক্তি একদিন নবীর নিকট আরজ করে বলল, হে আল্লাহর নবী! দেশব্যাপী যেভাবে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে আসছে তাতে আমরাও আমাদের আপনজনেরা কেউ রেহাই পাব বলে মনে হয় না। অতএব আপনি দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'য়ালা যেন এবারের জন্য এ গজব সত্বর উঠিয়ে নেন। আমরা জাতিকে হেদায়েতের পথে আনার জন্য আর একবার আপ্রাণ চেষ্টা করে দেখব। নবী উম্মতের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা নবীর দোয়া কবুল করে বৃষ্টি দিয়ে পুনরায় ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করলেন। যাতে করে দেশের সকল মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করতে আরম্ভ করে। নবী তাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পেশ করলে তারা পূর্বের ন্যায় নবীর প্রতি দুর্ব্যবহার করে এবং পরিষ্কারভাবে বলে দেয় যে, তারা কোন দিনই তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করবে না।

নবী বার বার তাদের নিকট দাওয়াত পেশ করেন এবং আল্লাহর আজাবের ভীতি প্রদর্শন করেন। কিন্তু তারা কোন ক্রমে নবীর প্রতি ঈমান আনল না। বরং কওমে আদের কতিপয় লোক নবীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। নবী তাদের আচার আচরণ দেখে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'য়ালার তরফ থেকে নবীকে জানিয়ে দেয়া হল, হে নবী! আপনি আপনার সত্তর জন উম্মতকে নিয়ে শহর থেকে বেড়িয়ে যান এবং পাহাড়ের এক গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিন। আমি অতি শীঘ্র কওমে আদের উপর ঝড় ও বন্যার আজাব প্রেরণ করছি। নবী কওমের নিকট এবার জানিয়ে দিলেন, কওমের লোকেরা নবীর কথায় আস্থাবান হল না। তারা বলল, হে হুদ (আঃ)! তোমার খোদা ও ঝড় বন্যার আজাব পাঠিয়ে আমাদেরকে দুর্বল করতে পারবে না। আমরা সে কৌশল ঠিক করে রেখেছি। এখন তুমি যদি অমাদের আজাব থেকে রক্ষা পেতে চাও তাহলে নবুয়তীর দাবি ত্যাগ করে নির্বিঘ্নে আমাদের মাঝে বসবাস কর। না হয় অতি সত্তর শহর ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাও। আগামী দিন যেন তোমাদেরকে আমরা এ শহরে আর না দেখি।

নবী আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ অনুসারে তার উম্মতগণকে নিয়ে শহর ত্যাগ করলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তিনি পার্বত্য এলাকায় গিয়ে পৌছেন। সেখানে তিনি চতুর্দিকে দেখাশুনা করে সর্বশেষে এক গুহায় ঢুকে আশ্রয় নিলেন। নবীর উপর অত্যাচার আল্লাহর কখনই সহ্য করেন না। তাই তিনি কওমে আদের কার্যকলাপের জন্য তাদের উপর গজব চাপিয়ে দিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশতাদিগকে হুকুম দিলেন, কিয়ামতের দিন সিঙ্গা ফুঁকে সৃষ্ট ঝড়ের সামান্য নমুনা কওমে আদের উপর ছেড়ে দাও। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'য়ালার এ হুকুম পেয়ে ছেজদায় পড়ে কান্না কাটি আরম্ভ করলেন এবং বিনয়ের সঙ্গে বললেন, হে পরোয়ারদেগার! আপনি যতটুকু বাতাস প্রবাহের আদেশ দিয়েছেন তাতে পৃথিবীতে মুহূর্তের মধ্যে কয়েক লক্ষ বার প্রলয় ঘটে যাবে। কারণ এখন পৃথিবী অত্যন্ত ছোট, কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে অনেক বড় করা হবে। তখন সিঙ্গ ফুঁকের প্রবল বাতাস সহ্য করার মত যোগ্যতা প্রদান করা হবে পৃথিবীকে। কিন্তু আজকের পৃথিবী উহার লক্ষ ভাগের এক ভাগ সহ্য করার ক্ষমতা রাখে না। অতএব আপনি দয়া করে এ সংকট আসান করে দিন। ফেরেশতাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'য়ালা একটি গরুর নিঃশ্বাসের বরাবর বাতাস প্রবাহের আদেশ দিলেন। তখন সমস্ত আম্বিয়াদের রুহ একত্রিত হয়ে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে আরজ করে বললেন, হে রহমান রহিম! আপনি যতটুকু বাতাস প্রবাহের আদেশ দিয়েছেন তাতে সমগ্র পৃথিবী একটি জড়পিণ্ডে পরিণত হয়ে যাবে। সেখানে কোন আলো-বাতাস পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী কিছুই থাকবে না। সম্পূর্ণ পৃথিবীটা শক্ত একটি পাথরের রূপ নিবে। সেখানে আর কোন দিন কোন প্রাণী বেঁচে থাকতে পারবে না। অতএব আপনি এ আজাবের আদেশ শিথিল করে

www.pathagar.com

দিন। আম্বিয়াদের দোয়া কবুলকরে আল্লাহ তা'য়ালা আদেশ দিলেন সুচাগ্র পরিমাণ বাতাস প্রবাহ করে দেয়া হোক।

ফেরেশতাগণ আল্লাহর তা'য়ালার শেষোক্ত আদেশ কার্যকরী করার লক্ষ্যে সাতদিন পূর্বে আকাশে লাল, কাল, হলুদ রঙের মেঘের সমাবেশ করলেন। প্রবাহিত নদ-নদীর পানি স্থির করে দিলেন। চলমান সাধারণ বাতাসের গতি রুদ্ধ করলেন। এ অবস্থা দেখে কওমে আদের লোকেরা বিশ্বাস করল যে আল্লাহর আজাব অতি সন্নিকট। তখন তারা স্ত্রী, পুত্র পরিজন নিয়ে বিভিন্ন পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। যখন আরো সময় অতিবাহিত হল তখন তারা সারা পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখতে পেল। কওমে আদ এ অবস্থা দেখে কিছুটা ভীত হল এবং তারা পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে নিজ স্ত্রী-পুত্রদেরকে মাঝখানে রেখে চতুর্দিকে যুবকেরা বেরিকেট সৃষ্টি করে দাঁড়াল। অতঃপর পা দিয়ে পাথরের উপর বার বার আগাত করে করে হাঁটু পর্যন্ত গেড়ে দাঁড়াল যাতে কোন বাতাসে যেন তাদেরকে স্থানচ্যুত করতে না পারে। নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহর আজাব জমিনে পৌছল। প্রবল ঝড় আরম্ভ হল। গাছ পালা, ঘর-বাড়ি প্রথমেই নিঃশেষ হয়ে গেল। তার পরে উঁচু উঁচু পাহাড়গুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে আকাশে উড়তে আরম্ভ করল। তাতে সমস্ত গুহার আবরণ ও ছাদ ধ্বংস হয়ে গেল। ফলে বাতাস মানুষগুলোকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেল এবং সেখানে এক জনের সাথে অন্য জনের প্রবল আঘাত দিয়ে ধ্বংস করে দিল। তিন দিন পর্যন্ত মানুষ, গাছ ও পাহাড় শুধু বাতাসের উপর ভেসে ভেসে একে অপরকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করছিল। তিন দিন পরে ঝড় থেমে গেল। তখন আকাশ থেকে মানুষের লাশ, গাছ ও পাহাড়ের ভগ্নাংশ মাটিতে পতিত হল। মানুষের লাশগুলো দেখতে উপড়ানো শিকড়যুক্ত খেজুর গাছের ন্যায় এলেমোলোভাবে যেখানে সেখানে পড়ে ছিল। পবিত্র কোরআনে দৃশ্যটি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ * مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ *

অর্থ ঃ "আদ সম্প্রদায়ের (ধ্বংস হওয়ার) মধ্যেও (আল্লাহ তা'আলার কুদরতের উৎকৃষ্ট) নিদর্শন রয়েছে। যখন আমি তাদের উপর এক অশুভ ঝঞ্ঝা বায়ু চালিত করলাম, তা যে বস্তুর উপর দিয়েই অতিক্রম করেছে তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।" (সূরা যারিয়াত ঃ ৪১-৪২)

www.pathagar.com

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ * اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ تَنْزِعُ النَّاسَ * كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ * فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ *

অর্থ ঃ "আদসম্প্রদায়ে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে কেমন কঠোর হয়েছিল আমার আযাব এবং সতর্কীকরণ। আমি তাদের উপর প্রবল ঝড় প্রেরণ করলাম এক অশুভ দিনে যা অটল ছিল। উপড়িয়ে ফেলল লোকদেরকে। তারা যেন উপড়ান খেজুর গাছের শিকড়। কি কঠোর ছিল আমার আযাব ও সতর্কীকরণ।" (সুরা ক্বামার ঃ ১৮-২১)

এ বাতাস নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহীদের দল প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে গেল। যারা নবীর উপর কিছুটা আস্থাশীল ছিল তারা অধিকাংশই রক্ষা পেল। কথিত আছে একদল ঈমানদার ব্যক্তি ঐ সময় উক্ত এলাকায় এমনভাবে নিরাপদে ছিল তারা কিছুই জানতে পারেনি। তাদের কাপড়ের আঁচল পর্যন্ত বাতাসে উড়েনি। তিন দিন পরে যখন নবী কওমের নিকট ফিরে আসলেন তখন জীবিত উম্মতেরা সারা দেশের পরিস্থিত ও দৃশ্য দেখে অবাক হল। তারা আর কাল বিলম্ব না করে নবীর নিকট দ্বীনের পরিপূর্ণ ছবক গ্রহণ করল। এ ছবক যারা গ্রহন করেছিল তারা খাঁটি ঈমানদার হিসেবে পৃথিবীর বুকে ইসলামী রাষ্ট্র পর্যন্ত কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিল।

হযরত হুদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পরে একশত বছর পর্যন্ত এ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম ছিল। হযরত হুদ (আঃ)-এর চারশত বছর জীবিত থেকে কওমকে হেদায়েত করেছেন। হযরত হুদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পরে কয়েক লক্ষ মানুষ তার জানাজা নামায আদায় করে পরম বক্তিসহকারে তার দাফন কার্য সম্পন্ন করেন। হযরত হুদ (আঃ) নবুয়তীর দায়িত্ব পালনে যতখানি সফলতা লাভ করেছিলেন তা নজির বিহীন। বিনা যুদ্ধেও বিনা রক্তপাতে এতখানি সফলতা অর্জন করা অন্য কোন নবীর জীবনে দেখা যায় নি।

সাদ্দাদের বেহেশত

আদের দুই পুত্র ছিল। এক জনের নাম ছিল শাদীদ আর অন্য জনের নাম ছিল সাদ্দাদ। শাদীদ একাধারে সাত শত বছর রাজত্ব করার পরে ইন্তেকাল করে। তারপরে সাদ্দাদ সিংহাসন লাভ করে। তার রাজ্য ছিল বিশাল। পৃথিবীর স্থল ভাগের অধিকাংশ জায়গা ছিল তার রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। ধন-দৌলত,

www.pathagar.com

অর্থ-সম্পদ ছিল প্রচুর। রাজ্যের সকল মানুষ সুখ সাচ্ছন্দে বসবাস করত। রাজা সাদ্দাদ ছিল অহংকারী। ধন-দৌলতের প্রাচুর্যে তাকে বেপরোয়া বানিয়ে ছিল। যার ফলে ধর্ম-কর্ম বলতে তার কাছে কিছুই ছিল না। বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে চলত এবং দেশের বহু স্থানে বিলাস ভবন নামে অনেক সুউচ্চ ইমারত তৈরি করেছিল। প্রমোদ কানন নামে বহু সুশোভিত পুষ্পকানন সাজিয়ে অসংখ্য দাস-দাসী দ্বারা উহার পরিচর্যা করত। তার দাস-দাসীর সংখ্যা নিরূপণ করা ছিল সাধ্যাতীত ব্যাপার। দেশরক্ষী বাহিনীর নামে অশ্বারোহী, পদাতিক ও নৌবাহিনী ছিল কয়েক লক্ষ। তার প্রহরার জন্য সর্বদা বিশ হাজার সৈন্য মোতায়েন থাকত।

হযরত হুদ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ হল সাদ্দাদকে দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর জন্য। হযরত হুদ (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ ক্রমে সাদ্দাদের নিকট পৌছে বললেন, হে রাজা সাদ্দাদ। তোমাকে আল্লাহ তা'য়ালা এক হাজার বছর হায়াত দান করেছেন। অসংখ্য ধন-দৌলত দান করেছেন। অগণিত দাস-দাসী তুমি লাভ করেছ। সর্বোপরি তোমাকে আল্লাহ তা'য়ালা অশেষ সুখ-শক্তি দান করেছেন। ইতোপূর্বে আর কোন রাজা বাদশাহকে যা দান করেননি। এখন সে মহা আল্লাহ তা'য়ালার শোকর আদায়ের নিমিত্ত তার একত্ববাদে আস্থা স্থাপন করে ইমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। তাহলে আল্লাহ তোমাকে আরো সম্পদ বাড়িয়ে দিবেন। তোমার সুখ-শান্তি অধিক করে দিবেন। এমন কি কিয়ামতের দিন তোমার কোন হিসাব নিকাশ নেয়া হবে না। সরাসরি তুমি বেহেস্ত লাভ করতে পারবে। যা সাধারণ ভাবে কারো ভাগ্যে মিলবে না। একমাত্র তোমার জন্যই আমি এ সুসংবাদ দিতে এসেছি এবং আমি তোমার জিম্মাদার হিসেবে কিয়ামতের দিন সর্বক্ষণ তোমার কাছে থাকব। অতএব তুমি মুক্ত মনে একবার পাঠ কর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

সাদ্দাদ নবীর কথা শুনে কোন রকম প্রভান্বিত হল না বরং সে নবীকে বলে দিল, হে হুদ! তুমি আমাকে পরকালের লোভ দেখাচ্ছ। অত দূরের সুখ-শান্তি লাভ করতে পারব কি পারব না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সেখানের সুখ-শান্তি তোমরাই ভোগ কর। আমি এখানে আল্লাহর বেহেস্তের ন্যায় একখানি বেহেস্ত তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দেখবে সেটা তোমার খোদার বেহেস্তের চাইতে কোন অংশে কম হবে না। অতএব অযথা কথা বলে আমার সময় নষ্ট কর না। তুমি তোমার গরীব উম্মতদেরকে নিয়ে তোমার খোদার বেহেস্ত লাভের আশায় থাক। আমার কাছে আর দ্বিতীয় বার এসো না। নবী সাদ্দাদের কথায় বিরক্ত না হয়ে অনেকবার তাকে বলল। সাদ্দাদ শেষ পর্যন্ত তার সম্মুখ থেকে চলে গেল। একদিন পর সাদ্দাদ তার রাজ্যের সকল রাজা, আমির ও বনিকদেরকে জরুরি

www.pathagar.com

ভিত্তিতে রাজ দরবারে ডেকে পাঠাল। সকলে রাজার জরুরি ঘোষণা শুনে রাজদরবারে হাজির হল।

সাদ্দাদের অধীনে তখন প্রায় এক হাজার রাজা ছিল। তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা ছিল। আমীরের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার। আমীরেরা জমিদারদের ন্যায় নির্দিষ্ট এলাকার সর্বেসর্বা ছিল। সকলে মহারাজা সাদ্দাদকে নিয়মিত খাজনা, ওশর ও ভ্যাট প্রদান করত। বনিকের সংখ্যা নির্ণয় সম্ভব ছিল না। কারণ দেশের অধিকাংশ লোক ধনী ও সম্পদশালী ছিল। এ সব উঁচুমানের লোকদের ডেকে সাদ্দাদ বলল, আমি আমার রাজ্যের সর্বত্তম স্থানে এক সুখময় বেহেস্ত তৈরি করতে চাই। নবীগণ আল্লাহ তা'য়ালার বেহেস্ত সম্বন্ধে যেরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আরামদায়ক বেহেস্তের কথা আলোচনা করে থাকেন ঠিক তদ্রুপ বেহেস্ত তৈরি করাই আমার একান্ত আশা। অতএব আপনারা এ ব্যাপারে আমাকে সর্বত্তম সাহায্য সহানুভূতি প্রদান করবেন। এ ব্যাপারে কেউ অমনযোগী থাকলে আমি তাকে শাস্তি দেব এবং তার ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নেব। এ ব্যাপারে প্রাথমিক অবস্থায় দেশে যত স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি-মুক্তা, জহরত, পান্না আছে তা সমুদয় সংগ্রহ করে বেহেস্ত তৈরির কাজে ব্যবহার করতে হবে। এ ব্যাপারে আপনারা সকলে আন্তরিকভাবে এ কাজে সহযোগিতা করবেন বলে আশা রাখি। সর্বপ্রথম উত্তম জায়গা নির্বাচন করুন। তারপরে দেশ-বিদেশী কারিকর ও প্রকৌশলী খবর দিয়ে একটি প্লান বা নকশা তৈরি করুন। আগামী সাত দিনের মধ্যে আনুসঙ্গিক প্রস্তুতি সমাধা করে অষ্টম দিনে ভিত্তিপ্রস্তর করতে হবে। আপনারা প্রস্তুতি কমিটি গঠন করে নিন। আমার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা নিয়ে নিন। আজকের এ বৈঠকে সমস্ত খুটিনাটি বিষয় আলোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। অযথা সময় নষ্ট করা যাবে না। এখন আপনারা এ ব্যাপারে আপনাদের মন্তব্য পেশ করুন।

রাজা, আমির ও বনিকগণ 'মারহাবা' বলে একবাক্যে সাদ্দাদের কথা সমর্থন করল। অতঃপর তারা পাঁচ সদস্যের এক শক্তিশালী কমিটি গঠন করে নিল। তারপর তাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে এক বিশদ ফিরিস্তি তৈরি করে নিজ নিজ কাজ সকলে বুঝে নিল। একদিন পরে রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দর মনোরম ও নাতিশীতোষ্ণ এলাকা নির্বাচন করে সেখানে বেহেস্ত তৈরির কাজ আরম্ভ করে দিল।

ওদিকে দেশ ব্যাপী স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি-মুক্তা সংগ্রহের কাজে জোর চেষ্টা আরম্ভ হল। বিদেশী কারিকর ও প্রকৌশলীদের আমদানি করা হল। নিজস্ব পদ্ধতিতে পাথর কাটা, মাটি খনন ও ভাল কাঠ, লোহা সংগ্রহ জনিত আনুসঙ্গিক যত কাজ তা অতি দ্রুত অগ্রসর হতে আরম্ভ হল। রাজা, আমির-ওমারা ও বনিক

www.pathagar.com

ব্যবসায়ীরা সকলে ব্যক্তিগত সমস্ত কাজ ছেড়ে দিয়ে বেহেস্ত তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করল। সারা দেশব্যাপী ভীষণ তোলপাড় আরম্ভ হয়ে গেল। দেশবাসী সকলে মহা উল্লাসের সাথে এ কাজের প্রতি সমর্থন জানাল, প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এসে কর্মস্থল পরিদর্শন করতে শুরু করে।

দেশবাসীর পক্ষ থেকে সাদ্দাদের নিকট বেহেস্ত তৈরির এ পূণ্য কাজে আর্থিক ও কায়িক অংশগ্রহনের আবেদন জানান হল। সাদ্দাদ জনগনের আবেদন মঞ্জুর করে তাদের দান গ্রহণের মঞ্জুরী দিলেন। ফলে একদিনেই তহবিলে কয়েক কোটি টাকা জমা হয়ে গেল এবং অসংখ্য মানুষ স্বেচ্ছাশ্রমের ক্ষেত্রে নাম তালিকা ভুক্ত করল। এককথায় বেহেস্ত তৈরির ক্ষেত্রে দেশবাসীর আন্তরিকতার অভাব ছিল না।

মহা ধুমধামের সাথে বেহেস্ত তৈরির কাজ আরম্ভ হল। চল্লিশ গজ মাটি খনন করে মুল্যবান পাথর দ্বারা ভিত্তি স্থাপন করা হল। নিচের ভিত খুব মজবুত করে গাঁথা হল। কয়েক হাজার মানুষ সকাল সন্ধ্যা কাজ আরম্ভ করে দিল। সেখানে পচিশ মাইল দীর্ঘ ও দশ মাইল প্রস্থ ছিল বেহেস্তের প্রধান ইমারতের এরিয়া। এর বাইরে ছিল নদ-নদী, পুষ্পকানন এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য চতুর্গুণ বরাদ্ধকৃত এলাকা। যাতে একজন অশ্বারোহীর পক্ষে একদিনে বেহেস্তের চার পাশ ঘুড়ে আসা সম্ভব ছিল না।

বেহেস্তের নির্মাণ কাজ একাধারে মাসের পর মাস, বছরের পরে বছর বিরাম হীনভাবে চলতে লাগল। শেষ দিকে দিবা-রাত্র কাজ চলত। রাতে দশ হাজার লোক কাজ করত এবং দিনের বেলায় বিশ হাজার লোক কাজ করত। নদ-নদী, লেক, পার্ক, পাহাড়, ঝর্ণা থেকে আরম্ভ করে সুশোভিত বাগ-বাগিচা, নহর, ফোয়ারা কিছুই আর বাকি ছিল না। ইমারত ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা তৈরি। বহুতলা ইমারত ভিতর দিকে ছিল মুণিমুক্তা দ্বারা মোজাইক করা। বিভিন্ন ইমারত বিভিন্ন কায়দায় নির্মিত ছিল। বিভিন্ন কক্ষের সৌন্দর্য ছিল বিভিন্ন রকমের। আতর, গোলাব রক্ষিত ছিল বিরাট বিরাট পুকুরে। শরবত, মদু, দুধ ও শরাব ছিল নদী ভর্তি। ফল-ফলাদী ছিল বাগান ভর্তি। বিবিন্ন রঙ্গের পুষ্প বিভিন্ন রকম সোভা বর্ধনকারী পদ্দতিতে রোপন করা হয়েছিল। এক কথায় আল্লাহ তা'য়ালার বেহেস্তের বর্ণনায় যা কিছু তাদের জানা ছিল তার সবই সেখানে সমাবেশ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এমনকি হুর ও গেলমানের নামে বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য সুন্দরী রমনী ও সুন্দর বালকদিগকে সেবক সেবিকা হিসেবে সেখানে নিয়োগ করা হয়।

একাধারে সাড়ে তিন বছর যাবত চেষ্টা প্রচেষ্টার পরে সাদ্দাদের বেহেস্ত নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হল। এ সময় হযরত হুদ (আঃ) সাদ্দাদের নিকট এসে

www.pathagar.com

হেদায়েতের বাণী তাকে শুনিয়েছেন। সাদ্দাদ বেহেস্ত তৈরির অহঙ্কারে নবীকে তুচ্ছ ভেবে কয়েক বার বলেছে তোমার খোদার কাল্পনিক বেহেস্তে আমি যেতে চাই না। আমি বাস্তব বেহেস্তে বসবাস করব। তখনকার দৃশ্য তোমাকে ডেকে দেখিয়ে দেব। নবী তার উত্তরে বলেছিলেন এত অর্থ ব্যয়, সময় ব্যয় ও শ্রম ব্যয় করে যে বালাখানা তুমি তৈরি করছ তাতে প্রবেশ করার ভাগ্য তোমার নাও হতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালা যদি তোমার উপর বিরূপ হন তাহলে তোমার বেহেস্ত গমনের পূর্বে মৃত্যুও আসতে পারে। তখন তোমার এ দাম্ভিকতার কি স্বার্থকতা থাকবে। সাদ্দাদ এ সব কথার প্রতি কোন গুরুত্ব না দিয়ে বার বার বলত আমাকে তোমার খোদা কিছুই করতে পারবে না। বরং আমার কার্য দেখে তোমার খোদা লজ্জিত হয়ে পালিয়ে যাবে। তখন তার সাথে তোমার কোন যোগাযোগ আর সম্ভব হবে না। তখন তুমি আমার নিকট ধর্ণা দিতে বাধ্য হবে। নবী সাদ্দাদের কথায় খুবই বিষণ্ন হলেন এবং ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বিদায় নিলেন।

সাদ্দাদের বেহেস্তের যাবতীয় কার্য সম্পন্ন হবার পরে একদিন সে তার বেহেস্তে গমনের তারিখ দেশবাসীকে জানিয়ে দিল। নির্দিষ্ট তারিখে লক্ষ লক্ষ মানুষ বেহেস্তের কাছে এসে জমায়েত হল। সাদ্দাদ কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে অশ্বারোহণ করে বেহেস্তের প্রথম গেটে এসে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখল। অতঃপর সেখানে কয়েক হাজার সৈন্য রেখে সম্মুখে অগ্রসর হল। দ্বিতীয় গেটে পৌছে চতুর্দিক তাকিয়ে দেখল এবং আনন্দ উপভোগ করল। সেখানে কয়েক হাজার সৈন্যরেখে তৃতীয় গেটের দিকে অগ্রসর হল। তৃতীয় গেটে পৌছে চতুর্দিক তাকিয়ে দেখল এবং আনন্দ উপভোগ করল। সেখানে কয়েক হাজার সৈন্য রেখে ৪র্থ গেটের দিকে অগ্রসার হল। সেখানেও কয়েক হাজার সৈন্য রেখে ৫ম গেটের দিকে রওয়ানা করল। এভাবে সাতটি গেট পার হয়ে মাত্র দুইজন সেবক নিয়ে যখন বেহেস্তের প্রধান প্রাসাদের ফটকে এসে দাঁড়াল, তখন দেখল একজন বিশাল আকৃতির মানুষ বেহেস্তের গেটে দণ্ডায়মান। সাদ্দাদ লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? এখানে কেন দাঁড়িয়েছ? লোকটি উত্তর দিল, আমি মালেকুল মউত। আমি আল্লাহর হুকুমে তোমার জীবন সংহারের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। সাদ্দাদ লোকটির কথা শুনে একটু চিন্তিত হল। হযরত হুদ (আঃ) তাকে এ ধরনের মৃত্যুর একটি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। তাই তার হাত পা কাঁপতে শুরু হল। তবুও সে চিৎকার দিয়ে বলল, ভাই মালেকুল মউত! তুমি যদি বাস্তবিকই আমার জীবন সংহারের উদ্দেশ্যে এখানে এসে থাক তাহলে একটু সময় অপেক্ষা কর। আমি আমার দীর্ঘ দিনের সাধনার বেহেশতখানা এক বার ঘুরে দেখে আসি, তার পরে তুমি আমার জান কবজ কর। মালেকুল মউত বলল, সে সুযোগ দানের

www.pathagar.com

অধিকার আমার নেই। তুমি সে বিষয় মহান আল্লাহর দরবারে আরজি পেশ করে দেখতে পার। তিনি যদি তোমাকে সুযোগ দেন তবে দীর্ঘ কয়েক বছরের সুযোগও দিতে পারেন। আর যদি না দেন তাহলে আমার যে হুকুম সে অনুসারে আমি তোমার জান নিয়ে নিব।

তখন সাদ্দাদ আল্লাহ তা'য়ালার কাছে বলল, হে আসমানের খোদা! আমি যে বেহেশত তৈরি করেছি তা তোমার সৃষ্ট বেহেস্তের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এখন তুমি আমার প্রতি ও আমার বেহেস্তের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে যদি মালাকুল মউত দ্বারা আমার জান কবজ কর তাহলে মানুষ চিরদিন তোমাকে পরশ্রীকাতর বলে জানবে এবং তুমি যে ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে এ কাজটি করলে তা প্রচার হয়ে যাবে। অতএব আমি তোমাকে ঈর্ষার বশতর্বী না হবার জন্য অনুরোধ করছি। এ কথা বলে সাদ্দাদ এক পা ঘোড়ার পৃষ্ঠের রেকাবের উপর এবং অন্য পা বেহেস্তের দরজায় রাখল। তখন মালেকুল মউত সাদ্দাদের জান কবজ করে চলে গেল। সাদ্দাদের বেহেশত দর্শনের আশা চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে গেল।

কথিত আছে সাদ্দারে মৃত্যুর পরক্ষণে আকাশ থেকে এক ভীষণ আওয়াজ হয়। সে আওয়াজে সাদ্দাদের বেহেশত এলাকা উল্টিয়ে গিয়ে সমস্ত ইমারত, অট্টালিকা ও উপস্থিত জনতা, সৈন্য সামন্ত ও লোক লস্কর চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়। পৃথিবীর কোন মানুষ আর সাদ্দাদের বেহেশত এলাকার কোন চিহ্ন দেখতে পায়নি।

হযরত ছালেহ (আঃ)

হযরত ছালেহ (আঃ)-এর বর্ণনা

হযরত হুদ (আঃ)-এর অনুসারীগণও পূর্বেকার প্রচলিত রীতি অনুসারে কিছুদিন ধর্মপথে স্থির থাকিয়া অবশেষে শয়তানের প্ররোচনায় পথভ্রষ্ট হইয়া গেল ও মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করিল। আদ বংশীয় লোকেরা তো এ সময় ধ্বংসের কোলে বিলীন হইয়া গিয়েছিল।

ঠিক এমনি সময় শাম নবীর বংশীয় সামুদ এক প্রভাবশালী ব্যক্তি যে শাম এবং হেজাজের মধ্যবর্তী স্থানের অধিবাসী ছিল। সে আজ বংশের ধ্বংসের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের রাজ্যে আগমন করতঃ বাদশাহী তখতে উপবেশন করিল এবং দেশকে পুনর্গঠন করার কাজে মনোযোগ দিল। তাহার শক্তি-সামর্থ, তেজ-বীর্জ এবং বিচক্ষণতার গুণে দেশে শীঘ্রই সুখ-শান্তি এবং প্রাচুর্যে পূর্ণ হইয়া

www.pathagar.com

উঠিল। দেশের লোকগণ যথেষ্ট সচ্ছল এবং সম্পদশালী হইল। ফলে ক্রমেই তাহারা আল্লাহর পথ ভুলিয়া অন্য পথে চলিয়া যাইতে লাগিল।

বাদশাহ সামুনের বংশীয় লোকদের সংখ্যাও অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া চলিল; কিন্তু তাহারা ধনৈশ্বর্য ও অধিক সচ্ছলতার কারণে গর্বিত হইয়া পড়িল। আর সাথে সাথে সত্যধর্মের রীতিনীতিগুলি পরিত্যাগ করিয়া হুদ নবীর অনুসারীগণ পরবর্তী পর্যায়ে যেরূপ মূর্তি পূজায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ইহারাও দেখাদেখি তাহাদেরই পথ অবলম্বন করিল বরং তাহাদের অপেক্ষাও অধিক অসদাচারী হইয়া উঠিল।

এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা সামুদ জাতিকে সৎপথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিলেন। এই সম্পর্কে স্বয়ং তিনি কুরআন মাজীদে এরশাদ করে ঃ 'অ ইলা ছামুদা আখহুম ছালিহান ক্বালা ইয়া ক্বাওমি কুলুল্লাহ মা লাকুম মিন ইলাহিন গাইরুহু।' অর্থাৎ পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা সামুদ জাতিকে হেদায়াত করিবার উদ্দেশ্যে হযরত ছালেহ (আঃ)-কে নবীরূপে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহার স্বজাতীয়গণকে বলিলেন, 'হে আমার কাওম! তোমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত কর। কেনা তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য আর কোন উপাস্য নাই। আর আমাকে তিনি রাসূলরূপে পাঠাইয়াছেন, সুতরাং তোমরা সকলে আমার কথা মানিয়া চল। পূর্ববর্তী কওমে আদের ঘটনা তো তোমরা চোখের উপরই দেখিলে যে, আল্লাহর অবাধ্য হইলে কি ঘটনা ঘটিতে পারে।

হযরত ছালেহ (আঃ)-এর উটনী

হযরত ছালেহ (আঃ)-এর আহ্বানের জবাবে সামুদ জাতি বলিল ঃ

مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ *

অর্থাৎ, তুমি আমাদেরই মত একজন (সাধারণ) মানুষ ছাড়া আর অন্য কিছুই নও; এবং মানুষ কখনও নবী-রাসূল হইতে পারে না। অতএব তুমি কোন না কোন একটি মা'জেযা প্রদর্শন কর, যদি তুমি সত্যবাদী থাক।

হযরত ছালেহ (আঃ) বলিলেন, তোমরা কিরূপ মা'জেযা দেখিতে ইচ্ছা কর?

তাহারা বলিল, ঐ পাহাড়টির মধ্য হইতে একটি উটনী বাহির হইয়া আসিবে আর উহা তখনই একটি বাচ্চা প্রসব করিবে এবং রীতিমত তাহাকে দুগ্ধপান করাইবে। এইরূপ ঘটনা দেখাইতে পারিলে তবেই বুঝিব যে, তুমি আল্লাহর নবী।

এমন মুহূর্তে ফেরেশতা জিব্রাইল আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি তাহাদের নিকট হইতে একটি ওয়াদা আদায় করুন যে, তাহারা

www.pathagar.com

যেন ঐ উটনীকে প্রহার না করে। বস্তুত ঃ হযরত ছালেহ (আঃ) তাহাদের নিকট হইতে ঐরূপ ওয়াদা গ্রহণ করিলেন।

ঠিক এই মুহূর্তে আল্লাহ তা'য়ালার দরবার হইতে পুনরায় নির্দেশ আসিল যে, হে ছালেহ! তুমি আমার নিকট প্রার্থনা কর ঃ আমি চারি হাজার বৎসর পূর্বেই ঐ পাহাড়ের মধ্যে একটি উষ্ট্রী পয়দা করিয়া রাখিয়াছি, যেন যথাসময়ে তোমার মা'জেযা প্রদর্শিত হইতে পারে এবং তোমার নবুয়তের দলীল আরও সুদৃঢ় হয়।

উটটি বাহির হইবামাত্র একটি অতি সুন্দর বাচ্চা প্রসব করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী চারণ ভূমিতে ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্মের পূর্ব ঘটনা

খ্রিষ্টপূর্ব ২১৬০ সালে ইরাকের অন্তর্গত ব্যাবিলনের উরু নামক স্থানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম তারিক। চাচার নাম ছিল আজর। তখনকার অর্ধবিশ্বের অধিপতি রাজা নমরুদের একজন মন্ত্রী ছিল আজর। রাজ্যের সর্বত্র এক বিশেষ সুনাম, সুখ্যাতি ছিল মন্ত্রী আজরের। মন্ত্রীদের সকলেই ছিল মূর্তি পূজার ভক্ত। মধ্য বয়সে নমরুদ যখন খোদায়ী দাবি করে তখন তারা সকলে নমরুদের বক্তবৃন্দে অন্তর্ভুক্ত হয়। নমরুদ ছিল অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজা। তার সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও যশ ছিল ভুবন বিখ্যাত। সে নামে মাত্র যুদ্ধের মাধ্যমে সিরিয়া, তুর্কিস্তান, হিন্দুস্থান ও রোম জয় করে বিশাল ভূখণ্ডের একছত্র অধিপতি হয়। পরবর্তী সময়ে তার ভয়েও ও প্রতাপে বিনা যুদ্ধেই বহুদেশ বিজয় হয়েছিল।

নমরুদ ছিল বড় অহঙ্কারী। সে তার শক্তি, প্রতিপত্তি ও ধন সম্পদের গৌরবে এক সময় খোদায়ী দাবি করে বসে। সে স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, যহরত খচিত একখানি বিশাল সিংহাসন তৈরি করে। এ সিংহাসন তৈরির ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশি বহু কারিগর ও শিল্পীগণ একাধারে দশ বছর নিরলস কাজ করে। সিংহাসনখানি চারটি হাতি বহন করত। সে এক এক সময় সিংহাসন সহ ভ্রমণে যেত। তখন তার সঙ্গে চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য পাহারাদারীর কাজ করত। চার হাজার চাকর নকর ও দাস-দাসী থাকত এবং চার হাজার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পরিষদবর্গ ও জ্যোতিষি সাথে থাকত।

পৃথিবীতে চারজন রাজা বাদশা প্রায় সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র রাজত্ব করেছেন। তার মধ্যে দুজন মুসলমান, হযরত সোলায়মান (আঃ) এবং অপরজন সেকান্দার

www.pathagar.com

জুলকারনাইন। বাকি দুজন ছিল কাফের। একজন নমরুদ অপরজন বখতে নছর। নমরুদ ও বখতে নছর নিজ নিজ রাজত্বকালে শক্তির দাপটে সমস্ত ধর্ম-কর্মের বিলুপ্তি সাধন করে নিজ নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্টিত করে। নমরুদ দেব-দেবীকে নিজের সহকারী বলে ঘোষণা দিয়েছিল। সে জনসাধাণকে দেব-দেবীর পূজা অর্চনায় বাধা প্রদান করত না বরং উৎসাহ প্রদান করত।

একদা নমরুদ রাজদরবারে এসে বসল। তখন তার পরিষদবর্গ ছিল খুবই বিমর্ষ। কেউ কোনরূপ কথাবার্তা না বলে চুপ চাপ বসেছিল। অন্যান্য দিন রাজা দরবারে আসার সঙ্গে সঙ্গে পরিষদবর্গ বিভিন্ন রকম কবিতা ও গান গেয়ে রাজার মন তুষ্ট করত। কিন্তু আজকে সকলে ছিল নিরব। তাই রাজা জিজ্ঞেস করল তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা একেবারে বিমর্ষ হয়ে বসে আছ কেন? তখন একজন জ্যোতিষী বলল, হুজুর জাহাপনা! আমরা আজকে পূর্বদিক থেকে উদিয়মান একটি নক্ষত্র দেখেছি, যা আমরা কোন দিন আর দেখিনি। এ নক্ষত্রটি যে অশুভ ইঙ্গিত বহন করছে তাতে সন্দেহ নেই। নমরুদ জ্যোতিষীদের কথা শুনে বলল, সে নক্ষত্রটি কিরূপ এবং উহা কি অশুভ বয়ে আনতে পারে? জ্যোতিষী বলল, জাহাপনা! নক্ষত্রটি প্রমাণ করছে যে, আগামী দু'তিন দিনের মধ্যে এক পিতার বীর্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করবে। যে বীর্যে এমন এক সন্তান পয়দা হবে যিনি আপনার রাজ্য ধ্বংস করবে, আপনার খোদায়ী দাবি অসার করে দিবে।

জ্যোতিষীর কথা শুনে নমরুদ খুব বিচলিত হয়ে পড়ল। জ্যোতিষীদেরকে নমরুদ জিজ্ঞেস করল এর প্রতিকার কি আছে? জ্যোতিষীরা বলল, জাহাপনা এর প্রতিকার আপনি ভাল জানেন। আমরা প্রতিকারের কোন পথ দেখছি না। তখন নমরুদ বলল, এখনই রাজময় ঘোষণা করে দাও আজ থেকে এক সপ্তাহ কোন মানুষ যেন স্ত্রী সহবাস না করে। এ আদেশ অমান্যকারীকে চরম শাস্তি দেয়া হবে। নমরুদের নির্দেশের সাথে সাথে সারাদেশের সর্বসাধারণকে আদেশটি জানিয়ে দেয়া হল।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা তারিক নমরুদের রাত্রিকালীন পাহারাদারীর চাকরি করতেন। তিনি নমরুদের ঘোষণা শোনার পরে কামলালাসায় অসহ্য হয়ে উঠলেন। ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাতাও অনুরূপ যৌন লিপ্সায় অধির হয়ে উঠেন। এমতাবস্থায় গভীর রাত্রে ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাতা রাজদরবারে চলে আসেন এবং নমরুদের মহলে প্রবেশ করেন। সেখানে সে তারিককে তরবারী ও মশাল নিয়ে পাহারারত অবস্থায় দেখতে পান। দারোয়ান ও অন্যান্য পাহারাদারেরা সকলেই ঘুমিয়েছিল। খোদ নমরুদ ঘুমে বিভোর ছিল। এমন সময় তারিক নিজ স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। হঠাৎ কে যেন

www.pathagar.com

তার হাতের তরবারী ও মশাল ছিনিয়ে নিয়ে বলল যাও স্ত্রীর সাথে মিলন করে আস। তারিক তখন তড়িৎ গতিতে নিজ শয়ন কক্ষে গেলেন। পিচনে পিছনে তার স্ত্রীও কক্ষে প্রবেশ করলেন। একান্ত নিরবতার মাঝে তাদের উভয়ের মিলন ঘটল। এ মিলন ক্ষণে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নূর তারিকের পৃষ্ঠ হতে তার মাতার রেহেমে পৌছল। পরক্ষণে তারিক স্ত্রীকে সতর্কতার সাথে বাসায় ফিরে যেতে বললেন এবং নিজে নমরুদের মহলে পৌছে দেখেন তার বদলী লোকটি মশাল ও তরবারী নিয়ে সেখানে দণ্ডায়মান রয়েছে। তারিককে দেখা মাত্র মশাল ও তরবারী তার হাতে দিয়ে সে বিদায় হল। সকল কাজের পিছনে আল্লাহ তা'য়ালার কুদরত ছিল সদা সক্রিয়। যেভাবে যা তিনি সম্পন্ন করতে এরাদা করেন সেভাবেই তা সম্পন্ন হয়।

নমরুদ জ্যোতির্ষদের ভবিষ্যৎবাণী শোনারপর হতে সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় কাটাত। তিন দিন অহিবাহিত হবার পরে নমরুদ জ্যোতিষীদেরকে ডাকল এবং অশুভ নক্ষত্রের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া জানতে চাইল। জ্যোতিষীরা বলল, হে মহান প্রভু! আপনার কঠোর ঘোষণায় তেমন ফল উদয় হয়নি। সে অশুভ শাস্তি গত পরশু দিন রাত্রে পিতার পৃষ্ঠদেশ হতে মাতার রেহেমে চলে গেছে।

নমরুদ জ্যোতিষীদের কথা শুনে রাজ্যময় ঘোষণা দিল আগামী এক বছর পর্যন্ত আমার রাজ্যে যত সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তাদেরকে আতুর ঘরেই মেরে ফেলতে হবে। এবার শুধু ঘোষণা নয়। দেশের সর্বত্র গুপ্তচর, পাহারাদার ও সৈন্য মোতায়েন করে দিল। যাতে কোন গর্ভবতী তার সন্তানকে জীবিত রাখতে না পারে। দেশ ব্যাপী অভিযান আরম্ভ হল। দৈনিক শতশত সন্তানকে হত্যা করা শুরু হল।

নমরুদ নিজ খোদায়ী দাবি টিকিয়ে রাখার নিমিত্ত দুর্দান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। দেশের অধিকাংশ মানুষ আকাশের খোদার উপর বিশ্বাসী ছিল। তা দেখে নমরুদ একদা ঘোষণা দিল আমি আকাশের খোদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করব। এ মর্মে সে এক পাল পাহাড়ী শকুন এনে ওগুলোকে তালিম দিতে লাগল। ওরা যেন নমরুদের ছওয়ারী বহন করে আকাশে নিয়ে যেতে পারে এবং সেখানে বসে সে আকাশের খোদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। বাস্তবিকই শিক্ষাপ্রাপ্ত শকুন দ্বারা একদিন সে একটি পালকিতে চড়ে শুন্যে ওঠে গেল। কয়েক ঘণ্টা পরে সে রাজ দরবারে নেমে এসে বলল আকাশের খোদাকে আমি হত্যা করে এসেছি। এই দেখ আমার নিক্ষিপ্ত তীরের মাথায় রক্ত মাখা। এ কথা বলে একটি রক্তমাখা তীর প্রদর্শনের জন্য সকলের সম্মুখে রেখে দিল। দেশের সকল মানুষ তার অনুগত থাকতে বাধ্য। না হয় জীবন রক্ষা পাবে না ভেবে মানুষেরা রাজার কথায় "জি হুজুর" জবাব দিয়ে ক্ষান্ত থাকত।

www.pathagar.com

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্ম

নমরুদ সতর্ক প্রহরার মাধ্যমে দেশের অগণিত শিশু সন্তানকে হত্যা করে চলল। এভাবে দীর্ঘ নয় মাস অতিবাহিত হল। ওদিকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাতার প্রসব বেদনা উঠার উপক্রম হল। তখন তিনি নমরুদের সৈন্যদের ভয়ে একটি মাঠ অতিক্রম করে এক পার্বত্য এলাকায় এক সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সেখানে পৌছে তার প্রসব বেদনা আরম্ভ হয়। আল্লাহ তা'য়ালার খাস মদদে তিনি সেখানে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। সন্তানটির মুখমন্ডল ছিল চন্দ্রের চেয়ে অধিক উজ্জ্বল। অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহা আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়ে গেল। ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাতা সন্তানের মুখপানে চেয়ে কেঁদে উঠলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন,এই উজ্জ্বলতার রোসনি দেখে যদি কোন মানুষ এখানে এসে বাচ্চাকে দেখতে পায় তবে নমরুদের জল্লাদদেরকে ডেকে আনবে এবং ওকে হত্যা করবে। তিনি তখন কি করবেন ভেবে অস্থির হলেন। তিনি তাড়াতাড়ি এক বড় কাপড় দিয়ে বাচ্চাকে জড়িয়ে দিলেন যেন তার শরীরের উজ্জ্বলতা বাইরে না ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি বাচ্ছাটিকে দুধ পান করালেনএবং দীর্ঘ সময় তার মুখ পানে তাকিয়ে থাকলেন। এবাবে কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পরে তিনি বাচ্চাটিকে আল্লাহ তা'য়ালার হাওলা করে নিজে বাসার দিকে রওয়ানা করলেন। যেহেতু দীর্ঘ সময় বাসায় ও কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা তার জন্য আর এক বিপদ। তাই তাকে বাধ্য হয়ে রওয়ানা করতে হল।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাতা দু'চক্ষের পানি ফেলে বিদায় গ্রহণের পরে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এসে উক্ত গুহায় পৌছেন। তিনি প্রথমে একখানি বড় পাথর দ্বারা গুহার মুখ বন্ধ করে দেন। অতঃপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দুটি অঙ্গুলি তার মুখে পুরে দেন। উক্ত অঙ্গুলিদ্বয়ের একটি থেকে মধু ও অপরটি থেকে দুধ নিঃসৃত হতে থাকে। মুত্রের কোন সমস্যা ছিল না। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সপ্তাহে মাত্র একদিন, যে দিন তাঁর মাতা তাঁকে দেখতে আসতেন সে নির্দিষ্ট দিনে প্রস্রাব ও পায়খানা করতেন। যা তার মাতা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিতেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাতা সপ্তাহের যে দিন সেখানে আসতেন সেদিন গুহার মুখের পাথরখানি সড়ে যেত। তখন তিনি ভিতরে প্রবেশ করে সন্তানকে কোলে তুলে নিতেন এবং আদর করতেন ও দুধ পান করাতেন। হযরত ইব্রাহীমের মাতা তার সন্তানের প্রতি ঐশী মদদ ও রহমতের প্রাচুর্য দেখে অবাক হতেন এবং মনে মনে ভাবতেন একদিন হয়ত এ ছেলে পৃথিবীর অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

www.pathagar.com

এবাবে একাধারে সাত বছর কেটে গেল। এর মধ্যে নমরুদ জ্যোতিষীদেরকে ডেকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্মের কথা জানল। পরে পুনঃ পুনঃ সে জিজ্ঞেস করল, নক্ষত্রের প্রবাবে যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে সে কোথায় আছে? তার পরিচয় কি ইত্যাদি? জ্যোতিষীগণ এ কথার কোন সদুত্তর দিতে সক্ষম হয়নি। তারা বলল, আমাদের গণনায় সন্তানটির জন্মের কথা ধরা পড়ে কিন্ত এর পরের আর কিছু ধরা পড়ে না। কোথায় সে আছে, তার পরিচয় কি? তা আমরা আদৌ বলতে পারব না। নমরুদ জ্যোতিষীদের কথায় অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয় এবং কয়েকজনকে বন্দী করে কয়েদখানায় প্রেরণ করে। অবশ্য একদিন পরেই আবার তাদেরকে মুক্তি দেয়।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সাত বছর বয়সে একদিন রাত্রি বেলায় গুহার বাইরে এসে আকাশে অসংখ্য তারকা ও চন্দ্র দেখতে পান। তখন তিনি মনে করেন এই বুঝি আল্লাহ তা'য়ালার রূপ ও সৌন্দর্য। ভোর বেলা যখন তারকা ও চন্দ্র ডুবে গেল এবং সূর্য উদয় হল তখন তিনি সূর্য দেখে ভাবলেন এটা বুঝি আমার প্রভু। পরে যখন সূর্য অস্ত গেল, তখন তিনি বললেন আমার প্রভু এভাবে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হতে পারে না। নিশ্চয়ই তিনি এ সমস্তের পরিচালক ও স্রষ্টা। অতঃপর তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, হে মানব সন্তান! তোমরা চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রের পূজাঅর্চনা করছ এবং প্রকৃত আল্লাহর সাথে শরীক করছ আমি তোমাদের সাথে নেই। আমি এ সমস্ত থেকে মুখ ফিরিয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের দিকে মনোনিবেশ করছি, যিনি জমিন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন। যিনি পবিত্র ও মহান। আমি কখনো মুশরেকদের দলভুক্ত নই।

আরো কিছুদিন অতিবাহিত হবার পরে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পর্বত গুহা ত্যাগ করে লোকালয়ে চলে আসলেন। সেখানে এসে দেখলেন মানুষ চন্দ্র, সূর্য ও দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করছে, নমরুদকে খোদা হিসেবে বিশ্ব স্বীকৃতি দিচ্ছে। এ ছাড়া আরো হাজার রকমের অনাসৃষ্টি কার্যকলাপ মানুষের মাঝে বিরাজমান। তখন তিনি মহাদুর্ভাবনায় পতিত হলেন। কি করে মানুষকে দ্বীনের পথে আনা সম্ভব, কি করে জাতির কল্যাণ সাধন করা যায় এবং কি করে মানুষকে অন্ধকারাচ্ছন্নতার পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি প্রদান করা যায়।

প্রথম দিকে মানুষকে তৌহিদের দাওয়াত দেন এবং দেব-দেবীর পূজার অসারতা সম্বন্ধে জ্ঞান দানের চেষ্টা করেন। এতে তিনি মানুষের পক্ষ থেকে তেমন সাড়া পেলেন না। কেউ তার দাওয়াত কবুল করতে সম্মত হলনা। অতঃপর তিনি ব্যক্তিগতবাবে মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা কররেন। কিন্তু সেখানেও তিনি ব্যর্থ হলেন। তবুও তিনি হতাশ হলেন না, তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেন।

www.pathagar.com

ইতোমধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা তারিক এন্তেকাল করেন। তখন তার চাচা আজর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)- এর অবিভাবক হিসেবে তার দেখাশুনা করতেন। তখনকার দিনে আরব দেশে পিতার অবর্তমানে চাচাকে পিতা সম্বোধন করার রেওয়াজ ছিল। তাই তিনি একদিন আরজকে লক্ষ্য করে বললেন, হে প্রিয় পিতা! তোমাদের হাতে তৈরি দেব-দেবী কখনো মানুষের প্রভু হতে পারে না। তারা মানুষের ভাল-মন্দ কিছুই করতে পারে না। ঐগুলোর পূজা-অর্চনা বাদ দিয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আন। যিনি জমিন, আসমান, চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহ নক্ষত্রের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً اِنِّيْ اَرٰكَ وَقَوْمَكَ

فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ *

অর্থাৎ ইবরাহীমের ঘটনা স্মরণ করুন। সে যখন আপন পিতা আযারকে বলেছিল, তুমি কি মূর্তিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করছো? আমি তো তোমাকে ও তোমার দলের লোকজনকে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত দেখতে পাচ্ছি। (সূরা আনআম ঃ ৭৪)

আজর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথা শুনে বলল, বাচা! আমার প্রভু নমরূদ এবং দেব-দেবীগণ আমাদের পরম পূজনীয়। দেব-দেবীকে অসন্তুষ্ট করে কেউ কোন দিন কল্যাণ লাভ করতে পারে না। দেব-দেবীদের শুভাশীষ মানুষের জীবনের পাথেয়। এটা উপেক্ষা করা নিজ অদৃষ্টকে দুর্বিপাকে ফেলার সামিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আজরের কথা শুনে ক্রোধান্বিত হলেন এবং বললেন, হে পিতা! আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি অচিরেই তোমাদের মন্দিরে রক্ষিত মূর্তিগুলোকে সায়েস্তা করব।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা

তখনকার দিনে আরব দেশে বছরে দুটি বিরাট মেলা বসত। এটা ছিল তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্যতম অংশ বিশেষ। এখানে আরবী অনারবী সকল ধরনের মানুষের সমাগম হত। এ অনুষ্ঠানের প্রদান করণীয় বিষয় ছিল পুজা-অর্চনা, গান-বাজনা, মদ্যপান ইত্যাদি এবং একাজগুলো তাদের নিকট যথেষ্ঠ পুণ্যের বলে বিবেচিত হত।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দাওয়াতি কাজের তিন বছর পর একদা মেলার তারিখ সমাগত হল। মানুষ মেলায় যাত্রার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। কেউ টাকা পয়সা সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে, কেউ সেখানে ব্যবসার উদ্দেশ্যে পণ্যসামগ্রী আমদানির কাজে ব্যস্ত থাকে আবার কেউ গান বাজনার মহড়া প্রদান শুরু করে।

www.pathagar.com

মেলা আরম্ভ হলে সেখানে অন্তত একদিন কাটানো সকল মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। তাই মেলার প্রথম দিনে সকল মানুষ নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে সেখানে যাত্রা আরম্ভ করে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে মেলায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলে দাওয়াত দিতে লাগল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কারো কথায় কোন জবাব দিতেন না। সর্বশেষে যখন তার পিতা আজর ইব্রাহীম (আঃ)-কে তার সাথে মেলায় যাত্রার জন্য বলল, তখন তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার স্বাস্থ্য খারাপ। মেলায় যাওয়া আমার পক্ষে সম্বব নয়। আজর কয়েকবার বলে শেষে নিজে একা চলে গেল।

এদিকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন দেখলেন সকল মানুষ মেলায় গিয়েছে। তখন তিনি একখানি লোহার কুড়াল নিয়ে মন্দির অভিমুখে যাত্রা করেন এবং মন্দিরে ঢুকে বলেন, হে ছোট বড় দেব দেবীগণ! তোমরা যদি সত্য এবং মহান প্রভুর মনোনীত হও তবে কলেমা পাঠ কর। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা যদি সত্য হও তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমাদেরকে ধ্বংস করতে এসেছি। এই বলে তিনি ছোট ছোট দেবতাগুলোর হাত পা গুড়িয়ে দিলেন। ঝন্ ঝন্ অওয়াজে সবগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি বড় দেবতাগুলোকেও ভেঙ্গে দিলেন। শুধু একটি দেবতাকে অক্ষত রেখে তার কাঁধের উপর কুড়ালখানি রেখে দিয়ে বিদায় হলেন।

শয়তানের তৎপরতায় ঘটনা আর গোপন থাকে না। মেলার মানুষের নিকট সংবাদ পরিবেশিত হল। তখন সকল মানুষ ছুটাছুটি করে দেশের সর্বপ্রধান মন্দিরের নিকট চলে আসল। অবস্থা দেখে সকলে বিমর্ষহর। কেউ কেউ ক্রোধে ফেলে পড়ল। কেউ দেবতা হত্যাকারীকে সমুচিত শাস্তি দিবার প্রতিজ্ঞা নিল। ইতোমধ্যে রাজা নমরুদের সেনা বাহিনী সেখানে এসে পৌছে গেল। তারা সমুদয় ঘটনা দেখল এবং তড়িৎগতিতে রাজাকে জ্ঞাত করার জন্য চলে গেল। এরপর একদল প্রহরী এলে পরবর্তী ক্ষতির হাত থেকে মন্দিরকে রক্ষার জন্য পাহারা দিতে আরম্ভ করল।

রাজা নমরুদের দরবারে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হল। ইতোপূর্বে যাদের নিকট তিনি তৌহিদের দাওয়াত পেশ করেছেন, তারা এক যোগে সকলে হযরত ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে নমরুদের নিকট বলল। নমরুদ এ অভিযোগ শুনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে ডাকল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য প্রার্থনা করে রওয়ানা করলেন। প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদের দরবারে উপস্থিত হলেন।

www.pathagar.com

নমরুদ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মন্দিরে রক্ষিত দেব-দেবীগুলাকে ভেঙ্গেছ? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, কে ভেঙ্গেছে তা বড় দেবী যে কুড়াল কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার কাছে জিজ্ঞেস করুন। নমরুদ বলল, ওরা কথা বলতে পারে না, ওরা এ বিষয় কি বলবে? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, যারা কথা বলতে পারে না, মানুষের কথা শুনে না বা নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারে না, তাদের নিকট মঙ্গল প্রার্থী হওয়া বোকামী ছাড়া কিছুই নয়। নমরুদ ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথা শুনে ক্রোধান্বিত হল এবং তাকে কয়েদখানায় বন্দী করার হুকুম দিল। পরের দিন নমরুদ তার পরিষদের বৈঠক ডাকল। সেখানে সে বলল, আমাদের আদি পুরুষের আরাধনার দেব-দেবীর প্রতি যে ছেলেটি অশুভ আচরণ করেছে এবং তাদেরকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে, তার কি শাস্তি হওয়া উচিত বলে আপনারা মনে করেন?

পরিষদের সদস্যবৃন্দের কেউ বলল, এ ছেলেটিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত, কেউ বলল, জীবন্ত অবস্থায় তাকে ঝুলিয়ে মারা উচিত, আবার কেউ বলল তাকে এক ভীষণ অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে মারা উচিত। যাতে করে বিরোধী চক্র চিরদিনের মত শিক্ষা লাভ করে এবং পৃথিবীর বুকে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে থাকে।

তৃতীয় ব্যক্তির কথা নমরুদের মনপুত হল। তখন সে এটাকে কার্যকরী করার জন্য সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিল। সেনাবাহিনী এক বিশাল এলাকা নিয়ে দেয়াল দিতে আরম্ভ করে। যার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ছিল চব্বিশ বর্গমাইল এবং দেয়ালের উচ্চতা ছিল একশ গজ। তারা দিবারাত্র কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। মাসাধিক কালের মধ্যে অগ্নিকুণ্ডের নির্মাণ কাজ সমাধান হল। অতঃপর নমরুদ দেশের সকল মানুষকে লাকড়ি সংগ্রহের জন্য আদেশ দিলেন। এতে প্রতিদিন হাজার হাজার মন লাকড়ি এসে সেখানে পৌছতে আরম্ভ করল। দেয়ালের মাঝে চতুর্দিকে কাঠ উঁচু করে রাখা হল। শুধু মাঝখানে অল্প জায়গা খালি রাখা হল। অতঃপর একদিন অশুভক্ষণ দেখে কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করা হল। একত্রে সমস্ত জায়গায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হল। আগুনে বাতাস দিয়ে এমন ভয়াবহ করা হল যাতে কোন মানুষ দেয়ালের পাঁচশত গজের মধ্যে যেতে না পারে। আগুনের লেলিহান শিখা এতটা উপরে উঠল যাতে ছয় মাইল উপরের উড়ন্ত পাখি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

এ জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে নিক্ষেপ করার উপায় সম্বন্ধে নানাজনে নানা মত দিল। সবশেষে সিদ্ধান্ত হল,একটি উঁচু চড়কগাছের উপর হাত পা বাঁদা অবস্থায় ইব্রাহীম (আঃ)-কে উঠিয়ে সজোরে নিক্ষেপ করা হবে। সে

www.pathagar.com

মর্মে অল্প সময়ের মধ্যে চড়কগাছ বানান হল। তাতে চারশ রশি দেয়া হল যেন সেটা সহজে ঘুরানো যায়।

অতঃপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে জেলখানা থেকে বের করে নমরুদের জামা-কাপড় তাঁকে পরিধান করান হল। যদি একান্ত কোন কারণে সে আগুনে না জ্বলে তাহলে যেন নমরুদের জামা কাপড়ের কেরামতি জাহির হয়। হযরত ইব্রাহীমের হাত-পা বাঁধা হল, চড়কগাছে উঠান হল। অতঃপর যখন চড়ক গাছ ঘোরানোর চেষ্টা করা হল তখন চড়কগাছ ঘুরল না। নমরুদ ও পরিষদবর্গ খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হল। শয়তান এ সময় একজন বৃদ্ধ সাধকের আকৃতিতে সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল, তোমরা এভাবে চড়ক ঘুড়াতে পারবে না। এখানে কতক লোক উলঙ্গ হয়ে জেনার কাজে লিপ্ত হও তবে দেখবে চড়ক ঘুরছে। বৃদ্ধের কথা অনুসারে নমরুদ চল্লিশজন যুবক-যুবতীকে জেনায় প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য হুকুম দিল। অমনি কাজ আরম্ভ হল। আল্লাহর ফেরেস্তারা ঘৃণায় সেখান থেকে চলে গেলেন। তখন চড়ক ঘুরানোর চেষ্টা করা হলে সহজে তা ঘুরে গেল। সর্বত্র হৈ চৈ পড়ে গেল বহু লোক এসে চড়কের রশ্মি ধরল এবং সজোরে টান দিল। অমনি চড়ক ঘুরতে আরম্ভ করল। চড়ক ঘূর্ণয়মান অবস্তায় যখন তার দরজা খুলে দেয়া হল তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিটকে গিয়ে অগ্নিকুণ্ডের মাঝে পতিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা অগ্নিকে হুকুম দিলেন, হে অগ্নি! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হয়ে যাও। সে মুহূর্তে অগ্নি তাপহীন, ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে বেহেস্তি জামা পড়িয়ে দিলেন। অত্যন্ত সাজ-সজ্জা পূর্ণ একখানি সিংহাসন এনে তাকে বসতে দিলেন। জগ ভর্তি দুধ ও শরবত এনে তাকে পান করালেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তখন আল্লাহর তছবীহ পাঠরত ছিলেন। জিব্রাঈল (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উত্তর দিলেন তার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। যা প্রয়োজন তা তার প্রভু তাকে দিবেন এ বিশ্বাস তার আছে।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন হযরত ইবরাহীমকে আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য বাঁধা হচ্ছিলো, তখন তিনি মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمُلْكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ

আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, আপনি পবিত্র, প্রশংসা একমাত্র আপনারই জন্য, সার্বভৌমত্ব আপনারই, আপনার কোনো অংশীদার নেই। (ইবনে কাসীর)

www.pathagar.com

কঠিন সেই মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো, তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করার যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে, এভাবে তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে বলতে থাকলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ فِى السَّمَاءِ وَاحِدٌ وَّاَنَافِى الْاَرْضِ وَاحِدٌ اَعْبُدُكَ -

হে আল্লাহ! আকাশে আপনি একাই এবং যমীনে আমি একাই আপনার দাসত্ব করি।

অর্থাৎ, আপনি একাই সার্বভৌমত্বের মালিক এবং আমি একাই আপনার গোলামী করছি। অন্য সব মানুষ আপনার সাথে শিরক করেছে।

এরপর আল্লাহ বিরোধী বাতিলশক্তি মুসলিম জাতির পিতা আল্লাহ নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করলো। আগুনে নিক্ষেপ করার সাথে সাথে তিনি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন–

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম তত্ত্বাবধায়ক।

ঠিক সেই মুহূর্তে মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি আগুনকে আদেশ দিলেন, হে আগুন! তুমি আমরা ইবরাহীমের ওপর আরামদায়ক ও নিরাপদ হয়ে যাও। এই ঘটনাটি কুরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ *

অর্থাৎ আমি বললাম, হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং শান্তিস্বরূপ হয়ে যাও ইবরাহীমের প্রতি। তারা ইবরাহীমের সাথে অন্যায় আচরণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে নিকৃষ্টভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছিলাম। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৬৯-৭০)

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এই ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ * فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ * وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ *

অর্থাৎ তারা বললো, এর জন্য একটি স্থান তুমি নির্বাচন করো এবং তাকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করো। তারপর তারা তাঁর সাথে হীন আচরণ করতে ইচ্ছা করলো। আমি তার মোকাবেলায় তাদেরকে হীন ও অপদস্ত করলাম, আর ইবরাহীম বললেন, আমি আমার প্রভুর দিকে যাচ্ছি, অতি দ্রুত তিনি আমাকে পথপ্রাপ্ত করে দেবেন। (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ৯৭-৯৯)

হযরত জিব্রাঈল (আঃ) অগ্নিকুণ্ডে সমস্ত জায়গা একবার প্রদক্ষিণ করলেন। তিনি দেখলেন চতুর্দিকে দেয়ালের পাশ ঘিরে আগুন জ্বলছে বটে কিন্তু তাতে তাপ নেই। তার মধ্যবর্তী সমস্ত জায়গা ফুলবাগানে পরিণত হয়েছে। এমন কি নমরুদ যে সব শুকনা কাঠ এনে আগুনে জ্বালানোর ব্যবস্থা করছিল সে গুলো তাজা হয়ে পাতা, ফুল, ফল দিতে আরম্ভ করেছে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আগুনে দগ্ধীভূত করা হচ্ছে শুনে বনের পশু-পক্ষী সকলে অনাহারী থেকে বুক ভাসিয়ে কাঁদল। পক্ষীকুলেরা এ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ঝাক বেঁধে ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনলকুণ্ডে আত্মহুতি দিবার মানসে উড়ে এসে অগ্নিকুন্ডে ঝাপ দিল। আল্লাহর মেহেরবাণীতে কোন পাখি কোন যন্ত্রণা পেল না বরং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকটবর্তী ফুল বাগানে এসে পরম তৃপ্তি লাভ করল। অগ্নিকুণ্ডকে কুসুম কাননে পরিণত হতে দেখে তারা বিভিন্ন সুরে আল্লাহ তা'য়ালার গুণ কীর্তণে বিভোর হল। আনন্দে অগ্নিকুন্ডকে তারা জান্নাতের টুকরায় পরিণত করল।

নমরুদ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার পরে চারতলা ইমারতের ছাদে উঠে নিজ পরিষদ ও আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে অগ্নিকুণ্ডের অবস্থা অবলোকন করছিল। নমরুদ যখন দেখল ইব্রাহীম (আঃ) এক উঁচু আসনে বসে মহা আরামে তছবী পাঠ করছে, আর চতুর্দিকে পুষ্পকাননে সজ্জিত, সেখানে পক্ষীকুল গান গেয়ে নাচছে। ইব্রাহীম (আঃ)-এর চারপাশে আগুনের কোন চিহ্ন নেই। এমন কি যে সব কাঠ সে জ্বালানী হিসেবে সেখানে নিক্ষেপ করেছিল সেগুলোতে পাতা, ফুল, ফল গজিয়ে অপরূপ শোবা বর্ধন করছে। তখন সে আর সহ্য করতে পারল না। বাবল এবারে তার খোদায়ী দাবিসহ সম্পূর্ণ রাজত্ব হুমকীর সম্মুখীন। তাই, দিশেহারা হয়ে অগ্নিকুণ্ডের মাঝে পাথর নিক্ষেপ করার জন্য সঙ্গীদের হুকুম দিল। সঙ্গীরা রাজার হুকুম পেয়ে পাথর নিক্ষেপ আরম্ভ করল। বৃষ্টির ন্যায় পাথর বর্ষণ আরম্ভ হল। আল্লাহর কুদরত অফুরন্ত। পাথরগুলো অগ্নিকুণ্ডের মাঝে গিয়ে মাটিতে পতিত না হয়ে ইব্রাহীম (আঃ)এর মাথার উপর মেঘের ন্যায় ছায়া দান করতে আরম্ভ করল।

নমরুদের সাথে তার এক কন্যাও এসব দৃশ্য আগ্রহভরে দেখছিল। সে তার পিতাকে বলল, হে পিতা! তুমি ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের সত্যতা যাচাই

www.pathagar.com

করেছ? তুমি তাকে অনলে দগ্ধ করার উদ্দেশ্যে যে বিরাট প্রস্ফুটিত নিয়েছ তাতে কোন ফল হয়নি। বরং সে আরো মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। অতএব তুমি আর তার বিরোধিতা না করে তাঁর ধর্ম গ্রহণ কর। নমরুদ তাঁর কন্যার মুখে এ সব কথা শুনে তাকে বড় রকমের ধমক দিল। এমনকি তাকে হত্যা করার ভয়ও দেখাল। তখন কন্যা পিতার সঙ্গে আর বাদানুবাদ না করে ওখান থেকে সরে গেল। ক্ষণিক পরে হযরত ইব্রাহীমের অগ্নিকুণ্ডের দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল। সেখানে যদিও কিছুটা আগুনের চিহ্ন ছিল বটে তবে তা খুব ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক বলে তার কাছে মনে হল। সে সোজা ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকটে গিয়ে বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে আপনার দিনের তালীম দান করুন। আমি এখন থেকে ইসলাম গ্রহন করলাম।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাকে কলেমা পাঠ করালেন এবং দিনের অন্যান্য জরুরি শিক্ষা দান করলেন। নমরুদের কন্যা সমস্ত অগ্নিকুণ্ড ঘুরে ঘুরে দেখল। তার নিকট স্থানটি আরামদায়ক ও অনাবিল শান্তির নীড় বলে মনে হল, যা কোন দিন পৃথিবীর কোথাও আর দেখেনি। তাই সে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে তার নাম বার বার উচ্চারণ করছিল। দীর্ঘ সময় সেখানে কাটানোর পরে সে পিতার ঘরে যখন ফিরে আসল তখন তার পিতা তার ইসলাম গ্রহণের খবর পেয়ে তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কন্যা এ খবর পেয়ে মহান আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করল। এমন সময় এক খণ্ড উজ্জ্বল মেঘ এসে কন্যাটিকে ছোঁ মেরে পিতার নিকট থেকে অদৃশ্য করে ফেলল। পরবর্তীকালে একদিন এ কন্যা পিতার উত্তরাধিকারিনী হিসেবে নমরুদের বিশাল রাজ্যে অধিকার লাভ করেছিল।

নমরুদের কন্যা অগ্নিকুণ্ডের মাঝে গিয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট দ্বীনের তালীম গ্রহণ করেছে এ খবরটি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখন দেশের বুদ্ধিজীবী, চিন্তাশীল ও বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কতকে অগ্নিকুণ্ডের মাঝে গিয়ে ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট দ্বীনের তালীম গ্রহণ করল। প্রতিদিন এভাবে অগ্নিকুণ্ডের মাঝে লোক যাতায়াত আরম্ভ করল। যারা একবার সেখানে যায় তারা এক এক জন পাকা ঈমানদার হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। দিন যত অতিবাহিত হতে থাকে লোকের যাতায়াত তত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নমরুদ অবস্থা দেখে খুবই চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়ল। কারণ ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনলকুণ্ডে যে হারে লোক যাতায়াতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অচিরেই স্থানটি দ্বিতীয় দরবারে পরিণত হবে। তাই সে ইব্রাহীম (আঃ)-কে অগ্নিকুণ্ড থেকে বের করে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিবে বলে স্থির করল।

www.pathagar.com

হামান নামক এক বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিল নমরুদের প্রধান উজির। সে সব ব্যাপারটি ভাল করে লক্ষ্য করল। অতঃপর নমরুদের নিকট এসে বলল, জাহাপনা! অগ্নি একটি দেবতা। আমরা তার পূজা অর্চনা করি না বলে সে আমাদের প্রতি বিরূপ হয়েছে। যাতে ইব্রাহীম (আঃ)-কে দগ্ধ করা সম্ভব হল না। অতএব আসুন আমরা প্রথমে অগ্নিপূজা আরম্ভ করি। তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। হামান এ পর্যন্ত বলার পরই একটি আগুনের উত্তপ্ত স্ফুলিঙ্গ এসে তার চোখে প্রবৃষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার দুটি চক্ষু জ্বলে যায়। তখন সে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে তাকে এবং বলতে থাকে ইব্রাহীম (আঃ) বড় যাদুকর। তাকে প্রকাশ্যে হত্যা করা ছাড়া মহারাজের দ্বিতীয় পথ নেই। এখনই জল্লাদ পাঠিয়ে তাকে হত্যা করুন। নমরুদ হামানের কথাবার্তা শুনে বলল, এখন শুধু তোমার চক্ষু গিয়েছে। তোমার পরামর্শ গ্রহণ করলে আমার চক্ষুও রক্ষা পাবে না। এই বলে সে ওখান থেকে চলে গেল এবং নিজ উদ্‌ভাবিত প্রোগ্রাম অনুসারে ইব্রাহীম (আঃ)-কে নিরবে দেশ ত্যাগের ফন্দি আটতে লাগল।

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যে সমস্ত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন অন্য আর কোন নবীকে এতবড় কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেননি। অধিকাংশ নবীকে আল্লাহ তা'য়ালা একটি বা দুটি বড় পরীক্ষা দ্বারা শোধন করে নিয়েছেন। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে এক এক করে পাঁচটি বড় রকমের পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। এর প্রথমটি ছিল গুহায় তাঁর জন্ম ও অনিয়মিত প্রতিপালন। দ্বিতীয়টি ছিল তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ, তৃতীয়টি ছিল জালেম রাজা কর্তৃক তার স্ত্রী অপহরণ, চতুর্থটি ছিল নিজ স্ত্রী ও পুত্রকে নির্জন বনবাসে প্রেরণ। পঞ্চমটি ছিল নিজ সন্তানকে কুরবানী করা। সমস্ত পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। যার পরিণামে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে জাতির পিতা হিসেবে ঘোষণা দেন এবং খলিলুল্লাহ (আল্লাহর বন্ধু) বলে সম্বোধন করেন। সকল নবী, রাসূলগণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্থান।

ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিবাহ

আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ না আসা পর্যন্ত হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে কাটালেন। একাধারে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হবার পরে আল্লাহ তা'য়ালা নবীকে অগ্নিকুণ্ড থেকে বের হয়ে সিরিয়া যাত্রার নির্দেশ দিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে আর বিলম্ব না করে অগ্নিকুণ্ড থেকে বের হয়ে আসলেন। নবীকে দেখার জন্য সেখানে হাজার হাজার জনতার ভীড় জমে গেল। সবাই নবীর সাথে সাক্ষাত করলেন, তার কুশলাদী

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করলেন। এ সমস্ত লোকের মধ্যে অধিক সংখ্যক ছিলেন মুসলমান, যারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর হাত দরে মুসলমান হয়েছেন অথবা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে দূরে বসে কলেমা পাঠ করেছেন। এ ছাড়া অনেক কাফের মোশরেকও অবস্থা দেখার জন্য সেখানে হাজির হয়েছিল।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর চেহারার উজ্জ্বললতা কয়দিনে কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যাতে করে অনেক লোক প্রথম দৃষ্টিতে তাকে চিনতেই পারেনি। নমরুদের আত্মীয়-স্বজনেরাও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে এক নজর দেখার জন্য সেখানে সমবেত হয়েছিল। বহুলোক সমাবেশে কলেমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

নমরুদ যদিও ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিবে বলে মনে মনে আশা পোষণ করেছিল। কিন্তু অবস্থা ও পরিস্থিতি দেখে সে খুব ভীত হয়ে পড়ল। কি করতে গিয়ে কি হয়, না হামানের ন্যায় চক্ষু ঝলসে যায়, না অন্য কোন বিপদ যটে। অতএব ইব্রাহীম (আঃ) -এর পতি পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকে খুব ইতস্তত করতে হল।

এক পর্যায়ে বদদোয়ার ভয়ে সে ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট গিয়ে বলল, তোমার খোদাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি কয়েকশত উট কুরবাণি করতে চাই এবং কয়েক লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা গরীব মিসকিনকে দান করার নিয়ত করেছি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদের কথা শুনে বললেন, আমার খোদা ঘুষ খান না। তিনি মোশরেকদের দান গ্রহণ করেন না। তুমি প্রথমে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি ঈমান আন পরে দান ছদকা কর। আল্লাহ তা'য়ালাকে লোভ দেখানোর চেষ্টা কর না। তিনি মানুষের অন্তঃস্থলের সব খবর পরিজ্ঞাত আছেন। তোমার যত অর্থ সম্পদ রয়েছে তা সবই মহান আল্লাহ তা'য়ালার দান। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে রাজ্যদান করেন, যাকে ইচ্ছা তাকে রাজ্য চ্যুত করে ফকির বানিয়ে দেন। আমি তোমাকে সেই করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি। নমরুদ ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথায় গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হল। সে মনে মনে ভাবল তার খোদায়ী দাবি ও বিশাল রাজ্যের একচ্ছত্র মালিকানা ত্যাগ করে ইব্রাহীম (আঃ)-এর খোদার দাসত্ব গ্রহন করা এবং বালক ইব্রাহীম (আঃ)-কে নবী হিসেবে স্বীকার পূর্বক তার অনুগত হওয়া নমরুদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথার কোন জবাব না দিয়ে সে নিজ মহলে চলে গেল।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদ ও জনসাধারণের সাথে কথাবার্তা সমাধা করে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যখন রওয়ানা করলেন তখন নবীর ভক্তবৃন্দেরা তাঁকে সিরিয়া যেতে বাধা দিলেন এবং তাঁর আগামী নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণের ওয়াদা

www.pathagar.com

দিলেন। নবী তাদের কথার জবাবে বললেন, নবীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালার উপর। কোন মানুষের উপর তাদের নিরাপত্তা নির্ভর করে না। দ্বিতীয়ত নবীদের পক্ষে এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার বিদান নেই। দাওয়াতি কাজে তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন স্থানে যেতে হবে। এবং বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হবে। অতএব তোমরা আমাকে আপাতত বিদায় দাও। আবার দেখা হবে।

এই বলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সিরিয়ার পথে রওয়ানা করলেন। একাধারে পথ চলতে চলতে নমরুদের রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে অন্য রাজ্যে প্রবেশ করলেন। যখন তিনি খাজানায়ে ওজা নামক স্থানে পৌছলেন তখন তিনি দেখলেন দলে দলে মানুষ উত্তম পোশাকে সজ্জিত হয়ে একই দিকে ছুটে চলছে। অবস্থা দেখে হযরত ইব্রাহীমের মনে ঘটনা জানার কৌতুহল জাগল। তিনি জনৈক ব্যক্তিকে এভাবে জনযাত্রার উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলেন। পথিক উত্তর দিল, আজ সাত দিন যাবত এ রাজ্যের বাদশাহর একমাত্র কন্যা নিজ পছন্দমত বর নির্বাচন করার উদ্দেশ্যে দেশাবাসীকে এক সভায় উপস্থিত হওয়ার আহবান জানিয়েছে। সে মর্মে প্রতিদিন রাজ দরবারে সুসজ্জিত বেশে হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়ে থাকে। এখন পর্যন্ত রাজকন্যা কাউকে পছন্দ করেনি। যতদিন পর্যন্ত সে বর পছন্দ না করবে ততদিন পর্যন্ত এভাবে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এ খবর শুনে বৈঠকে উপস্থিত হবার ইচ্ছা করলেন এবং সাধারণ পোশাকেই অন্যান্য যাত্রীদের সাথে রাজ দরবারের দিকে রওয়ানা করলেন।

অল্প সময়ের মধ্যে তিনি রাজ দরবারের এক বিশাল জনসমাবেশে এসে উপস্থিত হলেন। সম্মুখের আসন দূরের কথা সমাবেশের মাঝেও কোন স্থান ফাঁকা ছিলনা। যেখানে তিনি একটু বসতে পারেন। পরিশেষে সবার পিছনে এক নিভৃত কোণে একটু বসার জায়গা করে নিলেন। কিছু সময় পরে দেখা গেল অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যা তার সহচরীদেরকে নিয়ে সমাবেশের মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন। অতঃপর মণিমুক্তা খচিত একটি তাজ হাতে নিয়ে জনসমাবেশের এক দিক থেকে সম্মুখে চলতে আরম্ভ করলেন। এক এক করে সকল প্রার্থীকে দেখে যেতে লাগলেন। এভাবে সমাবেশের সকল মানুষের লাইন পেরিয়ে একেবারে শেষ প্রান্তে পৌছে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)- এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ললাটে ছিল নূরে মোহাম্মদী বিরাজমান। সে নূরের উজ্জ্বলতায় রাজকন্যা আকৃষ্ট হলেন এবং এক নাগারে বেশ কিছু সময় তাঁর প্রতি তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে হাতের তাজটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাথায় পড়িয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিরাটভাবে করতালি

www.pathagar.com

পড়ল। সহচরী ও প্রহরীরা সকলে দৌড়ে এসে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তুলে নিয়ে গেল এবং রাজকন্যার আদেশে তাঁকে উত্তমরূপে সজ্জিত করার উদ্দেশ্যে গোসলখানায় নিয়ে গেল।

রাজার নিকট খবর পৌছল তার কন্যা বর পছন্দ করেছেন। একথা শুনে রাজা ঘোষণা দিলেন, অল্প সময়ের মধ্যে রাজকন্যার বিবাহ সম্পন্ন হবে। অতএব সকলকে রাজ দরবারে উপস্তিত হওয়ার জন্য দাওয়াত দাও। রাজার ঘোষণার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে রাজ দরবার লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। গায়ক. বাদক, বায়জি ও খাদ্য পরিবেশকগণ সকলে ব্যস্ততার সাথে দরবারে হাজির হল। মহা ধূম-ধামের সাথে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)- কে রাজকীয় পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত করা হল। তাকে দেখলে মনে হয় যেন ফেরেস্তার চেহারা। এত রুপ কোন মানুষের থাকা সম্ভব নয়। ফলে সবাই বলাবলি করতে আরম্ভ করল রাজকন্যা যথাযোগ্য বর পছন্দ করেছেন।

ইতোমধ্যে রাজা তার কন্যা ও নতুন দুলহাকে নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। উপস্থিত সকলে অভিবাদন জানালেন। গায়ক বাদ্য বাজনা সহকারে গান আরম্ভ করে দিল। বায়জি অবিনব ভঙ্গীতে নাচ শুরু করল। আনন্দ স্ফূর্তিতে মানুষ মঞ্চ কাঁপিয়ে তুলল। ইতোমধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-তার ভাবী শ্বশুর , রাজাধিরাজের নিকট পৌছে বললেন, মহাত্মন। আমি একজন মুসলমান, আমার বিবাহ ইসলামী পদ্ধতিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব দয়াপূর্বক গান বাজনা ও নাচ বন্ধ করে দিলে কৃতার্থ হব। রাজা ইব্রাহীমের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বললেন, আমরা আপাতত নাচ গান বন্ধ করে বিবাহের আসল কার্য সমাধা করি। পরে আনন্দ ফুর্তিত করা যাবে। রাজার আদেশ অনুসারে একজন ইসলাম গ্রহণকারী ধর্মজাযককে ডেকে বিবাহের কার্যাবলী সমাধান করা হল। প্রচুর খাদ্য সামগ্রী দ্বারা সভাসদকে আপ্যায়ন করা হল। এভাবে এক মহা জৌলুসের মাধ্যমে রাজকন্যা ও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিবাহ কার্য সমাধা করা হল।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) রাজকন্যার বর হিসেবে সারা রাজ্যের বিরাট সম্মানের অধিকারী হলেন। আরাম আয়েসের আর কোন শেষ নেই। চাকর, নকর, দাস দাসী সর্বদা তার চার পাশে হুকুমের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকত। এভাবে এখানে তাঁর বেশ কিছু দিন কেটে গেল। অতঃপর তিনি নবুয়তির দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত উদগ্রীব হয়ে উঠলেন এবং তার স্ত্রী ও শ্বশুরের নিকট সিরিয়া যাত্রার কথা বললেন।

হযরত ইব্রাহীমের স্ত্রীর নাম ছিল সায়েরা। সায়েরা তার স্বামীর সিরিয়া যাত্রার কথা শুনে তিনিও তার সাথে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। হযরত

www.pathagar.com

ইব্রাহীম (আঃ) স্ত্রীকে তার পিতার অনুমতি গ্রহণের জন্য বললেন। সায়েরা তখন পিতার নিকট গিয়ে স্বামীর সাথে সিরিয়া যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাজা কন্যার আগ্রহ লক্ষ্য করে অনুমতি দিয়ে দিলেন।

রাজার অনুমতি লাভের পরে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নিজ স্ত্রীকে নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। তাদেরকে রাজকীয় বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হল এবং প্রচুর স্বর্ণ রৌপ্য তাদের সঙ্গে দিয়ে দেয়া হল যেন পথিমধ্যে তাদের কোন অসুবিধা না হয়।

স্ত্রী অপহরণ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নিজ স্ত্রী ও দু'জন প্রহরী নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। একদিন একরাত পরে যখন তারা গিয়ে মিশরের সীমানায় পৌছল, তখন তাদের সাথে কতিপয় লোকের সাক্ষাত হল। তারা নবীর পরিচয় ও গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে অবগত হয়ে বলল মিশরের রাজা চরিত্রহীন কামুক এবং জালেম। সে সকল রাস্তায় স্থানে স্থানে লোক মোতায়েন করে রেখেছে। কোন মানুষ ধনসম্পদ নিয়ে সে পথে যাতায়াত করলে জোর করে তা ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং সুন্দরী রমনী দেখলে তো আর কথাই নেই। তাকে রাজার উপভোগের জন্য অবশ্যই বালাখানায় নিয়ে যেতে হবে। অতএব তোমরা তোমাদের গতিপথ পরিবর্তন কর। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) লোকগুলোর কথা শুনে খুব চিন্তিত হলেন। তবুও তাকে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিরিয়া যেতেই হবে। সিরিয়া যাবার আর কোন পথ ছিল না। তাই তিনি নিজ স্ত্রী সায়েরাকে একটি বাক্স বন্দী করে পথ চলতে আরম্ভ করলেন। কিছুদূর অগ্রসর হতেই একদল প্রহরী এসে তাদের গতি রোধ করল এবং বলল তোমাদের সাথে যা কিছু আছে আমাদের হাতে দিয়ে দাও এবং এই বাক্সে কি আছে তা আমাদের দেখতে হবে। এই বলে তারা বাক্স খুলতে আরম্ভ করল। হয়রত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, টাকা পয়সা যা আছে তা সমুদয় তোমরা নিয়ে যাও। কিন্তু বাক্সটি খুল না। প্রহরীরা তার কথায় আমল দিল না। বাক্সটি খুলে ফেলল এবং দেখল বাক্সের মধ্যে এক অপরূপা সুন্দরী যুবতি বসা। বাস্তবিক পক্ষে সায়েরার রূপ ছিল বর্ণনাতীত। তিনি নাকি তখনকার দিনে অদ্বিতীয় সুন্দরী বলে খ্যাত ছিলেন। তাই কে আগে রমনীকে নিয়ে রাজ দরবারে পৌছবে, তা নিয়ে ভীষণ প্রতিযোগিতা শুরু হল। হযরত ইব্রাহীম ও তার প্রহরীদ্বয় পিছনে পিছনে রওয়ানা করলেন। ক্ষণিকের মধ্যে তারা রাজ দরবারে পৌছে রমনীকে রাজার সম্মুখে হাজির করল। রাজা রূপসী সায়েরাকে দেখে অত্যন্ত খুশী হল এবং প্রহরীদেরকে বড় রকমের পুরস্কার দিলেন। অতঃপর রাজা ইব্রাহীম (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করল এ রমনী তোমার কি

www.pathagar.com

হয়? ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, স্ত্রী হয়। রাজা বলল, তোমার স্ত্রীকে আমার হাওলা কর। ইব্রাহীম (আঃ) বললেন তা সম্ভব নয়। তখন রাজা বলল, তোমার আর মতামতের প্রয়োজন নেই। সে আমার শয্যা সঙ্গীনী হয়ে থাকবে। রাজা তখন তার দাস-দাসীদেরকে হুকুম দিল, তারা সায়েরাকে ভাল ভাবে গোসল করিয়ে আতর-গোলাপ ও প্রসাধনী মাখিয়ে রাজকীয় পোশাকে সজ্জিত করে যেন তার কাছে নিয়ে আসে। দাস-দাসীরা রাজার হুকুম অনুসারে সায়েরাকে অন্দর মহলে নিয়ে গেল।

এ সময় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) রাজ দরবারের বৈঠকখানায় বসেছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা তার অপূর্ব করুণায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সম্মুখের সমস্ত পর্দা উন্মোচিত করে দিলেন। যাতে তিনি সায়েরা বিবিকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলেন। এমন কি দাস-দাসীরা ও অন্যান্য লোকেরা তার সাথে কি ব্যবহার করছে তাও তিনি প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হলেন।

সায়েরাকে দাস-দাসীরা উত্তম রূপে গোসল করাল, আতর গোরাপ ও প্রসাধনী লাগিয়ে আরো সুন্দর করে তুলল, সর্বশেষে জড়ির পোশাক পরিচ্ছদে তাকে ভূষিত করল। তখন তার উজ্জ্বলতায় চন্দ্রকেও হার মানিয়ে দিবার উপক্রম হল। এরপরে সায়েরাকে এনে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করল। রাজা যুবতীর সৌন্দর্য দেখে বলল, এস রূপসী আমার কাছে এস, তোমার ন্যায় এত রূপসী নারী আমি আর জীবনে দেখেনি। তাই তোমাকে আজ আমার উপভোগের সামগ্রী হিসেবে পেয়ে আমি ধন্য। এই বলে সে সায়োর গায়ে হাত দিতে অগ্রসর হল। অমনি রাজার দু'খানি হাত অবশ হয়ে গেল। রাজা তখন পিছনের দিকে চলে আসল এবং সায়েরাকে অনুরোধ করে বলল, হে সতী নারী! তুমি আমাকে মুক্তি দাও, আমার বিপদ দূরীভূত কর, আমি আর তোমাকে স্পর্শ করব না। সায়েরা তখন তার জন্য দোয়া করলেন। রাজা হাতের শক্তি ফিরে পেল। এরপর দীর্ঘ সময় সায়েরাকে সম্মুখে নিয়ে বসে রইল। রাজা পুনরায় উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং সায়েরাকে জড়িয়ে ধরার জন্য তার কাছে গেল। অমনি দুইখানি পা হাঁটু পর্যন্ত মাটির মধ্যে গেড়ে গেল। তখন সে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পুনরায় সায়েরার নিকট দোয়া প্রার্থনা করল। সায়েরা বলল, আল্লাহর সাথে ঠাট্টা করার পরিণাম ভয়াবহ। অতএব তোমার জন্য দ্বিতীয় বার দোয়া করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার স্বামী একজন অদ্বিতীয় নবী। তিনি সম্মুখে বৈঠকখানায় বসা আছে তার নিকট গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে অন্দর মহলে ডাকা হল। চাকর, নকর, লস্কর, কর্মচারী সকলে রাজার অবস্থা দেখল এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত রাজাকে

www.pathagar.com

ভুগতেই হবে বলে সকলে আলোচনা সমালোচনা আরম্ভ করল। রাজা দরবারের সকল কর্মচারী রাজার দুর্গতি দেখে খুব ভীত হয়ে পড়ল। কারণ এ অত্যাচারী রাজার আজ্ঞাবহ হিসেবে তারা এ যাবত যে সব অন্যায় করেছে তার প্রতিফল ভোগ করতে হলে সকলেই মহা বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। তাতে আদৌ সন্দেহ নেই। তাই তখন থেকে সকলে ইব্রাহীম (আঃ)-কে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতে আরম্ভ করল এবং তার আজ্ঞাবহ হিসেবে হুকুমের অপেক্ষায় তার চতুর্দিকে ভীড় জমিয়ে থাকল।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন তখন রাজার চোখ দুটি অন্ধ হয়ে গেল। জিহবা আড়ষ্ট হয়ে এল। সারা শরীর পাথরের ন্যায় শক্ত হয়ে গেল। রাজার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অধিকাংশ লোকে অবস্থা দেখে দরবার ছেড়ে পালিয়ে গেল। কর্মচারীদের অধিকাংশ অনুরূপ বিভিন্ন পন্থায় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিল। যে যেখান থেকে পারল সরে গেল। রাজার শুধু কথা বলার শক্তিটুকু বাকি ছিল। কিন্তু নড়া চড়ার কোন শক্তি তার ছিল না।

এমতাবস্থায় হযরত ইব্রাহীমকে কাছে পেয়ে রাজা বলল, হে মহামানব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে বিপদ থেকে মুক্ত করুন। আমি এখন থেকে আপনার অনুগত হিসেবে জীবন-যাপন করতে চাই। আমি আজ থেকে আমার রাজ্য আপনাকে সমার্পণ করলাম। আমি কোন দিন আর রাজ তখতে বসব না। এটা সম্পূর্ণ আপনার। আপনার স্ত্রীর সাথে আমি যে বেআদবী করেছি তার উপযুক্ত শাস্তি আমাকে দিন। আমি আর জীবনে কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হব না। আমাকে আপনি তওবা করান এবং আমার জীবন ভিক্ষা দিন। এই বলে রাজা চিৎকার দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) রাজার কাকুতি মিনতির কাছে আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করে রাজার মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। মহান রাব্বুল আলামীন নবীর দোয়া কবুল করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিপদ মুক্ত হল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার নিকট কত বড় মর্যাদার অধিকারী তা বুঝতে রাজার আর বাকি রইল না। তাই সে অল্প সময়ের মধ্যে তার পরিষদবর্গ, সেনাবাহিনীর লোকজন ও সকল কর্মচারীকে রাজদরবারে সমবেত হবার জন্য নির্দেশ দিলেন। রাজার আদেশ অনুসারে অল্প সময়ের মধ্যে রাজদরবার লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। রাজা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে রাজ দরবারে তাশরীফ নিতে অনুরাধ জানাল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) রাজার আমন্ত্রণে রাজ দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন রাজা দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বলল, আমি আপনাদের রাজা ও শাসনকর্তা হিসেবে দীর্ঘদিন

www.pathagar.com

যাবত মিশরের সিংহাসনে সমাসীন ছিলাম। এর মধ্যে আমার কথা ও ব্যবহারে অনেকে মনে কষ্ট পেয়েছেন, অনেকে চাকরিচ্যুত হয়েছেন এবং অনেকে ন্যায় বিচার পাননি, আমি আজ আমার অপরাদের জন্য আপনাদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। আজ থেকে আমি আর মিশরের শাহী মসনদের অধিকারী নই। আজ থেকে এ মসনদের অধিকারী হবেন আল্লাহর নবী হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ। এ আদেশ এখন থেকে কার্যকর হবে। উপস্থিত সকলে রাজার বক্তব্য শুনে হর্ষৎফুল্ল মনে করতালির মাধ্যমে নবীকে স্বাগত জানাল।

নবী তখন দাঁড়িয়ে বললেন, আমি দিনের দাওয়াতের কাজ করে থাকি। এটাই আমার প্রধান দায়িত্ব। রাজ্য পরিচালনা আমার প্রধান দায়িত্ব নয়। অতএব আমি মিশরের রাজকার্য পরিচালনার জন্য রাজার উপর দায়িত্ব অর্পণ করলাম। বিশেষ করে রাজা যখন দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন রাজ্যময় ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছে। অতএব আমি তাকে রাজ্যের অর্ধেক শাসন করার দায়িত্ব অর্পণ করলাম। এবারেও বিপুল করতালির মাধ্যমে সকলে নবীর প্রস্তাবকে স্বাগত জানাল।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) রাজ মহলের এক বিরাট প্রাসাদে অবস্থান নিলেন। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে রাজাকে উপদেশ দিলেন। রাজ্য থেকে দুর্নীতি, অবিচার, জুলুম ও অপহরণ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করলেন। আল্লাহর আইন অনুসারে যেন দেশের সকল কাজ পরিচালন করা হয় তার জন্য কঠোর নির্দেশ দিলেন।

রাজা নবীর বদান্যতার জন্য আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা পেশ করল। অতঃপর নবী ও সায়েরার সম্মুখে হাজেরা নাম্নী এক যুবতীকে এনে বলল, "হে আল্লাহর নবী! আপনি আমার প্রতি যে করুণা করেছেন তার শুকরিয়া হিসেবে আমি আমার এই সতী বাঁদীটিকে আপনাদের উপহার দিলাম। এ মহিলা অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির এবং ধর্মপরায়ণা। আমি দুষ্ট মন নিয়ে যতবার তার প্রতি হাত বাড়িয়েছি ততবার আমার হাত অবশ, শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। পরে মহিলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সুস্থতা লাভ করেছি। অতএব এ যোগ্য মহিলা আপনাদের পরিবেশেই সঙ্গতিপূর্ণ। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) রাজার এ দান স্বাগ্রহে কবুল করলেন।

বিবি হাজেরা বংশগত দিক থেকে বাঁধি ছিলেন না। সে যুগে পরাজিত পুরুষ, মহিলাদেরকে দাস-দাসী রূপে গণ্য করা হত। এছাড়া চুরি ও হাইজ্যাক করা মানুষদিগকেও দাস দাসী করে রাখা হত। তার মধ্যে রাজপুত্র, রাজকন্যা, ধনী-বণিক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততি অন্তর্ভুক্ত থাকত। হাজেরাও সম্ভবত

www.pathagar.com

সম্ভ্রান্ত কোন নবী অলীর ঘরের সন্তান হবেন। যাতে জালেম রাজা বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন দিন তাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়নি।

নমরুদের গজবী মৃত্যু

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বিবি সায়েরা ও হাজেরাকে নিয়ে দীর্ঘ দিন মিশর অবস্থানের পরে কেনান যাত্রার এরাদা করলেন। ইতোমধ্যে মিশরের রাজাকে তিনি একজন খাঁটি ঈমানদার রূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হলেন। রাজা তার রাজ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও দ্বীনের প্রচার কার্যে অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকতেন। আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহে শেষ পর্যন্ত রাজা একজন অলী আল্লাহর পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন।

হযরত ইব্রাহীম সপরিবারে মিশর ত্যাগ করলেন। কেনান পৌছে তিনি সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থান নিলেন না। কয়েক দিনের মধ্যে তিনি ফিলিস্তিন যাত্রার উদ্যোগ নিলেন। মরুময় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তিনি ফিলিস্তিন গিয়ে পৌছলেন। ফিলিস্তিনের বর্তমান নাম জেরুজালেন। সেখানে দীর্ঘ দিন দরে ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। অদ্যাবধি সে যুদ্ধের অবসান হয়নি।

আল্লাহর নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জেরুজালেম পৌছে সেখানকার আবহাওয়া ও পরিবেশ অনুকুল দেখলেন। তাই তিনি সেখানে স্থায়ী বসবাসের নিয়ত করলেন। বিবি সায়েরা ও হাজেরাকে নিয়ে তিনি ইবাদত-বন্দেগী ও দ্বীন প্রচারের কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। বিবি হাজেরা ছিলেন একজন উচ্চ পর্যায়ের নেক্কার। তিনি দিনের বেলায় স্বামীর খেদমত করতেন এবং রোজা রাখতেন। আর রাত্রি বেলায় সারারাত জেগে নফল নামায আদায় করতেন। তার সন্তানদের মধ্যে থেকে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্ম হয়। হাজেরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরদাদী।

ফিলিস্তিন আগমনের পরে তিনি সেখানে অনেক দালান-কোঠা নির্মাণ করেন। ইবাদতখানা তৈরি করেন। আল্লাহ তা'য়ালা এ সময় হযরত জিব্রাঈল মারফত বেহেশত হতে এক খণ্ড পাথর পাঠিয়ে দেন। এ পাথরকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করে নামায আদায় করার নির্দেশ দেন। দীর্ঘ দিন যাবৎ পাথরখানি খোলা অবস্থায় রাখা হয়। পরবর্তী সময় মসজিদে আক্সা তৈরি করে তার মধ্যে রেখে দেয়া হয়। তখন থেকে মানুষ মসজিদে আক্সার দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে থাকে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ফিলিস্তিনে দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন। সেখানে এক বিরাট জমাত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে নবীর বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। জায়গাটি ছিল নবীর জন্য খুবই নিরাপদ ও আরামদায়ক।

www.pathagar.com

নবীদের জীন্দেগী আরাম আয়েসের জন্য নয়। তাই আল্লাহ তা'য়ালার তরফ থেকে হুকুম আসল, হে নবী! তুমি ব্যাবিলন চলে যাও এবং নমরুদকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দাও।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর হুকুম পেয়ে আর বিলম্ব করার চিন্তা করলেন না। যদিও সায়েরা ও অন্যান্য সঙ্গী সাথীগণ কিছুদিন অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু নবী সেদিকে কর্ণপাত না করে সোজা ব্যাবিলনের পথে রওয়ানা করলেন। কয়েকদিন দরে অনেক কষ্ট করে তিনি নমরুদের রাজ্যে গিয়ে পৌছলেন। নমরুদ ইতোমধ্যে নবীর অবর্তমানে তার নাস্তিক সহচরদের কান কথায় নিজ খোদায়ী দাবির ক্ষেত্রে যথেষ্ট মজবুত হয়েছিল। হযরত ইব্রাহীম আঃ) যখন দ্বিতীয়বার তাকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়েছিলেন তখন তার প্রতি ভীষণ ক্ষীপ্ত হয়ে বলল, ইব্রাহীম! তুমি আমাকে আর বিরক্ত কর না। আমি আমার খোদায়ী দাবির ক্ষেত্রে অনড়। তুমি অযথা সময় নষ্ট করে এখানে পুনর্বার কেন এসেছ? আমি তোমার খোদাকে হত্যা করেছি। আমার নিক্ষিপ্ত সে রক্ত মাখা তীর সারা দেশের মানুষ দেখেছে। অতএব তোমার সে মরা খোদার ভয় আমি করি না। তুমি এবার যদি আমাকে অধিক উত্যাক্ত কর তাহলে আমি তোমাকে নিজ হাতে শাস্তি দেব।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদের কথা শুনে বললেন, হে রাজা নমরুদ! তুমি যে অর্থ সম্পদের গর্বে খোদায়ী দাবি করছ তা সবই মহান প্রভুর দান। তিনি ইচ্ছা করলে তোমার সমস্ত সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারেন এবং তোমাকে যে কোন সময় কঠিন বিপদের সম্মুখীন করতে পারেন। তার মোকাবেলা করা তোমার পক্ষে কোন দিন সম্ভব নয়। অতএব সমস্ত অহমিকা পরিত্যাগ করে মাহন আল্লাহ তা'য়ালার উপর ঈমান আন। তিনি যদি তোমার উপর বিরূপ হন তাহলে তোমার শক্তি ও অর্থের দম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। অতএব আর সময় নষ্ট কর না, তোমার জীবনের অন্তিম সময় প্রায় এসে গেছে। আমি তোমাকে শেষ বারের মত দ্বীনের দাওয়াত দিতে এসেছি।

নমরুদ নবীর কথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল এবং কর্কস স্বরে বলল, ইব্রাহীম! তুমি ও তোমার খোদা আমার রাজ্য থেকে চলে যাও, না হয় আমার সাথে মোকাবেলা করার জন্য সম্মুখে হাজির হও। নবী বললেন, হে রাজা নমরুদ! তুমি আমার মহান আল্লাহর সাথে মোকাবিলা করতে চাও, তবে প্রস্তুত হও। কবে কোথায় এ মোকাবেলা হবে বলে দাও। নমরুদ বলল, হ্যাঁ, উত্তম প্রস্তাব আস সকল বুঝাপড়ার চুড়ান্ত হবে যুদ্ধক্ষেত্রে। এই বলে নমরুদ তখন থেকে সৈন্যদের প্রস্তুতি নিতে আদেশ দিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বিমর্ষবদনে

www.pathagar.com

সেখান থেকে নিজ আত্মীয়-স্বজনের নিকট ফিরে এলেন। আত্মীয় স্বজনদের কতক নবীকে আদর করল এবং প্রাণ দিয়ে যত্ন করল। আবার কতক বিরোধীতা, করতেও ছাড়লনা।

নমরুদ ঘোড়সওয়ার, পদাতিক ও যন্ত্র বিশেষজ্ঞ সৈনিকদেরকে তিন দিনের মধ্যে ব্যাবিলনের উন্মুক্ত ময়দানে সমাবেত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। মহারাজার হুকুম অনুসারে সারা দেশে সমর সজ্জা আরম্ভ হল। সেনাবাহিনীকে তৃপ্তি দান কল্পে মহিলা ব্যাটেলিয়ন পর্যন্ত ময়দানে হাজির হতে কসুর করল না। দু'দিনের মধ্যে ব্যাবিলনের উন্মুক্ত ময়দান সেনাছাউনিতে ভরে গেল। আঠার শত বর্গমাইল জুড়ে সেনাবাহিনী তাঁবু খাঁটাল। সেখানে সাধারণ সৈন্য, ডাক্তার, নার্স, বৈজ্ঞানিক ও প্রমোদ বালাদের সাথে আট লক্ষ বর্ম পরিহিত অশ্বারাহী সৈন্য মোতায়েন ছিল। সে এক বিশাল আয়োজন।

নমরুদ সেনা মোতায়েনের কাজ সমাপ্ত করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) -কে খবর দিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদের সম্মুখীন হলে সে বলল, কোথায় তোমার খোদা এবং কোথায় তার সৈন্য সামন্ত? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন তুমি যে সামান্য প্রস্তুতি নিয়ে আমার খোদার মোকাবেলার জন্য অগ্রসর হয়েছে এটা অত্যন্ত হাস্যকর। আমার খোদা ইচ্ছা করলে ক্ষুদ্র প্রাণী মশক দ্বারা তোমার এ বিশাল বাহিনী নিমিষের মধ্যে খতম করে দিতে পারেন। নমরুদ নবীর কথা শুনে এক অট্টহাসি দিয়ে বললেন, তোমার খোদার ক্ষমতা থাকে তো সম্মুখে আসতে বল। তোমার খোদাকে আমি অনেক পূর্বে খতম করেছি। এখন যদি তার কিছু সেনা সৈন্য থাকে তাও আমরা এক পলকে ধুলিস্মাৎ করে দেব। ইব্রাহীম! ভালভাবে ভেবে দেখ। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমাকে হয়রান করার পরিণাম তোমার জন্য বিপদজনক। তার চাইতে বরং তুমি আমাকে খোদা বলে স্বীকার করে নাও। এটা তোমার জন্য সর্বত্তম বলে আমি মনে করি। আমি তোমাকে পাঁচটি রাজ্যের অধিপতি করে উহার শাসন ভার তোমার হাতে তুলে দেব। তুমি সেখানে স্বাধীনভাবে মহা আরামে রাজত্ব করবে এবং সুখে দিন কাটাবে। তোমার চাকর নকর দাসী বাঁদীর প্রাচুর্যসহ ধন সম্পদের পাহাড় তোমার পায়ের নিচে পড়ে থাকবে। চিরদিনের জন্য তোমার ও আমার মাঝে এক শুভ সুহৃদ্যতা বজায় থাকবে। এমনকি তুমি যদি চাও তবে আমি আরো দশ, বিশটা রাজ্য তোমাকে অর্পণ করব। আমি আমার নিজের কছম খেয়ে তোমাকে এ অঙ্গিকার দিচ্ছি। পৃথিবী লয় হয়ে যেতে পারে কিন্তু আমার অঙ্গিকার সামান্যতম ব্যতিক্রম হতে পারে না। যদি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে না পার তাহলে এখনই আমি আমার সমাবেশকৃত সেনাবাহিনীদের মোকাবেলায় সমস্ত

www.pathagar.com

কথা লিখে দিতে সম্মত আছি। অতএব বিষয়টি শেষ বারের মত একবার ভেবে দেখ।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদের কথায় অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন এবং কঠোর ভাষায় বললেন, হে আল্লাহ গজবী বান্দা! তুই আমাকে ধন-সম্পদ ও রাজ্যের প্রলোভন দেখাচ্ছিস! তুই, জানিস না যে, আমি আল্লাহর নবী। নবীদের দোয়া কখনই বিফল হয় না। অতএব তুই সাবদান হয়ে যায়। তিন দিনের মধ্যে আল্লাহর গজব এসে তোর সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। এই বলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সেখান থেকে দ্রুত বিদায় হলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নিজ বিশ্রামাগারে গিয়ে অজু করে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং নমরুদকে ধ্বংসের জন্য দোয়া করলেন। নবীর মোনাজাত শেষ না হতেই সেখানে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) অবতীর্ণ হয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে জানালেন, আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করেছেন। তবে কি ধরনের গজব আপনি কামনা করেন তা আমাকে বলে দিন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৃষ্টি মশক দিয়ে নমরুদের মহাপরাক্রমশালী সৈন্যদেরকে খতম করার আজ্ঞা প্রার্থনা করছি। হযরত জিব্রাইল (আঃ) এ কথার উত্তরে বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা এ বিষয় আপনার মতামতের গুরুত্ব দিয়ে কাজ সমাধা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। আমি আগামী পরশু দিন মশককুলকে দাওয়াত দিব। তবে ওখানে সংখ্যায় কত মশার প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন। নবী বললেন, সে বিষয় আমার জ্ঞান নেই। তবে এক একটি মশা একজন ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য বলে আমি মনে করি। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে যদি প্রেরণ করতে হয় তবে ষাট লক্ষ মশক সেখানে প্রেরণ করতে হবে। যা হোক সে বিষয় আমি নমরুদের সৈন্য সংখ্যা অনুসারে বরাদ্দ করে দিব। এ বিষয় আপনার ভাবনার প্রয়োজন নেই। আপনি গিয়ে বিশ্রাম গ্রহন করুন এবং নমরুদকে পরশু দিনের কথা বলে দিন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জিব্রাঈল (আ)-এর কথায় আশ্বস্ত হলেন এবং নমরুদকে খবর পাঠিয়ে দিলেন যেন সে তার ফৌজ নিয়ে পরশু দিন ময়দানে উপস্থিত থাকে। নমরুদ নবীর খবর পেয়ে তার উজির হামানকে ময়দানে পাঠিয়ে দিল এবং রণসজ্জার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যা বাকি ছিল তা তড়িৎ সমাধা করার জন্য জোর তাকিদ দিল। মহারাজার জরুরি নির্দেশ পেয়ে প্রধান সেনাপতি যুদ্ধের ধরন জানার জন্য নমরুদের দরবারে উপস্থিত হল এবং নমরুদের নিকট জিজ্ঞাসা করল ইব্রাহীম (আঃ)- এর পক্ষে কারা যুদ্ধ করবে এবং কিবাবে সে যুদ্ধ চলবে?

www.pathagar.com

নমরুদ বলল, বিষয়টি আমিও বিস্তারিতভাবে জানি না, তবে ইব্রাহীমের কথা অনুসারে যতটুকু দারণা করছি তাতে মনে হয় কোন মানুষ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তোমাদের মোকাবেলা হবে না। মশা মাছি জাতীয় কোন প্রাণীর প্রাদুর্ভাব হতে পারে। এ বিষয় তোমরা আগামী পরশু দিন ভোর থেকে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে ময়াদান কাঁপিয়ে তুলবে। যাতে করে ক্ষুদ্র প্রাণীরা ভয়ে আর কাছে আসতে না পারে। পরবর্তী পর্যায়ে যদি ওগুলো একান্ত কাছে এসে যায় তাহলে দুই হাতে চড় মেরে ওগুলোকে খতম করে দিবে। কোন ভারী অস্ত্রের আর প্রয়োজন হবে না। মশার কি শক্তি আছে, তা তোমাদেরকে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমার মনে হয় আধ ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধের কাজ শেষ করে তোমরা সকলে নিরাপদে দরবারে এসে পৌছে যাবে। সেনাবাহিনী প্রধান নমরুদের কথা শুনে নিশ্চিন্ত মনে হাসি দিয়ে বিদায় হল।

এর মধ্যে মাঝখানে একদিন পার হয়ে গেল, যুদ্ধের দিনে ভোর থেকে নমরুদের সৈন্যরা দামামা ও যুদ্ধ বাজনা বাজিয়ে ময়দান কাঁপিয়ে তুলল। এমন সময় দেখা গেল আকাশে এক খণ্ড কালো মেঘ। মেঘখণ্ড যেন দ্রুত ঐদিকে আসছে। আর একটু পরে দেখা গেল, ঠিকই মেঘখানা যেন যুদ্ধ ময়দান ঘিরে ফেলছে। অল্পক্ষণ পরে দেখা গেল সেনাবাহিনীর মাথার উপরে মেঘমালা এসে উপস্থিত হল। সেনাবাহিনীর লোকেরা উপরের দিকে তাকিয়ে রইল। এবার তারা পরিষ্কার দেখতে পেল মেঘের আকারে তাদের মাথার উপর যে কালো ছায়া এসে পৌছেছে তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মশককুলের সমষ্টি। এ বিন্দু বিন্দু মশকের ডাকের শব্দ এত প্রচণ্ড ছিল যে নমরুদ বাহিনীর বাদ্য বাজনার সমস্ত আওয়াজ তলিয়ে গেল।

মশকের অতি দ্রুত এক এক সৈন্যের মাতার উপর এক একটি বসে যখন চামড়া ভেদ করে তাদের হুল ফুটিয়ে দিল তৎক্ষণাত সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। এভাবে দশ মিনিটের মধ্যে সমস্ত ময়দানের লোকেরা ধরাশায়ী হয়ে পড়ল। মশকেরা সৈন্যদের মাথার মগজ ও রক্ত খেয়ে শেষ করল। অতঃপর তাদের শরীরের মাংস খেতে আরম্ভ করল। অল্প সময়ের মধ্যে ময়দানের সমস্ত মানুষের শুধু চুল, নখ ও হাড় ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব দেখা গেল না এবং প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র মশা রূপান্তরিত হয়ে মুরগির আকৃতি ধারণ করল।

নমরুদ দূরে বসে সমস্ত অবস্থা দেখল এবং আতঙ্কিত হয়ে ব্যাবিলনের রাজ মহলে গিয়ে আশ্রয় নিল। সেখানে সে একা একা বসে ভাবতে লাগল। অবস্থাটা কি হল, ক্ষুদ্র মশা কিভাবে সমস্ত মানুষগুলো নিঃশেষ করল। এমন সময় একটি ক্ষুদ্র খোড়া মশা এসে তার হাঁটুর উপর পতিত হল। সে তখন মশকটি দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হল এবং ভাবল এত ক্ষুদ্র এক প্রাণী আমার শক্তিশালী এক এক জন

সৈন্যকে কিভাবে সমূলে নিঃশেষ করে দিল। একথা চিন্তা করে যখন মশাটিকে ধরার জন্য হাত বাড়াল, অমনি মশাটি উড়ে তার নাকের ছিদ্র দিয়ে মাথার মধ্যে গিয়ে পৌঁছল। তখন থেকে নমরুদের মাথার ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে গেল। নমরুদ দিশেহারা হয়ে গেল। সে তখন হাত দিয়ে মাথায় আঘাত করতে আরম্ভ করল। তাতে একটু উপশম বোধ করল। কিন্তু মাথায় আঘাত করা বন্ধ করে দিলে তখন মাথায় যন্ত্রনা শুরু হয়ে যায়। নমরুদ এ অবস্থায় কয়েকটি কাঠের ছোট হাতুড়ি বানাল। যা দিয়ে মাথায় আগাত করা সহজ হয়। একদিন একরাত অতিবাহিত হবার পরে এ কাজের জন্য একজন কর্মচারী নিয়োগ করা হল। সে কাঠের হাতুড়ি দ্বারা সর্বক্ষণ মাথায় আঘাত করত। এতে সে মোটামুটি কিছুটা সুস্থতা বোধ করত।

এ সময় আল্লাহ্ তা'য়ালা জিব্রাঈল (আঃ) মারফত নবীকে পুনরায় নমরুদের নিকট ঈমানের দাওয়াত জানানোর জন্য যেতে আদেশ দিলেন। নবী নমরুদের নিকট গিয়ে বললেন, আমার খোদার শক্তি সম্বন্ধে এবার তোমার অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত। অতএব এখন শেরেকী পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ তা'য়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন কর। একবার কলেমা পাঠ কর আমি তোমার পরকালের নাজাতের জামিন হব। নমরুদ বলল, তুমি একজন বিশ্ব যাদুকর। আমি তোমার যাদুর নিকট নতি স্বীকার করার পাত্র নই। যাও তুমি তোমার খোদাকে নিয়ে থাক। আর আমাকে পৃথিবীর খোদা হিসেবে নির্বিঘ্নে থাকতে দাও। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, যদি এবারেও তুমি ইসলাম কবুল না কর তবে তোমার গজবী মৃত্যু হবে, পরকালে দোজখের কঠিন আজাব ভোগ করবে এবং তোমার রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সেখানে বহু লোকের রাজত্ব কায়েম হবে। নমরুদ নবীর কথার উত্তরে বলল, আমার যাই হোক তাতে তোমার কি যায় আসে? তুমি তোমার মুক্তির চিন্তা কর। তোমারও কঠিন পরিণাম ভুগতে বেশি দিন বাকি নেই।

হযরত ইব্রাহীম নমরুদের কথা শুনে খুব বিমর্ষ হয়ে ফিরে এলেন। এ সময় জিব্রাঈল (আঃ) এসে নবীকে বললেন, হে আল্লাহর দোস্ত! নমরুদের কথায় আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। তাকে শেষ দাওয়াত দেয়া আপনার দায়িত্ব ছিল। তা সমাধা হয়েছে। পৃথিবীতে কয়েকজন মোহর যুক্ত কাফের আছে, যারা কোন দিন ঈমানের দাওয়াত কবুল করবে না। নমরুদ তাদের মধ্যে একজন। আপনি নমরুদের ইসলাম গ্রহনের বিষয় দুশ্চিন্তা গ্রস্থ হবেন না। তার ইহলীলা শেষ হতে আর বেশি দিন বাকি নেই। একথা বলে জিব্রাঈল (আঃ) চলে গেলেন। নবী জিব্রাঈল (আঃ) -এর কথায় নিজেকে দায়মুক্ত মনে করে কিছুটা ক্ষান্ত হলেন।

www.pathagar.com

নমরুদের কর্মচারী দিন রাত তার মাথায় আঘাত করে চলছে। আঘাতকারী কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হল। প্রত্যেককে আট ঘণ্টা করে ডিউটি ভাগ করে দেয়া হল। ইতোমধ্যে তার রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। বডার এলাকার কয়েকটি রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করল। কর্মচারী মহল নমরুদের কথার প্রতি তেমন ভ্রূক্ষেপ করত না। যে যার ইচ্ছামত দায়িত্ব পালন করে যেতে লাগল। তাতে পরস্পর বিরোধ ও সংঘাতের সৃষ্টি হল। রাজ দরবারের কিছু সংখ্যক কর্মচারী বহু টাকা পয়সা আত্মসাত করে দরবার ছেড়ে চলে গেল। অপর দিকে যে সব সৈন্যরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে জীবন দিয়েছে তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা নমরুদের উপর ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা প্রচুর ক্ষতিপূরণ দাবি করল। প্রতিদিন মৃত সৈনিকদের মা, বোন ও স্ত্রীরা রাজ দরবারে এসে ভীড় জমাতে লাগল।

ওদিকে নমরুদের অবস্থা দিন দিন কাহিল হতে আরম্ভ করল। সে শারীরিক ও মানষিকভাবে খুবই দুর্বল হয়ে পড়ল এবং বিবেক বুদ্ধি অনেকটা লোভ পেল। স্মরণ শক্তি কমে গেল। মেজাজ রুক্ষ হল, ধৈর্য বলতে কিছুই বাকি থাকল না। এমতাবস্থায় তার অনুগত ব্যক্তিবর্গেরা তার নিকট থেকে সরে গেল। এমন কি তার নিয়মিত পরিচর্যা পর্যন্ত ব্যাঘাত সৃষ্টি হল। একদিন তার মাথায় আঘাতকারী একজন কর্মচারী নিজ প্রয়োজনে ক্ষণিকের জন্য বাইরে গিয়েছিল। তখন নমরুদ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। যখন কর্মচারী ফিরে এল তখন তাকে জুতা দিয়া খুব প্রহার করল। এতে কর্মচারী খুব অপমান বোধ করল এবং সে প্রতিশোধের চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। একদিন পরে রাত্রিবেলায় যখন তার ডিউটি পড়ল তখন সে গভীর রাতে কাঠের হাতুড়ি দ্বারা নমরুদের মাতার উপর খুব জোরে আগাত করল। এ আঘাতে নমরুদের মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। তখন দেখা গেল তার মাথার খুলীর ভিতর থেকে একটি মশা উড়ে চলে গেল। এই সাথে নমরুদের ইহলীলা শেষ হয়ে গেল।

দায়িত্ব পালনে নবীর তৎপরতা

নমরুদের শোচনীয় মৃত্যুর পরে রাজ্যের চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের একটি দল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট চলে আসেন। তারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে রাজ তখতে সমাসীন হবার জন্য অনুরোধ করেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, রাজকার্য আমার মুখ্য দায়িত্ব নয়। দাওয়াতী কার্য যা আমার উপর অর্পিত আছে তা সমাধা করে রাজকার্য পরিচালনা করার অবকাশ আমার নেই। যদি আমি কখনও নিজ দায়িত্বের বোঝা কিছুটা রাঘব করতে পারি, সে দিন এ বিষয় চিন্তা করব এখন নয়। এই বলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সিরিয়ায় পথে রওয়ানা করলেন। নবীর সঙ্গীদের মধ্য থেকে কতকে নবীর সাথে

www.pathagar.com

সিরিয়া যাবার আগ্রহ প্রকাশ করল। নবী তাদেরকে নিয়ে রওয়ানা করলেন। প্রথমে তিনি সিরিয়ার অন্তর্গত রহিয়া এসে পৌছলেন। সেখানে কয়েকদিন থেকে বহু সংখ্যক মানুষকে দ্বীনের তালিম দিলেন। অতঃপর তিনি ফোরাত নদীর তীরে এসে পৌছেন। সেখানে দাওয়াতের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকে দ্বীনী শিক্ষা দেন। সেখানে কয়েকদিন কাটানোর পরে তিনি হলব নামক এক শহরে এসে পৌছেন। সেখানে তিনি দ্বীনের প্রচার করেন এবং বহু ভক্ত তৈরি করেন। অতঃপর তিনি চীন যাত্রা করেন। চীনে তিনি এক বিরাট এলাকা ছফর করেন এবং মানুষকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করেন। চীনে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাকে বহু বাধাগ্রস্থ হতে হয়েছে। সেখানের অধিকাংশ মানুষ ছিল জংলী জাতের। অতএব তাদের মধ্যে ইসলামের কথা বলতে গেলে তারা নবীর প্রতি আক্রমন করে। নবী অতি শান্ত মেজাজে তাদের সাথে শত্রুতার পরিবর্তে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম হন। যাতে শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে থেকে বহুলোক ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

অতঃপর নবী দামেস্কে আসেন। দামেস্কের মানুষের অনেকেই পূর্বে ইসলাম কবুল করেছিল। এবার নবীকে পেয়ে তারা ইসলামের জীবন যাপন পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলেন। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সেখানে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন।

দামেস্ক থেকে তিনি তীর শহরে আসেন। সেখানের মানুষ শিক্ষাদীক্ষার খুবই অনগ্রসর ছিল। তারা নবী ও তার সঙ্গীদের আগমনের খবর পেয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পাহাড়ে পালিয়ে গেল। সেখানে অল্প সময় থেকে তিনি কেনানে যাত্রা করলেন। কেনানের মানুষ ছিল সমকামী। পুরুষে ও নারীতে মিলন করত। তারা ডাকাতী ও চুরিতেও খুব পারদর্শী ছিল। এখানে হযরত লুৎ (আঃ)-এর বংশধরেরা বাস করত। হযরত লুৎ (আঃ)-এর বদদোয়ায় এ কওমের উপর গজব নাজির হয়েছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এখান থেকে সোজা বায়তুল মোকাদ্দাস তাশরীফ আনেন। হযরত সায়েরা ও হযরত হাজেরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)- কে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলেন।

আল্লাহ তা'য়ালার অপার মহিমা, যেদিন নবী নিজ ঘরে পৌছেন ঐ দিন রাতে হাজেরার সাথে সহবাসের মাধ্যমে হযরত ইসমাঈল (আঃ)- এর নূর হযরত ইব্রাহীমের পৃষ্ঠদেশ হতে হাজেরার রেহেমে চলে আসে। পরের দিন বিবি সায়েরা বিবি হাজেরার চেহারার উজ্জ্বলতা দেখে অনুমান করে ফেললেন যে হাজেরা গর্ভবতী হয়েছেন।

www.pathagar.com

বিবি হাজেরাকে নির্বাসন প্রদান

গর্ভবতী হাজেরা বিবি সায়েরার চাপের সম্মুখে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করতেন। সায়েরা তার প্রতি অনেক নির্যাতন চালাতেন এবং ভীষণ ঈর্ষা পোষনণ করতেন। থাকা, খাওয়া ও বসবাসের ক্ষেত্রে ক্রীতদাসীর ন্যায় ব্যবহার করতেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ব্যাপারে তাকে অনেক বুঝিয়েছেন এবং আরো বলেছেন আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে সে সমব্যবহার পাওয়ার অধিকারীনী হয়েছেন। শরিয়তের বিধান অনুসারে কোন দাসী সন্তানের মা হলে সে বিবাহিত স্ত্রীর অধিকার লাভ করে। অতএব তার প্রতি উদার হতে অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু সায়েরা কোন কথা ভ্রূক্ষেপ না করে বার বার বলতে থাকেন "আমি সন্তানের মা হতে পারব না আর হাজেরা দাসী হয়ে আমার সম্মুখে সন্তানের মা হবে। এটা আমি সহ্য করতে পারব না।"

দিন মাস গড়িয়ে দীর্ঘ নয় মাস পার হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন বিবি হাজেরা এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। প্রসব কালে হাজেরার নিরব কোঠরিতে অনেক ধাত্রী ও সেবিকাদেরকে তিনি দেখলেন যাদেরকে ইতোপূর্বে তিনি কোন দিন দেখেননি। এমন কি নবজাতকের কানে আজান পর্যন্ত কে যেন শুনিয়ে ছিল। অতঃপর ধোয়া-মোছার পরে নতুন কাপড় জড়িয়ে সন্তানটিকে হাজেরার কোলে তুলে দিয়ে ধাত্রী ও সেবিকারা বিদায় হয়েছেন। সবকিছুই হাজেরার নিকট অলৌকিক ও স্বপ্ন বলে মনে হল। সর্বপরি যে সন্তানটি তিনি প্রসব করছেন তার মুখশ্রী এত উজ্জ্বল ছিল যাতে ঘরের অন্ধকার পর্যন্ত দূরীভত হল। তিনি ভাবলেন এ সব কিছুই আল্লাহ্ তা'য়ালার অপার করুণা।

বিবি সায়েরা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার অর্ধদিবস পরে খবর পেয়েছেন। তখন তিনি হাজেরার কুশলাদী জিজ্ঞেস না করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে খবর দেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হবার খবর শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং উৎফুল্লমনে ঘরে ফিরলেন। সায়েরা বিবি দরজায় দাঁড়ায়ে ছিলেন। তিনি নবীর সম্মুখে কেঁদে অস্থির হলেন এবং বললেন, হাজেরার সন্তান হয়েছে, আমার কিছুই হল না। এ যাতনা আমি সহ্য করতে পারব না। তুমি হাজেরাকে এ নবজাত সহ আজকেই জন-মানবহীন প্রান্তরে ফেলে আস। যেখানে গাছপালা ও খাদ্য খাদক কিছুই নেই। না হয় আমি আজকে তোমার ঘর ছেড়ে যেদিক ইচ্ছে চলে যাব। আমাকে তুমি কোন ক্রমে মুহূর্তক্ষন আর ধরে রাখতে পারবে না। অতএব তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি আছ কিনা বল? হযরত ইব্রাহীম বললেন, একটু অপেক্ষা কর আমি এক নজর সন্তানটিকে দেখে নেই। তারপরে তোমার

www.pathagar.com

সমস্ত শর্ত মেনে নেব। সায়েরা বললেন , না তা হবে না। এই মুহূর্তে তুমি আমাকে জবান দাও। আমার সমূদয় শর্ত তুমি এখনই পালন করবে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আর কোন ক্রমে রেহাই পেলেন না। অগত্যা তিনি বাধ্য হয়ে সায়েরার শর্ত পালন করার ওয়াদা করলেন।

অতঃপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বিবি হাজেরার কক্ষে গিয়ে দেখলেন চন্দ্র সাদৃশ্য এক সন্তান কোলে নিয়ে হাজেরা বসে আছেন। নবীকে দেখে তিনি ছালাম করলেন। অতঃপর সন্তানটিকে তার কোলে তুলে দিলেন।

হযরত ইব্রাহীমের বৃদ্ধ বয়সের এ সন্তান যে কত আদরের ধন তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তিনি সন্তানকে বুকে লাগালেন, মুখে লাগালেন এবং পরম তৃপ্তিভরে তার প্রতি তাকিয়ে থাকলেন। দীর্ঘ সময় তিনি সন্তানকে নিয়ে আদর সোহাগ করলেন। হাজেরা তার পুত্রের প্রতি পিতার মমতা দেখে খুব তৃপ্তি লাভ করলেন। তিনি জীবনে অবহেলিত অবস্থায় যত আঘাত পেয়েছেন, সায়েরার অত্যাচর ও নির্যাতন ভোগ করেছেন তার সকল কষ্ট আজ তিনি ভুলে গেলেন।

ইতোমধ্যে বিবি সায়েরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তার নিকট যেতে খবর দিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) খবর পেয়ে সন্তানটিকে আর একবার বুকে লাগিয়ে বিবি হাজেরার কোলে দিয়ে তিনি সায়েরার নিকট চলে এলেন। সায়েরা এতক্ষণ যাবত হাজেরার নিকট কাটানোর কৈফিয়ত তলব করলেন এবং হাজেরাকে কখন বাড়ি থেকে নির্বাসনে নিয়ে যাবেন তা জানতে চাইলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রের মায়ায় কিছুটা আকৃষ্ট হলেন। তাই তিনি একটু নরম ভাষায় বললেন, হ্যাঁ ওকে দু এক দিনের মধ্যেই নিয়ে যাব। তুমি এ নিয়ে আমাকে এতটা অতিষ্ঠ কর না। সবেমাত্র শিশুটি ভূমিষ্ঠ হল, আর এ মূহূর্তেই তাকে বনবাসে পাঠানোর জন্য তুমি অধৈর্য হয়ে উঠেছ। মানবতা বলতে একটা আচার-আচরণ সকলের থাকা উচিত। সকল ক্ষেত্রে অধৈর্য হলে চলে না। আমি যখন জবান দিয়েছি তখন তা আমি রক্ষা করবই। এমন সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সেখানে হাজির হয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর দোস্ত! সায়েরা বিবির কথা অনুসারে অতি সত্তর কাজ করুন। এটাই আল্লাহ তা'য়ালার অধিক পছন্দনীয়। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) -এর কথা শুনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) থ খেয়ে গেলেন। তিনি আল্লাহ তা'য়ালার এ রহস্যময় খেলার কোন তাৎপর্য খুঁজে পেলেন না। তিনি দীর্ঘ সময় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এক মহা ভাবনার সাগরে তিনি হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। কিভাবে কি করবেন তা, ভেবে তিনি কিছু স্থির করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি অজু করে দু'রাকাত নামায আদায় করে বললেন, "হে মহান প্রভু! আমি আমার ভবিষ্যতের মঙ্গল

www.pathagar.com

অমঙ্গল সম্বন্ধে কিছু জানি না। আমি এক মাত্র তোমার উপর ভরসা করছি, তুমি আমাকে সঠিক পথে পরিচালনা কর। আমি বিবেক দ্বারা সঠিক পথের সন্ধান কোন দিন পাব না। তাই তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত জিব্রাঈল (আঃ) দ্বিতীয়বার উপস্থিত হয়ে নবীকে সম্বোধন করে বললেন, হে আল্লাহর দোস্ত! আপনি আপনার নবজাত সন্তানের নাম রেখে দিন ইসমাইল জবিহুল্লাহ্ এবং অনতিবিলম্বে তাকে ও তার মাতাকে নির্বাসিত করুন। এটাই আপনার জন্য মঙ্গলজনক। এবার হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উঠে দাড়ালেন। এবং বিবি হাজেরার নিকটবর্তী হয়ে বললেন, আমি আল্লাহ তা'য়ালার অনুমোদন ক্রমে এ সন্তানের নাম রেখে দিলাম ইসমাইল জবিহুল্লাহ। হে হাজেরা বিবি! তুমি আরো শুনে রাখ আগামী দিন শুক্রবার ভোরবেলা, তোমাকে ও ইসমাইলকে আমার সঙ্গে এক উত্তম দাওয়াতে যেতে হবে। এজন্য তোমরা যথাসত্তর প্রস্তুতি গ্রহণ কর। বিবি হাজেরা নবীর ফরমান শুনে হতজ্ঞান হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, হুজুর! আপনি কি বলছেন, এ নবজাত সন্তানকে নিয়ে কোথায়, কেন ও কি দাওয়াতে যাব? আপনার কথার কোন তাৎপর্য আমার বোধগম্য হচ্ছে না। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, "আগে পথ চলতে আরম্ভ পরে সব কিছু জানতে পারবে।" স্বামীর হুকুম শীরধার্য। তাই বিবি হাজেরা আর অতিরিক্ত কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন না।

পরের দিন শুক্রবার ভোর বেলা দুটি উট এনে একটির উপর নবী ছওয়ার হলেন। অপরটির উপর ইসমাইল ও বিবি হাজেরাকে উঠালেন। সায়েরা বিবি এ যাত্রার দৃশ্য দেখে আনন্দিত হলেন। নবী হাজেরা বিবি ও সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পতুল্য নবজাত সন্তান হযরত ইসমাইল (আঃ)কে নিয়ে চললেন। দিগন্তহীন মরুময় প্রান্তরে কোথায় যাবেন তার কোন গন্তব্যস্থল নির্দিষ্ট ছিল না। নবীও জানেন না কোন পথে কোথায় গেলে আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ সঠিকভাবে পালন করা হবে। তাই দীর্ঘ সময় পথ চলার পরে এক জায়গায় ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নিলেন এবং সেখানে বসে দু'রাকাত নামায পড়ে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে ফরিয়াদ করে বললেন, হে রহমান রহীম! আপনি আমাদেরকে সঠিক গন্তব্য স্থানে পৌছে দিন। আমরা পথ চিনে আপনার মনোনীত স্থানে পৌছতে সক্ষম নই। নবী দোয়া শেষ করে পুনরায় ছওয়ারীতে আরোহণ করলেন। এবার তিনি নিজ উটকে কোন পথ নির্দেশনা দিলেন না উট আপন গতিতে চলতে থাকল। দীর্ঘ সময় পরে ছওয়ারী থেকে নেমে একটু বিশ্রাম নেন এবং শিশু সন্তানকে পরিচর্যা করেন। এভাবে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পরে মক্কা শরীফ বাইতুল্লার নিকটে এসে উট বসে পড়ল। তখন নবী ও তাঁর স্ত্রী হাজেরা ইসমাইল (আঃ)

www.pathagar.com

সহ সেখানে অবতরণ করলেন। বিশাল মরু প্রান্তরে এক পাহাড়ের পাদদেশে তারা বিশ্রাম নিলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হাজেরা ও ইসমাইল (আঃ)-এর দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন বর্তমান কা'বাগৃহের দিকে মুখ করে হাত তুলে এ দোয়া করলেন ঃ

رَبَّنَا إِنِّىْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ
مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ *

অর্থ ঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করার জন্য আপনার সম্মানিত ঘরের কাছে রাখলাম। হে আমাদের রব! যেন তারা নামায কায়েম করে অতএব, আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফলাদি দ্বারা তাদের রিযিকের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দিন যেন তারা আপনার শোকর আদায়কারী হয়।" (সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৭)

একটু পরে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হাজেরাকে বললেন, তোমরা এখানে বস, আমি আসছি। এই বলে তিনি উটের পৃষ্ঠে আরোহণ করে চলে গেলেন। বিবি হাজেরা নবজাত সন্তানকে নিয়ে দীর্ঘ সময় সেখানে বসে রইলেন। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আর ফিরলেন না। রৌদ্রের প্রখরতায় ইসমাইল ও হাজেরা খুবই অতিষ্ট হলেন। বিশেষ করে পানির পিপাসায় তারা খুব অস্থির হয়ে পড়লেন। ইসমাইল (আঃ) কাঁদতে আরম্ভ করলেন। বিবি হাজেরা তখন সন্তানকে বালুর উপর রেখে নিজে পানি অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জন মানবহীন এ প্রান্তরে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার কোন সুযোগ ছিল না। তাই তিনি ছাফা ও মারওয়া পর্বত দুটির মাঝে বার বার ছুটাছুটি করতে আরম্ভ করলেন। একবার এ পর্বতে আবার ও পর্বতে এবং তার আশেপাশে উন্মাদের ন্যায় ছুটিতে থাকেন। এর মধ্যে সন্তানের আকর্ষণে মাঝে মাঝে তার দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মনকে আশ্বস্ত রাখেন। এক পর্যায়ে তিনি প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে অজ্ঞান হয়ে পড়ার উপক্রম হলেন। তখন তিনি মনে মনে ভাবেন এ জন মানবহীন মরুভূমিতে পানির সন্ধান মেলা কঠিন। অতএব আর ছুটাছুটি করে লাভ নেই। ইসমাইল (আঃ)-এর নিকট ফিরে যাই। আল্লাহ্ যদি তার খাছ রহমত দ্বারা রক্ষা করেন তবে বাঁচব না হয় নির্ঘাত মৃত্যুবরণ করতে হবে।

www.pathagar.com

এরপরে তিনি আর কোন দিক না গিয়ে সোজা ইসমাইল (আঃ) -এর নিকট ফিরে এলেন। তিনি যখন সন্তানের নিকটবর্তী হলেন তখন দেখলেন কিছু পূর্বে ইসমাইল যখন চিৎকার দিয়ে কাঁদছিলেন এবং পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করছিলেন, সে আঘাতের স্থান থেকে একটি পানির ফোয়ারা ছুটে ইসমাইলকে ভিজিয়ে দিয়েছে এবং মাটিতে প্রচুর পানি জমা হয়ে গেছে। তখন তিনি আল্লাহর তা'য়ালার এহেন কুদরতি করুণার জন্য পাঠ করলেন, "ছোবাহান আল্লাহ, আহলহামদু লিল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ বলে পানি পান করলেন এবং ইসমাইলকে পান করালেন। যখন ফোয়ারা থেকে পানি উঠে ইসমাইল (আঃ)কে ভিজিয়ে দিয়েছিল তখন থেকেই ইসমাইল (আঃ)-এর ক্রন্দন বন্ধ হয়ে যায়। এ পানি ক্রমশ এত প্রবল বেগে ফোয়ারা থেকে উঠতে থাকে যাতে বিস্তীর্ণ এলাকা তলিয়ে যায়। এর গতি যখন প্রবলথেকে প্রবলতর হতে আরম্ভ করে এবং অনেক উর্ধে পর্যন্ত প্রবল গতিতে উঠতে শুরু করে তখন প্রায় আঠারো গজ এলাকা পর্যন্ত ঝর্ণা ধারায় পানি বর্ষণ হতে থাকে। বিবি হাজেরা ভয় পেয়ে গেলেন এবং ভাবলেন যদি এভাবে পানির গতি বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে একদিনের মধ্যে সমস্ত মরু এলাকা প্লাবিত হয়ে ডুবে যাবে। তাই তিনি তাড়াতাড়ি করে বড় বড় পাথর এনে ফোয়ারার মুখ সংকুচিত করে দিলেন। তখন পানির গতি নিয়ন্ত্রিত হল। কোন কোন তাফছীরকারক লিখেছেন যদি বিবি হাজেরা সেদিন পানির গতি নিয়ন্ত্রণ না করতেন তাহলে এর গতি বৃদ্ধি পেয়ে সমগ্র পৃথিবী পানিতে তলিয়ে যেত।

এ পানি যমযমের পানি নামে পরিচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হাজীগণ ছওয়াবের নিয়তে ও বিভিন্ন পীড়ার প্রতিষেধক মনে করে ভক্তি সহকারে এ পানি পান করে থাকেন এবং পাত্রভরে দেশে নিয়ে আসেন। সমস্ত মুসলমানেরা অত্যন্ত ভক্তি সহকারে এ পানি পান করে থাকেন।

বিবি হাজেরা গাছপালা ও তরুলতাহীন এ উষ্ণমরু প্রান্তরে যখন স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন তখন খাদ্য খাদকের অভাব দেখা দিলে তিনি ও ইসমাইল (আঃ) শুধু এ পানি পান করে জীবন ধারণ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা এ পানির মধ্যে খাদ্য ও পানীয় সম্পদের উভয়টি মিশ্রিত করে তাদের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেন। বসবাসের নিমিত্ত কোন ঘরবাড়ির ব্যবস্থা সেখানে ছিল না। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের মাথার উপর একখণ্ড প্রশস্ত পাথর ঝুলিয়েতাদের নিরাপদ বাসস্থান করে দেন। এভাবে কুদরতি নেয়ামত দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সেখানে সুখ-শান্তি দান করেন।

www.pathagar.com

হযরত ইসমাইল (আঃ) ও হাজেরা যমযম কূপের পাশেই বসবাসের জন্য মন স্থির করলেন। দু'দিন পরে একদল লোকউক্ত এলাকায় এসে পানির অভাবে খুব বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন তারা সাফা ও মারওয়া পর্বতের উপর উঠে সর্বদিক তাকিয়ে পানি অনুসন্ধান করছিল। হঠাৎ হাজেরার দিকে তাদের দৃষ্টি পড়ল। তখন তারা দ্রুত তার নিকট চলে এল এবং তার কাছে একটু পানির জন্য আবেদন করল। হাজেরা তাদেরকে পানি দিলেন। তারা অনেক পানি পান করে তৃপ্তি লাভ করলেন। অতঃপর তারা হাজেরার নিকট তার পরিচয় এবং এ নিভৃত স্থানে আগমণের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বিবি হাজেরা সমস্ত ঘটনা তাদের নিকট বলে দিলেন। তখন তারা বলল, যদি আপনি আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করতে অনুমতি দেন তবে আমরা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করব। অবশ্য আমরা আপনার পানি ব্যবহারের জন্য আপনাকে নিয়মিত খাজনা দেব। বিবি হাজেরা তাদেরকে পানি সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং তাদেরকে বসবাসের অনুমতি দিলেন। সেই থেকে বনিকেরা সেখানে বাড়িঘর তৈরি করে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। পরবর্তী সময় সেখানে আরো অনেক কাফেলা এসে বসবাস আরম্ভ করে। ধীরে ধীরে স্থানটি একটি নগরীতে রূপ নিতে আরম্ভ করে।

দীর্ঘ সাত বছর যাবত বিবি হাজেরা ইসমাইল (আঃ) -কে নিয়ে সেখানে বসবাস করেন এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার বন্দেগীর মাধ্যমে সময় কাটান। যমযমের পানির জন্য খাজনা হিসেবে বিভিন্ন কাফেলার মানুষেরা যে টাকা-পয়সা দিত তাতে বিবি হাজেরার খরচের পরে উদ্বৃত্ত থাকত। তিনি উদ্বৃত্ত টাকা জাতির কল্যাণে ব্যয় করার নিয়তে জমা করতেন।

সাত বছর উত্তীর্ণ হবার পরে একদা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তার স্ত্রী সায়েরার নিকট বললেন, আমার মনে চায় একবার ইসমাইল ও হাজেরাকে দেখে আসি। বিবি সায়েরা বললেন, হ্যাঁ, আপনি যেতে পারেন তবে উট থেকে ভূমিতে অবতরণ করতে পারবেন না। যদি আপনি এ অঙ্গিকার পালনের ওয়াদা করতে পারেন তবে আমি আপনাকে যাত্রার অনুমতি দিতে পারি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সায়েরার শর্তে রাজি হলেন। সায়েরা তখন তাকে যাত্রার অনুমতি দিলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উটের পৃষ্ঠে আরোহণ করে পথ চলতে আরম্ভ করলেন। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যখন তিনি গিয়ে সে মক্কা ভূমিতে পৌছলেন তখন তিনি কিছুই চিনতে পারলেন না। স্থানটি আর সে পূর্ব অবস্থায় নেই। অসংখ্য বাড়িঘর মানুষ, পশু ও উদ্ভিদে পরিপূর্ণ। এসব দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তিনি পুত্রের মায়ায় দিশেহারা হয়ে চতুর্দিকে খোঁজ করতে লাগলেন। অনেক সময় পরে একটি দালানের নিকট-আসতেই তিনি বিবি হাজেরাকে

www.pathagar.com

দেখলেন। বিবি হাজেরাও উঠের পৃষ্ঠে তার স্বামী হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেখতে পেলেন। উভয়ের দৃষ্টি বিনিময়ের ফলে উভয়ের মনে বিদ্যুতের ন্যায় এক আনন্দ তড়িৎ বয়ে গেল। হাজেরা দৌড়ে এসে স্বামীকে ছালাম করলেন এবং তাকে উটের পিঠ হতে নেমে আসতে অনুরাধ করলেন। তখন ইব্রাহীম (আঃ) সায়েরার অঙ্গিকারের কথা তাকে জানালেন। তখন তিনি দু'খানি পাথর এনে তার দুপা পাথরের উপর রেখে ধুয়ে দিলেন এবং তার মুখমণ্ডল ধৌত করে দিলেন। এভাবে কিছু সময় উটের পিঠে কাটিয়ে হযরত ইব্রাহীম জেরুজালেমের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। যাত্রাকালে তিনি পুত্র ও তার মাতার জন্য হাত তুলে দোয়া করে গেলেন।

এখানে প্রাসঙ্গিক একটি জরুরি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, বিবি হাজেরা যে পাথরের উপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পা রেখে ধুইয়ে দিয়েছিলেন সে পাথরকে আল্লাহ্ তা'য়ালা অদ্য পর্যন্ত মর্যাদাবান করে রেখেছেন। তার নাম 'মাকামে ইব্রাহীম' হাজীগণ বায়তুল্লাহ্ জিয়ারত শেষে অধিক মর্তবা লাভের আশায় সেখানে নামায আদায় করে থাকেন। দ্বিতীয়ত বিবি হাজেরা পানি অন্বেষণের নিমিত্ত সাফা ও মারওয়া নামক যে দুটি পর্বতে বার বার ছুটাছুটি করেছেন সে কার্যকলাপকে আল্লাহ্ তা'য়ালা হজ্জ আদায়কারীদের জন্য পালনীয় কর্তব্য করে দিয়েছেন। সকল হাজীগণ হজ্জ পালন কালে ঐ পর্বত দুটকে সাত বার দ্রুত পদাচারন করে থাকেন। কিয়ামত পর্যন্ত এ বিধান মুসলমানদের জন্য কার্যকর থাকবে।

পিতার হাতে পুত্রের কুরবানী

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একদা স্বপ্নে দেখলেন, কে যেন তাকে বলছে, হে আল্লাহর দোস্ত! আপনি আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করুন। নবীর প্রতি স্বপ্নাদেশ অহির সমতুল্য। তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বপ্নে কুরবানীর আদেশ পেয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন। অনেক চিন্তা ভাবনা করে তিনি দুম্বা উট কুরবানী করে দিলেন। দ্বিতীয় রাতে তিনি আবার স্বপ্ন দেখলেন, একজনে তাকে বলছেন, নবী আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করুন।

এবারেও নবী দুশ উট কুরবানী করলেন। অতঃপর তৃতীয় রাতেও তিনি একই স্বপ্ন দেখলেন। তৃতীয় বারেও তিনি দুশ উট কুরবানী করলেন। চতুর্থ রাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন কে যেন তাকে বলছেন, হে আল্লাহর দোস্ত! আপনি আল্লাহর রাস্তায় আপনার প্রিয় সন্তানকে কুরবানী করুন। এবারের স্বপ্ন দেখে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তার সন্তান বলতে হযরত ইসমাইল (আঃ) ব্যতীত আর কেউ নেই। সে সন্তান তার নির্বাসিতা মাতার নিকট থাকে। নবী তাদের সাথে তেমন সম্পর্ক পর্যন্ত রাখেন না। এমতাবস্থায় এহেন এক চরম প্রত্যাদেশ কিভাবে তিনি

www.pathagar.com

কার্যকরী করবেন এ ভেবে অস্থির হলেন। ভোরবেলা নবী সায়েরা বিবির নিকট তার স্বপ্নের কথা আলোচনা করলেন। সায়েরা নবীকে অতি সত্ত্বর এ প্রত্যাদেশ কার্যকরী করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে মক্কার পথে রওয়ানা করলেন। সঙ্গে তিনি একখানা ছুরি ও কিছু রশি নিলেন। মক্কা পৌছে তিনি হাজেরার আস্তানায় গিয়ে বসলেন। সেখানে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে হাজেরাকে বললেন, তুমি ইসমাইল (আঃ)-কে ভাল পোশাক পড়িয়ে আতর গোলাপ লাগিয়ে উত্তম রূপে সাজিয়ে দাও। ইসমাইলকে নিয়ে আমি এক দাওয়াতে যাব। সম্পর্ক বিহীন পিতা-পুত্রের মাঝে নতুন করে গভীর সম্পর্ক হতে যাচ্ছে দেখে হাজেরা খুব খুশী হলেন এবং পুত্র ইসমাইলকে উত্তমরূপে সাজিয়ে দিলেন। হযরত ইসমাইল (আঃ) -এর বয়স ছিল তখন নয় বছর। দেখতে ফুটফুটে সুন্দর।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রকে নিয়ে রওয়ানা করলেন। ইতোমধ্যে শয়তান এসে বিবি হাজেরাকে বলল, তোমার পুত্র ইসমাইল কোথায়? হাজেরা বললেন, তার পিতার সঙ্গে দাওয়াতে গিয়েছে। শয়তান বলল, সমস্ত মিথ্যা কথা, তোমার স্বামী পুত্রকে কুরবানী করার জন্য এক নিবৃত স্থানে নিয়ে যাচ্ছে। বিবি হাজেরা মানুষের ছুরতধারী শয়তানকে বললেন, যদি আল্লাহ তা'য়ালা কুরবানীর মাধ্যমে ইসমাইলকে কবুল করেন তবে আল-হামদুল্লিাহ। এতে আমার উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই। শয়তান যখন এখানে কোন সুবিদা করে উঠতে পারল না তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট গিয়ে পিছনথেকে ইসমাইল (আঃ)-কে বলল,ইসমাইল! তুমি কোথায় যাচ্ছ? ইসমাইল (আঃ) বললেন, আমি পিতার সঙ্গে দাওয়াতে যাচ্ছি। শয়তান বলল, দাওয়াত ঠিক আছে তবে কোন খাবার দাওয়াত নয়। আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে তোমাকে কুরবানী করার দাওয়াত। একটু পরে তোমার গলায় ছুরি চালিয়ে আল্লাহর নামে কুরবানী করা হবে। হযরত ইসমাইল (আঃ) তখন বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা যদি আমার কুরবানী মঞ্জুর করে থাকেন তবে আমার ধন্য কপাল। এতে আপত্তির কোন কারণ নেই। অতঃপর তিনি পিতাকে সম্বোধন করে বললেন, হে পিতা! পিছন থেকে কে যেন বলছে, আপনি আমাকে কুরবানী করার জন্য নিবৃত স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, শয়তান তোমাকে প্রতারণা করছে। তুমি ওর প্রতি সাত খণ্ড পাথর নিক্ষেপ কর। হযরত ইসমাইল (আঃ) পিতার আদেশ অনুসারে সাতখণ্ড পাথর নিক্ষেপ করলেন। শয়তান দূরীভুত হল। এই পাথর নিক্ষেপ হজ্জ আদায়ের জন্য একটি জরুরি শর্ত ও ছুন্নাত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

www.pathagar.com

অনেক দূর যাওয়া পর হযরত ইসমাঈল (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার পিতা আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছেন। তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) কুরআনের ভাষায় বলেন ঃ

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ـ

অর্থ ঃ অনন্তর ছেলেটি (ইসমাঈল) যখন চলাফেরা করার মত বয়সে পৌঁছুল তখন তিনি বলেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি তোমাকে জবাই করেছি। অতএব চিন্তা করে দেখ তোমার মত কি? (সূরা ছফ্‌ফাত ঃ ১০২)

ইসমাঈল (আঃ) পিতাকে বললেন–

يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমার পিতা! আপনি যা করতে আদিষ্ট তা করে ফেলুন, ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। (সূরা ছফ্‌ফাত ঃ ১০২)

অতঃপর হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) যে স্থানে বর্তমানে মিনা বাজার বলা হয় সে স্থানে উপনীত হন, হাজীরা হজ্জের সময় এখানে কোরবানী করে থাকেন। এখানে এসে হযরত ইবরাহীম (আঃ) পুত্রকে পুনরায় বলেন, এখন তোমার কি পরামর্শ? তিনি বলেন, আমার হাজার জীবন হলেও তা আল্লাহর জন্য উৎসর্গীকৃত। আপনি স্বপ্নে যা দেখেছেন তা বাস্তবায়ন করুন। কেননা, এটা শোকর করার বিষয়, অসন্তুষ্ট প্রকাশের নয়। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্তে আল্লাহর হুকুম পালন করুন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ

অর্থ ঃ অতপর তখন তাঁরা উভয়ে হুকুম মানলেন এবং পিতা পুত্রকে কাত করে শোয়ালেন। (সূরা ছফ্‌ফাত ঃ ১০৩)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মীনার এক নিবৃত স্থানে গিয়ে থামলেন এবং পুত্রকে বললেন, হে প্রিয় বৎস। আমি চার রাত ধরে স্বপ্নযোগে কুরবানী করার প্রত্যাদেশ পেয়ে আসছি। আমি সে পরিপ্রেক্ষিতে ছয়শত উট কুরবানী করেছি শেষবারে আমার প্রিয় সন্তানকে কুরবানী করার প্রত্যাদেশ পেয়ে তোমাকে আল্লাহর নামে কুরবানী করার উদ্দেশ্যে এখানে নিয়ে এসেছি। হযরত ইসমাইল (আঃ) পিতার মুখে এ কথা শুনে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ্ তা'য়ালার এরূপ নির্দেশ আমার জন্য সৌভাগ্যের দ্বার খুলে দিয়েছেন। আমাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা কবুল করেছেন। এ জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনি এ কাজ সমাধার ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

আমাকে ধৈর্যশলিদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন। আপনি আর বিলম্ব না করে আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ অনুসারে কাজ আরম্ভ করুন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, ইহা আমি কিভাবে সমাধা করব? ইসমাইল (আঃ) তদুত্তরে বললেন, প্রথমে আপনি আমার হাত পা বেঁধে নিন। পরবর্তীতে আমাকে বিপরীত দিকে কাত করে শোয়ায়ে নিন। যেন আপনি সরাসরি আমার মুখমণ্ডল না দেখতে পান। তারপরে আমার গলদেশে ছুরি চালনা করুন। এতে আপনি অবশ্যই কৃতকার্য হবেন। তৃতীয়ত আমার রক্তেভেজা কাপড়গুলো আমার আম্মার হাতে পৌছে দিবেন। তিনি এগুলো দেখে আল্লাহর রেজামন্দির উপর খুশী থাকবেন এবং আমার কথা স্মরণ করে কিছুটা স্বস্তি লাভ করবেন। কারণ তার আর কোন সন্তান নেই যার দিকে তাকিয়ে তিনি স্বস্তি লাভ করতে পারেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রের কথা অনুসারে আস্তিনের মধ্যে রক্ষিত রশিগুলো বের করে তা দ্বারা ইসমাইলের হাত পা বেঁধে নিলেন। অতঃপর তাকে কাত করে শুইয়ে দিলেন। তারপরে আস্তিন থেকে ধারাল ছুরি বের করে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলে ইসমাইলের গলদেশে ছুরি চালিয়ে দিলেন। কিন্তু তার ছুরি চালনায় কোন কাজ হল না। ছুরি ইসমাইল (আঃ)-এর গলদেশের চামড়ায় কোন ক্ষত সৃষ্টি করতে পারল না। তখন ইব্রাহীম (আঃ) আরো জোরে, শক্ত করে ছুরি রগড়াতে লাগলেন, কিন্তু না, কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল না। তখন ইসমাইল (আঃ) বললেন, পিতা আপনি ছুরির তীক্ষ্ম মাথাটা গলার উপরে শক্তি দিয়ে চেপে ধরুন। তাহলে সম্ভবত আপনার উদ্দেশ্য সফল হবে। নবী এবার তাই করলেন কিন্তু ছুরির তীক্ষ্ণ মাথাও চামড়ার আদৌ ঢুকল না। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) রাগ করে ছুরি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তখন ছুরি বলে উঠল, হে ইব্রাহীম (আঃ)! তুমি আমাকে ইসমাইলের গলা কাটার জন্য একবার বল কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন আমাকে দশবার বারণ করছেন। অতএব, তোমার কথার গরুত্ব দেব না আল্লাহ তা'য়ালার কথার গুরুত্ব দেব ' অতএব তুমি অন্য পন্থা গ্রহণ কর। হযরত ইসমাইল ও হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উভয়ে ছুরির কথা শুনলেন।

ইসমাইল (আঃ) তখন পিতাকে বললেন, হে প্রিয় পিতা! সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে জবেহ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ কাজ হয়ত আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করছেন না। অতএব আপনি কাপড় দিয়ে আপনার চোখ দুটি বেঁধে নিন যাতে আমার চেহারা আপনি দেখতে না পান। তখন আপনার চেষ্টা অবশ্যই কাজে আসবে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পরামর্শ অনুসারে নিজ চক্ষু দুটি বেঁধে নিলেন এবং পূর্ববৎ ইসমাইলকে কাত করে শোয়াইয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে ছুরি চালালেন। এবার ছুরি সহজে চলল, কলকল রবে রক্ত প্রবাহিত হয়ে জবেহের কার্য সমাধা হল।

শেষে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ক্রোধান্বিত হতে হস্তস্থিত ছুরি যমীনের উপর ছুঁড়ে মারেন। এবার ছুরি বলল, হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ্ আপনাকে বলছেন কাটতে আর আমাকে বলছেন কাটা হতে বিরত থাকতে। আপনাকে একবার হুকুম করেছেন কাটতে আর আমাকে দশ বার নিষেধ করেছেন। আপনার হুকুমের চেয়ে আমার কাছে আল্লাহর হুকুমই উত্তম। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ছুরির এ কথোপকথনের মাঝেই পেছন দিক থেকে আওয়াজ ভেসে এল–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ۔

পেছনে ফিরে দেখলেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ) উক্ত ধ্বনি করতে করতে এগিয়ে এসেছেন। উল্লিখিত ঘটনার বিবরণে আল্লাহ্ পাক বলেন–

وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰۤاِبْرٰهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ۔ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ * وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ *

অর্থ ঃ আর আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছ। আমি এভাবেই পুণ্যবানদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা। এবং আমি তৎপরিবর্তে একটি জবাইর পশু দান করলাম। আর আমি পরবর্তীদের জন্য অবশিষ্ট রেখেছি যে, সালাম ইবরাহীমের ওপর। নিঃসন্দেহে এভাবেই আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় সে আমার মু'মিন বান্দাদের মধ্য হতে উত্তম বান্দা, এবং তাকে সুসংবাদ প্রদান করেছি ইসহাকের, সে নবী এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা ছফ্‌ফাত ঃ ১০৪-১১২)

আল্লহ তা'য়ালা তার নবীর শেষ পরীক্ষার সফলতা দেখে সন্তুষ্ট হলেন। যার পরিণামে আল্লাহ্ তা'য়ালা জিব্রাইল (আঃ) মারফত বেহেশত থেকে আনা এক

www.pathagar.com

দুম্বাকে জবেহের মুহূর্তে ইসমাইল (আঃ)-এর স্থলে শুইয়ে দিয়ে ইসমাইলকে একটু দূরত্বে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। যার সামান্য লেশমাত্র বুঝা নবী দ্বয়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জবেহের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে ভেবে 'আল হামদুলিল্লাহ্ পাঠ করলেন এবং চোখের কাপড় খুলে ফেললেন। তখন তিনি চোখে যা দেখলেন তা তার বিশ্বাস হল না। তাই তিনি একবার চোখ দুটি হাত দিয়ে মুছে চতুর্দিকে তাকলেন। বাস্তব দৃশ্য ভাল ভাবে দেখে তিনি ক্ষণিক নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হযরত ইসমাইল নির্বাক হয়ে পিতার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ক্ষণিক পরে পিতা পুত্রের কাছে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং দু'চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে পাঠ করলেন ছোবহানাকা আল্লাহুম্মা ....। অতঃপর পিতা ও পুত্র একত্রি হয়ে শোকরানা নামায আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন।

এ মুহূর্তে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সেখানে অবতীর্ণ হলেন। তিনি সজোরে উচ্চারণ করছিলেন। "আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" অতঃপর তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর দোস্ত! আল্লাহ অপনাকে ছালাম প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা নবীকে লক্ষ্য করে আরো বলেছেন, "হে ইব্রাহীম! তুমি আল্লাহ তা'য়ালার উদ্দেশ্যে তোমার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছ। নিঃসন্দেহে এটা ছিল একটা মহা পরীক্ষা। আমি এভাবে আমার সৎ ও উদার বান্দাদের পুরস্কৃত করে থাকি। আমি সন্তান কুরবানীর ক্ষেত্রে বদল করে পশু কুরবানী দ্বারা পুরস্কৃত করেছি। এক্ষেত্রে আরো যা দিবার তা পরকালের জন্য রইল। আমি আমার সৎ নিষ্ঠাবান বান্দাদের পুরস্কার দিয়ে থাকি। ইব্রাহীম (আঃ) আমার ইমানদার, কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্যতম। তাকে ইসহাক নামক আর এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি। যিনি নবী হিসেবে আমার সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবেন?"

হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর আলোচনা কুরআনুল কারীমে বহুবার হয়েছে তন্মধ্যে শুধু এক স্থানে তাঁর গুণাবলি বর্ণিত হয়নি। এ আয়াতটি তাঁর 'যাবীহৎ হওয়ার বর্ণনা সম্বলিত আয়াত। আর দু স্থানে সে সুসংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখ হয়েছে। যাতে ইবরাহীম (আঃ) কে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আর সুরা-মরইয়ামে তাঁর নাম উল্লেখ করে তাঁর উৎকৃষ্ট গুণাবলির উল্লেখ করা হয়েছে–

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَبِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلاً نَبِيًّا * وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا *

www.pathagar.com

অর্থ ঃ 'আর স্মরণ করুন, এ কিতাবে (কুরআনুল কারীমে) ইসমাঈল (আঃ)-এর আলোচনা। তিনি ছিলেন ওয়াদা পালনে সত্যনিষ্ঠ। আর রাসূল এবং নবী, আর তিনি নিজের পরিবারবর্গকে নামাযের ও যাকাতের আদেশ দিতেন, আর তিনি স্বীয় প্রতিপালকের সন্তোষভাজন। (সূরা মারইয়াম ঃ ৫৪-৫৫)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রেরিত সুসংবাদ শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং তার দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন। অতঃপর তিনি ইসমাইল (আঃ)-কে নিয়ে বিবি হাজেরার নিকট চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে হাজেরাকে সমস্ত ঘটনা বললেন। হাজেরা তখন আল্লাহ্ তা'য়ালার শোকর আদায় করলেন।

কাবাঘর নির্মাণ ও কতিপয় মো'যেযা

হযরত আদম (আঃ) ও ফেরেস্তাদের নির্মিত কাবাঘর এক সময় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তার পরে দীর্ঘদিন যাবত কাবা ঘরের স্থান শূন্য থাকে। এমন কি তার সঠিক স্থান পর্যন্ত অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) -এর সময় তার শেষ বয়সে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে কাবাঘর পূনঃনির্মাণের আদেশ দেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এ আদেশ পেয়ে বিব্রত বোধ করেন। তাই তিনি এ বিষয় কোন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হলেন না। তিনি আল্লাহর দরবারে আরজ করে বললেন, আমি কিভাবে ও কোথায় কাবাঘর নির্মাণ করব এর সঠিক দিক নির্দেশনা দাও এবং এ ব্যাপারে তুমি আমাকে মদদ কর, না হয় এ মরু প্রান্তরে একার পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করা বড়ই কঠিন হবে।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ *

অর্থ ঃ 'নিঃসন্দেহে, মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘরটি নির্মিত হয়েছে, তা সে ঘর [illegible] বাক্কায় (মক্কার অপর নাম) অবস্থিত। তা বরকতময় আর বিশ্বজগতের জন্য দিশারী। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৬)

কুরআনুল কামীম বাইতুল্লাহ্ শরীফ নির্মাণকালে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ)-এর মুনাজাত, নামায কায়েম করা ও হজ্জের করণীয় কার্যগুলো সম্পন্ন করার জন্য আল্লাহ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ এবং বায়তুল্লাহ তাওহীদের কেন্দ্রস্থল হওয়ার ঘোষণা স্থানে স্থানে উল্লেখ করেছে এবং নতুন নতুন বর্ণনা ভঙ্গিতে তার মহত্ত্ব ও উচ্চ মর্যাদাকে নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে ব্যক্ত করেছে–

www.pathagar.com

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ * فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ *

অর্থ ঃ 'নিঃসন্দেহে, মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মিত হয়েছে, তা মক্কায় অবস্থিত, তা বরকতময় এবং বিশ্বজগতের দিশারী। ওতে (সত্য দ্বীনের) অনেক স্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইবরাহীম। যে কেউ সেখানে নিরাপদ প্রবেশ করে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এই বিষয়টি অবশ্য কর্তব্য হয়েছে যে, যদি সে ঘর পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়, তবে যেন হজ্জ করে। এতকিছু সত্ত্বেও, কেউ (এই সত্যকে) অবিশ্বাস করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব জগতের মুখাপেক্ষী নন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৬-৯৭)

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত জিব্রাঈল আমিনকে পাঠিয়ে জানালেন কাবাঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা সক্রিয়ভাবে তোমার মদদ করবেন। তুমি নিশ্চিন্ত মনে শক্তভাবে নিয়ত কর এবং সম্মুখ দিকে অগ্রসর হও। সেখানে তুমি দেখবে এক খণ্ড কালো মেঘ ছায়া বিস্তার করে আছে, সেখানে তুমি ছায়া পরিমাণ স্থানে চিহ্ন দাও। ওখানেই কাবা ঘরের পত্তন হবে। হযরত জিব্রাইল (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে থেকে কাবা ঘরের স্থান নির্ণয় করলেন। অতঃপর উহা তৈরির ক্ষেত্রে অন্যান্য সামগ্রী সম্বন্ধে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, মক্কা এলাকার পাঁচটি পাহাড় থেকে পাথর সংগ্রহ করতে হবে লেবানন, জেরা, আবু কোরায়েস, সাফা ও মারওয়া এই পাঁচটি পাহাড়।

পাথর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্বন্ধে হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন, আমি সমস্ত কিছু সংগ্রহ করে দেব। এ বিষয় আপনার কিছু ভাবতে হবে না। আপনি শুধু হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে নিয়ে পাথরের উপর পাথর বসিয়ে উপরের দিকে উঠবেন। প্রয়োজন বোধে অন্যান্য কঠিন কাজে আমি আপনাকে সাহায্য করব। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জিব্রাঈলের কথা শুনে নিশ্চিত হলেন এবং কাবাঘর নির্মাণের উদ্যোগ নিলেন।

প্রথমত, তিনি নির্দিষ্ট স্থানের চতুর্দিকে মাটি খনন করে পাথর বসাতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে প্রতি খানা পাথর বসানোর পূর্বে দুই রাকাত করে নফল নামায আদায় করে নিতেন। এভাবে তিনি কাবাঘর নির্মানের ক্ষেত্রে পাথর বসাতে আরম্ভ করেন। হযরত ইসমাইল (আঃ) সর্ব সময় পিতার কাজে সহায়তা করলেন। কাবাগৃহের ভিত সমাধা অন্তে যখন মেহরাবের কাজ আরম্ভ করলেন

www.pathagar.com

তখন যে পাথর খানি বসালেন তাতে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম খোদিত ছিল। দ্বিতীয় পাথর খানিতে হযরত আবু বকর, তৃতীয় পাথরে হযরত ওমর, চতুর্থ পাথরে হযরত ওসমান ও পঞ্চম পাথরে হযরত আলীর নাম খোদিত ছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জিব্রাইল (আঃ)-এর ইঙ্গিতক্রমে এ পাথরগুলো যথানিয়মে বসিয়ে দিলেন।

নামায ও হজ্জের ক্ষেত্রে যে পাঁচজনের স্মরণ ও তাদের অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন তাঁদের নামই আল্লাহ তা'য়ালা পাথরে খোদিত করে কাবাগৃহের দেয়ালে চিরদিনের জন্য লাগিয়ে দিলেন। কিয়ামতের দিন কাবাগৃহ জিয়ারতকারীগণকে এ পাথর সনাক্ত করবে। এটা তারই আলামত।

অনেক দিনের চেষ্টা, পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ পরিশ্রমের মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কাবাগৃহ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করেন। অতঃপর পিতা-পুত্র একত্রে পাঠ করেন - রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাছ ছামিউল আলীম। অর্থাৎ হে মেহেরবান প্রভু! আপনি আমাদের প্রচেষ্টা ও শ্রম কবুল করুন এবং এ শ্রমের বিনিময়ে আমাদিগকে আপনার করুণা প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি পরম শ্রোতা ও মহাজ্ঞানী। অতঃপর তিনি আল্লাহ দরবারে আরজ করে বললেন, হে প্রভু! তুমি মক্কা এলাকাকে আবদ্ধ করে দাও, এখানে মানুষদিগকে ধন-সম্পদও নিরাপত্তা দান কর এবং অধিবাসীগণকে ফলমূল ইত্যাদি দিয়ে রুজির ব্যবস্থা করে দাও।

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া কবুল করে তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, যারা আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদে বিশ্বাসী নয় তাদেরকে আগুনের আজাব ভোগ করতে হবে যা অত্যন্ত কঠিন যন্ত্রণাদায়ক। ইব্রাহীম (আঃ) সুষ্ঠুভাবে কাবা ঘরের কাজ সমাধা করতে সক্ষম হয়েছেন এজন্য তিনি বার বার আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন। ইতোমধ্যে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এসে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা আপনার কৃতকর্মের জন্য ছালাম জানিয়েছেন এবং আপনি যথেষ্ঠ পরিশ্রম করে কাবাঘর তৈরি করেছেন, এজন্য আপনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন। তবে অনাহারীকে আহার দান করা ও উলঙ্গকে বস্ত্র দান করা এর চেয়ে কম মর্যাদার কাজ নয়।

এরপরে আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আদেশ দিলেন, সারা পৃথিবীর মানুষকে এ ঘরের মর্যাদা সম্বন্ধে অবগত কর এবং এ ঘর প্রদক্ষিণ করে হজ্জ সমাধা করতে বল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, আমার এ দাওয়াত আর কতদূর পৌছান সম্ভব হবে? সারা পৃথিবীর মানুষকে কিভাবে শুনাব? আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, তুমি প্রথমে দাওয়াত দাও। পৃথিবীর মানুষের নিকট তা পৌছানোর দায়িত্ব আমার। এমনকি যারা পিতার পৃষ্ঠদেশে বা মায়ের গর্ভে

www.pathagar.com

রয়েছে তাদেরকেও আমি এ দাওয়াত পৌছে দেব। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এক পাহাড়ে উঠে বললেন, হে দুনিয়ার মানুষ! তোমাদের উপর আল্লাহ তা'য়ালা হজ্জ ফরজ করে দিয়েছেন। যাদের সমর্থ আছে তারা হজ্জ সমাধার জন্য বাইতুল্লাহ ঘরে আস। তখন যাদের ভাগ্যে হজ্জ আছে তাদের রুহ আওয়াজ দিয়ে উঠল, "লাব্বাইক, হে প্রভু! আমরা তোমার কাবার দ্বারে হাজির আছি। সকল প্রশংসা নেয়ামত ও সাম্রাজ্য একমাত্র তোমারই। তোমার কোন অংশীদার নেই, হে মহান প্রভু ও আমাদের মালিক।" হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দাওয়াতের বাণী উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে এমনকি আকাশ ও মাটি থেকে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ শুনতে পেলেন। সকলেই চিৎকার দিয়ে বলছে লাব্বায়িক লাব্বায়িকা --। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অবাক হয়ে চতুর্দিক তাকালেন কিন্তু কোন জন মানুষের চিহ্ন তিনি দেখতে পেলেন না। শুধু বাতাসে ভেসে আসা গগণ বিদারী আওয়াজ শুনলেন। "লাব্বায়িক"

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সকল দোয়া কবুল করলেন। মক্কার নিকটবর্তী তায়েফ নামক স্থান থেকে জিব্রাইল (আঃ) মারফত দশ ক্রোড় জমিনের মাটি উঠিয়ে নিয়ে নীল নদের তীরবর্তী দশ ক্রোড় উর্বর জমিনের মাটিকে সেখানে রেখে দেন। যাতে করে তায়েফ শস্য-শ্যামল হয়ে উঠে। সেখানে সকল প্রকার ফল-ফলাদী, শাক-সজি স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন হয়ে থাকে। মক্কার কোন কোন এলাকা বর্তমানে শস্য-শ্যামল হয়ে উঠেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে মক্কা তথা সৌদী আরব পৃথিবীর অন্যতম তেল সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে পরিচিত। এছাড়া আরবে স্বর্ণের খনি, রৌপ্যের খনি ও হীরকের খনি পৃথিবীর সকল রাজ্যের চেয়ে বেশি আছে বলে তথ্যবিদগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ সবই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার ফল। তাতে আদৌ সন্দেহ নেই।

একদিন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মৃত্যুকে কিভাবে জিন্দা করা যায় তা প্রকাশ্যে দেখার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা তখন জিজ্ঞেস করলেন, আমি মৃত্যুকে জীবিত করতে পারি তা তোমার বিশ্বাস হয় না? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তার উত্তরে বললেন, আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি তবে আমার অন্তরে প্রকাশ্যে দেখার ইচ্ছা জেগেছে। তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বললেন তুমি চার ধরনের চারটি পাখি জবেহ করে তার গোস্তগুলো পিসে মিলিয়ে ফেল। অতঃপর সেগুলোকে কয়েকটি পিণ্ড করে পাহাড়ের কয়েক জায়গায় রেখে দাও। তারপরে এক একটি পাখির নাম ধরে ডাক দাও। তারা অবশ্যই জীবিত হয়ে তোমার কাছে ছুটে আসবে। জেনেরেখ, আল্লাহ তা'য়ালা পরম কৌশলি।

www.pathagar.com

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশ অনুসারে একটি মুরগি, একটি ময়ূর, একটি কাক ও একটি শুকুন জবেহ্ করে তাদের মাংসগুলো হাড়সহ পিষে একত্রিত করলেন এবং ছোট ছোট পিন্ড করে বিভিন্ন পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে রেখে দিলেন। অতঃপর এক একটি পাখির নাম ধরে ডাক দিলেন। অমনি যে পাখির যে যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ যেখানে ছিল তা ছুটে এসে একত্রিত হয়ে জীবিত হয়ে হযরত ইব্রাহীমের নিকট চলে আসল। এক এক করে চারটি পাখির নাম ধরে তিনি ডাকলেন। চারটি পাখি জীবিত হয়ে যখন হযরত ইব্রাহীমের নিকট পৌছল, তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর কুদরত প্রকাশ্যে অবলোকন করে ছেজদায় পতিত হলেন।

একদা আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে হুকুম দিলেন, হে ইব্রাহীম (আঃ)! আপনি আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশক্রমে যেভাবে নিজ সন্তানকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করেছেন তেমনি আল্লাহর নির্দেশে আপনার সকল ধন-সম্পদ গরীবের মধ্যে বিতরণ করে দিন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তখন থেকে দুদিনের মধ্যে নিজের সহায় সম্পদ যা ছিল তা সবই গরীবের মধ্যে বিলিয়ে দেন। অতঃপর তিনি অধিকাংশ সময় রোজা রেখে কাটাতেন এবং দু একজন মেহমান নিয়ে ইফতারী করতেন। এক সময় একাধারে সাত দিনের মধ্যে তিনি কোন মেহমান বা ফকির পেলেন না যাকে নিয়ে ইফতারী করবেন। তাই তিনি কোন আহার ও ইফতারী ছাড়াই একাধারে সাতদিন রোজা রাখলেন। সাত দিন পরে তার ঘরে কয়েকজন মেহমান এসে হাজির হলেন। তখন তিনি তাদের জন্য কি খাবার ব্যবস্থা করবেন তা নিয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। পরিশেষে বিবি সায়েরাকে ডেকে বললেন, মেহমান এসেছে এখন এদের কি ব্যবস্থা করা যায়। সায়েরা বললেন, আমার একটি সখের গো-শাবক আছে। আমি নিজ সন্তানের ন্যায় স্বর্ণের চেইন পড়িয়ে নিয়মিত পরিপাটি করে প্রতিপালন করছি। যেহেতু আমার কোন সন্তান নেই তাই গো-শাবককে আদর করে আমি তৃপ্তি লাভ করে থাকি। এখন মেহমানদের জন্য যখন কোন ব্যবস্থা নেই তখন ওটাকে জবেহ করে মেহমানদের আহারের ব্যবস্থা করি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সায়েরার কথায় খুব খুশী হলেন এবং তাড়াতাড়ি করে সেটাকে জবেহ্ করলেন। যখন ইফতারীর সময় হল তখন ভুনা গোস্ত ও রুটি এনে মেহমানদের সম্মুখে রাখলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মেহমানদেরকে খানা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে নিজে খেতে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে সায়েরা বিবি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বললেন, হুজুর! আপনি খানা গ্রহণ করেছেন কিন্তু মেহমানদের কেউই খানা গ্রহণ করেনি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) চেয়ে দেখলেন ঘটনা সত্য। তখন তিনি মেহমানদেরকে খানা

www.pathagar.com

গ্রহণ না করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মেহমানগণ উত্তর দিলেন, আমরা খানা খেতে অভ্যস্ত নই। আমরা মানুষ নয় ফেরেস্তা। আপনার দীর্ঘ সাতদিনের রোজার ইফতারী করানোর জন্য আমরা আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ ক্রমে এখানে এসেছি। আমি জিব্রাঈল, আমার সঙ্গে ইস্রাফিল (আঃ), মিকাঈল (আঃ) ও আজরাঈল (আঃ রয়েছেন। এ ছাড়া বাকি যারা এখানে এসেছেন সকলেই আল্লাহর ফেরেস্তা। অতএব আপনি কোন ভাবনা না করে নিজের খাবার সমাধা করুন। আমরা এখান থেকে হযরত লুৎ (আঃ)-এর এলাকায় যাব।সেখানে হযরত লুতের (আঃ) বংশধরেরা নবীর সাথে বে-আদবী করছে এবং পাপাচারে দেশ তলিয়ে দিয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের প্রতি আজাব বর্ষণের জন্য আমরা সেখানে যাচ্ছি।

তবে আমাদের যাত্রার পূর্বে আপনাকে একটি সুসংবাদ দিয়ে যাই। অতি শীঘ্র সায়েরার গর্ভে আপনার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তার নাম রাখবেন হযরত ইসহাক (আঃ)। তিনিও নবুয়তী প্রাপ্ত হবেন। তাঁর সন্তানের নাম রাখা হবে হযরত ইয়াকুব (আঃ)। তিনিও আল্লাহর মকবুল নবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। এভাবে এ নছলে সত্তর হাজার নবী জন্মগ্রহণ করবেন।

বিবি সায়েরা মেহমানদের কথা শুনে হেসে দিলেন এবং বললেন আমি বৃদ্ধা হয়েছি আমার স্বামীও একজন বৃদ্ধ। এমতাবস্থায় সন্তানের জননী হয়ে গৌরব লাভ করা কিরূপে সম্ভব? এটা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি। তখন মেহমানগণ বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা সবকিছু করতে পারেন। তাতে অস্বাভাবিক, অসম্ভব বলে কোন বিষয় নেই। আপনার যদি আমাদের কথায় বিশ্বাস না আসে তবে সহজে পরীক্ষা করে দেখুন। আপনি যে গো-শাবকটিকে জবেহ করে রান্না করেছেন। যার কতক অংশ খাওয়া হয়েছে, তার হাড়গুলো এখন দস্তরখানে পড়ে আছে, সেগুলো প্রতি দৃষ্টি করুন, এই বলে জিব্রাঈল ফেরেস্তা হাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, হে গো-শাবক! আল্লাহর হুকুমে জিন্দা হয়ে যাও। তখন হাড়গুলো একত্রিত হয়ে হাড়ির রান্না করা মাংসগুলোর সাথে জড়িয়ে একটি পূর্ণ জীবিত গো-শাবকে পরিণত হয়। শুধু তাই নয় গো-শাবকটি দৌড়ে গিয়ে তার মা-গাভীর স্তন চুষতে আরম্ভ করল। তখন বিবি সায়েরা বললেন, ছোবহান আল্লাহ, আলহামদুল্লিাহ।

এরপরে মেহমানগণ ঘর থেকে বের হয়ে একটি শুকনা গাছের ডালের দিকে তাকিয়ে তার উপর হাত লাগালেন, অমনি গাছের ডালটি জীবিত হল। পাতা, ফলে ও ফুলে আচ্ছাদিত হল। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সে ডালের একটি ফল তুলে এনে বিবি সায়েরাকে দিলেন। বিবি সায়েরা সেটি তৃপ্তি সহকারে খেলেন।

www.pathagar.com

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ১০০ (একশ) বছর বয়সের সময় তাঁর স্ত্রী হযরত সাবার বয়স ছিল ৯০ (নব্বই) বছর, এ সময় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে সুসংবাদ দিলেন যে, সারার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করবে, তার নাম রেখো ইসহাক। তাওরাত বলে– "আল্লাহ আব্রাহামকে (ইবরাহীম) বললেন, তোমার স্ত্রীকে 'সারী' বলা হয়, এখন থেকে তাকে আর 'সারী' বলো না, তার নাম 'সারাহ'। আমি তাকে বরকত দান করব। তার গর্ভ থেকেও তোমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করব, নিশ্চয়ই আমি তাকে বরকত দান করব। কেননা, সে বহু সম্প্রদায়ের মাতা হবে এবং বহু রাজ্যের রাজা তার বংশে জন্মলাভ করবে। তখন আব্রাহাম (ইবরাহীম) মস্তক অবনত করে মনে মনে হাসতে লাগলেন এবং ভাবলেন, একশ, বছর বয়স্ক বৃদ্ধের পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। আর নব্বই বছর বয়স্কা সারা পুত্র সন্তান প্রসব করবে? ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সমীপে আরয করলেন, আমার ইসমাঈল আপনার দরবারে জীবিত থাকলেই আমি আপনার শোকরগুযার থাকব। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, নিঃসন্দেহ, তোমার স্ত্রী সারাহ্ তোমার জন্য পুত্র প্রসব করবে, তার নাম ইসহাক রেখো।" (তাওরাত)

এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীম বলে–

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرٰهِيمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوا سَلٰمًا * قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ * فَلَمَّا رَاٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً * قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلٰى قَوْمِ لُوطٍ * وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِإِسْحٰقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحٰقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يٰوَيْلَتٰى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهٰذَا بَعْلِى شَيْخًا إِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ *

অর্থ ঃ "নিঃসন্দেহ, আমার দূত (ফেরশতা) ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে আগমন করল, তারা এসে ইবরাহীমকে সালাম করল, ইবরাহীমও সালাম বলল। কিছুক্ষণ পর ইবরাহীম গো বৎসের তাজা গোশত আগন্তুক মেহমানের সম্মুখে উপস্থিত করল। যখন সে দেখল যে, মেহমানদের হাত গোশতের দিকে প্রসারিত

www.pathagar.com

হচ্ছে না, তখন তিনি তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করল এবং তাঁদের সম্বন্ধে তাঁর অন্তরে ভীতির সঞ্চার হল। তাঁরা বললেন, ভয় করবেন না, আমরা লূতের কাওমের প্রতি (শাস্তি দেবার জন্য) প্রেরিত হয়েছি। আর (ইবরাহীমের) বিবি (সারাহ্) দাঁড়িয়ে হাসছিলেন। 'তখন আমি তাঁকে ইসহাকের এবং তার পরে (তার পুত্র) ইয়াকুবের সুসংবাদ দান করলাম। (সারাহ্) বললেন, আমি একজন (নব্বই বছর বয়স্কা) বৃদ্ধা, এ (ইবরাহীম) আমার স্বামীও (একশ' বছর বয়স্ক) বৃদ্ধ? এটা অবশ্যই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। (ফেরেশতারা) বললেন, 'তুমি কি আল্লাহর আদেশের উপর বিস্ময় প্রকাশ করছ? হে আহলে বাইত" তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কল্যান। নিঃসন্দেহ, তিনি সর্বপ্রকারে প্রশংসনীয় এবং অসীম মর্যাদাশালী। (সূরা হূদ ঃ ৬৯-৭৩)

পরবর্তী সময় বিবি সায়েরা গর্ভবতী হলেন। তার গর্ভে হযরত ইসহাক (আঃ) জন্মগ্রহণ করলেন। এ খান্দানে অসংখ্য নবী অলী জন্মগ্রহণ করেন। এ খান্দানের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নাম হয়েছিল বনী ইসরাইল।

হযরত ইসমাইলের বংশধরের মধ্যেও অসংখ্য নবী অলী জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধর। তার বংশধরেরা অধিকাংশই মক্কা-মদিনা এলাকায় বিস্তার লাভ করে।

হযরত ইউসুফ (আঃ) ও জোলেখা

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআন শরীফে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জীবন কাহিনী অতি সুন্দর, নিখুত ভাবে সবিস্তার বর্ণনা করার কারণ উল্লেখ করে তাফছীর কারকগণ বলেছেন যে, আরবের ইহুদী ধর্মাবলম্বীগণ মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে সর্বত্র বলে বেড়াত মুসলমানদের কোরআন তওরাতের চেয়ে অধিক সম্মানী ও গুরুত্বপূর্ণহিতে পারে না। যেহেতু তাওরাত কিতাবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনাবলী কত সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা পড়া মাত্র মানুষের মন আকৃষ্ট হয় এবং ভক্তিভরে তার সকল আহকাম প্রতিপালনের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগে। এ ছাড়া পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর মানুষ ছিলেন হযরত ইউসুফ (আঃ)। যাঁর রূপ ছিল অপরিসীম। চরিত্র ছিল নির্মল দানশীলতা ছিল ভুবন বিখ্যাত। নবী হিসেবে তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীভুক্ত। তাঁর নির্মল চরিত্রের মাঝে সাম্য মৈত্রীর যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান ছিল, তা তুলনা বিহীন।

www.pathagar.com

হযরত ইউসুফ (আঃ)- এর রূপের উজ্বলতা ছিল চন্দ্র সাদৃশ্য। আল্লাহ তা'য়ালা নিজে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর রূপের প্রশংসা করেছেন সকল ঐশী গ্রন্থে। সকল মানব, দানব, জীন পরী ও ফেরেস্তার চেয়ে অধিক রূপ দান করেছিলেন আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইউসুফ (আঃ) কে। বিশেষ করে জোলেখার প্রেম নিবেদন এবং তার ব্যাকুল জীবনে মর্মস্পর্শী কাহিনী আরো অধিক আকর্ষণীয় করে তুলেছে তৌরাতের বর্ণনায়। অতএব তৌরাত কিতাবের মর্যাদা সকল গ্রন্থের উর্ধ্বে। এ বিষয় কোরআনে কিছুই উল্লেখ নেই। ইহুদীদের এ সমস্ত উক্তি মুসলমানদেরকে খুবই ব্যথিত করে তোলে। বিশেষ করে হযরত ওমর (রাঃ) ইহুদীদের মন্তব্যে যথেষ্ট মর্মাহত হন। এ ঘটনার পরক্ষণে আল্লাহ তা'য়ালা ওহী প্রেরণ করে জানিয়ে দিলেন–

নিঃসন্দেহে ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা উত্তম কাহিনী। কুরআনুল কারীম এরশাদ হয়েছে–

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ *

"হে নবী! আমি তোমাকে এমন এক কিচ্ছা শুনাব যা ইতোপূর্বের ও পরের বর্ণিত সকল কাহিনীর চেয়ে সুন্দর ও উত্তম। যদিও তুমি এ বিষয় অজ্ঞ ছিলেন।"

এরপরে আল্লাহ তা'য়ালা ধারাবাহিকভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জীবনের খুটিনাটি বিষয়সমূহ থেকে আরম্ভ করে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তাঁর জীবনের সকল বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। অন্য কোন নবীর জীবন কাহিনী এভাবে আর বর্ণনা করেন নি। যে বর্ণনার খড়স্রোতে ইহুদী সম্প্রদায়ের সকল বিদ্রুপ ও দাম্বিকতা তৃণের ন্যায় ভেসে যায়।

বংশ পরিচয়

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পিতার নাম হযরত ইয়াকুব (আঃ)। তাঁর পিতার নাম হযরত ইসহাক (আঃ), তাঁর পিতার নাম হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ)। তাঁরা সকলেই আল্লাহ তায়ালার খাছ নবী ও রাসূলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দেশ ও জাতিভিত্তিক তাঁরা প্রেরিত হন। হযরত ইয়াকুবের আবাসস্থল ছিল সিরিয়া রাজ্যের কেনানে।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) দুই মামাতো বোনকে বিবাহ করেছিলেন। তখনকার শরীয়তে দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করার বিধান ছিল। এক বোনের নাম ছিল

www.pathagar.com

লিয়া অপর বোনের নাম ছিল রাহিলা। লিয়ার গর্ভের হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর ছয়টি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। তাদের নাম ছিল রোয়ে, শামুন, লেবী, ইয়াহুদ, এস্তেখার ও জবুলুন। রাহিলার গর্ভে জন্ম নেয় মাত্র দুটি পুত্র সন্তান, হযরত ইউসুফ (আঃ) ও বনিয়ামিন। রাহিলা ও লিয়া দু'জনের দুটি বাঁদী ছিল। তাঁরা বাঁদী দুটিকে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর খেদমতে বিয়ে দেন। দু'বাদীর ঘরে চারটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। তাদের নাম ছিল আন, তফতান, কাদা ও বোসরা। সর্বমোট ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়ের সংখ্যা ছিল এগার।

হযরত ইউসুফ (আঃ) -এর পাঁচ বছর বয়সে তার ছোট ভাই বনিয়ামিনের জন্মের সময় তার মাতার ইন্তেকাল হয়। তখন বনিয়ামিনের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার খালা বা বিমাতা লিয়া। তিনি অত্যন্ত যত্নসহকারে ও আদর সোহাগ দিয়ে বানিয়মিনকে লালন-পালন করেন। তার নিজের সন্তানের চেয়ে অধিক ভালবাসতেন বনিয়ামিনকে। হযরত ইউসুফ (আঃ) -এর প্রতিও তার যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) সকল সন্তানের চেয়ে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে অধিক ভালবাসতেন। তাকে তিনি কখনই চোখের আড়াল হতে দিতেন না। এজন্য তার অন্যান্য ভায়েরা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি মনে মনে বিদ্বেষ পোষণ করত। হযরত ইউসুফ (আঃ)- এর প্রতি পিতার আকর্ষণ কিভাবে কমানো যায় তৎপ্রতি তার ভাইয়েরা সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখত এবং নানা রকম ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় গ্রহণ করত। হযরত ইউসুফ (আঃ)- এর ভাইদের সকল ষড়যন্ত্র যখন এক এক করে ব্যর্থ হতে থাকে তখন তারা শেষ দাওয়া হিসেবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে গুম করা অথবা হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্ন

একদা হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতার নিকট বললেন, 'আব্বাজান! আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি তারকা ও চন্দ্র সূর্য আমাকে ছেজদা করছে।"

হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্নের তাৎপর্য বুঝে ছিলেন। তিনি জানতেন চার মায়ের বার সন্তান। ওদের মাঝে যদি ইউসুফ (আঃ) উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয় তবে বাকি ভাইদের মান-মর্যাদা রক্ষা পায় না। তাই ইউসুফ (আঃ) -এর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এহেন খবর যদি ভাইয়েরা অবগত হয় তবে তারা অবশ্যই ঈর্ষান্বিত হবে এবং ক্রোধের বসবর্তী হয়ে ইউসুফ (আঃ)-এর ক্ষতি সাধন করবে।

www.pathagar.com

কুরআনুল কারীম এ ঘটনাটি নিম্নরূপে ব্যক্ত করেছে–

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰاَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِىْ سٰجِدِيْنَ * قَالَ يٰبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ * وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ *

অর্থ ঃ "যখন ইউসুফ স্বীয় পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা! আমি স্বপ্নে এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি ওদেরকে আমার প্রতি সেজদাবনত অবস্থায়। তিনি বললেন, হে বৎস" তুমি তোমার ভাইদেরকে তোমার এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। নিঃসন্দেহ, শয়তান মানুষের জন্য প্রকাশ্য শত্রু। আর এভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে শিক্ষা দেবেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা। তোমার প্রতি এবং ইয়াকুবের পরিবার পরিজনের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে তিনি এ অনুগ্রহ পূর্বে পূর্ণ করেছিলেন ইবরাহীম ও ইসহাকের উপর। নিঃসন্দেহে, তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা ইউসুফ ঃ ৪-৬)

এ স্বপ্নে যে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে একজন অধিক মর্যাদা সম্পন্ন নবী হিসেবে বাছাই করে নেয়ার পূর্বাবাস। তা পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'য়ালা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। সেখানে আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে আল্লাহ তা'য়ালা গায়েবী এলেম দান করবেন, অর্থ সম্পদের প্রাচুর্য দান করবেন, যা দ্বারা তিনি পৃথিবীর মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করবেন এবং অসংখ্য ধর্মচ্যুত মানুষকে ধর্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিতে সক্ষম হবেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্নটি তাঁর পিতা ভাইদের নিকট প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু সুচতুর শয়তান আর নিরব থাকতে পারেনি। সে সুকৌশলে স্বপ্নটির মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন করে ভাইদের নিকট প্রকাশ করে দিল। এতে প্রতিক্রিয়া যা হবার সম্ভবনা ছিল তাই হল।

ইউসুফ (আঃ)-এর সৎ ভাইয়েরা পিতার পক্ষপাতিত্বের জন্য বিরূপ ছিল। তাঁর পরে স্বপ্নের ঘটনায় তাদের মনে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠল।

www.pathagar.com

তারা আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করতে রাজি হল না। সত্ত্বর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সকলে একত্রে বৈঠকে বসল। কেউ বলল পিতার কাছে না বলে তাকে উঠিয়ে নিয়ে চল এবং গভীর জঙ্গলে এনে গলা কেটে মেরে ফেলি। কেউ বলল ইউসুফকে গভীর অরণ্যে গাছের সাথে বেঁধে রেখে দেই, অরণ্যের বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলুক, যাতে করে আমরা হত্যার অভিযোগ থেকে নিস্কৃতি লাভ করতে সক্ষম হব। কেউ বলল, ইউসুফকে পিতার নিকট থেকে সরিয়ে আনা খুবই কঠিন কাজ। অতএব পিতার নিকট মিথ্যা কিছু উপভোগের কথা বলে তাকে পিতার চোখের আড়াল করার ব্যবস্থা প্রথমে করতে হবে। যেহেতু পিতা সর্বক্ষণ তাকে চোখে চোখে রাখেন এবং আমাদের মাতা ও ইউসুফের একজন বড় হিতাকাঙ্ক্ষী। এ ছাড়া আল্লাহ তা'য়ালাও সম্ভবত তাঁর হেফাজতের জন্য ফেরেস্তা নিয়োগ করে রেখেছেন। কারণ সে যে স্বপ্ন দেখেছে সেটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। এমতাবস্থায় ভালভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। নচেৎ পিছনে আমাদের বিপদের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা অধিক।

শেষোক্ত মন্তব্যে সকলে কিছুটা আতঙ্কিত হল। তাই সকলে দীর্ঘ সময় নির্বক অবস্থা কাটাল। সর্বশেষে সকলের বড় ভাই ইয়াহুদ-প্রস্তাব দিল হ্যাঁ, আমরা পিতাকে সম্মত করে যা করার তা করব। তবে তার পূর্বে ইউসুফকে আমাদের সঙ্গে যেতে সম্মত করতে হবে। চল আমরা প্রথমে ইউসুফকে দৌড় প্রতিযোগিতা দেখার জন্য উৎসাহ প্রদান করি এবং তাকে বুঝিয়ে আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি করি।

কুরআনের কারিমে এরশাদ হচ্ছে-

لَقَدْ كَانَ فِىْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖۤ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ * اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ

وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰۤى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّ اَبَانَا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِ *

اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِاطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْ

بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ * قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِىْ

غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ *

অর্থ ঃ সত্য কথা এই যে, ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে এই সব প্রশ্নকারীদের জন্য বিরাট নিদর্শন রয়েছে। কাহিনীর সূচনা হয়েছে এইভাবে যে, তাঁর ভাইয়েরা নিজেরা বলাবলি করলো, এই ইউসুফ ও তাঁর ভাই দুইজনই

www.pathagar.com

আমাদের পিতার কাছে আমাদের চেয়ে বেশী প্রিয়। অথচ আমরা সম্পূর্ণ একটি দল। প্রকৃত বিষয় হলো আমাদের পিতা একেবারেই দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন।

চলো, ইউসুফকে হত্যা করে ফেলি অথবা তাকে কোথাও নিক্ষেপ করি। যেন তোমাদের পিতার লক্ষ্য কেবল তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয়। এই কাজ করারর পরে তোমরা সদাচারী হয়ে থাকবে। তখন তাদের একজন বললো, ইউসুফকে হত্যা করো না। কিছু যদি করতেই হয়, তাহলে তাতে কোনো অন্ধ কূপে ফেলে দাও। আসা যাওয়ার পথে কোনো কাফেলা হয়ত তকে বের করে নিয়ে যাবে। (সূরা ইউসুফ ঃ ৭-১০)

এ পরামর্শের পর সকলে একত্রিত হয়ে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, কুরআনুল কারীমের ভাষায়-

مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ * اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ *

অর্থ ঃ "তারা বলল, হে আমাদের পিতা! ইউসুফের বিষয়ে আপনি আমাদের বিশ্বাস করেছেন না কেন? আমরা তার হিতাকাংক্ষী। আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন। সে ফলমূল খাবে এবং খেলাধুলা করবে। নিঃসন্দেহ্, আমরা তার হেফাযত করব।" (সূরা ইউসুফ ঃ ১১-১২)

قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ *

অর্থ ঃ "ইয়াকুব (আঃ) বললেন, এ বিষয়টি আমাকে দুঃখিত ও চিন্তান্বিত করেছে যে, তোমরা (নিজেদের সাথে) তাকে নিয়ে যাবে। তবে আমি আশংকা করি যে, তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী হলে নেকড়ে বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলবে।" (সূরা ইউসুফ ঃ ১৩)

তা শুনে ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা সমস্বরে বলে উঠল ঃ

لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ *

অর্থ ঃ "আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হব।" (সূরা ইউসুফ ঃ ১৪)

এ সিদ্ধান্ত অনুসারে তারা বাড়িতে গিয়ে প্রথমে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে বলল, ভাই! আমরা প্রায় দিন দৌড় প্রতিযোগিতা ও নানারূপ খেলাধুলায় অংশ

www.pathagar.com

গ্রহণ করি। কত আনন্দ সেখানে! বহু লোকেরা সমাগম হয় প্রতিযোগিতা দেখার জন্য, আমরা মনে করি তুমি আমাদের আদরের ছোট ভাই, তুমি এ আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত থাকবে কেন? চলনা একদিন আমাদের সঙ্গে গিয়েএ আনন্দ উপভোগ করে আসবে। হযরত ইউসুফ (আঃ) ভাইদের মুখে আনন্দের কথা শুনে খুব খুশী হলেন এবং বললেন, 'পিতার নিকট থেকে অনুমতি না নিয়ে কি করে যাব। অতএব তোমরা পিতার নিকট একটু বুঝিয়ে বল যেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আমাকে যেতে দেন।" ভাইয়েরা বলল এটা সহজ ব্যাপার, তবে তোমাকে খুব শক্ত করে আবেদন করতে হবে। না হয় পিতা শুধু আমাদের কথায় তোমাকে চোখের আড়াল করবেন না। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, "আমি অবশ্যই অত্যন্ত জোরের সাথে আবেদন পেশ করব।"

এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তারা একত্রিত হয়ে পিতার নিকট গিয়ে পৌছিল। সর্বপ্রথম শামুন পিতার নিকট আরজ করে বলল, "আব্বাজান! আমরা প্রতিদিন মাঠে নানা রকম খেলাধুলা করি, দৌড় প্রতিযোগিতা করি, অসংখ্যা দর্শক সেখানে সমবেত হয়, যথেষ্ট আনন্দ উৎসব হয় সেখানে, আমাদের আদরের ছোট ভাই ইউসুফএ খবর শুনে আমাদের সঙ্গে সেখানে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু আপনার এজাজত ব্যতীত তার যাওয়া সম্ভব নয় বলে আমরা সকলে আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি।"

হযরত ইয়াকুব (আঃ) পুত্রদের কথা শুনে এবং তাদের চেহারায় কিছু অশুভ লক্ষণ দেখতে পেয়ে বললেন, ইউসুফ তোমাদের সঙ্গে গেলে তার জীবনের নিরাপত্তা থাকবে না। অতএব এ ব্যাপারে আমি তোমাদের কথায় সম্মত হতে পারছি না।" হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা তখন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কছম করে বলল, "হে পিতা! আপনি আমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন। আমাদের এক জনের জীবন থাকা অবস্থায় ইউসুফ-এর সামান্য ক্ষতি আমরা বরদাস্ত করব না। আমরা কছম করে বলছি - ইউসুফকে আমরা মাথায় তুলে সেখানে নিয়ে যাব এবং মাথায় তুলে আপনার নিকট পৌছে দেব। এ ব্যাপারে আপনি আমাদিগকে যে কোন শপথ নিতে বলেন আমরা তা অবনত মস্তকে মেনে নেব।" হযরত ইউসুফ (আঃ) ও এই সাথে পিতার নিকট আবেদন পেশ করলেন। পিতা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তাই পিতা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদেরকে বললেন– "আমি ভয় করছি, তোমাদের অমনোযোগিতার ফাঁকে তাকে বাঘে খেয়ে অথবা কোন অঘটন ঘটবে।" তখন সৎ ভাইয়েরা উত্তর দিল– "আমরা শক্তি সমর্থের অধিকারী এতগুলো ভাই থাকতে ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলবে অথবা তার

www.pathagar.com

কোন অনিষ্ট ঘটবে এটা অত্যন্ত অবান্তর। এ ধরনের কিছু ঘটলে চিরদিন আমাদেরকে অভিশাপের বোঝা বহন করতে হবে, যা আমাদের জন্যই হবে অধিক পরিতাপের বিষয়। অতএব আব্বা! অযথা দুশ্চিন্তা না করে ওকে আমাদের সঙ্গে দিতে পারেন। ওর জীবনে কিছুটা আনন্দ উপভোগের অধিকারতো অবশ্যই রয়েছে। আপনি সে অধিকার থেকেও ওকে বঞ্চিত করবেন? এটা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর শরিয়তের পরিপন্থী আচরণ।"

হযরত ইয়াকুব (আঃ) ছেলেদের যুক্তি-তর্ক ও আবেদন নিবেদনের কাছে দুর্বল হয়ে পড়লেন। দু চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে জড়িয়ে ধরে বললেন, "যাও বৎস, তোমাকে আমি আল্লাহ তা'য়ালার উপর ন্যস্ত করে দিলাম। তোমার জীবনের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা যেন খায়ের ও বরকতে পরিপূর্ণ থাকে।" অতঃপর ইউসুফ (আঃ)-এর সৎ ভাইদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা নিজ হেফাজতে ইউসুফকে নিয়ে যাও। যেভাবে তাকে নিয়ে যাচ্ছ সেভাবে যেন তাকে ফিরিয়ে এনে দাও।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে কূপে নিক্ষেপ

কেনান থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পশু চারণ ভূমির দিকে তারা রওয়ানা করল। পিতার সমমুখ থেকে হযরত ইউসুফ (আঃ)কে কাঁধে তুলে তারা পথ যাত্রা আরম্ভ করে। কিছুদূর গিয়ে তারা ইউসুফ (আঃ)-কে কাঁধ থেকে নামিয়ে হেঁটে পথ অতিক্রম করতে আদেশ দেয়। হযরত ইউসুফ (আঃ) ছোট মানুষ, তার বয়স তখন মাত্র বার বছর, ভাইদের সাথে তাল মিলিয়ে হাঁটার সক্ষমতা তার ছিল না, তাই তিনি কিছুটা দৌড়ে ভাইদের চলার গতির সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখলেন। যদিও তিনি খুব ক্লান্তি বোধ করলেন। খুব হাঁপিয়ে গেলেন তবুও মনের আনন্দে ভাইদের সাথে পথ অতিক্রম করতে লাগলেন।

পথিমধ্যে সৎ ভাইয়েরা ইউসুফ (আঃ)-কে নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করল। কেউ সরাসরি হত্যার প্রস্তাব দিল। কেউ বিদেশে পাচারের কথা বলল। আবার কেউ কুপে নিক্ষেপের পরামর্শ দিল। এভাবে কথাবার্তা বলতে বলতে তারা গিয়ে চারণ ভূমিতে পৌছল।

হযরত ইউসুফ (আঃ) নতুন জায়গায় নানা রকম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অবলোকন করে খুব আনন্দি হলেন। তিনি এদিক সেদিক ছুটাছুটি করে তৃপ্তিলাভ করতে লাগলেন। এমন সময় তার এক ভাই এসে তাকে মারধর আরম্ভ করল।

কিছুক্ষণের মধ্যে আরো দুই ভাই এসে ইউসুফ (আঃ) -এর প্রতি বেদম অত্যাচার শুরু করে দিল। এমন কি তাকে পাথর দিয়ে আঘাত করতেও ছাড়ল

www.pathagar.com

না। তার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হল। মাটিতে উপর করে পা দিয়ে আঘাতের পর আগাত করে যেতে লাগল।

হযরত ইউসুফ (আঃ) অত্যন্ত কাকুতির সাথে বললেন, "তোমরা আমাকে এভাবে মারছ কেন? আমি তো কোন অন্যায় করিনি। তোমরা পিতার নিকট আমার নিরাপত্তার ওয়াদা করে এখন অত্যাচার আরম্ভ করে দিলে। এটা কি ওয়াদা ভঙ্গের শামিল নয়? তোমরা আমার ভাই, আমার প্রতি তোমাদের কোন দয়ামায়া নেই? তোমরা আমাকে আর মের না। আমি আর সহ্য করতে পারি না।" এক ভাই তখন বলল, "তুই নাকি স্বপ্নে একাদশ নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্যকে দেখেছিস, তারা তোকে ছেজদা করছে। অতএব এখন তাদেরকে ডেকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কর। আমরা তোকে মেরে ফেলব।" এই বলে তারা অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল।

অন্যান্য ভাইয়েরা এ দৃশ্য দেখে তৃপ্তিলাভ করছিল। কেউ কোন রূপ বাধা প্রদান করল না। দীর্ঘ সময় পরে ইয়াহুদ এসে বলল, "তোমরা ওকে মারছ কেন? এভাবে মারধর করার কথা ছিল না। তোমাদের যার যা ইচ্ছে তাই করলে নিজেদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হবে। তোমরা নিবৃত্ত হও এবং ইউসুফকে গভীর এক কূপের মধ্যেফেলে দিয়ে আমরা ফিরে চলি। তাহলে সকল দিক রক্ষা পাবে হত্যার অভিযোগ থেকে আমরা মুক্তি পাব এবং ইউসুফকেও পিতার নিকট থেকে দূর করা হবে। পরে তওবা করে আমরা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব।"

ইয়াহুদের কথায় সকলের চেতনা ফিরে এল। তখন তারা ইউসুফ (আঃ)-কে নিয়ে একটি গভীর কূপের নিকট গমন করল এবং তাকে উলঙ্গ করে তার হাত পা রশি দিয়ে বেঁধে নিল। অতঃপর বালতির উপর বসিয়ে তাকে কূপে ফেলতে আরম্ভ করল। হযরত ইউসুফ (আঃ) ভাইদের নিকট কাকুতির সাথে কেঁদে কেঁদে জীবন ভিক্ষা চাইল। পিতার নিকট তাদের প্রতিশ্রুতির কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিল। আল্লাহ তা'য়ালার বিধান অনুসারে ন্যায় অন্যায়ের প্রতি তাদেরদৃষ্টি আকর্ষন করল। কিছুতেই কোন কাজ হলনা। তারা বালতির রশি ধীরে ধীরে ঢিল দিতে আরম্ভ করল, বালতি যখন মাঝামাঝি স্থানে পৌছল তখন শামুন অগ্রসর হয়ে ইয়াহুদের হাত থেকে বালতির রশি হাতে নিয়ে একবার রশি কেটে দিল। যাতে বালতি হঠাৎ করে পড়ে গেলে ইউসুফ (আঃ) একবারে মারা যায়।

ভাইদের এহেন নিষ্ঠুর আচরণের মুহূর্তে আল্লাহ তা'য়ালা হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে পাঠিয়ে তার প্রিয় নবীকে রক্ষা করেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে বালতির রশি ধরে ফেলেন এবং হযরত ইউসুফ

www.pathagar.com

(আঃ) -কে ধীরে ধীরে কূপের নিচে একখানা পাথরের উপর অবতরণ করান এবং তাকে বেহেশতী পোশাক পড়িতে দেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) নির্বিঘ্নে পাথরের উপর বসে আল্লাহ তা'য়ালা শুকরিয়া আদায় করেন। কিন্তু তাঁর বৃদ্ধ পিতার কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেন না। তাই তাঁর ক্রন্দনের ঢেউ অব্যাহত থাকল। তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার তরফ থেকে তাকে সান্ত্বনার বাণী পৌছে দিলেন। "হে ইউসুফ, তুমি ভয় পেয়োনা, এক দিন তোমার এ অত্যাচারী ভাইদের উপর তুমি বিজয়ী হবে, সেদিন তোমার থাকবে আনন্দ উচ্ছল বদন আর ওদের থাকবে মলিন ও যাতনা ক্লিষ্ট বদন। কিন্তু ওরা এ খবর আদৌ জানে না। আর সেদিন বেশি দূরে নয় সেদিন ওরা থাকবে তোমার অধিন, তুমি থাকবে ওদের মনিব।"

সৎ ভাইদের ছলনা

হযরত ইউসুফ (আঃ) -এর দশজন সৎ ভাই জঘন্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে কূপে নিক্ষেপ করে মনে করল, অবশ্যই তিনি মারা গেছেন। তাই সকলে নিশ্চিন্ত হল এবং যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করল। সকলে বলাবলি করতে লাগল এবার পিতা কয়েক দিন হয়ত ইউসুফের কথা স্মরণ রাখবেন তারপরে ইউসুফের অবর্তমানে তাদেরকে অধিক ভালবাসতে আরম্ভ করবেন। তাবে এখন ইউসুফ সম্বন্ধে পিতাকে কি বলা যায় তা নিয়ে সকলে খুব দুশ্চিন্তা গ্রস্থ হল। অনেক ভাবনা চিন্তার পরে তারা স্থির করল, পিতাকে বলবে যে, ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। এর চাইতে উত্তম জবাব আর কিছু নেই। তবে এ ব্যাপারে কিছু প্রস্তুতি নিতে হবে। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তারা একটি মেষ জবেহ করে তার রক্ত ইউসুফ এর পরিত্যাক্ত জামা কাপড়ে রাঙ্গিয়ে তারা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা করল। সন্ধার পরে তারা এসে পিতার নিকট পৌছল। পিতা দশ ভাইকে দেখতে পেল কিন্তু ইউসুফ (আঃ)-কে তাদের সাথে দেখলেন না, তাই তিনি ব্যাকুলতার সাথে জিজ্ঞাসা করল, ইউসুফ কোথায়? ভাইয়েরা পিতার মুখে ইউসুফ (আঃ) -এর কথা শুনা মাত্র সজোরে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল এবং ওদের একজনে বলল, "প্রিয় পিতা! চরণ ভূমিতে আমরা যখন দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি তখন ইউসুফকে আমাদের মালপত্র পাহারা দেয়ার জন্য এক নির্দিষ্ট স্থানে রেখে যাই। প্রতিযোগিতা শেষে আমরা ফিরে এসে দেখি ইউসুফের রক্তমাখা জামা কাপড়পড়ে আছে এবং ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছ। এই বলে রক্তাক্ত জামা কাপড়গুলো পিতার সম্মুখে রেখে দিল।

www.pathagar.com

কুরআনুল কারীমে নিম্নোক্তভাবে এরশাদ হয়েছে–

وَجَاءُوا عَلٰى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُونَ *

অর্থ ঃ "হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেন, ওরা তাঁর জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিল। তিনি বললেন, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই উত্তম। আর তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল।" (সূরা ইউসুফ ঃ ১৮)

পিতা ওদের কথা শুনে বললেন, যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটল। অতঃপর পিতা ইউসুফ (আঃ) -এর জামাকাপড় হাতে ধরে দেখলেন এবং বললেন, ইউসুফকে বাঘে খেয়েছে মেনে নিলাম কিন্তু বাঘ দয়া করে ওর জামা-কাপড়গুলো সম্পূর্ণ অক্ষত রাখল কেন? তোমরা কি তাহলে বানোয়াট কথা বলে আমাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছ?

তখন তার ছেলেরা কছম করে বলতে লাগল, হে পিতা! আপনি হয়ত সহজে আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু আমরা যা বলছি তাহা আদৌ মিথ্যা নয়। একথা শুনে হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেন, "তোমাদের কথা যদি সত্য হয় তাহলে তোমরা জঙ্গলের কাছে গিয়ে আল্লাহর কছম দিয়ে সেই চিহ্নিত বাঘটিকে আমার নিকট আসতে বল। যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে অবশ্যই বাঘটি আমার নিকট এসে সবিস্তার ঘটনা বলে যাবে।

ইয়াকুব (আঃ)-এর ছেলেরা পিতার কথা শুনে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হল। অতঃপর তারা সকলে জঙ্গলের দিকে রওয়ানা করল। ছেলেদের প্রত্যেকেই দৈহিক দিক দিয়ে খুবই পরাক্রমশালী ছিল। ছোটবেলা থেকে তারা ব্যায়ামে অভ্যস্ত ছিল, ভাল জল খাবার খেত। যাতে সকলেই খুব শক্তিশালী ছিল। বাঘ ধরা বা মারার সাহস তাদের ছিল। তাই একটা বাঘ ধরে পিতার নিকট হাজির করার উদ্দেশ্যে তারা দূরবর্তী জঙ্গলে গিয়ে পৌছল। জঙ্গলের মধ্যে প্রবৃষ্ট হয়ে তারা দেখল, এক পাহাড়ের পাদদেশে একটি বাঘ শুয়ে আছে, তখন তারা বাঘের নিকটবর্তী হয়ে তাকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলল। বাঘটি তেমন ছুটাছুটি করল না। মনে হল বাঘটা খুবই দুর্বল ছিল। ইয়াকুব (আঃ)-এর ছেলেরা বাঘটিকে বড় বাঁশে করে ঝুলিয়ে পিতার সম্মুখে এনে হাজির করল। পথিমধ্যে তারা বাগের মুখে কিছুটা রক্ত মাখিয়ে আনল, যেন সেটাকে দেখলে মনে হয়, পূর্বে সে যে কোন প্রাণী ভক্ষণ করেছে।

www.pathagar.com

পিতার সম্মুখে বাঘটি এনে তারা রাখল। পিতা ওর হাত পায়ের বাঁধন ছেড়ে দিতে আদেশ দিলেন। পিতার আদেশ অনুসারে ছেলেরা বাঘের সকল বন্ধন ছেড়ে দিল। বাঘটি সেখানে শুয়ে পড়ল। ইয়াকুব (আঃ) বাঘটিকে লক্ষ্য করে বললেন, "হে বনের বাঘ আমি আল্লাহর নবী, আমি আল্লাহর কছম দিয়ে তোকে জিজ্ঞাসা করছি – তুই কি আমার প্রাণ প্রিয় সন্তান ইউসুফকে বধ করেছিস। আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে তখন বাঘের জবান খুলে গেল এবং শান্তভাবে আরজ করল "হে আল্লাহর নবী, নবীদের রক্ত-মাংস আমাদের জন্য হারাম। মানুষ হারাম খায়, মিথ্যা কথা বলে, আল্লাহ তা'য়ালা আদেশ লঙ্ঘন করে। কিন্তু আমরা বনের পশুরা কোন দিন হারাম খাই না, মিথ্যা কথা বলি না বা আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ লঙ্ঘন করি না। হে আল্লাহর নবী! আমি আল্লাহর কছম করে বলছি, আমি আপনার সন্তান হযরত ইউসুফ (আঃ) যিনি আর একজন আল্লাহর প্রিয় নবী, তাকে বধ করি নাই বা তার রক্ত মাংস ভক্ষণ করি নাই। আমি আজ কয়েক দিন যাবত খুব পেরেশানী অবস্থায় দিন যাপন করছি, কারণ আমার এক ভাই কিছুদিন পূর্বে নিখোঁজ হয়েছে, আমি তার খোঁজে সকল জঙ্গলে, পাহাড় তন্য তন্য করে ফিরছি। বিগত তিন দিন যাবত কোন খাদ্য খাদক খেতে পারিনি। খুবই দুর্বল ও ক্লান্ত অবস্থায় এক পাহাড়ের পাদদেশে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এমন সময় আপনার ছেলেরা আমাকে ধরে নিয়ে আসে। এমন কি পথিমধ্যে একটি ছাগল জবেহ করে তার রক্ত আমার মুখে লাগিয়ে দেয়। আমি কোন বাদ প্রতিবাদ করিনি। হে আল্লাহর নবী! এখন আপনার যা মর্জি তা করুন। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) বাঘের মুখের জবান বন্দী শুনে তাকে ভালভাবে খাবার দিলেন এবং বললেন, বনের বঘ! তুমি তোমার আবাস স্থলে চলে যাও। অতঃপর ছেলেদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য সফল করেছ। আর আমার জন্য থাকল ধৈর্য ধরার ভাগ্য। আমি ইউসুফকে আল্লাহ তায়ালার জিম্মায় রেখে দিলাম। আর আমি নিজের জন্য আল্লাহর নিকট ধৈর্য ধারণ করার শক্তি কামনাকরছি। এই বলে ছেলেদিগকে চলে যেতে বললেন।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) ছেলেদের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ উপলব্ধি করলেন। তবে ইউসুফ (আঃ)-কে হত্যা করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেননি। তাই তিনি ইউসুফ (আঃ)-এর হেফাজতের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে হযরত জিব্রাইল (আঃ) হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে ইউসুফ (আঃ)-এর জীবিত থাকার খবর পৌঁছে দিলেন এবং পিতা-পুত্রের মিলন আপাত সম্ভব নয় বলে তাকে জানিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ)- এর বিচ্ছেদ যাতনা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি একটি শোকাগার নির্মাণ করলেন এবং সেখানে তিনি সর্বদা এবাদতে মগ্ন থাকতেন । তিনি ইউসুফ (আঃ)-এর বিরহে সারা জীবন কেঁদে কেঁদে চক্ষু দুটি সম্পূর্ণ অন্ধ করে ফেলেছিলেন।

ক্রীতদাস হিসেবে হযরত ইউসুফ (আঃ)

হযরত ইউসুফ (আঃ) গভীর কূপের নিচে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে বসে শুধু আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ)- তার জন্য সময়মত খাবার পরিবেশন করতেন এবং সান্ত্বনা প্রদান করতেন। এমন কি তাকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে আগামীতে নবুয়তী প্রদান করবেন এবং সেই সাথে এক বিশাল রাজ্যের অধিপতি হিসেবে সম্মান দান করবেন। যে রাজ্যটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদশালী রাজ্য বলে প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন তাঁর সৎ ভাইয়েরা তাঁর নিকট আত্মসমার্পণ করবে এবং তাঁর করুণা ভিক্ষা করবে। তবে এ সমস্ত নেয়ামত প্রদান করার পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, উদারতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত এক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তৈরি করার উদ্দেশ্যে কঠিন দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের সম্মুখীন করবেন। এ কঠিন সময় ধৈর্য ও আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে তাকে কামিয়াব হতে হবে। হযরত ইউসুফ (আঃ) জিব্রাঈল (আঃ) -এর নিকট সমস্ত খবর শুনে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে কূপে নিক্ষেপ করার পর তার ভাইয়েরা দৈনিক দু একবার কূপের নিকট এসে পরিদর্শন করে যেত ইউসুফ (আঃ) জীবিত আছে না কোন পথিক তাকে উদ্ধার করে নিয়েছে। এ বিষয় তাদের মনে নানা রকম সন্দেহ ছিল। এভাবে একাধারে তিন দিন অতিবাহিত হবার পরে একদল বণিক পথ ভুলে এই কূপের নিকট এসে পৌছে। তারা ছিল অত্যন্ত ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত। তাই পানির জন্য তারা কূপের নিকট এসে কূপের মধ্যে রশি বেঁধে বালতি ফেলল। কিছুক্ষণের মধ্যে বালতি উত্তলন করে সকলে অবাক হল। পানির বদলে বালতির মধ্যে বসা ছিল একটি সুদর্শন বালক। বালকটির সৌন্দর্য ও লাবণ্য দেখে দলপতি মালেক বিন জিগর অবাক হলেন । তিনি এত সুন্দর ও রূপসমৃদ্ধ কোন মানুষকে দেখেননি। তাই তিনি অতি আদর করে বালকটিকে এক নির্জন স্থানে নিয়ে ভাল ভাল খাবার দিলেন এবং সংক্ষিপ্ত ভবে তার পরিচয় জেনে নিলেন।

এ সময় তার ভাইয়েরা সেখানে উপস্থিত হয়ে বনিকদেরকে এবং ইউসুফ (আঃ)-কে দেখতে পেল। তখন তারা বলল, এই ছেলেটি আমাদের ঘরের গোলাম। সে দু'দিন পূর্বে কাজের ভয়ে ঘর থেকে পালিয়ে এসেছে। আমরা দুদিন যাবত তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছি। শেষ পর্যন্ত সে এ জঙ্গলে আশ্রয়

www.pathagar.com

নিয়েছিল। সম্ভবত বাঘের তাড়া খেয়ে সে কূপে পতিত হয়েছে। এখন হয় তাকে ফেরত দাও না হয় উপযুক্ত মুল্য দিয়ে খরিদ করে নিয়ে যাও। এ ধরনের গোলাম রেখে আমাদের লাভ নেই।

হযরত ইউসুফ (আঃ) ভাইদের মন্তব্যের প্রতিবাদে কিছু বলতে আরম্ভ করেছিলেন। ভাইয়েরা তখন তাকে বিরাট ভাবে ধমক দিয়ে বলল, মুখ থেকে যদি কোন কথা বলার চেষ্টা করিস তবে এখনই শেষ করে দিব। হযরত ইউসুফ (আঃ) ভাইদের ধমকের সামনে আর কোন কথা বললেন না।

মালেক বিন জিগর ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে কিছুটা ভীত হলেন এবং বললেন এ গোলাম খরিদ করার আমার তেমন ইচ্ছে নেই। তবে আমার নিকট অল্প কিছু টাকা আছে। এতে যদি তোমরা তাকে বিক্রয় কর, তবে আমি নিতে পারি। অন্যথায় তোমরা তাকে নিয়ে যাও। ইউসুফ (আঃ)- এর ভাইয়েরা চিন্তা করল ওকে ফেরত নেয়া আদৌ সম্ভব নয়। যে দাম পাওয়া যায় তাতে বিক্রয় করে দেয়াই উত্তম। বনিক কাফেলার সাথে বিদেশ চলেগেলে সমস্ত ল্যাঠা চুকে যাবে এবং আমাদের উদ্দেশ্য সঠিক ভাবে বাস্তবায়িত হবে। তাই তারা বলল, "বনিক সর্দার তুমি কত টাকা দিয়ে ওকে খরিদ করতে পার? জিগর বলল, আমার নিকট মাত্র কয়েকটি মিশরী মুদ্রা আছে, যা ইয়েমেনে নয়টি মুদ্রার সমপরিমাণ। তখন তারা বলল, তবে আর উপায় কি? দাও সে মুদ্রা কয়টি। জিগর তখন বিক্রয়ের একটি লিখিত দলিল দাবি করল। এক ভাই তাকে লিখিত একটি দলিল হস্তান্তর করল। অন্য ভাইয়েরা তাতে সাক্ষী থাকল। অতঃপর লেনদেন সমাধা করে বনিকেরা দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করল।

ইউসুফ (আঃ)- এর ভাইদের একজনে বনিক সর্দারকে লক্ষ্য করে বলল - 'গোলামটি অত্যন্ত ধূর্ত। সে পালিয়ে যেতে পারে।" অতএব তোমরা ওর পায়ে বেরী দিয়ে রেখ। ভাইদের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের নিরাপত্তার কারণ। যদি ইউসুফ নিষ্কৃতি লাভ করে কোন রকম পিতার নিকট গিয়ে পৌছে যায়। তাহলে তাদের অবস্থাটা কি হবে? তাই তারা ইউসুফ (আঃ)-এর পায়ে বেরী লাগিয়ে রাখার প্রস্তাব করে। শুধু এতটুকু নয়। কাফেলা রওয়ানা করলে তাঁরা কফেলার পিছনে পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যায়। যাতে অত্র এলাকার মধ্যে বনিকেরা ইউসুফ (আঃ)-কে বিক্রয় না করে।

হযরত ইউসুফ (আঃ) ভাইদের আচরণে মনে ভীষণ দুঃখ পেলেন যা তিনি কারো কাছে ব্যক্ত করতে পারলেন না। দ্বিতীয়ত নিজ জন্মভূমি ও মাতাপিতা আত্মীয় স্বজনের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে তিনি আজ অনাথের ন্যায় বিদেশী বনিকের সাথে চলে যাচ্চেন অজানা অচেনা দিপান্তরে। তাই তিনি দুই চোখের

www.pathagar.com

পানিতে বুক ভাসিয়ে দিলেন আর কাঁদলেন চিৎকার দিয়ে। বুক চাপড়ে হা হুতাশ করলেন অনেক। কিন্তু কেউ শুনলনা তাঁর বুক ফাটা আহাজারির সেই করুণ ধ্বনি। বনিক সর্দার ইউসুফ (আঃ)-এর পায়ে বেরী লাগিয়ে উষ্ঠপৃষ্ঠে আরোহণ করাল। ইতোমধ্যে মিশরের বাজারে খবর পৌছে গেল যে, জিগর ইয়েমেনের অত্যন্ত সুন্দর, নম্র মিষ্টভাষী সচ্চরিত্রবান কিশোর একটি গোলাম নিয়ে আসছে। সে উপযুক্ত মূল্যে তাকে মিশরের বাজারে বিক্রয় করবে। মিশর তখন ধন সমৃদ্ধ দেশ। সেখানে টাকা পয়সার খুব প্রাচুর্য ছিল। অতএব ভাল কোন কিছুর জন্য অনেক গ্রাহক জুটে যেত। জিগর মিশর পৌছে ইউসুফ (আঃ)-কে নিজ বাড়িতে নিয়ে গেল। তাকে জন সম্মুক্ষে হাজির করল না। একটি তারিখ নির্ধারণ করে বলে দিল নির্দিষ্ট তারিখে জিগরের নিজ বাড়িতে বসে গোলামটি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে। তবে ওর দাম হবে ওর ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা, ওজনের সমপরিমাণ কস্তুরী এবং সমপরিমাণ ওজনের রেশমি কাপড়। ছোট গ্রাহকবৃন্দ হতাশ হল। তবে তারা এক নজর দেখার জন্য নির্দিষ্ট তারিখে জিগরের বাড়িতে উপস্থিত হবার নিয়ত করল। এ ছাড়া সাধারণ মানুষ, কৃষক, মজুর, ছাত্র জনতা ইউসুফ (আঃ) -এর মনমুগ্ধকর রূপের কথা শুনে তাকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল।

নির্দিষ্ট তারিখে জেগরের মহলে মানুষের ভীড় জমে উঠল। জেগর প্রথম শ্রেণীর খরিদ্দারবৃন্দকে মহলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার অনুমতি দিল। বাকি সকলকে বাইরে বসতে দিল। জিগর পূর্বেই ইউসুফ (আঃ) -কে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজিয়ে, স্বর্ণের টুপি পড়িয়ে এক চেয়ারে উপবেশন করে রেখে দিল। গ্রাহকবৃন্দ ইউসুফ (আঃ)-কে দেখা মাত্র যে কোন মূল্যে খরিদ করতে সম্মত হল। তাতে জিগরের ঘোষিত মূল্যে ইউসুফ (আঃ)-কে খরিদ করার গ্রাহক সংখ্যা হল একাধিক। তখন জিগর মনে মনে ভাবল যদি আজ ইউসুফ (আঃ)-এর মুল্য দ্বিগুণ ঘোষণা করাতাম তাহলেও বোধ হয় গ্রাহকের কমতি হত না।

গ্রাহকের সংখ্যা একাধিক হওয়ায় জিগর আর এক সমস্যার সম্মুখীন হল। তখন কি করা যায় তা ভেবে সিদ্ধান্ত হল লটারীর মাধ্যমে গ্রাহক নির্বাচন করা হবে। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে লটারী করা হল। তাতে মিশরের প্রধান মন্ত্রী জনাব আজিজ মেছেরের নাম এল। তিনি তখন জিগরের প্রাপ্য প্রদান করে ইউসুফ (আঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে চললেন। তখন সকল জনতা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে এক নজর দেখার ভাগ্য লাভ করল। মানুষ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি অপলক তাকিয়ে থাকল। সকলের মুখে একই কথা এতো মানুষ নয় ফেরেস্তা, এত রূপ মানুষের হতে পারে না। আমরা যদি এ গোলামকে ক্রয় করতে সক্ষম হতাম তাহলে তাকে প্রভু বানিয়ে আমরাও গোলামী করতাম ইত্যাদি।

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা হলো–

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَى هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ *

অর্থ ঃ এদিকে একটি কাফেলা এলো। কাফেলা তাদের দলের পানি সংগ্রাহককে পানি সংগ্রহ করতে প্রেরণ করলো। সে কূপে বালতি ফেলা মাত্রই ইউসুফকে দেখে খুশীতে চিৎকার করে বললো, কী খুশীর ব্যাপার। এখানে তো একটি বালক। কাফেলার লোকজন তাকে একটি পণ্যদ্রব্যের ভিতরে লুকিয়ে রাখলো। তারা যা করছিলো, সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবগত ছিলেন। (সূরা ইউসুফ ঃ ১৯)

তাঁকে যারা বিক্রি করেছিলো, তারা কত মূল্য পেয়েছিলো, এ ব্যাপার পবিত্র কুরআনের বর্ণনা হলো–

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ *

অর্থ ঃ তারপর তারা তাকে সামান্যতম মূল্যে, মাত্র কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে দিল। তাঁর মূল্যের ব্যাপারে তারা খুব একটি আশাবাণী ছিল না। (সূরা ইউসুফ ঃ ২০)

তাঁর চেহারার দিকে দৃষ্টি পড়তেই সেই ক্ষমতাবান লোকটি অনুভব করতে পেয়েছিল, এই কিশোর বা তরুণ কোনো সাধারণ তরুণ নয়, এই তরুণের ওপরে নির্ভর করা যায়, এমন কথাই সাক্ষ্য দিচ্ছে গোটা অবয়বে। তিনি তাঁকে কিনে বাড়িতে নিয়ে তাঁর স্ত্রীকে এ কথা বলেননি যে, একজন নতুন চাকর আনলাম। সুতরাং তার থেকে কিছু দিন সাবধান থাকতে হবে। প্রথমেই তার ওপর বিশ্বাস করা যাবে না। এ কথা না বলে তিনি হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে কি বলেছিলেন, আল কুরআনের ভাষায়–

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ *

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ *

অর্থ ঃ মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বললো– একে অত্যন্ত যত্নের সাথে রাখতে হবে। এটা অসম্ভব নয় যে, সে আমাদের উপকারী হবে এবং আমরা তাকে আমাদের সন্তান বানিয়ে নেব। এইভাবে আমি ইউসুফের জন্য এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ বের করে দিলাম এবং তাকে সমস্ত ব্যাপার অনুধাবন করার উপযোগী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করলাম। আল্লাহ নিজের কাজ অবশ্যই পূর্ণ করে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। আর সে যখন তাঁর পূর্ণ যৌবন কালে পৌঁছলো, তখন আমি তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান দান করলাম। মূলত সৎ লোকদেরকে আমি এইভাবেই প্রতিফল দান করে থাকি। (সূরা ইউসুফ ঃ ২১-২২)

আযীযে মিসর হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে গোলামের ন্যায় রাখেননি, বরং নিজের সন্তানের ন্যায় সম্মান ও মর্যাদার সাথে রাখলেন, নিজের জমিদারী, ধন-দৌলত ও গৃহ জীবনের যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর হাতে সোপর্দ করে দিলেন এবং সে সব বিষয়ের আমানতদার বানিয়ে দিলেন যেন কেন্‘আনের একজন পশুপালকের উপর যে অদূর ভবিষ্যতে রাজ্য পরিচালনার ভার অর্পিত হবে তা তারই সূচনা ছিল। এজন্যই আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ *

অর্থ ঃ “এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠা করলাম তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য। আর আল্লাহ্ স্বীয় কর্ম সম্পাদনে অপ্রতিহত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। (সূরা ইউসুফ ঃ ২১)

আজিজ মেছের হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে নিয়ে নিজ মহলে চলে গেলেন এবং স্ত্রী জোলেখার নিকট গিয়ে বললেন, “আমরা একটি বালককে ক্রয় করে এনেছি। তুমি ওকে যত্ন কর। ভাল থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কর। আমাদের যখন কোন সন্তানাদী নেই তখন ওকেই আমরা লালন-পালন করব।”

জুলেখার প্রেম

জুলেখা দীর্ঘ সময় অপলক চোখে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি তাকিয়ে থাকলেন। পরে তাকে উৎকৃষ্ট বিছানা করে দিলেন এবং ভাল খাবার ব্যবস্থা করলেন। তার আরামের জন্য অন্যান্য যা কিছুর প্রয়োজন ছিল অতিসত্ত্বর তার ব্যবস্থা করলেন। জোলেখা নিজে সর্বদা দাস-দাসী দ্বারা পরিবৃত্ত থাকতেন। সকল কাজকর্ম তার হুকুমে পরিচালিত হত। রাজা বাদশারা যেভাবে জীবন যাপন

www.pathagar.com

করেন, জোলেখাও সেই একই মানে জীবন-যাপন করতেন। কোন কিছুর সমস্যা বা অপূর্ণতা তার মহলে ছিল না। তিনি অধিকাংশ সময় ঘুমিয়ে কাটাতেন আর দেবতার পূজা অর্চনা করতেন এবং বাকি সময় দাসীদের নিয়ে খেলাধুলা ও ভ্রমণ করতেন। কিন্তু ইউসুফ (আঃ) তার মহলে আগমনের পরে তিনি আর ভ্রমণে বের হন নাই এবং দিবাভাগে ঘুমিয়ে কাটান নাই। অধিকাংশ সময় ইউসুফ (আঃ)-এর নিকটে থাকতেন এবং তার যা কিছু প্রয়োজন তা নিজ হাতে করতেন। এক্ষেত্রে কোন দাস-দাসী ব্যবহার করতেন না। হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে প্রাচীর ঘেরা মহলের বাইরে যেতে দিতেন না। মহলের ভিতরে তাকে নানা ধরনের খেলাধুলার ব্যবস্থা করে দিলেন। আনন্দ ও চিত্ত বিনোদনের বিভিন্ন উপকরণাদী সংগ্রহ করে দিলেন। এমনিক একটি চারণ ভূমি তৈরি করে সেখানে কিছু মেষ সংগ্রহ করে দিলেন যাতে ইউসুফ (আঃ) মেষের সাথে ছুটাছুটি করে এবং ওগুলোকে পরিচালনা করে সময় অতিবাহিত করতে পারেন। এক কথায় ইউসুফ (আঃ)-এর মন যেন কোনক্রমে উদাশীন না থাকে এবং সর্বদা যেন পরিতৃপ্ত থাকে তার জন্য সকল প্রয়োজনীয় উপাদানের সমাবেশ সেখানে করা হল।

হযরত ইউসুফ (আঃ) যদিও তখন নবুয়তী লাভ করেন নাই তবুও তার মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ধর্মানুরাগ কঠিনভাবে বিরাজমান ছিল। তিনি জোলেখার প্রতি সরাসরি তাকাতেন না। তার সাথে গল্প গুজব করে সময় কাটাতেন না। অতি প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ছাড়া কোন কথা বলতেন না। জোলেখার চেয়ে দাসদাসীদের সঙ্গে অধিক মিশতেন এবং অধিক কথাবার্তা বলতেন। এভাবে একাধারে সাত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এর মধ্যে জোলেখা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রেম নিবেদন করে কত শত রকম ফন্দি-ফিকির করেছেন তার কোন হিসেব নেই। তিনি ইউসুফ (আঃ)-এর মন আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে যে সব কার্যকলাপ করেছেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ বিরাট বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

এক সময় জোলেখা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর রূপের পিপাসায় প্রায় উন্মাদ হয়ে গেলেন। প্রাণের গোপন কথা কাউকে বলতেও পারে না সইতেও পারে না। শুধু ভিতরে ভিতরে ইউসুফ (আঃ)-এর রূপের আলোতে জ্বলে পুরে মরছেন। অসহ্য যাতনায় একদা আজিজ মেছেরের অনুপস্থিতিতে রাত্রি বেলায় ইউসুফ (আঃ)-এর বিছানায় গিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন ইউসুফ, তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি আজ দীর্ঘ সাত বছর যাবত তোমার প্রেমাশক্ত হয়ে অসহ্য যাতনায় কাটাচ্ছি। তুমি একবার আমাকে জবান দাও, একবার আমাকে কোলে তুলে নাও। তোমাকে বুকে জড়িয়ে আমার অন্তরের অনির্বাণ শিখা

www.pathagar.com

নেভানোর সুযোগ আমাকে দান কর। তুমি যেদিন আমার মহলে এসে পৌঁছেছ, সেদিন থেকে আমি তোমায় লাভ করার নেশায় পাগল হয়ে আছি। এ যাবত তুমি কিছুটা অবুঝ ছিলে, তাই তোমাকে কোন কথা বলিনি, এখন তুমি পূর্ণ যৌবনে পা দিয়েছ, যৌবনের জ্বালা যে কি ভীষণ তা তোমার অবগত না থাকার কথা নয়। অতএব আর সময় কাটান আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি একবার ক্ষণিকের জন্য আমাকে তোমার সুশীতল বক্ষে স্থান করে নাও।

হযরত ইউসুফ (আঃ) জোলেখার আবেদন নিবেদন শুনে বললেন, "জোলেখা তোমরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছ। আজিজ মেছের আমাকে বহু অর্থের বিনিময়ে খরিদ করে এনে কোন দিন দাস-দাসীর ন্যায় ব্যবহার করেননি। আমাকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন, সম্মান দিয়েছেন। আমার আনন্দের জন্য বহু রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এর প্রতিদান আমি কোন দিন দিতে পারব না। এ ঋণ আমি কোন দিন শোধ করতে পারব বলে মনে হয় না। তিনি আমাকে নিজ সন্তানের ন্যায় প্রতি পালনের কথা তোমাকে বলেছেন। এখন তোমার নিবেদনটি হচ্ছে একটি বিপরীত মুখী প্রস্তাব। অতএব বিষয়টি নিয়ে আমাকে একটু ভাববার সময় দাও। তোমাকে আমি কিছু দিনের মধ্যে তোমার আবেদনের জবাব দিব।

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন দরজায় কষাঘাত করল। তখন ইউসুফ (আঃ) ও জোলেখা দাঁড়িয়ে গেলেন। ইউসুফ (আঃ) দরজা খুললেন, কিন্তু সেখানে কাউকে দেখা গেল না। ইউসুফ (আঃ) বুঝলেন এটি আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে তাকে রক্ষার একটি ব্যবস্থা মাত্র। জোলেখা সেদিনের মত কাঁদতে কাঁদতে বেড়িয়ে গেলেন।

জোলেখা এ ধরনের ফন্দিও চালিয়ে যেতে লাগলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট পরিবেশটি অত্যন্ত অসহ্যকর হয়ে উঠল। তিনি সর্বদা জোলেখার কবল থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতেন।

জোলেখার বয়স তখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সমান বা কিছু বেশি। কিন্তু রূপে তিনি ছিলেন সমগ্র মিশরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। আজিজ মেছের তার রূপের মোহে পাগল হলে অনেক প্রতিযোগিতার বাধ ভেঙ্গে তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিপুল অর্থ সম্পদ ব্যয় সাপেক্ষে তাকে লাভ করা আজিজ মেছেরের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। কথিত আছে জোলেখাকে লাভ করতে গিয়ে আজিজ মেছের এক ভয়ানক যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তখন মিশরের বাদশার অনুমোদনক্রমে সামরিক বাহিনী নিয়ে তাকে বিজয় লাভ করতে হয়েছে।

জোলেখার এহেন রূপের ঝলকে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে আদৌ আকৃষ্ট করতে পারেনি। ফলে জোলেখা উদাসীন ও উদভ্রান্ত অবস্থায় দিন যাপন করতে

www.pathagar.com

থাকে। একদিন জোলেখার এক দূরবর্তী বৃদ্ধা আত্মীয়া জোলেখার মহলে বেড়াতে আসেন। সে জোলেখার শারীরিক ও মানষিক অবস্থা দেখে বলল, "তোমার অবস্থাটা ভাল দেখছি না। মনে হয় তুমি তোমার আশ্রিত নাগরের প্রেমে আত্মহারা হয়ে পড়েছ। জোলেখা বৃদ্ধার মুখে কথাটি শুনে আর ধৈর্যের বাঁধ ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি সজোরে কেঁদে দিলেন এবং বৃদ্ধার হাত ধরে বললেন, ও নানী! তুমি যেভাবে আমার মনের কথা বুঝেছ ইউসুফ (আঃ) যদি একটি বার সেটা বুঝত তবে আমার আর জীবনে কোন দুঃখ থাকত না। আমি ওর প্রেমে পাগল হয়েছি। ওর রূপের নেশায় আমি জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছি। ওকে লাভ করার জন্য আমি হাজার রকম কৌশল করেছি। কিন্তু কিছুতে কিছু হল না। ওর সামান্য কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে আমি সক্ষম হইনি। ওর মনের গভীরে আমি প্রবেশ করতে পারিনি।

আমি মিশরের সর্বসেরা সুন্দরী বলে খ্যাতি লাভ করেছিলাম। আমার প্রতি কোন পুরুষ শধু একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সরে যেতে পারেনি। আমার প্রতি মিশরের কয়েক সহস্র পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি ছিল। আমাকে লাভ করার জন্য তারা অনেক পাগল হয়েছে, অনেকে বিপুল ধন ভাণ্ডার নিঃশেষ করে রাস্তার ফকির হয়েছে আবার অনেকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে অসংখ্য প্রাণ নষ্ট করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ইউসুফের কাছে আমি ব্যর্থ হয়েছি।

দুষ্টা বৃদ্ধা জোলেখার কথা শুনে একটু হাসল, তারপর বলল, "পাগলিনী! উপযুক্ত দাওয়া ব্যবহার করতে সক্ষম হওনি। আমরা জীবনে কতই না কিছু করেছি। আমাদের হাত থেকে কেউ ফসকিয়ে যেতে পারেনি। তখন জোলেখা বললেন, নানী! তোমার জানা থাকলে আমাকে একটা পথ করে দাও। বৃদ্ধা বলল, আছে পথ আছে। তবে অনেক টাকা খরচ হবে। জোলেখা বললেন, যত খরচ হয় তা করব তবুও কার্য সিদ্ধি চাই।" বৃদ্ধা বলল, "এসব কাজের জন্য কিছু কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠে না। তোমার নাগরের এখন যৌবন কাল। এ সময় পুরুষেরা একটু অভিমানী হয়। তবে এ অভিমানের বাঁধ এক বার ভেঙ্গে দিতে পারলে আর চিন্তা নেই। তোমার কামনায় সমুদ্রে সর্বদা বইতে থাকবে তেজস্বিনী খরস্রোত। সে আর কোন দিন কোন বাঁধ মানবে না। এজন্য তার অভিমানের বদ্ধ দ্বারে বার বার আঘাত করে দিয়ে সুপ্ত বাসনা জাগিয়ে তুলতে হবে। তার লজ্জার যবনিকা ভেদ করে প্রবাহিত করতে হবে যৌন লালসার কর্মধারা। তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত করতে হবে কামনার উষ্ণ লহু। তোমার আবরণ মুক্ত উন্নত বক্ষের আলোকে ঝলসে নিতে হবে তার নয়ন রাজ। তোমার অনাবৃত দেহের উষ্ণতার ছোঁয়াচ দিয়ে তার দেহ-মনে আনতে হবে যৌন লালসা। তবেই না তোমার দেহ-মন কামজাত প্রেমের তৃপ্তি লাভ করবে।

www.pathagar.com

জোলেখা বৃদ্ধার কথায় আরো ব্যাকুল হলেন সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুকের চাবির তোড়াটা এনে তার হাতে দিয়ে বললেন, "নানী! টাকা, স্বর্ণ মুদ্রা যা প্রয়োজন সিন্দুক থেকে খরচ করে আমার শেষ উপায় করে দাও।" বৃদ্ধা বলল, প্রথমে একটি হপ্তখানা (সাত মহল) তৈরি করতে হবে। যেখানে থাকবে স্বর্ণ, রৌপ্য খচিত বিভিন্ন কারুকার্য। দেয়ালে ছাদে আটা থাকবে তোমার ও ইউসুফ (আঃ)-এর যৌন আবেদন নিবেদনের অসংখ্য ছবি। কামনা, বাসনা ও যৌন উন্মাদনার যত রকম কলা-কৌশল আছে, উহার সকল প্রকার নমুনা ও ছবি খচিত থাকবে চতুর্দিকে। আরো কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় বস্তু আছে, যা আমি অচিরে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এই বলে হপ্তখানা (সাতমহল) তৈরির কাজে লোক লাগিয়ে দিল।

কিছু দিনের মধ্যে মহলের অভ্যন্তরে এক বিশাল হপ্তখানা তৈরি হয়ে গেল। যেটা ছিল স্বর্ণ রৌপ্য খণ্ডিত বিভিন্ন কারুকার্যে পরিপূর্ণ। দেয়ালে, ছাদে পর্দা বিছানায় জোলেখা ও ইউসুফ (আঃ)-এর উলঙ্গ ছবি। ছবিগুলো সবই যৌন কার্যে উৎসাহ প্রদানকারী পদ্ধতিতে সজ্জিত। ছবিগুলো দেখলে মানুষের মনে সৃষ্টি হয় এক দুর্দমনীয় কামনা, লালসা। এছাড়া সুগন্ধি আতর গোলাপের মনমুগ্ধকর ঘ্রাণে পাগল করে দেয় দর্শকের প্রাণ। বিভিন্ন টেবিলে সাজান ছিল উপাদেয় খানা সামগ্রী। যা দেশের সর্বত্র শ্রেষ্ঠ তৃপ্তিকর বলে বিবেচিত হত। এ হপ্তখানার সৌন্দর্য ও উহার উপভোগ সরঞ্জাম এত উন্নত মানের ছিল যা তখনকার দিনে দেশ-বিদেশের কোথাও কেউ তৈরি করতে সক্ষম হয়নি।

হপ্তখানা তৈরি হলে বৃদ্ধা এসে জোলেখাকে বলল, তোমার সাধের নাগরকে নিয়ে হপ্তখানার অভ্যন্তরে চলে যাও। আমার কাজ ছিল হপ্তখানা তৈরি করে দেয়া। এখন উহার অভ্যন্তরে তোমার কাজ আরম্ভ কর। জোলেখা হপ্তখানার অভ্যন্তরে গিয়ে সব কিছু দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং মনে মনে ভাবলেন এবার তার অভিলাশ পূর্ণ হবার অনেকটা নিশ্চয়তা আছে।

এবার জোলেখা নিজে ভাল করে সাজ-সজ্জা করে নিলেন। নানা রকম সুগন্ধি লাগিয়ে ও প্রসাধনী মেখে অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত হলেন। স্বর্ণ ও জরীর পাজামা সেলোয়ার, ওড়না পরিধান করে পরীকে হার মানলেন। একে তো তিনি মিশর সুন্দরী, অন্য দিকে সাজ-সজ্জায় আর কিছু বাকি রাখেননি। অতএব তার রূপের আলোতে ম্লান করে দিল চন্দ্র সূর্যের উজ্জ্বলতা। সে যে কত অপরূপ তা ভাষায় বর্ণনা সম্ভব নয়।

জোলেখা আয়নায় দেখে নিজেকে আরো নিখুঁত করে সাজিয়ে নিলেন। অতঃপর হপ্তখানায় ইউসুফ (আঃ)-কে আসার জন্য খবর দিলেন। ইউসুফ (আঃ) মনিবের আদেশ শীরধার্য ভেবে সর্বদাই হুকুম তামিল করে চলতেন। এবারেও

www.pathagar.com

তার ব্যতিক্রম হল না। তিনি খবর পেয়ে হুপ্তখানায় ঢুকে পড়লেন। জোলেখা ইউসুফ (আঃ)-কে স্বর্ণ খচিত এক সিংহাসনে বসতে দিয়ে নিজে হুপ্তখানার সাতটি দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন। এবার ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে গিয়ে তার গায়ের উপর এলিয়ে পড়লেন এবং সজোরে কান্না জুড়ে দিয়ে বললেন, "ইউসুফ তুমি আমাকে আর কত জ্বালাবে, কত দগ্ধ করবে? আমি যে আর সইতে পারি না। তুমি আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর। ইউসুফ (আঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং এদিক ওদিক তাকিয়ে যে সব বিভৎস দৃশ্য দেখলেন তাতে তার শরীর প্রকম্পিত হল। তিনি মনে মনে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। জোলেখা তাকে হাত ধরে হুপ্ত মহলের সর্বত্র ঘুড়িয়ে দেখাতে লাগলেন এবং মাঝে মাঝে ইউসুফ (আঃ)-কে জড়িয়ে ধরলেন। ইউসুফ (আঃ) মনিবের কাজে খুব বাধা সৃষ্টি করার হিম্মত রাখেন না, তাই বাধ্য হয়ে নিরবে জোলেখার যৌন উন্মাদনার অত্যাচার সহ্য করে যেতে লাগলেন।

এক পর্যায়ে ইউসুফ (আঃ)-কে শরাব পান করাতে চেষ্টা করলেন। ইউসুফ (আঃ) এক ওজর পেশ করে প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর উপাদেয় খাদ্য পরিবেশন করলেন। ইউসুফ (আঃ) নামে মাত্র গ্রহণ করে মনিবের মন রক্ষা করলেন। এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে ইউসুফ (আঃ)-এর মনে যৌন সম্ভোগের উত্তেজনা সৃষ্টের লক্ষ্যে কোন চেষ্টা আর বাকি রাখেননি। এক সময় অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় ইউসুফ (আঃ)-কে জড়িয়ে ধর তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, "ইউসুফ! তুমি একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখ– আমি কত অপরূপা সুন্দরী। আমাকে এক নজর দেখার জন্য মিশরের হাজার হাজার মানুষ ব্যাকুল ছিল। আমি মিশর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছি। আমার প্রতি একবার তাকালে সে আর চক্ষু ফিরাতে পারে না। কিন্তু তুমি কেন এতটা কঠিন, কেন তুমি আমার যৌবন সুধা পান করতে অনীহা প্রকাশ করছ? তোমার প্রেমানলে আমি বছরের পর বছর তিলে তিলে জ্বলছি আর পারছি না। এবার আমার জ্বালা জুড়াও, আমাকে কোলে তুলে নাও, তোমার চাঁদোয়া মুখখানি একবার আমার মুখের সাথে মিলাও। তোমার কানের ধারের চুলগুলো একবার আমার গালে লাগাও। একবার আমাকে ধর। তোমার বুকের শীতল পরশ দিয়ে আমার বুকের অনল দাহ চিরতরে শীতল করে দাও।"

তাঁকে যে ব্যক্তি এত বিশ্বাস করে এবং এমন সম্মান ও মর্যাদার সাথে তাঁকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন, তারই অজ্ঞাতে অজান্তে অবৈধভাবে তাঁর স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়ে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে তিনি পারবেন না। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে–

www.pathagar.com

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْٓ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ *

অর্থ ঃ যে মহিলার ঘরে সে অবস্থান করছিল, সে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিল। একদিন সে ঘরের দরজা বন্ধ করে বললো, এবার তুমি এসো। ইউসুফ বললো, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করি। আমার রব তো আমাকে উত্তম মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। আমি কি এই কাজ করতে পারি। এ ধরনের জালিমের পক্ষে কখনো কল্যাণ লাভ সম্ভব হয় না। (সূরা ইউসুফ ঃ ২৩)

জোলেখার এহেন কঠিন যৌন উন্মাদনার তাড়নায় ইউসুফ (আঃ) এক বার তার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। জোলেখা তখন ভাবলেন তার অদম্য চেষ্টার পরিণাম সম্ভবত শুভ হতে যাচ্ছে। জোলেখা তখন ক্ষুধার্ত বাঘের ন্যায় তার উপর ঝাপিয়ে পড়লেন। ইউসুফ (আঃ) তখন বললেন, “জোলেখা! আজিজ মেছের আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, এখন আমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করব? তার স্ত্রীর সাথে আমি যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হব, এটা কোন মানব চরিত্র হতে পারে না। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'য়ালা মহাবিপদের কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করে অতি আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের অধিকারী করেছেন। এখন আমি তার নির্দেশনকে উপেক্ষা করে তোমার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হব? যার পরিণামে আল্লাহর গজবের সম্মুখীন হতে হবে। এটা কোনক্রমে আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

হযরত ইউসুফ (আঃ) জোলেখার তীব্র কামনার মুখে কিছু সময় তিনি নির্বাক থেকে চতুর্দিকে তাকালেন। তখন অদূরে কাপড়ে ঢাকা একটি বস্তু দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এত পরিপাটি মহলের মাঝে কাপড় দিয়ে ঢাকা ওটা কী? জোলেখা বললেন, ওটা আমার খোদা। আমি ওর পূজা অর্চনা করে থাকি। ইউসুফ (আঃ) বললেন ওটাকে ঢেকে রেখেছ কেন? জোলেখা বললেন, তোমার সাথে আমার যৌন সম্পর্কের দৃশ্য দেবতা দেখলে তিনি আমার প্রতি বিরূপ হবে। তাই তাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছি। এ কথা শুনে হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, তোমার খোদাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে তুমি রক্ষা পেলে কিন্তু আমার খোদাকে আমি ঢেকে রাখতে পারি না। তিনি সপ্ত মহলের মধ্যকার অবস্থা পরিষ্কারভাবে দেখছেন। অতএব আমার পক্ষে তোমার বাসনা পূর্ণ করা সম্ভব নয়।

এই বলে হযরত ইউসুফ (আঃ) উন্মত্তের ন্যায় দরজার দিকে ছুটলেন। জোলেখাও অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় তাকে ধরার জন্য পিছনে ছুটলেন। আল্লাহর হুকুমে

www.pathagar.com

ইউসুফ (আঃ) দরজার সম্মুখীন হতেই তালাবদ্ধ দরজাগুলো এক এক করে খুলে গেল। জোলেখা ইউসুফ (আঃ)কে ধরতে না পেরে তার জামা পিছন থেকে শক্ত করে ধরলেন। এতে ইউসুফ (আঃ)-এর গতির কোন কোন পরিবর্তন হল না বটে তবে ইউসুফ (আঃ)-এর জামা ছিঁড়ে জোলেখার হাতে থেকে গেল।

হযরত ইউসুফ (আঃ) ও জোলেখা যখন ছুটাছুটি করে সদর রাস্তায় এসে পৌছলেন, তখন তারা উভয়ে আজিজ মেছেরের সম্মুখীন হলেন। উভয়ে হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। জোলেখা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নারী সুলভ বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় নিলেন এবং কান্নার ভান করে আজিজ মেছেরের নিকট বললেন, "আমাকে তুমি আচ্ছা এক গোলাম উপহার দিয়েছ। আমি তোমার কথা অনুসারে বিগত সাত বছর যাবত তাকে আদর-যত্ন করে আসছি। দাস-দাসীর ন্যায় কোন আচরণ তার সাথে করিনি। অত্যন্ত আপন জনের ন্যায় স্নেহ দিয়েছি। এমনকি তার পরিচর্যার নিমিত্ত দাস-দাসী নিয়োগ করেছি। এখন পরিণামে সে আমার ইজ্জত হরণ করতে উদ্দত হয়েছে। এমন নাছার গোলামকে অতি সত্ত্বর কয়েদখানায় প্রেরণ কর।

কুরআনুল কারীম এরূপে ব্যক্ত করেছে–

قَالَتْ مَاجَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْءًا اِلاَّ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

* قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ

قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ * وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ

فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ * فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ

كَيْدِكُنَّ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ * يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْبِكِ

اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ *

অর্থ ঃ স্ত্রী লোকটি বলল, যে তোমার পরিবারের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা রাখে তার জন্য কারাগারে প্রেরণ বা অন্য কোন মর্মন্তুদ শস্তি ব্যতীত আর কি দণ্ড হতে পারে? হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, সেই আমার সাথে অসৎ কর্ম কামনা করেছিল আর মীমাংসা করে দিল স্ত্রীলোকটিরই পরিবারের এক ব্যক্তি। যদি ইউসুফের জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্যবাদিনী এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী আর যদি পেছানের দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তবে

www.pathagar.com

স্ত্রীলোকটি মিথ্যাবাদিনী এবং ইউসুফ সত্যবাদী। গৃহস্বামী যখন দেখল যে, জামা পেছনের দিকে ছেঁড়া তখন সে বলল, হে রমণী! নিঃসন্দেহ, তা তোমারই প্রবঞ্চণা ও প্রতারণা। নিঃসন্দেহ, তোমাদের প্রতারণা বড়ই জঘন্য। ইউসুফ! তুমি এই ব্যাপারটি ক্ষমা কর, আর হে রমণী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহ, তুমি অপরাধী। (সূরা ইউসুফ ঃ ২৫-২৯)

হযরত ইউসুফ (আঃ) জোলেখার বক্তব্য শুনে অবাক হলেন এবং বিনম্র কণ্ঠে বললেন, "শ্রদ্ধেয় আজিজ মেছের সাহেব, জোলেখা আপনার নিকট যে কথা বলছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি তার প্রতি কোনরূপ বদনজর করিনি বরং তিনি আমাকে এমনভাবে উৎত্যাক্ত করেছেন যাতে আমার ঈমান বাঁচান কঠিন হয়েছে। আজকে তিনি আমাকে তার হপ্ত মহলে নিয়ে অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য আমার উপর কঠিন চাপের সৃষ্টি করে। তখন আমি নিজকে হেফাজত করার উদ্দেশ্যে সেখান থেকে দৌড় দেই। জোলেখা আমার জামা টেনে ধরে। জামার ঐ অংশ ছিঁড়ে তার হাতে থেকে যায়। আমি আল্লাহর অসীম কৃপায় তার কবল থেকে বেড়িয়ে আসতে সক্ষম হই। এ সময় সদর রাস্তায় আপনার সম্মুখীন হই।"

আজিজ মেছের ইউসুফ (আঃ) ও জোলেখার বিপরীত মুখী বক্তব্য শুনে চিন্তিত হলেন এবং মনে মনে ভাবলেন ইউসুফ (আঃ) অনন্য সাধারণ ছেলে। দীর্ঘ সাত বছরের মধ্যে তাকে একটি মিথ্যা বলে কেউ শুনেনি। তার চরিত্র অত্যন্ত নির্মলবলে মহলের সমস্ত লোক আলোচনা করে থাকে। ধর্মানুরাগ তার জীবনের বৈশিষ্ট্য বলে সকলে জানে। অতএব এই ছেলের প্রতি জোলেখার অভিযোগ সত্য বলে মনে হয় না।

এভাবে দীর্ঘ সময় চিন্তা ভাবনা করার পরে তিনি ইউসুফ (আঃ)-কে বললেন, তোমার বক্তব্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য একজন সাক্ষী প্রদান কর। হযরত ইউসুফ (আঃ) আজিজ মেছেরের কথার জবাবে বললেন, তবে চলুন, হপ্ত মহলের অভ্যন্তরে চলুন। হপ্তমহলের অভ্যন্তরে গিয়ে তিনি যে দৃশ্য দেখলেন তাতে ইউসুফ (আঃ) এর প্রতি তার আর কোনরূপ সন্দেহ থাকল না। তিনি যখন সাক্ষী চেয়েছেন তখন সাক্ষীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

তাই তিনি ইউসুফ (আঃ)-কে বললেন "তোমার সাক্ষী কোথায়?" হযরত ইউসুফ (আঃ) চতুর্দিকে তাকিয়ে দোলনায় রক্ষিত একটি শিশুকে দেখিয়ে বললেন, "ঐ শিশুর নিকট জিজ্ঞাসা করুন কে অপরাধী।" আজিজ মেছের একটু হেসে বললেন, এবার বুঝতে পারলাম, তুমি অপরাধী। না হয় একটি ছয় মাসের শিশুকে সাক্ষী হিসেবে কেন প্রস্তাব করলে। শিশু কি কথা বলতে পারে? না ওর কোন জ্ঞান বুদ্ধি আছে? তখন আল্লাহর নির্দেশে শিশুর জবান খুলে গেল। সে

www.pathagar.com

আজিজ মেছেরকে লক্ষ্য করে বলল,, "ইউসুফ (আঃ) ও জোলেখার অপরাধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আপনি লক্ষ্য করে দেখুন, ইউসুফ (আঃ)-এর জামাটি কি সম্মুখ দিক দিয়ে ছেঁড়া না পিছন দিকে থেকে ছেঁড়া। যদি সম্মুখ দিক দিয়ে ছেঁড়া থাকে তবে ইউসুফ (আঃ) দোষী। আর যদি জামাটি পিছন দিকে থেকে ছেঁড়া থাকে তবে জোলেখা দোষী এটাই চূড়ান্ত সাক্ষ্য।

আজিজ মেছের শিশুর বক্তব্য শুনে অবাক হলেন এবং তদানুসারে অনুসন্ধান করে দেখলেন ইউসুফ (আঃ)-এর জামার পিছন দিক থেকে ছেঁড়া। তখন তিনি জোলেখাকে দোষী সাব্যস্ত করে কঠোর ভাষায় তাকে তিরস্কার করলেন এবং হত্যা করার কথা প্রকাশ করলেন। তখন শিশুটি দোলনা থেকে পুনরায় সজোরে বলে উঠল, "আজিজ সাহেব আপনার সিদ্ধান্ত ভুল। এতে চতুর্দিকে আপনার ও আপনার বংশের কলঙ্ক ছড়িয়ে যেতে পারে। তখন আজিজ মেছের জোলেখাকে বললেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু তোমার অপরাধ ক্ষমা করার প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ। অতএব সেই মহান সত্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর ইউসুফ (আঃ)-কে বললেন তুমি নিরাপদে তোমার দায়িত্ব কর্তব্য পালন কর এবং ঘটনাটি ভুলে যাও।

হযরত ইউসুফ (আঃ) পরে আজিজ মেছেরের নিকট জোলেখার মনের চাহিদা সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন যে, জোলেখা তাকে অবৈধ যৌন সঙ্গমে বাধ্য করার জন্য বিভিন্ন কৌশল ও অদম্য চেষ্টা আরম্ভ করেছিল। যার সম্মুখে সততা নিয়ে বেঁচে থাকা তার পক্ষে ভীষণ কষ্টকর হয়েছে। অতএব এ ধরনের বিপদের সম্মুখীন তাকে না হতে হয় তার উপযুক্ত ব্যবস্থার করার আবেদন পেশ করেন। এ জন্য যদি তাকে কারাগারে প্রেরণ করার প্রয়োজন হয় তবুও তাতে তিনি সম্মত আছেন। আজিজ মেছের একথার উত্তরে বলে ছিলেন তোমার প্রভুই তোমাকে এ কলঙ্কের বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। তুমি তার নিকট প্রার্থনা কর।

হযরত ইউসুক (আঃ)-এর দর্শনে মহিলাদের বিভ্রান্তি

জোলেখার এ ব্যর্থতার কথা আর গোপন থাকেনি। কয়েকদিন পর ঘটনা তার মহলে ও বাইরে কতক লোকের নিকট ফাঁস হয়ে গেল। তখন মিশর রাজার অন্দর মহলে বিষয়টি নিয়ে খুব সমালোচনা হতে থাকে। তারা জোলেখার অবৈধ প্রেম ও তার ব্যর্থতার কথা ঠাট্টা বিদ্রূপের সাথে আলোচনা করতে আরম্ভ করে। এ খবর একদা জোলেখার নিকট এসে পৌছে যায়। তখন জোলেখা রাজমহলের মহিলাদেরকে রূপের রাজা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পাগল করা মুখশ্রী এক নজর প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

www.pathagar.com

এই ঘটনাটি মহান আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেছেন–

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰهَا عَنْ نَّفْسِهٖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا اِنَّا لَنَرٰهَا فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ * فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ * قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِىْ لُمْتُنَّنِىْ فِيْهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ *

অর্থ ঃ শহরের নারী সমাজ পরস্পর বলাবলি করছিল, আযীযের স্ত্রী তাঁর যুবক ক্রীতদাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রেম-ভালবাসা তাকে উন্মাদ করে তুলেছে। আমাদের মতে সে সুস্পষ্ট ভুলের মধ্যে নিপতিত হয়েছে। সে যখন তাদের এই প্রতারণামূলক কথাবার্তা শুনতে পেলো তখন তাদেরকে ডেকে পাঠালো এবং তাদের জন্য হেলান দিয়ে বসার ব্যবস্থা করলো। খাওয়ার মজলিসে প্রত্যেকের সামনে একটি করে ছুরি রেখে দিল। তার ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন তারা ফল কেটে খাচ্ছিল, সে ইউসুফকে তাদের সামনে বের হয়ে আসার ইশারা করলো।

যখন সেই স্ত্রী লোকদের দৃষ্টি তাঁর ওপর নিপতিত হলো তখন তারা বিস্ময়ে অভিভূত হলো এবং নিজেদের হাত কেটে ফেললো। তারা নিজেদের অজান্তেই উচ্চস্বরে বলে উঠলো, আল্লাহর কসম! এই ব্যক্তি মানুষ নয়। একে তো কোনো সম্মানিত ফেরেশতা মনে হয়।

আযীযের স্ত্রী বললো, তোমরা তো দেখলে! এই হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে মন্দ বলেছিলে। নিশ্চয়ই আমি তাকে ভুলানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে আত্মরক্ষা করে নিষ্পাপ রয়েছে। এ যদি আমার কথা না শোনে, তাহলে তাকে কয়েদ করা হবে এবং অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হবে। (সূরা ইউসুফ ঃ ৩০-৩২)

বাস্তবিকই একদিন তিনি রাজমহলের উচ্চপদস্থ কতক রমনী ও তার বান্ধবীদের মধ্য থেকে কতক রমনীদেরকে নিজ মহলে দাওয়াত দিলেন।

www.pathagar.com

সুন্দরভাবে মহল সাজিয়ে অনেক রকম খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করলেন। রমনীগণ জোলেখার দাওয়াত পেয়ে নিজেরা সেজেগুজে আতর গোলাপ লাগিয়ে যথাসময়ে মহলে এসে হাজির হলেন। এ দিন জোলেখার তেমন সাজ-সজ্জা ছিল না। তিনি মানসিকভাবে খুব বিমর্ষ ছিলন। তিনি কাউকে কোন কথা না বলে মেহমানদের আপ্যায়নের যথাযথ ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত ছিলেন। সকলে যখন খাবার সম্মুখে নিয়ে বসলেন তখন জোলেখা বললেন আপনাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে লেবু ও একখানি ছুরি দিচ্ছি। যখন আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব তখন আপনারা ছুরি দিয়ে লেবুগুলো কাটবেন। কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করে কাজ করবেন, যেন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে। জোলেখার কথা শুনে সকলে একটু আত্মভোলা ও উদাসীন হলেন। আবার কেউ মনে করল জোলেখা লেবু ও ছুরি দিয়ে আমাদিগকে কি বুঝাতে চাইছে। তবে কি সে স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে ইত্যাদি নানাজনে নানারকম চিন্তা ও মন্তব্য করলেন।

ইতোমধ্যে জোলেখা সকল মেহমানদের হাতে ছুরি ও লেবু পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে স্বর্ণের টুপি ও রৌপ্যের কারুকার্য খচিত বিভিন্ন রঙের জামা কাপড় পরিধান করিয়ে অপরূপ সাজে সজ্জিত করলেন এবং তাকে রমনীদের মজলিশে উপস্থিত করলেন। রমনীগণ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মুখপানে দৃষ্টি করে সম্মোহিত হয়ে গেলেন। তখন জোলেখা সকলকে বললেন, আপনারা নিজ হাতের লেবুগুলো কেটে খাবার আরম্ভ করুন।

রমণীগণ হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেখামাত্র এমনভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন যে, তারা লেবু কাটার আদেশ পেয়ে সঠিকভাবে কেউই কাটতে পারলেন না। সকলে লেবুর বদলে নিজ নিজ হাত কেটে ফেললেন। কেউ খাবার প্লেটের উপর পড়ে গেলেন। আবার কেউ চেয়ারসহ ভূতলে পতিত হলেন। কেউ প্লেটের খাবার হাত তুলে নিজ মাথার উপরে রাখলেন আবার কেউ দাঁড়িয়ে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে টেবিলের আঘাতে মেঝে উপর পড়ে গেলেন। একটি করুন দৃশ্যের অবতারণা হল সেখানে, সকলে এক বাক্যে বলে উঠল এতো মানুষ নয় ফেরেশতা। অবস্থা দেখে জোলেখা তাড়াতাড়ি ইউসুফ (আঃ)-কে ওখান থেকে সড়িয়ে নিলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) চলে যাওয়ার পরে রমনীদের চেতনা ফিরে এল। তখন তারা খুবই লজ্জিতা হলেন এবং নিজেদের হাত কাটা কাপড় চোপড় যা রক্তে রঞ্জিত হল তা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলেন। রক্তে কাপড় চোপড় ব্যতীত যাবতীয় খাদ্য দ্রব্য পর্যন্ত রঞ্জিত হল। যাতে করে সেদিন আর কারো খাওয়া দাওয়া হল না। শুধু ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি তারা আসক্তির নেশায় মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল। আনন্দের

www.pathagar.com

বদলে সেখানে যেন এক বিষাদ নেমে আসছিল। কারো মুখে আর হাসি ছিল না। সকলেই বিষণ্ন বদনে বিদায় গ্রহণ করতে উদ্যত হল। জোলেখা তখন সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা ইতোপূর্বে আমাকে অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছ। এবার দেখ কিসের নেশায় আমি উন্মাদ হয়েছি। রমনীগণ নিরুত্তর হয়ে সে দিনের মত চলে গেলেন।

রমনীগণ ঘরে ফিরে গেলেন বটে কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর রূপে তীক্ষ্ণ বানে ক্ষত-বিক্ষত হল সকলের হৃদয়। তাই তারা দ্বিতীয় বার ইউসুফ (আঃ)-এর রূপসুধা পান করার নিমিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তাই একদিন তারা কয়েকজন পরামর্শ করে জোলেখার নিকট আসলেন এবং তাকে বলেন, "জোলেখা তুমি দীর্ঘ দিন যাবত ইউসুফ (আঃ)-এর হৃদয় কুটিরে প্রবেশ করার জন্য আমরণ চেষ্টা চালিয়ে সফল হতে পারনি। ইউসুফ (আঃ)-কে বুঝিয়ে বলে তাকে আকৃষ্ট করা যায় কিনা? অতএব একদিন তাকে আমাদের সম্মুখে হাজির করে দাও। জোলেখা আগ পর না ভেবে এ ধরনের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গেলেন এবং পরের দিন এ অনুষ্ঠানের জন্য তারিখ নির্ধারণ করে দিলেন।

পরের দিন যথাসময়ে তারা একত্রিত হলেন। এবার আড়ম্বর বেশে ইউসুফ (আঃ)-কে তাদের সম্মুখে হাজির করা হল। রমনীগণ সকলে অপলক চোখে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি দীর্ঘ সময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কাটিয়ে দিলেন। জোলেখা তখন বললেন, তোমরা নিরব রইলে কেন? তোমাদের কথা বল। তখন রমনীগণ মোহ কিছুটা দূর হল, তাদের চেতনা ফিরে এল। একজনে প্রথমে বলল, হে ইউসুফ! তুমি জান, জোলেখা তোমার জন্য কি না করেছেন? তোমাকে একজন রাজার মানে অধিষ্ঠিত করেছেন। তোমাকে লাভ করার জন্য তার জীবন যৌবন উৎসর্গ করেছেন। তোমার হৃদয় রাজ্যে একটু স্থান করে নেয়ার জন্য তার জীবনের সকল আরাম হারাম করেছেন। এমতাবস্থায় তুমি তাকে বার বার উপেক্ষা করে তার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করছ কেন? তোমার মধ্যে কি দয়ার কোন লেশ নেই? এটা তোমার কৃতজ্ঞতার পরিচয় নয়? তুমি ভাল করে আর একবার চিন্তা ভাবনা করে দেখ, তোমার মঙ্গল কোথায়? অন্যথায় তোমাকে শেষ পর্যন্ত কারাবরণ করে ভীষণ দুর্দশা পোহাতে হবে। অতএব তোমরা নিজ মান-ইজ্জত ও স্বার্থ রক্ষার খাতিরে জোলেখাকে তোমার হৃদয় মাঝে স্থান করে নাও। এটা তোমার নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ।

এই অবস্থার নিপতিত হয়ে হযরত ইউসুফ (আঃ) মহান আল্লাহর কাছে কি আবেদন করেছিলেন, এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বলছে-

www.pathagar.com

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ * فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ *

অর্থ ঃ ইউসুফ বললো, হে আমার রব! এরা আমার কাজ থেকে যে কাজ পেতে চায় তার তুলনায় কয়েদ হওয়া আমি অধিক পছন্দ করি। তুমি যদি এদের অপকৌশলগুলো আমার ওপর হতে দূরে সরিয়ে না দাও তাহলে আমি তাদের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়বো ও জাহিলদের মধ্যে গণ্য হবো। তাঁর রব্ব তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং সেই স্ত্রীলোকদের কূট-কৌশলকে তাঁর কাছ হতে দূরে সরিয়ে দিলেন। নিশ্চিতই তিনি সবার কথা শোনেন এবং সবকিছু জানেন। তারপর সেখানের লোকজন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখার কথা ভাবলো। অথচ তাঁর চরিত্রের পবিত্রতা এবং নিজেদের নারী সমাজের অসদাচরণের সুস্পষ্ট প্রমাণ তারা ইতোপূর্বেই দেখতে পেয়েছিল। (সূরা ইউসুফ ঃ ৩৩-৩৫)

হযরত ইউসুফ (আঃ) রমনীদের কথা শুনে উঠে দাঁড়ালেন। তখন রমনীগণ তাকে হাত ধরে আবার বললেন। এটা ছিল হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে স্পর্শ করার একটা সুযোগ বেছে নেয়া। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, আমি আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করি। জোলেখা আমার নিকট যা আশা করে তা সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন রমনীগণ এক ফাকে নিজেরা হযরত ইউসুফ (আঃ) নিকট প্রেম নিবেদন করে বসলেন। তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার নিকট ফরিয়াদ করে বললেন, "হে প্রভু! আমাকে যে পথে প্রলব্ধ করা হচ্ছে, তার চেয়ে কারাগার আমার অধিক প্রিয়। তুমি যদি এ নারীদের খপ্পর থেকে আমাকে রক্ষা না কর, তাহলে হয়ত আমি বোকার ন্যায় তাদের প্রতি ঝুকে পড়ব।"

জোলেখা রমনীদের কার্যবিধি লক্ষ্য করে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। তিনি মনে মনে খুবই পরিতাপ করলেন এবং বললেন, ইউসুফকে রমনীদের সম্মুখে হাজির করা বা তাদেরকে দাওয়াত করা নিতান্ত অন্যায় হয়েছে। পরিণামে তারা সকলে ইউসুফ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। যদি তাদের সম্মুখে ইউসুফকে প্রদর্শন করা না হত তাহলে তারা এ সুযোগ আদৌ পেত না। আমি জীবনে এত

www.pathagar.com

যাতনা কখনই ভোগ করিনি, যা ইউসুফকে লাভ করার জন্য করেছি। এখন আমার সে সাধের ধন ও সাধনার ফল আমার সম্মুখ থেকে অন্য লোকে ছিনিয়ে নিবে। আর আমি তা নিরবে সহ্য করব এটা কখনও সম্ভব নয়। অতএব অতি সত্ত্বর ইউসুফ-কে এত নির্জন প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

ওদিকে আজিজ মেছেরের নিকট জোলেখার বর্তমান কার্যকলাপ ও রমনীদের হাত কাটার বিস্তারিত খবর যথাযথ ভাবে পৌঁছে গেল। তখন তিনি নিজ পরিবারের ইজ্জত রক্ষা ও নির্দোশ ইউসুফ (আঃ)-কে প্রতিপালনের বিষয় নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হলেন। বিশেষ করে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি রাজমহলের উচ্চপদস্থ মহিলাদের প্রেম নিবেদন জনিত ঘটনায় তাকে যথেষ্ট বিব্রত করে তুলল। তখন তিনি রাজ দরবারের দায়িত্ব থেকে তিন দিনের ছুটি নিয়ে নিজ মহলে বসে শুধু ভাবনা চিন্তা করেই সময় অতিবাহিত করতেন। ইতোমধ্যে তার স্ত্রী জোলেখা এসে আজিজ মেছেরের নিকট বললেন, ইউসুফ এর প্রতি রাজ দরবারের রমনীবৃন্দ যেভাবে আকৃষ্ট হয়েছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে কোন একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে, তাই আমার মতে ইউসুফকে এখন কারাগারে প্রেরণ করা উত্তম। তাহলে রমনীদের যেমন নিবৃত্ত করা যাবে অনুরূপ ইউসুফকেও নিরাপত্তা প্রদান করা সম্ভব হবে।

আজিজ মেছের জোলেখার মন্তব্য শুনে কিছুটা স্বস্তিবোধ করলেন। কারণ জোলেখাই ইউসুফের প্রতি অধিক আসক্ত। সে যখন ইউসুফকে কারাগারে প্রেরণের প্রস্তাব দিয়েছে তখন সমস্যা অনেকটা কেটে গেছে। তার অনিচ্ছায় কিছু করলে সে আত্মহত্যা করতে পারত বা আজিজ মেছেরের জীবনের অর্জিত সকল ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিতে পারত অথবা অন্য কোন বিরাট দুর্ঘটনা ঘটিয়ে সারা জীবনের অর্জিত মান-সম্মান বিলীন করে দিতে পারত। অতএব তিনি বিষয়টির একটি যথাযোগ্য সমাধান পেয়ে আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি আর বিলম্ব না করে জেল কর্মকর্তাদেরকে হুকুম দিলেন, "তোমরা স্পেশাল ব্যবস্থাধীন, সম্মান প্রদর্শন পূর্বক ইউসুফকে কারাগারে নিয়ে যাও।" সেখানে কায়েমীভাবে তার বসবাসের ব্যবস্থা কর। সে যেন কয়েদী হিসেবে বিবেচিত না হয় বরং একজন রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে যেন সম্মান লাভ করতে পারে।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বন্দী জীবন

আজিজ মেছেরের হুকুমে জেল কর্মকর্তাবৃন্দ জোলেখার মহলে এসে পৌঁছল। তারা জোলেখার নিকট আজিজ মেছেরের নির্দেশের কথা বলল। জোলেখা তখন ইউসুফ (আঃ)-কে উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ পড়িয়ে, স্বর্ণের তাজ মাথায় পড়িয়ে

www.pathagar.com

এবং নানা ধরনের প্রসাধনী লাগিয়ে তাকে জেল কর্মকর্তার হাতে সোপর্দ করলেন। জেল কর্মকর্তা বললেন, "এত সমস্ত পোশাক পড়িয়ে ও সাজ-সজ্জা করে তাকে জেলে নেয়ার বিধান নেই। জেলের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক রয়েছে, তা পড়িয়ে তাকে জেলে নিতে হবে।" জোলেখা তাদের কথার উত্তরে বললেন, "এ ব্যক্তি কয়েদী নয় বরং সে নজরবন্দী। তাকে শুধু জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে দূরে রাখতে হবে যেন বাইরের কোন মানুষের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ না ঘটে। জেল কর্মকর্তাবৃন্দ এ কথার পরে আর কোন বাদানুবাদ না করে তাকে কারাগারে নিয়ে গেলেন। কারাগারের সকল বন্দীরা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর আগমনের খবর শুনে দলবেঁধে তাকে সকলে এক নজর দেখতে আসল। সকলে ইউসুফ (আঃ)-এর রূপ দেখে মোহিত হল এবং বলল, এতো মানুষ নয় ফেরেশতা।

হযরত ইউসুফ (আঃ) কারাগারে পৌছে সকলকে ছালাম দিলেন তারপরে তাদের কুশল জিজ্ঞেস করলেন। তার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় সজ্জিত প্রকোষ্ঠে তাকে স্থান করে দেয়া হল। হযরত ইউসুফ (আঃ) কে তখন পর্যন্ত নবুয়তী প্রদান করা হয়নি কিন্তু নবীর চরিত্র তার মধ্যে বিরাজমান ছিল। তাই তিনি কারাগারে ঢুকে বন্দীদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। যে সমস্ত অসুবিধা, অন্যায়-অত্যাচার সেখানে হত সেগুলো দূরীভূত করার লক্ষে চেষ্টা আরম্ভ করলেন। খাদ্যের মান উন্নত করলেন। রোগী, দুর্বল ও ব্যধিগ্রস্থ বন্দীদেরকে তাদের মেয়াদ সংক্ষিপ্ত করার পদক্ষেপ নিলেন। পুরুষ ও নারী বন্দীদের ভিন্ন থাকা ও খাবার ব্যবস্থা করলেন। অনেক কয়েদী মিথ্যা মামলার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জেলে এসেছে। তাদের বিষয় পুনর্বিচার করার আবেদন জানালেন। এরূপ অনেক ব্যবস্থার তিনি আমূল পরিবর্তন করলেন। এগুলো করা তার পক্ষে অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়েছিল আজিজ মেছেরের বদান্যতার কারণে। আজিজ মেছের জানতেন হযরত ইউসুফ (আঃ) কোন দিন অন্যায় প্রস্তাব বা অসঙ্গত আবদার তার নিকট করবেন না। তাই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পক্ষ থেকে যে সব প্রস্তাব তার নিকট পৌছত, তা তিনি একবারেই মঞ্জুর করে দিতেন। তাই অল্প দিনের মধ্যে জেলখানায় প্রতিষ্ঠিত হল একটি সুন্দর পরিবেশ। জেলখানার কয়েদীরা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মহৎ কর্মকাণ্ড ও নির্মল চরিত্র অবলোকন করে তার একান্ত ভক্তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। সকলে তার নিকট দ্বীনের তালিম গ্রহণ করতে আরম্ভ করল। পূর্ণ এক বছর যেতে না যেতে জেলখানার সকল কয়েদী এক এক জন উন্নতমানের দীনদারে পৌছিতে সক্ষম হল।

জেলের প্রহীরা কয়েদীদের এ আমূল পরির্তন দেখে অবাক হল। তারা সকল কয়েদীকে সম্মানের চক্ষে দেখতে আরম্ভ করল। তাদের সাথে একত্রে চলাফেরা

www.pathagar.com

করতে আর তাদের দ্বিধা বোধ হত না। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হবার পরে জেলখানার দরজায় আর পাহারার প্রয়োজন হল না। দিবারাত্র জেলখানার দরজা খোলা থাকত। কিন্তু কোন কয়েদী পালিয়ে যাওয়ার মনবৃত্তি আর থাকল না। কয়েদীদের আত্মীয়-স্বজনরা অবাধে জেলে ঢুকে তাদের আপনজনের সাথে সাক্ষাৎ করে যেত। খাবার দাবার পরিবেশন করত। এতে কোন বাধা বিপত্তি ছিল না। এই সুযোগে রাজমহলের রমনীবৃন্দ হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেখে দর্শন লাভের আশায় প্রতিদিন তাঁর জন্য বিভিন্ন রকম খাবার নিয়ে জেলের মধ্যে আসতেন এবং খাবার পরিবেশন করে এক নজর হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেখে যেতেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) উহা থেকে সামান্য নিজে গ্রহণ করে বাকিটা অন্য লোকদিগকে দিয়ে দিতেন। জেলখানার বন্দীরা কেউ যদি পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করত তবে তা ছিল খুবই সহজ। কিন্তু মেয়াদপূর্ণ না করে চলে যাওয়া অন্যায় ভেবে এ ধরনের পদক্ষেপ নেবার মানসিকতা কারো মধ্যে ছিল না। মাত্র দুই বছরের মধ্যে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ অন্যায়কারীদের বসবাসস্থল জেলখানা রূপান্তরিত হয়ে পরিণত হল মহৎ লোকদের এবাদত খানায়। এটা ছিল একমাত্র হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মহান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ প্রচারের ফল।

তখনকার দিনে মিশর রাজ্যের রাজার নাম ছিল রাজা রায়হান। তিনি মুসলমান ছিলেন না, কিন্তু ন্যায় অন্যায়ের প্রতি তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তার জানা মতে দেশে কোনরূপ অন্যায় বিচার হতে দিতেন না। প্রজাদের সুখশান্তির প্রতি তার সর্বদা সর্তক নজর থাকত। অন্যায় প্রতিরোধে তিনি ছিলেন সর্বদা সোচ্ছার।

একদা তিনি বিষ প্রয়োগের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার দায়ে দুটি চাকরকে কারাগারে প্রেরণ করেন। চাকর দুটির একটি ছিল রাজাকে শরাব পরিবেশক, অন্যটি ছিল তার বাবুর্চি। এরা উভয়ই রাজাকে বিষ প্রয়োগের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে হাজতে গিয়েছে। এদের মামলা ছিল বিচারাধীন। এরা জেল হাজতে গিয়ে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ন্যায় একজন মহৎ ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করে। তারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য গুণাগুণ দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অতঃপর তারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট দ্বীনের তালীম গ্রহণ করতে থাকে।

এ ঘটনাটিকে কুরআনুল কারীম এভাবে বর্ণনা করেছে–

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ☆

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ

www.pathagar.com

بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ
الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ *

অর্থ ঃ "হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়! পৃথক পৃথক বহু প্রতিপালক হওয়াই শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ। তোমরা তাঁকে ছেড়ে কেবল কতগুলো নামের ইবাদত করছ যা তোমরা ও তোমাদের বাপ দাদারা মনগড়া করে নিয়েছ। তাদের প্রতি কোন সনদ আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেননি। বিধান দানের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই। তাঁর হুকুম ও ফরমান হল, শুধু তাঁরই এবাদত কর। অপর কারো এবাদত করও না। এটাই সরল দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা অবগত নয়। (সুরা ইউসুফ ঃ ৩৯-৪০)

কিছু দিন পরে উক্ত চাকরদ্বয় দুটি স্বপ্ন দেখতে পেল। তারা স্বপ্ন দেখে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট বলল, "হুজুর! আমরা দুজনে দুটি স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু উহার বিশ্লেষণ ও তাবির আমরা কিছুই বুঝি না। অতএব আপনি দয়াপূর্বক আমাদেরকে উহার রহস্য বলে দিন।" হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, হ্যাঁ, স্বপ্নের বিশ্লেষণের জ্ঞান আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে ছোটবেলায় দান করেছেন। অতএব বল, তোমরা কে কি স্বপ্ন দেখেছ? তখন চাকর বলল, "আমি কতকগুলো আঙ্গুর ফল নিংড়িয়ে রস বের করে পেয়ালা ভর্তি করতে দেখেছি। অপর জন বাবুর্চি বলল, "আমি দেখেছি এক ঝুড়ি রুটি মাথায় নিয়ে আমি দাঁড়িয়েছি। এমন সময় কতক পাখি এসে আমার মাথার ঝুড়ি থেকে রুটিগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) উভয়ের স্বপ্ন শুনে বললেন, আগামী দিন তোমাদেরকে এ স্বপ্নের বিশ্লেষণ দিব। এর পূর্বে দ্বীন ও শরিয়তের বিষয় তোমরা প্রয়োজনীয় তালীমটুকু গ্রহণ কর। উভয়ে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর উপদেশ অনুসারে শরিয়তের হুকুম আহকাম শিক্ষা করা আরম্ভ করে দিল এবং হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত অবগত হবার প্রার্থনা জানাল।

হযরত ইউসুফ (আঃ) চাকরদ্বয়ের প্রশ্নের জবাব দিলেন, আমি এমন আল্লাহর দাসত্ব করি যিনি জমিন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন, উহার অভ্যন্তরে বসবাসকারী সকল জীব-জানোয়ারকে প্রতিপালন করেছেন। তিনি মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ। এই দ্বীনের নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ) ও হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এরা হলেন আমার পূর্বপুরুষ। আমি এদের ধর্ম মনে প্রাণে গ্রহণ করে ধন্য হয়েছি। তোমরাও এ ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য

www.pathagar.com

হও। তোমরা বর্তমানে যে দেব দেবীর পূজা অর্চনা কর উহা ধর্ম নয়, কুসংস্কার। নিজ হাতে প্রতিমা তৈরি করে তার পূজা করা বোকামী বৈ কিছুই নয়। তোমারে সে প্রতিমা না কথা বলতে পারে না কারো কোন মঙ্গল সাধন করতে পারে। অতএব তোমরা ধর্মের নামে কুসংস্কার পরিত্যাগ করে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং মুসলমান হয়ে যাও। তবে তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় ক্ষেত্রে মুক্তপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অন্যথায় তোমরা ইহকাল ও পরকালে অশেষ শাস্তি ভোগ করবে।

চাকরদ্বয় হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর উপদেশবাণী শুনে বলল, "আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম। এখন আমাদিগকে ইসলামের আদেশ নিষেধ শিখিয়ে দিন এবং আমাদের স্বপ্নের তাবির বলে দিন।" হযরত ইউসুফ (আঃ) তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে রাজার শরাব পরিবেশনকারী আঙ্গুর নিংড়িয়ে পেয়ালা ভর্তি করার যে স্বপ্ন দেখেছ, তার তাবীর হল– তুমি পুনরায় তোমার চাকরিতে বহাল হবে এবং অধিক মর্যাদা লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি মাথায় রুটির ঝুড়ি এবং পাখিকে সে রুটিগুলো ভক্ষণ করতে দেখেছে সে মামলায় দোষী সাব্যস্ত হবে এবং তাকে শূলে দেয়া হবে। তার মাথার মগজ পাখিরা ঠোকরে খেতে থাকবে।

স্বপ্নের তাবীর শুনে শরাব পরিবেশনকারী আনন্দ প্রকাশ করল এবং আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা পেশ করল। দ্বিতীয় রুটির ঝুড়ি বহনকারী ব্যক্তি বিমর্ষ বদনে কাঁদতে আরম্ভ করল। এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে জেলখানা থেকে চাকর দুজনকে রাজদরবারে নিয়ে যাওয়ার ফরমান এলো। জেল কর্তৃপক্ষ রাজ ফরমান অনুসারে চাকরদ্বয়কে দূতের হস্তে সমার্পণ করল। দূত উভয়কে নিয়ে রাজ দরবারে হাজির হল। রাজদরবারের বিচার বিভাগ থেকে উভয়কে মামলার রায় পড়ে শুনানো হল। যাতে লেখা ছিল শরাব পরিবেশনকারী বে-কসুর খালাস ও চাকরিতে পুনর্বহাল থাকবে। বাবুর্চি রাজাকে বিষপান করানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল বিধায় তাকে শূলে মৃত্যুদণ্ড দিবার আদেশ দেওয়া গেল। বিচার বিভাগের এ রায় দিনের মধ্যেই কার্যকরী করা হল।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে একাধারে সাত বছর বন্দীজীবন কাটাতে হয়। এর মধ্যে দেশের অনেক উত্থান পতন হয়েছে। জাতির অনেক উন্নতি অবনতি ঘটেছে। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে হারান সন্তান হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর আর কোন খোঁজ-খবর পাননি। তাই তিনি শোক ঘরে বসে এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন এবং ইউসুফ (আঃ)-এর কথা মনে উঠলে কিছু সময় কেঁদে নিতেন। এ সুদীর্ঘ পনের

www.pathagar.com

বছর যাবত কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখ দুটি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যায়। ইউসুফ (আঃ)-এর সৎ ভাইয়েরা প্রথম দিকে পিতার নিকট অতিপ্রিয় হবার লক্ষ্যে ঘন ঘন তার নিকট যাতায়াত করত এবং সর্বদা খোঁজ-খবর নিত। কিন্তু পিতা যখন ইউসুফ (আঃ)-এর কথা আদৌ ভুলতে পারলেন না তখন তারা কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চলত। তারা শারীরিক পরিশ্রম দিয়ে চাষাবাদের কাজ করে জীবন-যাপন করত এবং পশু চারণ ছিল তাদের একটি অন্যতম ব্যবসা। যা তখনকার দিনে বেশ লাভজনক ব্যবসা বলে ধরা হত। এভাবে কালের চক্র ঘুরতে থাকে।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে জেলখানায় প্রেরণের পরে আজিজ মেছেরের কড়া নির্দেশের ফলে তার সাথে জোলেখা আর সাক্ষাত করতে পারেননি। তিনি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর স্মৃতি হৃদয়ের মাঝে দৃঢ়ভাবে এঁকে সর্বদা তার নামের জপ করে কাটাতেন। আজিজ মেছের জোলেখা এ মোহ দূরীকরণার্থে বহু তদবীর ফিকির করেছেন, বহু চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু সব কিছু ব্যর্থ ও অকার্যকর হিসেবে পরিগনিত হয়েছে। জোলেখা জানতেন রাজমহলের রমণীগন জেলখানায় খাদ্য সরবরাহের নাম করে ইউসুফ (আঃ)-কে প্রতিদিন একবার দর্শন করে মনের জ্বালা জুরাচ্ছে। কিন্তু জোলেখার ভাগ্য এমন সুযোগ আর কোনো দিন এলো না। তাই তিনি নিজেকে কপালপোড়া, ভাগ্যহতা মনে করতে লাগলেন। আর এজন্য তার মধ্যকার অনল প্রদাহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল। রোগে, ক্ষোভে তার জলন্ত রূপের শোভা দিন দিন ঝলসে যেতে লাগল। তার চলা, বলার মাঝে বিভ্রান্তি ও বিস্মৃতি দেখা দিল। এভাবে তার দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে। দিন-রাতের এ ঘূর্ণায়মানের চিরাচরিত নিয়মের মাঝ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অতি ধীর গতিতে। এ গতির ক্ষণিকের জন্য রোধ করা আর সম্ভব হল না জোলেখার পক্ষে।

রাজা রায়হানের স্বপ্নের তাবীর

মিশরের রাজা রায়হান একদিন স্বপ্নে দেখলেন, সাতটি মোটা তাজা গাভীকে সাতটি কৃশ ও দুর্বল গাভী খেয়ে ফেলছে। তিনি আরো দেখলেন সাতটি মোটা সতেজ গমের শীষকে সাতটি সুকনা ও চিকন শীষে খেয়ে ফেলছে। স্বপ্ন দেখে রাজা ঘুম থেকে জেগে তার মনে একটা অশুভ আতঙ্ক দেখা দিল। তিনি এ ধরনের ভীতিজনক স্বপ্নের কোন দিক নির্দেশনা খুঁজে পেলেন না। তাই বাকি রাতে তিনি আর ঘুমালেন না। ভোর বেলা তিনি আতঙ্কিত মন নিয়ে মন্ত্রী পরিষদের মিটিং ডাকলেন। মন্ত্রীগণ রাজার জরুরি নির্দেশ পেয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সকলে রাজদরবারে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা তখন সকলের নিকট নিজ

www.pathagar.com

স্বপ্নের কথা বললেন। মন্ত্রীগণ রাজার মুখে এ ভীতিজনক স্বপ্নের ঘটনা শুনে বিচলিত হলেন। তখন তারা দেশের প্রখ্যাত জ্যোতিষী, পাদ্রি, মৌলভী ও ঋষীগণকে আহবান করলেন। পরের দিন নির্ধারিত সময়ে সকলে সমবেত হলেন। তখন রাজা তাদের নিকট নিজ স্বপ্নের কথা আলোচনা করলেন এবং বললেন আপনারা এ স্বপ্নের সঠিক তাবীর বলে দিন। উপস্থিত সকলে রাজার এ আশ্চর্যজনক স্বপ্ন শুনে বললেন, হুজুর! এ ধরনের স্বপ্নের তাবীর আমরা বলতে পারব না। কারণ এ ধরনের স্বপ্নের বর্ণনা আমাদের কোন পুঁথি বা ধর্মগ্রন্থে নেই। অতএব এ বিষয় আমাদেরকে ক্ষমা করুন। রাজা অতিথিবৃন্দের কথা শুনে খুবই বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

এ সময় রাজার শরাব পরিবেশনকারী ভৃত্যটি কাছে ছিল। সে রাজার প্রতি কুর্নিশ করে বলল, "হুজুর! আপনার জেলখানার ভিতর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর একটি ছেলে আছে। সে অত্যন্ত সচ্চরিত্রবান,ধর্মপরায়ণ ও মিষ্টিভাষী। তিনি স্বপ্নের তাবীর সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান রাখেন। আমি ও আপনার সাজাপ্রাপ্ত বাবুর্চি জেলখানায় অবস্থান কালে দু'জনের দু'টি স্বপ্ন দেখি। অতঃপর তাবীরের জন্য আমরা তার নিকট গমন করি। তিনি একদিন পরে আমাদেরকে যে তাবীর বলে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে তাবির বাস্তবে প্রতিফলিত হল। রাজা ভৃত্যকে জিজ্ঞেস করলেন– তোমরা কি স্বপ্ন দেখেছিলে এবং ছেলেটি উহার কি তাবীর করেছে। ভৃত্য বলল, আমি দেখেছিলাম, আঙ্গুর ফল নিংড়িয়ে রস বের করে উহা পেয়ালা ভর্তি করছি এবং বাবুর্চি দেখেছিল সে তার মাথার উপর এক ঝুড়ি রুটি নিয়ে দাড়িয়ে আছে। তার মাথার উপড়ে রুটিগুলো পাখি ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছে। এ স্বপ্নের তাবীর তিনি বলেছিলেন, তোমরা রাজাকে বিষ প্রয়োগের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অপরাপধে যে মামলায় সম্মুখীন হয়েছ তাতে শরাব পরিবেশকারী বে - কসুর খালাস পাবে এবং তার পদোন্নতি হবে। আর বাবুর্চির অপরাধ সেখানে প্রমাণিত হবে, তাকে শূলে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হবে এবং তার মাথার মগজগুলো পাখিরা ঠোকরে খাবে।"

তিনি এ তাবীর বলার কয়েক ঘন্টার মধ্যে ইহা বাস্তবে রুপ নেয়। অতএব আমি মনে করি, রাজা বাহাদুরের স্বপ্নের বিষয়বস্তু তার নিকট পেশ করলে নিঃসন্দেহে উপযুক্ত তাবীর পাওয়া যাবে। এখন মহাত্মন, যদি আমাকে আদেশ করেন তবে আমি তাকে দরবারে ডেকে আনতে পারি। অথবা তার নিকট বিষয়টি আলাপ করে আসতে পারি। রাজা এমনিতেই খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। অন্যদিকে তার পরিষদবর্গ স্বপ্নের সঠিক কোন তাবীর করতে সক্ষম হয়নি। তাই তিনি আর বিলম্ব না করে ভৃত্যকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন জানাচ্ছে-

وَقَالَ الَّذِىْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ
فَاَرْسِلُوْنَ * يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِىْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ
سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ لَّعَلِّىْ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ * قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِىْ
سُنْبُلِهٖ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ * ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ
مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ * ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ
فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ *

অর্থ ঃ সেই দুইজন কয়েদীর মধ্যে যে ব্যক্তি জীবিত ছিল, এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পরে তার স্মরণ হলো এবং বললো, আমি আপনাদেরকে এর তাৎপর্য জানাবো। আমাকে কিছু সময়ের জন্য কারাগারে ইউসুফের কাছে যেতে দিন। সে কারাগারে গিয়ে বললো, হে সত্যপরায়ণতার মহাপ্রতীক ইউসুফ! আমাকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও যে, সাতটি স্বাস্থ্যবান গাভী অপর সাতটি স্বাস্থ্যহীন গাভীকে খাচ্ছে আর সাতটি শস্য গুচ্ছ তরতাজা এবং বাকী সাতটি একেবারে শুকনো। সম্ভবত আমি সেই লোকদের কাছে ফিরে যাবো এবং সম্ভবত তারা জানতে পারবে।

ইউসুফ বললো, তোমরা সাতটি বছর পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে চাষাবাদ করতে থাকবে। এই সময় যেসব ফসল তোমরা কাটবে তা হচ্ছে সামান্য অংশ-যা তোমাদের খোরাকীর জন্য প্রয়োজনীয়-বের করবে আর বাকী সব অংশ এর গুচ্ছের মধ্যেই রেখে দেবে। এরপর সাতটি বছর অত্যন্ত কঠিন আসবে। এই সময়ের জন্য তোমরা যেসব শস্য সঞ্চয় করে রাখবে, তা সবই তখন খেয়ে ফেলা হবে। যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে শুধু তাই, যা তোমরা সংরক্ষিত করে রাখবে। এরপর একটি বছর আবার এমন আসবে যে, যখন রহমতের বর্ষণ দ্বারা লোকদের আবেদন শোনা হবে আর তারা রস নিঙড়িয়ে নিবে। (সূরা ইউসুফ ঃ ৪৫-৪৯)

ইউসুফ (আঃ) ভৃত্যটিকে দেখেই বললেন, কি জন্য এখানে এসেছ?" ভৃত্য বলল, হুজুর! মিশরের রাজা রায়হান একটি অত্যাশ্চার্য স্বপ্ন দেখেছেন। যার

www.pathagar.com

তাবীর কেউ করতে সক্ষম হয়নি। এখন স্বপ্নটি আপনার নিকট পেশ করে উহার তাবীর জেনে নেয়ার জন্য আমি এখানে প্রেরিত হয়েছি। ইউসুফ (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন কি স্বপ্ন তিনি দেখেছেন বল? তখন ভৃত্য বলল, রাজা স্বপ্নে দেখেছেন সাতটি সবল গাভীকে সাতটি কৃষ্ণ গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি তাজা শস্য শীষকে সাতটি সুকনো শীষে খেয়ে ফেলছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নের বিবরণ শুনে বললেন, স্বপ্নের তাবীর খুব সহজ বটে কিন্তু উহার বাস্তবরূপ অত্যন্ত কঠিন ও ভয়াবহ। ভৃত্য হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কথা শুনে বলল, "হুজুর! দয়া করে তাবীরটি আমাকে বিস্তারিত বলুন।" হযরত ইউসুফ (আঃ) তখন বললেন, মিশর রাজ্যে একাধারে সাত বছর অনেক শস্য উৎপাদন হবে। পরবর্তী সাত বছর কোন শস্য উৎপাদন হবে না। সারা মিশর, সিরিয়া ও অন্যান্য দেশে নেমে আসবে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করবে। ভৃত্য স্বপ্নের তাবীর শোনা মাত্র উন্মাদের ন্যায় রাজ দরবারের দিকে চলল। রাজা রায়হান ভৃত্যের পথের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যখন ভৃত্য তাঁর নিকট পৌছল, তখন সে অস্থিরতার সাথে জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর এনেছ? ভৃত্য মলিন বদনে রাজার নিকট বলল, মহাত্মন ! তিনি স্বপ্নের বিবরণ শুনে বলেছেন যে, মিশর রাজ্যে আগামী সাত বছর অধিক ফসল ফলবে, পরবর্তী সাত বছর কোন ফসল ফলবে না। ফলে সারাদেশে আরম্ভ হবে মহাদুর্ভিক্ষ। রাজা রায়হান ভৃত্যর মুখে স্বপ্নের তাবীর শুনে খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাই তিনি ভৃত্যকে বললেন, বাবা! "তুমি গিয়ে তার নিকট পুনরায় জিজ্ঞাস করে এস, এ মহা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে মানুষকে কিভাবে রক্ষা করা যাবে?"

ভৃত্য পুনরায় জেলখানায় এসে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর! রাজা আপনার নিকট জানতে চেয়েছেন যে, এ দুর্ভিক্ষের কবল থেকে মানুষকে কিভাবে রক্ষা করা যাবে? হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, প্রথম সাত বছর অধিক ফসল ফলাতে চেষ্টা করতে হবে। যেন দেশবাসীর চাহিদার পরেও ফসল উদ্ধৃত্ত থাকে উদ্বৃত্ত ফসল ভাল করে শুকিয়ে গুদামজাত করতে হবে। যেন পোকা মাকড়ে নষ্ট করতে না পারে। অতঃপর এ সাত বছরের উদ্বৃত্ত ফসল দ্বারা পরবর্তী সাত বছর চালাতে হবে।"

ভৃত্য হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর উপদেশ নিয়ে রাজ দরবারে পৌজে রাজার নিস্কট সবিস্তার বলল। রাজা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কথাগুলো বিশ্বাস করলেন। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন এই মহৎ ব্যক্তি জেলে কেন পচে মরছে। যে স্বপ্নের তাবীর তার রাজ্যের কোন বিদ্বান ব্যক্তি দিতে পারেননি সেই স্বপ্নের তাবির ক্ষণিকের মধ্যে যিনি দিয়ে দিলেন তিনি সাধারণ লোক নয়।

www.pathagar.com

তোমাকে স্বপ্নের তাবীর বলে দিলেন তিনি কেমন লোক? ভৃত্য উত্তর দিল, মহাত্মন! তিনি একজন মহামানব, চন্দ্রর ন্যায় উজ্জ্বল তাঁর চেহারা। যে ব্যক্তি তার দিকে একবার তাকায় সে দ্বিতীয়বার তার দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। আপনার রাজমহলের বহু রমনী তার রূপে উন্মাদ হয়ে আছে। তারা জেলখানায় গিয়ে প্রত্যহ তাকে একবার দর্শন করে আসে। এছাড়া যে রমনী তার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সেই তার প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। এ বিষয় অনুসন্ধান করলে আপনি অনেক ঘটনা জানতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, এ ব্যক্তি জেলখানায় পৌছার পরে জেলের সমস্ত কয়েদী তাঁর ধর্ম গ্রহণ করে এমন সচ্চরিত্রবান হয়েছে যাতে এখন আর জেলের গেট আটকে রাখতে হয় না। জেল প্রহরীর কোন রকম পাহারা দিতে হয় না। সকল কয়েদী ইমানদার। তারা কারাগারের নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ না হতে কেউ জেল থেকে পালাবার চিন্তা করে না। তারা কেউ মিথ্যা কথা বলে না, বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করে না। সর্বদা মহান শ্রষ্টা, আল্লাহ তা'য়ালার নাম স্মরণ করে এবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করে।

তৃতীয়ত, এ ব্যক্তি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর। তাঁর পিতার নাম হযরত ইয়াকুব (আঃ)। তিনি নাকি কেনানবাসীদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁকে তাঁর পিতা নাকি অধিক ভালবাসতেন। এজন্য তার সৎ ভাইয়েরা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় এবং পিতার নিকট হতে তাকে কৌশল করে নিয়ে গভীর অরণ্যের এক কূপের মাঝে ফেলে দেয়। সেখানে আল্লাহ তা'য়ালা তার জীবন রক্ষা করেন। অতঃপর একদল বনিক তাকে কূপ থেকে উদ্ধার করে। তার ভাইয়েরা তখন তাদের নিকট গোলাম বলে পরিচয় প্রদান করে এবং অল্প কিছু মুদ্রার বিনিময়ে তাদের নিকট বিক্রি দেয়। বনিকেরা তাকে মিশরে এনে সর্বোচ্চ মূল্যে আজিজ মেছেরের নিকট বিক্রি করে। আজিজ মেছের তাকে তার নিজ মহলে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। আজিজ মেছেরের স্ত্রী জোলেখা তাঁকে খুব ভালবাসতে আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত তার নিকট প্রেম নিবেদন করে। একদা তিনি জোলেখার আবদার কঠিন ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। তখন সে তার প্রতি কামলালসা চরিতার্থের প্রবল চেষ্টা আরম্ভ করে। এ ঘটনা একদিন আজিজ মেছেরের নিকট ফাঁস হয়ে যায়। তখন নিজ পরিবারের ইজ্জত রক্ষার তাকিদে একে কারাগারে প্রেরণ করে।"

রাজা ভৃত্যের নিকট হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর গুণাগুণ শুনে তৎক্ষণাৎ তাকে রাজ দরবারে নিয়ে আসার জন্য ঘোড় সওয়ারসহ ভৃত্যের প্রেরণ করেন। ভৃত্য অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ঘোড় সওয়ারসহ জেলখানায় গিয়ে পৌছে।

www.pathagar.com

অতঃপর হযরত ইউসুফ (আঃ) ভৃত্যের কথা শুনে বলেন, "দেখ আমাকে আজিজ মেছের কি অপরাধের জন্য জেলে পাঠিয়েছেন তা আমার জানা নেই এবং আমার নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়েছে কিনা তাও আমি জানি না। অতএব আজিজ মেছেরের আদেশ ব্যতীত আমি এখান থেকে বের হতে পারি না। দ্বিতীয়ত, যে রমনীগণ আমাকে উত্যাক্ত করেছে আমার সম্মুখে এসে লেবুর বদলে হাত কেটেছে তাদের নিকট প্রথমে জিজ্ঞাস করা হোক কার দ্বারা অপরাধ সংগঠিত হয়েছে এবং কি কারণে আমাকে জেলে পাঠান হয়েছে। এ সমস্ত রহস্য উদঘাটন হলে এবং নির্দোষ প্রমাণিত হলে আমি এখান থেকে বের হতে পারি। এর পূর্বে এখান থেকে বের হওয়া আমার জন্য উচিত হবে না। তুমি রাজাকে আমার কথাগুলো বুঝিয়ে বল। ভৃত্য হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মর্মস্পর্শী আবেগের কথাগুলো শুনে রাজদরবারে চলে গেল এবং রাজার নিকট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করল। রাজা এ সমস্ত কথা শুনে অগ্নিশর্মা হলেন। তখন রাজপরিষদবৃন্দ ও রাজমহলের রমনী দিগকে সম্মুখে ডাকলেন। সেই সাথে জোলেখাকেও ডাকলেন। প্রথমে রাজা আজিজ মেছেরকে জিজ্ঞেস করলেন,আজিজ! তুমি নিষ্পাপ, সচ্চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মপ্রাণ একটি ছেলেকে কেন কয়েদখানায় পাঠিয়ে দীর্ঘদিন যাবত কষ্ট দিচ্ছ? এর উপযুক্ত কৈফিয়ত দাও। আজিজ মেছের রাজার কণ্ঠস্বর শুনে বুঝলেন,তিনি বিষয়টি সঠিক খবর অবগত হয়ে ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাই তিনি অত্যান্ত বিনয়ের সাথে বললেন,"হে মহান প্রভূ! এ বিষয় আমার নিবেদন হল এই যে, আমি উক্ত ছেলেটিকে গোলাম হিসেবে মালেক বিন জেগরের নিকট থেকে অনেক মূল্য দিয়ে খরিদ করে আমার স্ত্রী জোলেখার হাতে দিয়ে বলেছিলাম আমি এ ছেলেটিকে খরিদ করে এনেছি। ওকে তুমি যত্ন কর এবং আমাদের নিজ সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন কর। যখন আমাদের কোনো সন্তান নেই তখন সন্তানের অভাবটা আমাদের দূরীভূত হবে। ছেলেটি দ্বারা আমাদের কোন বড় কল্যাণ সাধিত হতে পারে। আমার স্ত্রী আমার কথার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ যত্ন সহকারে তাকে প্রতিপালন করে। দীর্ঘ সাত বছর যাবত ওকে প্রতিপালনের পর যখন সে পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করে তখন সে আমার স্ত্রীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। সে প্রায়ই আমার স্ত্রীর নিকট কামনা চরিতার্থের আবেদন নিবেদন করত। আমার স্ত্রী কঠিন ভাবে তার প্রস্তাব প্রতাখ্যান করার পরে একদা সে শক্তি প্রয়োগ করে যৌন উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করে। যার প্রকাশ্য দৃশ্য আমার সম্মুখে পড়ে যায়। তখন আর তাকে আমার মহলে রাখা নিরাপদ মনে না করে আমি তাকে কারাগারে পাঠাতে বাধ্য হয়েছি।

www.pathagar.com

আল্লাহর নবীর এই দাবী মিসর শাসক মেনে নিতে বাধ্য হলেন এবং নিজেদের মহিলাদের জিজ্ঞেসাবাদের ব্যবস্থা করলেন। মহিলার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলো যে, ঐ লোকটি ছিলো সম্পূর্ণ নির্দোষ। এ সম্পর্কে আল্লাহর কুরআন জানাচ্ছে–

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ *

এরপর বাদশাহ সেই মহিলাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা যখন ইউসুফকে ভুলাতে চেষ্টা করেছিলে, তোমাদের সেই সময়ের অভিজ্ঞতা কি? সবাই একবাক্যে বলে উঠলো, আল্লাহ মহান ও পবিত্র! আমরা তো তাঁর মধ্যে অন্যায়ের বিন্দুমাত্র দেখতে পাইনি। আযীযের স্ত্রী বলে উঠলো, এখন সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আমিই তাকে ভুলাতে চেষ্টা করেছিলাম। নিঃসন্দেহে সে অবশ্যই সাচ্চা ও খাঁটি লোক। (সূরা ইউসুফ ঃ ৫১)

অতঃপর রাজা রমনীদের নিকট হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে জানতে চাইলে রমনীগণ রাজার নিকট করজোরে বলতে লাগল, হে মহামহিম প্রভূ! আমরা এই ছেলেটির ন্যায় রুপবান কোন মানুষকে কোন দিন দেখিনি। তাই তাকে দেখামাত্র আমরা তার রুপের নেশায় পাগল হয়ে যাই। তার নিকট আমরা প্রেম নিবেদন করি। তার যৌবন সুধা পান করার নিমিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠি। এ সঙ্গে রমনীগণ জোলেখার ঘরে তাদের লেবু কাটার ঘটনাও প্রকাশ করে দিল। জোলেখা আর নিরব থাকতে পারলেন না। তাই চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, হে মহা সম্মানিত রাজা! অপরাধ ইউসুফ বা রমনীরা কেউই করেনি। সমস্ত অপরাধ আমি করেছি। আমি ইউসুফের এর রুপের মোহে এমন ভাবে আকৃষ্ট হয়েছি যাতে আমার স্বাভাবিক জ্ঞান,বুদ্ধি, লজ্জা-শরম সব কিছু বিলোপ পেয়েছে। এখন সত্য কথা বলতে আমার আর কোন লজ্জা নেই। ইউসুফকে অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত করার লক্ষে আমি অনেক রকম কৌশল করেছি। কোন রকম চেষ্টায় কসুর করিনি। ওর বক্ষে মুখ রেখে ক্ষণিকের জন্য তৃপ্তি লাভ করার নেশায় আমাকে পশুত্ব বরণ করতে হয়েছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে যখন আমি ব্যর্থ হয়েছি তখন রাজমহলের আমার সখিদেরকে আমার সাহায্যকারি হিসেবে গ্রহণ করি। যখন তারা ইউসুফের রুপ দর্শন করল তখন আমার কথা ভুলে গিয়ে নিজেরা ওকে লাভ করার জন্য পাগল হয়ে গেল। আমি আর উপায় দেখছিলাম না। মনে

www.pathagar.com

দুর্বলতার দেখা দিল যাকে ঘিরে আমার জীবনের সর্বস্ব উজার করে দিলাম, যার মোহ আমার জীবন যৌবন উৎসর্গ করলাম এবং যার জন্য মানুষের নিকট জঘন্য নিন্দার পাত্রী হিসেবে চিহ্নিত হলাম তাকে হয়ত বা আমার সখীগণ আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে যাবে এটা আমার সহ্য হল না। আমি আজিজ মেছেরকে বলে তাকে বন্দী খানায় পাঠিয়ে দেই। অতএব হে রাজাধিরাজ ! এ ঘটনার প্রকৃত অপরাধিনী আমি। আমাকে শাস্তি দিন,আমার বিচার করুন।

মন্ত্রীত্বের পদমর্যাদায় হযরত ইউসুফ (আঃ)

রাজদরবারে এ আলোচনা বৈঠকে আজিজ মেছেরসহ রাজার পরিষদবর্গ সকলে উপস্থিত ছিলেন। আজিজ মেছের তার স্ত্রীর কথা শুনে ঘৃণা ও লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যাবার উপক্রম হলেন। তার স্ত্রী এমন জঘন্য চরিত্রে মানুষ। তাকে নিয়ে সে এ যাবত ঘর করেছেন। এই অপবাদের লজ্জায় সে দাড়িয়ে বললেন, আমি জানতাম না আমার স্ত্রী এত জঘন্য, এত ইতর প্রকৃতির। আমি তাকে এখন থেকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করলাম। এই বলে তিনি বৈঠক থেকে বেড়িয়ে গেলেন।

এবার রাজা রায়হানের আর বুঝতে কিছুই বাকি রইল না। তাই তিনি শরাব পরিবেশনকারী ভৃত্যের সাথে একদল অশ্বারোহী সৈন্য ও ঘোড়ার গাড়ি দিয়ে বললেন, ইউসুফকে স্বসম্মানে নিয়ে আস। আর তাকে বলো তিনি আমার তদন্ত ও বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। এখন তাঁর আবাসস্থল হবে রাজ দরবারে। ভৃত্য ও সৈন্য দল রাজার আদেশ অনুসারে কারাগারে গিয়ে পৌছল এবং ইউসুফ (আঃ)-কে সমস্ত বৃত্যান্ত খুলে বলল। ইউসুফ (আঃ) রাজার আদেশ শীর ধার্য করে ওদের সাথে রাজদরবারে চলে এলেন। রাজা রায়হান হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মুখমন্ডল দর্শন করে অবাক হলেন। এত সৌন্দর্যমন্ডিত একটি নিষ্পাপ ছেলেকে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে দীর্ঘ সাত বছর যাবত তারই শহরে কারাগারে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। আর এ বিষয়ে কোন দিন তার কাছে কোন খবর পৌছে নাই। বিষয়টি রাজার নিকট অত্যন্ত লজ্জাকর বলে বিবেচিত হল। তাই তিনি ইউসুফ (আঃ) কে কাছে বসিয়ে অতি আদর করলেন এবং তার এই কারাভোগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। অতঃপর রাজদরবারে অত্যান্ত মর্যাদা সহকারে তার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং বললেন,"ইউসুফ! তুমি প্রতিদিন আমার কাছে বসবে। মাঝে মাঝে আমার কাজে সাহায্য করবে। এটাই তোমার প্রাথমিক দায়িত্ব।" হযরত ইউসুফ (আঃ) রাজার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে বললেন,"আপনার যা হুকুম তা আমি যথাযথ পালন করব।"

www.pathagar.com

হযরত ইউসুফ (আঃ) রাজার নির্দেশ অনুসারে প্রতিদিন দরবারে আসেন এবং রাজ কার্যে সহায়তা প্রদান করেন। রাজা বিভিন্ন বিষয় তাঁর নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) এমন নিখুঁত ও নির্ভুল পরামর্শ দান করেন যাতে অনেক বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজা তাঁর মতামতের উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে আরম্ভ করেন। এভাবে তাদের দিন অতিবাহিত হল।

এদিকে দীর্ঘ দিন যাবত আজিজ মেছের দরবারে আসেন না। তিনি জোলেখার অপমান সহ্য করতে না পেরে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাজা তাকে অনেক বার খবর দিয়েছেন তবুও তিনি আসেননি। একদিন রাজা তাকে দেখতে যান। গিয়ে দেখেন তিনি শারীরিক অসুস্থতার চেয়ে মানসিক অসুস্থতার আক্রান্ত অধিক। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন রাজদরবারে তোমার দায়িত্ব অনেক। এখন দীর্ঘদিন যাবত তোমার অনুপস্থিতির কারণে অনেক কাজ পিছনে পড়ে আছে। এ বিষয় এখন কি করা যায়?"

আজিজ মেছের বললেন, "রাজা বাহাদুর! আমি যে অন্যায় আপনার সাথে করেছি এবং মিথ্যা কথাগুলো বলেছি তাতে আমি দ্বিতীয়বার আপনাকে মুখ দেখাতে ভীষণ লজ্জাবোধ করছি। বিশেষ করে আপনার পরিষদবর্গ আমার কথা শুনে আমাকে একটি গাদ্দার, মিথ্যাবাদী মনে করেছে। এমতাবস্থায় আমি আর দ্বিতীয়বার দরবারে গিয়ে সকলের সম্মুখে উপস্থিত হব কোন মুখে। এছাড়া আমি মানসিক দিক দিয়ে খুব অসুস্থতা বোধ করছি। আমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে যে আঘাত আমি পেয়েছি তা সহ্যকরা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি বোধ হয় আর বেশি দিন বাঁচব না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ইউসুফ সম্বন্ধে আমার আবেদন হল, ইউসুফের ন্যায় একটি সচ্চরিত্রবান ছেলে এ যুগে পৃথিবীতে আছে বলে আমার মনে হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে অশেষ রূপ দিয়েছেন, অঘাত জ্ঞান দিয়েছেন, অসাধারণ বুদ্ধি দিয়েছেন, নেতৃত্বের সমুদয় গুণাবলী দিয়ে তাঁকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এছাড়া ধর্মানুরাগ তাঁর একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। যা নিরীক্ষণ করলে তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। এছাড়া আরো অশেষ গুণের অধিকারী এই বালক ইউসুফ। অতএব আপনি রাজকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় তার সাহায্য নিতে পারেন। আমি মনে করি তাতে আপনার রাজ্যে শ্রীবৃদ্ধি অনেক গুণ বেড়ে যাবে এবং আপনার পরিশ্রমের লাঘব হবে। বিশেষ করে আগামী দুর্ভিক্ষের দিনের মহা সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য তার কার্যকরী ভূমিকার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন হলে আপনি তাঁকে কয়েকদিন কাছে রেখে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিতে পারেন। হে মহান প্রভু! আমি আমার এ অন্তিম সময়ে আপনার নিকট যা বলছি তার প্রতিটি অক্ষর সত্য।

www.pathagar.com

পুনরায় শপথ করে বলছি, আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য। এর মধ্যে সামান্য মিথ্যার বালাই নাই।"

রাজা আজিজ মেছেরের কথা শুনে বললেন, "এখন আমি ইউসুফ (আঃ)-কে তোমার পদে রাখতে চাই। এ বিষয় তোমার কি বক্তব্য? "আজিজ মেছের বললেন, "আমি এটাই ইঙ্গিতে আপনার নিকট বলতে চাচ্ছিলাম। কারণ আপনার প্রতি ও মিশর রাজ্যের প্রতি আমার হৃদয়ের এক বিরাট আকর্ষণ রয়েছে। মিশরের সর্বত্র আমার কীর্তির অসংখ্য নির্দশন দাঁড়িয়ে আছে। আমি সেগুলোকে চিরদিনের জন্য স্মরণীয় করে রাখতে চাই। অতএব যোগ্য নেতৃত্ব ব্যতীত সেগুলো যথাযোগ্য মান-মর্যাদা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। তাই আপনার নিকট ইউসুফের নিয়োগ সম্বন্ধে শেষ নিবেদন করছি। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন।"

রাজা আজিজ মেছেরের কথাবার্তা শুনে তার মঙ্গল কামনা করে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। দরবারে এসে দেখলেন ইউসুফ (আঃ) দেশবাসীর প্রতি আগামী সাত বছরের জন্য একটি নির্দেশ জারি করার লক্ষ্যে লেখাপড়া সমাধা করে রাজার আদেশের জন্য অপেক্ষা করছেন। নির্দেশটি ছিল নিম্নরূপ- আগামী সাত বছর পর্যন্ত দেশের সকল শস্য উৎপাদনকারীগণকে সকল শস্যের ওপর (উৎপাদিত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ) রাজকোষে জমা দিতে হবে। রাজা ইউসুফ (আঃ) এর দুরদর্শিতা দেখে অত্যন্ত খুশী হলেন এবং নির্দেশটি দেশের সর্বত্র পৌঁছে দেয়ার জন্য কর্মকর্তাদেরকে আদেশ দিলেন।

অতঃপর রাজা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে মিশরের প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। ইউসুফ (আঃ) বললেন, "জাহাপনা ! আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত নই। কারণ মিশরের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এখন পর্যন্ত আজিজ মেছের সাহেব সমাসীন আছেন। তিনি আমার পিতৃতুল্য মুরব্বি, তিনি আমাকে আমার মহাবিপদের দিনে আশ্রয় দিয়েছেন এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে দীর্ঘ সাত বছর যাবত আমাকে প্রতিপালন করেছেন, অতএব আমি তাহার বর্তমান থাকা অবস্থায় তার পদে অধিষ্ঠিত হতে পারি না। এটা হবে আমার জন্য চরম অকৃতজ্ঞতা ও বে-আদবী। অতএব এ বিষয় আমাকে ক্ষমা করুন।"

রাজা বললেন, ইউসুফ (আঃ) তুমি দুশ্চিন্তা কর না। আমি আজিজ মেছেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছি। তিনিই এ প্রস্তাব আমার নিকট দিয়েছেন। অতএব বিষয়টি নিয়ে তোমার সংকোচন করার কারণ নেই। হযরত ইউসুফ (আঃ) রাজার কথা শুনে বললেন, জাহাপনা ! আপনি যদি আমাকে কোন পদ দিতে চান তবে আমাকে খাদ্যমন্ত্রীর পদ দিন। আমি এ বিষয় উৎসাহের সাথে

www.pathagar.com

কাজ করে যাব। বিশেষ করে আগামী দুর্ভিক্ষের দিনের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নিতে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করে যাব এবং রাজদরবার থেকে আরম্ভ করে সুদূর পল্লী পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে ঘুরে মানুষকে উপদেশ দিয়ে আসব। অতএব দয়া করে আপনি আমাকে এ দায়িত্বটি অর্পন করতে পারেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে আমাকে রেহাই দিন।

রাজা ইউসুফ (আঃ)-এর কথা শুনে বললেন, "আজিজ মেছের কোন দিন আমার দরবারে আসবেন না। অতএব এ দায়িত্ব আমি কাকে দেব? এ পদটি তো আর খালি রাখা যায় না।" হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, "আজিজ মেছের সাহেব যতদিন জীবিত আছেন ততদিন আমি তার কাজ চালিয়ে যাব। তবুও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার নামটি যথাস্থানে রাখতে হবে।" রাজা ইউসুফ (আঃ)-এর কথায় সন্তুষ্ট হয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। অবশ্য আজিজ মেছের এরপরে মাত্র দু বছর জীবিত ছিলেন। পরে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবেই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর উপর ন্যাস্ত হয়।

হযরত ইউসুফ (আঃ) তখন থেকে মিশরের খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে আরম্ভ করেন। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে যে সমস্ত কাজ ছিল তাও তিনি নিয়মিত ভাবে সম্পাদন করতেন।

সৎ ভাইদের ফরিয়াদ

হযরত ইউসুফ (আঃ) মিশরের খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে সমাসীন হবার পরে তিনি সারা দেশে খাদ্য সংগ্রহ অভিযান আরম্ভ করলেন। কারণ তখন থেকে সাত বছর দেশে অধিক ফলন আসবে এবং পরবর্তী সাত বছর দেখা দেবে দুর্ভিক্ষ। তাই তিনি দেশের সকল শহরে বড় বড় গুদাম তৈরি করে খাদ্য মজুদের ব্যবস্থা করেন। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর আইন-কানুন আচার-ব্যবহার মানুষের নিকট অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠে। এজন্য খাদ্য সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করা খুব সহজসাধ্য হয়। স্বেচ্ছায় দেশবাসী প্রতিযোগিতামুলক উৎপাদন আরম্ভ করে। অধিক উৎপাদনের জন্য খাদ্যমন্ত্রী অনেকগুলো বড় বড় পুরস্কারের ঘোষণা দিলেন, যাতে মানুষের আগ্রহ, উৎসাহ অনেক বৃদ্ধি পেল এবং স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকগুণ বেশি শস্য উৎপন্ন হয়। এভাবে তিনি অধিক ফসল ফলিয়ে দেশের সমস্ত গুদাম ভর্তি করে ফেলেন। পরে স্থান অভাবে সকল সরকারি ভবনের এক অংশ গুদাম হিসেবে কাজে লাগালেন।

এভাবে এক এক করে সাত বছর হয়ে গেল। ইতোমধ্যে, আজিজ মেছের ইন্তেকাল করেন এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) প্রধানমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে আরম্ভ করেন। বাদশা রায়হান অধিক বৃদ্ধ হয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

তিনি একদিন হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে ডেকে তাঁর মাথায় রাজ অধিরাজের মুকুটটি পড়িয়ে দেন এবং বলেন বাবা, "তোমার ন্যায় একজন সচ্চরিত্রবান ছেলের নিকট আমার বিরাট দায়িত্বটি অর্পণ করার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালা সঠিকভাবে তোমাকে এ দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য দান করুন।"

হযরত ইউসুফ (আঃ) রাজার কথা শুনে বললেন, হে মহাসম্মানিত রাজা! আপনার বদান্যতার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। তবে আপনি যতদিন জীবিত আছেন, ততদিন এ মুকুট আপনার নিকট থাকবে। আমি আপনার আজ্ঞাবহ হিসেবে রাজ্যের সমুদয় কার্যকে এগিয়ে নিয়ে যাব। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন।

রাজা হযরত ইউসুফ (আঃ) এর কথা শুনে বললেন, বাবা! এবার আমার পরকালের মুক্তির জন্য আমাকে তোমার ধর্মের দীক্ষা দান কর। হযরত ইউসুফ (আঃ) তখন তাকে কলেমা পাঠ করালেন এবং ইসলামের আদেশ নিষেধ প্রতি পালনের উপদেশ দিলেন। রাজা ইসলামের আহকাম শিক্ষার জন্য একজন উপযুক্ত আলেম নিয়োগ করার কথা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে বলে দিলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) তখন তাঁর বন্দী জীবনের সাথী একজন যোগ্য ব্যক্তিকে এ কাজে নিযুক্ত করে দিলেন। যিনি রাজা রায়হানকে ইসলামের যাবতীয় বিষয় অবগত করবেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর অতি কর্ম ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে ফসল উৎপাদনের সাত বছর কেটে গেল। পরবর্তী বছর থেকে আরম্ভ হল দুর্ভিক্ষ। মানুষ প্রথম দিকে ঘটনাটি খুব কঠিন বলে বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে সারা পৃথিবী ব্যাপী আরম্ভ হল হাহাকার। খাদ্যের অভাবে মানুষ আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে ছুটতে আরম্ভ করল দেশ-দেশান্তরে। এক বছরের মধ্যে জনসাধারণের মজুদকৃত সকল শস্য ফুরিয়ে গেলে মানুষের লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেল এবং বুভুক্ষ মানুষের দল এসে ভীড় জমাতে লাগল হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দরবারে। তখন ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্ন তাবীরের প্রতি বিশ্বাস হল সকল মানুষের।

হযরত ইউসুফ (আঃ) তখন অনাহারী মানুষের মাঝে খাদ্য-শস্য বন্টন করতে আরম্ভ করেন। দেশের মানুষের মাঝে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য-শস্য পৌঁছে দেবার ফলে কিছুটা স্বস্থি ফিরে এলো। এরপরে আরম্ভ হল বিদেশীদের আগমন। সিরিয়া, দামেস্ক, বাহরাইন প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আসতে থাকে অগণিত মানুষ। হযরত ইউসুফ (আঃ) সকলকে এক উট বোঝাই করে খাদ্য-শস্য দিতে থাকেন।

www.pathagar.com

বিদেশীদেরকে এত পর্যাপ্ত পরিমাণ শস্য বিতরণের প্রতিবাদে পরিষদ সদস্যবৃন্দ আপত্তি জানালেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, "এ অভাবের দিনে গুদামজাত শস্যে তাদের অংশ আছে। অতএব তাদেরকে মাহরুম করা যাবে না।" একথা বলে তিনি লাইন ধরে খাদ্য-শস্য দিতে থাকেন।

ইতোমধ্যে একদিন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট খবর আসে, ইয়েমেন থেকে দশ জন লোক এসেছেন খাদ্য-শস্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে। তবে তারা যে সমস্ত পশমি কম্বল নিয়ে এসেছে তা বাজারে অচল। হযরত ইউসুফ ইয়েমেনের কথা শুনে সচকিত হলেন এবং হুকুম দিলেন ইয়েমেন থেকে আগত ব্যক্তিদেরকে লাইন থেকে বের করে ভিন্নভাবে আমার নিকট নিয়ে আস।" ভাইদের মিসর আগমনের ঘটনা কুরআনের ভাষায় এভাবে বর্ণনা করা হয়–

وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ * وَلَمَّا
جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِىْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ اَلاَ تَرَوْنَ اَنِّىْ اُوْفِ
الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ * فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِىْ بِهٖ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِىْ
وَلاَ تَقْرَبُوْنِ * قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ * وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ
اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِىْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَا اِذَا انْقَلَبُوْا اِلٰى اَهْلِهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ *

অর্থ ঃ ইউসুফের ভাইয়েরা মিসরে এলো এবং তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। সে তাদের চিনতে পারলো, কিন্তু তারা তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রয়ে গেল। তারপর যখন সে তাদের মাল-সামান প্রস্তুত করিয়ে দিল, তখন যাওয়ার সময় তাদেরকে বললো, তোমাদের সৎ ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। দেখো না আমি কিভাবে পাত্র ভরে দেই আর কি উত্তমভাবে মেহমানদারী রক্ষা করি। তোমরা যদি তাকে না নিয়ে আসো তাহলে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোনো শস্য দানা নেই, এমন কি আমার কাছে আর আসবে না। তারা বললো, আমরা চেষ্টা করবো, যদি পিতা তাকে প্রেরণ করতে রাজী হন। আমরা নিশ্চয়ই তাকে আনবো।

ইউসুফ তাঁর খাদেমদেরকে ইঙ্গিত করলো, এরা শস্যের বিনিময়ে যে অর্থ দিয়েছে, তা গোপনে তাদের মাল-সামানের মধ্যেই দিয়ে দাও। ইউসুফ এটা এই

www.pathagar.com

আশায় করেছিল যে, বাড়িতে গিয়ে তারা নিজেদের ফেরৎ পাওয়া অর্থ চিনতে পারবে। (অথবা এই দানশীলতার কারণে তার কৃতজ্ঞ হবে) এবং তাদের ফিরে আসাও আশ্চর্যের কিছু নয়। (সূরা ইউসুফ ঃ ৫৮-৬২)

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর আদেশ অনুসারে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ডাক দিয়ে ইয়েমেন বাসীকে লাইন ছেড়ে ভিন্নভাবে তার নিকট আসতে বললেন। ইয়েমেন বাসীরা এটা একটি শুভ আলামত মনে করে লাইন থেকে বের হয়ে কর্মকর্তার সম্মুখে আসলে তিনি তাদেরকে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এ সম্মুখে নিয়ে যান। ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে দেখে চিনতে পারলেন কিন্তু তারা হযরত ইউসুফ (আঃ) কে চিনতে পারলনা। ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের পরিচয় কি এবং কি জন্য তোমরা এখানে এসেছ বল?" তারা ইউসুফ (আঃ)-কে কুর্নিশ করে বলল, "হে সম্মানীত আজিজ মেছের! আমরা ইয়েমেনবাসী ভীষণ দুর্ভিক্ষের মুখোমুখী হয়েছি। আমাদের দেশে মানুষ অনাহারে মরছে। তাই আমাদের পিতা আপনার বদান্যতার খবর শুনে কিছু কম্বল নিয়ে আপনার দরবারে প্রেরণ করেছেন। এর বিনিময়ে আমাদেরকে কিছু খাদ্য-শস্য দান করবেন বলে আমাদের আশা।" হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, "তোমাদের পিতার নাম কি? তোমরা একে অপরের কি হও? তোমরা যে শত্রু রাজ্যের গোয়েন্দা নও তার প্রমাণ কি? তোমাদের মুখশ্রী বলে দিচ্ছে, তোমাদের মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস আছে।"

তখন তাদের মধ্য থেকে ইয়াহুদ বলল, হুজুর আজিজ মেছের! আমরা সকলে ভাই ভাই। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর নবী হযরত ইয়াকুব (আঃ) আমাদের পিতা। তিনিই আমাদেরকে খাদ্য-শস্যের জন্য আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন। আমরা কোন গোয়েন্দা নই। তবে ব্যক্তিগতভাবে জীবনে অনেক ন্যায় অন্যায় করেছি। আল্লাহ যদি দয়া করে মাফ করেন তবে রক্ষা, না হয় আমাদের অদৃষ্টে অনেক দুর্ভোগ আছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদের সরল মনের কথাবার্তা শুনে মনে মনে খুশি হলেন। যদিও ইতোপূর্বে তিনি ভাইদের কৃতকার্যের প্রতিশোধ নিবেন বলে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার এটা পছন্দনীয় নয় বলে তাকে জানিয়ে দেয়া হয়। তাই তিনি ভাইদের প্রতি দয়ার্দ হন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা জানতেন মিশরের প্রধান মন্ত্রীর নাম আজিজ মেছের। তাই তারা ঐ নামে সম্বোধন করে তাদের কথা-বার্তা বলেছেন। অথচ আজিজ মেছেরের পরে যে, ইউসুফ (আঃ) সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সে খবর তাদের জানা ছিল না।

www.pathagar.com

হযরত ইউসুফ (আঃ) তার প্রহরীকে বললেন,এই ইয়েমেন বাসিদেরকে মেহমান খানায় নিয়ে যাও এবং তাদেরকে উত্তম থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা কর। এদেরকে তিন দিন পরে বন্টন দেয়া হবে। ওরা সকলে প্রহরীর সাথে চলে গেল। সুরম্য অট্টালিকায় তাদের বিছানা দেয়া হল এবং শাহী খাবার তাদেরকে পরিবেশন করা হল। তখন তারা খুবই চিন্তিত হল এবং নিজেরা আলোচনা করল, আমাদের ভিন্নভাবে এ ধরনের ব্যবস্থা করার কারণ কি? তবে কি এ ব্যক্তি ইউসুফ? অন্য জনে বলল,সে আজ পর্যন্ত আর বেচেঁ নেই। যদি বা বেচে থাকে তাহলে হয়ত গোলাম হিসেবে কোথাও জীবন-যাপন করছে। আর একজনে বলল,তবে এ ব্যক্তি কে? কেন আমাদের নিকট এত তথ্য জিজ্ঞাসা করল। কত দেশ-বিদেশের মানুষ এখানে সমবেত হয়েছে,সকলকে লাইনে দাঁড় করিয়ে শস্য দিয়ে বিদায় করছে। অথচ আমাদিগকে রাজমহলে এনে,এতটা সম্মান প্রদর্শন করছে কেন? অন্য এক ভাই বলল, যদি সে ইউসুফ হত তাহলে সে কি আমাদের প্রতিশোধ না নিয়ে এভাবে সম্মান প্রদর্শন করত ইত্যাদি নানা কথা তাদের মাঝে আলোচনা হতে থাকে।

দ্বিতীয় দিন হযরত ইউসুফ (আঃ) ইয়েমেনীদের নিকট এসে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেন। যার উত্তরে তারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট বললেন,আমরা চার মায়ের বার ছেলে সন্তান। এর মধ্যে ছোট মায়ের ছিল দুই সন্তান, ইউসুফ ও বনিয়ামীন। ইউসুফের প্রতি আমার পিতার ছিল ভীষণ আকর্ষন ও মায়া, তাকে তিনি সর্বদা কাছে রাখতেন, মুহূর্তের জন্য তাকে চোখের আড়াল হতে দিতেন না। একদিন আমরা পিতার নিকট বলে ইউসুফকে নিয়ে খেলা দেখতে যাই। সেখানে ইউসুফকে বসিয়ে রেখে আমরা একটু দূরে যাই। এমন সময় একটি বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় তার রক্তমাখা কাপড় নিয়ে কাদঁতে কাঁদতে পিতার নিকট গিয়ে পৌছি। পিতা আমাদের কথা বিশ্বাস করেন না, শুধু কাঁদতে থাকেন। অদ্য পর্যন্ত তিনি কেঁদে কাটাচ্ছেন। আর ছোট ভাই বেনিয়ামীনকে সর্বদা কাছে রাখছেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ) ভাইদের কথা শুনে বললেন, তোমাদের কথাগুলো যে সত্য তার প্রমাণ কি? তোমাদের কি কোন সাক্ষী আছে? তারা বলল, আমরা এখানে নতুন এসেছি, আমাদের কোন পরিচিত লোক এখানে নেই। তখন ইউসুফ (আঃ) বললেন, এবারে তোমাদের প্রত্যেককে এক এক উট বোঝাই করে খাদ্য-শস্য দিতেছি। দ্বিতীয় বার তোমাদের ছোট ভাইকে নিয়ে আসবে তাহলে আরো বেশি করে খাদ্য শস্য দিয়ে দিব। আর যদি তাকে নিয়ে আসতে না পার তাহলে কোন মাল পাবে না। তখন ভাইয়েরা বলল, ছোট ভাই আমাদের

www.pathagar.com

পিতার চক্ষের মণি, তাকে আমাদের সাথে দিতে পিতা রাজি হবেন কি? তবে আমরা সাধ্য পরিমাণ চেষ্টা করব। অন্য ভাই বলল, পিতাকে সমস্ত মালপত্র দেখালে তিনি অবশ্যই রাজি হবেন, তখন আমরা তাকে নিয়ে আসতে সক্ষম হব। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, তোমাদের এ কথার কি বিশ্বাস আছে? তোমরা তাহলে এক ভাই আমার দরবারে থেকে যাও। বাকি সকলে দেশে গিয়ে বেনিয়ামিনকে নিয়ে আস। এ কথার পরে কে থাকবে তা নিয়ে ভাইদের মধ্যে লটারী হল। তাতে শামুনের নাম উঠল, তখন শামুনকে দরবারে রাখা হল। বাকি ভাইয়েরা দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর আদেশ অনুসারে সকল উট বোঝাই করে খাদ্য শস্য দেয়া হল। একটি উটে তাদের নিয়ে আসা মালগুলো ফেরত দেয়া হল। তারা রওয়ানা করার পরে শামুন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট ফরিয়াদ করে বলল, হুজুর! আপনি এত মালপত্র আমাদেরকে দিয়েছেন, যা আর কাউকে দেননি। এত মাল নিয়ে ভাইয়েরা দেশে পৌঁছলে বিরাট এক আনন্দ সভা অনুষ্ঠিত হবে। পিতার মুখে দীর্ঘ ত্রিশ বছর পরে হাসি ফুটে উঠবে। আমি এই আনন্দ উচ্ছল মুহূর্তটিকে উপভোগ করতে পারব না। এটা আমার জীবনের জন্য একটি বিরাট পরিতাপের বিষয় হয়ে থাকবে। অতএব যদি দয়া করে আমাকে এ আনন্দ ভোগ করার সুযোগ দেন তবে চির কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব এবং আপনার আরো সমৃদ্ধির জন্য পিতাকে নিয়ে দোয়া করব। হযরত ইউসুফ (আঃ) শামুনের কথা শুনে বললেন, "তুমি সত্য কথা বলছ।" শামুন তখন শপথ করে বলল, হুজুর! আমি সত্য বলছি। তখন তিনি তাকে ভাইদের সাথে দেশে যেতে আদেশ দিলেন।

হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সন্তানেরা মিশর থেকে খাদ্য সম্ভার নিয়ে এসেছে শুনে দেশের অসংখ্য মানুষ সেখানে ছুটে এসেছে। সবাই দেখল, তারা প্রচুর খাদ্য শস্য নিয়ে এসেছে। হযরত ইয়াকুব (আঃ) খাদ্য-শস্যের প্রাচুর্য দেখে খুব খুশী হলেন এবং হাসলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে শস্যের অর্ধেক নিজেদের ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য রেখে বাকি অর্ধেক জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করার আদেশ দিলেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর আদেশ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ছেলেরা যখন বস্তু খুলতে গেল তখন দেখল, বিনিময়ের জন্য তারা দেশ থেকে যে সব মালামাল নিয়েছিল তা সম্পূর্ণ তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। হযরত ইয়াকুব (আঃ) এতদর্শনে বললেন, হয়ত তারা ভুলক্রমে এগুলো তোমাদের উটে বোঝাই করে দিয়েছে। অতএব আগামী কিস্তি তোমরা এগুলো নিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

শস্য বিলি বণ্টনের পরে ছেলেরা একত্রিত হয়ে হযরত ইয়াকুবের নিকট বলল, পিতা! আজিজ মেছের সাহেব অত্যন্ত ভাল লোক, তিনি আমাদেরকে রাজকীয় অভ্যর্থনা করেছেন। উত্তম খাদ্য ও উত্তম বাসস্থান দিয়েছেন এবং আমাদের পারিবারিক সকল কিছু জিজ্ঞাসা করে জেনেছেন। এমন কি ইউসুফ (আঃ) ও বনিয়ামিনের ইতিহাস শুনেছেন। সর্বশেষে তিনি আগামী কিস্তিতে বনিয়ামিনকে তার নিকট নিয়ে যেতে বলেছেন। হযরত ইয়াকুব বনিয়ামিনকে মিশর নিয়ে যাওয়ার কথা শুনে একটু ইতস্ততঃ করলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন বনিয়ামিনকে দেখার জন্য মিশরের মন্ত্রী বাহাদুর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এটা খুবই অসামঞ্জস্যকর। কারণ তিনি আমাদেরকে চিনেন না, জানেন না। সেখানে সম্ভবত হযরত ইউসুফ (আঃ) রহিয়াছেন, তাই তিনি ছেলেদের নিকট অমত প্রকাশ করেও শেষ পর্যন্ত বনিয়ামিনকে মিশর প্রেরণে রাজি হলেন।

ভাইদেরকে হযরত ইয়াকুব (আঃ) শপথ করালেন, যেন তারা বনিয়ামিনকে কষ্ট না দেয় এবং তাকে যত্নসহকারে এনে পিতার নিকট ফেরত দেয়।

কয়েকদিন অতিবাহিত হল হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দরবারে ইয়েমেনবাসীরা এসে পৌঁছল না। ইউসুফ (আঃ) খুবই চিন্তিত হয়ে গেলেন। তিনি ছোট ভাই বনিয়ামিনকে প্রাণ ভরে দেখবেন, তাকে কোলে তুলে চুমু খাবেন, কাছে বসিয়ে বিগত দিনের সমস্ত ইতিহাস শুনবেন। এভাবে অনেক আশা-প্রত্যাশা নিয়ে তিনি ভাইদের পথ পানে তাকিয়ে ছিলেন। বনিয়ামিন মায়ের আদরটুকু পর্যন্ত জীবনে লাভ করতে পারেনি, কত কষ্টে ও দুঃখে তার জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে তা ভেবে হযরত ইউসুফ (আঃ) ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে উঠেন। রাজদরবারের কাজে পর্যন্ত তিনি অনেকটা অমনযোগী হয়ে পড়েছিলেন। তাকে দেখলে মনে হত তার মধ্যে এক উদাশিনতা বিরাজ করছে। কিন্তু কেউ কোন কারণ অনুসন্ধান করে বের করতে পারল না। রাজদরবারের অনেকে পিছনের বিষয়টি আলোচনা করত।

ছোট ভাইয়ের সাক্ষাৎ লাভ

ইতোমধ্যে একদিন হঠাৎ ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট খবর আসল, ইয়েমেন থেকে এগারজন বণিক এসেছে খাদ্যশস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। হযরত ইউসুফ (আঃ) এ সংবাদ শুনে তাদেরকে দরবারে নিয়ে আসার জন্য হুকুম দিলেন। তার উত্তপ্ত প্রাণ শান্ত হল। তিনি সকলকে সম্মুখে ডেকে জিজ্ঞাস করলেন, "তোমাদের ছোট ভাইকে এনেছ?" তারা উত্তর দিল, "হ্যাঁ এনেছি।" এই বলে পিছন থেকে অল্প বয়স্ক বনিয়ামিনকে সম্মুখে এনে উপস্থিত করল। তখন ইউসুফ (আঃ) নিজ

www.pathagar.com

গাম্ভির্যতা রক্ষা করে বললেন, তোমরা সকলে মেহমান খানায় গিয়ে বিশ্রাম কর এবং তোমাদের ছোট ভাইকে আমার কাছে রেখে যাও। সকলে তখন রাজ কর্মচারীর সাথে মেহমান খানায় চলে গেল।

এরপরের ঘটনা মহান আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেছেন–

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّىْ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا
تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ❋ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِىْ
رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ❋ قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا
عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ❋ قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهٖ حِمْلُ
بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ❋ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى
الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ❋ قَالُوْا فَمَا جَزَاؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ❋ قَالُوْا
جَزَاؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِىْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَاؤُهٗ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ❋ فَبَدَاَ
بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاءِ اَخِيْهِ كَذٰلِكَ كِدْنَا
لِيُوْسُفَ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ نَرْفَعُ
دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ❋ قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ
اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ
مَّكَانًا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ❋ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا
كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ اِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ❋ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ
نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ❋

অর্থ ঃ এই লোকজন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হলে সে তাঁর ভাইকে নিজের কাছে পৃথকভাবে ডেকে নিল এবং তাকে বলে দিল যে, আমি তোমার সেই ভাই,

www.pathagar.com

যে ভাই হারিয়ে গিয়েছিল। এখন তুমি সেইসব বিষয়ে আর চিন্তা করবে না, যা এই লোকেরা আজ পর্যন্ত করে আসছে।

যখন ইউসুফ তাঁর ভাইদের মাল-সামান বোঝাই করছিল, তখন সে তাঁর ভাইয়ে মাল-সামানের মধ্যে নিজের পাত্রটি রেখে দিল। তারপর একজন ঘোষক উচ্চস্বরে ঘোষনা করলো, হে কাফেলার লোকজন। তোমরা তো চোর।

তারা পেছন দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলো, তোমাদের কি কোনো জিনিস হারিয়ে গিয়েছে? সরকারী কর্মচারীরা বললো, আমরা বাদশাহের পান করার পাত্রটি পাচ্ছি না। আর তাদের জমাদ্দার বললো, যে ব্যক্তি সেটা এনে দিতে পারবে, তাকে এক উট বোঝাই মাল পুরুস্কার দেয়া হবে। আমি এর দায়িত্ব গ্রহণ করছি।

তখন ভাইয়েরা বললো, আল্লাহর শপথ! তোমরা খুব ভালো করেই জানো যে, আমরা এই দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই। তারা বললো, আচ্ছা তোমাদের কথা যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহলে চোরের কি শাস্তি হবে? তারা বললো, তার শাস্তি? যার মালের মধ্যে এই জিনিসটা পাওয়া যাবে, তাকেই নিজের শাস্তির দরুণ ধরে রাখা হবে। আমাদের কাছে এই ধরণের জালিমদের শাস্তি দেয়ার এটাই নিয়ম।

তখন ইউসুফ নিজের ভাইয়ের পূর্বে অন্যান্য ভাইদের বস্তাগুলো সন্ধান করতে শুরু করলো। পরে তাঁর ভাইয়ের বস্তা থেকে হারানো জিনিসটা বের করে নিল। এইভাবে আমি আমার কর্ম-কৌশলের মাধ্যমে ইউসুফের সহযোগিতা করলাম। বাদশাহর দ্বীনের (মিসরের রাজকীয় আইন) মাধ্যমে নিজের ভাইকে ধরে রাখা তাঁর কাজ ছিল না, অবশ্য যদি আল্লাহ তা চান। আমি যার ইচ্ছা মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেই আর একজন বিচক্ষণ এমন আছে, যে সমস্ত জ্ঞানবানের উর্ধ্বে।

এই ভাইয়েরা বললো, এ লোকটি চুরি করলে তা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। ইতোপূর্বে এর ভাই ইউসুফও চুরি করেছে। ইউসুফ তাদের এই কথা শুনে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলো, প্রকৃত ব্যাপার তাদের সামনে প্রকাশ করলো না। শুধু নিঃশব্দে এই কথাটিই বললো, তোমরা তো বড়ই খারাপ লোক, (আমার মুখের ওপরে আমার সম্পর্কে) যে অভিযোগ তোমরা করছো, আল্লাহ তার রহস্য অত্যন্ত ভালোভাবেই অবগত আছেন।

তারা বললো, হে ক্ষমতাবান সর্দার! (আযীয)-এর পিতা অত্যন্ত বয়স্ক ব্যক্তি। এর পরিবর্তে আপনি আমাদের কাউকে রেখে দিন। আমরা আপনাকে অত্যন্ত নির্মল প্রকৃতির লোক দেখছি। ইউসুফ বললো, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, অপর কোনো ব্যক্তিকে আমরা কিভাবে রাখতে পারি! আমরা যার কাছে

www.pathagar.com

হারানো মাল পেয়েছি, তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য একজনকে ধরে রাখলে তো আমরা জালিম হয়ে পড়বো। (সূরা ইউসুফ ঃ ৬৯-৭৯)

এ দিকে হযরত ইউসুফ (আঃ) বনিয়ামিনের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। যখন তার ভাইয়েরা চলে গেল তখন তিনি বনিয়ামিনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আপন কোন ভাই নেই? তখন বনিয়ামিন কেঁদে ফেলল। হযরত ইউসুফ (আঃ) বনিয়ামিনের কান্না দেখে আর সইতে পারলেন না তিনিও ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠলেন। একটু পরে বনিয়ামিন নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আমার এক ভাই ছিল তাঁর নাম ছিল ইউসুফ। আমার সৎ ভাইয়েরা একদা তাকে মাঠে নিয়ে যায়, তখন নাকি তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে, তখন থেকে আমি একা হয়ে গেছি। যদি আমার ভাই আজকে জীবিত থাকত তাহলে আপনি আমার সাথে তাঁকেও দেখতেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) নিজকে আর সম্বরণ করে রাখতে পারলেন না। বনিয়ামিনকে টেনে নিয়ে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বললেন, বনিয়ামিন! আমি তোমার সেই হারান ভাই ইউসুফ। তখন দুই ভাই বুকে বুক লাগিয়ে অঝোর নয়নে দীর্ঘ সময় শুধু কাঁদলেন। কারো মুখ থেকে আর কোন কথা বের হল না। অনেক সময় পরে দুই ভাই মুখোমুখী বসে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বনিয়ামিন অনেক্ষণ ধরে কান্নার পরে নিজেকে সম্বরণ করে জিজ্ঞেস করল, ভাইয়া! তুমি কেমন করে বেঁচে রইলা? হযরত ইউসুফ (আঃ) ছোট ভাইয়ের আবেগপূর্বক প্রশ্ন শুনে আর একবার ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠলেন। অতঃপর তিনি বললেন, ভাই বনিয়ামিন! আমি কখনই মৃত্যুবরণ করিনি, আমাকে বাঘে খায়নি, সব কিছু ছিল ভাইদের বানান ষড়যন্ত্র। আমাকে তারা মারার জন্য এক অন্ধকূপে ফেলে দিয়েছিল, আমি সেখান থেকে আল্লাহ তা'য়ালার অসীম অনুগ্রহে একদল বনিকের সহায়তায় বেঁচে যাই। ভাইয়েরা তখন আমাকে দেখতে পেয়ে অধিক ক্ষিপ্ত হয়। তারা আমাকে বনিকদের নিকট অল্পমূল্যে বিক্রয় করে। বনিকেরা আমাকে মিশরে নিয়ে আসে এবং উচ্চমূল্যে মিশরের প্রধানমন্ত্রীর নিকট বিক্রয় করে। প্রধানমন্ত্রী আমাকে যথেষ্ট যত্নসহকারে প্রতিপালন করে। অতঃপর তার স্ত্রীর ষড়যন্ত্রে আমাকে জেলে যেতে হয়। দীর্ঘদিন জেল খাটার পরে আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে নিজ রহমত দ্বারা মুক্ত করেন এবং মিশরের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রদান করেন। আজ থেকে প্রায় দশ বছর পূর্বে আমি রাজদরবারের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে আসছি। বর্তমানে মিশরের রাজা রায়হান বৃদ্ধ ও অচল অবস্থায় আছেন। তিনি এক রকম রাজ্যের সমুদয় দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করেছেন। বর্তমানে আমি সে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

ইতোমধ্যে সারা পৃথিবীতে খাদ্য ঘাটতি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ সময় আমাদের সৎ ভাইয়েরা শস্যের জন্য এখানে আসে। আমি তাদেরকে দেখা মাত্র চিনে ফেলি। কিন্তু তারা অদ্য পর্যন্ত আমাকে চিনতে পারেনি। আমি আল্লাহ তা'য়ালার ইশারা ব্যতীত তাদের নিকট আমার পরিচয় দিতে পারি না। কারণ ইতোপূর্বে আমি আমার জীবিত থাকার খবর পিতাকে জানানোর উদ্দেশ্যে অনেক পত্র লিখেছি। কিন্তু সেগুলো প্রেরণের ক্ষেত্রে আমি হযরত জিব্রাইল (আঃ) কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি। তাই ভাইদের নিকট নিজ পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে ভয় করছি।"

বনিয়ামিন ভাইয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) বনিয়ামিনের নিকট পিতার সংবাদ জানতে চাইলেন। বনিয়ামিন বলল, "পিতা তোমাকে হারিয়ে সেই থেকে যে অঝোয় নয়নে কাঁদতে আরম্ভ করেছেন, অদ্য পর্যন্ত সে কান্না শেষ হয়নি। তিনি শহরের বাইরে একটি শোকাগার তৈরি করে সেখানে সর্বদা এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকেন এবং তোমার কথা স্মরণ করে কাঁদেন। অবশ্য অদ্য পর্যন্ত তার বিশ্বাস হয়নি যে তোমাকে বাঘে খেয়েছে। তিনি এবার আমার আসার প্রাক্কালে বলেছেন, আমার ইউসুফ মিশরে আছে, সে বহাল তবিয়তে আছে, তোমার সাথে তার সাক্ষাৎ হলে আমার কথা বল এবং একবার আমাকে সাক্ষাৎ দান করতে অনুরোধ কর। এই বলে তিনি দীর্ঘ সময় কেঁদে আমাকে বিদায় দিয়েছেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) পিতার সংবাদ শুনে আর অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না, হু হু করে কেঁদে উঠলেন।

অতঃপর তিনি সৎ ভাইদের আচরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। বনিয়ামিন বলল, সৎ ভাইয়েরা তোমাকে নিরুদ্দেশ করার পরে পিতার নিকট তোমার স্থান দখল করার লালসায় দীর্ঘ দিন অধিকাংশ সময় তার নিকটে থাকত এবং তার যথেষ্ট খেদমত করত। কিন্তু পিতা যখন তাদেরকে সে স্থান আর দিলেন না তখন তারা অনেকটা দূরে সরে গেল, নিজ ব্যস্ততায় সকলে দিন যাপন করত। মাঝে মাঝে এসে পিতার খবর নিত। তবে বড় ভাই ইয়াহুদ বেশি সময় পিতার সান্নিধ্যে কাটাত। সে আমাকেও যথেষ্ট ভালবাসে। তার ভালবাসায় আমি এতটা আবিভূত হয়েছি যে, তোমার কথা ভুলে থাকতে সক্ষম হয়েছি। না হয় পাগল হয়ে জঙ্গলে চলে যেতাম।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মনের আবেগ আর শেষ হয় না। তাই খুটিয়ে খুটিয়ে সমস্ত কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "পিতা তোমাকে কি বলে দিয়েছেন?" বনিয়ামিন বলল– তিনি কাঁদতে কাঁদতে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছেন। তিনি শেষবারে আমাকে বলেছেন, তোমার সাথে যদি

www.pathagar.com

ইউসুফের সাক্ষাৎ হয় তবে আমাকে একবার সাক্ষাৎ দানের কথা তাকে বল। আমি তখন পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি অন্ধ হয়ে গেছেন, এখন ভাই আসলে তার চেহারা ছুরত কি করে দেখবেন? তখন তিনি বললেন, "ইউসুফ আমার সম্মুখে এলে আমার অন্ধত্ব দূর হয়ে যাবে। আমি দিব্বি তাকে দেখতে পাব। এ বিষয় আমি নিশ্চিত।"

হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, "আমি পিতাকে আমার নিকট নিয়ে আসব। তবে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কয়েকটি দিন অপেক্ষা করতে হবে। আর তোমাকে এখন থেকেই আমার কাছে রেখে দেব।" বনিয়ামিন বলল, সৎ ভাইয়েরা পিতার নিকট শপথ করে বলে এসেছে যে, তারা আমাকে ফেরত নিয়ে পিতার কাছে পৌঁছে দিবে। অতএব ভাইয়েরা আমাকে রেখে যেতে রাজি হবে না। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, যে কোন এক কৌশলের মাধ্যমে তোমাকে রেখে দেব। তোমাকে এখন বিদায় দিয়ে আমি থাকতে পারব না। তোমাকে বুকে জড়িয়ে বাকি দিনগুলো অতিবাহিত করতে চাই এবং জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্টের কথা ভুলে যেতে চাই। অতঃপর তিনি ভাইকে লক্ষ্য করে বললেন, বনিয়ামিন! তুমি আপাতত ভাইদের নিকট আমার পরিচয় প্রকাশ কর না।" আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে ইশারা ইঙ্গিত না পেলে পরিচয় প্রকাশ করা ঠিক হবে না।

সর্বশেষে বনিয়ামিন জিজ্ঞেস করল, ভাইয়া! তোমার প্রতি সৎ ভাইদের ঈর্ষার কারণ কি? হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম দশটি তারকা এবং চন্দ্র সূর্য আমাকে ছেজদা করছে এ স্বপ্ন আমি পিতার নিকট প্রকাশ করি, পিতা আমাকে স্বপ্নটি ভাইদের নিকট প্রকাশ করতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু এক ভাই ওঁৎ পেতে এ স্বপ্নের খবর জেনে গিয়েছিল, অতঃপর তারা এ বিষয় গণনাকারীদের সাথে আলাপ করে জানতে পারে যে, একদিন তারা দশ ভাই ইউসুফ (আঃ)-এর পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে জীবন যাপন করতে বাধ্য হবে এবং পিতা-মাতা তাকে অধিক সম্মান প্রদর্শন করবে। এমন কি ইউসুফ (আঃ) এক সময় এক বিরাট জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দান করবে। সে রাজা বাদশার পদমর্যাদাও লাভ করতে পারে। কিন্তু তারা থাকবে তার সাধারণ প্রজাকুলের অন্তর্ভুক্ত।

স্বপ্নের এ তাবীর অবগত হবার পর ভাইয়েরা আমার প্রতি অধিক ঈর্ষান্বিত হয়। আমি ছোট ভাই হয়ে তাদের উপর নেতৃত্ব করব, তা তাদের সহ্য হল না তখন তারা দুরভিসন্ধির আশ্রয় নিল। তখন থেকে তারা আমাকে হত্যা অথবা দেশান্তরের চিন্তা করতে থাকে। যার পরিণামে তারা আমাকে অন্ধকূপে ফেলে দেয় এবং মিশরীয় বনিকদের নিকট বিক্রয় করে। বনিয়ামিন ভাইয়ের নিকট প্রকৃত অবস্থা শুনে নির্বাক হয়ে গেল।

www.pathagar.com

সৎ ভাইদের সাথে যুদ্ধ

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৎ ভাইয়েরা সপ্তাহ্ কাল মহা আড়ম্বরে কাটানোর পরে দেশে ফেরার আবেদন করল। হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদের উট বোঝাই করে খাদ্য-শস্য দেবার আদেশ দিলেন এবং তাদের ফেরত আসা বিনিময় সামগ্রী, কম্বলগুলো রেখে দিলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) একজন রাজকর্মচারীকে বলে দিলেন বনিয়ামিনের উটের পৃষ্ঠে যে মাল দেয়া হবে তার মধ্যে রাজমহলের একটি মূল্যবান পানপত্র যেন গোপনে রেখে দেয়। কর্মচারী প্রধানমন্ত্রীর আদেশ অনুসারে কাজ করলেন। অতঃপর তারা বনিয়ামিনকে নিয়ে নিজ দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করল। অল্প সময় পরে একদল অশ্বারোহী সৈন্য গিয়ে এগার ভাইয়ের কাফেলাকে ঘিরে ফেলল এবং বলল তোমরা রাজদরবারের পানপাত্র চুরি করে এনেছ, অতএব তোমরা বন্দী। তোমরা সকলে রাজদরবারে ফিরে চল। তোমাদিগকে তল্লাসী করতে হবে।

ভাইয়েরা রাজকর্মচারীর কথা শুনে অবাক হল এবং বাধ্য হয়ে তারা রাজদরবারে ফিরে এল। তখন তাদের মালপত্র তল্লাসী আরম্ভ হল। তৃতীয় নম্বরে যখন বনিয়ামিনের মাল তল্লাসী শুরু হল তখন তার মধ্যে রাজ দরবারের পানপাত্রটি পাওয়া গেল। রাজ দরবারে এ খবর পৌছান হল। তখন দরবার থেকে হুকুম হল, যার মালের মধ্যে পানপাত্র পাওয়া গেছে, তাকে বন্দী হিসাবে দরবারে থেকে যেতে হবে। এটাই বিধান সঙ্গত আইন। এ আইনের ব্যতিক্রম কোনমতে সম্ভব নয়। অতএব বনিয়ামিনকে চুরির দায়ের রাজবন্দী হিসেবে মিশরে থেকে যেতে হবে। বাকি ভাইয়েরা তাদের মালামাল নিয়ে দেশে ফিরে যেতে পারে।

এ কথা শুনার পরে ভাইদের মধ্যে ভীষণ চঞ্চলতার সৃষ্টি হল। তারা বনিয়ামিনকে ছেড়ে কেউ দেশে যেতে রাজি হল না। কারণ পিতার নিকট এবার তারা কি বলে রেহাই পাবে? তারা এ ব্যাপারে রাজ দরবারে অনেক আবেদন নিবেদন করে ব্যর্থ হল। সর্বশেষে তারা মিশর সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবার কর্মসূচী গ্রহণ করল। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দিলেন। যেখানে ইউসুফ (আঃ) ভাইয়েরা অবস্থান নিয়েছিল, তার কাছাকাছি গিয়ে সৈন্য দল অবস্থান নিল।

ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা ছিল মহাপরাক্রমশীল ও বড় যোদ্ধা। তাই তারা হাজার সৈন্য বহরকে থোড়াই পরোয়া করলনা। একজনে বলল, আমি একাই মিশর বিজয়ের জন্য যথেষ্ট। আর একজনে বলল, শুধু পাথর নিক্ষেপ করেই সৈন্য দলকে পরাস্ত করা যাবে। এই বলে তারা যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল।

www.pathagar.com

মিশর সৈন্যরা বড় বড় অস্ত্র নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হল। আর ওরা শুধু পাঁচ মনে দশ মনে ওজনের ভারী পাথর উত্তোলন করে ওদের প্রতি নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। এতে সৈন্যদের প্রথম দল জীবন নিয়ে পালিয়ে গেল। দ্বিতীয় দল সম্মুখে এলে তারাও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পালিয়ে যাবার উপক্রম হল। এমন সময় হযরত ইউসুফ (আঃ) হযরত ইব্রাহীমের পাগড়ী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। যখন ভাইয়ের এই পাগড়ী দেখল তখন তাদের শরীর শিথিল হয়ে এল। পাথর উত্তোলনের ক্ষমতা আর তাদের থাকল না। তখন মিশর সৈন্যরা সম্মুখে এগিয়ে তাদের সকলকে বন্দী করল।

অনতিবিলম্বে বন্দীদেরকে জেলখানায় স্থানান্তরিত করা হল। যদিও তারা যুদ্ধ বন্দী কিন্তু তাদের প্রতি আচরণ করা হচ্ছিল বিশিষ্ট মেহমানের ন্যায়। এ নিয়ে ভাইদের মধ্যে অনেক কথা আলোচনা হল। রহস্য ঘেরা ব্যাপারটির কোন সঠিক কারণ খুঁজে কেউ বের করতে পারলেন না। কেউ বলল, আজিজ মেছের নিজেই ইউসুফ হবে। নাম বদলিয়ে মন্ত্রীর কাজ চালাচ্ছে। কেউ বলল, কিছুটা ইউসুফ এর ন্যায় মনে হয়। কেউ বলল, ইউসুফ যদি না হবে তবে আমাদেরকে এত সমাদর করবে কেন এবং কেনই বা আমাদের পারিবারিক খোঁজ খবর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নিল। আবার কেউ বলল, যদি ইউসুফ হত তাহলে আমাদেরকে আদরের বদলে মৃত্যুদণ্ড দিত এরূপ নানা রকম আলোচনা করে তারা দিন কাটাতে লাগল।

তিন দিন পরে হযরত ইউসুফ (আঃ) ভাইদের ডেকে বললেন, তোমাদের কার্যকলাপের দরুন রাজা তোমাদেরকে জাবতজীবন জেলে দিবার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আমি দেখলাম তোমরা ভাল লোকের সন্তান। অভাবের তাড়নায় তোমরা এখানে এসেছ। অভাবের তাড়নায় তোমরা চুরি করেছ। যদি তোমরা ধন-সম্পদের মালিক থাকতে তা হলে চুরি করতে না। তাই আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তোমরা যেখানে ইচ্ছা চলে যাও।

ভাইয়েরা আর একবার বনিয়ামিনকে ফিরে পাবার প্রার্থনা জানাল। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ) তা প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর ভাইয়েরা খালি হাতে দেশের দিকে রওয়ানা করল। ভাইদের মধ্যে শামুন দেশে ফিরে যেতে রাজি হল না। সে বলল, একবার ইউসুফকে নিয়ে পিতার সঙ্গে বে-ঈমানী করেছি। এবার আবার তার ভাইকে নিয়ে অন্যায় করব আমি তা পারব না। আমি এখানে থেকে যাব, যতদিন ওকে নিয়ে আসতে না পারব। হযরত ইয়াকুব (আঃ) পথিমধ্যে লোক মোতায়েন করে রেখেছিলেন ছেলেদের আগমন বার্তা দ্রুত জানার জন্য।

সে লোক এসে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে খবর দিল, আপনার ছেলেরা ফিরে এসেছে তবে তার সংখ্যায় নয়জন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) এ খবর পেয়ে

www.pathagar.com

খুবই হতাশ বোধ করলেন এবং সজোরে কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে তার ছেলেরা এসে পিতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বলল। পিতা বললেন, তোমরা মিথ্যা কথা বলছ। তখন তারা বারবার কছম করে তাদের কথা বলে যেতে লাগল। তারা আরো বলল, পিতা! আমাদের কথা আপনার বিশ্বাস না হয়, মিশর থেকে আগত যে কোন মানুষের নিকট জিজ্ঞাসা করুন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেন, আমার আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নেই। সব কিছু আল্লাহ্ তা'য়ালার উপর নির্ভর করে আমি ধৈর্য ধারণ করলাম। আল্লাহ্ ধৈর্যধারণকারীদের সাহায্য করে থাকেন।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) ছেলেদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলেন, তারা সর্বদা বিমর্ষ থাকে এবং মাঝে মাঝে কান্না করে। তখন তার মনে হল, ছেলেদের বর্ণনা সত্য হতে পারে। তাই তিনি একদিন ছেলেদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা পুনরায় মিশরে চলে যাও এবং আমার বরাত দিয়ে বনিয়ামিনকে ফেরত আনার আবেদন কর। ছেলেরা পিতার কথায় সম্মত হল এবং বলল, "পিতা আপনি দয়া করে আজিজ মেছেরের নিকট একখানা পত্র লিখে দিন। যা আমাদের বলার চেয়ে অধিক কার্যকরী হবে। হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাতে রাজি হলেন এবং লিখলেন–

"দয়াময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে আরম্ভ করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার। আমি ইয়াকুব ইস্রাইলুল্লাহ বিন ইসহাক ছফিউল্লা। যার ভাই ইসমাইল জবিহুল্লা বিন ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ। আমি রাজা রায়হানের প্রধানমন্ত্রী আজিজ মেছেরের কাছে লিখছি যে, আমরা আল্লাহর ঘরের পরশি। আমরা এক সময় ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকি। আমার দাদা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ তা'য়ালা আগুনের পরীক্ষা করে মুক্তি দিয়েছেন। আমরা চাচা হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে জবেহ করার ন্যায় কঠিন পরীক্ষা করা হয়। আমার কথা বলতে গেলে, সন্তান হারা বিচ্ছেদের এক অনল পরীক্ষায় আমার চক্ষু দুটি ঝলসে গেছে। এ হারান সন্তানের ছোট ভাইটি চুরির অভিযোগে আপনার হাতে বন্দী। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি কোন দিন চুরি করিনি। আমার যতদূর বিশ্বাস এ ছেলেটিও চুরি করা জানে না। অতএব বিষয়টি আপনার বিবেচনাধীন থাকল। যদি ছেলেটিকে মুক্তি দেন তবে হাশরের দিনে আপনি এর পুরস্কার পাবেন। আমিন!"

ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা পত্রখানি নিয়ে মিশরে রওয়ানা হল। দীর্ঘ সময় পথ চলার পরে তারা মিশর রাজদরবারে গিয়ে পৌঁছল। রাজমহলে গিয়ে পত্রখানি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট দিল। ইউসুফ (আঃ) পত্রখানি নিয়ে নিজের খাস রুমে চলে গেলেন এবং পত্রখানি মনযোগ সহকারে পাঠ করলেন।

www.pathagar.com

পত্রখানি বুকে মুখে লাগালেন আর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। দীর্ঘ সময় অতীত স্মৃতি স্মরণ করতে লাগলেন এবং পিতার বর্তমান অবস্থা মনে করে বার বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। অতঃপর পিতার পত্রের একখানি জবাব লিখে গোপনে পাঠিয়ে দিলেন। পত্রে তিনি লিখলেন–

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে লিখছি। যিনি আমার প্রতি রহমত বর্ষণ করেছেন এবং আপনাকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দান করেছেন। আমি আপনার পত্র পেয়েছি। সে মর্মে পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করছি। আপনি আপনার পত্রে পূর্ব পুরুষের ধৈর্যের যে উদাহরণ উল্লেখ করেছেন, তাতে আমি গর্বিত। পূর্বপুরুষ ধৈর্যের যে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন তা অনুসরণ করার মধ্যেই সর্বরকম কল্যাণ নিহিত। আপনার আশির্বাদ চাই। আজকে এ পর্যন্ত রাখি। আল্লাহ তা'য়ালার উপর নির্ভর করার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত, ইতি।

এ পত্রখানি হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর হাতে পৌঁছামাত্র তিনি আনন্দে চিৎকার করে উঠেন। সজোরে বলতে থাকেন এ পত্র আমার ইউসুফের লিখা। কারণ নবীর পত্রের যথাযথ উত্তর নবী ব্যতীত কেউ দিতে পারে না। এতটা বুদ্ধি ও গায়েবী এলেম সাধারণ মানুষের থাকে না।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-এর পত্র পেয়ে একখানি উত্তর লিখে দিলেন এবং সে সাথে সেখানে অবস্থানরত ছেলেদের নিকটেও পত্র দিলেন। সে পত্রে লিখা ছিল তোমরা হতাশ হইও না। আজিজ মেছেরের নিকট গিয়ে বনিয়ামিনের মুক্তির জন্য পুনরায় আবেদন কর এবং সেই সাথে দেশের মানুষের হাহাকার নিবৃত্তির জন্য কিছু খাদ্য শস্য চেয়ে নিও।

এ পত্রের মর্মানুসারে ইয়াহুদ আজিজ মেছেরের দরবারে পৌঁছে পুনরায় বনিয়ামিনের মুক্তির জন্য আবেদন জানাল। যথেষ্ট অনুনয় বিনয় করল। সে বলল, হুজুর! আমরা গরীব দেশের মানুষ, বর্তমানে দুর্ভিক্ষের কঠিন ছোবলে মানুষ হাহাকার করে মরছে। তাদের আর্তনাদের ভয়াবহতা আমাদেরকে অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্থ করে তুলছে। তার উপর আমাদের ভাইয়ের বিচ্ছেদ কতখানি পীড়াদায়ক তা আপনাকে বুঝিয়ে বলা শক্ত। দ্বিতীয়ত, আমাদের বৃদ্ধ পিতা এক ভাইয়ের বিরহে অন্ধ হয়েছেন এখন তার উপর দ্বিতীয় ভাইয়ের বিরহে হয়ত তিনি উন্মাদ হয়ে যাবেন। তাই আপনার খেদমতে বনিয়ামিনের মুক্তির জন্য বারবার আবেদন জানাচ্ছি। এবারে আপনার দরবারে আবেদন করার জন্য পিতা বিশেষভাবে বলেছেন। তাই আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি। দয়া করে ওকে মুক্তি দিন এবং দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে ইয়েমেনবাসীকে উদ্ধারের লক্ষ্যে কিছু খাদ্য-শস্য দিন।

www.pathagar.com

ইয়াহুদ বিনীত কণ্ঠে আরো বলল, হে মহামান্য আজিজ মেছের! আপনার যদি আমাদের মধ্য থেকে কাউকে রাখতে হয় তবে আমাকে রাখুন। আমি প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ। আপনার সকল হুকুম আমি যথাযথ পালন করব। কিন্তু বনিয়ামিন ছোট মানুষ তার দ্বারা আপনার সকল কাজ সমাধা হওয়া সম্ভব নয়। প্রয়োজন হলে আমাদের সকলকে বন্দী করে রেখে ওকে একবার পিতার দর্শনদানের সুযোগ দিন।

হযরত ইউসুফ (আঃ) ভাইদের কথা শুনে বললেন, তোমরা বিকালে দ্বিতীয়বার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। ভাইয়েরা ইউসুফ (আঃ)-এর কথায় খুব আশ্বস্ত হল। তারা ভাবল হয়ত তিনি বনিয়ামিনকে মুক্তি দিবেন। তাই সকলে খুশীমনে মেহমান খানায় গিয়ে বিশ্রাম নিল।

হযরত ইউসুফ (আঃ) বনিয়ামিনকে রাজকীয় পোশাকে সজ্জিত করলেন। মাথায় স্বর্ণের তাজ পড়িয়ে দিলেন। থাকার জন্য এক বিরাট অট্টালিকা দিলেন। আনন্দে ভ্রমণের জন্য ঘোরসওয়ার একদল সৈন্য দিলেন। আরও যা যা প্রয়োজন তার কিছুই আর বাকি রাখলেন না। এমনকি প্রতিদিন বিকালে নিজের সঙ্গে নিয়ে রাজমহলের বাইরে বেড়াতে যান। বনিয়ামিন সর্বদা একটি দুশ্চিন্তায় কাটাতেন। কিভাবে ভাইয়ের খবর পিতাকে দিবেন। তাই এত আনন্দের মধ্যেও তার মুখমণ্ডলে বিমর্ষের একটি চিহ্ন বিরাজ করত। একদিন হযরত ইউসুফ (আঃ) বনিয়ামিনকে জিজ্ঞেস করলেন, বনিয়ামিন তোমার মুখমণ্ডল সর্বদা বিমর্ষ থাকে কেন? বনিয়ামিন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, ভাইজান আপনার নিকট গোপন করা ঠিক নয়। আমার বিমর্ষ থাকার কারণ একটাই, তাহল আপনার জিন্দা থাকা এবং এই জৌলুস পূর্ণ জীবন-যাত্রার সংবাদটুকু পিতাকে না পৌছান পর্যন্ত আমার মুখের বিমর্ষতা দূরীভূত হবে না। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, ঠিক আছে আমি অতিসত্ত্বর পিতাকে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নির্দেশ অনুসারে তার ভাইয়েরা বিকাল বেলায় রাজদরবারে এসে উপস্থিত হল। হযরত ইউসুফ (আঃ) বনিয়ামিনকে উত্তমরূপে সাজিয়ে নিজের পাশে বসালেন এবং ভাইদেরকে সেখানে ডাকলেন। ভাইয়েরা বনিয়ামিনের চেহারা এবং তার অবস্থান দেখে বলাবলি করতে লাগল, এ ব্যক্তি আজিজ মেছের নয় সে নিশ্চয়ই আমাদের ভাই ইউসুফ। তা না হলে বনিয়ামিনকে এত আদর করে এবং উত্তম সাজে সজ্জিত করে তার পাশে বসালেন কেন? অন্যান্যা ভাইয়েরা এ দৃশ্য দেখে হতবাক হলে গেল। কেউ কোন মন্তব্য করতে সাহসী হল না। শুধু অপলক চোখে ভ্রাত্রীদ্বয়ের প্রতি তাকিলে রইল।

www.pathagar.com

হযরত ইউসুফ (আঃ) ভাইদের চেহারার এক আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। তাই তিনি গম্ভীর কণ্ঠে ভাইদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের পিতা অন্ধ হয়েছেন কেন?" ভাইয়েরা বলল, তিনি ইউসুফের বিয়োগ ব্যথার অশ্রু বিসর্জন দিতে দিতে অন্ধ হয়েছেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, "তোমাদের পিতার এ অশ্রু বিসর্জনের জন্য তোমার কি কোন রূপ দায়ী? একজনে বলে উঠল, তাকে বাঘে খেয়েছে তাই আমরা দায়ী হব কি করে? হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, "তোরমা এখন পর্যন্ত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে চলেছে। তোমরা তো নবীর ছেলে হবার যোগ্যতা রাখ না। তোমরা মিথ্যাবাদী, তোমাদের মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি হওয়া উচিৎ। তোমরা কত বড় চক্রান্তকারী তা বর্ণনা করা কঠিন। তোমরা ভাইকে হত্যার করার উদ্দেশ্যে কূপে নিক্ষেপ করেছ। বনিকেরা তাকে রক্ষা করলে তোমরা সামান্য দামে তাদের নিকট বিক্রয় করে দিয়েছ। পিতার নিকট গিয়ে বলেছ ইউসুফকে বাঘে খেয়েছে। তোমাদের ন্যায় অপরাধী পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয় কাউকে দেখা যায় না। তোমরা সে সত্য ঘটনা এখানেও গোপন করে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছ। তোমাদেরকে আমি উপযুক্ত শাস্তি দিব।

তখন ভাইদের আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। তারা সাথে সাথে কেঁদে ফেলল এবং সমস্বরে বলে উঠল, ভাই ইউসুফ! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। আমরা পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট মানের অপরাধ করেছি। আমাদের তুমি উপযুক্ত শাস্তি দাও। আমরা মানবজাতির কলঙ্ক। যে মিথ্যাকে আমরা সত্য হিসেবে প্রমাণিত করার লক্ষ্যে দীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সে মিথ্যাকে চিরদিনের জন্য আজ ভস্মীভূত করে সত্যকে মানুষের মাঝে প্রকাশ করে নিজেরা উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ করব।" এই বলে তারা মাটিতে মাথা ঠুকতে আরম্ভ করল। তারা আরও বলল, "আমরা পিতার অন্ধত্বের জন্য দায়ী। এজন্য আমাদেরকে তোমার বিধানে যে শাস্তি হয় তা দাও। আমরা তোমার সাথে বিদ্বেষ করেছি আর আল্লাহ তোমাকে তারাক্কী দান করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নবীর অমর্যাদা করে যে অমার্জনীয় অপরারধ করেছি তার যোগ্য শাস্তি আমাদের দাও। আর যদি তোমার উদার ও মহত্ত্বের গুণে আমাদেরকে ক্ষমা কর তা হবে তোমার মহানুভবত্তার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। ইউসুফ (আঃ) ভাইদের কান্নায় নিজের চোখের পানি আর সম্বরণ করতে পারলেন না। কান্নার স্বরে বললেন, যাও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করলাম। তোমরা এখন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এখন অতি দ্রুত পিতার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা কর।

www.pathagar.com

পিতা ও পুত্রের মিলন

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা ক্ষমা লাভের পরে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করল এবং এস্তেগফার পাঠ করল। অতঃপর 'ছিলজাস' নামক এক ভাইকে সকলে নির্বাচন করল যে, সে দ্রুত গিয়ে পিতাকে ইউসুফ (আঃ)-এর খবর জানিয়ে দিবে। ছিলজাস ঘোড়ার চেয়ে দ্রুত পথ চলার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। তাই তাকে এক্ষেত্রে নির্বাচন করা হল।

ইয়াহুদ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দরবারে আরজ করে বলল, ভাই! পিতা সম্পূর্ণ অন্ধ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। এমতাবস্থায় তাকে এতদূরে নিয়ে আসা বড়ই কঠিন ব্যাপার। হযরত ইউসুফ (আঃ) তখন নিজের একটি জামা ইয়াহুদের হাতে দিয়ে বললেন, তোমরা এই জামাটি তার চোখে লাগিয়ে দিও তাহলে তার অন্ধত্ব দূর হয়ে যাবে। তখন তার পক্ষে এখানে আসা সহজ হবে।

ছিলজাস হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জামাটি নিয়ে দেশের দিকে রওয়ানা হল। পিতা বেশ কিছু দিন যাবত খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় কাটিয়েছেন। কিন্তু গত দিন থেকে তাকে খুবই আনন্দিত দেখাচ্ছিল। তিনি লোকজন ডেকে বার বার বলেছিলেন, আমি ইউসুফ (আঃ)-এর ঘ্রাণ পাচ্ছি। আল্লাহর মেহেরবাণীতে হয়ত শীঘ্রই আমি তার সাক্ষাৎ লাভ করতে যাচ্ছি। তিনি এ সমস্ত কথা বলতে থাকেন এবং ফাকে ফাকে নফল নামাযের নিয়ত করে দাড়িয়ে যান।

ছিলজাস একদিনের মধ্যে গিয়ে সে পিতার নিকট পৌছল। পিতার সেই শোক ঘরে পৌছে বলল, "প্রিয় পিতা। আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমরা আপনার নিকট ইতোপূর্বে যা কিছু বলেছি সবই মিথ্যা। ইউসুফকে বাঘে খায় নাই আমরা তাকে বিক্রি করে দিয়েছিলাম। ইউসুফ ভাগ্যক্রমে, তার স্বপ্ন অনুযায়ী সে আজ মিশর রাজ্যের রাজাধিরাজ। সে আপনাকে তার রাজমহলে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছে। আপনি অতি সত্তর তৈরি হয়ে নিন। ইউসুফ আগামী পরশু দিনের মধ্যে সেখানে পৌছার কথা বলে দিয়েছে। আপনাকে নিয়ে সেখানে পৌছানোর দায়িত্ব আমার। হযরত ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফের জীবিত থাকার খবর শুনে হাসিমুখে ছিলজাসকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং জিজ্ঞাস করলেন তুমি কি সত্য কথা বলছ? ছিলজাস বলল, পিতা জীবনে আর কোন দিন মিথ্যা কথা বলব না। স্তুপকৃত যে সমস্ত মিথ্যা কথা এ যাবত বলেছি আল্লাহ তা'য়ালা যদি তা মাফ না করেন তবে নিকৃষ্ট পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতএব আপনি আমাদের কৃত অপরাধের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা

প্রার্থনা করুন। ইউসুফ (আঃ) সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ বলার সময় এখন নেই। প্রথমে মিশর চলুন পরে সব কিছু জানতে পারবেন।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) আর বাক্য ব্যয় না করে শুকরিয়া নামায আদায় করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায শেষ করে তিনি নিজ ঘরে গিয়ে সজোরে বললেন, তোমরা সকলে অতি সত্বর প্রস্তুত হও। এখনই মিশর গিয়ে ইউসুফকে প্রাণ ভরে একবার দেখব। এমন সময় পুত্রবধূ বলে উঠল, আব্বা, আপনি যে অন্ধ, ইউসুফকে কিভাবে দেখবেন? পুত্রবধূর কথা শুনে হযরত ইয়াকুব (আঃ) চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠলেন। এমন সময় ছিলজাস এসে বলল, পিতা! আপনি চিন্তা করবেন না। ইউসুফ আমাকে একটি জামা দিয়েছে, সে ওটা আপনার চোখে লাগাতে বলেছে। তাতে নাকি আপনার অন্ধত্ব দূর হয়ে যাবে।

এ সম্পর্কে কুরআন বলছে–

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ * قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ * فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ * قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ *

অর্থ ঃ এই কাফেলা যখন (মিসর হতে) যাত্রা করলো, তখন তাদের পিতা (কেনানে বসে) বললো, আমি ইউসুফের সুবাস অনুভব করছি। তোমরা যেন বলে না বসো যে আমি বয়সের কারণে দিশাহারা হয়ে পড়েছি। ঘরের লোকজন বললো, আল্লাহর কসম! আপনি এখনো আপনার সেই পুরনো ভুলেই নিমজ্জিত আছেন। তারপর যখন সুসংবাদ বহনকারী এসে পৌঁছলো, তখন সেই ইউসুফের জামা ইয়াকুবের মুখের ওপর রাখলো আর সাথে সাথে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো।

তখন সে বললো, আমি না তোমাদেরকে বলছিলাম, আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না। সবাই বলে উঠলো, আব্বাজান! আপনি আমাদের গোনাহ মাফের জন্য দোয়া করুন। আমরা সত্যই অপরাধী। সে বললো, আমি আমার রব-এর কাছে তোমাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করবো। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা ইউসুফ ঃ ৯৪-৯৮)

www.pathagar.com

হযরত ইয়াকুব (আঃ) ছিলজাসের নিকট থেকে তাড়াতাড়ি জামাটা নিলেন এবং একাধারে চোখে মুখে লাগাতে আরম্ভ করলেন। রহমতের খেলা, অল্প সময়ের মধ্যে হযরত ইয়াকুবের চোখের আবরণ দূরীভূত হয়ে গেল তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বছর পরে পুনরায় সবুজ, শ্যামল ধরণীর বিচিত্রময় দৃশ্য অবলোকন করে তন্ময় হয়ে রইলেন। দেশের আপন পর সব ধরনের লোক এসে ভীড় জমিয়ে ফেলল। হযরত ইয়াকুব (আঃ) সকলকে দেখলেন এবং আনন্দের আতিশর্যে চিৎকার করে বলেন, তোমরা সবাই আমার ইউসুফকে দেখতে চল। ইউসুফ আজ আর সেই বালক নয় সে আজ বিশাল মিশর রাজ্যের অধিনায়ক। তোমরা সকলে তৈরি হয়ে এস।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফের প্রেরিত জামাটি শুধু চোখে লাগালেন না, বরং সারা শরীরে জামাটি ভাল করে রগড়াতে আরম্ভ করলেন। ফলে তার শুধু চোখ নয় সারা শরীরের এবং বার্ধক্য জনিত দুর্বলতা ও সকল মলিনতার ছাপ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়ে গেল। অনেক লোক এসে প্রথমে তাকে চিনতেই পারেনি।

হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সবলতা ফিরে এল, মনের সাহস বেড়ে গেল এবং তার প্রাণে বইতে আরম্ভ করল এক মহাআনন্দ উচ্ছ্বাস। তাই তিনি আর ক্ষণিকের জন্য পরনির্ভরশীল না হয়ে তড়িৎ যাত্রা প্রস্তুতি নিতে প্রবৃত্ত হলেন। উটের বহর এনে দরজার সম্মুখে রাখলেন। জামা-কাপড় ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সকলকে সত্তর গুছিয়ে নিতে বললেন।

তৃতীয় দিনে অতি ভোরে তিনি আপনজন, আত্মীয়-স্বজন ও নিকটস্থ পরশীদেরকে নিয়ে মিশরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। সে এক বিরাট কাফেলা। হযরত ইয়াকুব (আঃ) সকলকে বলে দিলেন, প্রতিযোগিতা করে পথ চলতে হবে। কে আগে যেতে পারে তা দেখে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। তাই সকলে নিজ নিজ ছওয়ারী দ্রুত পরিচালনায় সচেষ্ট হল। মিশরের কাছাকাছি পৌছে দেখা গেল প্রতিযোগিতায় হযরত ইয়াকুবের ছওয়ারী সবার সম্মুখে চলে গেছে। সকলে বলাবলি করল, হযরত ইয়াকুবের নিকট প্রেরিত জামার বরকতে সব কিছু এমন হচ্ছে।

আর পথ চলার পরে মিশরের সীমারেখার গিয়ে দেখা গেল, হযরত ইউসুফ বনিয়ামিন, রাজ দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ কয়েক হাজার অশ্বারোহী নিয়ে তাদের আগমনের প্রতিক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

পিতাকে সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার পূর্বে হযরত ইউসুফ (আঃ) মিশরের বৃদ্ধ ও অচল রাজা রায়হানের নিকট সব কিছু বলে রওয়ানা করেছিলেন। তখন রাজা তাকে বলে দিয়েছিলেন, হে যুবরাজ! তুমি অশ্ব থেকে নেমে পিতাকে

www.pathagar.com

বা অন্য কাউকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবে না। এটা মিশরীয় আইনের পরিপন্থী। হযরত ইউসুফ (আঃ) রাজার কথা পালন করার লক্ষ্যে পূর্বেই নামায পড়ার অছিলায় এক মসজিদে নেমে পড়েছিলেন। এ সময় কাফেলা সেখানে এসে পৌঁছলে, হযরত ইউসুফ (আঃ) মসজিদের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) মসজিদের কাছে এসে উট থেকে অবতরণ করে মসজিদের দিকে অগ্রসর হতেই ইউসুফ (আঃ)-কে দরজায় দাঁড়ান দেখলেন। অমনি দৌড়ে গিয়ে ইউসুফকে বুকে চেপে ধরে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। খাদেমরা তখন তাদেরকে বেষ্টন করে বাতাস দিতে লাগল এবং সরবত এনে পিতা-পুত্রের মিলনক্ষণে মিষ্টিমুখ করাল। দীর্ঘ সময় তারা একের পানে অপরে তাকিয়ে থাকলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) পিতার নিকট থেকে যেদিন শেষ বিদায় নিয়েছিলেন, সেদিন পিতার যে স্বাস্থ, সৌন্দর্য ও সবলতা দর্শন করেছিলেন। আজ ত্রিশ বছর পরে এই শুভ মিলনক্ষণে তাকে সম্পূর্ণ সে পূর্বের অবস্থায় দেখতে পেয়ে তিনি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পিতা ও পুত্রের হৃদয় নিংড়ানো মায়া, মমতা ও প্রীতি আদান-প্রদানের পরে তারা রাজ দরবারের দিকে রওয়ানা করলেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে নিজ ছওয়ারীর উপর উপবিষ্ট করে পথ চলতে আরম্ভ করলেন।

এই মহামিলনের আনন্দঘন দৃশ্য অবলোকনের নিমিত্ত রাজ দরবারে হাজার হাজার জনতার ভীড় জমেছিল। সেদিন রাজমহলকে এমন অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছিল। যা মিশর রাজ্যের ইতিহাসে আর কোন দিন হয়নি। সেটা ছিল যেন এক স্বপ্নপুরীর বাস্তব রূপ।

মহা ধুমধামে আরম্ভ হল রাজমহলের আনন্দ অনুষ্ঠান। গান, গজল সর্বশেষে বক্তৃতা। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা হিসেবে ইয়াকুব হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি তাদের অত্যাচারের বিষদ বর্ণনা প্রদান করল। হযরত ইউসুফ (আঃ) ভাইদের ও অমানবিক জুলুমের কথা উল্লেখ করে ক্ষমা প্রদর্শনের কথা বর্ণনা করলেন। সর্বশেষে হযরত ইয়াকুব (আঃ) ক্ষমার মহত্ত্ব বর্ণনা করলেন এবং ছেলেদেরকে কঠিন ভাবে তওবার দারস্থ হতে বললেন।

সর্বশেষে দোয়া ও আপ্যায়ন সমাধা করা হল।

তাঁর সামনে তাঁর পরিবারের সমস্ত লোকজন সমবেত হয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করেছিল। মহান আল্লাহ এই ঘটনা কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ

شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ * وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا وَقَالَ يٰاَبَتِ

www.pathagar.com

هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَاىَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّىْ حَقًّا وَقَدْ اَحْسَنَ بِىْ اِذْ اَخْرَجَنِىْ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اِخْوَتِىْ اِنَّ رَبِّىْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاءُ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ * رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِىّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ *

অর্থ ঃ তারপর তারা যখন সবাই ইউসুফের কাছে পৌঁছলো তখন সে তাঁর পিতা-মাতাকে নিজের সাথে বসালো এবং (নিজের পরিবারের লোকদেরকে) বললো, চলো এখন আমরা শহরে যাই। আল্লাহ চাইলে নিরাপদে ও সুখে শান্তিতে থাকবে।

(শহরে প্রবেশ করার পর) সে তাঁর পিতা-মাতাকে তুলে নিজের কাছে সিংহাসনে বসালো এবং সবাই তাঁর উদ্দেশ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিজদায় ঝুঁকে পড়লো। ইউসুফ বললো, আব্বাজান! এটাই হচ্ছে আমার সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা যা আমি পূর্বে দেখেছিলাম।

আমার রব তা বাস্তব সত্যে পরিণত করেছেন। আমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ হিসেবে তিনি আমাকে কারগার থেকে বের করে এনেছেন এবং আপনাদেরকে মরুভূমি থেকে এনে আমার সাথে মিলিত করেছেন। আসল বিষয় এই যে, আমার রব অতি সুক্ষ্ণ ও অদৃশ্যভাবে নিজের ইচ্ছা পূরণ করে থাকেন। তিনি অব্যশই বড় জ্ঞানবান ও বিচক্ষণ।

হে আমার রব! তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছো আর আমাকে সব বিষয়ের সুক্ষ্ণ তত্ত্ব অনুধাবন করা শিখিয়েছো। আকাশ ও যমীনের হে স্রষ্টা! তুমিই ইহকাল ও পরকালে আমার পৃষ্ঠপোষক। ইসলামের আদর্শের ওপরেই আমার সমাপ্তি করো এবং পরিণামে আমাকে নেককার লোকদের সাথে মিলিত করো। (সূরা ইউসুফ ঃ ৯৯-১০১)

হযরত ইউসুফ (আঃ) পিতাকে রাজমহলের এক সুরম্য অট্টালিকায় বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন এবং ভাইদের প্রত্যেককে বসবাসের জন্য উন্নতমানের ইমারতের এন্তেজাম করে দিলেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর

www.pathagar.com

আত্মীয়-স্বজন, এবং প্রতিবেশী যারা তার সঙ্গে এসেছিলেন, তাদেরকে উত্তমরূপে মেহমানদারী করে যাত্রা কালে সকলকে খাদ্য-শস্য, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, রেশমি পশমি কাপড় ইত্যাদি অনেক কিছু দিয়ে তাদের উট বোঝাই করে দিলেন। উপরন্ত ইয়েমেনবাসীর জন্য আরো অতিরিক্ত একশত উটে খাদ্য-শস্য বোঝাই করে এই সাথে পাঠিয়ে দিলেন।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) কয়েকদিন পরে মিশরের বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। রাজা পূর্ব হতে শয্যাশায়ী ছিলেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর আগমনের খবর শুনে তিনি উঠে বসলেন এবং তার সাথে করমর্দন করলেন। অতপর বললেন, আপনার পুত্র ইউসুফ (আঃ) এক বিরল চরিত্রের ছেলে। যার ব্যবহারে আমি মুগ্ধ। তাঁর চরিত্র নির্মল, তাঁর ধর্মানুরাগ প্রখর, তাঁর মহানুভবতা দৃষ্টান্ত বিহীন ও তাঁর ধৈর্য অসাধারণ। তাই আমি তাকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করি। তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা আমি দিতে পারিনি। আজ আমি তাঁকে আপনার সম্মুখে মিশরের রাজমুকুট পড়িয়ে চিরদিনের জন্য সিংহাসনে সমাসীন করতে চাই। আমার আত্মীয়-স্বজন ও সন্তানাদী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আমি রাষ্ট্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আর কাউকে পছন্দ করতে পারিনি। আপনি আমার এহেন খালেছ নিয়তের পরিপূর্ণতার জন্য দোয়া করুন এবং আমাকে তওবা এস্তেগফার করার সঠিক তালীম দান করুন। আমি বিনিময়ে আপনাকে কিছু দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারব না। তবে বনিয়ামিনকে আগামীতে মিশরের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য আমি অছিয়ত করে যাব।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বিবাহ

দেশব্যাপী যখন মহা দুর্ভিক্ষ বিরাজমান, তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) সর্বত্র ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করতেন। যেখানে যতটা খাদ্যশস্য প্রয়োজন হত তা জপির করে বরাদ্দ করতেন। একদিন তিনি লোকলস্করসহ জোলেখার বাড়ির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় একটি লোক ছুটে এসে রাস্তারমাঝখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বলল, "হুজুর! মেহেরবাণী করে আপনার অশ্ব থামিয়ে এক মিনিটকাল আমার একটু নিবেদন শুনুন।" হযরত ইউসুফ (আঃ) লোকটির চিৎকারে রাস্তার মাঝখানে থেমে গেলেন। লোকটি বলল, হে মহামান্য রাজাধিরাজ! আপনি দীর্ঘ সাত বছর যাবত যে মহিলার তত্ত্বাবধানে ছিলেন এবং যার আদরে সম্মান সহকারে দিন কাটিয়েছেন। সে আজ পাগল হয়ে বনে-জঙ্গলে দিন কাটাচ্ছে, আর আপনার নাম জপ করে চলছে। এমতাবস্থায় যদি আপনি তাকে অন্তত একবার দর্শন দিতেন তাহলে বোধহয় তার সুস্থতা ফিরে আসত। অতএব আপনি দয়া করে তার জন্য কিছুটা সময় নষ্ট করুন।"

www.pathagar.com

হযরত ইউসুফ (আঃ) লোকটির কথা শুনে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। নির্বাক নিশ্চল অবস্থায় কিছু সময় দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, সে এখন কোথায় আছে? কিভাবে তার সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভব? লোকটি বলল, আপনি যদি নির্দিষ্ট একটা সময় দেন তবে আমি তাকে যথাস্থানে হাজির করব। হযরত ইউসুফ বললেন, আগামী দিন ভোরবেলা আমি জোলেখার মহলে উপস্থিত হব। লোকটি বলল, জাহাপনা! যথা আজ্ঞা। হযরত ইউসুফ (আঃ) পরের দিন ভোরবেলা কিছু লোক লস্কর নিয়ে জোলেখার মহলের দিকে রওয়ানা করলেন। কিছু দূর অগ্রসর হতেই দেখলেন রাস্তার মাঝখানে এক মহিলা শায়িত অবস্থায় রয়েছে এবং কিছু দূরত্বে কয়েক জন মহিলা গাছের ছায়ায় বসে আছে।

হযরত ইউসুফ (আঃ) এ দৃশ্য দেখে সেখানে দাঁড়ালেন। তখন দূরবর্তী মহিলাগণ ছুটে এসে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট আরজ করে বলল, হুজুর! আমরা জোলেখার সেবিকা। তিনি আমাদেরকে বলেছেন, "যে রাস্তা দিয়ে ইউসুফ যাত্রা করবেন সে রাস্তার মাঝখানে আমাকে শুইয়ে দাও যেন ইউসুফ (আঃ) এর অশ্ব আমাকে পদদলিত করে যায়। তাহলে হয়ত আমার হৃদয়ের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কিছুটা নির্বাপিত হবে। তাই তার আদেশ অনুসারে আমরা তাকে এখানে এনে রাস্তায় শোয়াইয়ে দিয়েছি। তিনি বর্তমানে সম্পূর্ণ উন্মাদ, তার কোন হিতাহিত জ্ঞান নেই। আপনার নাম উচ্চারণ করে যে ব্যক্তি তার কাছে যায় তাকে সে চুম্বন করেন এবং প্রচুর অর্থ প্রদান করেন। নিজের খাওয়া-দাওয়া শোয়া বিশ্রামের প্রতি তার কোন দৃষ্টি নেই। তিনি ঘর ছেড়ে নির্জন বনে থাকতে ভালবাসেন। আমরা তার সেবিকা হিসেবে সর্বদা তার সেবাযত্ন করে থাকি। তিনি তার ধন সম্পদ প্রায়ই উজাড় করে দিয়েছেন। নিজ সহায় সম্পদ রক্ষার প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই। বর্তমানে তার একজন দূরবর্তী আত্মীয় তার মহল ও বিষয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। তিনি যদি এ সময় এ দায়িত্ব না নিতেন তাহলে হয়ত এতদিনে তার সমুদয় সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যেত। ইতোপূর্বে বহু লোকে প্রতারণা করে আপনার সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বহু টাকা-পয়সা আত্মসাত করেছে। যে জোলেখা এক সময় মিশরের অন্যতম ধনী ছিলেন। তিনি আজ একজন সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ) মহিলাদের কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলেন জোলেখার এরূপ হবার কারণ কি? মহিলারা উত্তর দিল, হুজুর আমাদের গোস্তামী মাফ হোক। জোলেখা আপনাকে হৃদয় দিয়ে ভালবেসে ছিল। কিন্তু আপনাকে লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ বিরহ বেদনাই তার উন্মত্ততার প্রধান কারণ। হযরত ইউসুফ (আঃ) তখন অশ্বপৃষ্ঠে হতে অবতরণ করে জোলেখার নিকট গিয়ে

www.pathagar.com

ডাক দিলেন, জোলেখা তুমি কেমন আছ? জোলেখা তখন উন্মত্তের ন্যায় লাফিয়ে উঠে বলল, ইউসুফ তুমি এসেছ? তুমি একটু সময় বস, তোমাকে একবার শেষ বারের মত দেখে নেই। তুমি আমার অন্তরে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ তাতে পুড়ে আমি অঙ্গারে পরিণত হয়েছি। তবুও অগ্নি শিখার দহন বিন্দু মাত্র পরিবর্তন হয়নি। তুমি আমার নাকের সম্মুখে হাত দিয়ে দেখ, কি ভীষণ সে অগ্নিশিখা। যা দীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবত আমার হৃদয় মাঝে অনির্বাণ শিখা হিসেবে বিরাজমান রয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) তখন নিজের হাত খানা জোলেখার নাকের নিকট নিল। জোলেখার নিশ্বাসের অসহ্য যন্ত্রণায় হাত সরিয়ে নিলেন। জোলেখা তখন দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, তুমি আমার জীবন যৌবন সমস্ত কিছু ভূলুণ্ঠিত করেছ। একদিন আমি ছিলাম মিশরের অদ্বিতীয় সুন্দরী আর আজ আমি পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট কদাকার এক জংলী প্রাণী, এ জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তুমি, এ জন্য তোমার মহান প্রভুর নিকট তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে।

জোলেখার আহাজারী ও আবেগপূর্ণ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে হযরত ইউসুফ (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এখন আমি তোমার কি উপকার করতে পারি? জোলেখা বলল, ইউসুফ! আজ তুমি আমার কোন উপকারই করতে পারবে না। তবে তোমার কারণে আমার জীবন-যৌবন ও রূপ সৌন্দর্যের যে পতন ঘটেছে। সেটা আমাকে পুনরায় ফিরিয়ে দাও। তোমার খোদা যদি সত্য হয় তবে এ আবদার পূরণ কর।

হযরত ইউসুফ (আঃ) জোলেখাকে বললেন, চল তোমার মহলে। জোলেখা তখন উঠে মহলের দিকে রওয়ানা করলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) তার পিছন পিছনে মহলে এসে পৌঁছলেন। চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলেন সর্বত্র যেন এক ভীষণ মলিনতা বিরাজ করছে। তিনি জোলেখাকে বললেন, অজু গোছল করে আস। সেবিকারা তখন জোলেখাকে নিয়ে হাম্মামখানায় গেল এবং উত্তম রূপে গোসল করিয়ে তাকে পাক-পবিত্র পোশাকে সাজিয়ে গুছিয়ে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সম্মুখে নিয়ে এল। হযরত ইউসুফ (আঃ) তখন দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে হাত তুললেন, আল্লাহ তা'য়ালার অপূর্ব মহিমা, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে জোলেখার শরীর ও চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হল তার চেহারা। শারীরিক দুর্বলতার অবসান ঘটল। ঢলঢল যৌবনের কান্তি ফিরে এল সর্ব অঙ্গে, জোলায়খা আয়নার সম্মুখে গিয়ে নিজের রূপ দেখে মোহিত হলেন এবং বললেন, ইউসুফ! এবার তুমি আমাকে তোমার দ্বীনের দীক্ষা দান করে আমার থেকে দায় মুক্ত হও। হযরত ইউসুফ (আঃ) তাকে পাঠ করালেন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ইউসুফ নবী

www.pathagar.com

উল্লাহ। অতপর তিনি নামায, রোজা ও পবিত্রতা অর্জনের জরুরি কিছু বিষয় তাকে শিক্ষা দিলেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ) বিদায়কালে জোলেখার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিস্মিত হলেন। ত্রিশ বছর পূর্বে জোলেখার যে রূপ-লাবণ্য ছিল, আজকে তার চেয়ে তাকে দশগুণ রূপসী বলে মনে হয়। তার মুখমণ্ডল এত উজ্জল হল যাতে ইউসুফ (আঃ)-এর চক্ষু ঝলসে গেল, মনের মাঝে সৃষ্টি হল এক দুর্দমনীয় আকর্ষণ। প্রেমের বান ডাকল তার শিরা-উপশিরায়। তাই জোলেখার প্রতি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতে লাগল, জোলেখা! আজিজ মেছের জীবিত থাকা অবস্থায় তোমাকে বিবাহ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং বিবাহ ছাড়া তোমার মনের কোন চাহিদা পূরণ করাও বৈধ ছিল না, এছাড়া ধর্মের দিক দিয়েও তোমার আমার মাঝে দূরত্ব ছিল বিরাট, এ সব প্রতিবন্ধকতার কারণে আমি তোমার থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছি, কিন্তু আজ সকল প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটেছে। তোমার আমার মাঝে আর কোন দূরত্ব নেই। অতএব আমি সতস্ফূর্ত মনে আজ তোমাকে বিবাহ করতে চাই।

জোলেখা ইউসুফ (আঃ)-এর কথা শুনে বললেন, ইউসুফ (আঃ) তুমি সে বিভ্রান্তির দিনগুলোর কথা ভুলে যাও। আমি আজ আত্মভোলা রূপ ও মহা সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী সত্ত্বা, মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্ধান পেয়েছি যিনি তোমাকে পৃথিবীর মাঝে শ্রেষ্ঠ রূপ প্রদান করে পাঠিয়েছেন, যিনি তোমার মুখমণ্ডলের জ্যোতির মাঝে সৃষ্টি করেছেন উন্মাদনাকর আকর্ষন এবং তোমাকে একজন মহামানব করে পাঠিয়েছেন ধরার মানুষের কাছে। সর্বোপরি যিনি আজ আমার বার্ধক্য, আমার মলিন মুখশ্রী ও আমার দুর্বল স্বাস্থ্যে বিলুপ্তি ঘটিয়ে ক্ষণিকের মধ্যে এনে দিলেন এক দিপ্তিমান যৌবন। আমি যে ব্যক্তিকে লাভের সাধনায় বিগত ত্রিশ বছর উন্মাত্তের ন্যায় দিন কাটিয়েছি, কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও তাকে লাভ করা সম্ভব হয়নি, সেই ব্যক্তিত্বকে অতি সহজে যিনি এনে দিলেন আমার এ জীর্ণ দ্বার প্রান্তে, আমি সে মহান রাব্বুল আলামিনের সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করব।

কে এই মহান সত্ত্বা যার অপর করুণায় মুহূর্তের মধ্যে সম্ভব হল এত বড় পর্বততুল্য বিবর্তন। তাকে আমি লাভ করতে চাই। একমাত্র তিনিই দিতে পারবেন আমার প্রাণের তৃপ্তি ও সকল জিজ্ঞাসার সমাধান। সে মহান প্রভুকে পরিপূর্ণ ভাবে লাভ করার নিমিত্ত তার প্রেমে নিজ সত্ত্বাকে ডুবিয়ে দিব চিরতরে। তাহলে সার্থক হবে আমার সাধনা। সেখানে পাব তৃপ্তি, আনন্দ ও সজীবতা। অতএব ইউসুফ (আঃ) তুমি আর আমার দিকে তাকিয়ে থেক না। চিরদিনের

www.pathagar.com

জন্য আমাকে ভুলে যাও। খোদা হাফেজ। এই বলে জোলেখা তড়িৎ গতিতে সেখানে থেকে বিদায় নিলেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ) কিছুক্ষণ অপলক চোখে জোলেখার যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে থেকে মলিন মুখে বিদায় নিলেন। জোলেখার রূপের ঝলকে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর হৃদয়ে জ্বলে উঠল প্রেমের এক অনির্বাণ শিখা। তাঁর অন্তরে আরম্ভ হল জোলেখার বিচ্ছেদ যাতনা। ভীষণ কঠিন ও অসহ্য ছিল যে যাতনা। উন্মত্ত তরঙ্গের ন্যায় উত্থাল পাথাল করছিল তার হৃৎপিণ্ড।

এত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে জোলেখা তাঁকে আকৃষ্ট করে সঙ্গে সঙ্গে আবার তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিবে দূর-দূরান্তের তা তিনি কল্পনা করতে পারেননি। তাই এ ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া সহ্য করা সম্ভব হল না তার পক্ষে। দিন দিন তিনি নিজকে দুর্বল ও অসহায় ভাবতে লাগলেন। তার মনের মাঝে প্রেমের উন্মত্ততা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে।

দিন বয়ে যায় আর হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর অবস্থা ধীরে ধীরে অবনতির দিকে গড়াতে থাকে। রাজকার্যে শিথিলতা দেখা দেয়। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে উদাস মনে বাগিচা ভ্রমণ ও রাস্তায় পদাচরণ তাঁর স্বাভাবিক নেশায় অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজদরবারের পরিষদবর্গ, পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর অবস্থা দর্শনে ভীত সন্ত্রস্ত হলেন। রাজদরবারের সকল কাজ-কর্মে দেখা দিল ভীষণ শিথিলতা।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর এ অস্থিরতার খবর মিশরের বৃদ্ধ রাজা রায়হানের নিকট পৌঁছলে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হলেন। তখন তিনি হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর নিকট তাঁর জীবনের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা জেনে নিলেন। অতপর এক দিন তিনি জোলেখাকে খবর দিলেন। জোলেখা রাজা রায়হানের নিকট পৌঁছলে তাকে নানারকম বুঝালেন। জোলেখা উত্তরে রাজাকে বলেন, মহাত্মন! আমি বৈষয়িক ও পার্থিব নেশা থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। পরম করুনায়ম আল্লাহর তায়ালা আমার প্রতি তার অফুরন্ত রহমত ও নেয়ামত বর্ষণ করেছেন, যার ফলে আমি আজ সে মহান প্রভুর প্রেমে এত অধিক তৃপ্তি লাভ করছি। এমতাবস্থায় আপনি আমাকে ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে অফুরন্ত স্বার্থ ত্যাগ করার উপদেশ দিচ্ছেন। এটা আমার পক্ষে গ্রহণ করা কোন দিন সম্ভব নয়। আপনি একজন ইনছাফগার বাদশা। আপনি ভালভাবে চিন্তা করে ইনছাফের দৃষ্টিতে বিষয়টি বিচার করুন।

রাজা রায়হান জোলেখার কথা শুনে একটু নিরব থেকে বলতে আরম্ভ করলেন, জোলেখা! মনে কর আমি একজন প্রতাপশালী রাজা। আমি দেশের

www.pathagar.com

মানুষের জন্য যে সব আইন-কানুন বা হুকুম জারী করি, সে হুকুমের তাবেদারী করে যারা আমার নৈকট্য লাভ করতে চায়, আর যারা আমার হুকুমের নাফরমানী করে আমার নৈকট্য লাভ করতে চায়, তারা উভয় কি আমার নিকট সমমানের বলে বিবেচিত হবে? জোলেখা বললেন, না তা কখনই হতে পারে না। বরং যিনি আপনার হুকুমের তাবেদারী করবে তিনিই আপনার নৈকট্য লাভে সক্ষম হবে।

জোলেখার উত্তর শুনে রাজা রায়হান বললেন, তবে শোন, তুমি যাকে লাভ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছ, তার কঠোর নির্দেশ রয়েছে, "হে ঈমানদার ব্যক্তি, তোমাদের মধ্যে পুরুষ নারী একে অপরের ভূষণ স্বরূপ। অতএব তোমরা একে অপরের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হও, তাহলে তোমাদের এবাদাতসমূহে দশগুণ অধিক ছওয়াব দান করা হবে।" এমতাবস্থায় তুমি তোমার মহান প্রভুর আদেশ পালন না করে কিভাবে তার অধিক নৈকট্য লাভ করতে আশা রাখ।

জোলেয়খা রাজা রায়হানের কথা শুনে বললেন, হে মহাত্মন। আপনি মহান আল্লাহ তা'য়ালার অধিক সন্তুষ্টি লাভের পন্থা দেখিয়ে যা কিছু করতে বলেন আমি নির্বিধায় রাজি আছি। কারণ আমি হৃদয় উজার করে আল্লাহকেই ভালবাসি। সে স্থান আমি দুনিয়ার কাউকে কোন দিন দিতে পারব না। রাজা রায়হান তখন জোলেখাকে বললেন, তাহলে তুমি প্রস্তুতি নাও। আগামী শুক্রবার দিন ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে তোমার শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হবে।

রাজার নির্ধারিত তারিখ অনুসারে রাজকীয় পরিবেশ দেশী-বিদেশী মেহমানদের এক বিরাট সমাবেশে বিরাট ধুমধামের সাথে হযরত ইউসুফ (আঃ) ও জোলেখার বিবাহ সম্পন্ন হল। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর অন্তরের আশা পূর্ণ হল। বাসর রাতে হযরত ইউসুফ (আঃ) জোলেখাকে কুমারী দেখে প্রশ্ন করলেন, তুমি কুমারী থাকলে কি করে? উত্তরে জোলেখা বললেন, আমার পূর্ব স্বামী আজিজ মেছের ছিলেন একজন নপুংসক ব্যক্তি। তার সাথে জীবনে আমার কোন দিন মিলন হয়নি। আল্লাহতা'য়ালা তোমার জন্যই আমাকে অদ্য পর্যন্ত পাক-পবিত্র রেখেছেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ) সত্তর বছর জীবিত ছিলেন। এর মধ্যে তার দুটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। তিনি দুর্ভিক্ষের দিনে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মানুষকে ক্ষুধার করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করেছেন। দেশবাসীকে পরিতৃপ্ত রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

কথিত আছে দুর্ভিক্ষের শেষ চল্লিশ দিন মিশরের গুদাম শূন্য হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি আল্লাহ তা'য়ালার এক নির্দেশে প্রতিদিন দুইবেলা ময়দানে গিয়ে জনসাধারণকে সাক্ষাৎ দিতেন। এতে মানুষ ক্ষুধার তাড়না থেকে রক্ষা পেত।

www.pathagar.com

সকলে পেট ভর্তি খাদ্যের তৃপ্তি লাভ করত। এটা ছিল আল্লাহ তা'য়ালার এক বিশেষ কুদরতের খেলা।

হযরত ইউসুফ (আঃ) রাজা রায়হানের ইন্তেকালের পরে পরিপূর্ণ রাজ রাজাধিরাজ হিসেবে সিংহাসনে সমাসিন হল। দীর্ঘদিন তিনি পিতা, পুত্র,ভাই, ভগ্নি ও আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে মহা জৌলুসে রাজকার্য পরিচালনা করেন। একই সাথে তিনি নবুয়তীর দায়িত্বও পালন করতেন। এভাবে পৃথিবীর বুকে এক অনন্য ইতিহাস রেখে তিনি মাহবুব রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে চলে যান।

আসহাবে কাহাফের ঘটনা

রহস্যপূর্ণ ঘটনার পরিচিতি

হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে রোম সাম্রাজ্যের একদল ধর্মপরায়ণ যুবক ধর্মদ্রোহী রাজার আক্রমণ হতে স্বীয় ধর্ম ও জীবন রক্ষার নিমিত্ত এক নির্জন পর্বত গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এরাই আসহাবে কাহাফ নামে পরিচিত। আসহাবে কাহাফের শাব্দিক অর্থ গুহাবাসী। পূর্ববর্তী নবীগণের যুগে আসহাবে কাহাফের ঘটনা একটি অলৌকিক সত্তা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। এ নিয়ে তখনকার সমাজে বহু অলিক গল্প, কাহিনী ও কথিকার অবতারণা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনার সঠিক তথ্য সম্বন্ধে কেউ অবহিত ছিল না বলে অনেক ক্ষেত্রে তা বহুমুখী, বিপরীতমুখী বর্ণনার সয়লাবে বিরাজমান ছিল।

এ ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেও একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় বলে গণ্য হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতী জিন্দেগীর দশম বর্ষ অতিক্রম কালে যখন আরব জাহানের শক্তিধর নেতৃবৃন্দ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উৎখাতের কঠিন প্রতিজ্ঞা নিল, তাঁর ওপর অমানবিক জুলুম ও নির্যাতন আরম্ভ করল, তাঁর পরিবারবর্গ ও মুসলমানদের আবু তালেব গিরি গুহায় অন্তরীণ করে তাদের প্রতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের যে ব্যবস্থা নিল, সে ব্যবস্থাগুলো ছিল মহানবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের এক কঠিন সমীক্ষা। ঐতিহাসিকগণ এ নগ্ন ও বর্বোচিত জুলুমের চিত্র তুলে ধরে অনেক বৃহৎ গ্রন্থ সম্পাদন করেছেন। পৃথিবীর বিদ্বান ও বুদ্ধিজীবী মহল এ উদাহরণের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত।

মহান আদর্শের ধারক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কঠিন জুলুম ও নির্যাতনের বেষ্টনী অতিক্রম করে মানুষের অন্তর্স্থলে যখন আবাস করে

www.pathagar.com

নিতে সক্ষম হলেন তখন বিধর্মীরা অবরোধের আরো কৌশলগত দিক অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে উঠল। এক পর্যায়ে ইহুদী ও নাছারাদের পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত বুদ্ধিজীবী পরিষদ কর্তৃক আরম্ভ হল নবীর প্রতি প্রশ্নবান নিক্ষেপের পালা। যার অন্তর্ভুক্ত ছিল আসহাবে কাহাফের পরিচিতি ও সংখ্যা নির্ণয়, জুলকারনাইনের ইতিহাস বর্ণনা, খেজেরের কার্যবিবরণী ও রুহের অবস্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন কথা।

এ প্রেক্ষীতে সূরা কাহফ নাযিল হলে তিনি তাদের সম্মুখে সূরা কাহফ তিলাওয়াত করে ঘটনাবলির স্বরূপ তুলে ধরলেন–

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا *
اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ
لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا * فَضَرَبْنَا عَلٰى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا *
ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْا اَمَدًا * نَحْنُ نَقُصُّ
عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى * وَّرَبَطْنَا
عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا
مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا اِذًا شَطَطًا * هٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ
اٰلِهَةً لَوْ لَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ
كَذِبًا * وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗا اِلَى الْكَهْفِ
يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا * وَتَرَى
الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ
ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِىْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ
الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا * وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ
رُقُوْدٌ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ

www.pathagar.com

بِالْوَصِيْدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا *
وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَاءَلُوْا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوْا
لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ
بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ
مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا * اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ
يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْا اِذًا اَبَدًا * وَكَذٰلِكَ
اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا اِذْ
يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ
قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا * سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ
رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُوْلُوْنَ
سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَّبِّيْ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ فَلَا
تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا * وَلَا تَقُوْلَنَّ
لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا * اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ
وَقُلْ عَسٰى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا * وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ
ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا * قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا لَهٗ غَيْبُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا يُشْرِكُ
فِيْ حُكْمِهٖ اَحَدًا *

অর্থ ঃ "(হে নবী)! আপনি কি মনে করেন যে, গুহা ও রাক্বীমের (আসহাবে কাহাব) অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর? যখন যুবকরা

www.pathagar.com

পর্বত-গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের কাজ কর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করে দিন। অতঃপর আমি উক্ত গুহায় কয়েক বছর তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম। পরে আমি তাদেরকে জাগ্রত করে দিলাম জানার জন্য যে, উভয় দলের (অর্থাৎ, জনপদবাসী ও গুহাবাসীদের) মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে। আমি আপনার নিকট তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। নিঃসন্দেহ তারা কয়েকজন যুবক ছিল, যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম। আর আমি তাদের মন দৃঢ় করে দিলাম। তারা যখন উঠে দাঁড়ালো তখন বলল, আমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের প্রতিপালক। আর আমার কখনও তাঁকে ছাড়া অন্য কোন ইলাহকে আহ্বান করব না। আর যদি এরূপ করি, তবে তা অত্যন্ত গর্হিত হবে। তারা বলছিল আমাদের একাত্ত তাঁকে বাদ দিয়ে অনেক ইলাহ গ্রহণ করেছে। এরা কেন এসব ইলাহর ব্যাপারে স্পষ্ট দলিল উপস্থিত করে না? এর চেয়ে অধিক যালেম আর কে, যে আল্লাহ্ তা'আলার উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়? যখন তোমরা তাদের থেকে এবং তাদের উপাসনা হতে যা তারা আল্লাহকে ছেড়ে বাতিল মা'বূদের উদ্দেশ্যে করছে তাদের থেকে তখন তোমরা পৃথক হয়ে গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছ। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য স্বীয় রহমত বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন। আর আপনি সূর্যকে দেখতে পাবেন যে উহা উদিত হওয়ার সময় তাদের গুহা থেকে ডানদিকে সরে যায় এবং অস্তমিত হওয়ার গুহার এক পার্শ্বে সরে বামদিকে চলে যায়। এ সবই আল্লাহর নির্দেশন। যাকে আল্লাহ হেদায়ত দান করেন, সে-ই সৎপথ প্রাপ্ত হয়, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না। আর আপনি তাদেরকে জাগ্রত মনে করবেন অথচ তারা ছিল নিদ্রিত। আর আমি তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করে দিতে থাকি, ডানদিকে এবং বামদিকে। আর তাদের কুকুর সম্মুখের পা দুটি বিস্তার করে গুহার মুখে বসে ছিল, যদি আপনি তাদের দিকে উকি দিয়ে তাকাতেন, তবে তাদের অবস্থা দর্শনে ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তেন এবং পিছ ফিরে পলায়ন করতেন। আর এভাবেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করে দিলাম, যেন তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের মধ্যে হতে একজন বলল, তোমরা কত কাল অবস্থান করেছ? কেউ কেউ বলল, একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ। কেউ কেউ বলল, তোমাদের প্রতিপালকই যথেষ্ট অবগত আছেন, তোমরা এখানে

www.pathagar.com

কতকাল অবস্থান করেছ। অতএব, এখন নিজেদের মধ্য থেকে কোন একজনকে এ মুদ্রাটি দিয়ে শহরে প্রেরণ কর। সে তোমাদের জন্য তথা হতে দেখে শুনে খাদ্য ক্রয় করে আনবে। আর সে যেন বিচক্ষণতার সাথে তা করে এবং তোমাদের সম্বন্ধে কাকেও কিছু জানতে না দেয়। কেননা, যদি তারা তোমাদের ব্যাপার জানতে পারে, তবে তারা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে কিংবা বলপূর্বক তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনও সাফল্য লাভ করবে না আর এভাবে আমি মানুষকে তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম। যাতে তারা জানতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কেয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বির্তকে লিপ্ত হয়েছিল তখন তাদের অনেকে বলল, ওদের (গুহাবাসীদের) উপর সৌধ নির্মাণ করে দাও, তাদের প্রতিপালক তাদের বিষয় ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল, তারা বলল, আমরা তো তাদের পার্শ্বে অবশ্যই মসজিদ নির্মাণ করব। (হে নবী!) অনেক লোক বলে যে, তারা সংখ্যায় তিন জন এবং চতুর্থ তাদের কুকুর। কতক লোক এরূপ বলে যে, না, তারা পাঁচ জন এবং ষষ্ঠ তাদের কুকুর। এরা অন্ধকারে তীর ছুড়ছে। আর কতক লোক বলে, তারা সাত জন, অষ্টম তাদের কুকুর। (হে নবী!) আপনি বলে দিন তাদের সঠিক সংখ্যা তো আমার প্রতিপালকই ভাল জানেন। কেননা, তাদের অবস্থা সম্বন্ধে অতি অল্প লোকই অবগত আছে। আর সাধারণ আলোচনা ব্যতীত আপনি ওদের বিষয়ে বিতর্ক করবেন না। আর তাদের কারো নিকট এদের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেসও করবেন না। আর কখনও কোন বিষয় সম্বন্ধে এরূপ বলবেন না যে, আগামীকাল আমি এটা করব। এ কথা না বলে যা আল্লাহ তা'আলা চাইবেন। আর যদি ভুলে যান, তবে নিজ প্রতিপালককে স্মরণ করবেন। এবং বলুন আমার প্রতিপালক সম্ভবত এর চেয়েও অধিক সত্যের নিকটতর পথ আমার জন্য খুলে দেবেন। আর তারা সেই গুহায় তিন'শ বছর আরও নয় বছর ছিল। (হে নবী!) আপনি বলে দিন, আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন, তারা (গুহায়) কত কাল অবস্থান করেছিল। আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্ত বিষয়সমূহের জ্ঞান তাঁরই। তিনি কত সুন্দর দর্শনকারী এবং শ্রবণকারী। তিনি ব্যতীত মানুষের কোন অভিভাবক নেই এবং তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাকেও শরীকও করেন না।" (সূরা কাহফ ঃ ৯-২৬)

আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং গায়েবী এলেম অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ও নির্যাতনের মুখে মুসলমানদের চরম ধৈর্যের শিক্ষাদানের

www.pathagar.com

জন্য অহির মাধ্যমে ধর্মদ্রোহীদের সকল কঠিন প্রশ্নের সঠিক ও সুন্দর জবাব প্রদান করেন।

আসহাবে কাহাফের প্রকৃত ঘটনা

হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের কিছু পূর্বে রোম সম্রাজ্যের এক ধর্মদ্রোহী প্রভাবশালী ও জালেম রাজার আবির্ভাব ঘটে। তার নাম ছিল দাকিয়ানুস। সে ছিল একজন নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহী। সে এক পর্যায়ে নিজে খোদায়ী দাবি করে দেশের মানুষের ধর্মানুভূতি ভূলুণ্ঠিত করে। ধর্মপরায়ণ মানুষদেরকে নানারূপ নির্যাতন ও অত্যাচার করে জেলে পুরে রাখত অথবা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করত। এমতাবস্থায় দেশের একদল ধর্মপরায়ণ যুবক গোপনে সংঘবদ্ধ হয়ে রাজাকে উৎখাত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অল্প দিনের মধ্যে তারা বেশ কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়। এমনকি বহিঃ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সহানুভূতির আশ্বাস পর্যন্ত সংগ্রহ করে। এ সময় রাজা দাকিয়ানুস যুবকদের পরিকল্পনার বিষয় অবগত হয়। তখন সে ক্ষুধার্ত ব্যাঘের ন্যায় যুবক দলের প্রতি সসস্ত্র আক্রমণ চালায় এবং অধিকাংশ যুবককে হত্যা করে। বাকি গুটিকয়েক যুবককে বন্দী করে কারাগারে পাঠায়। পরবর্তী সময় এই জেলবন্দীদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বের করে এনে প্রাকশ্য হত্যা করত। এভাবে বন্দীদেরকে প্রায়ই শেষ করে ফেলল। সর্বশেষে মাত্র তিন জন যুবককে নিজ খেদমতের নামে হত্যা থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের উপর কঠিন দায়িত্ব চাপিয়ে দিল।

রাজা দাকিয়ানুস ছিল অত্যাদিক মোটা। সে পায়খানা করার পরে নিজ হস্ত দ্বারা শৌচ কার্য সমাধান করতে অক্ষম ছিল। এজন্য একজন যুবককে তার শৌচ কার্যের জন্য নিয়োগ করল। অপর একজনের উপর আস্তাবল পরিষ্কার এবং তৃতীয় জনের উপর বাথরুমের ময়লা পরিষ্কার করার দায়িত্ব ন্যস্ত করল। এ সমস্ত জঘন্য দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত করার পরে তাদের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখার লক্ষ্য একজন ছদ্মবেশী পাহারাদারও নিযুক্ত করল।

যুবকেরা নিজদের ধর্ম বিশ্বাস ও জান রক্ষার তাগিদে বাধ্য হয়ে অত্যাচারী রাজার ফরমানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যেতে লাগল। রাজা যুবকদের কার্যকলাপে মোটামুটি কিছুটা নিশ্চিত হল বটে কিন্তু ছদ্মবেশী পাহারাদারদের অনুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মাঝে মাঝে যুবকদের প্রতি বেত্রাঘাত, খাদ্য বন্ধ ইত্যাদি জাতীয় শাস্তির বিধান বহাল রাখল। যুবকেরা রাজার এ নির্যাতন নিরবে সহ্য করে যেত। কিন্তু রাজার ধর্মদ্রোহী কার্যকলাপ, সেজদা গ্রহণ এবং খোদায়ী দাবির ঔদ্ধতপনা যুবকদের নিকট ছিল বেত্রাঘাতের

www.pathagar.com

চেয়ে অধিক পীড়াদায়ক। তাই তারা এহেন পরিবেশ থেকে মুক্তি লাভের নিমিত্ত সর্বদা চিন্তামগ্ন থাকত।

রাজ দরবারের অসংখ্য কর্মচারীদের মাঝে কিছু সংখ্যক লোক রাজার এহেন কার্যকলাপকে মনে প্রাণে ঘৃণা করত। তারা তৌহিদের প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে রাজার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করত। নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যেত। এ ধরনের দু একটি কর্মচারীর সঙ্গে যুবকদের কিছু সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তারা যুবকদের উপর অমানবিক আচরণের জন্য রাজার প্রতি ভীষণ ক্ষুদ্ধ ছিল এবং যুবকদেরকে রাজার অত্যাচার হতে কিভাবে মুক্ত করা যায় সে নিয়ে যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা করত।

রাজা দাকিয়ানুস বিভিন্ন খেলাধুলা, নাচ-গান, মদ্যপান ও জুয়ার প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট ছিল। তাই যুবকদের বন্ধুরা ঠিক করল একদিন নাচ গানের আসরে রাজাকে অধিক মদ্য পান করিয়া নাচ-গানে বিভোর করে সকলে একত্রে রাজদরবার থেকে পালিয়ে যাবে। এ সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে তারা সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুজরান করছিল। যুবক ও তাদের বন্ধুগণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের পরিকল্পনা নিল। রাজা দাকিয়ানুস নাচ-গানের আসর জমজমাট করার লক্ষ্যে সকল কর্মচারীকে নির্দেশ দিল। রাজার নির্দেশে কর্মচারীবৃন্দ অতি ব্যস্ততার সাথে সকল প্রস্তুতি সমাধা করল। সন্ধ্যার পর পরই আসর আরম্ভ হওয়া ব্যবস্থা হল।

এদিকে যুবকদের বন্ধুরা দিবাভাগে যথেষ্ট ব্যস্ততা প্রদর্শন করে সকল কর্মচারীর সাথে তাল মিলিয়ে সকল কাজ-কর্ম সমাধান করল এবং গোপনে সকলে পরামর্শ করে রাজদরবার পরিত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করল। তারা আস্তাবলের কয়েকটি ঘোড়া প্রস্তুত করে রাখল। কোন পথে কিভাবে অগ্রসর হতে হবে তার সূক্ষ্ম একটি প্রোগ্রাম ঠিক করে নিল।

সন্ধ্যার পর রাজ দরবারের প্রোগ্রাম অনুসারে নাচ-গানের আসর আরম্ভ হল। রাজা এবং রাজ কর্মচারীবৃন্দ এবং রাজার বহিরাগত বন্ধু মহল সকলে যথাসময়ে আসরে যোগদান করল। যুবকদের বন্ধুরা ঐ দিন অতি সুকৌশলে রাজাকে ও তার ঊর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দকে অধিক পরিমাণ মদপরিবেশন করতে সক্ষম হয়। যাতে করে রাজা ও তার পরিষদবৃন্দ অধিক নেশাগ্রস্ত হয় এবং তাদের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়। নিস্তব্ধ রজনীতে উপযুক্ত সুযোগ হাতছাড়া না করে যুবকেরা ও তাদের তিন বন্ধু অতি সন্তর্পণে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে রাজদরবার পরিত্যাগ করে আস্তাবলের নিকট গিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে পার্বত্য অঞ্চলের দিকে রওয়ানা করল। সারা রাত তারা অতি ব্যস্তভাবে দ্রুততার সাথে পথ

www.pathagar.com

অতিক্রম করে ভোরবেলা এক সুউচ্চ পর্বতমালার পাদদেশে এসে হাজির হল। সেখানে কিছুটা বিশ্রামের উদ্দেশ্যে অশ্বপৃষ্ঠে হতে অবতরণ করল। এমন সময় সেখানে কয়েকজন মেষচালক এসে উপস্থিত হল। তারা এ অপরিচিত ঘোড়া সওয়ারীকে দেখে তাদের পরিচয় এবং গন্তব্য স্থানের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করল। যুবকগণ ধর্মদ্রোহী রাজা দাকিয়ানুসের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করে বলল, "আমার ভূয়া খোদার কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করার জন্য মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এবাদত, বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে অরণ্যবাসী হতে যাচ্ছি। আগন্তুকদের মুখে এ কথা শুনে রাখালেরা বলল, আমরাও আপনাদের সঙ্গী হতে চাই। আগন্তুকেরা বলল, আমাদের আপত্তি নেই। তবে বিলম্ব না করে এ মুহূর্তেই চল।

রাখালেরা তাদের মেষগুলোকে ময়দানে ছেড়ে দিয়ে আগন্তুক যুবকদের সাথে পথ চলতে উদ্যত হল। এমন সময় তাদের সঙ্গের একটি কুকুর তাদের পিছন ধরল। তখন আগন্তুক যুবকেরা বলল, কুকুরটিকে এখানে রেখে চল, না হয় সে আমাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করবে। রাখালেরা কুকুরটিকে বাধা দিল। কিন্তু কুকুরটি সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে তাদের পিছনে ছুটতে আরম্ভ করল। তখন তারা কুকুরটিকে প্রহার করল, তার পা গুড়িয়ে দিল। তবুও কুকুরটি তাদের পিছন ছাড়ল না। একজনে প্রস্তাব করল কুকুরটিকে মেরে ফেল। এ সময় কুকুরের জবাব খুলে গেল, সে কাকুতির সাথে বলল, 'হে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ! তোমরা যাঁর সৃষ্টি আমিও তাঁর সৃষ্টি। তোমরা যার ইবাদত কর আমিও তার ইবাদত করি। অতএব তোমাদের পুণ্য সাহচর্য থেকে আমাকে দূরে ফেলে দিও না। আমি তোমাদের কাজে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করব না। বরং যতটুকু সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করব।"

উপস্থিত সকলে কুকুরের মুখের বর্ণনা শুনে অবাক হল এবং কুকুরটিকে কোলে তুলে নিয়ে পথ চলতে আরম্ভ করল। দিনের বাকি অংশ এবং সারারাত পথ চলার পরে পার্বত্য এলাকায় একটি বড় গুহার নিকট গিয়ে তারা পৌঁছল। শ্রান্ত, ক্লান্ত অবস্থায় সকলের শরীরে এক ভীষণ অবসাদ নেমে এল। তাই সকলে একটু বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে গুহার ভিতরে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে শুয়ে পড়ল। আর তাদের সঙ্গের কুকুরটি একটু দূরত্বে অবস্থান নিল।

আসহাবে কাহাফের নিদ্রা ভঙ্গের ঘটনা

আসহাবে কাহাফগণ গুহার অভ্যন্তরে এক নাগারে তিনশত নয় বছর নিদ্রামগ্ন থেকে চেতনা লাভ করলেন এবং একে অপরকে সজাগ করলেন। প্রত্যেকের শরীরে ও বসনে ধুলা ময়লা তূপ ছিল। সকলে নিজ নিজ শরীরের ধুলা

www.pathagar.com

ময়লা ঝেড়ে নিলেন। অতপর নিজেরা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন- আমরা কতক্ষণ নিদ্রামগ্ন ছিলাম। উত্তরে কেউ বললেন, একদিন, কেউ বললেন একদিনের অংশবিশেষ। এ বিষয় পবিত্র কোরআনে আসহাবে কাহাফের কথোপকথনের অংশ বিশেষ উদ্বৃত্ত হয়েছে।

আসহাবে কাহাফের নিদ্রা ভঙ্গের পরে তারা খুব ক্ষুধা অনুভব করলেন। তখন একজনে পকেট থেকে একটি রৌপ্য মুদ্রা বের করে এমলেখা নামক এক সঙ্গীকে দিয়ে বললেন, গুহার বাইরে গিয়ে এ টাকা দ্বারা নিকটস্থ বাজার থেকে কিছু খাবার নিয়ে আস। খুব দ্রুত ফিরে এস এবং সাবধানতা অবলম্বন কর যেন কেউ তোমাকে চিহ্নিত করতে না পারে।

এমলেখা নিজ পরিচ্ছদ আরো একটু ঝেড়ে মুছে রওয়ানা করলেন। গুহার উপরে উঠে যা দেখলেন তাতে তিনি অবাক হলেন। তাঁর কাছে সব কিছু নতুন বলে মনে হল। যে পথে তারা এখানে এসেছিল তার কোন চিহ্ন আর দৃষ্টিগোচর হল না। মনে মনে তিনি ভাবলেন হয়ত আমার দৃষ্টিতে ভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। তাই তিনি আর বিলম্ব না করে অদূরবর্তী দৃশ্যমান এক জনপদের দিকে অগ্রসর হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি সেখানে পৌঁছে দেখলেন, এক বিরাট বাজার। বিভিন্ন মালপত্র ও খাদ্য সামগ্রীর মহাসমারোহ। তিনি এক রুটির দোকানে পৌঁছে রৌপ্য মুদ্রাটি দোকানদারের সম্মুখে রেখে বললেন, ভাই সাহেব! আমাকে এক টাকার রুটি দিন। দোকানদার আগন্তুকের হাতের রৌপ্য মুদ্রাটি দেখে অবাক হল এবং সজোরে বলল, তুমি এ রৌপ্য মুদ্রা কোথায় পেলে এটা এ যুগের মুদ্রা নয়। বিগত কয়েকশত বছর পূর্বের মুদ্রা। নিশ্চয়ই এটা তুমি গুপ্তধন হিসেবে নির্জন কোথা থেকে লাভ করেছ। এখন এ গুপ্তধন লাভের স্থানটির কথা আমাকে বল এবং যে সমস্ত মুদ্রা তুমি সেখান থেকে লাভ করেছ সেগুলি এখনই আমাকে দিয়ে দাও। অন্যথায় তোমার বিপদ ঘটবে।

এমলেখা দোকানদারের কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি কিছু সময় নিস্তব্ধ থেকে অত্যন্ত কাকুতির সাথে সঠিক ঘটনা খুলে বললেন। দোকানদার এমলেখার কথার প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করল না সে পুনরায় ধমকের স্বরে বলল, তুমি যদি আমার কথা মত কাজ না কর তাহলে তোমাকে আমি পুলিশে ধরিয়ে দেব। তোমার নামে রাজদরবারে মোকদ্দমা দায়ের হবে। এমলেখা দোকানদারের কথায় অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন এবং আল্লাহর কছম করে তিনি তার বক্তব্যের পুনরুল্লেখ করলেন। দোকানাদার এমলেখার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে না পেরে পুলিশ ডাকল। পুলিশ ও জনতার এক বিরাট ভীড় করল। পুলিশ এমলেখাকে কিছু কথাবার্তা জিজ্ঞাসাবাদ করল। এমলেখা বার বার একই কথা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রার্থনা করে মুক্তি চাইল, তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর আবেদনের জবাব দিলেন এবং তাঁকে বিপদ থেকে মুক্ত করলেন। এভাবেই আল্লাহ তা'য়ালা খাঁটি মোমেন বান্দাদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকেন।

হযরত ইউনুস (আঃ)-কে আল্লাহ তা'য়ালা পুনরায় নিনোয়া এলাকায় যেতে আদেশ দেন। সেখানে গিয়ে নবী দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে মানুষকে হেদায়েতের দাওয়াত দিতে থাকেন। এবার কতক মানুষ নবীর দাওয়াত কবুল করে তার উপর ঈমান আনল এবং তার নিকট থেকে শরীয়তের বিধি বিধান অবগত হয়ে তদানুসারে জীবন-যাপন করতে আরম্ভ করল।

আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীরতে সাত জন নবীকে অতি কঠিন পরিক্ষার সম্মুখীন করেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন হযরত নূহ (আঃ)। তিনি উম্মতের নিকট বর্ণনাতীত ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। অনেক অপমান ও যাতনা ক্লেস সহ্য করেছেন। বিশেষ করে অনাহারে অর্ধাহারে তাকে অধিক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।

দ্বিতীয় হলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। তিনি নমরুদের ভীষণ অত্যাচারে অসহ্য যাতনা ভোগ করেছেন। বিশেষ করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের পূর্বে তাঁকে হাজত বাস, শারীরিক অত্যাচার ও মানসিক যাতনা করা হয়েছিল। তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা তিনি আল্লাহ উপর নির্ভর করে ধৈর্যের মাধ্যমে সকল কিছুর মোকাবিলা করেন।

তৃতীয় হলেন হযরত ইউনুস (আঃ)। উম্মতের পক্ষ থেকে তাকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে জীবনের অধিকাংশ সময়। বিশেষ করে মাছের পেটে চল্লিশ দিন যাবৎ অনাহারে, গরম ও এক অবস্থায় থাকা যে কত কষ্টকর ছিল তা সাধারণভাবে অনুমান করা অত্যন্ত কঠিন। এ সময় তিনি ধৈর্যের সাথে একাধারে আল্লাহ তা'য়ালার তাছবীহ পাঠ করে কাটিয়েছেন। এক মুহূর্তের জন্য তিনি তাছবীহ পাঠ থেকে বিরত থাকেন নি। তাঁর এ অসাধারণ ধৈর্যের জন্য আল্লাহ তাঁকে পুরস্কৃত করেন।

চতুর্থ হলেন হযরত ইউসুফ (আঃ)। তিনিও জীবনে অশেষ নির্যাতন ভোগ করেছেন। ভাইদের অত্যাচার, গোলামী জীবন-যাপন, বন্দী জীবন সর্বোপরি জোলেখার প্রলোভনের মুখে কঠিন সংযমের পরীক্ষায় তিনি সাফল্যজনকভাবে উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন এবং পুরস্কৃত হন।

পঞ্চম হলেন হযরত আইউব (আঃ)। আল্লাহ তাঁর সম্মুখ থেকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি সব কিছু ধ্বংশ করে তাঁর উপর শারীরিক ব্যাধি পরীক্ষারূপে আসে। দীর্ঘ আঠার বছর যাবৎ তিনি ধৈর্য ধারণ করে ব্যাধির কষ্ট সহ্য করেন

www.pathagar.com

এবং নিয়মিত এবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। ফলে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে পুনরায় সম্মান জনকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর হারানো সকল কিছু তাকে ফিরিয়ে দেন।

ষষ্ঠ হলেন হযরত জাকারিয়া (আঃ)। তিনি সারা জীবন হেদায়েতের চেষ্টা করে অনেক লাঞ্ছিত হয়েছেন। উম্মতেরা তাকে অমানুসিক যন্ত্রণা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাকে গাছসহ করাত দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দুভাগ করে ফেলেছিল। তিনি এ বর্ণনাতীত যাতনার মধ্যেও আল্লাহর স্মরণ থেকে ক্ষণকাল বিরত থাকেননি।

সপ্তম হলেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি আপন আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকেই অধিক যাতনা পেয়েছেন। তিনি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি ধর্মদ্রোহীদের মোকাবেলায় অনেক যুদ্ধে শরীক হয়েছেন। পরাজয়ের গ্লানি হাসিমুখে বরণ করেছেন। আহত হয়েছেন একাধিক বার। অর্থনৈতিক দৈন্যতায় তাকে যথেষ্ট পিড়ন সহ্য করতে হয়েছে দীর্ঘ দিন। এ সব পরীক্ষা ও বাধা-বিপত্তি উৎরিয়ে তিনি যখন নিজ আদর্শ বজায় রাখতে সক্ষম হলেন তখন আল্লাহর মদদ পেলেন। মক্কা-মদীনার রাজ তখতে সমাসীন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

এক বর্ণনা মতে হযরত ইউনুস (আঃ) জীবনের শেষ ত্রিশ বছর সাফল্য জনকভাবে উম্মতের মাঝে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি একশত ত্রিশ বছর জীবিত থেকে অসংখ্য মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর রওজা মোবারক দজলা নদীর তীরে অবস্থিত। উহা নাম ফলক দিয়ে চিহ্নিত।

হযরত আইউব (আঃ)

হযরত আইউব (আঃ)-এর কঠিন পরীক্ষা

নবুয়্যতী ও সম্পদ ঃ হযরত আইউব (আঃ) ছিলেন অতি উদার, দানশীল ও মিষ্টি ভাষী। তাঁর বাসস্থান ছিল সিরিয়ায়। তিনি হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর বড় ভাই হযরত আইমের বংশধর। তিনি হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ছেলের ঘরের নাতনী বিবাহ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল রহিমা। তিনি আহারের সময় দশজন এতিম, মিসকীন অথবা গরবী নিয়ে আহার করতেন। দানশীলতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। কোন ভিক্ষুক বা দরিদ্র ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে কোন দিন খালি হাতে ফেরত যায়নি। তার নূন্যতম দান ছিল একটি মেষ বা ছাগল। ধনে

www.pathagar.com

সম্পদে তিনি ছিলেন সিরিয়ার বিখ্যাত ব্যক্তি। চল্লিশ হাজারের উর্ধ্বে ছিল মেষ ও ছাগল। প্রায় সাত হাজার ছিল উট। পাঁচ হাজার ছিল গরু ও ঘোড়া। কয়েকশ ছিল ফলের বাগান। বড় বড় ইমারত ছিল তাঁর ও ছেলেমেয়েদের বসবাসের স্থান। নগদ টাকা ও স্বর্ণ মুদ্রার কোন হিসাব ছিল না। এ সমস্ত সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি দিবারাত্র আল্লাহর এবাদতের মশগুল থাকতেন। দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত তিনি কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতেন না। তাঁর স্ত্রী পুত্র কণ্যা সকলেই ছিলেন উচ্চমানের ধর্মপরায়ণ। উম্মতের মধ্যে থেকে কতক লোকে নবীর সকল সহায় সম্পদ দেখাশুনা ও রক্ষাবেক্ষণ করতেন।

নবীদের পক্ষে এত ধন-সম্পদের মালিক হওয়া এক নজির বিহীন ঘটনা। এ জন্য ধর্মদ্রোহীরা ছিল তার প্রধান বিরোধী। তারা নানাভাবে নবীর সাথে শত্রুতা করত। তাঁর বদনামী করত এবং বিভিন্ন রকম ক্ষতির চেষ্টা করত। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা যার সাহায্যকারী তার ক্ষতি করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই শত্রুদের শত্রুতার কারণে নবীর ধন-সম্পদ উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। সম্পদ রক্ষনাবেক্ষণকারীদের তারা কয়েকবার আত্মসাৎকারী, চোর ইত্যাদি বলে বিতারিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নবী এগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। তিনি তার ন্যায়পরায়ণ উম্মতদেরকে ভাল ভাবে চিনতেন। তাই শত্রুদের কথায় নবী কখনই বিভ্রান্ত হতেন না।

শয়তান চিরদিন নবীদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে আসছে। তাদের ক্ষতি সাধন শয়তানের আ'দি ধর্ম। হযরত আইউব (আঃ)-এর ক্ষেত্রেও শয়তান কঠিন চেষ্টা চালিয়ে যেতে ভুল করেনি। হযরত আইউব (আঃ) সম্বন্ধে সর্বদা সে মানুষের নিকট বলে বেড়াত, "আইউবকে আল্লাহ ধন, সম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ দিয়েছেন বলে তিনি দিবারাত্র এবাদতে মশগুল থাকেন এবং মানুষকে নেক আমল, সৎ জীবন যাপন করার ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার দাওয়াত দিয়ে থাকেন। যদি আইউবের ধন-সম্পদ না থাকত তাহলে সে আদৌ এ সমস্ত কাজে আত্মনিয়োগ করত না। পরিশ্রম করে যদি তার রুজি যোগাড় করতে হত, তাহলে এবাদত দূরের কথা অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে দ্বিধাবোধ করত না। শয়তানের এ ধরনের প্রচারে দেশের অধিকাংশ মানুষ বিভ্রান্ত হয়। তারা মানুষরূপী শয়তানকে নেতা বানিয়ে এক বিরাট ষড়যন্ত্রকারী দল তৈরি করল।

একদা এ ষড়যন্ত্রকারী মানুষেরা হযরত আইউব (আঃ)-এর নিকট গিয়ে বলল, হে নবী! আপনি তো ধন-সম্পদের বন্দেগী করে থাকেন। যদি আপনার এ ধন সম্পদ না থাকত তাহলে আপনাকে আর এ কাজে পাওয়া যেত না। অতএব আপনার আল্লাহকে বলুন, আমাদেরকে এভাবে ধন-সম্পদ দান করুন। তাহলে

www.pathagar.com

আমরাও আপনার ন্যায় একজন উঁচু মানের এবাদতকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারব। আমাদেরকে শুধু ঈমানের দাওয়াত দিচ্ছেন, সৎ কাজ করার ও অসৎ কাজ পরিত্যাগের নছিহত করেই শেষ করছেন। কিন্তু ধন-সম্পদ লাভের কোন ব্যবস্থা করছেন না। আপনি মহা আরাম জৌলুস থেকে আমাদের দিয়ে ধর্মের কাজ করাবেন। আমরা ধর্মের কাজ নিয়ে পরিশ্রম করব আর রুজী রোজগারের জন্য পরিশ্রম করব। না, এটা আমাদের দ্বারা আর সম্ভব নয়। ধন-সম্পদ যেভাবে আপনি ভোগ করছেন, ধর্মের কাজও আপনি করে যান। এ বিষয় আমাদেরকে আর কখনই বিরক্ত করতে আসবেন না। যদি এর পরেও আপনি দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে আমাদের কাছে আসেন তবে আমরা সম্মিলিতভাবে আপনাকে বাধা প্রদান করব। প্রয়োজন হলে আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হব।

হযরত আইউব (আঃ) উম্মতদের বক্তব্য শুনে প্রাণে খুব দুঃখ পেলেন। খুব অনুতপ্ত হলেন। এক পর্যায়ে তিনি আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বললেন, হে মহান প্রভু! আমি তোমাকে মনে প্রাণে ভালবাসি এবং তোমার প্রদত্ত দায়িত্ব যথাসাধ্য প্রতি পালনের চেষ্টা করি। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন অপরাধে জতিড় হতে চাই না। তবুও আমার উম্মতেরা আমাকে অপরাধী মনে করে। অতএব তুমি আমার ধন-দৌলত, সুখ-স্বাচ্ছন্দের বিলুপ্ত সাধন করে দাও। তাহলে আমার উম্মতেরা সঠিক জ্ঞান লাভ করে ইমানী দাওয়াত কবুল করতে পারে। হে প্রভু! আমি যদি উম্মতের সঠিক পথে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হই তাহলে ধন-সম্পদ আমরা কি কাজে আসবে। অতএব তোমার নিকট আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা, দৌলতের অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা কর। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দের বিনিময়ে তুমি আমাকে পরকাল দান কর।

কঠিন পরীক্ষা

মানুষ দ্বারা বিরোধীতা করে যখন শয়তান হযরত আইউব (আঃ) এর কোন ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হল না তখন নিজে আল্লাহর দরবারে আরজ করে বলল, হে খোদা! আমি তোমার কছম খেয়ে বলতে পারি আইউব নবী একমাত্র তোমার প্রদত্ত ধন-সম্পদের লোভে ও আরাম-আয়েশের তৃপ্তিতে তোমার এবাদত বন্দেগী করে থাকে। যদি তাঁর এ ধন-সম্পদ ও সুখ শান্তি বিলিন হয়ে যায় তাহলে একদিনও সে এবাদতে লিপ্ত হবে না। হে খোদা! তুমি নবীর উপর হস্তক্ষেপ করার মত ক্ষমতা আমাকে দাও। আমি একটু দেখি আইউব তোমার কতটা বিশ্বস্ত নবী।

আল্লাহ তা'য়ালা শয়তানকে জানিয়ে দিলেন, যাও তোমাকে নবীর উপর হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা প্রদান করা হল। তোমার যে ভাবে ইচ্ছা সেভাবে নবীকে পরীক্ষা করতে পার। শয়তান আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতা পেয়ে প্রথম একজন পথিক

www.pathagar.com

সেজে হযরত আইউবের নিকট গমন করে। নিজ দরিদ্রতা প্রকাশ করে কয়েক দিন তার দরবারে থাকার আবেদন জানায়। হযরত আইউব (আঃ) লোকটি সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। কারণ তার শরীর থেকে এক প্রকার তীব্র গন্ধ তিনি অনুভব করেন। অতএব আইউব (আঃ) তাকে সেখানে থাকার আবেদন নাকচ করে দিলেন এবং বললেন, তোমাকে আমি কিছু টাকা-পয়সা দিচ্ছি, তুমি অন্যত্র গিয়ে থাকার ব্যবস্থা কর। শয়তান হযরত আইউবের এ ব্যবহার খুব ক্ষিপ্ত হল। তাই মলিন মুখে ফেরত গেল। তারপর সে একদিন নবীর ফল বাগানে আগুন ধরিয়ে দিল। অনেকগুলো ফল বাগান সে আগুনে ভস্মীভূত হল। নবীর কাছে খবর পৌছান হল। নবী উত্তরে বললে, আলহামদু লিল্লাহ। পরের দিন শয়তান পশুর আস্তাবলে আবার আগুন ধরিয়ে দিল। যাতে মেষ, ছাগল, গরু, ঘোড়া ও উট দুম্বা সমূলে বিনাশ হয়ে গেল। সেখানে আগুন এক ঝড়ের আকারে সমস্ত মাঠে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে যাতে সমস্ত পশু মারা যায় এবং কিছু সংখ্যক রাখালও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায়নি। খবরটি দ্রুত হযরত আইউবের নিকট পৌছান হল। তিনি খবর শুনে নামাযের নিয়তে দাঁড়িয়ে গেলেন। পরের দিন প্রবল এক ভূমিকম্পে তার বাসস্থানের ইমারাত বিধ্বস্ত হয়। সে ইমারতে বসবাস করত হযরত আইউবের স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততি। তারা বিধ্বস্ত ইমারতের নিচে পড়ে মৃত্যুবরণ করল। হযরত আইউব মোট চারটি বিবাহ করেছিলেন। তার সন্তানের সংখ্যা ছিল বার। বিধ্বস্ত ইমারতের নিচে পড়ে তার বারটি সন্তান এক সাথে মৃত্যুমুখে পতিত হল। হযরত আইউবের নিকট খবর পৌছল। তিনি বললেন, ছোবহান আল্লাহ, আলহামদুল্লিাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

হযরত আইউবের দুশমনেরা আইউবের এ অগ্নি পরীক্ষার দৃশ্য দেখে খুব খুশী হল। নবীর কর্মচারী ও লোকজনেরা অবস্থা দেখে বিভিন্ন দিকে চলে গেল। নবীর বাড়ি-ঘর, বাগান আস্তাবল শূন্য হয়ে গেল। এ সুযোগে শত্রুরা এসে আরম্ভ করল লুটতরাজ। বিধ্বস্ত বাড়ির সকল মালামাল তারা নিয়ে গেল। বাগানের বাকি ফসল নিয়ে তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি আরম্ভ হল। এক কথায় হযরত আইউবের আরাম-আয়েশ, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ সমুদয় সপ্তাহ কালের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। চার জন স্ত্রীর মধ্যে দুইজন জীবিত ছিল। একজন নবীর সাথে তর্ক বিতর্ক করে বিদায় হয়ে গেল। বাকি থাকল একমাত্র রহিমা।

দেশের মানুষ নবীর নবুয়তী দাবির প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও উপহাস আরম্ভ করে দিল। কেই কেউ বলল, আইউব যদি আল্লাহর নবী হত তাহলে তার উপর এর রকম গজব কেন নাজিল হল। সে আসলে নবী নয়। মিথ্যা নবুয়তী দাবির কারণে তাঁর উপর আল্লাহর গজব নাজিল হয়েছে। নবীর ভক্তদের মধ্যেও ভাঙ্গন

www.pathagar.com

শুরু হল। অবস্থা দেখে শয়তান তেমন খুশী হতে পারল না। কারণ সব কিছু শেষ হওয়ার পরেও আইউব নবীর কোন পরিবর্তন হল না। তিনি এবাদত ঘরের মধ্যে থেকে পূর্বের ন্যায় এক রকমই এবাদত করে যেতে লাগলেন। তিনি যেন তার এ বিশাল ধ্বংসযজ্ঞের কোন খবরই রাখেন না। কোন রকম হা-হুতাশ বা আফসোসের চিহ্ন তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হল না। এবাদত ঘরের সম্মুখ দিয়ে লোকজন যাতায়াতকালে বলেন, হে আইউব! তুমি নবুয়তীর দাবি করে সমূলে ধ্বংস হয়ে গেলে। এর চাইতে নবুয়তী পরিত্যাগ করা তোমার জন্য মঙ্গলজনক ছিল। যেমন আমরা নবীও হইনি গজবেও পতিত হয়নি। এ ছাড়াও নানা ধরনের তাচ্ছিল্যমূলক কথা তারা বলে বেড়াত। হযরত আইউব (আঃ) এ সমস্ত কথার প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ করতেন না। তিনি পূর্বে যতটুকু সময় মানুষের সাথে মেলামেশা করে কাটাতেন। তাও তিনি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলেন।

শয়তান আর বসে থাকতে পারল না। সে এক দিন নবীর সাক্ষাত প্রার্থী হয়ে তার নিকট পৌঁছল এবং তার শরীরে একটি গরম ফুঁক দিয়ে বিদায় হয়ে গেল। পরের দিন নবীর শরীরে ফোস্কার মত এক প্রকার ফোড়া উঠে ভরে গেল। তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এবাদত বন্দেগীতে কিছুটা বিঘ্ন সৃষ্টি হল। স্ত্রী রহিমা তাঁর সেবা-যত্ন আরম্ভ করে দিলেন। আস্তে আস্তে ফোড়াগুলো বড় হয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করল। দীর্ঘ দিন এ অবস্থায় কাটানোর পরে শরীরের মাংসের মধ্যে এক প্রকার কীট দেখা গেল। আরো কয়েক দিন অতিবাহিত হবার পর নতুন আরো দু'রকমের পোকার সৃষ্টি হল। এ পোকাগুলো নবীর শরীরের মাংস ও রক্ত খেতে আরম্ভ করল। অন্য দিকে নবীর স্ত্রীর জমা করা টাকা পয়সা সব কিছু শেষ হয়ে গেল। তাদের দারুন খাদ্যাভাব দেখা দিল। শুধু পানি পান করে স্বামী-স্ত্রী কয়েক দিন কাটালেন। তারপরে আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। তখন বিবি রহিমা তার স্বামী হযরত আইউবের নিকট বললেন, এখন আমাদের আর কিছুই নেই। অতএব আমি গ্রামে গিয়ে মানুষের বাসায় কাজ করে যা উপার্জন করতে পারি তা দ্বারা অন্তত কিছু আহার্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। অতএব আমাকে এ ধরনের কাজ করার অনুমতি দিন। হযরত আইউব (আঃ) স্ত্রীর কথা শুনে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। তারপরে তিনি স্ত্রীকে কাজের অনুমতি দিলেন।

এদিকে গ্রামবাসী আইউবের শরীরের অবস্থা দেখে যেমন ভীত হল তেমনি ঘৃণায় তাদের শরীর গিরগির করছিল। এছাড়া মাংস পচা গন্ধে মানুষ বেশি অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তাই তারা হযরত আইউব (আঃ)-কে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার জন্য চাপ দিল। হযরত আইউবের সঙ্গে তখন তার স্ত্রী সর্বক্ষণ থাকত এবং দুইজন মুসলমান শিষ্য আসা-যাওয়া করে তার দেখাশুনা করত।

www.pathagar.com

গ্রামবাসীদের চাপের মুখে একদিন শিষ্যরা চেষ্টা করে হযরত আইউবকে বহন করে অন্য গ্রামে নিয়ে গেল। যেখানে গিয়ে তারা পৌছল একদিন পরে সেখানের লোকেরাও অন্যত্র যাবার জন্য বলল, শিষ্যেরা তখন হযরত আইউব (আঃ)-কে নিয়ে আর এক গ্রামে পৌছল। সেখানের মানুষ হযরত আইউবকে দেখা মাত্র অন্যত্র নিয়ে যেতে বলল। এভাবে শিষ্যরা সাত জায়গার সাত গ্রামে আইউবকে নিয়ে ঘুরল। কিন্তু কোন মানুষ তাঁকে আশ্রয় দিল না। তখন শিষ্যরা রাস্তার পাশে আবর্জনা ও ময়লা ফেলা এক স্থানে গাছের ছায়ায় আইউব (আঃ)-কে রেখে শিষ্যরা বিদায় নিল। শিষ্যেরা আইউব নবীকে প্রত্যক্ষ করে নিজেরা বলাবলি করল, হযরত আইউব (আঃ) আল্লাহর নবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উপর এ ধরনের মুছিবত কেন আসল। অন্যজনে উত্তর দিল, হয় আল্লাহ তা'য়ালার মর্জির বিপরীত কিছু কাজ করেছেন না হয় নবীর এ পরিণাম হবার কথা নয়। প্রথম জনে সঙ্গীর কথা শুনে বলল, নবী যখন আল্লাহর মনোনীত কার্যকলাপ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, তখন আর তাঁর পেছনে থেকে আমাদের লাভ নেই। চল আমরা এখান থেকে চলে যাই। দুই জনে এ ব্যাপারে একমত হন এবং হযরত আইউব (আঃ)-কে গাছের নিচে রেখে তারা বিদায় গ্রহণ করল।

হযরত রহিমা আর নবীকে ছেড়ে বিদায় গ্রহণ করার ন্যায় মানুষ নয়। তাই তিনি সর্বদা নবীর খেদমতে ব্যস্ত থাতকেন। দিনের কিছু সময় গিয়ে মানুষের বাসায় ঝি-এর কাজ করে যা সামান্য উপার্জন করে আনতেন তা দ্বারা হযরত আইউবের পথ্য ও নিজের আহারের ব্যবস্থা করতেন। এ ভাবে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে চলল। হযরত আইউবের শরীরের কীট কতক মরে যায় আবার কতক নতুনভাবে জন্ম নেয়। কীটের সংখ্যা বাড়া ছাড়া কমে না। তাঁর শরীরের সামান্য মাংস হাড্ডি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। একদিন কয়েকটি জীবিত কীট মাটিতে গড়িয়ে পড়ে যায়। তখন হযরত আইউব (আঃ) স্ত্রী রহিমাকে ডেকে বললেন, রহিমা! মানুষ মাটির তৈরি। মানুষ মৃত্যুবরণ করার পরে তার শরীরের হাড় মাংস পুনরায় মাটিতে পরিণত হবে। মাঝখানে আল্লাহর কিছু পোকা যদি এ মাংস, রক্ত খেয়ে কিছু তৃপ্তি লাভ করে, তাতে আপত্তি কি? এতে অন্তত ওদেরকে খাবার দান করার পুণ্য অবশ্যই পাওয়া যাবে। অতএব যে পোকাগুলি গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেছে ওগুলিকে উঠিয়ে আমার শরীরের উপর দিয়ে দাও। হযরত রহিমা স্বামীর আদেশ অনুসারে পোকাগুলো উঠিয়ে তার শরীরের উপর দিয়ে দিলেন।

একদিন হযরত রহিমা গ্রামে গিয়ে কোন কাজ পেলেন না, তখন তিনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হলেন। তিনি স্বামীকে আজ কি খেতে দিবেন। তাই হন্যে হয়ে সারা

www.pathagar.com

গ্রাম ঘুরলেন কিন্তু কোথাও কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না। অবশেষে এক কাফের রমণীর নিকট গিয়ে বললেন, হে মহিয়সী! আপনি আমাকে আজকের জন্য একটি টাকা ধার দিন। আমি আগামী দিন এ ধার শোধ করব! আমার স্বামী রোগাগ্রস্থ তাঁর আহারের কোন ব্যবস্থা নেই। অতএব আপনি একটি টাকা না দিলে আমি আমার স্বামীর জন্য খাবার নিয়ে যেতে পারব না। অতএব আপনি একটু দয়া করুন। মহিলা রহিমার কথা শুনে বলল, আমি কাউকে ধার দেই না। জীবনে অনেককে টাকা পয়সা দিয়েছি। কেউ আজ পর্যন্ত টাকা ফেরত নিয়ে এখানে আসে নাই। অতএব ভাওতাবাজী ছেড়ে সোজা পথ দেখ। হযরত রহিমা বললেন, তবে আমাকে কিছু কাজ দিন বিনিময়ে একটি টাকা দিবেন। মহিলা বলল, আমার কোন কাজ নেই। তবে তুমি যদি একটা টাকা নিতে চাও তাহলে তোমার মাথার সুন্দর চুলগুলি আমাকে কেটে দিয়ে যাও। আমি ঐ গুলির বিনিময়ে তোমাকে টাকা দিতে পারি। হযরত রহিমা বললেন, আমি আমার মাথার চুল দিব না। যেহেতু আমার স্বামী বিছানা থেকে ওঠার সময় লাঠি ব্যবহার করতে সক্ষম নয়। কারণ তার হাতের তালুতে কোন চামড়া নেই। সে বিছানা থেকে উঠার সময় আমার মাথার চুল ধরে ওঠেন। অতএব চুল আপনাকে দিলে তিনি কি ধরে উঠবেন। তখন মহিলা বলল, তবে চুলের অর্ধেকটা দিয়ে দাও। রহিমা চতুর্দিকে নিরুপায় দেখে অর্ধেক চুল কেটে দিতে রাজি হলেন। মেয়ে লোকটি তখন হযরত রহিমার অর্ধেক চুল গোড়া থেকে কেটে রাখল এবং বিনিময়ে তাকে একটি টাকা দিয়েছিল। হযরত রহিমা টাকা নিয়ে স্বামীর জন্য পথ্যাদি ও নিজের জন্য সামান্য খাবার কিনে নিয়ে গেল।

শয়তানের কাজে ভুল নাই। শয়তন এ সময় একজন দরবেশের বেশে হযরত আইউবের কাছে এসে বলল, হুযুর! আপনি একজন নবী অথচ আপনার স্ত্রীর চরিত্র ভাল না। সে প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায় চুরি করে ও অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করে। যার ফলশ্রুতিতে আজকে এক ঘটনায় হাতে নাতে ধরা পড়ে এবং তার মাথার চুল কেটে দেয়। আমরা আপনাকে নবী হিসেবে শ্রদ্ধা করি। আপনার স্ত্রী ভাল থাকে এটা আমরা কামনা করি। তাই এ খবরটা আপনার নিকট জানিয়ে গেলাম। এই বলে দরবেশ চলে গেল।

হযরত আইউব (আঃ) দরবেশ লোকটির কথা বিশ্বাস করলেন এবং অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে একাকী বললেন, আমার স্ত্রী এমন স্তরে গিয়ে পৌছেছে যা আমি কোন দিন ভাবতে পারি নি। আমি আর তাঁর উপার্জন খাব না। সে আমাকে তার অসৎ উপার্জন দ্বারা এযাবত খাবার এন্তেজাম করেছে। আল্লাহ, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি যদি সুস্থ হয়ে উঠি তাহলে স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করব।

www.pathagar.com

আমি পুনরায় আল্লাহর কছম করে বলছি, আমি সুস্থ হবার পরে অবশ্যই তাকে বেত্রাঘাত করব।

হযরত আইউব স্ত্রীর খবর শুনে খুব ভারাক্রান্ত হয়ে রইলেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা স্ত্রী তার নিকট ফিরে আসলে তিনি প্রথমে তার সাথে কোন কথা বলেন নাই। স্ত্রী স্বামীর অবস্থা দেখে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তার নিকট কথা না বলার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তার পথ্যাদি নিয়ে আসলে তাও তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন রহিমা হযরত আইউবের পা ধরে তার মনক্ষুণ্নের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হযরত আইউব (আঃ) তখন বললেন, তুমি নষ্টা, তুমি চোর, চুরির দায়ে তোমার মাথার চুল মানুষ কেটে দিয়েছে। এ যাবত তুমি চুরি করে উপার্জন করেছ এবং তা দ্বারা আমাকে আহার করিয়েছ। আমি না জেনে তা খেয়েছি। এখন আর তোমার উপার্জন খেতে রাজি নই। রহিমা স্বামীর কথা শুনে চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠলেন এবং আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বললেন, হে মহান প্রভু। তুমি সব কিছু জান, আমি কি উদ্দেশ্যে কি করছি। কিছুই তোমার অগোচর নয়। এমতাবস্থায় আমার স্বামীকে মিথ্যা অভিযোগ শুনিয়ে যারা বিভ্রান্ত করল তাদের বিচার তুমি কর। আর আমার স্বামীকে সঠিক ঘটনা অবগত কর। এ রাব্বুল আলামীন! আমি এ বিষয় কোন মানুষের নিকট ধর্না দিতে যাব না। একমাত্র তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক তোমার দরবারে আমার ফরিয়াদ জানালাম। যদি আমি খাঁটি হই তবে আমার স্বামীর সন্তুষ্টি ফিরিয়ে দাও। আর যদি আমি পাপী হই তবে তুমি আমাকে শাস্তি প্রদান কর। হযরত রহিমার ফরিয়াদে হযরত জিব্রাইল (আঃ) সেখানে অবতীর্ণ হয়ে হযরত আইউব (আঃ)-কে জানিয়ে দিলেন, আপনার স্ত্রী সৎ ও নেককার। শয়তান দরবেশের ছুরতে আপনাকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে রহিমার কুৎসা বর্ণনা করেছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোনরূপ দোষী নয়। আপনি আর প্রতি খুশী হয়ে যান, তার পরিবেশিত খাদ্য গ্রহণ করুন। হযরত জিব্রাইল (আঃ)-এর বক্তব্য শুনে হযরত আইউব (আঃ) রহিমাকে কাছে ডেকে বললেন, রহিমা আমাকে ক্ষমা কর। শয়তান মিথ্যে খবর দিয়েছে। যা আমি বুঝতে সক্ষম হইনি। তুমি আমার প্রতি মনক্ষুণ্ন হইও না। আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি আর কখনই তোমার প্রতি রাগ করব না। হযরত রহিমা স্বামীর মুখে এ ধরনের কথা শুনে খুশী হলেন এবং পূর্ণ উদ্যমে স্বামীর সেবা-যত্ন আরম্ভ করলেন।

হযরত আইউবের অবস্থা দিন দিন আরো অবনতির দিকে যাচ্ছে দেখে বিবি রহিমা খুবই উৎকণ্ঠা হলেন। তিনি দিবারাত্র কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে স্বামীর মুক্তির জন্য ফরিয়াদ করতেন। হযরত আইউব (আঃ) একদিন রহিমার

www.pathagar.com

ক্রন্দন শুনে বললেন, রহিমা! কেদনা আল্লাহর খুশীতে খুশী থাক। আল্লাহর নবীগণ যেমন উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে থাকেন তাদের পরীক্ষাও তেমন অতি কঠিন হয়ে থাকে। বর্তমানে আমার উপর আল্লাহর পরীক্ষা চলছে। যদি আমরা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি, তা হলে আল্লাহ তা'য়ালার সকল নেয়ামত লাভ করা, ভোগ করা সহজ সাধ্য হবে। অতএব তুমি আর না কেঁদে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় কর। তিনি যে এ অবস্থায় আমাদের ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দান করেছেন, ইহা তাঁর অসীম রহমতের এক বিশেষ নজির। হযরত রহিমা নবীর কথায় আস্থা আনেন।

বিবি রাহিমা প্রতিদিন নিয়মিত শ্রমের বিনিময়ে কিছু উপার্জন করে জীবিকার ব্যবস্থা করেন। শয়তান যখন নবীকে হযরত রহিমা সম্বন্ধে অভিযোগ করে কোন সুফল পেল না তখন সে একজন বৃদ্ধ মানুষের ছুরত ধরে একদিন রহিমাকে পথিমধ্যে জিজ্ঞেস করল, কি মা! তোমাকে এমন দুরাবস্থাগ্রস্থ দেখা যাচ্ছে কেন? হযরত রহিমা বললেন, আমার স্বামী খুব অসুস্থ, তার শরীরে ঘা হয়েছে, তাতে পোকা জন্মেছে। তার শরীরের রক্ত, মাংস পোকার খেয়ে হাড় বের করে দিয়েছে তাই তাকে নিয়ে আমি দিবারাত্র খুবই অসুবিধার মধ্যে আছি। একথা শুনে বৃদ্ধ বলল, আমি এ ঘা ও ক্ষতের একটি অমোঘ ওষুধের কথা তোমাকে বলে দিতে পারি। যদি তোমার স্বামীকে না জানিয়ে এটা ব্যবহার করতে পার। তাহলে একদিনে মধ্যে এ রোগ থেকে সে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে। বিবি রহিমা বললেন, হুজুর! তাহলে দয়া করে ওষুধের নাম আমাক বলে যান। আমি এটা ব্যবহারের চেষ্টা করব। তখন বৃদ্ধ বলল, এ ওষুধ সম্বন্ধে যদি তোমার স্বামীকে পূর্বে অবগত কর তাহলে সে ব্যবহার করতে অস্বীকার করতে পারে। অতএব যদি তুমি তাকে না জানিয়ে ব্যবহার করতে পার তাহলে সে অবশ্যই আরোগ্য লাভ করবে। অতপর বৃদ্ধ বিবি রহিমাকে তার নাম জিজ্ঞেস করল। বিবি রহিমা বললেন, আমার স্বামীর নাম হযরত আইউব (আঃ)। তিনি আল্লাহ তা'য়ালার একজন নবী। তিনি প্রথম জীবনে খুব সম্পদশালী ছিলেন। পরবর্তী সময় আল্লাহ তা'য়ালার নিকট্ হতে বালামুছিবত চেয়ে এনেছেন। এখন তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত। বৃদ্ধ বিবি রহিমার কথা শুনে বলল, তাকে যখন গ্রামের মানুষেরা গ্রাম থেকে বের করে দিয়েছে আমি তখন একবার তাকে দেখেছি। হ্যাঁ তার জন্য উপযুক্ত ওষুধ আমার জানা আছে। বিবি রহিমা বললেন, তাহলে এবার ওষুধটির কথা বলুন। বৃদ্ধ বলল, তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর আমি ওষুধ এনে তোমাকে দিচ্ছি। এই বলে বৃদ্ধ চলে গেল। বিবি রহিমা সেখানে বৃদ্ধের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছু সময় পরে বৃদ্ধ এক বোতল পানিজাতীয় ওষুধ এবং

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তা'য়ালা দয়া করে আপনার ন্যায় একজন শক্তিশালী বাদশা প্রেরণ করেছেন। আমরা আপনার নিকট আরজ করব, আপনি দয়া করে সুউচ্চ পাহাড় দুটির মাঝখানে যে গিরিপথ আছে সেখানে একটি উঁচু প্রাচীর তৈরি করে দিন। ইয়াজুজ ও মাজুজেরা যেন আমাদের উপর অত্যাচার চালাতে না পারে।

জুলকরনাইন মনিষীদের কথা শুনে বললেন, হ্যাঁ আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে সে ক্ষমতা প্রদান করেছেন। আমি ইনশাআল্লাহ ইয়াজুজ ও মাজুজের অত্যাচার থেকে আপনাদেরকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ওখানে দেয়াল গড়ে দেব। একথা বলে জুলকরনাইন তার সেনাবাহিনীকে লোহা ও তামা সংগ্রহের আদেশ দিলেন। সেনা বাহিনীর লোকেরা মাটি খুঁড়ে লোহা ও তামা উত্তোলন করল। অতপর জুলকনাইনের আদেশে লোহা গলিয়ে মোটা পাত তৈরি করা হল। সেগুলোকে গিরিপথে স্থাপন করে তামা গলিয়ে জোড়া দেয়া হল। কথিত আছে, এ দেয়ালের দৈর্ঘ্য ছিল বাহাত্তর মাইল এবং উচ্চতা ছিল সত্তর গজ। দীর্ঘদিন যাবত পরিশ্রম করে জুলকরনাইনের সৈন্যরা এ দেয়াল তৈরির কাজ সমাধা করে। এতে ওখানের বাসিন্দারা নিশ্চিন্ত হল এবং চির দিনের জন্য বিপদমুক্ত জীবন-যাপনের ভাগ্য লাভ করল।

জুলকরনাইনের অসীম শক্তি ও কৌশল দেখে সেখানের সমস্ত মানুষ তার নিকট ইসলাম গ্রহণ করে দ্বীনদারের অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করে। কিয়ামত পর্যন্ত তারা ইয়াজুজ ও মাজুজের জুলুম থেকে নিরাপদ থাকবে বলে হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে জানা যায়, ইয়াজুজ ও মাজুজ প্রতিদিন পাহাড় ও লৌহ প্রাচীরের অবরোধ ভেদ করার জন্য নানা রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক বর্ণনায় জানা যায় যে, তারা ভোর থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা পর্যন্ত জিহ্বা দ্বারা দেয়াল চেটে একেবারে পাতল করে ফেলে। সন্ধ্যায় সময় তারা মনে করে বাকিটুকু কালকে চেটে শেষ করে আমরা মুক্ত পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়ব। একথা ভেবে যখন তারা অলসভাবে রাত্রি যাপন করে ভোরবেলা পাহাড়ের কাছে আসে তখন তারা পাহাড়কে পূর্বের ন্যায় পুরু দেখতে পায়। এভাবে ইয়াজুজ ও মাজুজ প্রতিদিন তৎপরতা চালিয়া যাচ্ছে বলে বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতের পূর্বে নির্দিষ্ট একদিন তাদের প্রতি মুক্ত পৃতিবীতে বের হবার হুকুম হবে। সেদিন তাদের চাটা পাতলা দেয়াল আর পরের দিন পুরু হবে না। ফলে দেয়াল ভেঙ্গে তারা বেরিয়ে আসবে। সেদিন তারা দলবদ্ধভাবে এমন দ্রুত গতিতে আসবে, দেখলে মনে হবে যেন উপর থেকে গড়িয়ে তারা নিচের দিকে পড়ছে। তাদের সংখ্যা হবে পৃথিবীর মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী অত্যাচার, অনাচার ও ধ্বংসলীলা চালনার পরে আল্লাহ তা'য়ালার এক বান্দার দোয়ায় এরা একদিন সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

ইয়াজুজ ও মাজুজ কারা এবং এরা কোথায় আছে তা নিয়ে বহু মতের অবতারণা হয়েছে। এমন কি কেউ কেউ ককেশীয়দেরকে, মঙ্গলীয়দেরকে, চায়নাদেরকে ও রাশিয়ানদেরকে এবং তাদের আবাসিক অঞ্চলকে নির্দেশ করেছেন। পৃথিবীরতে অনেক দেশ আছে প্রাচীর ঘেরা। অনেকে সে সব দেশের কথাও উল্লেখ করেছেন।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে পাশ্চত্য সভ্যগণ ইয়াজুজ ও মাজুজের অস্তিত্বে স্বীকৃতি দিতে নারাজ এবং প্রাচীর ঘেরা তাদের আবদ্ধ অঞ্চলের অস্তিত্ব নিয়ে তারা সন্দিহান। যেহেতু পৃথিবীর জলস্থলের মাঝে এমন কোন স্থান নেই যা আজ মানুষের নিকট অজানা। পাহাড়, নদ-নদী, বন জঙ্গল, এমনকি সমুদ্র তলদেশের তথ্যও মানুষের নিকট আজ পরিষ্কার। এমতাবস্থায় জুলকরনাইনের লৌহ প্রাচীর ইয়াজুজ ও মাজুজের আবাসস্থলের অস্তিত্ব তাদের নিকট স্পষ্ট নয়।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে পৃথিবীতে অবরুদ্ধ একটি বিরাট এলাকা ও সেখানে বসবাসকারী এক ধরনের মানুষরূপী প্রাণী সভ্য মানুষের আগোচর থাকার কথা নয়। এ ব্যাপারে কোরানের, হাদীস ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের মধ্যে বিরাট এক বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। যা ঈমানদার মানুষের আক্বিদার ক্ষেত্রে এক বিরাট কন্টক। এছাড়া কোরআন ও হাদীসের যাবতীয় বর্ণানার ক্ষেত্রে অখন্ড যুক্তি প্রদর্শন অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এ ধরনের একক বিভ্রান্তি সৃষ্টি অনভিপ্রেত এবং কোরআন হাদীসের ভিত্তিমূলে ও আঘাত অনাকাঙ্খিত। এ বিতর্কিত বিষয় সম্বন্ধে হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী যে বিবৃতি পেশ করেন তা সর্বযুগে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য। তিনি তাঁর কিতাবে ইয়াজুজ ও মাজুজের অবস্থান ও সেকান্দার জুলকরনাইনের সৃষ্ট লৌহ প্রাচীর সম্বন্ধে লিখেছেন–এর অবস্থান পৃথিবীতেই বিরাজমান। তবে সে প্রাচীরসহ সমুদয় এলাকা যদি আল্লাহ তা'য়ালা পাড়াহ পর্বত দিয়ে ঢেকে দিয়ে থাকেন তাহলে বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে তার অস্তিত্ব খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। কোরআন হাদীসের বর্ণনায় কোন বিভ্রান্তি নেই। বিভ্রান্তি ঘটেছে আমাদের অনুসন্ধান ও চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে। অতএব বিষয়টিকে কুদরতী খেলা বলে গ্রহণ করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। যেমন অকল্পনীয় কুদরতী ঘটনা ঘটেছে আসহাবে কাহাফের নিরুদ্দেশের ক্ষেত্রে। হযরত মুছা ও খেজেরের কার্যকলাপের মাঝে ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মেরাজ গমনের ব্যাপারে।

দীর্ঘ জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা

জুলকরনাইন একদিন তাঁর জ্ঞানী, গুণী ও বিশেষজ্ঞদের ডেকে বললেন, আমি এক কিতাবে দেখেছি, আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে এমন এক বস্তু লুকিয়ে

www.pathagar.com

রেখেছেন যা কোন মানুষ পান করতে পারলে সে আর কিয়ামতের পূর্বে মৃত্যু বরণ করবে না। অতএব আপনারা বলুন বস্তুটি কি এবং এটা কিভাবে লাভ করা যায়? উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য থেকে একজন বিশেষজ্ঞ বললেন, হুজুর! আমি হযরত আদম (আঃ)-এর এক নছিহত নামা পাঠকালে দেখলাম, তিনি বলেছেন আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে আবেহায়াত নামাক সাদা, সুস্বাদু ও ঠাণ্ডা জাতীয় এক প্রকার তরল পদার্থ প্রেরণ করেছেন। যা কোন মানুষ একবার খেতে পারলে সে আর কিয়ামতের পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হবে না। তবে এ পদার্থটি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে পাহাড়ের অভ্যন্তরে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন এক স্থানে রক্ষিত আছে।

একথা শুনে জুলকরনাইন বললেন, আমি আবেহায়াত পান করে দীর্ঘজীবি হতে চাই। তবে সে অন্ধাকার স্থানে পৌঁছার উপায় কি? বিশেষজ্ঞগণ বললেন, যে মাদী ঘোড়ার বাচ্চা হয় নি, এমন ঘোড়ার পৃষ্ঠে ছওয়ার হয়ে সেখানে যেতে হবে। জুলকরনাইন বললেন, তবে আপনারা আমার সঙ্গে চলুন। তারা উত্তর বলল, আপনি আপনার প্রধান উপদেষ্টা খেজের (আঃ)-কে ও অন্যান্য সৈন্য সামন্ত নিয়ে যান। আমরা এখানে কিছু বিশেষ দায়িত্ব পালনে রত আছি। জুলকরনাইন নিজ সিংহাসনে ফিরে এসে বার বছরের জন্য একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট রাজ্য পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। অতপর এক হাজার লোক নিয়ে অন্ধকার দেশে রওয়ানা করার প্রস্তুতি নেন। হযরত খেজেরকে কাফেলার প্রধান পরিচালক নিযুক্ত করেন। অন্ধকারের দেশে আলোর প্রয়োজন অধিক। তাই তিনি রাজকোষ থেকে দুটি উজ্জল মানিক নিয়ে একটি খেঁজের (আঃ)-কে দিলেন। অপরটি নিজের কাছে রাখলেন। অতপর বিরাট কাফেলা নিয়ে তিনি আবেহায়াতের খোঁজে রওয়ানা হলেন। প্রচুর খাদ্য ও রসদ সঙ্গে নিতে তিনি ভুল করলেন না। অনেক দিন পথ চলে তিনি পূর্বদেশে এসে পৌঁছলেন। আরো অগ্রসর হয়ে ককেশাস পার্বত্য এলাকায় পৌছে তারা পথ হারিয়ে গেলেন। সকলেই সহপাঠি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। দীর্ঘ এক বছর যাবত তারা বিচ্ছিন্নভাবে উক্ত এলাকায় ঘুরলেন। মাঝে মাঝে তারা কতকে মিলিত হয়েছে আবার বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এ সময় হযরত খেজের (আঃ) এক অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকা দেখে সম্মুখে অগ্রসর হন। তিনি যতই অগ্রসর হন ততই গভীর অন্ধকারে নিপতিত হন। তখন তিনি নিজ থলে থেকে উজ্জ্বল মানিক বের করে তার আলোতে এগুতে থাকেন। তিনি আরো গভীরে অগ্রসর হয়ে এক শ্বাসরুদ্ধকর স্থানে পৌছে একটি কূপ দেখতে পান। কূপের কাছে গিয়ে তিনি কূপের পানির যে রং দেখলেন তাতে উহাই আবেহায়াত বলে তিনি ধারনা করলেন। তখন দুহাত ভরে তিনি পানি উঠিয়ে পান করলেন। মধুর চেয়ে মিষ্টি, দুধের চেয়ে স্বাদ ও মেশকের চেয়ে অধিক ছিল তার সুগন্ধি।

www.pathagar.com

তিনি ওখানে বসে পেট ভরে পানি পান করলেন। তাতে তার কয়েক দিন তৃষ্ণা ও ক্ষুধা দূরীভূত হল। শরীরে নতুন শক্তির সঞ্চার হল। অতপর তিনি জুলকরনাইনকে এখানে এনে পানি পান করাবেন বলে আশা করে পিছনে দিকে রওয়ান করলেন। হযরত খেজের (আঃ) যেখানে পৌঁছতে কয়েকদিন হেঁটেছেন সেখান থেকে বের হতে তার দশ ভাগের এক ভাগ সময়ও লাগল না। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অন্ধকার থেকে বেড়িয়ে এসে জুলকরনাইকে খুঁজতে আরম্ভ করলেন। দীর্ঘ সময় পরে কতক সৈন্যদের সাথে তার সাক্ষাৎ হল। তারা খেজের (আঃ)-কে দেখে চিনতে পারল না। তাঁর চেহারা এমন উজ্জ্বল হল যাতে পূর্বের চেহারার সাথে তার কোন মিল ছিল না। তাই সৈন্যদের সাথে কথা বলে পরিচয় করতে হয়েছে। খেজের (আঃ) সৈন্যদের নিকট জুলকরনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তারা জানায় যে, তিনি এক বছর পূর্বে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথায় গিয়েছেন তার কোন খবর তাদের জানা নেই।

ওদিকে জুলকরনাইন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বহু স্থান ঘুরে ঘুরে এক অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করেন। অনেক অভ্যন্তরে পৌঁছে তিনি এক বিরাট অট্টালিকা দেখতে পান। তিনি অট্টালিকার কাছে পৌঁছে দেখেন দরজায় বড় আকারের অনেক মোরগ-মুরগি। তরা জুলকরনাইকে দেখে জিজ্ঞেস করল, হে পৃথিবী অধিবাসী বাদশা! আপনি এখানে এসেছেন কেন? জুলকরনাইন উত্তর দিলেন, আমি আবেহায়াতের খোঁজে এখানে এসেছি। যদি আবেহায়াত পেতাম তবে তা পান করে দীর্ঘজীবি হবার আশা করেছিলাম। জুলকরনাইনের কথা শুনে মোরগেরা হেসে দিল এবং বলল, আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনাকে যে বিশাল রাজ্য ও অফুরন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ দান করেছেন তাতে আপনার তৃপ্তি হল না। এখন আপনি পৃথিবীতে কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকতে চান। আপনাকে এতটা লোভে জড়িত হয়ে পড়া উচিত ছিল না। কারণ পৃথিবীর বয়স শেষ, এখন গান বাজনার প্রচলন হয়েছে। পুরুষেরা মেয়েদের বেশ ধারণ করবে এবং মেয়েরা পুরুষের বেশ ধারণ করবে এবং মানুষ বড় বড় ইমরাত তৈরি করে পার্থিক আয়েশ আরামে বিভোর হয়ে থাকবে। আল্লাহর স্মরণ মানুষের মধ্যে থাকবে না। এ পর্যন্ত শেষ নয় দিন দিন মানুষ আরো অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হবে। এ সময় আপনার দীর্ঘজীবি হবার সার্থকতা কোথায়। এ কথা বলে মোরগ পাখা ঝাপটা দিল তখন অট্টালিকাগুলো মণিমুক্তা, জহর ও পান্না নামক বিভিন্ন মূল্যবান পাথরে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তখন মোগর জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এ সবের জৌলুস চান? জুলকরনাইন উত্তর দিলেন না আমি এ সব চাই না। মোরগ বলল, তবে আপনি সম্মুখ দিকে অগ্রসর হন। জুলকরনাইন মোরগের কথা অনুসারে সম্মুখে দিকে অগ্রসর হলেন। কিছু দূর

www.pathagar.com

গিয়ে দেখেন হযরত ইস্রাফিলের ন্যায় এক ব্যক্তি বিরাটকায় এক সিঙ্গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে কোন দিক তাকাচ্ছে না। শুধু আকাশের পানে তাকিয়ে আছে। জুলকরনাইন সেখানে পৌঁছে ইস্রাফিলকে ছালাম করলেন। ইস্রাফিল (আঃ) জবাব দিয়ে বলল, হে জুলকরনাইন তুমি কি উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছ? জুলকরনাইন বললেন, আমি আবেহায়াতের পানি অনুসন্ধান করছি। আমি সে পানি পান করে দীর্ঘজীবি হতে চাই।

ইস্রাফিল (আঃ) জুলকরনাইনের কথা শুনে বলল, তোমার জন্য হায়াতের লিপ্সা না করা উত্তম। দীর্ঘ হায়াত লাভ করে কেউ আল্লাহ্ তা'য়ালার অধিক নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়নি। অতএব সোজা নিজ গৃহে ফিরে গিয়ে আল্লাহর প্রদত্ত হায়াতের শোকর আদায় কর। মনে রেখ, এ সময়ের মধ্যে যেন বেকার মুহূর্ত না কাটে। একথা বলে এক টুকরা পাথর তাকে দিল এবং বলল, এ পাথর দ্বারা আমার কথা পরীক্ষা কর। জুলকরনাইন পাথর নিয়ে অন্ধকার এলাকা থেকে আলোর দেশে রওয়ানা করলেন। পথিমধ্যে ঘোড়ার পায়ের আঘাতে মাটি উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করছে দেখে বিশিষ্ট সঙ্গী লোকমান হাকিমের নিকট জিজ্ঞেস করলেন মাটি এভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে কেন? লোকমান হাকিম উত্তর দিলেন ওটা মাটি নয়। ওখানে মুক্তা, জহর, ইয়াকুত ও ফিরোজা নামক মহা মূল্যবান পাথরের স্তুপ। আপনার প্রয়োজন হলে নিতে পারেন। তখন জুলকরনাইন সেখান থেকে কিছু পাথর নিয়ে নিলেন। দীর্ঘ সময় পরে তারা আঁধার ছেড়ে আলোর দেশে এসে পৌঁছলেন। তখন দেখলেন, পথের কুড়ান পাথরগুলো বাস্তবিকই অমূল্য পাথর। আর হযরত ইস্রাফিলের দেয়া পাথরটি একটি বিড়ালের মাথার আকৃতি সাদা পাথর। এ পাথর সম্বন্ধে জুলকরনাইন লোকমান হাকিমের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, এটা তাকে দেয়ার কি কারণ? লোকমান বললেন, এ পাথর প্রদানের উদ্দেশ্য আপনাকে পৃথিবীর সব কিছু লোভ পরিত্যাগ করার ছবক প্রদান করা। আপনি এ পাথর পাল্লায় মেপে দেখুন। পৃথিবীর কোন কিছুর ওজন পাবেন না। একমাত্র পাল্লায় মাটি ভর্তি করলে তার ওজনটা সঠিক ভাবে পাবেন। এর অর্থ হল পৃথিবীর সব কিছুর মূল্য, মান ও বাস্তবতা অসার এবং একমাত্র মাটির বাস্তবতা সঠিক। অতএব মানুষের মাটির শরীর মাটিতেই তার যথাযোগ্য আবাসস্থল। অট্টালিকা, প্রাসাদ উত্তম খাটপালঙ্ক প্রকৃত আবাসস্থল নয়। অতএব সে মাটিতে চিরদিন অবস্থান নিবার জন্য প্রত্যেকের তৈরি হওয়া প্রয়োজন। জুলকরনাইন একথা শুনে তার নিকট সংগৃহীত সমস্ত স্বর্ণ, রৌপ্য ও পাথর উপস্থিত লোকদের মাঝে বণ্টন করে দিয়ে বললেন, তোমরা দেশে চলে যাও। আমি এ পাহাড়ের পাদদেশে বাকি জীবন কাটিয়ে দিব। এ কথা বলে সকলকে

www.pathagar.com

বিদায় করলেন এবং মায়ের নিকট একখানি পত্র লিখে জানিয়ে দিলেন, তার পুত্রের জন্য সর্বদা যেন দোয়া করেন। তিনি কিয়ামতের দিন তার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। জুলকরনাইনের মা তার পত্র পেয়ে কাঁদলেন এবং যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ছেলের জন্য সর্বদা দোয়া করতেন। জুলকরনাইন পাহাড়ের পাদদেশে বসে দিবারাত্র এবাদত-বন্দেগী করে সময় কাটাতেন। এভাবে বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হবার পরে তিনি সেখানে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে তার ইন্তেকালের খবর মানুষকে জানিয়ে দেয়া হলে অসংখ্য মানুষ সেখানে গিয়ে তার জানাযা ও দাফন কাফন সমাধা করেন। সেখানে অসংখ্য মূল্যবান পাথর দ্বারা তার মাজারে একটি ইমারত তৈরি করে দেয়া হয়।

এ ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করার পরে মক্কার কাফেরেরা বলল, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বর্ণনা করেছে তা সবই সত্য। তাঁর বর্ণনা তৌরাত ও জবুর কিতাবের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। অতএব মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যনবী, তাতে সন্দেহ নেই। এই বলে তারা অধিকাংশ লোকে নবীর উপর ঈমান আনল। কিন্তু আবু জাহেল বলল, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুছা (আঃ) এর ন্যায় বিরাট যাদুকর। যাদুকরের প্রবঞ্চনায় আমি ঈমান আনতে রাজি নই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বললেন তোমার আরো কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকলে জিজ্ঞাসা কর। আবু জাহেল বলল, মৌখিক জিজ্ঞাসার আর কিছু নেই এখন তোমার ব্যাপারে আমাদের শেষ চেষ্টা নিতে হবে। এই বলে সে সেখান থেকে চলে গেল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

www.pathagar.com

কুরআনের শ্রেষ্ঠ কাহিনী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হযরত মূছা (আঃ)

হযরত মুছা (আঃ)-এর বংশ পরিচয় ও জন্ম

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র হযরত ইসহাকের সন্তান-সন্ততিগণ বনি ইস্রাইল নামে পরিচিত। হযরত মুছা (আঃ) বনি ইস্রাইল বংশের একজন পরাক্রমশালী নবী ছিলেন। হযরত মুছা, কালিমুল্লা নামে খ্যাত। যেহেতু তিনি তুর পাহাড়ে আল্লাহ তা'য়ালার দর্শন লাভ করে তাঁর সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ লাভ করেছিলেন। একমাত্র হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত এই পরম সৌভাগ্য লাভ করা কোন নবীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। এজন্য তার নামকরণ করা হয়েছে কালিমুল্লা। হযরত মুছা (আঃ) প্রথম সারির একজন নবী। পবিত্র কোরআন শরীফে তিনি বহুল আলোচিত ব্যক্তি হিসেবে সুনামের অধিকারী হয়েছেন। তাঁর জীবনের যতগুলো ঘটনা পবিত্র কোরআনের বিভিন্নস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে তা নজির বিহীন।

হযরত মুছা (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল এমরান। মাতার নাম নিয়ে মতবিরোধ আছে। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে যতদূর জানা যায় তাতে খাতুন নামে একজন বনি ইস্রাইল বংশিয়া সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন তাঁর মাতা। হযরত মুছা (আঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্তের সাথে প্রায় হুবহু মিলে যায়।

তখন মিশরসহ অর্ধ পৃথিবীর বাদশাহ ছিল ফেরাউন। সে অত্যন্ত প্রতাপশালী, স্বাস্থ্যবান ও সম্পদশালী বাদশাহ ছিল। তার সাড়ে চারশ বছরের জীবনে কোন দিন কোন অসুখ হয় নি। সাধারণ সর্দি পর্যন্ত তার লাগে নি। ফেরাউনের ইতিবৃত্তি সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, তার জন্ম ব্যাবিলনে। সে একজন সাধারণ পরিবারের লোক। অনেক দুঃখ দৈন্যের মধ্যে সে বড় হয়ে মিশরে যাত্রা করে। পথে হামান নামক এক ব্যক্তির সাথে পরিচয় হয় এবং তার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। অতপর উভয়ে একত্রে মিশর পৌঁছে। মিশর গিয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য কিছু ছোট-খাট ব্যবসা আরম্ভ করে। কিছু দিন ব্যবসা করার পরে হঠাৎ একজন স্থানীয় ব্যক্তির সাথে তার ঝগড়া সৃষ্টি হয়। ফলে ফেরাউনকে অভিযুক্ত হয়ে রাজ দরবারে যেতে হয়। তখন রাজ রাজাগণ দেশের বিচারাচার নিজ হাতে করতেন। অভিযুক্ত ফেরাউন রাজার নিকট এত

www.pathagar.com

বিনয় ও নম্রতার সাথে অভিযোগসমূহের জবাব দিলেন যাতে রাজা তাকে বেকসুর খালাস প্রদান করেন। উপরন্তু রাজার নিকট তার কোন দাবি বা প্রার্থনা আছে কিনা তিনি তা জানতে চান। ফেরাউন তখন রাজ দরবারে সাধারণ একটি চাকরির জন্য আবেদন করল। রাজা তার বিচক্ষণতায় কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাই তার চাকরির আবেদন মঞ্জুর করে তাকে গোরস্তানের পাহাড়াদার নিযুক্ত করলেন।

অনেক দিন যাবত ফেরাউন এ চাকরিতে বলবত থেকে অবৈধ উপায়ে মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি করে অনেক টাকা পয়সার মালিক হল। এর মধ্যে সে প্রায়ই রাজদরবারে গিয়ে রাজার বিভিন্ন কাজে সাহায্য করত। এতে তার প্রতি রাজার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কারণ তার বিচক্ষণতা ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং বুদ্ধিমত্তা ছিল প্রখর। এভাবে বিশ বছর অতিক্রম হয়ে রাজার প্রধানমন্ত্রী মারা যায়। তখন রাজা ফেরাউনকে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করেন। বৃদ্ধ রাজার প্রধানমন্ত্রী ফেরাউন রাজ্যের সর্বত্র নিজ প্রভাব বিস্তার করে নিতে সক্ষম হল। ফেরাউনের খোদাদ্রোহীতা ব্যতীত অন্যান্য বিষয় যে দক্ষতা ছিল তা অনেক প্রসংসার যোগ্য। ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে ছিল সে অত্যন্ত কঠোর। দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি, অভাব অভিযোগ নিরসনের ক্ষেত্রে ছিল তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং জনসেবার ক্ষেত্রে তার অবদান ছিল অতুলনীয়। এক সময় সে নিজের সঞ্চিত অর্থ রাজকোষে জমা করে প্রজাকুলের খাজনা মৌকুফ করে দেয়। এ সমস্ত গুণাবলীর জন্য জনসাধারণ তার প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং তার নেতৃত্বকে আন্তরিকভাবে সমর্থন জানায়। রাজা ফেরাউনের এসব গুণাবলী দেখে তাকে সিংহাসনের যোগ্যপাত্র মনে করেন। রাজার কোন সন্তান ছিল না, তাই তিনি মৃত্যু শয্যায় থেকে ফেরাউনকে সিংহাসনের অধিকারী বলে ঘোষণা দেয়। জনসাধারণ তার এ ঘোষণাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায়। সেই থেকে ফেরাউন মিশরের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ফেরাউন রাষ্ট্রপতির পদলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু হামানকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান করে।

দুই বন্ধু মিশর রাজ্যের হর্তাকর্তা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরে একদা ফেরাউন বন্ধুকে বলল, হামান, আমার মনে চায় আমি খোদায়ী দাবি করি। এ বিষয় তোমার কি মন্তব্য? হামান বলল, তোমার প্রস্তাব অত্যন্ত প্রসংশাযোগ্য বটে তবে সময় উপযোগী নয়। তুমি খোদায়ী দাবি করার পরে যদি তোমার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন উঠে অথবা বিদ্রোহ দেখা দেয় তবে সেটা হবে অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ভয়াবহ। তখন তোমার রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে টিকে থাকা না থাকার

www.pathagar.com

দাবি সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেবে এবং আপনার রাজ্যকে বিধ্বস্ত করবে। আমরা এ খবর অবগত হয়ে খুব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। ফেরাউন একথা শুনে জিজ্ঞেস করল, এখন এর প্রতিকার কি করা যায়? জ্যোতিষিরা বলল, এ সন্তান পিতার পৃষ্ঠ থেকে মাতার গর্ভে যাতে না পৌঁছে সে জন্য সারাদেশে অন্তত এক পক্ষকাল নারী পুরুষের মিলন নিষিদ্ধ করে দেয়া যেতে পারে। ফেরাউন জ্যোতিষীদের পরামর্শ অনুসারে সারা দেশে জরুরি ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়ে দিল, কোন পুরুষ এক পক্ষকালের মধ্যে কোন নারীর সংশ্রবে যাবে না, মিলন করবে না, আদেশ অমান্যকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ফেরাউনের এ ফরমান এক দিনের মধ্যে সারাদেশে জারী করে দেয়া হল। সকল মানুষ ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে আইন যথাযথ পালনের সিদ্ধান্ত নিল।

হযরত মুছা (আঃ)-এর পিতা এমরান ছিলেন একজন বনি ইস্রাইল বংশের লোক। তিনি দীর্ঘদিন থেকে ফেরাউনের রাজদরবারে এক দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল ছিলেন। যদিও তিনি মুসলমান ছিলেন তবুও তার কর্তব্য নিষ্ঠার জন্য তাকে অপসারণ করা সম্ভব হয় নি। তাই তিনি তার পদে যথাযথ বহাল থেকে নিজ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তার স্ত্রী খাতুনও ছিলেন বনি ইসরাইল বংশের সম্ভ্রান্ত এক মহিলা। তিনি শরীয়তের বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করতেন এবং পর পুরুষের সাথে পর্দা করে চলতেন। রাজদরবারের বাইরে এক বাসায় তিনি থাকতেন।

ফেরাউনের ঘোষণার পরের দিন গভীর রাত্রে খাতুন ঘর থেকে বেরিয়ে কর্তব্যরত স্বামীর নিকট গিয়ে দেখেন, তার স্বামী একা দরবারে বসা আর কোন লোকজন নেই। স্ত্রী যখন গভীর রাতে স্বামীর সম্মুখীন হলেন তখন তাদের উভয়ের মধ্যে এক দুর্দমনীয় কামনা জাগ্রত হল। এ সময় -তারা ওখানেই নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করে মিলন সমাধা করলেন, স্ত্রী ওখানে আর বিলম্ব না করে বাসায় চলে গেলেন। স্বামীও নিজ কর্তব্যে মননিবেশ করলেন।

দু'দিন পরে জ্যোতিষীগণ রাজদরবারে গিয়ে ফেরাউনকে বলল, হুজুর আপনার এ কঠিন আদেশ উপেক্ষা করে আপনার শত্রুর পিতা-মাতা মিলন করেছে। ফলে সন্তান পিতার পৃষ্ঠ দেশ হতে মাতৃগর্ভে অবস্থান নিয়েছে। ফেরাউন একথা শুনে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল এবং বলল, কাল থেকে দেশের সকল গর্ভবতী নারীর গর্ভ নষ্ট করে দিতে হবে এবং আগামী দুই বছর পর্যন্ত দেশে যে পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। এ আইন থেকে কাউকে অব্যাহতি দেয়া হবে না। রাষ্ট্র প্রধানের আদেশ সে মুহূর্ত থেকে কার্যকর করা হল। চতুর্দিকে প্রহরী, গুপ্তচর ও স্বশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করা হল। প্রত্যেকটি সন্তানের বিনিময়ে তার মাকে সত্তর দিনার করে ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করা

www.pathagar.com

হল। এ ব্যাপারে কিবতী বংশের লোকদিগকে চৌকিদার হিসেবে সর্বত্র নিয়োগ করা হল। যারা ছিল ফেরাউনের অন্ধ সমর্থক। এরপর আরম্ভ হল দেশময় শিশু হত্যার নির্মম পাশবিকতা, পূর্ণ এক বছর যাবত একই পদ্ধতিতে অবিরাম গতিতে সে হত্যাযজ্ঞ চলল। এ ব্যাপারে মুসলমানদের উপর অত্যাচার বেশি হত। তাদের মধ্যকার গর্ভবর্তী মহিলাগণকে পরীক্ষা করে দেখা হত, তারা কি পুত্র না কন্যা সন্তান ধারণ করেছে। পরীক্ষা অনুযায়ী তাদের সাথে ব্যবহার করা হত।

হযরত মুছা (আঃ)-এর মাতা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা এবং পর্দানশীল। পরীক্ষকেরা ও চৌকিদারেরা তার বাসায় অনেকবার এসেছে কিন্তু তাকে গর্ভবর্তী বলে কেউ কোনরূপ সন্দেহ করতে পারে নি। তাই তার প্রতি ওদের দৃষ্টি ছিল অনেকটা শিথিল। এভাবে দশ মাস অতিক্রম হবার পরে একদিন হঠাৎ খাতুনের ঘরের দরজা নিজে নিজে বন্ধ হয়ে গেল। ক্ষণকাল পরে তার প্রসব বেদনা উঠল এবং অতি অল্প সময়ে মধ্যে তার একটি উজ্জ্বল পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করল। সন্তানটির উজ্জ্বলতা ছিল এত প্রখর যাতে চন্দ্র হার মানে। খাতুন নিজ সন্তান দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেন, অন্যদিকে ফেরাউনের শিশুহত্যা অভিযানের কথা চিন্তা করে কেঁদে উঠলেন। এ সময় হযরত জিব্রাইল (আঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, খাতুন! আমি তোমার সন্তান ভূমিষ্ঠের খবর জানি এবং ঐ সন্তানটিকে রক্ষার জন্য কিছু কথা বলে যাই। তুমি আমার উপদেশ অনুসারে অতি সত্বর কাজ কর। তুমি একজন কাঠ মিস্ত্রি ডেকে একটি কাঠের বাক্স তৈরি কর যেন উহাতে কোন প্রকার ছিদ্র না থাকে। পানিতে ভাসিয়ে দিলে যেন ভিতরে পানি না উঠে। অতপর সন্তানটিকে ভাল করে দুধ খাইয়ে কাপড় জড়িয়ে বাক্সভর্তি করে নদীর পাশে ভাসিয়ে দাও। যেন আস্তে আস্তে ওটা নদীর কিনারা দিয়ে ভেসে যায়। খাতুন লোকটির কথা শুনে জিজ্ঞেসা করল, আপনি কে? অযাচিতভাবে আপনি আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন। তখন জিব্রাইল বললেন, আমি আল্লাহর ফেরেস্তা, আমি তোমাকে যা বলছি, তা আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ ক্রমে বলছি। তুমি আরো জেনে রাখ তোমার সন্তান হবে এ যুগের নবী। তিনি ফেরাউনকে কুপোকাত করবেন। তিনি ফেরাউনের অত্যাচারে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন না বরং আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ফেরাউনের ঘরেই প্রতিপালন করবেন। আল্লাহ তা'য়ালার কার্যাবলী অতীব রহস্যময়। তোমার ছেলেটির নাম রেখ মুছা। এই বলে তিনি চলে গেলেন। খাতুন ফেরেস্তার কথা শুনে একটু বিস্মিত হলেন। এমন সময় উদ্দেশ্য বিহীনভাবে তার স্বামী এসে ঘরে ঢুকলেন এবং নিজ সন্তানের চেহারা দেখে পাঠ করলেন আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর খাতুনকে বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা ওকে রক্ষা করবেন, সে মতে আল্লাহ তা'য়ালা তার ফেরেস্তা দ্বারা

www.pathagar.com

আমাকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন তুমি সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ কর। তখন খাতুন তার স্বামীকে বললেন, আপনি অতি সত্তর একজন কাঠ মিস্ত্রীর ব্যবস্থা করে দিন। স্বামী বললেন, আমি এখনই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এই বলে তিনি বেড়িয়ে গেলেন একটু পরে একজন কাঠ মিস্ত্রি নিয়ে এল, সে খাতুনের নিকট কাঠ চাইল, খাতুন কতগুলো কাঠ এনে তার সম্মুখে দিলেন। কাঠ মিস্ত্রী মুখে কোন কথা বলে না, শুধু দ্রুত কাজ সমাধা করার জন্য ভীষণ ব্যস্ত ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে একটি সুন্দর বাক্স তৈরি করে দিল। অতপর খাতুন তাকে পঞ্চাশটি টাকা দিল। মিস্ত্রী কোন কথা না বলে টাকা কয়টি গ্রহণ করে ছালাম দিয়ে চলে গেল।

কোন কোন লেখক এই কাঠ মিস্ত্রী সম্বন্ধে লিখেছেন যে, তিনি ছিলেন একজন আল্লাহ প্রেরিত ফেরেস্তা। যা তার কার্য তৎপরতার মাধ্যমে অনেকটা প্রকাশ পেয়েছে। সে কোন কথা বলে নি। কি সাইজের কতটুকু ও কি মাপের বাক্স তৈরি করবেন তাও জিজ্ঞেস করে নি। সর্বশেষে মজুরির ক্ষেত্রে কোন রূপ বাদানুবাদ করে নি এবং অতি দ্রুত কাজ সমাধা করে চলে গেছেন। যদি এ মিস্ত্রী মানুষ হত তবে এর প্রতিটি ক্ষেত্রে বিপরীত অবস্থা প্রকাশ পেত। যা স্বাভাবিক ভাবে ঘটে থাকে। এ বিষয়টি এখানে মুখ্য আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ আল্লাহ তাঁর নবীকে রক্ষার ব্যাপারে ফেরেস্তাগণকে যে কোন দায়িত্ব দিয়ে, যে কোন ছুরতে প্রেরণ করতে পারেন। এটা কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

হযরত মুছা (আঃ)-এর মাতা বাক্স তৈরি হয়ে গেলে ছেলেকে উত্তমরূপে দুগ্ধ পান করালেন। রেশমি কাপড় জড়িয়ে তাকে বাক্স ভর্তি করলেন। অতপর শেষ রাত্রে তাকে বহন করে নিয়ে নীল নদের পানির উপর ভাসিয়ে দিলেন এবং পাঠ করলেন "ছোবাহান আল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ"। খাতুনের আরো এক ছেলেও এক মেয়ে ছিল। ছেলের নাম ছিল হারুন এবং মেয়ের নাম ছিল মরিয়ম। তারা উভয়ই বেশ বড় ছিল। মুছা (আঃ)-এর মাতা বাক্সটি নদী বক্ষে ছেড়ে দিয়ে মেয়ে মরিয়মকে বললেন, তুমি সকলের অলক্ষ্যে বাক্সটি পাহাড়া দিয়ে নদীর পাশে হাঁটতে থাকবে। বাক্সটি কোথায় যায় এবং ওটার কি অবস্থা ঘটে তা লক্ষ্য করবে। মরিয়ম মায়ের কথায় সম্মত হয়ে বাক্সের পিছনে পিছনে নদীর তীরে হাঁটতে থাকে।

বাক্সটি চলতে চলতে ফেরাউনের প্রমোদ উদ্যানের পাশে প্রবাহিত ফোয়ারার লেকের মধ্যে ঢুকে পরে। এ সময় ভোর বেলা নদীর মুক্ত বায়ু সেবনের উদ্দেশে ফেরাউন ও তার স্ত্রী আছিয়া প্রমোদ উদ্যানের মাঝে বসা ছিল। তারা দেখল, নদী থেকে একটি বাক্স ভেসে এসে তাদের উদ্যানের খালের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তখন কৌতুহল বসে আছিয়া এক দাসীকে ওটা তুলে আনার জন্য পাঠাল। দাসী

www.pathagar.com

বাক্সটি লেক থেকে উঠানোর জন্য অনেক চেষ্টা করল কিন্তু সে কোন রকম উহা উত্তোলন করতে পারল না। অবশেষে আছিয়ার নিকট এসে বলল, ওটা একটা কাঠের বাক্স, ওটার মধ্যে বোধ হয় কিছু আছে। আমি খুব চেষ্টা করেও উপরে উঠাতে পারলাম না। তখন আছিয়া বাক্সের কাছে গিয়ে নিজ হাতে উপরে উঠিয়ে উপরের তক্তা খুলে ফেললেন, তখন দেখলেন একটি অপরূপ সুন্দর বালক রেশমি কাপড় দ্বারা আবৃত অবস্থায় ঘুমিয়ে আছে। আছিয়া চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারার ছেলেটিকে দেখে মোহিত হলেন এবং আদর করে কোলে তুলে নিয়ে ফেরাউনের নিকট ছুটে এলেন। অতপর তিনি ফিরাউনকে বললেন, দেখুন মহারাজ! কত সুন্দর এ ছেলেটি। কে যেন ওকে বাক্স বন্দী করে পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছে। এমন উজ্জ্বল চেহারার ছেলে আমি জীবনে দেখি নি। আমাদের যখন কোন সন্তান নেই, তখন এ ছেলেটিকে আমরা পালক পুত্র হিসেবে লালন পালন করব।

ফেরাউন বলল, দেখ! এ সে ছেলে নাকি কে জানে, যে আমার রাজ্য বিধ্বস্ত করবে এবং আমাকে খোদায়ী দাবি থেকে বিচ্যুত করবে। অতএব এ ছেলেকে জীবিত রাখার অর্থ হবে শত্রু প্রতিপালন করে বড় করা। তুমি এ ভ্রান্ত লালসা থেকে বিরত হও এবং ছেলেটিকে জল্লাদের হাতে তুলে দাও। আছিয়া ফেরাউনের কথায় রাজী না হয়ে বেকে বসল। সে বলল, এ ছেলে আপনার ক্ষতি করবে তা আমার মনে হয় না। চেহারা দেখলেই তো অনেকটা অনুমান করা যায়। অতএব আপনি অনুমান করে এ সমস্ত বাজে কথা বলবেন না। আমি সন্তানহারা অতৃপ্ত জীবনের অধিকারীনী হতভাগা এক মহিলা। আমার বুকে কোন দিন সন্তান আসবে কিনা জানি না। অতএব এ ছেলেটিকে আমি মেরে ফেলতে দেব না। ওকে আমি বুকে জড়িয়ে মাতৃত্বের তৃপ্তি লাভ করব। আমি আপনার কোন বাধা মানব না। যদি কোন দিন এ ছেলে আপনার বিরোধিতা করে সে দিন ওকে ঘরে আটক করে জল্লাদ দিয়ে আমি দু'খন্ড করে দেব। আপনার সে দিন আর কিছু বলতে হবে না। এ দায়িত্বটা আমার উপর ছেড়ে দিন। বিশেষ করে আমি জীবনে আপনার নিকট কিছুর আবদার করি নি। কোন কিছুর লোভে আকৃষ্ট হই নি। এমতাবস্থা আপনি আমার একটি মাত্র দাবি মেনে নিবেন না? তাহলে আপনি আমাকে ভালবাসেন তার প্রমাণ টা কি? ভালবাসার নামে কি শুধু প্রহসন করেছেন? মানুষ ভালবাসার ক্ষেত্রে নিজ জীবন বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করে না। আর আপনি আমার সামান্য একটা আবদার রক্ষা করবেন না? যা পূরন করতে আপনার কোন অর্থ বা সময় খরচ হবে না।

ফেরাউন তার স্ত্রীর যুক্তিসংগত দাবির সম্মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হল। শেষ পর্যন্ত সে বলল, তুমি এমন একটা দাবি আমার কাছে করলে, যা নির্ঘাত

www.pathagar.com

মৃত্যুর হাতছানি। হোক তবুও ভালবাসার সম্মুখে এটা অত্যন্ত নগণ্য। ঠিক আছে, তুমি ওকে, প্রতিপালনের ব্যবস্থা কর। তখন আছিয়া বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবার জন্য কয়েকজন ধাত্রীকে খবর দিল। ধাত্রীরা এসে বাচ্চাকে দুধ মুখে দিবার চেষ্টা করল কিন্তু বাচ্চা দুধ মুখে নিল না। অনেক চেষ্টা করে যখন বিফল হল, তখন এক বৃদ্ধা বলল, মা! সকল বাচ্চারা সকলের দুধ পান করে না। অতএব তুমি আরো কতিপয় ধাত্রী খবর দিয়ে দুধ পান করানোর চেষ্টা কর। দুধ না দিয়ে বাচ্চাকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। এ সময় মুছা (আঃ)-এর বোন মরিয়ম কাছে এসে বলল, মহারানী আমার খোঁজে একজন ধাত্রী আছে যদি আপনি আদেশ করেন তবে আমি তাকে নিয়ে আসতে পারি। আছিয়া বললেন, হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যাও যত ধাত্রী আছে সকলকে খবর দাও। বাচ্চা যার দুধ পান করবে, তাকে বড় রকমের পুরস্কার প্রদান করা হবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ মাসিক ভাতা ঠিক করে দেয়া হবে। তখন মরিয়ম তাড়াতাড়ি তার মায়ের নিকট গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে এবং তৎক্ষণাৎ তার মাকে নিয়ে রাজ দরবারে চলে আসে। এ নতুন ধাত্রীকে এনে যখন তার দুগ্ধ পান করানোর আয়োজন করা হল তখন বাচ্চা আনন্দের সাথে দুগ্ধ পান করতে আরম্ভ করল। অবস্থা দেখে সকলে আনন্দে হৈ চৈ করে উঠল। আছিয়া তখন ধাত্রীকে নিয়মিত দুগ্ধ পান করানের জন্য নিয়োগ করলেন এবং তাকে মাসিক ভাতা ঠিক করে দিলেন।

অত্র ঘটনা কুরআনুল কারীমে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ـ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَاتَخَافِىْ وَلَاتَحْزَنِىْ ـ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ * فَالْتَقَطَهُ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ـ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ ـ وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ ـ لَاتَقْتُلُوْهُ * عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْنَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَّهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ * وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ـ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلَا اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ * وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ـ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ

www.pathagar.com

جُنُبٍ وَّهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ * وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ
فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ
نٰصِحُوْنَ * فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ
اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ *

অর্থ ঃ "আর আমি মুসার মাতার অন্তরে (এলহামযোগে) নির্দেশ করলাম, এ শিশুকে দুগ্ধ পান করাত থাক, অতঃপর যখন তুমি তার সম্বন্ধে আশঙ্কা করবে, তখন তাকে নদীতে নিক্ষেপ করবে। কোন ভয়ও করো না, দুঃখও করো না। আমি তাকে পুনরায় তোমার নিকট ফিরিয়ে দেব; এবং তাকে রাসূলদের একজন করব। অতঃপর ফেরাউনের ঘরের লোকেরা তাকে (নদী থেকে) উঠিয়ে নিল, (ভবিষ্যতে) যেন তিনি তাদের জন্য শত্রু ও চিন্তার কারণ হল। নিঃসন্দেহে, ফেরাউন, হামান এবং তাদের বাহিনী অপরাধী ছিল। আর ফেরআউনের স্ত্রী বলল, এ শিশুটি তো চক্ষু শীতলকারী। একে হত্যা করো না। বিচিত্র নয় যে, সে আমাদের কাজে আসবে, কিম্বা আমরা তকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে ওরা এর পরিণাম বুঝতে পারে নি। আর প্রাতঃকালে মুসার মাতার অন্তরে শান্তি রইল না। নিতান্ত অস্থিরতাবশতঃ গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করে দিবার উপক্রম হয়েছিল, যদি না আমি তার অন্তরকে মযবুত ও দৃঢ় করে দিতাম। আর (মুসার মাতা) বলে দিয়েছিলেন তার (মুসার) ভগ্নিকে (সিন্দুকটির) পেছনে পেছনে যাও, অতঃপর সে অপরিচিতের ন্যায় তার (মুসার) প্রতি লক্ষ্য রাখতে লাগল এবং তারা (ফেরআউনের পরিবারের লোকেরা) জানতেও পারল না, আর আমি মূসা হতে ধাত্রীদেরকে পূর্ব হতেই নিবৃত্ত রেখেছিলাম। অতঃপর মুসার ভগ্নি বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব, যারা এ শিশুকে তোমাদের হয়ে প্রতিপালন করবে? এবং তারা এর মঙ্গলকামী হবে। অতঃপর আমি তাকে তার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম, যেন তার চক্ষু শীতল থাকে এবং সে দুঃখ না করে এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" (সূরা কাছাছ ঃ ৭-১৩)

আরো বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى * اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى * اَنِ اقْذِ
فِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ

www.pathagar.com

لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ * وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ * وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ اِذْ

تَمْشِىْ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰى اُمِّكَ كَىْ

تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ *

অর্থ ঃ "আর (হে মুসা তুমি জান), আমি তো আরও একবার তোমার প্রতি কেমন অনুগ্রহ করেছিলাম? যখন আমি তোমার মায়ের অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছিলাম, যা নির্দেশ করার, এমর্মে যে, শিশুটিকে একটি সিন্দুকে স্থাপন কর। অতঃপর তা দরিয়া ভাসিয়ে দাও, যেন দরিয়া তাকে তীরের দিকে ঠেলে দেয়, অতঃপর তাকে উঠিয়ে নেবে এমন ব্যক্তি, যে আমার শত্রু এবং তারও শত্রু। আর আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম। তুমি যেন আমারই তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও। তোমার ভগ্নি যখন সেখানে গমন করে বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব যিনি এ শিশুকে (লালন পালনের) ভার গ্রহণ করবেন? এবং এরূপে আমি তোমাকে পুনরায় তোমার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলাম, যেন তার চক্ষু শীতল হয় এবং সে দুঃখ না পায়।" (সূরা ত্বোয়া-হা ঃ ৩৭-৪০)

হযরত মুছা (আঃ)-এর মাতা আল্লাহ তা'য়ালার কুদরতের কথা স্মরণ করে তাঁর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন এবং মনে মনে অশেষ তৃপ্তি লাভ করলেন। অতপর তিনি তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে খুব তৎপর হলেন। হযরত মুছা (আঃ)- কে আল্লাহ তা'য়ালা নিজ মাতার দুগ্ধ পান করার সুযোগ করে দিলেন। হযরত মুছা (আঃ) অত্যন্ত আদর যত্নে প্রতিপালিত হতে লাগলেন। ধীরে ধীরে তিনি বড় হতে থাকেন। দুই বছর বয়সের সময় একদা ফেরাউন হযরত মুছা (আঃ)-কে কোলে তুলে আদর করছিল। বেশ কিছু সময় আদর করার পরে এক পর্যায়ে ফেরাউন মুছা (আঃ)-কে চুমো দিবার উদ্দেশ্যে যখন তার মুখ হযরত মুছা (আঃ)-এর মুখের কাছে নিল, তখন মুছা (আঃ) বাম হাতে তার দাড়ি ধরে ডান হাত দিয়ে তার গালে এক চড় লাগিয়ে দিলেন। ফেরাউন এ চড় খেয়ে আছিয়াকে ডেকে বলল, আমি কি তোমাকে পূর্ব হতে বলি নি যে, এ ছেলেটি কালক্রমে আমার রাজ্য ধ্বংসকারীদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। অতএব অচিরে ওকে মেরে ফেলা উচিত। আজকে সে আমার সাথে যে আচরণ করেছে তাতে আর আমার বুঝতে বাকি নেই। অতএব এ ছেলেকে প্রতিপালন করা যাবে না। ওকে আজকেই জল্লাদের নিকট হস্তান্তর কর। আছিয়া

www.pathagar.com

ফেরাউনের কঠোর মন্তব্য শুনে কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। পরে বললেন, হে মহারাজ! আপনি এত বড় গুণী জ্ঞানী মানুষ, আপনার সমতুল্য মানুষ পৃথিবীতে বিরল। আপনি দেশের কয়েক কোটি মানুষের প্রভু! আপনার পক্ষে শিশু, বৃদ্ধ ও যুবকদের চরিত্র, স্বভাব, প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা সমীচীন নয়। আপনার মাঝে এক ভ্রান্তি এসে আপনাকে আড়ষ্ট করে ফেলেছে এবং আপনার মধ্যের প্রতিভাকে বিমর্ষ করে দিয়েছে। যার জন্য এক অবুঝ শিশুর আচরণকে আপনি প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের কাজের সাথে মিলিয়ে বিচার করছেন। এটা আপনার এক মহা ভ্রান্তির নমুনা নয় কি? ফেরাউন আছিয়ার কথা শুনে খুব বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি এ ছেলে সম্বন্ধে কি বলতে চাও? আছিয়া বলল, আমি বলতে চাই যে, এ শিশুর জ্ঞান বুদ্ধি হয় নি, হিত অহিত বুঝে না, তার আচরণকে উদ্দেশ্য করে তাকে শাস্তি প্রদান করা কোন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর কাজ নয়। ফেরাউন বলল, এ ছেলে যে অবুঝ তার প্রমাণ দাও। তখন আছিয়া একজন মন্ত্রীকে বললেন, আপনি এক পেয়ালায় আগুন আর এক পেয়ালায় স্বর্ণ মুদ্রা ভর্তি করে ছেলেটির নিকট নিয়ে আসুন। যদি সে বুঝমান হয় তবে সে স্বর্ণের পেয়ালা ধরবে আর যদি অবুঝ হয় তবে আগুনের পেয়ালা ধরবে। মন্ত্রী তখন বাস্তবিক ছেলেটিকে পরীক্ষা করার জন্য এক পেয়ালা আগুন ও এক পেয়ালা স্বর্ণ মুদ্রা এনে মুছা (আঃ)-এর হাতের নিকটে রেখে দিল। হযরত মুছা (আঃ) তখন আগুনের পেয়ালা হতে একটি জলন্ত অঙ্গার তুলে মুখে দিলেন। তখনি তাঁর মুখ পুড়ে গেল। সে চিৎকার করে উঠল। তখন নিকটস্থ সকলে হায় হায় করে উঠল। তাড়াতাড়ি একজনে মুছা (আঃ)-এর মুখের মধ্য প্রতি প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারটি বের করে নিল। এ অবস্থা দেখার পরে ফেরাউন আর কোন উচ্চ শব্দ না করে রাজ দরবারে চলে গেল এবং ডাক্তার এনে তড়িৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করল।

হযরত মুছা (আঃ) শিশুকালে আগুন মুখে পুরে দেয়ার পরিণামে প্রথম জীবনে কথা বলতে পারতেন না। পরবর্তী সময় যদিও কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলেন তবে তার মধ্যে তোতলাপনা ছিল।

হযরত মুছা (আঃ)-এর বিবাহ ও যৌবন

হযরত মুছা (আঃ) একাধারে ত্রিশ বছর যাবত ফেরাউনের ঘরে পালিত হল। বিশ বছর বয়সে ফেরাউন রাজকীয় পদ্ধতিতে তার পালক পুত্র হযরত মুছা (আঃ)-এর বিবাহ কার্য সমাধা করে। এ ঘরে তার দুটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। হযরত মুছা (আঃ) ফেরাউনকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু একটি বিষয় তার সাথে প্রায়ই বাদানুবাদ হত। সেটা ছিল ফেরাউনের খোদায়ী দাবির বিষয়টা। প্রায়ই হযরত মুছা (আঃ) তাকে বলতেন, আপনি একটি কাজ

www.pathagar.com

পরিত্যাগ করলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে চিরদিন পরিচিত হয়ে থাকতেন। ফেরাউন উত্তরে বলত, আমার খোদায়ী দাবির পিছনে আল্লাহ তায়ালার সমর্থন আছে। অতএব তুমি বাবা বাধা সৃষ্টি কর না, আমাকে কাজ করতে সুযোগ দাও। এটা দ্বারাও আমি পৃথিবীতে বিরাট সুনামের অধিকারী হয়ে থাকব তাতে আদৌ সন্দেহ নেই।

হযরত মুছা (আঃ)-এর বয়স যখন ত্রিশ বছর তখন তিনি একদিন দুপুরের পরে রাস্তায় ভ্রমণে বের হয়ে দেখলেন দুই ব্যক্তি ঝগড়া করছে। মুছা (আঃ) তাদের কাছে গিয়ে দেখলেন একজন ফেরাউনের মেহমানখানার বাবুর্চি, সে কিবতী বংশের লোক। অপর জন সাধারণ একজন ব্যবসায়ী। সে বনি ইসলাইল বংশের লোক। এ লোকটি বিক্রয়ের জন্য কিছু কাঠ নিয়ে বাজারে যাচ্ছিল, তখন ফেরাউনের বাবুর্চি কাঠগুলো বাকি টাকায় তাকে দিবার জন্য বলে। কিন্তু বনি ইসরাইলের ব্যক্তি তাতে রাজী হচ্ছে না। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া ও বিবাদের সৃষ্টি হল। তখন হযরত মুছা (আঃ) অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেন এবং কিবতী বাবুর্চিকে নগদ টাকা দিয়ে কাঠ গ্রহণের জন্য বলেন। কিন্তু বাবুর্চি তাতে রাজী না হয়ে সে জোর করে বাকিতে কাঠ নিতে চেষ্টা করল। এমন কি সে কাঠ নিয়ে জোর-জবরদস্তি আরম্ভ করল। তখন হযরত মুছা (আঃ) সহ্য করতে না পেরে বাবুর্চিকে এক ঘুসি লাগিয়ে দিলেন। বাবুর্চি ঘুসির আঘাত সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করল। তখন হযরত মুছা (আঃ) বনি ইস্রাইলের লোকটিকে বললেন, তুমি এখন এখান থেকে পালিয়ে যাও না হয় বিপদ ঘটতে পারে। এ লোকটি হযরত মুছা (আঃ) ভাগ্নে হত। কিন্তু তাদের কারো পরিচয় জানা ছিল না। লোকটির নাম ছিল ছামেরী।

ছামেরী হযরত মুছা (আঃ)-এর কথা অনুসারে দ্রুত অন্যত্র চলে গেল। হযরত মুছা (আঃ) ও চলে গেলেন। পরের দিন শহরের অপর প্রান্তে ছামেরী অন্য একজন কিবতী দলীয় লোকের সাথে পুনরায় ঝগড়া আরম্ভ করে। হযরত মুছা (আঃ) তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ছামেরীকে ঐ অবস্থায় দেখে বললেন, তুমি একটি বড় আহাম্মক। তুমি গত দিন এক কার্য করেছ আজকে আবার সেরূপ কাজে প্রবৃত্ত হতে যাচ্ছ। তোমার জীবনের কোন নিরাপত্তা আছে কি? ছামেরী হযরত মুছা (আঃ)-এর কথায় ভাবল সে হয়ত গত দিনের কিবতী হত্যার অভিযোগটা তার উপর বর্তাবে। তাই সে নিজে রক্ষার জন্য হযরত মুছা (আঃ)-কে অনুযোগ করে বলল, তুমি গত দিন একজন কিবতীকে হত্যা করেছ। আজকে আবার আমাদের ঝগড়ার সুযোগে আর একজন কিবতীকে হত্যা করতে এখানে এসেছ। একথা কিবতী শুনে হযরত মুছা (আঃ)-কে বলল, তুমি

www.pathagar.com

গতদিনের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছ? তোমাকে পুলিশ অনেক খোঁজ করে পায় নি। আজকে আবার হত্যার ষড়যন্ত্র নিয়ে এখানে এসেছ? আচ্ছা! তোমাকে দেখাচ্ছি। এই বলে সে ফেরাউনের দরবারের দিকে দৌড় দিল। হযরত মুছা (আঃ) ভাবলেন ফেরাউন তার পালক পিতা হলেও বিচারের ক্ষেত্রে তাকে আদৌ রেহাই দিবে না। যেমন উচিত বিচারে তার মাকেও ছেড়ে দেয় নি। তাই তাকে কঠোর শাস্তি দিতে দ্বিধা বোধ করবে না এই ভেবে তিনি রাস্তার এক গলি ধরে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে তাকে বলল, হে ফেরাউনের পালকপুত্র! আমি তোমাকে চিনি, তুমি একজন বনি ইস্রাইল গোত্রের মুসলমান। আমিও এক জন মুসলমান, তবে আমি ফেরাউনের দরবারে চাকুরিরত অবস্থায় আছি। আমি কিছুক্ষণ পূর্বে দেখে এসেছি তোমার বিরুদ্ধে ফেরাউনের দরবারে এক হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। সে মর্মে ফেরাউন তোমাকে খুঁজে বের করার জন্য চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করেছে। অতএব তুমি নিজ নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে এখান থেকে দ্রুত কেটে পড়। এই বলে লোকটি চলে গেল। হযরত মুছা (আঃ) আগন্তুকের খবরে খুবই চিন্তাযুক্ত হলেন এবং দ্রুত পথ অতিক্রম করতে লাগলেন। কোথায় যাবেন তার কোন সঠিক সিদ্ধান্ত তার ছিল না। তবে তিনি মনে মনে ভাবলেন, বর্তমান অবস্থায় তার মিশর ত্যাগ করা উচিত। তাই তিনি সোজা পথ চলতে লাগলেন। তিন দিন পথ চলার পরে তিনি মাদায়েন গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ক্লান্ত শ্রান্ত, তাই তিনি একটি কূপের অদূরে পাহাড়ের নিচে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন দু'টি যুবতী কয়েকটি মেষ নিয়ে পানির কূপের নিকট দাঁড়িয়ে আছে। তখন তিনি অগ্রসর হয়ে তাদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ? মেয়েরা উত্তর দিল আমরা আল্লাহর নবী হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর মেয়ে। আমরা এখানে আমাদের মেষগুলোকে পানি পান করানের জন্য এসেছি। কিন্তু পানির কূপটি ভারী পাথর দিয়ে ঢাকা। তাই চৌকিদারের অপেক্ষা করছি। উনি এসে পাথর সরিয়ে দিলে আমরা আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাব। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, তাহলে আমি পাথরটা সরিয়ে দেই। তোমরা তাহলে সহজে পানি পান করাতে পারবে। মেয়েরা বলল, পাথরটা অত্যন্ত ভারী যা স্বাভাবিক ভাবে অনেক লোকে একত্রে নাড়া চাড়া করে থাকে। ওটা আপনি একাকী কিভাবে সরিয়ে দেবেন। হযরত মুছা (আঃ) তখন কূপের কাছে গিয়ে পাথরটি ধরে উল্‌টিয়ে ফেললেন। তখন মেয়েরা খুশী হয়ে পশুকে পানি পান করাল। অতপর হযরত মুছা (আঃ)-কে কিছু টাকা দিতে চাইল। হযরত মুছা (আঃ) তা নিতে অস্বীকার করলেন এবং

www.pathagar.com

মেয়েদেরকে চলে যাবার জন্য বললেন। মেয়েরা অত্যন্ত খুশী হল এবং দ্রুত পথ অতিক্রম করতে লাগল। একটু পরেই তারা গিয়ে তাদের বৃদ্ধ পিতার নিকট যুবকের বদান্যতার কথা আলোচনা করল। এমন কি তারা তাদের পিতার নিকট অনুরোধ করে বলল, বাবা! এই ছেলেটিকে তুমি আমাদের ঘরে রেখে দাও। সে অত্যন্ত শক্তিশালী ও ন্যায় পরায়ণ। তাকে তুমি রেখে দিলে সে নিয়মিত মেষ চড়াবে এবং বাইরের যাবতীয় কাজকর্ম করতে পারবে। আমরা তাহলে অধিক সময় তোমার নিকট থাকতে পারব। হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর বড় মেয়ে ছফুরাকে বললেন, তুমি যাও আমার কথা বলে ছেলেটিকে এখানে নিয়ে আস। তখন ছফুরা দ্রুত সেখানে পৌঁছে দেখল, ছেলেটি তখন পর্যন্ত সেখানে বসা রয়েছে। ছফুরা যুবকের নিকট গিয়ে বলল আমার আব্বা আল্লাহ তা'য়ালা প্রেরিত একজন নবী তিনি আপনাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য বলেছেন। তখন হযরত মুছা (আঃ) উঠলেন এবং বললেন চলুন। ছফুরা সম্মুখে এবং হযরত মুছা (আঃ) পিছনে পথ চলতে আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ পরে হযরত মুছা (আঃ) বললেন, হে নবীর বেটি! আপনি আমার পিছনে হাঁটুন। যেহেতু আপনার পায়ের সৌন্দর্য আমার চক্ষে পড়েছে। এটা শরীয়ত বিরোধী কাজ। তখন ছফুরা বলল, আপনি তো পথ চিনেন না। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, আপনি পিছন থেকে বলে দেবেন, কোন দিকে অগ্রসর হব। আমি সে অনুসারে পথ চলব। তখন ছফুরা হযরত মুছা (আঃ)-এর পিছনে চলতে আরম্ভ করল। এভাবে কিছু সময় পথ চলার পরে তারা হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর নিকট গিয়ে পৌঁছল।

কুরআনুল কারীমে, ঘটনাটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে-

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا
رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ - هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ - فَاسْتَغَاثَهُ
الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ - فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى
عَلَيْهِ - قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ - اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ *
قَالَ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَغَفَرَلَهٗ - اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ
الرَّحِيْمُ * قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا
لِّلْمُجْرِمِيْنَ * فَاَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِيْ

www.pathagar.com

اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ـ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ
مُّبِينٌ * فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ـ قَالَ
يَمُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ـ إِنْ تُرِيدُ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ
الْمُصْلِحِينَ * وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى ـ قَالَ
يَمُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ
النَّصِحِينَ * فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ ـ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ
الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ *

অর্থ ঃ "আর তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তথাকার অধিবাসীরা বেখবর ছিল। অতঃপর তথা দু ব্যক্তিকে দেখলেন পরস্পর ঝগড়া করছে। একজন তার নিজ দলের অপরজন তার শত্রুদলের। মুসার দলের লোকটি তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করল ঐ লোকটির বিরুদ্ধে, যে তাঁর শত্রু দলের মধ্য হতে ছিল। অতঃপর মূসা (আ) সে (শত্রু দলের) লোকটিকে এক ঘুষি মারলেন এভাবে তিনি তাকে হত্যা করে ফেললেন। (মুসা) বললেন, এটা শয়তানের কাণ্ড। নিঃসন্দেহে, সে প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী। তিনি [মুসা (আ)] বললেন, হে আমার রব! আমি নিজের উপর যুলুম করেছি, অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দিন, অনন্তর তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। নিঃসন্দেহ, তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু। তিনি আরও বললেন, হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি আমার প্রতি দয়া করেছেন, অতএব, আমি আর কখনও অপরাধিদের সাহায্যকারী হব না। অতঃপর সে নগরীতে তার প্রভাত হল। অতঃপর হঠাৎ দেখতে পেলেন, যে ব্যক্তি গতকল্য সাহায্য প্রার্থনা করছিল, সে আজ আবার ফরিয়াদ করছে। মুসা (আ) তাকে বললেন, নিঃসন্দেহ, তুমি প্রকাশ্য বিপথগামী, অতঃপর যখন তিনি ধরতে চাইলেন সে ব্যক্তিকে যে উভয়ের শত্রু ছিল। তখন সে (ফরিয়াদকারী) বলে উঠল, হে মুসা! তুমি কি চাও যে, আমাকে খুন করে ফেলবে, যেমন গতকল্য এক ব্যক্তিকে খুন করেছিলে। তুমি দেশে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছ, শান্তি স্থাপনকারী

www.pathagar.com

হতে চাও না। আর শহরের শেষ প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে এল এবং বলল, হে মুসা! পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব, তুমি বের হয়ে যাও, আমি তোমার মঙ্গলকামী। অতঃপর তিনি ভীত অবস্থায় শহর থেকে বের হয়ে পড়লেন। বললেন, হে আমার রব আমাকে এ যালিম সম্প্রদায় থেকে নাজাত দিন।" (সূরা কাছাছ ঃ ১৫-২১)

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) মুছা (আঃ) - কে দেখে তাঁর প্রতি দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইলেন। তারপরে তিনি বললেন, মা ছফুরা! ছেলেটিকে কিছু খেতে দাও, সে ভীষণ ক্ষুধার্ত। বিগত তিন দিনে সে কিছুই খায় নি। ছফুরা পিতার আদেশ অনুসারে তার জন্য খানা নিয়ে আসল। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) মুছা (আঃ)-কে খানা খেতে বললেন। হযরত মুছা (আঃ) নবীর আদেশ শীরধার্য মনে করে খাবার গ্রহণ করলেন। তখন হযরত মুছা (আঃ)- কে বিশ্রাম করতে বলা হল। হযরত মুছা (আঃ) বিশ্রামের এক কক্ষে প্রবেশ করে নামায আদায় করতে মনযোগী হলেন। এ সময় ছফুরা এসে পিতার নিকট বলল, বাবা! এ ছেলেটিকে আপনি রাখালের চাকরিতে নিয়োগ করুন। তার মধ্যে আমি এক বিরাট লক্ষণ পেয়েছি। মুছা (আঃ) চলার জন্য যে কথা পথি মধ্যে ছফুরাকে বলে ছিল তা সম্পূর্ণ বলল। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) বললেন,. মা ছফুরা! আমি তার ললাটের যে উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করেছি তা নবী ছাড়া সাধারণ মানুষের থাকে না। অতএব তাকে শুধু রাখাল হিসেবে নিয়োগ করা অন্যায় হবে। তার চেয়ে আমি তার সাথে তোমাকে বিবাহ দিয়ে দিতে চাচ্ছি এবং এ বিয়ের মহরানা হিসেবে তাকে রাখালের দায়িত্ব দিতে পারি। ছফুরা পিতার প্রস্তাবে মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করল।

ঘটনাটি কুরআনুল কারীমে নিম্নরূপ বলা হয়েছে–

قَالَتْ اِحْدٰهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ - اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ
الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ * قَالَ اِنِّىْۤ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ
عَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ - فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ -
وَمَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ - سَتَجِدُنِىْۤ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ مِنَ
الصّٰلِحِيْنَ * قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ - اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ
فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ - وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ *

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "ওদের (বালিকার মধ্য) থেকে একজন বলল, হে পিতা এঁকে (এ মেহমানকে) শ্রমিক নিযুক্ত করে নিন। কেননা, আপনার শ্রমিক হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি যিনি শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। তিনি [পিতা মূসা (আ) কে] বললেন, আমি আমার কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার নিকট বিবাহ দিতে চাই, এ শর্তে যে, তুমি আমার এখানে চাকুরী করবে আট বছর। অতঃপর তুমি যদি দশ বছর পূর্ণ কর, তবে তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। তুমি ইনশাআল্লাহ, আমাকে সদাচারী পাবে। মূসা (আ) বললেন, আপনার ও আমার মধ্যে এ চুক্তি হল, দু মেয়াদের কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আর আল্লাহ তার সাক্ষী যে বিষয়ে আমার কথা বলছি।" (সূরা কাছাছ ঃ ২৬-২৮)

فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِىْ اَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ *

অর্থ ঃ "(আল্লাহ পাক বলেন), অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ান বাসীদের মাঝে অবস্থান করছিলে। অনন্তর হে মূসা! এর পর তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলে এবং আমি তোমাকে নিজের (বিশেষ কাজের) জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি।" (সূরা ত্বোয়া-হা ঃ ৪০)

বিশ্রাম শেষে হযরত মুছা (আঃ) হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর নিকট আসলেন। তখন তিনি বললেন, বাবা! কোথা থেকে তুমি এখানে এসে পৌঁছলে। হযরত মুছা (আঃ) তখন তাঁর পিছনের সম্পূর্ণ ইতিহাস বর্ণনা করলেন। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাঁর সমস্ত ঘটনা শুনে বললেন, বাবা! তোমার উপর আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়া ও আখেরাতের সর্ববৃহৎ নবুয়তীর দায়িত্ব অর্পণ করবেন। তাই তোমাকে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে একজন যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে তৈরি করে নিচ্ছেন। অতএব তুমি ধৈর্যের সাথে সকল সমস্যার মোকাবেলা করে যাও। আল্লাহ তোমার সহায় হবেন। এই বলে তিনি হযরত আদম কর্তৃক বেহেস্ত হতে আনা মেছোয়াক নামের লাঠিখানা হযরত মুছা (আঃ)-কে দিলেন এবং বললেন, ও লাঠিখানা আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) বেহেস্ত হতে এনেছিলেন। এ লাঠি অত্যন্ত মোজেযা পূর্ণ। এ লাঠি স্পর্শ করে এর পবিত্রতা যাচাই কর। হযরত মুছা (আঃ) বিস্‌মিল্লাহ বলে লাঠি হাতে নিলেন এবং চুমু খেলেন। তখন তার চক্ষের সম্মুখে ফেরাউনের দরবারের বর্তমান অবস্থা, তার

www.pathagar.com

মায়ের পুত্র হারানোর শোকাতুর চেহারা ও তার পিতার অস্থিরতার দৃশ্য সব কিছু পরিষ্কারভাবে ভেসে উঠল। তিনি কিছু সময় নিরবতার সাথে সব কিছু অবলোকন করার পরে পাঠ করলেন আল হামদুলিল্লাহ।

অতপর হযরত শোয়ায়েব (আঃ) বললেন, আমি তোমার নিকট আমার বড় মেয়ে ছফুরাকে বিবাহ দিতে চাই এবং মোহরানা বাবদ তোমার প্রতি আট বছরের জন্য মেষ চরানোর চাকরি বহাল করে দিতে চাই। তবে আট বছরের পরে যদি তুমি ইচ্ছে কর তবে দশ বছর পর্যন্ত এ চাকরিতে বহাল থাকতে পার সেটা তোমার ইচ্ছাধীন ব্যাপার। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, আপনি জমানার নবী, আমাদের পথ প্রদর্শক ও মুরব্বি। অতএব আপনার আদেশ পালন করা আমার জন্য ফরজের সামিল। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) হযরত মুছা (আঃ)-এর মতামত পেয়ে বিবাহের আয়োজন করলেন এবং সংক্ষিপ্ত ভাবে বিবাহের কার্য সমাধা করে দিলেন। অতপর তিনি মেষ দেখিয়ে বললেন, এগুলো নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে চলে যাও। সেখানে মেষগুলোকে উদাশীনভাবে ছেড়ে দিও না। কারণ পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তে পর্বতগুহায় বিরাট বিরাট সাপ বাস করে। ওদের সীমানায় কোন মেষ গেলে তাকে ওরা খেয়ে ফেলবে। অতএব সাবধান থেকো।

হযরত মুছা (আঃ) মেষ নিয়ে চললেন। যেতে যেতে তিনি সে নিষিদ্ধ এলাকা, পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলেন। তখন তিনি মেষগুলোকে ওখান থেকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু মেষগুলো ছিল এমন বেয়াড়া যে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে ওখানেই থাকল পিছনের দিকে আর আসল না। হযরত মুছা (আঃ) তখন আল্লাহর উপর ভরসা করে এক জাগগায় বসে বিশ্রাম নিলেন। কিছুক্ষণ পরে তার চোখে এমন ঘুম আসল যাতে তিনি আর বসে থাকতে পারলেন না। তখন তিনি তার শ্বশুর প্রদত্ত লাঠিখানাকে বললেন, হে আষা! তুমি অত্যন্ত বরকতি বস্তু, বেহেস্তহ হতে তুমি নবীর হাতে পৃথিবীতে এসেছ। তোমার মধ্যে বিরাট বরকত ও ফজিলত নিহিত রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। অতএব তুমি আমার মেষগুলোকে পাহাড়া দিও। আমি কিছু সময় ঘুমিয়ে নেই। এই বলে হযরত মুছা (আঃ) ঘুমিয়ে পড়লেন।

কিছু সময় পরে এক বিরাট অজগর গুহা থেকে বের হয়ে মেষ ভক্ষণ করার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হল। তখন হযরত মুছা (আঃ)-এর আষা আরো বড় এক সর্পের আকৃতিতে সেখানে এসে অজগরকে কামড়ে ধরে এমন আছাড় দিল, যাতে এক আছাড়ে অজগরটি মারা গেল। হযরত মুছা (আঃ) ঘুম থেকে উঠে দেখলেন তাঁর আষা এক বিরাট সর্পের আকৃতিতে এক বিরাট অজগরকে কামড়ে ধরে আছে। তখন তিনি ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে দেখেন অজগরটি মৃত্যু এবং তার আষা

www.pathagar.com

স্বাভাবিক, সেই পূর্বের লাঠির আকার বই অন্য কিছু নয়। তখন তিনি আষা হাতে নিলেন এবং আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করলেন।

হযরত মুছা (আঃ) একাধারে আট বছর হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর ছোহবতে কাটালেন। এর মধ্যে আর একটি মজার ব্যাপার ঘটে গেছে। হযরত মুছা (আঃ)-এর রাখালী জীবনের চার বছর অতিক্রম হলে একদিন হযরত শোয়ায়েব (আঃ) বললেন, হে মুছা! এ বছর যদি সকল মেষের বাচ্চা মরদা হয় তবে সবগুলো আমি তোমাকে দিয়ে দেব। আল্লাহ তা'য়ালার হুকুমে সে বছর সব বাচ্চাগুলো মরদা হয়। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তখন বাচ্চাগুলো হযরত মুছা (আঃ)-কে দিয়েদিলেন। পঞ্চম বছর হযরত শোয়ায়েব (আঃ) বললেন, হে মুছা! এ বছর যদি সমস্ত বাচ্চা মাদী হয় তবে আমি সবগুলো তোমাকে দিয়ে দেব। সে বছর আল্লাহর রহমতে সবগুলো মাদী হয়। তখন শোয়ায়েব (আঃ) মুছা (আঃ)-কে ডেকে সব বাচ্চাগুলো দিয়ে দেন। এভাবে ষষ্ঠ বছর তিনি বলেন, এ বছর যদি সমস্ত বাচ্চা সাদা হয় তবে সবগুলো আমি তোমাকে দিয়ে দেব। আল্লাহ সে বছর সব বাচ্চা সাদা দিয়ে ছিলেন। অষ্টম বছরে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) বলে ছিলেন, এ বছর যদি সমস্ত বাচ্চা কালো হয় তবে হযরত মুছা (আঃ)-কে দিয়ে দিবেন। সে বছর সবগুলো বাচ্চা কালো হয়। এতে হযরত মুছা (আঃ) যে মেষের মালিক হলেন তার সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। তিনি কিছু বিক্রি করলেন, কিছু খেলেন এবং মানুষকে অনেক মেষ দান করলেন। এভাবে এক এক করে আট বছর শেষ হয়ে গেল। পরে আরো দুই বছরসহ মোট দশ বছর হযরত মুছা (আঃ) হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর ছোহবতে রাখালের চাকরি করে নবুয়তীর ভার বহনের যোগ্যতা অর্জন করেন।

অতপর আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে মিশরের ফেরাউনকে দ্বীনের দাওয়াত দিবার জন্য মিশর যাত্রার হুকুম হয়। হযরত মুছা (আঃ) একথা হযরত শোয়ায়েব (আঃ)- কে অবগত করেন। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) বলেন, তুমি সত্তর মিশর চলে যাও। আমি তোমার যাত্রার প্রাক্কালে আমার সমুদয় ধন-দৌলত, সহায়-সম্পদ, মেষ, উঠ সব কিছু তোমাকে দান করলাম। এখন তুমি এগুলো নিয়ে যেতে পার, আর যদি এখানে এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা কর, তাও করতে পার। বিষয়টি সম্পূর্ণ তোমার আওতাভুক্ত। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, আমি সব কিছু এখানে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করব। আর কিছু মালপত্র ও ছফুরাকে নিয়ে আমি মিশর যাত্রা করব। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) বললেন, আমি তোমাদের তারাক্কির জন্য দোয়া করি এবং তোমার দ্বারা আল্লাহ যেন পৃথিবীতে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেন সে জন্য কায়মন বাক্যে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাই।

www.pathagar.com

হযরত মুছা (আঃ)-এর মোজেযাপূর্ণ নয়টি ঘটনা

হযরত মুছা (আঃ)-এর জীবনে অসংখ্য মোজেযা পূর্ণ ঘটনার যে সমাবেশ ঘটেছে অন্যান্য কোন নবীর জীবনে এত অধিক পরিমাণ অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটেনি। ঘটনার ধারাবাহিকতার মাঝে তার সীমিত কয়েকটি মোজেযার কথা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব।

হযরত মুছা (আঃ) সুদীর্ঘ দশ বছর পর তার শ্বশুর হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করে কিছু জরুরি মালপত্র, কিছু পশু ও বিবি ছফুরাকে সংগে নিয়ে মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। মাদায়েন থেকে কিছু দূর অগ্রসর হলে, সন্ধ্যা নেমে আসল। তখন তাঁরা সেখানে তাঁবু ফেলে রাত্রি যাপনের ইচ্ছে করলেন। বিবি ছফুরা ছিলেন গর্ভবতী। পথিমধ্যে এ সময় তার প্রসব বেদনা আরম্ভ হয়। হযরত মুছা (আঃ) এ অবস্থা দেখে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। তদুপরি চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে জড়-বৃষ্টি আরম্ভ হয়। সকলের ধারণা ছিল অল্প সময়ের মধ্যে ঝড় শেষ হবে। কিন্তু ঘটনা ঘটল তার বিপরীত ঝড় ক্রমশ বৃদ্ধি পেল। ঠাণ্ডা বাতাসে সকলে কাঁপতে আরম্ভ করল। কিন্তু সঙ্গে আগুন জ্বালানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। যাতে করে তারা এক ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হলেন। হযরত মুছা (আঃ) এখন তাঁবুর বাইরে এসে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন, কোথাও কোন আলো দেখা যায় কিনা। তখন তিনি দেখলেন অদূরে এক পাহাড়ের উপরে অনেকগুলো বাতি জ্বলছে। তখন তিনি সেখান থেকে আগুন সংগ্রহের আশায় সেদিকে রওয়ানা করলেন। ছফুরাকে বললেন, তোমরা একটু সময় অপেক্ষা কর আমি অল্প সময়ের মধ্যে আগুন নিয়ে ফিরে আসছি।

হযরত মুছা (আঃ) আলো দেখে সেদিক হাঁটতে আরম্ভ করলেন। অনেক দূর গেলেন তবুও উক্ত পাহাড়ের কাছে পৌছতে সক্ষম হলেন না। মনে হল যে পাহাড়টি ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। তবুও তিনি প্রাণপণ ছুটতে লাগলেন। দীর্ঘ সময় পরে তিনি গিয়ে পাহাড়ে উঠলেন। তিনি সেখানে দেখতে পেলেন এক প্রকার গাছের শাখা-প্রশাখা ও পাতায় আগুন জ্বলছে। তখন তিনি শুকনা ডাল হাতে নিয়ে স্পর্শ করলেন, যাতে ডালটিতে আগুন ধরে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তিনি আগুন জ্বালাতে সক্ষম হলেন না। তখন তিনি খুব হতাশ হয়ে পড়লেন। এমন সময় আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, হে মুছা! আপনি এখন 'তুয়া উপত্যকায়' এসে পৌঁছেছেন। আপনি আপনার পায়ের জুতা খুলে নিন। আমি আপনার সাথে কথপকথন করতে চাই। আপনি গাছের শাখা-প্রশাখায় যে আলো দেখছেন, উহা আগুন নয়। উহা আমার নুরের উজ্জ্বলতা মাত্র। আমি আপনাকে আমার নবী

www.pathagar.com

হিসেবে পছন্দ করেছি। অতএব আপনি পাঠ করুন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুছা কালিমুল্লাহ। অতপর আপনি সর্বদা আমার স্মরণ করুন এবং নিয়মিত নামায আদায় করুন। সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে এ কলেমার দাওয়াত দিন। পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জেহাদ করুন।

পাহাড়ের নিকটে এলে তিনি এ আওয়াজ শুনতে পেলেন–

يٰمُوْسٰٓى اِنِّىٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ *

অর্থ : "হে মূসা! আমি 'আল্লাহ' জগতসমূহের প্রতিপালক।" (সূরা কাছাছ : ৩০)

فَلَمَّآ اَتٰهَا نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى * اِنِّىْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ـ اِنَّكَ

بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى * وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى *

অর্থ : "অতঃপর যখন মূসা (আ) অগ্নির নিকটে এলেন, তখন তাঁকে আহ্বান করে বলা হল, নিশ্চয়ই আমি তোমার রব। সুতরাং তুমি তোমার পাদুকা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় রয়েছ। আর তোমাকে আমি মনোনীত করেছি। সুতরাং যা কিছু ওহী প্রেরণ করা হচ্ছে মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর।" (সূরা ত্বোয়া-হা : ১১-১৩)

আল্লাহ তা'আলা বললেন–

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا ـ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ

اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ * فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِىَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ

فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ـ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا

اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ *

অর্থ : "স্মরণ করুন যখন মূসা (আ) নিজ পরিবারবর্গকে বললেন, আমি অগ্নি দেখতে পেয়েছি। শীঘ্র আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন খবর আনব কিংবা জ্বলন্ত কয়লা, যেন তোমরা উত্তাপ গ্রহণ করতে পার। অনন্তর যখন তিনি ঐ অগ্নির নিকট পৌঁছলেন, তখন ঘোষিত হল, "ধন্য সে ব্যক্তি যে ঐ আগুনের মধ্যে রয়েছে এবং যারা তার চতুষ্পার্শ্বে রয়েছে। আর আল্লাহ সারা জাহানের প্রতিপালক। হে মূসা! আমি আল্লাহ মহা শক্তিমান, প্রজ্ঞাময়।"

(সূরা নামল : ৭-৯)

www.pathagar.com

হযরত মুছা (আঃ)-এর হাতে ছিল সেই আষা। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুছা (আঃ)-কে প্রশ্ন করেন। হে মুছা! আপনার ডান হাতে ওটা কি? মুছা (আঃ) জবাব দিলেন ওটা আমার লাঠি। ওটার উপর আমি ঠেস দিয়ে বিশ্রাম করি। ওটা দ্বারা আমি মেষের জন্য গাছের পাতা পাড়ি। এ ছাড়া এটা আমি আরো অনেক কাজে ব্যবহার করে থাকি। আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিলেন আপনার লাঠিটা মাটিতে ফেলে দিন, হযরত মুছা (আঃ) তখন লাঠি মাটিতে ফেলে দিলেন, অমনি সেটা এক বিরাট অজগরের রূপ ধারণ করল। হযরত মুছা (আঃ) এ দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, হে মুছা! আপনি অজগরটি ধরুন, ভয় পাবেন না। ওটা পুর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে। যখন হযরত মুছা (আঃ) ওটাকে ধরলেন তখন সেটা লাঠিতে পরিবর্তীত হল।

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন–

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى * قَالَ هِىَ عَصَاىَ ـ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ وَلِىَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى * قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى * فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى * قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ـ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى * وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ اٰيَةً اُخْرٰى * لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى *

অর্থ ঃ হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি? তিনি বললেন, তা আমার লাঠি, আমি ওতে ভর দেই, এটা দিয়ে আঘাত করে আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা ফেলি এবং এটা আমার অন্য কাজেও লাগে। আল্লাহ বললেন, হে মূসা! তুমি অতঃপর ওটাকে নিক্ষেপ কর। তিনি ওটা নিক্ষেপ করলেন, সাথে সাথে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল, তিনি বললেন, তুমি একে ধর, ভয় পেয়ো না, আমি একে পূর্বানুরূপ করে দেব। এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, এটা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অন্য একটি নিদর্শন স্বরূপ। এটা এ জন্য যে আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ করাব আমার নিদর্শনসমূহের কিছু।" (সূরা ত্বোয়া ঃ ১৭-২৩)

পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুছা (আঃ)–কে বললেন, আপনি আপনার হাত বগলের মধ্যে একটু সময় রেখে বের করুন। দেখবেন সে হাত অতি উজ্জ্বল। হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ অনুসারে বগলের মধ্যে হাত গুঁজে বের করলেন। তখন দেখা গেল হাতখানি সূর্যের চেয়েও অধিক

www.pathagar.com

উজ্জ্বল আলো ধারণ করেছে। যাতে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠেছে। হযরত মুছা (আঃ) অবস্থা দেখে অবাক হয়ে বললেন, আল্লাহ তোমার অশেষ মেহেরবাণীতে দুটো বিরাট শক্তি আমি হাতে পেলাম। একটি হল আষা, অপরটি হল ইয়াদে বয়জা অর্থাৎ আলো উদ্ভাসিত হস্ত। আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, এ দুটো হল আপনার প্রভুর অবদান। এখন আপনি ফেরাউন ও তার দলের নিকট চলে যান। তারা পথ ভ্রষ্ট, তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিন। এটা আপনার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার নিকট আরজ করে বললেন, হে প্রভু! আমি আমার গর্ভবতী স্ত্রী, মেষগুলো ও চাকর নকর সকলকে এক অজ্ঞাত জঙ্গলের নিকট রেখে এসেছি, দেখা শুনা করার সেখানে কেউ নেই। এমতাবস্থায় আমি এখান থেকে মিশরে ফেরাউনের কাছে যাই কি করে? আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুছা (আঃ)-এর কথার জবাবে বললেন, আমি আপনার বলার পূর্বেই বেহেস্তের ফেরেস্তা দ্বারা আপনার স্ত্রীর যাবতীয় তদারকী ও আপনার মেষ ও ছাগলগুলোকে পাহাড়া দিবার ব্যবস্থা করেছি। অতএব সে বিষয় আপনার চিন্তার কারণ নেই। তবুও আপনি আপনার স্ত্রীর নিকট যান এবং তার নিকট সমস্ত রেখে আপনি রওয়ানা করুন।

হযরত মুছা (আঃ) তখন নিজ পরিবার পরিজন ও পশুগুলোর নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেন এবং মনে মনে ভাবলেন আল্লাহ তা'য়ালার সঙ্গে কথা বলার এ রকম মোক্ষম সুযোগ আর কোন দিন আসে কিনা বলা যায় না। অতএব এ মুহূর্তে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট থেকে তার কিছু জরুরি দাবি পূরণ করে নেয়া উচিত। তাই তিনি আল্লাহর দরবারে আরজ করে বললেন, হে প্রভু! আপনি আমার মনের সাহস বাড়িয়ে দিন। আমি যে স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারি না সে সমস্যা দূরীভূত করে দিন। আমার কথা ও ভাষায় মাধুর্য্য এনে দিন। আমার বংশের থেকে আমার ভাই হারুনকে নবুয়তী দান করে আমার সঙ্গী করে দিন যেন আমার শক্তি বৃদ্ধি পায়। আমি যেন সর্বদা আপনার তাছবীহ পাঠ করতে পারি সে তৌফিক দান করুন। হযরত মুছা (আঃ) আরো বললেন, হে প্রভু! আমি কিবতীদের একজন মানুষ হত্যা করেছি। এখন আমি ভয় পাচ্ছি তারা আমাকে পেলে হয়ত হত্যা করবে। তারা আমাকে বিশ্বাস করবে না। অতএব আপনি আমাকে সকল ক্ষেত্রে রক্ষা করুন, সাহায্য করুন। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুছা (আঃ)-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এরশাদ করলেন, হে মুছা! আমি আপনার সকল দাবি পূরন করে দিলাম এবং আপনার ভাইকে পয়গম্বরী দান করে আপনার সহযোগী করে দিলাম যাতে আপনার হাত শক্তিশালী হয়। সর্বোপরি আপনাকে

www.pathagar.com

বিজয়ী করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করলাম এবং ফেরাউনকে সবংশ ধ্বংস করার ওয়াদা দিলাম। এখন আপনি নির্বিঘ্নে ফেরাউনের নিকট চলে যান।

হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করে তাঁবুর দিকে রওয়ানা করলেন। তাঁবুতে প্রবেশ করে দেখলেন উজ্জ্বল চেহারা মণ্ডিত অনেক রমনী তার স্ত্রীকে ঘিরে সেবা শুশ্রূষায় ব্যস্ত এবং বাচ্চাটিকে কোলে তুলে আদর করছে। অবস্থা দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলেন। হযরত মুছা (আঃ) -কে রমনীগণ দেখে ছালাম দিয়ে এক এক করে বিদায় গ্রহণ করলেন। এরা কারা কোথা থেকে এসেছেন, কোথায় যাবেন কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ তিনি পেলেন না। দ্বিতীয় তাঁবুতে গিয়ে দেখেন চাকর-বাকর ও কর্মচারীবৃন্দ নাক ডেকে আরামে ঘুমুচ্ছে। তাদের পাশে নানা রকম খাদ্য ও ফলমূল সজ্জিত রয়েছে। সেখান থেকে পশুগুলোর নিকট গিয়ে দেখলেন একপাল বাঘ তাঁর ছাগল ও মেষগুলোকে ঘিরে শুয়ে আছে। হযরত মুছা (আঃ) -কে দেখা মাত্র তারা এক এক করে চলে গেল। হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার এহেন করুণার জন্য সেজদায় পড়ে গেলেন। দীর্ঘ সময় পরে তিনি স্বজল নয়নে সেজদা থেকে মাথা উত্তোলন করে ছফুরার নিকট ফিরে গেলেন। ছফুরা বলল, আপনি আরো বিলম্ব করে আসলে আমরা আরো অধিক শান্তি ভোগ করতে পারতাম। হযরত মুছা (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আমার অনুপস্থিতিকালে তোমরা কেমন ছিলে। ছফুরা বলল, আপনি আগুনের সন্ধানে যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গে দশ জন অপরূপা সুন্দরী মহিলা নানারূপ খাদ্য, মধু, দুধ ও ফলফলাদী নিয়ে আমাদের তাঁবুতে ঢুকে পড়ে। তারা এখানে আসার পরে তাঁবুতে কোন্ রকম শীত বা অতিরিক্ত গরম অনুভব হয় নি। খুবই আরামদায়ক আবহাওয়া বিরাজ করছিল। অতঃপর তারা আমার মুখে মধু দিল। আমি নিশ্চিন্ত মনে তৃপ্তি সহকারে মধুপান করছিলাম। একটু পরে দেখলাম আমার একটি সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে। আমি কোনরূপ অনুভব করতে পারি নি কখন আমার সন্তান প্রসব হল। আমি কোনরূপ অপবিত্রতা অনুভব করি নি। মহিলাবৃন্দ আমাকে মূহূর্তে মূহূর্তে মুখে খাবার দিত এবং নানা রকম গল্প করে আমাকে তৃপ্তি দান করত। এমন কি তারা আপনার নবুয়তী জীবনের ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রে প্রতিফলিত হবার মত অনেক মোজেযার কথা আমাকে শুনাল। আমি তাদের কথাও আচরণে এমন তৃপ্তি পেলাম যা জীবনে কোন দিন আর পাই নি। আমি এক পর্যায়ে মহিলাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করায় তারা বলল, তোমার স্বামীকে আল্লাহ তা'য়ালা নবুয়তীর দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এ মুহূর্তে তোমার তদারকীর জন্য আল্লাহ আমাদিগকে বেহেস্ত হতে প্রেরণ করেছেন। অতএব তুমি নিশ্চিন্ত মনে আমাদের উপর ভরসা করতে পার এবং অসুবিধার

www.pathagar.com

কথা আমাদের নিকট বলতে পার। আমরা তা পূরণ করার চেষ্টা করব। তখন বললাম, আমার সন্তান হয়েছে এ মুহূর্তে আমার স্বামীকে একবার দেখতে ইচ্ছে হয়। তখন একজন মহিলা আমার নিকটবর্তী হয়ে বললেন, তুমি আমার হাতের তালুর দিকে তাকাও এই বলে তিনি হাতখানি আমার সম্মুখে প্রসারিত করে ধরলেন। আমি তার হাতের মাঝে দেখলাম, আপনি তুর পাহাড়ের উপর নামাযরত অবস্থায় আছেন, তখন আমার মনটা পরিতৃপ্ত হল। আমি তখন পাঠ করলাম ছোবাহান আল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ।

হযরত মুছা (আঃ) স্ত্রীর কথা শুনে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে পুনরায় শুকরিয়া আদায় করলেন। অতঃপর তিনি দুজন খাদেম নিয়ে মিশরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। দীর্ঘ সময় পথ চলার পরে তিনি মিশর গিয়ে পৌঁছলেন। প্রথমে তিনি নিজ বাড়িতে গিয়ে দরজার কড়া নাড়া দিলেন। তখন তার বোন এসে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করল আপনি কে? হযরত মুছা (আঃ) বললেন, আমি মেহমান, তখন মহিলা ভিতরে গিয়ে তার মাকে বলল, দরজায় একজন মেহমান এসেছে, তার মা বললেন, মেহমানকে ভিতরে আন এবং তার মেহমানদারী কর। মহিলা দরজায় এসে মেহমানকে ভিতরে এসে বসতে বললেন। হযরত মুছা (আঃ) ভিতরে এসে বসলেন। তখন তার মা এসে পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, আমি একজন প্রবাসী মেহমান। তার মা তখন তাকে আরাম করতে বললেন।

হযরত মুছা (আঃ) তার মা, বোন ও ভাই হারুনকে চিনতে পারলেন। কিন্তু তারা কেউ হযরত মুছা (আঃ)- কে চিনতে পারলেন না। হযরত মুছা (আঃ)-এর ভাই হারুন এসে তার সাথে পরিচয় করলেন। এ সময় তিনি আল্লাহ তা'য়ালার তরফ থেকে নবুয়তী লাভ করেছেন। তাই তার আচার ব্যবহার ছিল অতি নম্র. ভদ্র ও মার্জিত। হযরত মুছা (আঃ) ভাইয়ের চরিত্র দেখে খুব খুশী হলেন। কিছু সময় পরে হযরত মুছা (আঃ) বললেন, আমার সাথে আমার দু'জন খাদেম আছে।

যদি আপনি আদেশ দেন তবে তাদেরকে এখানে নিয়ে আসি। হযরত হারুন (আঃ) তখন তার মাতাকে ডেকে মেহমানের আবেদনের কথা জানালেন। তার মা তখন খাদেমকে নিয়ে আসতে বললেন এবং তিনি হযরত মুছা (আঃ) -কে সম্বোধন করে বললেন বাবা! তুমি আমার ছেলের ন্যায়। অতএব তোমার লোক আমার এখানেই থাকবে। বাবা! তোমার ন্যায় আমার এক ছেলে ছিল, যার নাম ছিল মুছা। সে ছিল অত্যন্ত মহৎ ও উদার। আল্লাহ তাকে যে সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী করেছেন তা নবী ব্যতীত সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকে না। সে ছেলেকে আমি দশ বছর পূর্বে হারিয়ে উন্মাদের ন্যায় জীবন যাপন করছি। আমি

www.pathagar.com

সেই থেকে আজ পর্যন্ত অহরহ মেহমানদের খেদমত করে যাচ্ছি। হয়ত তাদের দোয়ার বরকতে একদিন আমার মুছা আমার কোলে ফিরে আসবে। মাতার মুখে এ সমস্ত কথা শুনে হযরত মুছা (আঃ) তাঁর মাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, মা আমি তোমার সে হারানো সন্তান মুছা।

দীর্ঘদিন পরে মা ও পুত্রের মিলনক্ষণে কি অবস্থা ঘটতে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। মা, পুত্র, ভাই-বোন সকলে জড়াজড়ি করে সজোরে চিৎকার দিয়ে কিছু সময় কাঁদলেন। পরে কিছুটা শান্ত হয়ে অনতিদূরে বিশ্রামরত মুছা (আঃ)-এর লোক দুজনকে নিয়ে আসলেন।

তাদের পরিবারের মধ্যে এক আনন্দ ফোয়ারা উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল। তারা দীর্ঘ দিনের তৃষিত হৃদয়ে লাভ করলেন পরিতৃপ্তির সুধা। উদভ্রান্ত মনে তারা পেলেন স্বস্তির আস্বাদ। ক্ষণিক পরে হযরত মুছা (আঃ) তাঁর স্নেহভাজন পিতার সাক্ষাত লাভ করলেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরে জীবনের সকল দুঃখ-কষ্টের কথা ব্যক্ত করলেন। সর্বশেষে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশের কথা ব্যক্ত করে বললেন, আমরা দুভাই একত্রে ফেরাউনকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে যাচিছ। আপনি আমাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন। পিতা বললেন, যদিও ব্যাপারটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ তবুও আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করা যাবে না। তোমরা অগ্রসর হও। আমি তোমাদের সব রকম সাহায্য করব।

অতপর হযরত মুছা (আঃ) হারুনকে ডেকে বললেন, তোমার উপর আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে ফেরাউনকে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান সম্বন্ধে কোন নির্দেশ এসেছে? হযরত হারুন বললেন, হ্যাঁ, জিব্রাঈল আপনার আগমনের কথা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং আপনার কাজে আমাকে সাহায্য করার জন্য বলেছেন। অতএব এখন কিভাবে আমরা এ কাজ সমাধা করব তার একটা সুষ্ঠ পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত।

উভয়ে চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, প্রথমে অত্যন্ত সান্তভাবে ফেরাউনের দরবারে গিয়ে তাকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে। তার পরে তাঁর জবাবের ধরন বুঝে পরবর্তী প্রোগ্রাম নিতে হবে। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা দু'জনে রওয়ানা করলেন। তারা প্রথমে দরবারের গেটে গিয়ে গেটের কড়া ধরে শব্দ করলেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শব্দ করলেও কেউ দরজা খুলল না। সারা দিন তারা ওখানে দাঁড়িয়ে, বসে কাটালেন কিন্তু কারো সাথে তাদের দেখা হল না। তাই সন্ধায় তারা ঘরে ফিরলেন। দ্বিতীয় দিন তারা সেখানে গিয়ে দরজায় শব্দ করতে থাকেন তাতেও কেউ সাড়া দিল না। তৃতীয় দিন একইভাবে চেষ্টা করেও ফেরাউনের সাক্ষাত লাভ করতে সক্ষম হলেন না।

www.pathagar.com

অতপর তারা অন্দর মহলে, যেখানে ফেরাউন অধিকাংশ সময় কাটায় সেখানে পৌঁছার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফেরাউন ইতোপূর্বে নিজ মহলের চতুর্দিকে ঘন করে খোরমা গাছ লাগিয়েছিল। সে গাছের প্রত্যেকটির সাথে একটি করে বাঘ বেধে রেখেছিল। যেন কোন শত্রু তার বাড়িতে না ঢুকতে পারে বা বাড়ির চতুর্দিকে ঘুরাফিরা না করতে পারে। হযরত মুছা (আঃ) ও হযরত হারুন সেদিন মহলে প্রবেশ করেন সেদিন সে বাঘগুলো নির্বাক দাঁড়িয়ে ছিল। কোন কোন লেখক লিখেছেন, বাঘগুলো হযরত মুছা (আঃ)-কে দেখে ছালাম করেছিল এবং দাঁড়ান থেকে সকল বাঘ শুয়ে পড়েছিল। এক কথায় অনাক্রম প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেছিল। হযরত মুছা (আঃ) ও হারুন প্রথম গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। অতপর দ্বিতীয় গেটের দারোয়ানকে বললেন, আমরা আজ অনেক দিন যাবত বাদশাহর সঙ্গে দেখা করার জন্য তার দরবারে ও মহলে অপেক্ষামান আছি। তুমি গিয়ে বাদশাহকে বল, দু'জন নবী আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেক দিন যাবত এখানে আসা যাওয়া করছে। অতএব আপনি তাদের সাথে একটু সাক্ষাত করুন। দারোয়ান ফেরাউনের নিকট গিয়ে সব ঘটনা বলল। তখন ফেরাউন দোতলার জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, হযরত মুছা ও তার ভাই হারুন। তখন তিনি তাদেরকে ভিতরে খাস মহলে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন।

وَقَالَ مُوسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ * حَقِيْقٌ عَلٰى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ *

অর্থ ঃ "আর মূসা (আ) বললেন, হে ফেরাউন! আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত। আমার জন্য এটা স্থির নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া বলব না। নিঃসন্দেহ, আমি তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি। অতএব, তুমি বনী ইসরাঈলদেরকে মুক্ত করে আমার সাথে যেতে দাও।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১০৪-১০৫)

হযরত মুছা (আঃ) ও হারুন উভয়ে ফেরাউনের সম্মুখে পৌঁছে বললেন, আমরা উভয়ে আল্লাহ প্রদত্ত নবুয়তী লাভ করেছি। এ মর্মে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদিগকে আপনার নিকট এসে দ্বীনের দাওয়াত দেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমরা আপনার নিকট এসেছি। আপনি বিশ্বপালক ও বিশ্ব সৃষ্টিকারী মহান আল্লাহ তা'য়ালার উপর ঈমান আনুন, যিনি আপনাকে বিশাল রাজ্যের অধিকারী

www.pathagar.com

করেছেন। যিনি আপনাকে অটুট স্বাস্থ্য দান করেছেন। যিনি আপনার জীবনের সকল আশা ও কামনা পূরন করেছেন। তারই একত্ববাদের স্বীকৃতি দিয়ে আপনি মেহমান হয়ে যান। ফেরাউন হযরত মুছা (আঃ)-এর কথায় খুব বিরক্তি বোধ করল এবং বলল, আমি তোমাকে প্রতিপালন করেছি। তোমার বিবাহ সাদী সম্পন্ন করে দিয়েছি। অতপর তুমি এক কিবতীকে হত্যা করে পালিয়ে গেছ। হত্যার বিচার পর্যন্ত আমি করি নি। এখন প্রতিদান হিসেবে আমার সব কিছু ধ্বংস করার নিয়তে এসেছ। এটা কি কোন মানবীয় গুণ না পশু চরিত্র। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, হে আমার পালন কর্তা পিতা! আমি আপনার একাল ও পরকালের মঙ্গল কামনা করি এবং দু'জাহানে যাতে আপনি অধিক সম্মান লাভ করতে পারেন তারই উপযুক্ত প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ـ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ـ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى *

অর্থ ঃ "ফেরআউন বলল, হে মূসা! তোমাদের প্রতিপালক কে? মূসা বললেন, আমাদের প্রতিপাল তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যথাযোগ্য আকৃতি প্রদান করেছেন, এরপর পথ নির্দেশ করেছেন। ফেরআউন বলল, তবে ঐ সমস্ত লোকের কেমন অবস্থা হবে যারা অতীতকালে চলে গেছে? মূসা বললেন, এ বিষয়ের জ্ঞান আমার প্রতিপালকের দফতরের মধ্যে রক্ষিত রয়েছে। আমার রব ভূল করেন না এবং ভূলেও যান না। যিনি যমীনকে করেছেন তোমাদের জন্য বিছানা। চলাফেরার জন্য তাতে পথ বের করে দিয়েছেন। আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন নিজেরাও খাও এবং নিজেদের গবাদিপশুলোকেও চরাও। এতে অবশ্যই বিবেকসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন রয়েছে! তিনি এ মৃত্তিকা হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, ওতেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে এবং তা থেকেই পুনর্বার তোমাদেরকে বের করা হবে।" (সূরা ত্ব-হা ঃ ৪৯-৫৫)

www.pathagar.com

ফেরাউন বলল, মুছা! তুমি জান আমি খোদায়ী দাবি করে মানুষের নিকট অশেষ সম্মান লাভ করছি, সারা দেশের মানুষ আমাকে প্রচুর সম্মান দিয়ে থাকে, সেজদা করে, আমার নিকট করুণা ভিক্ষা করে। এক কথায় তারা দিবানিশি আমার পায়ের উপর পড়ে থাকে। এমতাবস্থায় আমি কি করে এ সম্পদ পরিত্যাগ করে, আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার দ্বীন কবুল করতে পারি। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, আপনাকে এর চাইতেও অধিক মূল্যবান জিনিস আল্লাহ দান করবেন। আপনি আল্লাহর দ্বীন কবুল করলে আল্লাহ আপনাকে চিরযৌবন দান করবেন। দীর্ঘায়ু দান করবেন এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী আপনার রাজ্য সম্প্রসারণ করে দিবেন। এ ওয়াদা আমি আপনাকে দিতে পারি। ফেরাউন বলল, আচ্ছা বিষয়টা আমাকে একটু ভাবতে দাও। আমি অল্প দিনের মধ্যে তোমাকে জবাব দিব। তখন হযরত মুছা ও হারুন (আঃ) উভয়ে চলে গেলেন। তারা দুই ভাই দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেন।

একদা নীল নদের পানি খুব কমে গেল। যাতে মানুষ ভীষণ দুর্ভোগের সম্মুখীন হল। তখন তারা দল বেঁধে ফেরাউনের নিকটে এল এবং নীল নদের পানি বৃদ্ধির জন্য আবেদন করল। সকলে বলল, তুমি আমাদের খোদা। আমাদের খাদ্য দান কর, ভাগ্য দান কর এখন পানির সমস্যা আমাদেরকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিচ্ছে। অতএব এ বিপদ থেকে তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। ফেরাউন বলল, তোমরা আজকে যাও আগামী দিন নীল নদের তীরবর্তী আমার প্রমোদ কাননে তোমরা ও দেশবাসী সকলে সমবেত হও। আমি সেখানে তোমাদের সকল অভাব পরিপুরণ করে দেব।

প্রমোদ কাননের ছিল বিরাট অট্টালিকা, বাগান, উঁচু মিনার, অতি সুন্দর সজ্জিত একটি মহল। পরের দিন ফেরাউন সাত লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বিশাল এক ময়দানের অপর পাশে "মাদুল আলা" নামক স্থানের দিকে রওয়ানা করল। পথে প্রতি তিন কিলোমিটার দূরত্বে সে এক লক্ষ করে সৈন্য মোতায়েন রেখে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগল। যখন একুশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম হল তখন সে একাকী সম্মুখে অগ্রসর হল। কিছু দূর গিয়ে এক পাহাড়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন এক গুহায় ঢুকে পড়ল। গুহার অনেক ভিতরে ঢুকে সেজদায় পড়ে সে চিৎকার দিয়ে বলতে আরম্ভ করল, হে মহান আল্লাহ! তুমি সত্যি সত্যি অপার করুনাময় মহাপ্রভু! তুমি জমিন আসমানের শ্রেষ্ঠ ও মালিক এতে আদৌ সন্দেহ নেই। তোমার প্রতি আমার গভীর মনের অবস্থা ও বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ়। এ মুহূর্তে আমি এক ক্ষুদ্র পরিবেশে খোদায়ী দাবি করেছি। এ দাবিতে তোমার বিশাল সৃষ্টির কোন ক্ষতি হবে না অথবা তোমার বিরাট গৌরবের সামান্য লোকসান হবে না।

www.pathagar.com

এতএব তুমি আমার এ দাবিকে অপরাধ মনে না করে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং এ দাবিটুকু কবুল করে নাও। যাতে আমি আমার রাজ্যে সম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে পারি। আমার জীবনের যত ভাল কাজ আছে তার বিনিময়ে আমাকে এ দাবির স্বার্থকতা দান কর। আমি পরকালে বেহেস্ত চাই না। এখন শুধু এখানে আমার দাবি টিকিয়ে মর্যাদার অধিকারী হতে চাই। হে রহমান রহীম! তুমি নীল নদকে আমার অধীন করে দাও যেন উহার পানি আমার কথায় বাড়ে এবং কমে। মানুষের রোগ মুক্তি ও সমস্যা দূরীভূত করার মত শক্তি দান কর। আমার এ ক্ষুদ্র দাবি পূরণ করলে তোমার বিশাল সৃষ্টি ও অসীম ক্ষমতার বিন্দুমাত্র ক্ষতি সাধিত হবে না। হে দয়ার আধার! আকাশ ও পৃথিবীতে তোমার যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তি রয়েছে তাদের নামের বরকতে তুমি আমার এ ক্ষুদ্র প্রার্থনা মঞ্জুর কর। তোমার তরফ থেকে আমি কোন সংবাদ না পেলে আমি এ সেজদা থেকে মাথা উত্তোলন করব না। এ অবস্থায় তার দুচক্ষের পানিতে ভিজে গেল।

এ সময় একটি লোক এসে তার গুহার দরজায় বসে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল। হে বাদশাহ ফেরাউন! তুমি আল্লাহর দরবার থেকে অনেক কিছু কেড়ে নিলে। এখন তুমি একজন শক্তিশালী বাদশাহ রূপে প্রতিষ্ঠিত হলে। এখন ইচ্ছে করলে তুমি একজন আল্লাহ তা'য়ালার উপযুক্ত দাস হতে পার আর ইচ্ছে করলে বড় না ফরমানও হতে পার। সেটা সবই তোমার বিবেকের উপর নির্ভর করে। যা হোক আমি এ সমস্ত কথা বলার জন্য এখানে আসি নি। আমি একটি বিচার নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। তুমি একবার আমার কথাগুলো শুন। এই একই কথা চিৎকার দিয়ে লোকটি বার বার বলতে ছিল। ফেরাউন খুব বিরক্ত হল। ওদিকে দীর্ঘ সময় তার সৈন্যেরা তাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজ করতে করতে একদল সেখানে এসে পৌঁছে গেল। ফেরাউন তখন বাধ্য হয়ে গুহা থেকে বের হল।

প্রথমে গুহার দরজায় দণ্ডায়মান লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি নালিশ বল, লোকটি বলল, হুজুর! যদি কোন অকৃতজ্ঞ গোলাম তার প্রভুর নিকট কিছু দাবি করে এবং তার প্রভু তা তাকে পূরণ করে দেয় তারপরে যদি গোলাম প্রভুর পুনরায় নাফরমানী আরম্ভ করে তবে তার কি শাস্তি হওয়া উচিত। ফেরাউন বলল, তাকে নীল নদীতে ডুবিয়ে মারাই তার উপযুক্ত বিচার। লোকটি বলল, দয়া করে আপনার রায়টি আমাকে লিখে দিন। ফেরাউন বলল, এখানে কাগজ কলম নেই। আমার দরবারে এসো সেখানে বসে লিখে দিব। তখন লোকটি পকেট থেকে কাগজ কলম বের করল। ফেরাউন তার রায়টি লিখে লোকটির হাতে দিল। লোকটি লিখা রায় নিয়ে চলে গেল। এ লোকটি ছিল হযরত জিব্রাঈল (আঃ) অতপর গুহার বাইরে অপেক্ষামান সৈন্যেরা ফেরাউনকে দেখে বলল, হে

www.pathagar.com

প্রভু! আপনার দয়ায় নীল নদ পানিতে ভরে গেছে। দেশের মানুষ আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য আপনার প্রবোদকাননে সমবেত হয়েছে। আপনি এখনই সেখানে চলুন। আমরা দীর্ঘ সময় ধরে পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে খুঁজে ছিলাম। অবশেষে গুহার দরজায় লোকটিকে দণ্ডায়মান দেখে তার নিকট আপনার খবর জানতে পেরেছি। এখন আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

ফেরাউন সৈন্যদের সাথে রওয়ানা করল। দীর্ঘ সময় পরে সে প্রমোদ কাননে পৌঁছে দেখল হাজার হাজার মানুষ একত্রিত হয়েছে এবং নীল নদ পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তখন ফেরাউন সকলের অভিবাদন গ্রহণ করল। অতপর এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলল, আমি তোমাদের খোদা হিসেবে সকল অভিযোগ, অভাব অনটন দূরীভূত করব। এজন্য তোমাদের আর অন্য খোদার নিকট ধর্না দিতে হবে না। ইতোমধ্যে তোমাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য একজন তোতলা মানুষ নিজেকে আকাশের খোদার নবী বলে দাবি করছে এবং তার উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য সকলের দ্বারো দ্বারে গিয়ে দাওয়াত দিচ্ছে। তোমরা তার কথায় বিভ্রান্ত হইও না। সে নিজের বিভিন্ন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মানুষকে ধোকা দিচ্ছে। আমি অল্প দিনের মধ্যে তাকে সায়েস্তা করব তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। এই বলে সে তার বক্তৃতা শেষ করল।

আল্লাহ তা'য়ালা ফেরাউনকে কিছু ক্ষমতা দিয়েছিলেন। যেমন নীল নদের পানি তার কথায় বাড়ত এবং কমত। অন্যদিকে তার প্রমোদ কাননে দুটি গাছ ছিল তা থেকে দু রঙের তেল বের হত। এ তেল মানুষের রোগ ব্যাধি নিরাময়, বিপদ মুক্তি ও আশা পুর্ণের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর ছিল। যা দিয়ে ফেরাউন মানুষের মধ্যে তার প্রভুত্বের দাবি প্রগাঢ় করতে সমর্থ হয়েছিল। এ দুটো অবদান আল্লাহ তা'য়ালা তাকে কেন দান করেছিলেন তা কেউ জানে না। তবে এ অবদানের বদৌলতে সে দীর্ঘ সাড়ে চারশ বছর খোদায়ী দাবি বহাল রাখতে সক্ষম হয়েছিল। আল্লাহ তা'য়ালাই এ রহস্য ভাল জানে। এ ছাড়া ফেরাউন জীবনে কখনো কোন দিন অসুস্থ বা রোগগ্রস্থ হয় নি। এমন কি সর্দি জ্বরেও কোন দিন আক্রান্ত হয় নি। এটা ছিল তার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার আর একটি অবদান।

এর কয়েক দিন পরে হযরত মুছা (আঃ) ফেরাউনের দরবারে এসে হাজির হলেন। ফেরাউন এবারে কিছুটা শক্ত হল। যেহেতু নীল নদের পানি বৃদ্ধি ও মানুষের বিভিন্ন সমস্যাবলী দূর করার ব্যবস্থাপনা সে হাতে পেয়ে গেছে। তাই হযরত মুছা (আঃ)-কে কঠোর ভাষায় বলল, তুমি তোমার খোদাকে নিয়ে আমার দেশ থেকে বহিষ্কার হও। দিন দিন তোমার বিরক্তি সহ্য করার ধৈর্য আমার

www.pathagar.com

নেই। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, হে ক্ষুদ্র রাজ্যের বাদশাহ! আমি এমন এক বাদশার প্রতিনিধি যিনি এ পৃথিবীর ন্যায় আরো লক্ষ লক্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ, মালিক ও রক্ষক। তিনি দিনকে রাত্রি করেন রাত্রিকে দিনে পরিণত করেন। তিনি জালেম, অহঙ্কারী ও ধর্মদ্রোহীদিগকেও আহার দেন, রাজ্য দেন, স্বযত্নে প্রতিপালন করেন। কারো প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে কারো রিজিক বন্ধ করেন নি। তবে হ্যাঁ সীমা লঙ্ঘনকারীকে পরকালে তিনি উপযুক্ত শাস্তি দিতে ছাড়বেন না এবং একালে কিছুটা নবীদের জমানায় দেখিয়েছেন এবং পূর্বকার নবীদের জমানায় দেখিয়েছেন। অতএব আপনি সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হন সেটাই আমার কামনা। ফেরাউনের দরবারে তখন অনেক লোক উপস্থিত ছিল। বিশেষ করে মন্ত্রীবর্গ, পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ। তাই হযরত মুছা (আঃ)-এর কথায় তার মর্যাদাহানীর আশংকা হল। ফেরাউন তখন বলল, তোমরা এ পাগলের কথার কোন তাৎপর্য আছে বলে মনে কর? সকলে বলল, না, না, ও মতলববাজ বেটার হাতে কোন প্রমাণ নেই, দলিল নেই, শুধু মুখে মুখে মানুষকে সর্বনাশ করার জন্য, বিশেষ করে আমাদের প্রভুর খোদায়ী দাবিকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে চক্রান্ত চালাচ্ছে। ফেরাউন সকলকে লক্ষ্য করে বলল, তোমরা তো স্বচক্ষে দেখলে প্রমাণ বিহীন অবস্থায় সে আমার দরবারে এসে আমাকে অপদস্ত করার চেষ্টা করছে। অতএব তোমরা এর কথায় কেউ বিভ্রান্ত হইও না বরং ওকে নাজেহাল করে বিদায় করার কি পদ্ধতি আছে তা বল।

তখন ফেরাউনের উজির হামান বলল, আচ্ছা তোমরা দু'ভাই আছমানের খোদার প্রেরিত পুরুষ বলে দাবি করছ। এ মর্মে তোমাদের নিকট কোন প্রমাণ আছে? যদি জাজ্বল্যমান কোন প্রমাণ তোমরা পেশ করতে পার তাহলে তোমাদের কথা আমরা চিন্তা করে দেখব। না হয় তোমরা আমাদের সময় নষ্ট না করে এখান থেকে বেড়িয়ে যাও। ফেরাউন মন্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে বলল, বাপের বেটা হয়ে থাকলে আমার ন্যায় আশ্চর্য কিছু দেখিয়ে মানুষকে দাওয়াত করতে এস। না হয় দ্বিতীয় বার আমার এখানে আর আসবে না। হযরত মুছা (আঃ) এতক্ষণ নিরবে সকলের কথা শুনে সর্বশেষে বললেন, হ্যাঁ! আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে নিদর্শন দিয়েছেন এই বলে তিনি হাতের লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দিলেন। অমনি লাঠিখানা এক বিশাল সর্পের আকৃতি ধারণ করে সম্মুখে অগ্রসর হতে আরম্ভ করল। কথিত আছে, এ সর্পটি ছিল একশ গজ লম্বা, সত্তরটি পা ছিল সিংহের ন্যায়। তার হা করা মুখের গ্রাস ছিল ত্রিশ গজ। আর ঘাড়ে ছিল তীরের ন্যায় শক্ত ও ধারাল পশম। তার মুখে ছিল তীক্ষ্ণ বড় বড় সাত শত দাঁত। তার মুখের ফেনায় ছিল ভয়াবহ বিষ। যেখানে ফেনা পড়ত সেখানে আগুন জ্বলে উঠত। এ

www.pathagar.com

সর্পটি দরবারের চতুর্দিকে একবার দ্রুত ঘুরে আসায় তার পায়ে পিষ্ট হয়ে সাত শত মানুষ মারা যায়। অতপর সর্পটি ফেরাউনের সিংহাসনের দিকে ধাবিত হতে থাকে। ফেরাউন তখন দৌড়ে বাইরে চলে যায়। সর্পটি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে রাজপ্রসাদের এক পাশে দাঁত দিয়ে ঘসা দেয়। তখন প্রাসাদের এক পাশ ধসে পড়ে যায়। এমন সময় ফেরাউন চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে, হে মুছা! আমি তোমাকে বাল্যকালে প্রতিপালন করেছি। তাই প্রথমে আমাকে বাঁচাও, আমি তোমার দ্বীন কবুল করব। হযরত মুছা (আঃ) তখন সর্পের ঘাড়ে হাত দিলেন। অমনি তা লাঠিতে রূপান্তরিত হল। সকল মানুষ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। মন্ত্রী ও পরিষদবর্গের অনেক মানুষ হতাহত হল। সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে সাতশ নিহত হল। আহত হল অসংখ্য। সে এক ভীষণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। যা কোন ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। অল্প সময়ের মধ্যে রাজ দরবার জন শূন্য হয়ে গেল। হযরত মুছা (আঃ) এহেন পরিস্থিতিতে কোন কথা না বলে সেদিনের মত বিদায় হলেন। তিনি নিজ বাড়িতে গিয়ে নামায ও তছবীহ পাঠে মগ্ন হলেন।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَاۤ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ـ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى *

অর্থ ঃ "সে বলল, সে মূসা! তুমি কি আমাদের নিকট এ জন্য এসেছ যে, নিজের যাদুর বলে আমাদেরকে আমাদের দেশে থেকে বহিষ্কার করবে? অবশ্যই! আমরাও অনুরূপ যাদুর উপস্থিত করব। আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি দিন নির্ধারিত করে দাও, আমরাও তার ব্যতিক্রম করব না এবং তুমিও না। উভয় পক্ষের জন্য একটি সমতল স্থান স্থিরীকৃত হল। মূসা (আ) বললেন, উৎসবের দিন তোমাদের জন্য ধার্য হল। সূর্য একটু উপরে উঠলেই সকলে একত্রিত হব।" (সূরা ত্ব-হা ঃ ৫৭-৫৯)

এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের ভাষায় বলেন-

وَجَاۤءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْاۤ اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ * قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ *

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "আর যাদুকররা ফেরআউনের নিকট এসে বলল, আমরা মূসার উপর জয় লাভ করলে আমরা কি পুরস্কার ও সম্মান লাভ করব? সে বলল, তোমরা আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১১৩-১১৪)

আল্লাহ পাক আরো বলেন-

قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِمَّاۤ اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّاۤ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ * قَالَ اَلْقُوْا فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا سَحَرُوْۤا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ * وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ * فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ * فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ *

অর্থ ঃ "তারা বলল, হে মূসা! তুমি কি নিক্ষেপ করবে না আমরাই নিক্ষেপ করব? তিনি [মূসা (আ)] বললেন, তোমরাই নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন তারা (উপস্থিত) লোকদের চোখে যাদু করল, তাদেরকে আতঙ্কিত করল এবং খুব বড় রকমের যাদুই প্রদর্শন করল, তখন আমি মূসার উপর ওহী করলাম, তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। যখন তিনি নিজের লাঠি ফেললেন, তখন অকস্মাৎ তা যাদুকরদের সমস্ত কৃত্রিম প্রদর্শনীগুলোকে গিলে ফেলল, অনন্তর সত্য প্রতিষ্ঠিত হল, ফলে তারা যা করছিল বাতেল সাব্যস্ত হয়ে গেল। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তারা পরাজিত ও লাঞ্ছিত' হল।"

(সূরা আ'রাফ ঃ ১১৫-১১৯)

এদিকে ফেরাউন তার উজির নাজিরদেরকে নিয়ে এক বৈঠকে বসে সকলের নিকট মতামত জিজ্ঞেস করল। প্রথমে হামান বলল, মুছা (আঃ)-এর এ সমস্ত যাদুর সম্মুখে আত্মসমার্পণ করা অপমানের সামিল। তার যাদুর মোকাবিলা যাদু দিয়ে মোকাবিলা করতে হবে এবং তাকে চিরদিনের মত যাদুর বাহাদুরির পরিণাম দেখিয়ে দিতে হবে। ফেরাউন বলল, আমারও ঐ একই অভিমত। মুছা হয়ত যাদুবিদ্যায় কিছুটা পারদর্শিতা অর্জন করেছে। কিন্তু আমার ন্যায় ধন-দৌলত, সৈন্য -সামন্ত ও জনগণের উপকারের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা তার পক্ষে কোন দিন সম্ভব হবে না। অতএব জন সাধারণকে সে কোন দিন তার দলভুক্ত করতে সক্ষম হবে না। বিশেষ করে আমার প্রমোদ কাননের রঙ্গীন

www.pathagar.com

তেল নিঃসরণকারী গাছ দুটি যতদিন আছে এবং নীল নদ যতদিন আমার কথা অনুসারে চলবে ততদিন আমার দুর্বল হবার কোন কারণ নেই। অতএব অতি শীঘ্র দেশের সমস্ত যাদুকরদিগকে একত্রিত করে মুছা (আঃ)-কে চরম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা উত্তম বলে আমি মনে করি। উপস্থিত সকলে হাততালি দিয়ে ফেরাউনের কথা সমর্থন দিল। পরের দিন থেকে দেশের সমস্ত যাদুকরদিগকে নির্দিষ্ট তারিখে রাজদরবারে হাজির হবার জন্য খবর প্রেরণ করা হল। বড় ছোট কাউকে আর বাদ রাখা হল না। ফেরাউনের হুকুম অমান্য করার ক্ষমতা কারো নেই। তাই সময় মত সকলে রাজদরবারে হাজির হল।

সে এক বিরাট সমাবেশ। চার হাজারের অধিক যাদুকর সে সম্মেলনে উপস্থিত হয়। তখন ফেরাউন তাদেরকে বলল, আমি তোমাদেরকে তিনশত বছর যাবত প্রতিপালন করছি। অভাব-অনটন, এবং বিপদাপদে তোমাদের সাহায্য করেছি। এখন আমি এক মহাবিপদের সম্মুখীন। আমাদের ঘরে প্রতিপালিত হয়ে মুছা আজ আমার বিরোধিতা করছে। সে আমার খোদায়ী দাবি ভণ্ডুল করে দেবার ষড়যন্ত্র করছে। সারা দেশ ব্যাপী তার নবুয়তী প্রাপ্তির খবর ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমাকে ভুয়া খোদা বলে মানুষকে বুঝাচ্ছে এবং জনসাধারণকে আকাশের অদৃশ্য খোদার দাসত্ব করার আহবান জানাচ্ছে। এমন কি সে কিছুটা যাদুবিদ্যা অর্জন করেছে। যা দিয়ে এখন সকলকে ভয় দেখাচ্ছে। অতএব এখন তার যাদু প্রদর্শনীকে অসার প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে তোমাদের যাদু পরিচালনা করতে হবে। যাতে মুছা আর দ্বিতীয় বার মানুষের নিকট যেতে সাহস না পায়। সে তোমাদের যাদুর সম্মুখে ধ্বংস হোক না হয় সে যেন একাকী দেশ থেকে পালিয়ে যায়। তোমরা কি এ ধরনের যাদু প্রদর্শন করতে সম্মত আছ। সকল যাদুকর হ্যাঁ বলে ফেরাউনের প্রস্তাবকে স্বাগত জানাল। এ সমস্ত যাদুকরের সর্দার ছিল একজন অন্ধ যাদুকর। সে বলল, মহাত্মন! আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাব। তবে এজন্য মাল-ছামান খরিদের জন্য অনেক টাকা- পয়সা খরচ হবে। ফেরাউন তখন একটি সিন্দুকের চাবি সরদারের হাতে দিয়ে বলল, যত খরচ হয় তার পরোয়া নেই। মুছা (আঃ)-কে পরাভূত করতেই হবে।

অন্ধ সরদার বাজার থেকে বড় বড় দড়ি, কাছি, লোহার রড ইত্যাদি অনেক কিছু খরিদ করে আনল। ময়দানে অনেকগুলো আগুনের কুণ্ডলি তৈরি করল। বড় বড় গাছ এনে ময়দানের এক প্রান্তে রেখে দিল। দীর্ঘ ছয় মাস বসে বাণ, টোনা ইত্যাদি বিভিন্ন রকমারী যাদু প্রদর্শনের প্রস্তুতি নিল। এর পরে হযরত মুছা (আঃ)-কে সেখানে আসার জন্য বলা হল। হযরত মুছা (আঃ) তাঁর ভাইকে নিয়ে ও লাঠিখানা নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছেন যাদুকরেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, প্রথমে

www.pathagar.com

কে যাদু প্রদর্শন আরম্ভ করবে। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, আপনারাই প্রথমে আরম্ভ করুন। তখন বড় যাদুকরেরা ছোটদের প্রতি নির্দেশ দিল তোমরা আরম্ভ কর এবং পরে যদি প্রয়োজন হয় তবে আমরা এখানে উপস্থিত আছি। কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় তোমাদের যাদু ক্রিয়ার সম্মুখেই ছোকরার ইহলীলা শেষ হয়ে যাবে। আমাদের আর ময়দানে নামতে হবে না।

তখন ছোট যাদুকরেরা রশি ও কাছিগুলোকে যাদুর মাধ্যমে বড় বড় সর্পের আকারে ময়দানে ছেড়ে দিল। সর্পগুলো দেখতে খুবই বড় ছিল কিন্তু ওরা হযরত মুছা (আঃ)-এর দিকে অগ্রসর না হয়ে অন্য দিকে ছুটে পালাতে চেষ্টা করছিল। যাদুকরেরা সর্পগুলোকে লাঠি দিয়ে যতই এদিকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করছিল, ততই সেগুলো অন্য দিকে ছুটে চলল। তখন তারা বড় যাদুকরের নিকট গিয়ে বলল, ওস্তাদ এখন ময়দানে আসুন না হয় ইজ্জত থাকবে না। আমরা যত চেষ্টা করছি সর্পগুলোকে মুছা (আঃ)-এর দিকে ধাবিত করতে, ততই সেগুলো অন্যদিকে ছুটে যাচ্ছে। তখন কয়েকজন বড় যাদুকর ময়দানে এসে লোহার রডগুলোকে বড় বড় সর্প, বিচ্ছু, বাঘ, সিংহ ও কুমীরের আকারে প্রদর্শন করল। সেগুলো হযরত মুছা (আঃ)-এর দিকে তেড়ে আসছিল। হযরত মুছা তখন আল্লাহর নির্দেশ ক্রমে তাঁর লাঠিখানা ছেড়ে দিলেন, অমনি লাঠিখানা এক বিশাল সর্পের আকৃতি ধারণ করল। সে সর্পটি ছিল এক অদ্ভুত রকমের প্রাণী। অনেক লম্বা ও বিরাট দেহের অধিকারী। তার মাথা ও মুখ ছিল সত্তর হাজার। প্রত্যেকটি মুখ দ্বারা যাদুকরদের তৈরি করা প্রাণীগুলিকে নিমিষে গিলে ফেলল। এমন কি যাদু প্রদর্শনের জন্য গাছপালা ও অন্যান্য দ্রব্যাদী যা কিছু সেখানে মৌজুদ করা ছিল তা নিমিষের মধ্যে গিলে ফেলল। যাদুকরেরা প্রাণ নিয়ে দৌঁড়াতে আরম্ভ করল। সর্পটির শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছিল মেঘের গর্জনের চেয়েও ভীষণ। যাদুকরদের অধিকাংশের শরীরে সর্পের নিশ্বাস লাগায় তারা ছটফট করে মাটিতে শুয়ে পড়তে আরম্ভ করে। প্রধান অন্ধ যাদুকর আরো কতিপয় বড় যাদুকর অবস্থা দেখে মাটিতে সেজদায় পড়ে চিৎকার দিয়ে বলে উঠল "আমানতু বিরবিব মুছা। যখন "সর্পটি সবকিছু খেয়ে মাথা উত্তোলন করল তখন তার শ্বাস-প্রশ্বাসে চতুর্দিকের গাছপালা শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করল। আর মুখের লালা যেখানে পড়ল সেখানে আগুন জ্বলে উঠল। ফেরাউন তার উজিরদের নিয়ে সিংহাসনে বসে এ দৃশ্য দেখা মাত্র সিংহাসন ত্যাগ করে উর্দ্ধশ্বাসে পাহাড়ের দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করল। সর্পটি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ফেরাউনের রাজপ্রসাদের উপর কয়েকটি ছোঁ মারল। অমনি সে বিশাল প্রাসাদ চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটির সাথে মিশে গেল। রাজপ্রসাদের চতুর্দিকে যে সমস্ত ইমারত, ফুল বাগিচা, অন্দর মহল, বালাখানা

www.pathagar.com

ছিল তা কিছুই রেহাই পেল না। সবকিছু নিমিষের মধ্যে ধুলিসাৎ হয়ে গেল। শুধুমাত্র আছিয়ার মহলটি অক্ষত রইল।

এ সময় আল্লাহ তা'য়ালার তরফ হতে নির্দেশ আসলে, হে মুছা। সত্বর সর্পটিকে ধরে ফেল না হয় সে মিশর রাজ্যের সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দিবে। হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সর্পের লেজ ধরলেন। অমনি সর্পটি ক্ষুদ্র লাঠির আকারে পরিবর্তিত হয়ে গেল। সর্পের নিশ্বাসে কয়েক হাজার মানুষ সেখানে প্রাণ ত্যাগ করে এবং কয়েক মাইল এলাকার শস্য, ফল, গাছপালা সব কিছু শুকিয়ে গেল। সমগ্র এলাকার বাতাস এমন ভাবে দূষিত হল যাতে প্রকটভাবে প্লেগ ও কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। দর্শক, যাদুকর ও অতিথিবৃন্দের লোকজন অনেক মারা গেল। অনেক আহত হল। বাকি যারা জীবিত ছিল তারা প্রাণ নিয়ে দৌড়ে পালালো। ছুটাছুটি করে কে কোথায় গেল, কারো কোন দিশা ছিল না। পিতা, পুত্র, মা, মেয়ে এমন ধরনের বহু দর্শকের সমাবেশ ঘটেছিল। কিন্তু এ ভয়াবহ ঘটনার পরে নিজ নিজ আপনজনকে কেউই আর কাছে পায় নি। তাই যারা জীবিত ছিল তারা সকলে ক্রন্দনরত অবস্থায় এ দিক সেদিক চলে গেল।

হযরত মুছা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ ছিল তিনি যেন ফেরাউনের সাথে দুর্ব্যবহার বা বে-আদবী না করে। যেহেতু সে তার পালক পিতা। অতএব তাকে সম্মান প্রদর্শন করা মানবীয় তাহজিব। এ বিষয় হযরত মুছা (আঃ)-কে স্মরণ করিয়ে দিতে আল্লাহ তা'য়ালা দ্বিধা করেন নি। তাই হযরত মুছা (আঃ) এ যাদু প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল, তার পরে সঙ্গে সঙ্গেই ফেরাউনকে হেদায়েতের দাওয়াত দিতে যাওয়া একটি বিরক্তিকর আচরণ মনে করে তিনি সোজা নিজ বাড়িতে চলে আসলেন এবং আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায়কল্পে ধ্যান মগ্ন হলেন।

ফেরাউন একদিন একরাত পরে নিজ মহলে ফিরে এসে রাজদরবারে তার সুউচ্চ ইমারত, বাগ-বাগিচা ও খাস মহলের অবস্থা দেখে বসে পড়ল এবং দীর্ঘ সময় ধরে নির্বাক হয়ে অনুশোচনা করল। তার পরে চতুর্দিকে লোক পাঠিয়ে তার মন্ত্রিপরিষদ ও রাজকর্মচারীদিগকে ডাকল এবং অতিসত্বর রাজদরবার পুনরায় নির্মাণের হুকুম দিল। সেই সাথে একটি সুউচ্চ মিনার তৈরি করার জন্য হামানকে বলল, যেখানে উঠে সে মুছা (আঃ) - এর খোদার কার্যাবলী লক্ষ্য করবে। অতপর সে আছিয়ার মহলে প্রবেশ করে দেখল সেখানের সব কিছু ঠিক আছে। তখন ফেরাউন মনে করল সর্পটি এ পর্যন্ত আক্রমণ করতে সুযোগ পায় নি। সে নানা বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা আরম্ভ করল। এ সময় আছিয়া মাথার চুল

www.pathagar.com

আচরাতে গিয়ে তার চিরুনীটা মাটিতে পড়ে গেল। তখন তিনি বলে উঠলেন, অত্যাচারী ফেরাউন ধ্বংস হউক। ফেরাউন আছিয়ার কথা শুনে জিজ্ঞেস করল, তুমি আমার ধ্বংস কামনা করছ? আছিয়া বললেন, হ্যাঁ! ফেরাউন জিজ্ঞেস করল, তবে কি তুমি মুছা (আঃ)-এর খোদার উপর ঈমান এনেছ। আছিয়া বললেন, হ্যাঁ! সে বলল, তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব। আছিয়া বললেন, আমি তোমার হত্যার ভয় করি না এবং তোমার ন্যায় একটি কপট, মিথ্যাবাদীকে কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করতে রাজী নই। তখন ফেরাউন তাকে প্রহার আরম্ভ করে দিল। আছিয়া এ সময় আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। ফেরাউন আছিয়ার উপর অত্যাচার ও মারধর করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন কোতোয়ালকে ডেকে বলল, এ বিশ্বাসঘাতককে মাঠে নিয়ে উলঙ্গ করে ময়দানে শুইয়ে দাও এবং হাত পায়ে পেরেগ মেরে মটির সাথে আটকিয়ে দাও যেন সে নড়াচড়া করতে না পারে। অতঃপর তার বুকের উপর গরম পাথর চাপা দাও। এর পরেও যদি সে সংশোধন না হয়, তবে তার হাত পা কেটে ফেল এবং সর্বশেষে তাকে হত্যা কর। কোতোয়াল ফেরাউনের নির্দেশ অনুসারে আছিয়ার উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালাল। আছিয়া এ সময় জোরে জোরে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে থাকেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) তাকে বেহেস্ত দেখান এবং সেখানে তিনি বসবাস করবেন সে স্থানটিও তাকে দেখান। অতপর বেহেস্ত থেকে একটি আপেল এনে তাকে খেতে দেন। যখন তিনি আপেল খেলেন তখন তার প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেল।

যাদু প্রদর্শন ও ধ্বংসলীলার পরে ফেরাউন হযরত মুছা (আঃ) ও বনি ইস্রাইলদের প্রতি ভীষণ কঠোর হল। তাঁদের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করল। বাড়িঘর লুটপাট করতে আদেশ দিল। মেয়েদেরকে অপহরণ করতে আরম্ভ করল। এমন কি কয়েকদিন পরে বনি ইস্রাইলদের প্রতি এক নির্দেশ জারী করল। সেটা হল, কোন মহিলা পুত্র সন্তান প্রসব করলে সঙ্গে সঙ্গে সন্তানকে হত্যা করা হবে এবং প্রসবকারিনীকে রাজদরবারে দাসীরূপে জীবন-যাপন করতে হবে। কিবতীরা যেসব পুরুষকে সন্দেহ করবে তাদের রাজদরবারের গোলাম হিসেবে জীবন-যাপন করতে হবে। বনি ইস্রাইলের সমস্ত মানুষ দৈনিক একবার খাবে, অতিরিক্ত খাদ্য নষ্ট করতে পারবে না। যদি কেউ অধিক খাবারের দায়ে দোষি সব্যাস্থ হয় তবে তাকে হত্যা করা হবে। বনি ইস্রাইলের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি না হয়ে যেন দিন দিন হ্রাস পায় এজন্যই এ সমস্ত আইন প্রবর্তন করা হয়। বনি ইস্রাইলেরা ফেরাউনের চতুর্মুখী আক্রমণের ফলে এমনভাবে নিপিড়িত হচ্ছিল যাতে তাদের ধৈর্য ধারণ করা কঠিন হয়ে উঠল। একদা তারা গিয়ে হযরত মুছা (আঃ)-কে

www.pathagar.com

বলল, আপনি দেশে ফেরাউনকে এমন ভাবে ক্ষিপ্ত করেছেন, যাতে এখন আমাদের জান-মাল নিয়ে আর টিকে থাকা সম্ভব নয়। অতএব আপনি ফেরাউনকে ধ্বংস করে দিন, না হয় আমাদেরকে নিয়ে দেশান্তরিত হন। আমরা এ অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছি না। হযরত মুছা (আঃ) বনি ইস্রাইলদের অনুযোগের কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না। শুধু বললেন, আমার আল্লাহ বোবা নয়, অন্ধ নয়, তিনি সব কিছু দেখছেন। তিনি অচিরেই একটা ব্যবস্থা করে দিবেন।

ফেরাউন এত বড় মো'জেযা দেখার পরেও হেদায়েত গ্রহণ করল না। বরং তার উজিরদেরকে বলল, মুছা বিদেশী উঁচুমান সম্পন্ন যাদুকরের নিকট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এসেছে। অতএব তার সাথে বুঝাপড়া করা আমাদের দেশী যাদুকর দ্বারা সম্ভব নয়। এজন্য বিদেশী যাদুকর থেকে মুছা (আঃ)-এর সমমানের প্রতিযোগিদের দ্বারা ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তবে সে পর্যন্ত যেতে চাই না। তার পূর্বে মুছা (আঃ)-কে হত্যা করে ফেলব। যদিও হযরত মুছা (আঃ)-কে হত্যা করার কথা ঘোষণা দিল কিন্তু সে মর্মে সঠিক কর্মপন্থার কথা আর বলল না। যেহেতু ফেরাউন খোদায়ী দাবি করত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'য়ালাকে মনে প্রাণে ভয় করত এবং হযরত মুছা (আঃ)-এর নবুয়তী সম্বন্ধে তার মনে গভীর আস্থা ছিল। কিন্তু এ কথা প্রকাশ করার উপায় তার ছিল না। যেহেতু সে নিজে খোদায়ী দাবি করেছিল। তাই হযরত মুছা (আঃ) সম্বন্ধে অধিকাংশ সময় বাগারম্বর করত। কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে তার মোকাবেলা করতে ফেরাউন ভয় পেত। মন্ত্রীপরিষদ ও পদস্থ কর্মকর্তাদের উস্কানিতে ফেরাউনকে বাধ্য হয়ে হযরত মুছা (আঃ)-এর সঙ্গে প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হত প্রধানমন্ত্রী হামান ছিল সর্ব প্রধান উৎসাহ দাতা।

একদা প্রধানমন্ত্রী হামান ফেরাউনকে বলল, মহারাজ! মুছা বাস্তবিকই একজন দক্ষ যাদুকর। আর এ যাদুর প্রতিক্রিয়া খুবই ক্ষণস্থায়ী। যদি তার পক্ষে সম্ভব হত তাহলে সেদিন তার যাদুর সাপ দ্বারা আপনাকে ও আমাদেরকে ধ্বংস করে সে মিশরের রাষ্ট্র প্রধান হয়ে সকল মানুষকে তার দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করে নিত। কিন্তু ততক্ষণ তার যাদু প্রদর্শনী টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না বিধায় ক্ষণিক পরে তার যাদু তুলে নেয়। যত বারই সে সাপের খেলা দেখাল প্রত্যেক বারই ক্ষণিকের জন্য। অতএব আমরা তার প্রতি দীর্ঘ মেয়াদী আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করব। তাহলে তাকে দমন করা অতি সহজ হবে। যেমন তার পিছনে এক ডিভিশন সশস্ত্র সৈন্য মোতায়েন করে রাখব। যখনই তার স্বাভাবিক অবস্থা দেখবে তখনই তাকে দুর্বল করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। ভাল সুযোগ আসলে

www.pathagar.com

তাকে একেবারে খতম করে দিবে। ফেরাউন হামানের কথায় একমত হল এবং পরের দিন এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্যকে হযরত মুছা (আঃ)-এর পাহারাদারীর কাজে নিয়োগ করল।

হযরত মুছা (আঃ) দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দিনের দাওয়াত পেশ করতে লাগলেন। সাধারণ মানুষ সর্বদায় অলৌকিক নিদর্শনের উপর খুব আস্থাশীল ছিল বলে আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুছা (আঃ)-কে লাঠির মো'জেযা ও উজ্জ্বল হাতের মো'জেযার ক্ষমতা প্রদান করে। মানুষকে উহা দ্বারা তিনি অনেক মো'জেযা দেখিয়েছেন। কিন্তু তারা নবীকে উপহাস করা ব্যতীত দীনের দাওয়াত গ্রহণে রাজী হল না। তখন হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার নিকট গজব নাজিলের আবেদন জানালেন। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে নবীকে জানান হল তুমি তোমার উম্মতের হেদায়ের কল্পে যখন যে দোয়া করবে আল্লাহ তা কবুল করবেন।

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ *

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব! আপনি ফেরাউন ও তার জাতির সর্দারদের পার্থিব জীবনের জাকজমকপূর্ণ সামগ্রী এবং বিভিন্ন রকম ধণ সম্পদ দিয়েছেন। হে আমাদের রব! তারা এ সবের কারণে মানুষকে আপনার পথ হতে বিভ্রান্ত করছে। হে আমাদের রব! আপনি তাদের সম্পদগুলো বিলীন করে দিন। আর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন করে দিন যাতে ঈমান না আনতে পারে। এমনকি তারা মর্মন্তুদ আযাব প্রত্যক্ষ করে নেয়। (সূরা ইউনূস ঃ ৮৭)

হযরত মুছা (আঃ) উম্মতের ঠাট্টা, বিদ্রুপ, বিশ্বাসভঙ্গ ও ওয়াদা খেলাফির কারণে অধৈর্য হয়ে একবার দোয়া করলেন, আল্লাহ এ নাফরমান জাতির প্রতি তুমি দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দাও। হযরত মুছা (আঃ)-এর দোয়ার পর মুহূর্ত থেকে দেশে খাদ্য শস্য নষ্ট হতে লাগল এবং ক্ষেত খামার রৌদ্রে জ্বলে পুরে শুকিয়ে গেল। অল্প দিনের মধ্যে আরম্ভ হল প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ। মানুষ মজুদ ফসল খেয়ে শেষ করল। অতপর গাছের পাতা শিকড় খেয়ে শেষ করল। তার পর অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে মহামারীর সম্মুখীন হল। দেশের মানুষ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী একত্রে দুটি গজবের সম্মুখীন হল। রাস্তাঘাটে মানুষের লাশ জমা হয়ে গেল, ঘরে বাইরে লাশ পড়ে থাকল। জীবিত মানুষ, বাপ, ভাই, আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে দেশ থেকে অন্য দেশে

www.pathagar.com

পালিয়ে যেতে আরম্ভ করল। এমতাবস্থায় ফেরাউন দিশেহারা হয়ে কতক লোক পাঠিয়ে মুছা (আঃ)-কে দোয়া করার জন্য অনুরোধ করল। এমন কি আল্লাহর উপর ঈমান আনার অঙ্গীকার করল। হযরত মুছা (আঃ) কওমের বিপদ মুক্তির জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা তিন দিনের মধ্যে মহামারী দূর করে দিলেন এবং পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানির সুযোগ করে দিলেন। অতপর তীব্র বৃষ্টি বর্ষিত হল যাতে রাস্তাঘাট পরিষ্কার হল এবং জমিন শস্য-শ্যামল হয়ে উঠল। মানুষ মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এল। জাতি এক মহা দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেল। কিন্তু তাদের ওয়াদা আর কেউ পূরণ করল না। মহা আনন্দে দিন অতিবাহিত করতে আরম্ভ করল এবং নবীর বিরুদ্ধে পূণরায় ষড়যন্ত্র আরম্ভ করল। নবী একাধারে তিন বছর অপেক্ষা করলেন। অবস্থা পূর্বের চেয়েও খারাপের দিকে গড়িয়ে যেতে লাগল দেখে নবী জাতির উপর দ্বিতীয় গজব নাজিলের জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন। তখন আরম্ভ হল উকুনের উপদ্রপ। এত উকুন বৃদ্ধি পেল যাতে বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা, মাঠ-ঘাট উকুনে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। প্রথম দিকে গৃহপালিত পশুগুলো উকুনের আক্রমণে মারা গেল। পরবর্তী সময়ে শিশু সন্তান মারা গেল। তারপরে মহিলা ও পুরুষ রক্ত শূন্যতায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে লাগল। মানুষ দিবা-রাত্র উকুন মারত। আগুন জ্বালিয়ে পুরে ফেলত। আরো যত রকম ব্যবস্থা ছিল গ্রহণ করল। কিন্তু উকুনের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। এমন কি শেষ দিকে উকুন বড় হয়ে এক একটি কচ্ছপের আকার ধারণ করল। মানুষের তৈরি করা খাবার নিমিষে ওরা শেষ করে দিত। মানুষকে ঘুমুতে দিত না। এক সময় মানুষ রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ে মানুষের উপর আক্রমণ করতে আরম্ভ করল। দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যু বরণ করল। তখন তারা উপয়ান্ত না দেখে দৌড়ে হযরত মুছা (আঃ)-এর নিকট এসে আশ্রয় প্রার্থনা করল এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনার ওয়াদা করল। হযরত মুছা (আঃ) দয়া পরবশ হয়ে তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। অমনি আল্লাহ তা'য়ালা দক্ষিণ দিক থেকে এমন প্রবল বাতাস প্রবাহ করে দিলেন যাতে দুদিনের মধ্যে সমস্ত উকুন নিঃশেষ হয়ে গেল। মানুষ এক মহা বিপদ থেকে রক্ষা পেল।

দীর্ঘ তিন বছর যাবত দেশবাসী মহা আরামে কাটাল। কিন্তু দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণের জন্য কেউ এগিয়ে এলো না বরং হযরত মুছা (আঃ)-এর প্রতি আরো কঠিনভাবে দুর্ব্যবহার আরম্ভ করে দিল। হযরত মুছা (আঃ) তাদের অত্যচার সহ্য করতে না পেরে আল্লাহর দরবারে তৃতীয় বার গজবের জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা তখন দেশে ব্যাঙের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়ে দিলেন। ব্যাঙের উপদ্রব এত

www.pathagar.com

বাড়ল যে, মানুষের ঘরে, বিছানায়, খাবার ঘরে পাতিলের মধ্যে, কলসীর মধ্যে, ব্যাগের মধ্যে, পকেটে সর্বত্র ব্যাঙের উপদ্রব। দেশের ফলমূল খাদ্য, কলসীর মধ্যে, ব্যাঙেরা শেষ করে দিল। শুধু খেয়ে শেষ করত তাই নয় প্রস্রাব পায়খানা করে সর্বত্র স্তুপ করে রাখত। রাস্তাঘাটে, রাজদরবারে বহুতলা অট্টালিকার উপরে কোথাও তিল ধরানের ঠাঁই ছিল না। ব্যাঙের উপদ্রব শেষ দিকে এত বাড়ল যে মানুষের পক্ষে পথ চলা কঠিন হয়ে পড়ল।

শুধু ব্যাঙের আধিক্যতায় মানুষের বিরাট ক্ষতি হত না কিন্তু ব্যাঙের মুখের লালাটা ছিল ভীষণ বিষাক্ত, মানুষের শরীরে লাগলেই চামড়া উঠে যেত। ক্ষতের সৃষ্টি হত। মানুষ যন্ত্রণায় দিবারাত্র ছটফট করতে থাকত। আর এ ব্যাঙগুলো দিবারাত্র মুখের সে ফেনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখত। খাবারের সাথে যারা এ ফেনা ভুলে খেয়ে ফেলত তারা আর বাঁচত না। এমতাবস্থায় দেশের হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করতে আরম্ভ করল। তখন ফেরাউনের দলবল নবীর কাছে গিয়ে কাঁন্নাকাটি আরম্ভ করে দিল। দয়াল নবী মানুষের কান্না দেখে আর সহ্য করতে পারে না। আল্লাহর দরবারে দোয়া করে ব্যাঙের উপদ্রব থেকে দেশবাসীকে মুক্তি দিলেন। দেশবাসী কতকে কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে ছিল কিন্তু পরে আর কেউ তা ঠিক রাখল না। সকলে পূর্ব অবস্থায় ফিরে গেল।

প্রতি তিন বছর পর পর এ সমস্ত গজব তাদের উপর আসতে থাকে। এবারেও তারা তিন বছর সুখ সাচ্ছন্দে কাটিয়ে হযরত মুছা (আঃ)-এর উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। হযরত মুছা (আঃ) অসহ্য হয়ে বদদোয়া করে। তখন সমস্ত পানি ও পানিজাত দ্রব্য রক্তে পরিণত হয়। এ ব্যাপারটি শুধু ফেরাউনের উপর আস্থাবান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই ঘটে। একই পানি কূপ থেকে বনি ইস্রাইলেরা এনে রাখত তা ভাল থাকত আর ফেরাউনের দলের লোকদের সে পানি রক্তে পরিণত হত। তাদের খাদ্য দ্রব্য সমস্ত রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। সে রক্ত খেলে সঙ্গে সঙ্গে কলেরা রোগে আক্রান্ত হত। দীর্ঘ দিন যাবত এ অবস্থা বলবত থাকায় দেশের মানুষের এক-চতুর্থাংশ মৃত্যু বরণ করল এবং বাকি হাজার হাজার মানুষ রোগাক্রান্ত অবস্থায় পড়ে থাকল। এ সময় পুনরায় দেশবাসী হযরত মুছা (আঃ)-এর নিকট গিয়ে কাকুতি মিনতি আরম্ভ করে। এমন কি তারা বহু লোকে কলেমা পাঠ করে মুসলমান হল। হযরত মুছা এ অবস্থা দেখে তাদের বিপদ মুক্তির জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দোয়ার বরকতে গজব উঠিয়ে নেন।

এভাবে কওমে ফেরাউনের উপর আরো কয়েক ধরনের আজাব আসে, যেমন পঙ্গপালের উপদ্রব, প্লাবন, ভূমিকম্প ও সমস্ত আসবাবপত্র খাদ্য দ্রব্য পাথরে পরিণত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এ সমস্ত জাজ্জ্বল্যমান মো'জেযা দেখা সত্ত্বেও

www.pathagar.com

ফেরাউন ও তার দলবল আল্লাহর উপর ঈমান আনে নি বা মুছা (আঃ)- কে তার উম্মত, বনি ইস্রাইলদেরকে নিয়ে দেশ ত্যাগের অনুমতি দেয় নি বরং তাদের উপর নিয়মিত নির্যাতন করা হত। তারা যাতে দেশ ত্যাগ করতে না পারে সে ব্যাপারে সদা সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

নীল নদে ফেরাউনের মৃত্যু

তখন মিশরে হযরত মুছা (আঃ)-এর বংশাবলী ও উম্মতের সংখ্যা ছিল নারী ও শিশু ছাড়া প্রায় ছয় লক্ষ। এদেরকে নিয়ে হযরত মুছা (আঃ) সর্বদা বিব্রত থাকতেন। এদের উপর ফেরাউন কঠিন জুলুম চালিয়ে দিল। যাতে তাদের স্বাভাবিক জীবন-যাপন অত্যান্ত দুঃসহ হয়ে পড়ল। তখন হযরত মুছা (আঃ) বনি ইস্রাইলদের কষ্ট দেখে আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি একদা আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দেশ ত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'য়ারা নবীর দোয়া কবুল করলেন এবং তাকে অহী প্রেরণ করে বললেন "হে মুছা! তুমি বনি ইস্রাইলদেরকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে নীল নদের তীরে চলে যাও যেন ফেরাউন ও তার দলবলের লোকেরা টের না পায়। তোমাকে আমি নদী পারাপারের ব্যবস্থা করে দেব এবং ফেরাউনকে নীল নদে ডুবিয়ে মারব।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى *

অর্থ ঃ "এবং আমি মুসার নিকট প্রত্যাদেশ পাঠালাম যে, আপনি আমার বান্দাহদেরকে নিয়ে বের হয়ে পড়ুন। অনন্তর যে সাগরই আপনার সামনে পড়বে তাতে লাঠি দিয়ে আঘাত করে তাদের জন্য সাগরের শুকনা রাস্তা প্রস্তুত করে দিন। তখন আপনাদের অন্তরে কারও পেছনে ধাওয়া করার আশংকাও থাকবে না আবার অন্য কোন ধরনের ভয়ও থাকবে না।" (সূরা ত্ব-হা ঃ ৭৭)

হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার অহী পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন এবং গোপনে বনি ইস্রাইলদের মধ্য থেকে ঈমানদার ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গকে দেশ ত্যাগের সঠিক সময় জানিয়ে দিলেন। সকলে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে নিজ নিজ প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত হল। হযরত মুছা (আঃ) কিছুটা বুদ্ধি খাটিয়ে ফেরাউনকে বোকা বানালেন। হযরত মুছা (আঃ) পরের দিন বনি ইস্রাইলদের একটি দল নিয়ে ফেরাউনের দরবারের গেলেন এবং বললেন এরা সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে এদেরকে আপনি কিছু সাহায্য করুন। ফেরাউন এ দৃশ্য দেখে খুশী

www.pathagar.com

হল, কারণ বনি ইস্রাইলের লোকেরা তার নিকট কোন দিন কোন সাহায্য প্রার্থনা করেনি। তাই এবার যখন তারা সাহায্য প্রার্থনা করতে এসেছে তখন তারা ফেরাউনের দলভুক্ত হবার নিয়তেই বোধ হয় এ পথ ধরেছে। তাই ফেরাউন খুশী মনে ভাণ্ডার খুলে দিয়ে বলল, তোমাদের যা কিছু প্রয়োজন নিয়ে যাও। আমি অনেক পূর্বে তোমাদের জন্য জামা-কাপড়, টাকা-পয়সা, খাদ্য দ্রব্য এ ভাণ্ডারে জমা করে রেখেছি। তোমরা যদি আরো পূর্বে আমার নিকট আবেদন করতে তবে আর এত কষ্ট ও নির্যাতনের সম্মুখীন হতে না।

অতএব তোমাদের প্রয়োজন অনুসারে যা কিছু দরকার অবাধে নিয়ে যাও। ফেরাউন হামানকে বলল, নির্যাতনের আঘাতে বেসামাল হয়ে মুছা (আঃ) সহ সকলে পথে এসেছে। অতএব এখন থেকে ওদের প্রতি অত্যাচার কমিয়ে দিতে হবে। এমতাবস্থায় তোমার পক্ষে সম্ভব হলে তাদেরকে সর্বাত্বক সাহায্য কর। হামান বলল, আপনি ঠিক কথা বলেছেন ওরা নিতান্ত দুঃস্থ অবস্থায় জীবন-যাপন করছে। ঈদের দিনেও ভাল খেতে পড়তে পারে না। অতএব আমিও ওদেরকে সাহায্য করব।

হযরত মুছা (আঃ) ফেরাউন ও হামানের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করে ফিরে আসলেন। যাতে তারা হযরত মুছা (আঃ) ও বনি ইস্রাইলদের প্রতি পাহারাদারীর বিষয়টাও শিথিল করে দিল। এভাবে দুদিন পার হবার পরে তৃতীয় রাত্রে হযরত মুছা (আঃ) বনি ইস্রাইলদেরকে নিয়ে নীল নদের দিকে অগ্রসর হলেন। অতি গোপনে যথেষ্ট নীরবতা পালন করে তারা পথ চলতে থাকেন। সকলের মনে আনন্দের স্রোত বয়ে চলল। পরাধীন ও শৃঙ্খলিত জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে তারা আজ স্বাধীন জীবনের অনুসন্ধানে চলছে। যেখানে থাকবে না অত্যাচারী নিপীড়ন ও অভাব। তাই ছফরের ক্লান্তি তাদেরকে স্পর্শ করতে পারে না। মহা আনন্দে তারা নীল নদের তীরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হযরত হারুন (আঃ) ছিলেন এ ছফরের প্রধান পথ প্রদর্শক। তিনি ছিলেন সকলের সম্মুখে তার পিছনে ছিল গোত্রে গোত্রে বিভক্ত এক বিশাল জনসমুদ্র। হযরত মুছাসহ বনি ইস্রাইল সম্প্রদায় মহররমের নয় তারিখ রবিবার ভোর বেলা নীল নদের তীরে পৌঁছে সেখানে তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম নিলেন। পানি খাদ্য কিছুরই অভাব ছিল না। সকলের মনে ছিল আনন্দের এক উচ্ছ্বলতা।

রবিবার দিন ফেরাউন খবর পেল, হযরত মুছা (আঃ) বনি ইস্রাইলদেরকে নিয়ে দেশ ত্যাগ করেছেন। তখন সে অত্যন্ত ক্ষীপ্ত হল সেনাবাহিনীকে মুছা (আঃ)-এর পিছনে ধাওয়া করার জন্য হুকুম দিল। সকল সৈন্যকে তার দরবারে ডেকে পাঠাল। সোমবার দিন কয়েক লক্ষ সৈন্য দরবারে সমবেত হল। তখন সে বলল, মুছা আমাকে ধোকা দিয়ে আমার সাহায্য প্রার্থনা করায় আমি ভেবেছিলাম

www.pathagar.com

ওরা দুর্বল হয়েছে তাই তাদেরকে আমি পর্য্যপ্ত সাহায্য দিয়েছি এবং তাদের প্রতি পাহারা শিথিল করে দিয়েছি। এ সুযোগে তারা দলবল সহ পালিয়েছে। এখন তাদেরকে অনুসরণ করে ধরতে হবে এবং সকলকে হত্যা করতে হবে। তোমরা অল্পক্ষণের মধ্যে অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হও আমি নিজেও প্রস্তুত হয়ে আসছি।

কিছু সময় পরে ফেরাউন ময়দানে উপস্থিত হয়ে সৈন্যদেরকে বিভিন্নভাবে ভাগ করে সাজাল। ফেরাউনের সঙ্গে থাকবে সাত লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য এবং তার পিছনে থাকবে পদাতিক বাহিনী ও রসদ বহনকারী সেনাদল। এভাবে এক সুন্দর পদ্ধতিতে বিন্যাস করে এক বিশাল বাহিনী রওয়ানা করল। অবস্থা দেখে মনে হল এ এক যুদ্ধ যাত্রা। সেনা বাহিনীর পূর্বভাগের দায়িত্ব ছিল খোদ ফেরাউনের উপর এবং শেষ দিকের দায়িত্ব ছিল প্রধানমন্ত্রী হামানের উপর। সেনাবাহিনী সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে দ্রুত পথ অতিক্রম করতে আরম্ভ করল। হযরত মুছা (আঃ) ও বনি ইস্রাইলের লোকেরা খবর পেল যে, ফেরাউন কয়েক লক্ষ সৈন্য নিয়ে তাদেরকে অনুসরণ করে দ্রুত এগিয়ে আসছে। তখন বনি ইস্রাইলদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। সকলে হযরত মুছা (আঃ)-এর নিকট এসে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিল। তারা বলল, ফেরাউনের রাজ্যে জুলুম নিপীড়নের মাঝেও আমরা প্রাণ নিয়ে বেঁচে ছিলাম কিন্তু এবারে একত্রে সকল মানুষের প্রাণ দিতে হচ্ছে। এর চাইতে জুলুম সহ্য করাই উত্তম ছিল। হযরত মুছা (আঃ) সকলকে সান্ত্বনা দিলেন। তিনি বললেন, আমরা আল্লাহ্ তা'য়ালা নির্দেশক্রমে এখানে এসেছি। অতএব তিনি আমাদের জিম্মাদার, তোমরা চিন্তা করনা। তিনি অবশ্যই ফেরাউনের আক্রমণ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবেন।

এ সময় পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ আসে নি। তাই সকলে ঘাবড়ে গেলেন এবং শিশু নারী ও বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলে অঝোড় নয়নে কাঁদতে লাগলেন। এভাবে সময় গড়িয়ে যেতে লাগল। এক সময় ধু ধু ময়দানের অপর প্রান্তে তাকিয়ে সকলে দেখলেন ফেরাউনের সৈন্যরা কালো মেঘের ন্যায় সাড়িবদ্ধভাবে এদিকে এগিয়ে আসছে। তখন তাদের অবস্থা কি হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সকলে বাকশক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলল। হযরত মুছা (আঃ) তখন বনি ইস্রাইলদেরকে বললেন, তোমরা সকলে অজু করে নাও। অতপর দুরাকাত নামায আদায় কর। সকলে মৃত্যুর প্রস্তুতি মনে করে অজু করল এবং নামায আদায় করল। ফেরাউনের সৈন্যরা তখন অনেক সম্মুখে এসে গেছে। তাদেরকে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছিল।

এমন সময় আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুছা (আঃ)-কে আদেশ দিলেন, হে মুছা! তোমার হাতের লাঠি দ্বারা নীল নদের উপর আঘাত কর এবং নদীবক্ষে যে

www.pathagar.com

রাস্তা দেখা যাবে সে রাস্তায় বণি ইস্রাইলদেরকে নিয়ে অগ্রসর হও। হযরত মুছা (আঃ) তখন নিজ লাঠি দ্বারা পানির উপর আঘাত করলেন, অমনি পানি ফাঁক হয়ে বারটি প্রশস্ত রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। হযরত মুছা (আঃ) বনি ইস্রাইলের বারটি গোত্রকে ঐ রাস্তা দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে আদেশ দিলেন। বনি ইস্রাইলরা হযরত মুছা (আঃ)-এর আদেশ পাওয়া মাত্র পথ অতিক্রম করতে আরম্ভ করলেন। নীল নদের মধ্যকার রাস্তা অতিক্রমকালে বনি ইস্রাইলরা অনুভব করছিল সে রাস্তাও যেন সম্মুখ দিকে নিজ গতিতে এগিয়ে চলছে। এতে স্বাভাবিক পথ চলার চাইতে তারা দশ গুণ দ্রুত পথ অতিক্রম করছিল। এমতাবস্থায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে বনি ইস্রাইলের সকল মানুষ নদীর অপর তীরে পৌঁছে গেল। এমন সময় ফেরাউনের সৈন্যরা এসে নদীবক্ষে বারটি উন্মুক্ত রাস্তা দেখে খুব খুশী হল এবং এটা হযরত মুছা (আঃ)-এর যাদু ক্রিয়ার ফলে মনে করে তারা এক সঙ্গে বারটি রাস্তা ধরে পথ চলতে আরম্ভ করল। যখন হামানসহ অল্প কিছু সৈন্য পিছনে বাকি রইল তখন প্রচণ্ড এক শব্দ করে নদী বক্ষের রাস্তাগুলোর দুপাশের পানিতে এমন কঠিনভাবে চাপ দিল যে ফেরাউনের সমস্ত সৈন্যরা ক্ষণিকের মধ্যে মৃত্যুবরণ করল। রাস্তার পাশের পানিতে যে ভীষণ চাপ ছিল তাতে ফেরাউনসহ অন্যান্য সৈন্যদের এবং অশ্বগুলোর পাজর ও খাচার পাড়গুলো গুড়িয়ে একত্রিত হয়ে গিয়েছিল। দেখে মনে হচ্ছিল মানুষ ও পশুগুলোর উপর দিয়ে রোলার চালান হয়েছিল। ক্ষণিকের মধ্যে ফেরাউন ও তার কয়েক লক্ষ সৈন্যের মর্মান্তিক সলিল সমাধী হল।

আল্লাহ বলেন–

وَجٰوَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا حَتّٰىٓ اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ * آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ * فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ *

অর্থ ঃ আর আমি বনী-ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে নিলাম! ঐদিকে ফিরআউন ও তার সৈন্যবানিহী জুলুম ও বাড়াবাড়ি করার জন্য তাদের পিছনে ছুটে চললো; শেষ পর্যন্ত ফিরআউন যখন ডুবে যেতে লাগলো, তখন বলে উঠলো,

www.pathagar.com

'আমি মানছি যে, প্রকৃত খোদা তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, যার প্রতি বনী-ইসরাঈলদের লোকেরা ঈমান এনেছে আর আমিও আনুগত্যের মস্তক নত কারীদের মধ্যে একজন। (জওয়াব দেওয়া হলো) 'এখন ঈমান আনছো, অথচ এর পূর্ব পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে আর বিপর্যয়কারীদের একজন ছিলে। এখন তো আমি কেবল তোমার লাশকেই রক্ষা করবো, যেন তুমি পরবর্তী বংশধরদের জন্য উপদেশ লাভের প্রতীক হয়ে থাকো। যদিও অনেক লোকই এমন, যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি চরম গাফিলতির আচরণ দেখাচ্ছে। (সূরা ইউনুস ঃ ৯০-৯২)

হযরত মুছা (আঃ) পাহাড়ের এক চূড়ায় উঠে এ দৃশ্য দেখলেন এবং আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে বনি ইস্রাইলের লোকজনকে ডেকে বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা ফেরাউন ও তার সৈন্যদের সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। সকলে তখন সমস্বরে বলে উঠলেন "আলহামদুলিল্লাহ"। বনি ইস্রাইলেরা আনন্দিত হল এবং হযরত মুছা (আঃ)-এর নিকট ফেরাউনের লাশ দেখার আবেদন জানালেন। হযরত মুছা (আঃ) তখন আল্লাহর দরবারে লাশ দেখার আবেদন জানালেন। আল্লাহ তা'য়ালা নীল নদের পানি বাড়িয়ে দিলেন যাতে সমস্ত সৈন্যদের লাশগুলো লোহিত সাগরে ভাসিয়ে দিল।

শুধু মাত্র ফেরাউনের লাশটি পানির ঢেউয়ের সাথে তালে তালে এসে বনি ইস্রাইলদের অবস্থানের নিকট এক পাহাড়ের পাশে থেমে গেল। বনি ইস্রাইলের সকল মানুষ তার লাশ দেখল এবং বার বার আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করল। এ সঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে জানিয়ে দিলেন যে, ফেরাউনের লাশকে তিনি মানুষের দর্শনের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রাখবেন। আল্লাহ তা'য়ালার এ ঘোষণার সত্যতা পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃত। ফেরাউনের লাশ অদ্যাবধি মিশরের যাদুঘরে রক্ষিত আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ গিয়ে উহা দর্শন করে থাকেন। তার সম্মুখের দুটো দাঁত নাকি নষ্ট হয়েছে। বাকি সমস্ত শরীর ও অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ ঠিক আছে।

হযরত মুছা (আঃ)-কে মিশরের নেতৃত্ব দান

আল্লাহ তা'য়ালা ফেরাউনকে তার দলবলসহ নীল নদে নিমজ্জিত করার পরে হযরত মুছা (আঃ)-এর প্রতি অহি পাঠিয়ে তাকে সদলবলে মিশর যেতে আদেশ দিলেন এবং ফেরাউনের নির্মিত রাজপ্রাসাদের সিংহাসনে আরোহনের জন্য বললেন। হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ অনুসারে সকল লোকজন নিয়ে মিশর অভিমুখে যাত্রা করলেন। এবার তিনি নীল নদের তীরে গিয়ে নৌকার মাধ্যমে নীলনদ পার হয়ে সোজা ফেরাউনের দরবারে পৌঁছলেন। সেখানের সুউচ্চ

www.pathagar.com

অট্টালিকা, মেহমানখানা আম দরবার, খাস দরবার সবই শূন্য পড়েছিল। তিনি গিয়ে বনি ইস্রাইলদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। এতে রাজ দরবারে পুনরায় লোকে লোকারণ্য হল। পরিবর্তন শুধু এতটুকু হল এ যাবত দরবার ছিল কাফের ও ধর্মদ্রোহীর হাতে আর এখন এল ঈমানদার ও ন্যায় পরায়ণদের হাতে।

হযরত মুছা (আঃ) সিংহাসন অধিকার করে ঘোষণা দিলেন এখন হতে এ রাজ্যের মালিক আল্লাহ তা'য়ালা নিজে। এখানে আইন ও শাসন চলবে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার। কোন মানুষের সামান্য ইচ্ছা ও সজ্জিত এখানে বরদাস্ত করা হবে না। অতএব এ রাজ্য পরিচালনার জন্য কোন বড় বিদ্বান বিচক্ষণ শক্তিধরের প্রয়োজন নেই। সাধারণ একজন গোলামও রাজ্য পরিচালনা করতে পারবে।

অতএব এ রাজ্য পরিচালনার জন্য আপাতত কয়েক জনের উপর দায়িত্ব প্রদান করা হল। তারা পরামর্শ করে ইনছাফের ভিত্তিতে রাজ্য পরিচালনা করবে। যাতে আল্লাহ তা'যালার সন্তুষ্টি লাভ করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়। তিনি সারা দেশের মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার উপর ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দিলেন। নবীর দাওয়াতে সারা দেশের মানুষ ইসলাম কবুল করল। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত হল না তারা দেশ ত্যাগ করল।

একদিন কয়েকজন লোক এসে হযরত মুছা (আঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার দোয়ার বরকতে ফেরাউন ও তার সঙ্গীসাথী সমূলে ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু ফেরাউনের প্রধান মন্ত্রী হামান এখন পর্যন্ত জীবিত থাকল কি করে? হযরত মুছা (আঃ) একথা শুনে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে হামানের বিষয় জানতে চাইলেন। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে তাকে জানান হল, হে নবী! হামানকে আরেক ধরনের আজাব ও গজবের মধ্যে ফেলে মানুষের নিকট আর একটি নিদর্শন স্থাপন করেছি। বিরাট প্রতাপশালী ও শক্তিধর উজির হামান আজ নিঃস্ব। সে আজ অন্ধ অবস্থায় মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ফিরছে। সারা দিনের চেষ্টায় যা কিছু সে সংগ্রহ করে তা দ্বারা তার নিয়মিত রেজেক চলে না। এটা তার খোদাদ্রোহীতার ভয়াবহ পরিণাম ফল নয় কি? তোমরা তার আরো শোচনীয় পরিণাম দেখতে পাবে।

হযরত মুছা (আঃ) অল্প দিনের মধ্যে রাজদরবার ও রাজ্যের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন। যদিও মিশরের অধিকাংশ মানুষ ইসলামের দাওয়াত কবুল করল এবং অতি সামান্য সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণের ইতস্তত করছিল। হযরত মুছা (আঃ) তাদের প্রতি কখনই দুর্ব্যবহার করেননি। বরং সর্বদা তাদেরকে বুঝিয়ে নম্র ভাষায় দাওয়াত দিতেন। হযরত মুছা (আঃ) কিছু নিশ্চিন্ত হয়ে তার স্ত্রী

www.pathagar.com

ছফুরার নিকট গমন করেন। চল্লিশ বছর পূর্বে দুই সন্তানসহ তার স্ত্রী ছফুরাকে মাদায়েনের এক পার্বত্য অঞ্চলে রেখে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশক্রমে মিশর চলে আসেন। এরপর নিজ হেদায়েতি কাজের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি আর স্ত্রী-পুত্রের খবর নিতে সক্ষম হন নি। এবার তিনি তার দায়িত্ব সম্পাদন করে পরিবারের খবর নিতে অগ্রসর হলেন। তিনি একদল সৈন্য নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দেখলেন স্থানটি শহরে পরিণত হয়েছে। সেখানে অনেক ইমারত ও অট্টালিকা গড়ে উঠেছে এবং অনেক মানুষের বসতি স্থাপন হয়েছে। তিনি প্রথমে বিবি ছফুরার খোঁজ নিয়ে এক সুউচ্চ অট্টালিকায় তার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। বিবি ছফুরা দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে স্বামীর সাক্ষাত পেয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। হযরত মুছা (আঃ) স্ত্রী ও পুত্রদের সাক্ষাত পেয়ে অশেষ তৃপ্তি লাভ করলেন, বিবি ছফুরা বললেন, আপনি আমাদেরকে এখানে রেখে যাবার পরে আমরা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত লাভ করছি। কোন দিন কোন অসুবিধা বা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি। কোন দিন আমাদের খাদ্য খাদকের অভাব দেখা দেয় নি। আমরা এখানে বসে সর্বদা আপনার জন্য দোয়া করেছি। এবং এবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করেছি। এছাড়া আপনার আমানত, মেষ ও ছাগলগুলোকে প্রতিপালন করেছি।

আপনার মেষ ও ছাগলের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়ে ছিল যা সামাল দেয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ায় আমরা প্রতি বছর কয়েক হাজার মেষ ও ছাগল বিক্রি করে দিতাম। বিক্রয় লব্ধ টাকা দ্বারা এ সমস্ত ইমারত তৈরি করেছি। দেশ বিদেশী মানুষের জন্য আমরা মোসাফেরখানা তৈরি করেছি। গরীব ও অসহায় মানুষদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে এখানে কয়েকটি কলোনী তৈরি করে দিয়েছি। যেখানে বর্তমানে পাঁচ হাজারের উর্ধ্বে লোক বসবাস করছে। আবার তাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য দেশ-বিদেশী শিক্ষক এনে বড় আকারের একটি মাদ্রাসা তৈরি করে দিয়েছি। বর্তমানে আপনার আমানতি মেষ ও ছাগলের সংখ্যা সত্তর হাজারের উর্ধ্বে। এগুলো প্রতিপালনের নিমিত্ত যে রাখাল আছে তাদের সংখ্যা দুই হাজারের উর্ধ্বে। এছাড়া আপনার যে সমস্ত পশু বিক্রয় করা হয়েছে তা থেকে মাদ্রাসা, মোসাফেরখানা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের পরে যে টাকা উদ্বৃত্ত হিসেবে জমা আছে তার সংখ্যা নির্ণয় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি সে টাকা ও স্বর্ণ মুদ্রা দুটি কক্ষে ভর্তি করে রেখেছি। হযরত মুছা (আঃ) ছফুরার বর্ণনা শুনে এক এক করে সমস্ত কিছু ঘুরে ঘূরে দেখতে আরম্ভ করলেন। তিন দিন পর্যন্ত তৃপ্তির সাথে দেখলেন এবং আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করলেন। অতপর তিনি বড় ছেলেকে

www.pathagar.com

সমুদয় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে সেখানে মোতাওয়াল্লি করে রেখে বিবি ছফুরা ও ছোট ছেলেকে নিয়ে তিনি মিশরের পথে যাত্রা করলেন।

মিশর পৌঁছে তিনি রাজমহলে বসবাস না করে নিজ বাড়িতে বসবাস আরম্ভ করলেন এবং দাওয়াতি কাজে লিপ্ত হলেন। তখন মিশর ধনে ধন্য ও শস্যে শ্যামল হয়ে উঠল। মানুষের জীবন-যাপনের মান উন্নত হল। ঘরে ঘরে সুখ স্বাচ্ছন্দ নেমে এল। সকল মানুষ দুশ্চিন্তা মুক্ত হল। যার পরিণামে বনি ইস্রাইলদের কতককের মধ্যে শেরেক, বেদাতি ও কর্তব্য অবহেলার স্বভাব ঢুকে পড়ল। গোপনে গোপনে তারা দ্বীনের বিরোধিতা করতে আরম্ভ করল। অঢেল সম্পদের মাঝে যখন বনি ইস্রাইলদের রুজী রোজদগারের জন্য তেমন কাজ-কর্ম করতে হত না তখন তাদের মাথায় শয়তান ছওয়ার হয়ে তাদেরকে কুপথে পরিচালনার পরামর্শ দিল। তারা অনেকেই সে পরামর্শ গ্রহণ করল এবং গোপনে মূর্তি পূজা ও চন্দ্র-সূর্য পূজার প্রতি আকৃষ্ট হল। ছোট ছোট মূর্তি বানিয়ে তারা ঘরে লুকিয়ে রাখত। রাত্রি বেলায় নির্জনে মূর্তি বের করে তাকে সেজদা করত এবং তার সম্মুখে নানা উপকরণ রেখে পূজা করত। এমনকি শরিয়ত বিরোধী কার্যকলপে নির্দ্বিধায় লিপ্ত হতে শুরু করে। মধ্যপান, নিজ বোনকে বিবাহ, চুরি, ডাকাতি, পর ধন আত্মসাত জঘন্য ইত্যাদি অপরাধে তারা অভ্যস্ত হতে শুরু করে।

হযরত মুছা (আঃ) কর্তৃক আল্লাহর দর্শন লাভ

হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট বহু পূর্ব থেকে তাঁর উম্মতের জন্য পরিপূর্ণ একখানা শরীয়ত গ্রন্থ্ দাবি করে আসছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা তার দাবি পূরণের ওয়াদা করেছিলেন। সে মর্মে ফেরাউনের সাথে জেহাদী জীন্দেগীর অবসানান্তে আল্লাহ্ তা'য়ালা নবীকে শরীয়ত গ্রন্থ্ প্রদানের নিমিত্ত তুর পাহাড়ে গমনের জন্য অহী মারফত নির্দেশ দিলেন। হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশ পেয়ে অত্যন্ত খুশী হলেন।

হযরত মুছা (আঃ)-এর কতিপয় বিদ্বান উম্মত নবীর ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বলল, হে নবী! আপনাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা কিভাবে গ্রন্থ্ প্রদান করবেন সে দৃশ্য আমরা একটু দেখতে চাই। অতএব আমরা আপনার সাথে তুর পাহাড়ে যাব। নবী তাদের কথা শুনে খুশী হলেন এবং বললেন, আপনারা কতজন যেতে চান বলুন। তখন তারা বাছাই করে সত্তর জন লোক নির্বাচন করলেন এবং হযরত মুছা (আঃ)-কে তাদের লোক সংখ্যার কথা জানিয়ে দিলেন। হযরত মুছা (আঃ) তাদেরকে সম্মতি দিলেন। যাত্রার পূর্ব দিন হযরত মুছা (আঃ) সঙ্গীদেরকে বললেন, আপনারা নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদ ভালভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে নিন। আমরা আগামী দিন রওয়ানা করব। সকলে হযরত মুছা (আঃ)-এর

www.pathagar.com

আদেশ অনুসারে চুল কেটে, নখ ফেলে, জামা কাপড় পরিস্কার করে নিলেন। পরের দিন হযরত মুছা (আঃ) সঙ্গীদেরকে নিয়ে তুর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা করলেন। পাহাড়ের পাদদেশে পৌছার পরে তাঁর প্রতি আদেশ হল, একাধারে ত্রিশ দিন রোজা রাখুন। হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ অনুসারে ত্রিশ দিন রোজ রাখলেন। অতপর তিনি পাহাড়ের উপর আরোহন করলেন। এ সময় তিনি একটি সুগন্ধি গাছের পাতা মুখে নিয়ে চিবুতে ছিলেন। তখন আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করা হল তুমি কি চিবুচ্ছ? হযরত মুছা বললেন, আমি দীর্ঘদিন রোজা রেখেছি। মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে ভেবে একটি সুগন্ধি পাতা মুখে দিয়েছি। তখন তাকে বলা হল রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'য়ালা অধিক পছন্দ করেন। অতএব তুমি একাজটা ভুল করেছ। এজন্য তোমাকে আরো দশ দিন রোজা রাখতে হবে। হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহর আদেশ অনুসারে আরো দশটি রোজা রাখতে আরম্ভ করলেন। অতপর রোজার শেষ দশদিন শেষ না হতেই হযরত মুছা সত্তর জন সঙ্গী নিয়ে তুর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা করলেন। সঙ্গীদেরকে তিনি বললেন তোমরা আস আমি একটু পূর্বেই যাত্রা করি। একথা বলে তিনি তুর পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছলেন। আল্লাহ তা'য়ালা সঙ্গীদেরকে পিছনে ফেলে রাখার জন্য আবার কৈফিয়ত তলব করলেন। তখন নবী বললেন, প্রভু! আমি তোমার অধিক সন্তুষ্টি লাভের জন্য সকলের পুর্বে তোমার নিকট পৌঁছে গেছি। এ সময় আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুছা (আঃ)-এর প্রতি অনেকগুলো শরীয়তি আইনের হুকুম নাজিল করেন। হযরত মুছা (আঃ) তখন বললেন,. হে মহান প্রভু! এগুলো আমাকে লিখিত আকারে দিন যাতে আমি সহজে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হই।

হযরত মুছা (আঃ)-এর সঙ্গীগণ ইতোমধ্যে এসে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান নিলেন। হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার নিকট বার বার একটি আর্জী পেশ করতে লাগলেন। সেটা হল, তিনি আল্লাহ তা'য়ালার সরাসরি দর্শন লাভ করতে চান। এজন্য ফেরেস্তারা তাকে নানারূপ ভৎসনা করল। এমন কি অপবিত্র ঋতুবতী রমনীর সন্তান বলে তাকে বিদ্রুপ করতে বাকি রাখেন নি। তবুও হযরত মুছা (আঃ) তাঁর দাবি থেকে নিবৃত্ত হন নি। তিনি বার বার একই দাবি তুলছিলেন, হে প্রভু! আমি সরাসরি তোমার দর্শন চাই।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ

قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي

www.pathagar.com

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّخَرَّ مُوسٰى صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ

سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ *

অর্থ ঃ আর মুসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে পৌঁছলেন এবং রব তাঁর সাথে কথোপকথন করলেন, তখন তিনি নিবেদন করছিল, হে আমার রব! আমাকে আপনার দর্শন নসীব করুন, যেন আমি আপনাকে এক নজর দর্শন করতে পারি; আল্লাহ্ বলেন, আপনি কখনও আমাকে দর্শন করতে পারবেন না, তবে আপনি এ পর্বতের প্রতি দৃষ্টি দিন, যদি সেটি স্বস্থানে স্থির থাকে, তবে আপনিও আমাকে দেখতে পাবেন, অতঃপর তাঁর রব যখন পর্বতের পর্বতের উপর স্বীয় নূরের বিকিরণ ঘটালেন, তখন পর্বতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল এবং মুসা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। অনন্তর যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন নিবেদন করলেন, নিশ্চয়ই আপনার সত্তা পবিত্র, আমি আপনার প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি এবং এর প্রতি আমি সর্বপ্রথম ঈমানদার। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৪৩)

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلاً لِّكُلِّ شَىْءٍ

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ *

অর্থ ঃ আর আমি কয়েকখানা ফলকে সর্বপ্রকার উপদেশ এবং সর্ববিষয়ের বর্ণনা তাঁকে লিখে দিয়েছি, অতএব সেগুলো দৃঢ়তার সাথে করুন এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে আদেশ করুন যেন সেসবের ভাল ভাল আদেশগুলো পালন করে, আর শীঘ্রই তোমাদেরকে নাফরমানদের অবস্থানস্থলে দেখাচ্ছি। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৪৫)

আল্লাহ্ তা'য়ালা নবীকে বললেন, আমার দর্শন লাভ করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমার নূরের সামান্য তাজাল্লি তোমার সম্মুখে পেশ করব। এই বলে আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত মুছা (আঃ)-কে কিছু তাছবীহ্ পাঠ করার জন্য আদেশ দিলেন। হযরত মুছা তাছবীহ্ পাঠ করছিলেন। এমন সময় জিব্রাইল (আঃ) এসে নবীকে চক্ষু বন্ধ করে মাটির দিকে তাকাতে আদেশ দিলেন। নবী তার আদেশ পালন করলেন। তখন পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিজীব ও আরশে মোয়াল্লা তার দৃষ্টি গোচর হল। তিনি আল্লাহ্ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করলেন। অতপর তাকে চক্ষু বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকাতে বলা হল। তিনি তখন বেহেস্ত দোজখ ও

www.pathagar.com

সকল আম্বিয়াগণের সাক্ষাৎ লাভ করলেন। এতদর্শনে তিনি আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে পুনরায় শুকরিয়া আদায় করলেন এবং বললেন, প্রভু! তোমার বিচিত্র সৃষ্টির অনেক কিছু দেখলাম। এখন শেষ বারের মত তোমার দর্শন চাই। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত মুছা (আঃ)-কে পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকাতে আদেশ দিলেন। হযরত মুছা (আঃ) সেদিকে তাকিয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালার নূরের তাজাল্লি দর্শন করে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ সময় তিনি অজ্ঞান থেকে যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন দেখলেন আল্লাহর নূরের তাজাল্লিতে পাহাড় পুরে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং তার নিজের শরীরে এক প্রকার উজ্জ্বল জ্যোতির আভা লেগে আছে।

ইতোমধ্যে হযরত জিব্রাইল (আঃ) চার হাজার ফেরেস্তাসহ জমরূদ পাথরে লিখিত অসংখ্য ফলক এনে হযরত মুছা (আঃ)-এর সম্মুখে রেখে দিলেন। উক্ত ফলকে এক হাজার সূরা লিখিত ছিল। প্রত্যেক সূরায় এক হাজার আয়াত ছিল। প্রত্যেকটি আয়াত ছিল প্রায় সূরা বাকারার সমান। উক্ত সূরাসমূহে এক হাজার সুখবর, এক হাজার সাবধান বাণী, এক হাজার আদেশ ও এক হাজার নিষেধাজ্ঞা ছিল। উক্ত কিতাবে আরো ছিল শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পদমর্যাদার বিবরণ ও প্রসংশা। হযরত মুছা (আঃ) হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রসংশাবাণী দেখে জিজ্ঞেস করলেন। হে মহান প্রভু! মুহাম্মদ নামের ব্যক্তি কে? আল্লাহ তা'য়ালা তার জবাবে বললেন, তিনি শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী তাঁকে সৃষ্টি না করলে সপ্তম আকাশমণ্ডলের কিছুই সৃষ্টি করা হত না। তাঁর এক এক জন উম্মতের পদ মর্যাদা বনি ইস্রাইলের নবীগণের চাইতে অনেকগুণে বেশি। তিনি আমার বন্ধু। তাকে আমি তার পার্থিব জীবনেই আমার আরশ প্রদর্শন করাব এবং নিজে তাকে সম্মুখ দর্শন দেব। যা আর কোন নবীকে দেয়া হবে না। তাঁর উম্মতের জন্য অসংখ্য পদ মর্যাদার দ্বার খুলে রাখা হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় যে- কোন নেক কাজের জন্য তাদেরকে দশগুণ ছওয়াব প্রদান করা হবে। তার উম্মতদেরকে এক একটি ছুন্নাত পালনের জন্য বহু শহীদের মর্যাদা প্রদান করা হবে। আরো অসংখ্য মর্যাদার দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। হযরত মুছা (আঃ) এ সমস্ত কথা শুনে আরজ করলেন, হে প্রভু! তুমি আমাকে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। আমি এ মুহূর্তে পাঠ করলাম। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ" আল্লাহ তা'য়ালা তখন হযরত মুছা (আঃ)-কে জানিয়ে দিলেন তুমি আজ হতে দ্বিগুণ নবুয়তীর মর্যাদা লাভ করলে এবং পরে আমার সাথে কথোপকথনের জন্য কালিমুল্লা উপাধিতে ভুষিত হলে। তোমার এ মর্যাদা অন্যান্য নবীদের চাইতে অধিক সম্মানজনক। হযরত মুছা (আঃ) আরজ করলেন,

www.pathagar.com

প্রভূ! পাথরের ফলকে উদ্ধৃত এ কিতাব আমি কিভাবে বহন করে নিব। আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, তুমি চিন্তা কর না এগুলো ফেরেস্তারা বহন করে তোমার ঘরে দিয়ে আসবে। তুমি শুধু এর হুকুম আহকামের ওজন বহনের চিন্তা কর।

হযরত মুছা (আঃ) তখন আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করে মিশরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। হযরত মুছা (আঃ) পাহাড় থেকে নিচে অবতরণ করে দেখলেন তার সত্তর জন সঙ্গী আল্লাহর নূরের তাজাল্লি সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করেছে। তখন হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বললেন, হে প্রভু! আপনার নুরের দর্শন লাভ ও মহামান্বিত তৌরাত কিতাব লাভের এ মহৎ অনুষ্ঠানে যদি আমার সঙ্গীগণের মৃত্যুবরণ করতে হয়, তবে পৃথিবীর সর্বত্র আমার দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে এক দুর্নাম ছড়িয়ে পড়বে। মানুষ এ অনুষ্ঠানকে অশুভ বলে বদনামী প্রচার করবে। অতএব আপনি আপনার মহান কুদরতে এদেরকে জিন্দা করে দিন। হযরত মুছা (আঃ)-এর দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্তর জন সঙ্গী সকলে জীবন ফিরে পেল। তাঁরা জীবিত হয়ে হযরত মুছা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গে অগণিত ফেরেস্তা দেখে ছালাম করলেন।

হযরত মুছা (আঃ) তাদের নিকট আল্লাহ তা'য়ারার নুরের তাজাল্লি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা সকলে আল্লাহর নূর দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছ কিনা? সকলে উত্তর দিল হ্যাঁ, আমরা প্রাণ ভরে তাজাল্লি দর্শনের তৃপ্তি লাভ করেছি। তবে তাজাল্লির তীব্রতা সহ্য করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তাই আমরা জ্ঞান হারিয়ে ছিলাম। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, তোমরা জ্ঞান হারাও নি বরং তোমরা মৃত্যুবরণ করে ছিলে। আল্লাহ তা'য়ালা তৌরাত কিতাবের বরকতে তোমাদের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন। তোমরা জীবন ভর এ কিতাবের আদর্শকে মনে প্রাণে ভালবাসবে। তাতে তোমাদের মঙ্গল হবে। সঙ্গীগণ সকলে হযরত মুছা (আঃ)-এর কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

হযরত মুছা (আঃ) তখন তৌরাত কিতাবের ফলক সকল সঙ্গীদের কাঁধে তুলে দিলেন এবং নিজেও কাঁধে তুলে নিয়ে পথ চলতে আরম্ভ করলেন। পাথেমধ্যে বহু মানুষের সাথে দেখা হল। যারা একবার হযরত মুছা (আঃ)-এর প্রতি দৃষ্টি করে তারাই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এভাবে পথিমধ্যে অনেক লোক সংজ্ঞা হারান তখন হযরত মুছা মুখের উপর কাপড় দিয়ে পথ চলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তাতে উপকার সাধিত হল না। দর্শকের জ্ঞান হারানোর কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। তখন তিনি অনেক চেষ্টা করে দেখলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তখন তিনি আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে হাত তুলে ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে তাকে বলা হল। আল্লাহ নূরের

www.pathagar.com

তাজাল্লির বিকিরণ তোমার শরীরকে প্রভাবান্বিত করেছে। তাই তোমার দর্শন সাধারণ মানুষের জন্য অসহনীয় হয়ে পড়েছে। তুমি এখন ইয়াতীম ও সুস্থ মানুষের কাপড় দিয়ে নিজ শরীর মোছেহ করে ফেল। তবে তোমার অবস্থা স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসবে। হযরত মুছা (আঃ) তখন সেখানে কিছুটা বিরতি নিয়ে কয়েকজন সঙ্গীকে ইয়াতীমের কাপড় আনার জন্য প্রেরণ করলেন। সঙ্গীগণ যে যে ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন সেখানে অতি উজ্জ্বল আলোতে ভরে গেল। মানুষ তাদেরকে দেখে অবাক হল। তাদের পিছনে লাইন দিল। এরা কি মানুষ না ফেরেস্তা তা নিয়ে সকলের মাঝে জল্পনা- কল্পনা আরম্ভ হয়ে গেল। ইতোমধ্যে একজনে এক কাপড় এনে হযরত মুছা (আঃ)-এর হাতে দিলেন, হযরত মুছা (আঃ) কাপড় দিয়ে সারা শরীর মছেহ করলেন। তখন দেখা গেল, তার অবস্থা স্বাভাবিক পর্যায়ে এসেছে। তবে চেহারার মাঝে এক দীপ্তি ও উজ্জ্বলতা বিরাজমান ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত সঙ্গীগণ চতুর্দিক ঘুরে ফিরে একত্রিত হলেন। তখন দেখা গেল তাদের শরীরের উজ্জ্বলতা দেখে অসংখ্য মানুষ তাদের পিছনে পিছনে এসে ভীড় জমিয়েছে। হযরত মুছা (আঃ) সকলকে নিয়ে এক বিশাল মিছিল সহকারে নিজ বাড়িতে এসে পৌঁছলেন।

বনি ইস্রাইলদের বাছুর পূজা

ছামেরী নামক হযরত মুছা (আঃ)-এর ভাগ্নে সম্পর্কের যে আত্মীয়কে ফেরাউনের রাজত্বকার্যে এক কিবতীর সাথে ঝগড়ার সময় কিবতীকে হত্যার করে তাকে পালিয়ে যেতে বলেছিলেন। সে ছামেরী বড় হয়ে স্বর্ণকারের কাজ শিখে। হযরত মুছা (আঃ)-এর নীল নদ পার হওয়ার সময় ছামেরী তার সঙ্গে ছিল না। সে মিশরেই আত্মগোপন করে ছিল।

হযরত মুছা (আঃ) যখন তাঁর ভাই হযরত হারুনের উপর উম্মতের দেখাশুনার দায়িত্ব অর্পণ করে সত্তর জন সঙ্গী নিয়ে তুর পাহাড়ে চলে যান। তখন ছামেরী গোপনে স্বর্ণ গলিয়ে একটি বাছুরের মূর্তি তৈরি করে। বাছুরটি তৈরির ক্ষেত্রে সে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে। যাতে অতি সুন্দর ও নিখুঁত একটি বাছুরের প্রতিকৃতি তৈরি করতে সে সক্ষম হয়। ছামেরীর বয়স অল্প হলেও সে যথেষ্ট বিচক্ষণ ও সাহসী ছিল। যখন ফেরাউন কয়েক লক্ষ সৈন্য নিয়ে হযরত মুছা (আঃ)-এর পিছনে ধাওয়া করে তখন ছামেরী অন্যান্য লোকজনের সাথে পিছনে পিছনে অবস্থা দেখার জন্য অগ্রসর হয়। ফেরাউন নীলনদে যাত্রা মুহূর্তে ছামেরী দেখল একজন সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি একটি অশ্বপৃষ্ঠে ব্যস্তভাবে চতুর্দিকে ছুটাছুটি করছে। এ ব্যক্তির অশ্বের ক্ষুর যেখানে মাটি স্পর্শ করছে, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে তাজা ঘাস গজিয়ে উঠছে। তখন ছামেরী মনে করল এ ব্যক্তি

www.pathagar.com

মানুষ নয়। সে নিশ্চয়ই আল্লাহর ফেরেস্তা। তখন সে ঘাসের নিচ থেকে কিছু মাটি সংগ্রহ করে রেখে দিল। ছামেরী বাছুরের স্বর্ণ মূর্তি তৈরি করার পরে তার মুখের মধ্যে সেই অশ্বক্ষুরের মাটি রেখে দিল। আল্লাহ তা'য়ালার কুদরত মানুষের জ্ঞানের নাগালের বহির্ভূত বস্তু। বাছুর মূর্তির মুখে মাটি রেখে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে হে হাম্বা হাম্বা করে ডেকে উঠল। তখন ছামেরী আনন্দে আত্মহারা হয়ে মহল্লায় ছুটল এবং বনি ইস্রাইলদেরকে ডেকে বলল, আমার ঘরে আল্লাহ তা'য়ালা অবস্থান নিয়েছেন। তিনি স্বর্ণের বাছুরের আকৃতিতে অবতরণ করছেন। তোমরা এসে একে ছেজদা কর এবং জীবনের সর্বক্ষেত্র মঙ্গলময় করে নাও। ছামেরী আরো বলল, আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে আরো জানিয়েছেন যে, মুছা যে সমস্ত সঙ্গীদেরকে নিয়ে তুর পাহাড়ে গিয়েছে সে সমস্ত সঙ্গীরা কেউ বেঁচে নেই। হযরত মুছাও নির্বিঘ্নে ফিরতে পারে কিনা সন্দেহ। অতএব তার প্রতি তৌরাত কিতাব নাজিলের যে কথা ছিল, তা ছিল মুছা (আঃ)-এর একটি ধোকাবাজী ওয়াদা। তোমরা সে আসার বাণীর প্রতি তাকিয়ে থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হইও না। তাড়াতাড়ি এ স্বর্ণমণ্ডিত খোদার নিকট এসে আশীষ গ্রহণ কর এবং তার প্রতি ঈমান এনে নাজাতের পথ পরিষ্কার কর।

কুরআনের ভাষায়–

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى *

অর্থ ঃ "সামেরী তাদের জন্য এসব অলংকারাদি হতে গোবৎসের দেহ বের করে আনল এবং গরুর ন্যায় শব্দ করত, তখন সে বলতে লাগল, এটাই তো তোমাদের ও মুসার ইলাহ্ ।" (সূরা ত্ব-হা ঃ ৮৮)

ছামেরীর কথা শুনে বনি ইস্রাইলের কিছু সংখ্যক লোক সেখানে এসে দেখল অতি সুন্দর আকৃতির স্বর্ণমণ্ডিত বাছুর সজোরে ডাকছে। বাছুরের নিকট মানুষ যে কামনা করে তা পূরণ হয়। যে ব্যক্তি বাছুরের নিকট কোন কিছুর জন্য দোয়া চায় বাছুর দুটো ডাক দিলেই তা কবুল হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। এ ব্যাপারে বাছুর যদি একটি ডাক দেয় তবে ধরে নেয়া হয় প্রার্থনাকারীর দোয়া কবুল হয় নি। তখন তাকে অপেক্ষা করতে হয় এবং মূর্তির সম্মুখে হাদিয়া পেশ করতে হয়। এভাবে বিশ দিন যাবত মূর্তির সম্মুখে অবিশ্রান্ত ভিড় জমতে থাকে। দিন দিন মূর্তি পূজকদের দল বৃদ্ধি পেতে থাকে। সারাদে< ব্যাপী এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বনি ইস্রাইল কওমের প্রায় অর্ধেক মানুষ এ পূজায় অংশ গ্রহণ করে।

এই সময় হযরত মুছা (আঃ) তওরাত কিতাব নিয়ে দেশে এসে ছামেরীর বাছুর তৈরি ও বনি ইস্রাইলদের পূজা অর্চনার কথা শুনে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে

www.pathagar.com

গেলেন। তৌরাত কিতাবের ফলক কাঁধ থেকে নামিয়ে হযরত হারুনের দাড়ি ও চুল ধরে প্রহার আরম্ভ করলেন। হযরত হারুন কাকুতির সঙ্গে বললেন, হে সহদর ভাই! তুমি বিশ্বাস কর, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেও এর কোন প্রতিকার করতে সক্ষম হই নি। তারা আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছে। তবুও আমি তাদেরকে বারণ করতে দ্বিধা করি নি।

হযরত মুছা (আঃ) তখন তাকে ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে এ বাছুরের মূর্তি তৈরি করেছে। হযরত হারুন বললেন, আমাদের সম্পর্কীয় ভাগ্নে ছামেরী। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, কোথায় সে বে-ঈমান, তাকে এখনই আমার সম্মুখে হাজির কর। হযরত হারুন ও অন্যান্য লোক গিয়ে ছামেরীকে হযরত মুছা (আঃ)-এর সম্মুখে নিয়ে আসলেন। হযরত মুছা (আঃ) তাকে দেখা মাত্র জুতাপেটা করলেন। অতপর জিজ্ঞেস করলেন কি দিয়ে এটাকে তৈরি করেছ। ছামেরী তখন জিব্রাঈল (আঃ) - এর অশ্বের পদচিহ্ন থেকে মাটি সংগ্রহ করে স্বর্ণের তৈরি বাছুরের মুখে রেখে দেয়ার বিবরণ বিস্তারিত ভাবে তাকে বলল। সে আরো বলল, ঐ মাটি মূর্তির মুখে পুরে দিলে সে ডাকবে একথা আমার জানা ছিল না। এটা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার একটি কুদরত।

قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى *

অর্থ ঃ "তারা বলল, আমরা সোচ্ছায় আপনার কাছে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিনি। তবে ফেরাউন সম্প্রদায়ের অলংকারাদির যে বোঝা আমাদের উপর চাপান হয়েছিল আমরা সেগুলো অগ্নিতে নিক্ষেপ করলাম। অনরূপভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করল। অনন্তর সামেরী তাদের জন্য এসব গলিত অলংকারাদি হতে রূহবিহীন একটি গরুর বাছুরের দেহাকৃতি বের করে আনল যার শব্দ গরুর আওয়াজের ন্যায়। তখন সামেরী ও তার অনুসারীরা বলতে লাগল যে, হে বনী ইসরাইল! এটা তোমাদের ইলাহ্ এবং মুসারও ইলাহ্। মুসা (আঃ) স্বীয় ইলাহকে ভুলে গিয়েছেন।" (সূরা ত্ব-হা ঃ ৮৭-৮৮)

তিনি হযরত হারুন (আঃ) কে বলেন–

يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا اَلاَّ تَتَّبِعَنِ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ *

www.pathagar.com

অর্থ ঃ ' হে হারুন! তাদেরকে পথভ্রষ্ট হতে দেখে কেন তুমি আমার কাছে এলে না? কিসে তোমাকে বাধা দিয়েছে? তবে কি তুমি আমার কথা অমান্য করেছে?" (সূরা ত্ব-হা ঃ ৯২)

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِىْ نَفْسِىْ *

অর্থ ঃ 'সামেরী বলল– আমি যা দেখেছি তারা তা দেখেনি। অনন্তর আমি প্রেরিত দূতের পায়ের চিহ্ন হতে এক মুষ্ঠি মাটি উঠিয়ে নিয়েছি। অনন্তর আমি তা (আগুনে নিক্ষিপ্ত অলঙ্কারের মধ্যে) নিক্ষেপ করেছি। আমার মনে এটা ভাল লাগল।" (সূরা ত্ব-হা ঃ ৯৬)

হযরত মুছা (আঃ) ছামেরীর বক্তব্য শুনে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বললেন, হে মহান প্রভু! মূর্তি না হয় ছামেরী তৈরি করেছে। কিন্তু তার মুখের শব্দ কে দিয়েছে? আল্লাহ তা'য়ালা উত্তরে বললেন, আমি দিয়েছি। হযরত মুছা বললেন, হে প্রভু! তোমার কুদরতের রহস্য বুঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি যাকে যেভাবে চাও সেভাবে পরিচালনা কর। এতে বাধা প্রদানের ক্ষমতা কারও নেই। হে মহা মহিম! তুমি আমার অন্যায় ও অতিরিক্ত কৃতকর্মের অপরাধ ক্ষমা কর। আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, হে নবী! তুমি বাছুর পূজারীদেরকে হেদায়েতের দাওয়াত দাও। হযরত মুছা (আঃ) তখন বনি ইস্রাইলদের নিকট গিয়ে বাছুর পুজার অপকারিতা সম্বন্ধে বুঝিয়ে বললেন এবং আল্লাহ তা'য়ালার উপর ঈমান আনার জন্য অনুরোধ করলেন। এমনকি তিনি তৌরাত কিভাবের উপর আমলের গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক বুঝালেন। বনি ইস্রাইলেরা হযরত মুছা (আঃ)-এর কথায় মৌখিক ভাবে বাছুর পূজার অন্যায় স্বীকার করল কিন্তু মনে মনে বাছুর পূজার প্রতি তাদের গভীর আকর্ষণ থেকে গেল।

তখন আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুছা (আঃ)-কে জানিয়ে দিলেন। বনি ইস্রাইলদের অপরাধ ক্ষমার দুটি পথ আছে। এর মধ্যে যেটি তারা স্বইচ্ছায় গ্রহণ করে তাতে তারা ক্ষমা লাভ করতে সক্ষম হবে। প্রথমটি হল শূন্য অবস্থায় তারা দেশ ত্যাগ করবে। দ্বিতীয়টি হল তারা এক অন্ধকার স্থানে সমবেত হয়ে তলোয়ার বাজী করে একে অপরকে হত্যা করবে। হে নবী! অতি সত্তর আপনার উম্মতের সাথে কথা বলে তওবার দুটি পন্থার মধ্যে একটি গ্রহণ করতে বলুন। না হয় সারা দেশ ব্যাপী আমি গজব নাজিল করব।

www.pathagar.com

হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ অনুসারে বনি ইস্রাইলের সকল মানুষকে এক জায়গায় ডেকে আল্লাহ তা'য়ালার ফরমান তাদেরকে জানিয়ে দিলেন। তখন বনি ইস্রাইলের লোকেরা ভেবে চিন্তে বলল, আমাদের পক্ষে দেশ ত্যাগের চাইতে তলোয়ারবাজী উত্তম। আমরা এটা গ্রহণ করব। অতপর নবীর আদেশ অনুসারে দুদিন পরে তাদের মধ্যের ঈমানদার ব্যক্তিরা অন্ধকারে এক জায়গায় জমা হয়ে উলঙ্গ শরীরে তলোয়ারবাজী আরম্ভ করল। কয়েক ঘণ্টা এভাবে চলার পরে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে তাদের তওবা কবুলের ঘোষণা দেয়া হল। তখন যারা বেঁচে ছিল তারা তলোয়ারবাজী বন্ধ করল।

কয়েক ঘণ্টা তলোয়ারবাজীর ফলে নাকি সেখানে সত্তর হাজার বনি ইস্রাইল নিহত হয়েছিল। হযরত মূছা (আঃ) তখন অস্থিত হয়ে পড়লেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, যারা নিহত হয়েছে তারা কোন দিন বেহেস্ত লাভ করার যোগ্য পাত্র ছিল না। তবে আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তারা প্রাণ দিয়েছে এখন তাদের জন্য বেহেস্তে প্রবেশ ওয়াজেব হয়ে গিয়েছে। বাকি যারা এ কতল ও কেতালের জমাতে আদৌ আসে নি তাদেরকে তৌরাত কিতাব পাঠ করতে বলুন এবং উহার যাবতীয় হুকুম পালন করতে বলুন না হয় তাদের প্রতি কঠিন আজাব আসবে। নবী আল্লাহ তা'য়ালার পয়গাম অনুসারে বাকি সকল বিন ইস্রাইলের লোকদিগকে আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা জানিয়ে দিলেন। তারা বলল, আমরা তৌরাত পড়ব কিন্তু মানব না। আর যদি মানি তাহলে পড়ব না। দুটির একটি আমরা পালন করব। একথায় আল্লাহ তা'য়ালা অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের প্রতি গজব নাজিলের ব্যবস্থা করলেন। বড় বড় কয়েক হাজার পাহাড় উঠিয়ে তাদেরকে চাপা দিয়ে খতম করে দেয়ার জন্য জিব্রাইল (আঃ)-কে হুকুম দিলেন।

হযরত জিব্রাইল (আঃ) কয়েক হাজার পাহাড় তুলে আকাশ পথে বাতাসের সাহায্যে মিশরের আকাশে এনে দিলেন। তখন চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। এদৃশ্য দেখে বনি ইস্রাইলেরা ভীত হল। তবে তাদের কথা ঠিক রাখল, তারা বলল, যদি আমরা তৌরাত পাঠ করি তবে মানব না। আর যদি তা মানি তবে পাঠ করব না। জিব্রাইল (আঃ) পাহাড়গুলোকে আরো নিচে নামিয়ে আনলেন। এবার তারা স্পষ্টভাবে পাহাড়গুলোকে দেখতে পেল। তখন তারা সকলে হযরত মুছা (আঃ)-এর নিকট বিপদ মুক্তির জন্য দোয়া প্রার্থনা করল। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, এবারের গজব শুধু আমার দোয়ায় দূরীভূত হবে না। অতএব তোমরা সকলে সেজদায় পড়ে কান্নাকাটি করে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তখন সকল মানুষ একত্রিত হয়ে কপাল মাটিতে মিশিয়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে বলল, আল্লাহ আমরা তোমার প্রতি ঈমান এনেছি এবং

www.pathagar.com

তোমরা প্রেরিত তৌরাত কিতাবের যাবতীয় আদেশ নিষেধ আমরা পালন করব এবং কিতাবখানি আমরা নিয়মিত তেলাওয়াত করব। বনি ইস্রাইলগণ অঝোড় নয়নে কেঁদে কেঁদে সম্মুখের মাটি ভিজিয়ে ফেলল। হযরত মুছা (আঃ) নিজেও সিজদায় পড়ে উম্মতের গুনাহ মাফের জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা নবীর দোয়া কবুল করলেন। এবং পাহাড়গুলোকে সড়িয়ে নেবার জন্য হযরত জিব্রাইলকে হুকুম দিলেন। বনি ইস্রাইলের লোকেরা সেজদায় বসে মাথা কাত করে আড়ে আড়ে তাকিয়ে মাথার উপর ঝুলন্ত পাহাড়গুলোর অবস্থা দেখছিল। যখন পাহাড়গুলো সড়ে গেল তখন তারা উঠে দাঁড়াল এবং স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করল।

এ সমস্ত কঠিন ব্যবস্থার পরেও কতক লোক গোপনে গোপনে ছামেরীর ঘরে গিয়ে বাছুর পূজা করত। হযরত মুছা (আঃ) এ খবর জানতে পেরে একদিন তিনি ছামেরীর ঘরে গিয়ে বাছুরের মূর্তিটিকে পাথর দিয়ে আঘাত করে করে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলেন। অতপর তা আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দিলেন। সর্বশেষে ভস্মগুলো নিয়ে নদীতে ফেলে দিলেন। তখন পূজারীদের মধ্যের অতি ভক্ত একদল লোক বাছুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এবং নিজেরা অধিক পুণ্যবান হবার লক্ষ্যে নদীবক্ষে ঝাপ দিয়ে পেট ভরে পানি পান করল। কতকে পাত্র ভরে পানি বাড়িতে নিয়ে আসল।

কথিত আছে বাছুর ভক্তদের যারা নদীবক্ষে পানি পান করেছিল। তারা তীরে উঠার পরে তাদের শরীরের চামড়া ভেদ করে এক প্রকার ফোস্কার ন্যায় পীড়াদায়ক ফোড়া ওঠে সমস্ত শরীর ভরে যায় এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ছটফট করে তারা সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হযরত মুছা (আঃ)-এর প্রতি জেনার তোহমত

কারুন বনি ইস্রাইল বংশের একজন লোক। সে সম্পর্কে হযরত মুছা (আঃ)-এর চাচাত ভাই হত। সে হযরত মুছা (আঃ)-এর জমানায় মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী বলে পরিচিত ছিল। হযরত মুছা (আঃ) তাকে হেদায়েতের দাওয়াত এবং এক হাজার টাকায় এক টাকা যাকাত দিতে হুকুম করেন। এছাড়া তাকে অন্যায় কার্যাবলী বিশেষ করে নারী সম্ভোগের মত জঘন্য কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে আদেশ দেন। হযরত মুছা (আঃ)-এর এসব হুকুম সে অমান্য করে এবং তার জৌলুসী জীবন যাত্রার অন্তরায় মনে করে সে হযরত মুছা (আঃ)-এর বিরোধীতা আরম্ভ করে।

কারুনের ধন-সম্পদের উৎস সম্বন্ধে জানা যায় যে, একদা আল্লাহ তা'য়ালা তওরাতের প্রস্তর ফলকগুলোকে স্বর্ণের পাত দ্বারা মুড়ে সুশোভীত করার জন্য

www.pathagar.com

হযরত মুছা (আঃ)-কে আদেশ দেন। হযরত মুছা (আঃ) এ আদেশ পেয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বলেন, হে খোদা আমি এত স্বর্ণ কোথায় পাব? তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত জিব্রাইলকে পাঠিয়ে তামার উপর কিছু রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণ করে স্বর্ণ তৈরির কৌশল বলে দেন। হযরত মুছা (আঃ) ইউসুফ ও কালুত নামের দুইজন বিশ্বস্ত লোকের সাথে এ বিষয় আলাপ করেন। কারুণ এ সময় গোপনে তাদের কথাবার্তা শোনে। পরবর্তী সময় যথেষ্ট চেষ্টা করে স্বর্ণ তৈরির ফয়মুলা সংগ্রহ করে এবং দীর্ঘ দিন যাবত এর পিছনে পরিশ্রম করতে থাকে। একদা সে তার চেষ্টার ফল লাভ করল। অর্থাৎ স্বর্ণ তৈরির পদ্ধতি সে আবিষ্কার করে ফেলল। তখন আর কে তার নাগাল পায়। সে দিবারাত্র এ কাজ করে কয়েক বছরের মধ্যে বিশাল ধন সম্পদের মালিক হয়ে যায়। যদিও সে প্রথম জীবনে ইসলামের অনুগত ছিল কিন্তু ধন-সম্পদের অধিকারী হবার পরে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে নাফরমানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কারুনের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনেরা সর্বদা তার ঔদ্ধত্যপনার জন্য তাকে উপদেশ দিত। তাকে বলত, আল্লাহ তোমাকে ধন-দৌলত দিয়েছেন তুমি গরীবকে দান কর, দুস্থদের সাহায্য কর, জাতির কল্যাণের জন্য খরচ কর। শুধু নিজের ব্যক্তিগত জৌলুস বৃদ্ধির চেষ্টা কর না। আল্লাহ তা'য়ালা জৌলুসকারীকে ও অহংকারকারীকে আদৌ পছন্দ করেন না। তারা আরো বললেন হে কারুন, একদা তুমি খুবই দরিদ্র ছিলে আজ আল্লাহ তোমাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তুমি এর সদ্ব্যবহার কর, যাকাত দাও। দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের সাহায্য কর এবং নবীর উপদেশ অনুসারে চল। যে আল্লাহ তোমাকে সম্পদের মালিক করেছেন তিনি পুনরায় সেগুলো নিয়ে যেতে পারেন। অতএব আল্লাহকে ভয় কর।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ، إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ * وَابْتَغِ فِيْمَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ، وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْأَرْضِ، إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ *

অর্থ ঃ 'যখন কারূনের গোত্রের লোকেরা উপদেশস্বরূপ তাকে বলল, তুমি বিত্তশালী বলে উদ্ভাসিত হয়ে পড়ো না। আর আল্লাহ্ তা'আলা উদ্ভাসিত ব্যক্তিদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে

www.pathagar.com

পরকাল অন্বেষণ কর। দুনিয়ার এ অংশ যা পরকালে কাজে আসবে তা ভুলে যেও না। আল্লাহ্ তোমার প্রতি যেমন ইহসান করেছে তুমিও মানুষের প্রতি ইহসান কর। আল্লাহ্র নাফরমানী করে দুনিয়াতে ফিতনা সৃষ্টি করো না। মনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহ ফিতনা সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা কাছাছ ঃ ৭৬-৭৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন–

أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا *

অর্থ ঃ তবে কি কারূন এটা জানে না যে, আল্লাহ্ পূর্ববর্তী সম্প্রদায় হতে এমন এমন লোকদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন যারা সম্পদের শক্তির দিক দিয়ে তার চেয়ে অনেক অগ্রগামী ছিল এবং তাদের লোকজনও অধিক ছিল। (সূরা কাছাছ ঃ ৭৮)

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ * وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ *

অর্থ ঃ "আমি কারূন এবং তার বাড়ী ঘর যমীনের ভেতর ধসিয়ে দিলাম। তখন এমন কোন দল ছিল না যারা তাকে আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা করতে পারে এবং সে নিজেও নিজকে রক্ষা করতে পারেনি। যারা গতকল্যও তার মত আশা করেছিল তারা বলতে লাগল হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যে আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে হতে যাকে ইচ্ছা প্রচুর রিযক দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। আমাদের প্রতি আল্লাহ্র মেহেরবাণী না হলে আমাদেরকেও ধ্বংস করে ফেলা হত। সুতরাং জানা গেল যে কাফেরদের সফলতা লাভ হয় না। –(সূরা কাছাছ ঃ ৮১-৮২)

উত্তরে কারুন বলত আমার ধন-সম্পদ আল্লাহ দেন নি। এগুলো আমি আমার চেষ্টা দ্বারা অর্জন করেছি। অতএব এ ধন-সম্পদ থেকে আল্লাহর কিছুই

www.pathagar.com

পাওয়ার অধিকার নেই। এই বলে সে আত্মীয়-স্বজনকে ও বন্ধু -বান্ধবকে বিদায় করত।

কারুন গোপনে হযরত মুছা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে একটি দল তৈরি করল। দলের লোকদেরকে সে বেশ টাকা পয়সা দিত। এতে দিন দিন তার দল প্রসার লাভ করতে থাকে। একদা সে বনি ইস্রাইলদেরকে দাওয়াত করে এক বিরাট ভোজ সভার আয়োজন করে। সেখানে অধিকাংশ নাস্তিকবাদীরা সমবেত হয়। বিরাট ধুম ধামের সাথে সকলকে আপ্যায়ন করে এবং সে তার দলের আদর্শ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়। তার বর্ণনয় দেশ ও জাতির সেবামূলক কাজের কথা উল্লেখ ছিল। যাতে মানুষেরা তার দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেখানে সে তার দলীয় মানুষকে অনেক দান খয়রাত করে। তার দলের অন্তর্ভূক্ত না হলে কেউ কোন দান অনুদান পেত না। এরপর থেকে বনি ইস্রাইলদের মধ্যে প্রায় সমান সমান দুটি দলের সৃষ্টি হয়, একটি হযরত মুছা (আঃ)-এর দল অপরটি কারুনের দল।

কারুন কি পরিমান অর্থ সম্পদের মালিক ছিল তা হিসেব করা যায় না। তবে কথিত আছে তার ধন সম্পদের গুদাম ও কোষাগারের চাবি সত্তরটি উট বহনযোগ্য ভারি ছিল। প্রতিটি চাবির ওজন নাকি একাতোলা, দুই তোলার উর্ধ্বে ছিল না। এ মর্মে তার ধন-সম্পদের একটা অনুমান করা যায়। কিন্তু হিসেব করা সম্ভব নয়। কারুন নিজ অর্থ সম্পদ দ্বারা নিজ এলাকায় একটি শহর গড়ে তুলেছিল। সেখানে নিজের জন্য বহু সুরম্য অট্টালিকা তৈরি করেছিল। সে তার এলাকায় সত্তরটি প্রমোদ মহল নির্মাণ করেছিল। সকল মহলে বহু কক্ষবিশিষ্ট বহুতলা ইমারতের সংখ্যা ছিল অনেক। কোন কোন প্রমোদ মহলের নাচ ঘর, খাস মহল ও অন্দর মহল ছিল। অন্দর মহলের অট্টালিকার দরজাগুলো ছিল স্বর্ণের আস্তর করা। কোন কোনটির দরজা ও পালঙ্ক ছিল রৌপ্যের নির্মিত। সমস্ত মহলের আতর দান, গোলাপ দান ও আগর দান ছিল স্বর্ণ ও মণিমুক্তা খচিত। একদা কারুন তার স্ত্রীকে নিয়ে ভ্রমণে বের হল। তার স্ত্রীর সর্ব শরীর ছিল স্বর্ণ ও হীরার অলঙ্কারদীতে পরিপুর্ণ। তার সম্মুখে ছিল স্বর্ণের তাজ ও জরির পোশাক পরিহিতা সত্তর জন সেবিকা এবং পিছনে ছিল অনুরূপ সত্তর জন সেবিকা। মানুষ সেদিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে অন্যদিক আর চক্ষু ফিরানোর উপায় ছিল না। কারুনের কোষাগার রক্ষীর সংখ্যা ছিল তিন হাজার। তার মহলসমূহের পরিচর্যার জন্য কর্মচারীর সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার। তার দাস-দাসী ছিল। অসংখ্য। এক কথায় সে ছিল একজন অঘোষিত রাজা বাদশাহ।

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুছা (আঃ)-কে অহী মারফত জানিয়ে দিলেন, সমস্ত মানুষ যেন তৌরাত কিতাব নিয়মিত পাঠ করে এবং তদনুযায়ী আমল করে। না

www.pathagar.com

হয় তাদের উপর কঠিন আজাব আসবে। বিশেষ করে কারুন যেন তার ধন-সম্পদের হাজার ভাগের একভাগ অতি সত্তর যাকাত হিসেবে গরীবের মধ্যে বিতরণ করে। না হয় তাকে ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। তার ধন-সম্পদ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। কারুনের উদ্ধত্যপনা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাকে আর অধিক সময় প্রদান সম্ভব নয়।

হযরত মূছা (আঃ) তাঁর উম্মতদিগকে ডেকে আল্লাহর নির্দেশের কথা জানিয়ে দিলেন। উম্মতেরা হযরত মুছা (আঃ)-এর আদেশ অনুসারে কাজ করার অঙ্গীকার করল। অতপর তিনি কারুনের নিকট গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশের সংবাদ জানিয়ে দিলেন। কারুন তার উত্তরে বলল, আমার ধন-সম্পদ আল্লাহ্ আমাকে দেয় নি। ইহা আমি আমার নিজ চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা অর্জন করেছি। এতে যাকাতের কোন ভাগ নেই। একান্ত যদি আমি হাজার ভাগের এক ভাগ হিসেবে যাকাত দেই তাতে আমার বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। যার হিসেব করলে, সে অর্থ দ্বারা মিশর রাজত্ব দু বছর অনায়াসে চলতে পারবে। অতএব এ অর্থ কিসের বিনিময়ে খরচ করব। হযরত মুছা বললেন, এ অর্থের বিনিময়ে আল্লাহ তোমাকে দোজখের আজাব থেকে রক্ষা করবেন এবং বেহেস্তের শান্তি দান করবেন। কারুন বলল, আমি যে মহল তৈরি করেছি তাতেই আমি বেহেস্তের আনন্দ লাভ করছি তোমার আল্লাহর বেহেস্তের আমার প্রয়োজন হবে না। আমার দ্বারা যাকাত ছদকার নির্দেশ পালন করা সম্ভব নয়। আমি যে দল ও রক্ষী বাহিনী তৈরি করেছি তার মোকাবেলা করার ক্ষমতা তোমার নেই। তুমি দরিদ্র মুটে মজুর নিয়ে থাক। আমাকে বিরক্ত করতে এসো না। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, তোমার চাইতে অধিক শক্তিধরকে আল্লাহ নিমিষে ধ্বংস করেছেন, এ নজির পৃথিবীতে আছে। অতএব তুমি যদি তৌরাত কিতাবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না কর এবং আল্লাহর হুকুমের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না কর তাহলে অচিরেই তোমার উপর আল্লাহর গজব নাজিল হবে। কারুন হযরত মুছা (আঃ)-এর কথায় বিরক্ত হয়ে চলে গেল এবং রক্ষীদেরকে বলল, লোকটিকে আমার মহল থেকে বের করে দাও। কারুন হযরত মুছা (আঃ)-এর প্রতি যথেষ্ট ক্রোধান্বিত হল এবং তাকে অপদস্ত করে দেশান্তরিত করার পরিকল্পনা নিল। তাই সে এক চতুর ও দুষ্টা মহিলাকে প্রচুর টাকা পয়সা দিয়ে হযরত মুছা (আঃ)-এর নামে কলঙ্ক প্রচারের ব্যবস্থা করল। মহিলাকে বলে দিল, সে যেন সর্বত্র বলে বেড়ায় যে, মুছা (আঃ)-এর সাথে তার দীর্ঘ দিনের প্রণয় ও ভালবাসা ছিল। সে সুবাদে মুছা তার সাথে জেনা করেছে।

মহিলা টাকার প্রলোভনে কারুনের পরামর্শ অনুসারে কাজ আরম্ভ করে দিল। যেখানে মুছা (আঃ)-এর ভক্তবৃন্দ বসবাস করত সেখানে গিয়ে হযরত মুছা

www.pathagar.com

(আঃ)-এর বিরুদ্ধে এ অপবাদ প্রচার করত। এভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হল। দুষ্ট মহিলার কথা প্রকারান্তরে অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করল না। তবে কতক লোক যারা হযরত মুছা (আঃ)-এর বিরোধী ছিল তারা এটাকে এক সুযোগ মনে করে সর্বত্র আলোচনা করে ফিরত। যাতে হযরত মুছা (আঃ) লজ্জা ও ঘৃণায় দেশ ত্যাগ করে।

একদিন হযরত মুছা (আঃ) এক মজলিসে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সেখানে তিনি এক মিম্বরের উপর বসে তৌরাত কিতাবের আদেশ নিষেধ সম্বন্ধে মানুষকে অবগত করছিলেন এবং নেক কাজের প্রতিদান ও পাপ কাজের জঘন্য পরিণামের কথা বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি ব্যাভিচারের বিচার ও পর কালের শাস্তির কথা আলোচনা করছিলেন। এমন সময় কারুন মজলিসের এক পাশ থেকে বলে উঠল, হে মুছা! যদি আপনি ব্যাভিচারে লিপ্ত হন তবে কি হবে। হযরত মুছা বললেন, আমার আইনের ক্ষেত্রে নবী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। ব্যাভিচারীর শাস্তি হল পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করা। কারুন তখন বলল, ঐ মেয়ে লোকটির সাথে আপনি জেনা করেছেন। এই বলে সে মেয়ে লোকটিকে দাঁড়াতে বলল। মেয়ে লোকটি দাঁড়াল। হযরত মুছা (আঃ) মেয়ে লোকটিকে বলল, সত্য করে বল কি ঘটনা ঘটেছে। মেয়ে লোকটি তখন তার শরীর পাথরের মত শক্ত হয়ে যাচ্ছে দেখে ভয়ে ভীষণ ভাবে কাঁপতে আরম্ভ করল। হযরত মুছা (আঃ) দ্বিতীয় বার তাকে ধমক দিয়ে বললেন, সঠিক ঘটনা বল, তখন মহিলা বলল, হুজুর! আমাকে কারুন টাকা দিয়েছে এবং আপনার বিরুদ্ধে এ অপবাদ ছড়াতে বাধ্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে আপনি নির্দোষ। তখন মুছা (আঃ) ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে মাটির দিকে লক্ষ করে বললেন, 'খুজিহে' অর্থাৎ হে মাটি কারুনকে ধর এবং তোমার মাঝে তলিয়ে নিয়ে যাও। হযরত মুছা (আঃ)-এর আদেশের সঙ্গে সঙ্গে কারুনের হাটু পর্যন্ত মাটির ভিতর চলে গেল। তখন কারুন বলল, হে মুছা! তুমি তোমার যাদু বিদ্যা দ্বারা আমাকে হত্যা করে আমার ধন-সম্পদ আত্মসাত করবে। এ উদ্দেশ্যে আমাকে মাটির মধ্যে নিশ্চিহ্ন করতে আরম্ভ করেছ। এ কথায় হযরত মুছা (আঃ) বললেন, হে খোদা! তুমি আমাকে অপবাদের অমঙ্গল থেকে রক্ষা কর। তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কারুনের সমস্ত দন সম্পদ কারুনের চতুর্দিকে এনে পর্বতের ন্যায় উঁচু করে রাখলেন। যখন দ্বিতীয় বার হযরত মুছা (আঃ) বললেন, 'খুজিহে'। তখন কারুনের ধন-সম্পদ সহ তার কোমর পর্যন্ত মাটির মধ্যে ডুবে গেল। কারুন তখন বলল, হে মুছা! তুমি আমাকে মুক্তি দাও আমি সমস্ত ধন-সম্পদ তোমাকে দান করে দেব। হযরত মুছা (আঃ) পুনরায় বললেন,

www.pathagar.com

"খুজিহে' তখন কারুনের বুক পর্যন্ত মাটির গর্ভে চলে গেল। কারুন তখন চিৎকার দিয়ে বলল, হে মুছা! আমাকে বাঁচাও, আমি তোমার দ্বীন গ্রহণ করব। হযরত মুছা (আঃ) কারুনের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে পুনরায় বললেন "খুজিহে' এবার মাটি কারুনকে তার সমুদয় ধন সম্পদসহ সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিল। পৃথিবীতে তার আর কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকল না।

এ ঘটনার সময় সমস্ত মানুষ ভয়ে চিৎকার দিয়ে চতুর্দিক ছুটাছুটি করছিল এবং সকলে হযরত মুছা (আঃ)-কে ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করছিল। এমন কি হযরত হারুন পর্যন্ত ক্ষমার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু হযরত মুছা (আঃ) এত অধিক ক্রোধান্বিত হয়ে ছিলেন যে, কারো কথার প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ না করে মাটিকে বার বার হুকুম দিয়ে নাস্তিক কারুনকে তার অট্টালিকা ও ধন-রত্নসহ মাটির মাঝে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন।

এ দৃশ্য দেখে বনি ইস্রাইলের লোকেরা বলল, আল্লাহ্ আমাদের প্রতি যথেষ্ট মেহেরবানী করেছেন। আমাদেরকে অধিক ধন সম্পদ দেন নি। যদি আমারাও অধিক ধন-সম্পদের মালিক হতাম তাহলে বিলাসিতার মোহে আল্লাহর নবীর সাথে চরম বেয়াদবী করে ধ্বংস হয়ে যেতাম। অতএব প্রয়োজন মাফিক দৌলত মানুষকে মানবীয় চরিত্রের অধিকারী করে। আর অতিরিক্ত দৌলত মানুষকে জাহান্নামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। হযরত মছা (আঃ)-এর এহেন বিশাল ও অন্যতম এক মো'জেযা দর্শন করার পরেও কাফের ও খোদাদ্রোহীদের চিন্তাধারার তেমন কোন পরিবর্তন হল না।

আকিলের প্রতি মুছা (আঃ)-এর মৃত্যু দণ্ডাদেশ

বনি ইস্রাইল বংশের এক শক্তিশালী ও সাহসী যুবকের নাম ছিল আকিল বিন ছোলামান। সে খুব সচ্ছল ছিল না। অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করত। তার এক চাচা ছিল, তার নাম ছিল আমীল। সে ছিল বিরাট ধনী ব্যক্তি। তার ছিল অনেক ধন সম্পদ। সে ভাইর ছেলেকে কিছুই দিত না। নিজের আরাম আয়েশ ও সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টাই ছিল তার জীবনের লক্ষ্য। যদিও সে বনি ইস্রাইল বংশের লোক কিন্তু হযরত মুছা (আঃ)-এর প্রতি একনিষ্ঠ আস্থাবান ছিল না। তবে হযরত মুছা (আঃ)-এর বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গেও তার সম্পর্ক ছিল না। সে নিরিবিলি জীবন যাপন করতে পছন্দ করত। তার কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। তাই ভাতিজা তাকে হত্যা করে তার সমুদয় সম্পত্তির মালিক হবার পরিকল্পনা করল।

অনেক দিন ধরে সুযোগ অনুসন্ধানের পরে একদিন সে তার চাচা আমীলকে হত্যা করে রাতের অন্ধকারে তার লাশ শহরের বাইরে নিয়ে ফেলে আসল।

www.pathagar.com

অতপর সে চাচার সমুদয় সম্পত্তির মালিক হিসেবে চাচার বাড়িতে গিয়ে উঠল। আমীলের হত্যাকাণ্ড যেন অন্য মানুষের উপর বর্তায় সে জন্য সে চাচার হত্যাকারী অনুসন্ধানের ভান করে প্রতিবেশী মানুষকে দোষারোপ করতে আরম্ভ করল। সাধারণ মানুষ তার সম্মুখে কথা বলতে সাহস পেল না। যেহেতু এখন সে অনেক ধন সম্পদের মালিক এবং তার শক্তি সামর্থ বিরাট। তাই নীরবে তার অনুযোগ ও অত্যাচার সহ্য করে যেতে লাগল। একদা একদল লোক এসে হযরত মুছা (আঃ)-এর নিকট আরজ করল, হুজুর! আমরা আকিলের অত্যাচারে জর্জরিত। অতএব আপনি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দোয়া করে আমীলের হত্যাকারীকে বের করে দিন।

হযরত মুছা (আঃ) দেশের মানুষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দোয়া করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত জিব্রাইলকে পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, ভাল দেখে একটি গরু কুরবানী করে তার জিহ্বা দ্বারা মৃত্যু ব্যক্তিকে আঘাত করলে সে জীবিত হয়ে তার হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করে দিবে। হযরত মুছা (আঃ) বনি ইস্রাইলদের নিকট এ সংবাদ বললেন। বনি ইস্রাইলেরা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করে গরু কুরবানীর কথা বল, না হয় গরু কুরবানীর সাথে মৃত্যু রহস্য উদ্‌ঘাটনের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? হযরত মুছা (আঃ) বললেন, আল্লাহ আমাকে ঠাট্টা বিদ্রুপের ন্যায় গর্হিত কাজ থেকে রক্ষা করুন। তখন বনি ইস্রাইলেরা বলল, তবে তোমার প্রভুর নিকট থেকে জেনে নাও, গরুটি কি বয়সের হওয়া চাই, তার রং কি রকম। এটা কোন কাজে খাটান গরু কিনা। হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার নিকট থেকে জেনে নিয়ে বললেন, কুরবানীর গরুটি বাচ্চা নয় বৃদ্ধ নয় এমন বয়সের হতে হবে। রং লাল ধরনের , মনোরম, দর্শক যেন দেখে তৃপ্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। এ ছাড়া গরুটি দিয়ে কোন চাষাবাদ বা ক্ষেতে পানি সেচের কাজ করা হয় নি। বনি ইসরাইলেরা বলল এবার ঠিকভাবে বুঝে নিয়েছি। আমরা এ ধরনের গরু সংগ্রহ করতে পারব এবং অতি সত্বর এটা কুরবানী করে দেব। এর পরে তারা বিভিন্ন এলাকায় গরুর সন্ধান করতে লেগে গেল। বেশ কিছুদিন ধরে তারা হন্নে হয়ে গরু খোঁজ করল। কিন্তু উক্ত গুণসম্পন্ন গরু তারা সংগ্রহ করতে সক্ষম হল না। তখন তারা হযরত মুছা (আঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে নবী! গরু কোথায় পাওয়া যাবে তা যদি আমাদেরকে বলে না দেন তবে আমরা ওটা আদৌ সংগ্রহ করতে পারব না।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে বলেন-

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً قَالُوْا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ *

অর্থ ঃ আর যখন মুসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন তোমরা একটি গাভী জবাই কর, তারা বলল, আপনি কি আমাদের সাথে কৌতুক করছেন। মুসা বলেন, আমি আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি মূর্খদের কাজ হতে। (সূরা বাক্বারা ঃ ৬৭)

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে-

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَاهِيَ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْعَلُوْا مَاتُؤْمَرُوْنَ * قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَالَوْنُهَا قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ لَافَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ * قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ * قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَاتَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا قَالُوا الْئٰنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ *

অর্থ ঃ তারা বলল, আপনি আপনার রবের নিকট দোয়া করুন আমাদের জন্য, তিনি যেন বলে দেন সেটি (গাভী) কি কি গুণসম্পন্ন হতে হবে। মুসা বলেন, আল্লাহ্ বলেছেন, তা এমন একটি গাভী হতে হবে যা না একেবারে বৃদ্ধ আবার না একেবারে বাচ্চা উভয়ের মধ্যবর্তী জোয়ান, অতএব, এখন যা আদেশ করা হয়েছে সে অনুযায়ী কাজ কর। তারা বলল, আমাদের জন্য দোয়া করুন আপনার রবের নিকট, তিনি যেন বলে দেন যে, সেটি কি রংগের হবে? তিনি বলেন, আল্লাহ্ বলেছেন, সেটি একটি হলুদ রঙের গাভী, সেটির রং তীব্র হলুদ, যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়। তারা বলল, আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন আপনার রবের নিকট, তিনি যেন বলে দেন, সেটি কি কি গুণসম্পন্ন হতে হবে। কেননা, এ

www.pathagar.com

গাভী সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, এবং নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্র ইচ্ছায় সৎপথ পাব। মুসা বলেন, আল্লাহ্ বলেছেন– তা এমন গাভী হতে হবে তা না জমি চাষে আর না শস্য ক্ষেতে আর না পানি সেচে ব্যবহৃত হয়, তাতে কোন দাগ থাকবে না; তারা বলল, এখন আপনি যথার্থ বর্ণনা দিলেন। অতঃপর তারা তা অনিচ্ছায় জবাই করল। (সূরা বাক্বারা ঃ ৬৮-৭১)

হযরত মুছা (আঃ) তখন হযরত জিব্রাঈলের নিকট গরু অনুসনধানের বিষয় জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, বনি ইস্রাইলের একজন নেককার ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তার ছোট ছেলের ভবিষ্যৎ উপকারের উদ্দেশ্যে একটি বাছুর গরু আল্লাহর নামে বনে ছেড়ে দেয়। কয়েক বছর পর ছেলেটি বড় হল। তাদের সংসার ছিল অভাব অনটনের। তাই একদিন তার মাতা ছেলেকে ডেকে বলল, বাবা! তোমার পিতা তোমার ভবিষৎ উপকারের নিয়তে আল্লাহর নামে একটি গরু ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। তুমি এখন বনে গিয়ে দেখ গরুটি ধরে আনতে পার কিনা। যদি ধরে আনতে পার তা হলে আমাদের অভাবের সংসারে বিরাট উপকার হবে। ওটা আমরা বিক্রয় করে যে টাকা পাব তার অর্ধেক গরীবকে দান করব। বাকি অর্ধেক দ্বারা আমরা সংসার পরিচালনা করব।

ছেলেটি তার মায়ের কথা অনুসারে একদিন বনের মাঝে গিয়ে দুহাত তুলে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করল। আল্লাহ তা'য়ালা এতিম বাচ্চার প্রার্থনা মঞ্জুর করে গরুটি তার নিকট হাজির করে দিলেন। ছেলেটি তখন গরুর গলায় রশি লাগিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা করল। পথিমধ্যে শয়তান গরুটি তাড়িয়ে দিবার জন্য নানা রকম ষড়যন্ত্র করল। কিন্তু ছেলের মায়ের দোয়ার বরকতে তা ব্যর্থ হল এবং ছেলেটি গরু নিয়ে নিরাপদে বাড়িতে পৌঁছল। তার মা গরু দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হল এবং আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শুকুর গুজারী করল। অতপর মহিলা ছেলেকে বলল, বাবা! গরুটি নিয়ে বাজারে যাও। ছেলে বলল, কত দাম পেলে বিক্রয় করব। তার মা বলল, তিনটি সোনার মোহর দাম হলে গরু দিয়ে দিও। ছেলে গরু নিয়ে বাজারে গেল। আল্লাহর হুকুমে একজন ফেরেস্তা মানুষের ছুরতে সেখানে এসে ছেলের নিকট গরুর দাম জিজ্ঞেস করল। ছেলে বলল, তিনটি স্বর্ণ মোহর দাম হলে গরুটি বিক্রয় করব। লোকটি বলল, আমি এর দাম ছয়টি স্বর্ণ মোহর দিতে চেয়েছিলাম। ছেলে বলল, আমার মা আমাকে তিনটি স্বর্ণ মোহরের বদলে বিক্রয় করতে বলেছেন। তখন লোকটি বলল, তোমার মায়ের নিকট জিজ্ঞেস করে আস ছয়টি স্বর্ণ মোহরে তিনি বিক্রয় করতে চান কিনা। ছেলেটি তখন দৌঁড়ে এসে তার মায়ের নিকট ঘটনা বলল। তারা মা খুশী হয়ে বলল বাবা! সবই আল্লাহর রহমত। এত দাম হবে আমি তা ভাবি নি। অতএব যদি

www.pathagar.com

লোকটি স্বইচ্ছায় এ দাম দিতে চায় তবে তুমি রাজী হয়ে গরু দিয়ে দাও। ছেলে এ খবর নিয়ে বাজারে এসে লোকটিকে তার মায়ের মন্তব্য জানাল। তখন লোকটি বলল, না এর দাম আমি আরো অধিক মোহর দিতে চাই। এবার তোমার মাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করে আস। ছেলেটি তার মায়ের নিকট এসে লোকটির দ্বিতীয় বারের কথা বলল। ছেলের মা এবার বলল এ লোকটি মানুষ নয়। নিশ্চয়ই সে আল্লাহর ফেরেস্তা। অতএব তুমি এবার তাকে গিয়ে বল, আপনি যে দাম সাব্যস্ত করে দিবেন সে দামে আমরা রাজী থাকব। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ লোকটির নিকট গিয়ে তার মায়ের শিখানো কথা বলল। তখন লোকটি বলল বাচাধন! গরুটির আরো দু'একদিন পরে বিক্রয় কর। হযরত মুছা (আঃ) দু'এক দিনের মধ্যে পর্যাপ্ত দাম দিয়ে গরুটি নিয়ে নিবে। এ গরু কুরবানী করার জন্য বনি ইস্রাইলের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেন। একমাত্র এ গরুটি সে কুরবানীর যোগ্য। অতএব এটাকে বাড়িতে নিয়ে যাও। ছেলেটি তখন লোকটির কথা অনুসারে গরুটিকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসল। দু'দিন পরে হযরত মুছা (আঃ) অনুসন্ধান করতে করতে সেখানে এসে পৌছেন। গরুটি দেখামাত্র তার পছন্দ হল। আল্লাহ তা'য়ালার বর্ণিত সকল ছেফাত গরুটির মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন। তখন তিনি গরুর দাম জিজ্ঞেস করলেন। ছেলের মা তখন বলল হে নবী! আপনার যা ইচ্ছা তাই দিন। আমরা তাতেই খুশী হয়ে আপনাকে গরু দিয়ে দিব। তখন হযরত মুছা (আঃ) বনি ইস্রাইলদেরকে হুকুম দিলেন এটার চামড়ায় যতগুলো স্বর্ণ মোহর ধরে বলে তোমরা মনে কর। সে পরিমাণ মোহর এ বৃদ্ধ মহিলাকে দিয়ে দাও। এ গরু সাধারণ গরু নয়। এটা আল্লাহ তা'য়ালার আমলে প্রতি পালিত হয়েছে। অতএব এর দাম অনেক বেশি। তখন বনি ইস্রাইলের লোকেরা অনুমান করে তিন ঝুড়ি স্বর্ণ মোহর বৃদ্ধাকে দিয়ে গরুটি নিয়ে নিল। অতপর তারা নবীর উপস্থিতিতে গরুটি জবেহ করল এবং তার জিহ্বা কেটে মৃত্যু আমীলের শরীরে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে সে জীবিত হয়ে বলে উঠল হে, জনগণ! তোমরা সাক্ষী থাক আমাকে অন্য কোন লোকে হত্যা করে নি। আমার ভাতিজা আকিল আমার ধন-সম্পদ আত্মসাতের লোভে আমাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা যেন তার বিচার করেন। একথা বলে সে পুনরায় মৃত্যু অবস্থায় পড়ে গেল। সকল মানুষ আমীলের কথা শুনল। অতপর হযরত মুছা (আঃ) আকিলকে হত্যা করে তার সকল সম্পদ গরীবের মধ্যে বিতরণের হুকুম দিলেন। জনসাধারণ তখন হযরত মুছা (আঃ)-এর আদেশ অনুসারে আকিলকে ধরে হত্যা করল। অতপর তার সকল ধন-দৌলত গরীবের মাঝে ও যাদের প্রতি আকিল জুলুম অত্যাচার করেছিল তাদের মাঝে বিতরণ করে দিল।

www.pathagar.com

বনি ইস্রাইলদের চল্লিশ বছর তীহ্ ময়দানে অবস্থান

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুছা (আঃ)-কে শাম ও সিরিয়া রাজ্য দান করার আশ্বাস দিয়ে ছিলেন। সে মর্মে আল্লাহ তা'য়ালা জেহাদে অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুতি নিতে আদেশ দিলেন এবং জেহাদে অবতীর্ণ হবার পূর্বে বনি ইস্রাইলদের বার গোত্রের বারজন নেতা বাছাই করে সেখানে প্রেরণ করতে বললেন। তারা সেখানে গিয়ে জেহাদের স্থান, অবস্থান ও পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করবে।

হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ অনুসারে বনি ইস্রাইলদের বার গোত্র থেকে বারজন লোক নির্বাচন করে তাদেরকে সিরিয়া প্রেরণ করলেন। সেখানে গিয়ে তারা সেখানের বিরাটকায় মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত পেল। বিরাট বিরাট ফলমূল দেখল। যা তারা কোন দিন কল্পনা করতে পারে নি। কথিক আছে তখন সেখানে যে আঙ্গুর উৎপন্ন হত তার এক একটি আঙ্গুর মিশরের দশ জনের খাদ্যের জন্য যথেষ্ট ছিল। উহার ওজন ছিল কয়েক মণ। একটি আনারের খোসার মধ্যে মিশরের দশজন মানুষ বসবাস করতে পারত। একটি কলার ওজন ছিল আট নয় মণ। তা দশ জনের কম লোকে উঠাতে পারতনা। সেখানের মানুষও ছিল অত্যাধিক দীর্ঘকায়। তার মধ্যে আওজ বিন ওনক নামের এক ব্যক্তি ছিল সর্বাধিক লম্বা। সে নাকি ৩০০০ গজ লম্বা ছিল। সমুদ্রে তার হাঁটু পরিমাণ পানির বেশি কোথাও দেখা যায় নি । আওজ বিন-ওনক ছিল হযরত আদমের পৌত্র। সে তিন হাজার পাঁচ শত বছর জীবিত ছিল। বনি ইস্রাইলের বার জন নেতা উজের কাছে গিয়ে তাকে দেখা মাত্র ভয়ে দাঁতে খিল লেগে গেল। এত দীর্ঘকায় মানুষ হতে পারে তা তারা কোন দিন কল্পনা করতে পারে নি। ওজ ওদেরকে দেখে জিজ্ঞেস করল তোমরা কারা, কি জন্য এসেছ? তখন তারা বলল, আমরা বনি ইস্রাইলের লোক। আমাদের নবী হযরত মুছা (আঃ) আমাদিগকে এখানের অবস্থা জানার জন্য প্রেরণ করেছেন। আমরা তোমাদের সাথে জেহাদ করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ পেয়েছি। তাই জেহাদের জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি নিতেই আমরা এসেছি। তখন উজ তার বিরাট দাঁত বের করে এ বারজন বনি ইস্রাইলকে নিয়ে উজ নিজ বাড়িতে চলে যায়। তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে তাদেরকে পকেট থেকে বের করে মাটিতে রাখে এবং তাদেরকে পিপীলিকার ন্যায় পিষে মারার কথা বলে। তখন তার স্ত্রী বলে এ দুর্বল মানুষগুলোকে মেরে কোন সুনাম হবে না। এ কাজে আল্লাহ তা'য়ালা নারাজ হতে পারেন। তবে তার চেয়ে এদেরকে ছেড়ে দিয়ে সত্বর দেশে যেতে বল। উজ তার স্ত্রীর কথা অনুসারে সকলকে ছেড়ে দিল এবং বলল, এখনই দেশে চলে যা। আর কোন দিন এখানে যেন দেখি না।

www.pathagar.com

বনি ইস্রাইলের বারজন নেতার মধ্যে ইউসা ও কালুত নামের দুই জন ছাড়া সকলে অত্যন্ত ভীত হন। সকলে দ্রুত দৌড়াদৌড়ি করে দেশে ফিরল। তারা দেশে পৌঁছার পুর্বেই সকলে একমত হয়েছিল যে, সিরিয়ার প্রকৃত ঘটনা হযরত মুছা ও হারুন ছাড়া অন্য লোকের নিকট বলা যাবে না। কারণ এমনিতেই তারা জেহাদে যেতে অনিচ্ছুক। তারা পরে যদি এই বৃহদাকারের মানুষের কথা তারা অবগত হয় তাহলে কেউ আর এ পথে পা বাড়াবে না। এ সিদ্ধান্তের পরে তারা দেশে পৌঁছে চার পাঁচ দিন যাবত বিশ্রাম নিল। তারপরে হযরত মুছা (আঃ)-এর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করল। হযরত মুছা (আঃ) সমস্ত ঘটনা শুনে বিস্মিত হলেন। তবুও আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ তাকে অবশ্যই কার্যকরী করতে হবে। তাই তিনি সকল বনি ইস্রাইলকে সিরিয়া যাত্রার নির্দেশ দিলেন। হযরত মুছা (আঃ)-এর কথা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা কারো নেই। তাই তারা প্রস্তুত হয়ে রওয়ানা করল।

বনি ইস্রাইলের বারটি গোত্রের প্রায় ছয় লক্ষ লোক সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। এর মধ্যে সিরিয়া সফরকারী বার জন নেতার মধ্যে দুই জন নেতা ইউসা ও কালুত ছাড়া বাকি দশ জনে নিজ নিজ ওয়াদা ভঙ্গ করে গোত্রের নিকট সিরিয়ার বিপদের খবর জানিয়ে দিল। তখন বনি ইস্রাইলের প্রায় সকল মানুষের মনে ভীষণ ভয়-ভীতির সৃষ্টি হল। তারা নবীর সাথে সিরিয়া যেতে অস্বীকার করল। হযরত মুছা (আঃ) এ খবর জানতে পেরে তাদেরকে বার বার আল্লাহ তা'য়ালার বিজয়ের অঙ্গীকার শুনাতে লাগলেন। বিশেষ করে ইউসা ও কালুত সর্বত্র ঘুরে ঘুরে মানুষকে অভয় দিতে লাগলেন। সারাদিন পথ চলার পরে রাত্রির বিরতির জন্য নবী সকলকে নিয়ে এক পাহাড়ী এলাকায় অবস্থান নিলেন। রাত্রি বেলায় বনি ইস্রাইলের লোকেরা সিরিয়া যাত্রার বদলে মিশর অভিমুখে রওয়ানা করল। গভীর রাত্র পর্যন্ত হেঁটে তারা তিয়া নামক এক প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হল।

قَالَ رَبِّ إِنِّىْ لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِىْ وَأَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ *

অর্থ ঃ "মুসা বলেন, হে আমার রব! আমি আমার নিজের ও আমার ভাইয়ের উপর অধিকার রাখি। আপনি আমাদের মধ্যে ও অবাধ্য লোকদের মধ্যে পার্থক্য করে দিন।" (সূরা মায়িদা ঃ ২৫)

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (র) এর তাফসীর অনুসারে তাঁর দোয়ার সারকথা হল যে, তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধি সুতরাং তাদেরকে শাস্তি

www.pathagar.com

প্রদান করুন। আর আমরা দু জন যার যোগ্যতা আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ্ বললেন–

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ *

অর্থ ঃ "এ ভূমি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের অধিকারে আসবে না। এভাবেই এরা এ ভূমিতে ঘুরতে থাকবে। সুতরাং এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য আপনি একটুও বিষণ্ন হবেন না।" (সূরা মায়িদা ঃ ২৬)

তিয়া নামক ময়দানটি ছিল ফিলিস্তিন, জর্ডান ও মিশরের মাঝখানে অবস্থিত। এর দৈর্ঘ ছিল একশত কিলোমিটার এবং প্রস্থ্ ছিল ৬০ কিলোমিটার। বনি ইস্রাইলেরা এ ময়দানে এসে আর সম্মুখে অগ্রসর হতে পারল না। কেমন যেন অবস্থা হল। যে যেখানে থেকে হাঁটা আরম্ভ করল কয়েক ঘন্টা পরে আবার সেখানেই এসে পৌঁছল। মিশর যাত্রার উদ্দেশ্যে তারা দিবারাত্র হাঁটতে থাকল কিন্তু ঘুরে ফিরে একই জায়গায় এসে পৌঁছে যায়। সম্মুখে পিছনে কোন দিকে কেউ যেতে পারে না। শুধু তিয়া ময়দানের মধ্যে দিবারাত্র ঘুরতে থাকে। অনেকে মনে করল এটা হযরত মুছা (আঃ)-এর বদ দোয়ার ফল। অতএব হযরত মুছা (আঃ)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া উপায় নেই।

হযরত মুছা (আঃ) বনি ইস্রাইলদেরকে বাধা প্রদান করে কোন রকম জেহাদের জন্য সিরিয়া যাত্রায় রাজী করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি হযরত হারুন, ইউসা ও কালুতকে নিয়ে সিরিয়া যাত্রা করলেন। বাকি সমস্ত লোকেরা মিশর ফিরে যাবার লক্ষ্যে তিয়া ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হল। হযরত মুছা (আঃ) সিরিয়া পৌঁছে প্রথমেই উজ বিন-ওনকের নিকট গেলেন এবং তাকে বললেন, আমি আল্লাহর নবী মুছা। আমি তোমাকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে এসেছি। তুমি এখন কলেমা পাঠ করে আল্লাহ্র উপর ঈমান আন। অন্যথায় আমি তোমার সাথে জেহাদ করব। উজ হযরত মুছা (আঃ)-এর কথা শুনে বলল, তুমি সেই নবী যে ফেরাউনকে নীল নদে ডুবিয়ে মেরেছ? তবে আমাকে মারা এত সহজ সাধ্য নয়। তুমি তোমার আল্লাহকে নিয়ে দেশে যাও। আমাকে বিরক্ত কর না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে পাহাড় চাপা দিয়ে একেবারে পিষে দেব। হযরত মুছা (আঃ) উজের কথা শুনে নিজ হাতের লাঠির উপর ভর করে লাফিয়ে উঠে লাঠি ঘুড়িয়ে তাকে আঘাত করল। এ আঘাতটি মাটি থেকে একশত বিশগজ উপরে লাগে। তাতে উজের হাঁটুর উপর গিয়ে আঘাত পড়ে। উজ এ আঘাতে ভীষণ

www.pathagar.com

যন্ত্রণা বোধ করে এবং অধিক ক্রোধান্বিত হয়ে পার্বত্য এলাকার দিকে দৌঁড় দেয়। অল্পক্ষণের মধ্যে সে এক বিশাল পর্বত উপড়িয়ে মাথায় তুলে হযরত মুছা (আঃ)-এর দিকে ফিরে আসতে থাকে। পথিমধ্যে আসমান থেকে দুটো বৃহৎ পাখি এসে উজের মাথার উপরের পর্বতের চুড়ার উপর ঠোকর দিয়ে ছিদ্র করতে আরম্ভ করে। পাখির বিরাট বিরাট ঠোঁট দ্বারা ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাত করতে থাকায় একটু পরে বিরাট এক গর্ত হয়ে উজের মাথা পর্যন্ত এসে যায়। গর্তটি মাথার অতি নিকটবর্তী হলে হঠাৎ একটি শব্দ করে পাহাড়টি তার মাথায় গেড়ে যায়। তার কাঁধে এসে পাহাড় ঠেকে পড়ে। উজের মাথা, মুখ, চক্ষু সবই পর্বতের গর্তের মধ্যে চলে যায়। এখন আর সে কিছুই দেখতে পায় না। পর্বতটিকে মাথার উপর দিয়ে উঠিয়ে ফেলে দেয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল কিন্তু পর্বতটি এমনভাবে আটকে গেল যে, বহু চেষ্টা করেও সে পবর্তটিকে উঠিয়ে ফেলতে পারল না। তখন সে মনে মনে ভাবল এটাকে আর এক পাহাড়ের সাথে আঘাত দিয়ে ভেঙে চুরমার করে ফেলতে হবে। অথবা মুছা (আঃ)-এর উপর উপুর হয়ে আঘাত করে তাকে শেষ করে দিব। এভাবে ভাবনা চিন্তা করে আস্তে আস্তে সে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হতে থাকে। হঠাৎ এক নদীর ভাঙ্গন পাড়ে পাড়া দিতেই সে উপুর হয়ে নদীতে পড়ে যায়। তখন তার মাথা পর্বতের ভারে পানির মধ্যে নিমজ্জিত হয় এবং পা দুটো উপরে উঠে যায়। বহু চেষ্টা চালিয়ে আর সে উঠতে পারল না। প্রায় দুই ঘণ্টা ওখানে ছটফট করে অবশেষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।

হযরত মুছা (আঃ) হারুন (আঃ) কালুত ও ইউসা বহুদূরে বসে উজের অন্তিম অবস্থা দেখে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন। অতপর তারা সম্মুখ দিকে আর অগ্রসর না হয়ে বনি ইস্রাইলদের নিকট চলে আসেন। বনি ইস্রাইলদের নিকট এসে দেখেন তারা তিয়া ময়দান প্রদক্ষিণ করে চলছে কেউ এ ময়দানের বাইরে যেতে পারছে না। তখন হযরত মুছা (আঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা দানব আকৃতির যে উজের ভয়ে মিশর ফিরে চলছিলে সে উজ মৃত্যু বরণ করেছে। এখন আর তোমাদের ভয় নেই। এখন আমার সাথে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা কর। কিন্তু বনি ইস্রাইলেরা মুছা (আঃ) -এর প্রস্তাবে রাজী হল না। তারা বলল, আমরা দুঃখ-কষ্ট ও আজাব ভোগ করলেও সিরিয়া যাব না। যদি আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হয় তাতেও আমরা সম্মত আছি। কিন্তু সিরিয়া যেতে রাজী নই। তখন হযরত মুছা (আঃ) আর কি করবেন নিরুপায় হয়ে বনি ইস্রাইলদের মায়ায় তিনিও সেখানে থেকে গেলেন।

তিয়া ময়দানটি ছিল এক মরুময় প্রান্তর। সেখানে কোন গাছপালা খাদ্য দ্রব্য কিছুই ছিল না। এক প্রান্তে কাঁটাদার গাছের এক জঙ্গল ছিল, সেখান কোন খাদ্য

www.pathagar.com

বা পশু ছিল না। বনি ইস্রাইলদের মজুদ খাদ্র সমুদয় শেষ হয়ে গেলে তারা হযরত মুছা (আঃ)-এর নিকট গিয়ে বলল, হে নবী! আমরা আপনাকে সঠিক নবী বলে বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি আমাদের ঈমান বহাল আছে। আমরা আপনার অনুগত। আমরা এই জেহাদের হুকুম ব্যতীত সমস্ত হুকুম পালন করতে সম্মত আছি। আমরা সকলে আপনার আত্মীয় স্বজন ও বংশীয় লোক। এখন আমরা আপনার সম্মুখে খাদ্যভাবে মৃত্যুবরণ করব আর আপনি তা নিরবে সহ্য করবেন। আপনি আমাদের খাদ্যের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন।

হযরত মুছা (আঃ) বনি ইস্রাইলদের প্রার্থনা উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি তাদের মোহব্বতে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং খাদ্যের ব্যবস্থা চাইলেন। আল্লাহ তা'য়ালা নবীর দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বললেন, হে নবী! তুমি তোমার অবাধ্য কওমের জন্য বদদোয়া করেছিলে। আল্লাহ তা কবুল করেছেন। এখন তাদের জন্য দোয়া করছ। এটা তোমার আল্লাহ আদৌ কবুল করবেন না। তোমার বংশের লোকেরা এ তিয়া ময়দানে দিকহারা অবস্থায় চল্লিশ বছর কাটাবে। এটাই তাদের শাস্তি হিসেবে মঞ্জুর করা হয়েছে। হ্যাঁ, তাদের আহারের ব্যবস্থাটা করে দেয়া হবে। তাদের জন্য মান্না ও ছালোয়া নামের দু রকম খাবারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। পরের দিন থেকে ভোর বেলা ধনিয়া ফলের ন্যায় এক প্রকার ফল বৃষ্টি ধারার ন্যায় আকাশ থেকে পতিত হতে থাকে। ফলগুলো খুব মিষ্টি ও তৃপ্তিদায়ক। বনি ইস্রাইলের লোকেরা এ ফলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে খেত। বৈকালবেলা এক প্রকার ছোট ছোট পাখি ঝাকে ঝাকে এসে তাদের কাছে বসত। তারা এ পাখি জবেহ করে তার গোস্ত ভুনা করে অথবা কাবাব বানিয়ে খেত। এভাবে তাদের দিন গুজরান হতে থাকে।

প্রখর রৌদ্র ও পানির অভাবে বনি ইস্রাইলেরা খুবই যন্ত্রনার সম্মুখীন হল। তখন তারা নবীর নিকট গিয়ে পানি ও ছায়া প্রাপ্তির আবেদন জানাল। নবী দয়া পরাবশ হয়ে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট ফরিয়াদ জানালেন। আল্লাহ তা'য়ালা তখন সেখানে স্থায়ীভাবে মেঘমালার ব্যবস্থা করে দিলেন। যাতে তারা রৌদ্র তাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। পানির ব্যবস্থাপনার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুছা (আঃ)-কে তাঁর হাতের আষা দ্বারা নির্দিষ্ট এক পাথরের উপর আঘাত করতে বললেন। হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহর আদেশ অনুসারে উক্ত পাথরের উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন। অমনি সেখান থেকে বারটি পানির নহর প্রবাহিত হতে আরম্ভ করল। তখন হযরত মুছা (আঃ) বার গোত্রের জন্য বারটি নহর বন্টন করে দিলেন। বনি ইস্রাইলের বার গোত্রের মধ্যে ঐক্য ছিল না। তারা প্রত্যেকে অপরের চাইতে বনিয়াদী বলে দাবি করত। যার ফলে এক দলের

www.pathagar.com

লোকেরা অপর দলের খাদ্য ও পানির মুখাপেক্ষী হতে চাইত। এ অন্তর্দ্বন্দ তাদের মাঝে দীর্ঘ কাল থেকে বলবত ছিল। এ অবস্থা চলাকালীন সময়ে বনি ইস্রাইলেরা তিয়া ময়দান থেকে বের হবার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। কিন্তু কারো পক্ষে তা সম্ভব হয় না। সারা দিন বা সারা রাত হাঁটার পরে যেখানের মানুষ সেখানে ফিরে আসত।

হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ ক্রমে বনি ইস্রাইলদেরকে নিয়ে জেহাদের উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাত্রা করেছিলেন। অতএব সে নবীর পক্ষে আল্লাহর আদেশের পরিপন্থী মিশর যাত্রার পক্ষে রায় প্রদান করা অথবা বনি ইস্রাইলদেরকে মিশরের পথ প্রদর্শন করা কোন ক্রমে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি বনি ইস্রাইলদেরকে রক্ষার জন্য সিরিয়া গমনের কথা বলা ছাড়া তার উপায় ছিল না। আর সিরিয়া যাত্রার বিষয় বনি ইস্রাইল দল আদৌ সম্মত ছিল না। এমতাবস্থায় বনি ইস্রাইলদের সঙ্গে হযরত মুছা ও হযরত হারুনকে তিয়া ময়দানে বসাবাস করতে হল। যদিও কয়েক বছর কষ্ট করে বনি ইস্রাইলেরা অতিষ্ট হয়ে যায়। তখন হযরত মুছা (আঃ)-এর নিকট সিরিয়া যাত্রার ওয়াদা করে। কিন্তু এ বিষয় যখন হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন আল্লাহ আর, তাদের সিরিয়া যাত্রার অনুমতি দিলেন না বরং আল্লাহ তা'য়ালা নবীকে জানিয়ে দিলেন যে, তিয়া ময়দানে তাদেরকে চল্লিশ বছর এভাবে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তার পরে মুক্তি পাবে এবং তখন সিরিয়া বিজয় হবে।

হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণার পরে আর কোন কথা বলতে সাহস পেলেন না। বনি ইসরাইলদের সাথে তিনিও তিয়া ময়দানে থেকে গেলেন। বনি ইস্রাইলের লোকেরা আসমানী খাদ্য মান্না ও ছালোয়া নিয়মিত খেত এবং বস্তা বন্দী করে জমা করত। হযরত মুছা (আঃ) তাদেরকে এ খাদ্য জমা করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু তারা শুনল না, তারা প্রায় এক মাসের খাদ্য জমা করে রেখে দিল। তখন আল্লাহ তা'য়ালা উক্ত আসমানী খাদ্য বন্ধ করে দেন। তখন তারা অস্থির হয়ে পড়ে এবং হযরত মুছা (আঃ)-কে আল্লাহর দরবারে দোয়া করে খাদ্যের ব্যবস্থা করতে বলে। হযরত মুছা (আঃ) তাদের খাদ্যের জন্য দোয়া করেন। তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে পুনর্বার দিতে আরম্ভ করেন যা দ্বারা জমা করা সম্ভব হত না।

কোআনের আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَى لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ

لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا

www.pathagar.com

وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ -

অর্থ ঃ আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা কখনও একই ধরনের খাদ্যের সন্তুষ্ট হব না, আপনার রবের নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন এমন খাদ্যের ব্যবস্থা করেন যা যমীনে উৎপাদিত হয়। শাক, তরকারি, কাঁকুড়, গম, মসুর এবং পেয়াজ; তিনি বলেন, তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ পেতে আগ্রহী, তোমরা কোন শহরে প্রবেশ কর, অবশ্যই তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুসমূহ পাবে, আর স্থায়ী হল তাদের উপর লাঞ্ছনা ও অধঃপতন এবং তারা আল্লাহর গযবের যোগ্য হয়ে পড়ল। (সূরা বাক্বারা ঃ ৬১)

একদা বনি ইস্রাইলের লোকেরা হযরত মুছা (আঃ)-এর নিকট বলল, হে নবী! আমরা এক ঘেয়ে খাবার আর কত দিন খাব। আমাদের এ খাদ্যে অরুচি ধরেছে। অতএব আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করে শাক-সব্জি, তরিতরকারী, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি জাতির খাদ্য বরাদ্দের ব্যবস্থা করুন। হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহর নিকট এ বিষয় আরজ করলে আল্লাহ এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে দেন এবং বলেন তাদেরকে শাস্তি দেবার লক্ষ্যে এখানে এভাবে জীবন যাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতএব এখানে আর রুচি পরিবর্তনের কোন ব্যবস্থা হবে না। হ্যাঁ, তারা যদি রুচি পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন খাদ্যের দাবি করে তবে তাদেরকে পার্শ্ববর্তী শহরে চলে যেতে বলুন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে চল্লিশ বছরের মধ্যে কোন শহরে পৌঁছার ক্ষমতা নেই। বনি ইস্রাইলেরা হযরত মুছা (আঃ)-কে উত্যক্ত করছে। দাবির পরে দাবি আদায় করে অনেক সুযোগ সুবিধা তারা অর্জন করেছে। যদি হযরত মুছা (আঃ) তাদের প্রতি আন্তরিকতা না রাখতেন এবং তাদের দাবিসমূহ আল্লাহর দরবারে মঞ্জুর করে না দিতেন, তাহলে তারা শিয়াল কুকুরের ন্যায় অল্প দিনের মধ্যে সমূলে ধ্বংস হয়ে যেত। হযরত মুছা (আঃ) নিজ জাতির হাজারো নাফরমানির পরেও তাদের প্রতি আন্তরিকতা বজায় রেখেছিলেন। এমন কি তাদের সাথে থেকে নিজ জীবনেও যন্ত্রণা ও কষ্ট সহ্য করেছেন। এটাই ছিল তার নবী চরিত্রের বিরাট নির্দশন ও বৈশিষ্ট্য।

হযরত মুছা (আঃ) ইচ্ছা করলে তাদের থেকে পৃথক হয়ে ভালভাবে জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু সে চিন্তা কোন দিন তার মনে উদয় হয় নি।

www.pathagar.com

এভাবে তিনি ওখানে ত্রিশ বছর অতিবাহিত করার পরে ওখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। নবীর ইন্তেকালের পরে বনি ইসরাইলদের ভাগ্যে নানা রকম দুর্যোগ নেমে আসে ফরে অনাহারে, অর্ধাহারে এবং নানা রকম পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে তারা দলে দলে মৃত্যুবরণ করতে থাকে। চল্লিশ বছর পূরন হতে বাকি ছিল দশ বছর। এ দশ বছরের মধ্যে বনি ইস্রাইলদের নাফরমান ব্যক্তিরা সকলে শেষ হয়ে যায়। বাকি থাকল তাদের সন্তান সন্তুতিরা। যারা এ ময়দানে এসে জন্ম গ্রহণ করেছে তাদের বয়স তখন ত্রিশ চল্লিশে পৌঁছল। তখন তারা যুবক।

যে দিন চল্লিশ বছর শেষ হল সেদিন তারা তিয়া ময়দান থেকে বেড়িয়ে যাবার রাস্তা পেল। চল্লিশ বছরের পরে একদিনও আর তাদের সেখানে অবস্থান করতে হয় নি। তারা ওখান থেকে বের হয়ে মিশরে নিজ দেশে চলে গেল। আর কতকে কালুত ও ইউসার সাথে সিরিয়া বিজয়ের জন্য রওয়ানা করল। কালুত ও ইউসা উভয়ই আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে নবুয়তী লাভ করল। তারা হযরত মুছা (আঃ)-এর কাঙ্খিত আশা 'সিরিয়া বিজয়' বাস্তবায়িত করল। যে বিজয় অর্জনের কথা ছিল চল্লিশ বছর পূর্বে। বনি ইস্রাইলদের নাফরমানীর জন্য তা অর্জন হল চল্লিশ বছর পরে। ইউসা (আঃ) ছিলেন হযরত ইউসুফ (আঃ) -এর বংশধর। ইউসার (আঃ)-এর পরে হযরত কালুত (আঃ) নবুয়তী লাভ করেন। তিনি ছিলেন এহুদ বিন ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধর।

হযরত মুছা (আঃ)-কে অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন

একদা হযরত মুছা (আঃ) এক জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে ইসলামের বিধি-বিধান ও তৌরাত কিতাবের মর্ম বর্ণনা করছিলেন। বিশেষ করে তাঁর জীবনের অসংখ্য মো'জেযা দর্শন করার পরেও মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি ঈমান আনতে তৎপর হল না বলে তিনি খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন। ভবিষ্যতে এ জাতির অদৃষ্টে অনেক দুঃখ-দুর্দশা আছে বলেও তিনি জাতিকে সতর্ক করে দিলেন। জনসভার মাঝ থেকে একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনার জীবনে যতগুলো অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে এবং আপনার সাথে আল্লাহ তা'য়ালা যে ভাবে সরাসরি কথোপকথন করেছেন তার নজির আর কোন নবীর জীবনে দেখা যায় না। অতএব আমরা মনে করি বর্তমান জমানায় আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর কেউ নেই।

হযরত মুছা (আঃ) লোকটির কথা শুনে ক্ষণকাল নিরব থেকে বললেন, হ্যাঁ তা বটে। হযরত মুছা (আঃ)-এর এ হ্যাঁবাচক কথাটি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট খুব পছন্দনীয় হল না তাই তিনি নবীকে অহী মারফত জানালেন, হে নবী! তুমি

www.pathagar.com

নিজকে সর্বাধিক জ্ঞানী মনে করে ভুল করেছ। আমি তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে পৃথিবীতে জীবিত রেখেছি। তুমি কি জান আমি কাকে অধিক জ্ঞান দান করেছি। তোমার যদি ইচ্ছে হয় তবে চলে যাও, 'মজমাউল বাহরাইন' দুই সাগরের সঙ্গম স্থলে গিয়ে দেখ। সেখানে আমার এক বান্দা আছে, সে এমন জ্ঞানের অধিকারী যা তুমি কল্পনা করতে পারবে না।

হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার ফরমান শুনে অতি কাতরভাবে বললেন, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টি অপার। তাই এ জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গ লাভের ভাগ্য আমাকে দান কর। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে নবীকে জানান হল, হে নবী! দুই সাগরের সঙ্গম স্থলে চলে যাও। সেখানে একটি ময়দান রয়েছে সে ময়দানে যে থাকে সে পথহারাকে পথ প্রদর্শন করে। মৃত্যুকে বাঁচায় এবং জিন্দাকে মারে এবং বহু অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করতে সক্ষম।

হযরত মুছা (আঃ) ইউসা (আঃ)- কে ডেকে বললেন, চল, আল্লাহর অপার কুদরত দেখার জন্য আমরা মজমাউল বাহরাইন যাব। যতদিন যত রাত আমাদের চলতে হয় আমরা পিছপা হব না। তবে পথিমধ্যে যাবার জন্য কিছু মাছ ভাজী করে নিয়ে নাও যেন ক্ষুদা পেলে, তা খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারি। হযরত ইউসা (আঃ) নবীর আদেশ অনুসারে কয়েকটি মাছ ভাজী করে থলে ভর্তি করে নিলেন। অতপর দুজন নবী পথ চলতে আরম্ভ করলেন। দু'দিন পথ চলার পরে তারা মজমাউল বাহরাইনে উপস্থিত হলেন। মজমাউল বাহরাইন বলতে বিশেষজ্ঞদের মতে লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের যে একটি সরু সংযোগ রয়েছে তাকেই বুঝান হয়েছে। নবীদ্বয় সেখানে পৌঁছে একটু বিশ্রাম নিলেন। হযরত মুছা (আঃ) একটি পাথরের উপর ঘুমিয়ে পড়লেন এবং ইউসা মাছের থলেটি এক পাশে রেখে একটি পাথরের উপর বসে রইলেন।

এ সম্পর্কে কুরআনে বর্ণনা আমরা নিম্নে পেশ করলাম।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا * فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا * فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا * قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ـ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ـ عَجَبًا *

www.pathagar.com

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ـ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا * فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ
عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا * قَالَ لَهٗ مُوْسٰى
هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا * قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ
مَعِىَ صَبْرًا * وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَالَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا * قَالَ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ
شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا * قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْئَلْنِىْ
عَنْ شَىْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا * فَانْطَلَقَا ـ حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِى
السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ـ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ـ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا *
قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا * قَال لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا
نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا * فَانْطَلَقَا ـ حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا
فَقَتَلَهٗ ـ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ـ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا *
قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا * قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ
شَىْءٍۢ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِىْ ـ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ عُذْرًا * فَانْطَلَقَا ـ
حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ نِاسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا
فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ـ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا
* قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ ـ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ
صَبْرًا * اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْ تُّ اَنْ
اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا * وَاَمَّا الْغُلٰمُ
فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا * فَاَرَدْنَآ

www.pathagar.com

أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّأَقْرَبَ رُحْمًا * وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحًا ـ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَّبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ـ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ـ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِىْ ذٰلِكَ تَأْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا *

(এদেরকে সেই ঘটনাটি একটু শুনিয়ে দাও যা মূসার সাথে ঘটেছিল) যখন মূসা তার খাদেমকে বলেছিল, 'দুই দরিয়ার সংগমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি ভ্রমণ শেষ করবো না, অন্যথায় আমি দীর্ঘকাল ধরে চলতেই থাকবো।' সে অনুসারে যখন তারা তাদের সংগমস্থলে পৌঁছে গেলো তখন নিজেদের মাছের ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে গেলো এবং সেটি বের হয়ে সুড়ঙ্গের মতো পথ তৈরি করে দরিয়ার মধ্যে চলে গেলো। সামনে এগিয়ে যাওয়ার পর মূসা তার খাদেমকে বললো, 'আমরা নাশ্‌তা আনো, আজকের ভ্রমণে তো আমরা ভীষণভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

খাদেম বললো, 'আপনি কি দেখেছেন, কি ঘটে গেছে? যখন আমরা সেই পাথরটার পানে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন আমার মাছের কথা মনে ছিল না এবং শয়তান আমাকে এমন অমনোযোগী করে দিয়েছিল যে, আমি (আপনাকে) তার কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। মাছ তো অদ্ভুতভাবে বের হয়ে দরিয়ার মধ্যে চলে গেছে।' মূসা বললো, 'আমরা তো এরই খোঁজে ছিলাম।' সুতরাং তারা দু'জন নিজেদের পদরেখা অনুসরণ করে পেছনে ফিরে এলো এবং সেখানে তারা আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দাকে পেলো, যাকে আমি নিজের অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলাম। মূসা তাকে বললো, 'আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি, যাতে আপনাকে যে জ্ঞান শেখানো হয়েছে তা থেকে আমাকেও কিছু শেখাবেন?' সে বললো, 'আপনি আমার সাথে সবর করতে পারবেন না। আর তাছাড়া সে ব্যাপারে আপনি কিছুই জানেন না সে ব্যাপারে আপনি সবর করবেনই বা কেমন করে।' মুসা বললো, 'ইন্‌শাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারী হিসেবেই পাবেন এবং কোন ব্যাপারেই আমি আপনার হুকুম অমান্য করবো না।' সে বললো, 'আচ্ছা, যদি আপনি আমার সাথে চলেন তাহলে আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না যতক্ষণ না আমি নিজে সে সম্পর্কে আপনাকে বলি।'

www.pathagar.com

অতপর তারা দু'জন রওয়ানা হলো। শেষ পর্যন্ত যখন তারা একটি নৌকায় আরোহণ করলো তখন ঐ ব্যক্তি নৌকা ছিদ্র করে দিল। মুসা বললো, 'আপনি কি নৌকার সকল আরোহীকে ডুবিয়ে দেবার জন্য তাতে ছিদ্র করলেন? এতো আপনি বড়ই মারাত্মক কাজ করলেন।' সে বললো, 'আমি না তোমাকে বসেছিলাম, তুমি আমার সাথে সরব করতে পারবে না? মুসা বললো, 'ভুল ভ্রান্তির জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না, আমার ব্যাপারে আপনি কঠোর নীতি অবলম্বন করবেন না।'

এরপর তারা দু'জন চললো। চলতে চলতে তারা একটি বালকের দেখা পেলো এবং ঐ ব্যক্তি তাকে হত্যা করলো। মুসা বললো, 'আপনি এক নিরপরাধকে হত্যা করলেন, অথচ সে কাউকে হত্যা করেনি? এটা তো বড়ই খারাপ কাজ করলেন।' সে বললো, 'আমি না তোমাকে বলেছিলাম, তুমি আমার সাথে সবর করতে পারবে না? মুসা বললো, 'এরপর যদি আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করি তাহলে আপনি আমাকে আপনার সাথে রাখবেন না। এখন তো আমার পক্ষ থেকে আপনি ওজর পেয়ে গেছেন।

তারপর তারা সামনের দিকে চললো। চলতে চলতে একটি জনবসতিতে প্রবেশ করলো এবং সেখানে লোকদের কাছে খাদ্য চাইলো। কিন্তু তারা তাদের দু'জনের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানালো। সেখানে তারা একটি দেয়াল দেখলো, সেটি পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। সে দেয়ালটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দিল। মূসা বললো, আপিনি চাইলে এ কাজের পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। সে বললো, ব্যাস, তোমার ও আমার সঙ্গ শেষ হয়ে গেল। এখন আমি যে কথাগুলোর ওপর ধৈর্যধারণ করতে পারোনি সেগুলোর তাৎপর্য তোমকে বলবো। সেই নৌকাটির ব্যাপার ছিল এই যে, সেটি ছিল কয়েকজন গরীব লোকের তারা সাগরে মেহনত করে জীবিকা অর্জন করতো। আমি সেটিকে ক্রুটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম। কারণ সামনের দিকে ছিল এমন বাদশাহের এলাকা যে প্রত্যেকটি নৌকা শক্তি প্রয়োগ করে ছিনিয়ে নিতো।

আর ঐ বালকটির ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তার পিতা-মাতা ছিল মুমিন। আমাদের আশংকা হলো, এক বালক তার বিদ্রোহাত্মক আচরণ ও কুফুরীর মাধ্যমে তাদেরকে বিব্রত করবে। তাই আমরা চাইলাম তাদের রব তার পরিবর্তে যেন এমন একটি সন্তান দেন যে চরিত্রের দিক দিয়েও তার চেয়ে ভালো হবে এবং যার কাছ থেকে সদয় আচরণও বেশী আশা করা যাবে। এবার থেকে সেই দেয়ালের ব্যাপারটি। সেটি হচ্চে এ শহরে অবস্থানকারী দুটি এতীম বালকের । এ দেয়ালের নীচে তাদের জন্য সম্পদ লুকানো আছে এবং তাদের

www.pathagar.com

পিতা ছিলেন একজন সৎ লোক। তাই তোমার রব চাইলেনএ কিশোর দু'টি প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যাক এবং তারা নিজেদের গুপ্ত ধন বের করে নিক। তোমার রবের দয়ার কারণে এটা করা হয়েছে। নিজ ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে আমি এটা করিনি। তুমি যেসব ব্যাপারে সবর করতে পারোনি এ হচ্ছে তার ব্যাখ্যা।' (সূরা কাহাফ ঃ ৬০-৮২)

কিছু সময় বসে থাকার পরে হযরত ইউসা (আঃ) সমুদ্রের পানি দিয়ে অজু করলেন। অতপর তিনি যখন হাতের পানি ঝেড়ে ফেলছিলেন, তখন এক ফোঁটা পানি গিয়ে মাছের থলের উপর পড়ল। তখনি থলের মাছগুলো জীবিত হয়ে নড়ে চড়ে উঠল। একটু পরে দেখা গেল থলেটি ছিদ্র করে মাছগুলো বের হয়ে দ্রুত সমুদ্রের পানিতে নেমে গেল। হযরত ইউসা (আঃ) অবাক হলেন এবং হযরত মুছা (আঃ)-এর নিকট খবর বলার জন্য তার নিকট গিয়ে দেখেন তিনি নিদ্রামগ্ন তাই তাকে আর জাগালেন না। পরে খবরটি জানাবেন বলে স্থির করলেন।

অনেক সময় পর হযরত মুছা (আঃ) ঘুম থেকে উঠে খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। কারণ এত দীর্ঘ সময় তিনি ঘুমিয়ে কাটাবেন এটা তাদের প্রোগ্রামে ছিল না। তাই তিনি অতি ব্যস্ততর সাথে ইউসাকে নিয়ে পথ চলতে আরম্ভ করলেন। ইউসা (আঃ) হযরত মুছা (আঃ)-এর মেজাজ গরম দেখে খুব ভীত হলেন যাতে করে মাছের খবর বলতে সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন।

একদিন একরাত্র পথ চলার পরে এক জায়গায় তারা পুনরায় বিশ্রাম নিলেন। তখন হযরত মুছা (আঃ) ইউসাকে বললেন, আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে। অতএব মাছের থলেটা বের কর কিছু মাছ খেয়ে নেই। তখন হযরত ইউসা (আঃ) বললেন, হে নবী! আমি আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছি। আমরা গত দিন যেখানে বসে বিশ্রাম নিয়ে ছিলাম, সেখানে বসে থলের মাছগুলো জীবিত হয়ে সমুদ্রের পানির মধ্যে চলে গেছে। আমি আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা অবগত করার জন্য আপনার কাছে গিয়ে দেখি আপনি ঘুমিয়ে আছেন। তাই আপনাকে বিরক্ত করি নি। পরে শয়তানের অছওয়াছায় আমি ঘটনাটি বিলকুল ভুলে যাই। তাই আপনাকে অবগত করতে পারি নি। অতএব আমার গোস্তাকী মাফ করুন। হযরত মুছা ইউসার কথা শুনে বললেন, চল আমরা ফিরে যাই। যেখানে মাছগুলো সমুদ্রে চলে গেছে সেখানেই আমাদের কাজ। তাই তারা যে পথে আসছিলেন সে পথের চিহ্ন দেখে অগ্রসর হতে আরম্ভ করেন। একদিন একরাত চলার পরে তারা পূর্ব বিশ্রামস্থলে এসে পৌঁছেন।

হযরত মুছা ও ইউসা (আঃ) সেখানে পৌঁছে দেখলেন একজন লোক সাদা কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় শুয়ে আছে। তখন মুছা (আঃ) তাঁর কাছে গিয়ে ছালাম দিলেন। সাদা কাপড় আবৃত ব্যক্তি বললেন, এ নির্জন স্থানে কে আমাকে ছালাম

www.pathagar.com

করল। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, আমি মুছা। তখন সে বললেন, তুমি কি বনি ইস্রাইলদের নবী মুছা। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, হ্যাঁ, আমি বনি ইসরাইলদের নবী মুছা। তখন তিনি বললেন অ-আলাইকুমুচ্ছালাম, আমি খেজের (আঃ) আপনি আমার নিকট কেন এসেছেন? হযরত মুছা (আঃ) বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে এমনজ্ঞান দান করেছেন যা আমাকে দান করেন নি। অতএব আপনার জ্ঞান থেকে কিছু হাসিল করার জন্য আল্লাহ আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করেছেন। হযরত খেজের বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ আমাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন তা হয়ত আপনাকে দেন নি। আবার আপনাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন তা আমাকে দেন নি। তবে আমার জ্ঞানের বিষয় আপনাকে অবগত করলে তা আপনার ধৈর্যে মানাবে না। আপনি আমার সাথে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করে দিবেন। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, আমাকে ধৈর্যশীল হিসেবে পাবেন, আমি আপনার কোন কাজে বা কথায় প্রতিবাদ করব না। হযরত খেজের (আঃ) বললেন, কোন কাজ আপনার বিবেক বিরুদ্ধ হলেও আপনি প্রতিবাদ করতে পারবেন না। যতক্ষণ আমি আপনাকে সবিস্তার ঘটনা না বলি ততক্ষণ আপনাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। হযরত মুছা (আঃ) তার সকল কথায় সম্মত হলে উভয়ে সমুদ্র তীর ধরে পথ চলতে আরম্ভ করলেন। কিছুদুর গিয়ে তারা একটি ছোট নদী দেখতে পেলেন এবং সেখানে এক মাঝি নৌকায় লোকজন পারাপার করছে। তখন তারা উভয়ে নৌকায় উঠলেন। নদীর ওপারে গিয়ে খেজের (আঃ) কুঠার দিয়ে নৌকার তলার একখানা তক্তা ভেঙ্গে দিলেন। তখন হযরত মুছা (আঃ) বললেন, এ কি করলেন! এক দরিদ্র ব্যক্তি মানুষকে নদী পারাপার করে দু পয়সা রুজী করে জীবন যাপন করছে আপনি তার নৌকাখানি ভেঙ্গে দিচ্ছেন, তাহলে লোকটি কি করে খাবে? তখন হযরত খেজের বললেন, পূর্বেই বলেছিলাম আপনি আমার কার্যকলাপে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেন না। হযরত মুছা (আঃ) তখন বললেন আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি আর দ্বিতীয় বার কোন বাদানুবাদ করব না। এবার আমাকে ক্ষমা করুন।

তারা পুনরায় সম্মুখ দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে তারা দেখলেন কয়েকটি ছেলে একত্রে খেলাধুলা করছে। তখন খেজের (আঃ) তাদের মধ্যে থেকে একটি ছেলেকে কাছে ডেকে এনে হত্যা করে ফেললেন। এবারেও হযরত মুছা (আঃ) বলে উঠলেন আপনি অন্যায় কাজ করছেন। এ নিষ্পাপ ছেলেটিকে বিনা অপরাধে হত্যা করে দিলেন? খেজের (আঃ) হযরত মুছা (আঃ)-কে বললেন, আমি পূর্বেই বলেছি আপনি আমার সাথে থেকে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। এবারেও হযরত মুছা (আঃ) তার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

www.pathagar.com

তারা পুনরায় পথ চলতে আরম্ভ করলেন। দীর্ঘ একদিন একরাত পথ চলার পরে তারা এক পল্লিতে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে তারা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং তাদের যথেষ্ট ক্ষুধাও পেল। তখন ওখানের কিছু সংখ্যক বাসিন্দার বাড়িতে গিয়ে কিছু খাবারের প্রার্থনা জানালেন।

কিন্তু সেখানকার লোকেরা তাদেরকে খাবার দিতে রাজী হল না। অবশেষে তারা অন্য পথে রওয়ানা করলেন। কিছুদূর এগিয়ে যাবার পরে তারা দেখলেন একটি ভগ্ন দালান, তাতে কয়েকজন নাবালেগ ছেলেমেয়ে বাস করছে। তাদের সাথে একমাত্র তাদের বৃদ্ধা মাতা ছাড়া আর কেউ নেই। তারা যে দালানে থাকে তার একটি প্রধান দেয়াল ভেঙ্গে ভেঙ্গে নিচে পড়ে স্তুপ হয়ে গেছে এবং বাকি অংশ ভাঙ্গনের মুখে। তখন হযরত খেজের (আঃ) দালানের কাছে এসে ইটগুলো এক পাশে রাখলেন। অতপর উহা দ্বারা ভগ্ন দেয়ালটি সংস্কারের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। একদিন এক রাত কাজ করে দেয়ালটির নির্মাণ কাজ সমাধা করলেন। তখন হযরত মুছা (আঃ) বললেন, এটা আপনি কি কাজ করছেন। যাদের কাছে আমরা সামান্য খাবার পেলাম না। তাদের ভগ্ন দেয়াল সংস্কারের কাজে আপনি আত্মনিয়োগ করলেন। এ দ্বারা আমাদের কি উপকার সাধিত হবে? খেজের (আঃ) তখন বললেন, আপনি আপনার কথা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ধৈর্যের আদৌ কোন পরিচয় দিতে সমর্থ হন নি। অতএব আপনাকে নিয়ে পথ চলা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। আপনি এখন বিদায় গ্রহণ করুন।

হযরত মুছা (আঃ) তখন বললেন, ভাই সাহেব! আপনি কি কারণে কোন কাজটি করলেন আমাকে একটু বুঝিয়ে দিন। তখন হযরত খেজের (আঃ) বললেন, প্রথমে যে নৌকাটি আমি ভেঙ্গে দিয়েছিলাম তার রহস্য ছিল এই, ঐ এলাকার বাদশাহ্ একজন জালেম ও অত্যাচারী। সে কারো কোন ভাল জিনিস দেখলে তা ছিনিয়ে নেয়। এমন কি ভাল মহিলা দেখলেও সে ছেড়ে দেয় না। এমতাবস্থায় এ লোকটি ছিল একজন ইয়াতিমের জীবন- যাপনের সম্বল। কিছু সময় পরে এখানে বাদশাহ্র লোকেরা এসে যাবে। তারা যদি এ নৌকাটি দেখে তবে তারা এটা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। তখন এতিম ছেলেটির না খেয়ে মারা যাবে। তাই আমি নৌকার তলদেশে একটি ছিদ্র করে দিলাম যাতে বাদশাহ্র লোকেরা এসে এটা ভাঙ্গা নৌকা দেখে চলে যাবে। এতিম ছেলেটি নৌকাটি অল্প মেরামত করে পুনরায় চালিয়ে রুজী রোজগার করে খেতে পারবে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল, যে ছেলেটিকে আমি হত্যা করেছি। সে একটি ভাল লোকের সন্তান। কিন্তু ছেলেটি বড় হলে সে একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত হবে। তার পিতা-মাতাকে শাস্তি দিবে। অন্যের মালপত্র হরণ করবে। মেয়েদেরকে ধর্ষণ

www.pathagar.com

করবে ইত্যাদি নানা রকম গর্হিত কাজে লিপ্ত হবে। তাই তাকে হত্যা করে দেশ ও জাতিকে এক মহাবিপদ থেকে রক্ষা করলাম।

তৃতীয় ঘটনা হল। যে দেয়ালটি আমি সংস্কার করে দিয়েছি। সে দেয়ালের নিচে ওখানের বাসিন্দা ছেলেদের পূর্ব পুরুষের রক্ষিত কিছু গুপ্তধন রয়েছে। এখন দেয়াল ভেঙ্গে সে গুপ্তধন বের হয়ে গেলে ছেলেরা তা রক্ষা করে ভোগ করতে পারবে না। দুষ্ট লোকেরা নিয়ে যাবে। তাই ওরা একটু বড় হওয়া পর্যন্ত গুপ্ত ধন ওখানে অজানা থাকাই নিরাপদজনক। তাই আমি দেয়ালটি তুলে দিয়ে আরো কয়েক বছরের জন্য গুপ্তধন নিরাপদ করে দিলাম।

হযরত মুছা (আঃ) খেজেরের কথা শুনে তার নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। তিনি ফিরে এসে দেখলেন ইউসা (আঃ) যে পাথরের উপর বসা ছিলেন সেখানেই আছেন। হযরত মুছা (আঃ) ইউসাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি এত দিন যাবত এখানেই বসা ছিলে? হযরত ইউসা (আঃ) বললেন, এই মাত্র আপনি লোকটির সাথে বাইরে গেলেন আবার ক্ষণিকের মধ্যেই তো ফিরে আসলেন। তাতে এত দিন বলে কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন। হযরত মুছা (আঃ) নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর কোন কথা না বলে দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। বিদ্যা ও জ্ঞানের গৌরব সম্বন্ধে তার যা অবগত হওয়ার প্রয়োজন ছিল তা এ ছফরের মাধ্যমে সমাধা হয়েছে।

তিনি পরবর্তী সময়ে সর্বত্র বলে বেড়াতেন আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে অত্যন্তক সীমিত জ্ঞান ও সীমিত দায়িত্ব দিয়ে বনি ইস্রাইল কওমের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন। আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি আল্লাহর আলমে রয়েছেন। যাদের সাক্ষাৎ সচারাচার কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাকে তা দান করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে এক নজির সৃষ্টির লক্ষ্যে একমাত্র হযরত খেজের (আঃ)- কেই অধিক পরিমাণে গায়েবী এলেম দান করে ছিলেন যা পৃথিবীতে নজীর বিহীন। শুধুমাত্র গায়েবী এলেমের অধিকারী হয়ে তিনি হযরত মুছা (আঃ)-এর চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হয়েছেন বলা যাবে না। হযরত মুছা (আঃ)-এর নবুয়তী লাভ, কিতাব লাভ, মো'জেযার অধিকার লাভ এবং আল্লাহর দীদার লাভ গায়েবী এলেম হাসিলের যোগ্যতা বিরাট মর্যাদার দাবি রাখে।

হযরত মুছা (আঃ)-কে কিছু সময় খেজের (আঃ)-এর ছোহবতে রাখার উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যা ও আল্লাহ তা'য়ালার দীদার লাভ করায় যদি তাঁর মধ্যে সামান্য অহমিকার সৃষ্টি হয়ে থাকে তাকে সমূলে নির্মূল করে তাঁর জীবনকে পবিত্রতম মর্যাদার অধিষ্ঠিত করা। দ্বিতীয়ত, এক এক বিষয় এক এক জনকে

www.pathagar.com

পারদর্শী বানিয়ে তার কুদরতের অসীম নিদর্শন মানব মনে প্রতিষ্ঠা করা। এক কথায় আল্লাহর অসীম সৃষ্টি রহস্য ভেদ করা কোন জীবের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। তাই পৃথিবীতে যা ঘটছে, ঘটবে তা বিচিত্র রহস্য লীলা।

হযরত মুছা ও হারুন (আঃ)-এর পরলোকগমন

হযরত মুছা (আঃ) হযরত খেজের (আঃ)-এর নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করে তিয়া ময়দানে বনি ইস্রাইল কওমের নিকট আসলেন। তখন তারা জিজ্ঞেস করল, আপনি খেজের (আঃ)-এর নিকট থেকে কি লাভ করলেন? হযরত মুছা (আঃ) তার উত্তরে বললেন, যা লাভ করেছি তা তোমাদের শোনার বিষয় নয়। বিষয়টি নবীদের একান্ত খাস বিষয়। তোমরা আমার বিষয় চিন্তা করে সময় নষ্ট কর না বরং নিজেদের ভাবনা ভাব।

হযরত মুছা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ) তিয়া ময়দানে বনি ইস্রাইলদের মায়ার দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে একাধারে ত্রিশ বছর কাটালেন। অথচ যদি তারা ইচ্ছা করতেন তাহলে তিয়া ময়দান থেকে বের হয়ে যে কোন ভাল স্থানে গিয়ে অতি আরামে ও সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারতেন। কিন্তু তার মায়াভরা হৃদয় তাকে নিজ কওমকে ছেড়ে কোন দিন অনত্র্য যেতে সায় দেয় নি। তাই কওমের সাথে দুঃখ-কষ্টের ভাগী হয়ে জীবন কাটিয়ে দিলেন। একদিন আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুছা (আঃ)-কে হারুনের ইন্তেকালের সংবাদ জানিয়ে দিলেন। এমন কি ইন্তেকালের তারিখ ও স্থান সম্বন্ধে তাকে অবগত করলেন। হযরত মুছা (আঃ) এ খবর শুনে খুবই মর্মাহত হয়ে পড়লেন। যেহেতু হারুন হযরত মুছা (আঃ)-এর শুধু ভাই নয়, তাঁর সহকারী একজন নবী। আজীবন তিনি ভাইয়ের সাথে সাথে অশেষ নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন। উপবাস, অনাহার থেকে আরম্ভ করে জীবনে অসংখ্য কষ্ট সহ্য করেছেন। দুই ভাই ছিলেন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শয়নে স্বপনে পাশাপাশি থেকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তগুলো কাটিয়ে দিয়েছেন। সে ভাইয়ের বিচ্ছেদে আজ হযরত মুছা (আঃ)-এর অন্তর বিদীর্ণ অতি স্বাভাবিক।

হযরত মুছা (আঃ) হারুনের ইন্তেকালের দিন ভোর বেলা দুই ভাই অজু গোছল করে নির্দিষ্ট স্থানে এক বাগানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে দুইখানা সিংহাসন তারা দেখতে পেলেন। দুই ভাই সিংহাসনে উপবেশন করে তৌরাত কিতাবের আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় একটি লোক হাতে একটি ফুল নিয়ে এসে হযরত হারুনের নাকের কাছে ধরলেন। অমনি তার প্রাণবায়ু উড়ে চলে গেল। হযরত মুছা (আঃ) যখন হারুনকে ছেড়ে দিলেন, অমনি সিংহাসনসহ আছমানে উঠে গেল। হযরত মুছা (আঃ) সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। একটু পরে

www.pathagar.com

আর সিংহাসনের চিহ্ন দেখা গেল না। হযরত মুছা (আঃ) পাঠ করলেন "ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন"।

অতপর হযরত মুছা (আঃ) ফিরে এসে তাঁর কওমের লোকদের নিকট হারুনের মৃত্যু সংবাদ জানালেন। তখন তারা বলল, হারুন ছিল আমাদের প্রতি যথেষ্ট সদয়। তার কোমল ব্যবহারের কথা আমরা কোন দিন ভুলতে পারব না। এখন তার লাশ আমাদেরকে দেখতে দাও। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, সে লাশ আল্লাহ্ তা'য়ালা আসমানে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। কওম হযরত মুছা (আঃ)-এর কথা বিশ্বাস করল না বরং তারা হযরত হারুনকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠাল। হযরত মুছা (আঃ) তাদের এ অনুযোগের প্রতিবাদ করে, নানা রকম বুঝিয়ে বললেন, কিন্তু তারা লাশ দেখতে চাইল। অন্যথায় হযরত মুছা (আঃ)-কে হত্যাকারী বলে চিৎকার দিয়ে কওমের মাঝে এক মহাগোলযোগ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করল। তখন হযরত মুছা (আঃ) কওমের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ করলেন। কথিত আছে হযরত মুছা (আঃ)-এর ফরিয়াদের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত হারুনের লাশ কিছু সময়ের জন্য তিয়া ময়দানে হাজির করে দিয়েছিলেন। যা দর্শন করে বনি ইস্রাইলের লোকেরা অপবাদ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিল।

হযরত মুছা (আঃ) নিজ কওমের অবাধ্যতা, সারা জীবনের অবিশ্রান্ত কর্ম তৎপরতা, শারীরিক দুর্বলতা বিশেষ করে হযরত হারুনের অন্তর্ধানের কারণে খুব মর্মাহত হলেন। তার জীবনের সকল উৎসাহ উদ্দিপনা স্তিমিত হয়ে এল। তখন তিনি নিজ দায়িত্বে হযরত ইউসা (আঃ)-এর উপর অর্পণ করে নিজে কিছুটা বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

তার এ দুর্বলক্ষণে একদিন হযরত আজরাইল (আঃ) এসে তাকে ছালাম দিলেন। হযরত মুছা (আঃ) আজরাইলকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আমার জান কবজ করার জন্য এসেছেন। আজরাইল (আঃ) বললেন, জি, হ্যাঁ! আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রবর্তীত স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে আপনার জানটা কবজ করার সময় এসে গেছে। হযরত মুছা (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আমার জানটা মুখ থেকে বের করে নিবেন? অথচ আমি এ মুখ দিয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালার সাথে সরাসরি কথা বলেছি। তখন আজরাইল (আঃ) বললেন, তাহলে চোখ দিয়ে বের করে নিব। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, এ চক্ষু দ্বারা আমি আল্লাহ্র নূর দর্শন করেছি। তবে নাক দিয়ে নিব। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, আল্লাহ্র দীদারের মুহূর্তে সে পরিবেশের বেহেস্তী সুঘ্রাণ আমি নাক দ্বারা নিয়েছি। হযরত আজরাঈল (আঃ) বললেন, আমি অত কথার জবাব দিতে আসি নি। সময় শেষ অতএব

www.pathagar.com

আমার যে ভাবে ইচ্ছা সে ভাবে আমি জান কবজ করে নিব। তখন মুছা (আঃ) আজরাইলের কথায় ক্রোধান্বিত হয়ে, বে- আদব বলে তার গালে এক চপেটাঘাত করলেন। ফলে আজরাঈলের চক্ষু দুটি বের হয়ে গেল। আজরাইল এ অবস্থায় সোজাসুজি আল্লাহর দরবারে চলে গেলেন এবং আল্লাহ নিকট তিনি সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। আল্লাহ আজরাইলের চক্ষু ঠিক করে দিয়ে বললেন। আমার নবীদের মধ্যে হযরত মুছা (আঃ)-এর ন্যায় এত গরম মেজাজ ও জালালী তরবিয়তের নবী আর দ্বিতীয় কেউ নেই। অতএব তার জান কবজের বিষয় আমি দেখব। তোমার আর তার কাছে যেতে হবে না।

কয়েকদিন পরে আল্লাহ তা'য়ালা অহী মারফত হযরত মুছা (আঃ)-কে বললেন, হে মুছা! যদি তুমি একটি মেষের পশমের সংখ্যা পরিমাণ বছর হায়াতের আরজু কর তবে আমি তোমার জন্য তা পূরণ করে দেব। তুমি কত বছর পৃথিবীতে বসবাস কর। হযরত মুছা (আঃ) এ কথা শুনে ভাবলেন তারপরে তো অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে। আর এ দীর্ঘ বছরগুলো পৃথিবীতে কষ্ট ক্লেশ করেই কাটাতে হবে, যেমনটি ইতোপূর্বে কাটাতে হয়েছে। অতএব সবচাইতে নিরাপদ স্থান আল্লাহ তা'য়ালার সান্নিধ্য লাভ। এটি অনেক উত্তম। তাই তিনি বললেন, আল্লাহ আমার নির্ধারিত হায়াতের পরে আমি তোমার সান্নিধ্য লাভ করতে চাই। আমি তোমাকে ভাল বাসি। তোমার নৈকট্য আমার কামনা। তবে হে প্রভু! আমাকে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্বে আর একবার তুর পাহাড়ে তোমার দর্শন দাও। আমার এ শেষ আবেদনটুকু তুমি কবুল কর।

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুছা (আঃ)-এর আবেদন মঞ্জুর করে তাঁকে তুর পাহাড়ে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। হযরত মুছা (আঃ) কাল বিলম্ব না করে সোজা তুর পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে আল্লাহ তা'য়ালা নূরের তাজাল্লি দর্শন করলেন এবং তাঁর সাথে কথোপকথন করলেন। সর্বশেষে হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরজ করে বললেন, হে মহান প্রভু! আপনি আমার অবাধ্য কওমের প্রতি আর কোন গজব নাজিল না করে তাদেরকে রহমতের ছায়া তলে আশ্রয় দিন এবং তাদেরকে রুজী দানের ব্যবস্থা করুন। তারা যেন অনাহারে মৃত্যুবরণ না করে। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুছা (আঃ)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে বললেন, আমি আল্লাহ ঈমানদার, নাফরমান, কাফের ও জীব-জানোয়ারের প্রতিপালক ও রিজিকদাতা, আমি কাউকে উপবাস রাখি না। যে যেখানে আছে আমি তার রিজিক সেখানে পৌঁছে দেই। এ কথার পরে আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুছা (আঃ)-কে পাহাড়ের উপর তাঁর লাঠি দ্বারা আঘাত করতে বললেন। হযরত মুছা (আঃ) পাহাড়ের উপর আঘাত করলেন। তখন সেখানে একটি নদী হয়ে

www.pathagar.com

গেল। নদীর উপর লঠি দ্বারা পুনরায় আঘাত করতে বললেন। তিনি আঘাত করার পরে দেখলেন একখানা পাথর নদীর পানির উপর দিয়ে ভেসে আসছে, আল্লাহ তা'য়ালা পাথরের উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করতে বললেন। তিনি আঘাত করলেন, তখন দেখা গেল পাথরের মধ্যে থেকে একটি ফরিং বের হয়েছে। তার মুখে এক টুকড়া কাঁচা ঘাস। এ দৃশ্য দেখে হযরত মুছা (আঃ) সেখানে সেজদায় পতিত হলেন। ক্ষণিক পরে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে নবীকে ছালাম প্রদান করে বিদায় দেয়া হল।

হযরত মুছা (আঃ) তুর পাহাড় থেকে নেমে একটু অগ্রসর হয়ে দেখলেন সাত জন লোকে একটি কবর খুড়ছে। তখন নবী তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাইয়েরা তোমরা এ নির্জন এলাকায় কার কবর খুড়ছ। তারা বললেন আপনার ন্যায় একজন মহৎ ব্যক্তির কবর খুড়ছি। আপনিও আমাদের সাথে এ ছওয়াবের কাজে শরীক হতে পারেন। তখন হযরত মুছা (আঃ) তাদের সাথে কিছু কবর খোড়ার কাজ করলেন। অতপর তারা একজনে বললেন, হে নবী! যার জন্য আমরা এ কবর খুড়ছি সে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে আপনার ন্যায়। অতএব আপনি একবার কবরটি মাপার জন্য নিজে ওখানে শুয়ে একটু পরীক্ষা করে দেখুন। হযরত মুছা (আঃ) তাদের কথায় কবরে নেমে শুইলেন এবং বললেন, হে খোদা! কত নির্ঝ াট এ জায়গাটি, তুমি আমার জন্য এ জায়গাটি কবুল কর। হযরত মুছা (আঃ)-এর আবেদনের সাথে সাথে একজন ফেরেস্তা এসে সেখানে তাঁকে একটি আপেল খেতে দিল। বিসমিল্লাহ বলে যখন তিনি আপেলটি খেতে আরম্ভ করলেন তখন তাঁর জান কবজ হয়ে গেল। ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তখন উপস্থিত ফেরেস্তারা হযরত মুছা (আঃ)-কে উঠিয়ে অজু গোসল করালেন, জানাজা পড়লেন এবং তাঁকে পুনরায় সে কবরে দাফন করলেন। কোন মানুষ জানতে পারল না হযরত মুছা (আঃ)-এর দাফন কোথায় হয়েছে। বনি ইস্রাইলেরা হন্নে হযে তাঁর কবরের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করে বিফল হয়েছে। মানুষ জাতির জন্য তাঁর কবরের অস্তিত্ব আজো অজানা রয়ে গেছে। তিনি পৃথিবীতে দেড়শ বছর বেঁচে থেকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেন।

হযরত শামুয়েল (আঃ)

হযরত শামুয়েল (আঃ)-এর আশ্চার্য সিন্দুক ঘটনার বিবরণ

তিয়ার ময়দান থেকে বের হয়ে হযরত ইউসা (আঃ) বনি ইস্রাইলদেরকে নিয়ে সিরিয়া থেকে আরম্ভ করে বহু দেশ জয় করেন এবং এক বিশাল সাম্রাজ্য

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে বনি ইস্রাইলেরা ধীরে ধীরে চরম বিলাসিতা ভোগ ও দায়িত্বহীনতায় আক্রান্ত হয়। তারা নবীদের যাবতীয় আদর্শ ও শিক্ষা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে জঘন্য পাপে লিপ্ত হতে থাকে। এমনকি তাদের পিতামাতা, গুরুজন ও আলেম বোজর্গদের কোন উপদেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা পর্যন্ত ত্যাগ করে। তখন তাদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা অসন্তুষ্ট হন এবং তাদের ভাগ্যে নেমে আসে ধ্বংস ও অধপতন।

সিরিয়া বিজয়ের সময় সেখানের অধিবাসী এমেলেকা সম্প্রদায় বনি ইস্রাইলদের আক্রমণের ফলে দেশ ছেড়ে অনেক পশ্চিমে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। তারা সেখানে বসে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে এবং শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করে। ফলে এক সময় তারা এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়। তখন তারা তাদের পূর্ব পুরুষের দেশ সিরিয়া পুনরুদ্ধারের সংকল্প গ্রহণ করে। তারা অস্ত্র-সস্ত্র, ধন সম্পদ ও রসদ, সংগ্রহের অভিযান চালিয়ে এক বিরাট শক্তির অধিকারী হয়। অতপর এক সময় তারা বনি ইস্রাইলদের প্রতি ঝটিকা আক্রমণ চালায়। বনি ইস্রাইলেরা এমেলেকা সম্প্রদায়ের আক্রমণ সম্বন্ধে আদৌ কোন খবর রাখত না। তারা বিলাসবহুল জীবন যাপনের নেশায় অচেতন ছিল। এমন সময় এমেলেকাদের আক্রমণে তারা কোন যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে আর সক্ষম হল না। ভাগ্যহতরা অতি সহজে পরাজয় বরণ করে কতক বন্দী হল, কতক নিহত হল এবং কতক দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হল। তাদের দীর্ঘদিনের আয়েশ আরামের রাজমহল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এমেলেকা সম্প্রদায়ের নিকট তারা দাস-দাসীরূপে জীবন যাপনের অধিকার পেল।

বনি ইস্রাইলদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা একটি নেয়ামত দান করেছিলেন উহার নাম ছিল তাবুত। তাবুত নামের জিনিসটি হল একটি লোহার সিন্দুক। যার ভিতরে ছিল নবীদের তোহফা। হযরত মুছা (আঃ)-এর লাঠি, হযরত হারুনের পাগড়ী, তিয়া ময়দানে প্রাপ্ত মানোয়া ছালোয়ার কিছু শুষ্ক খাদ্য ও পাথরে লিপিবদ্ধ তৌরাত কিতাবের কিছু অংশ। এ তাবুত ছিল খুবই বরকতপূর্ণ। মানুষেরা কোন নেক নিয়ত করে যদি এটা প্রদক্ষিণ করে দোয়া করত তাহলে তা আল্লাহ কবুল করতেন। কোন যুদ্ধ যাত্রার সময় যদি এটাকে প্রদক্ষিণ করে যাত্রা করা হত তাহলে বিজয় অবধারিত থাকত।

এমেলেকাদের আক্রমণে বনি ইস্রাইলেরা এমনভাবে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল যে, তাবুতের কথা তারা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল। আর যাদের সে কথা স্মরণ ছিল তারা তাবুতের নিকট গিয়ে দোয়া করার কোন অবকাশ পায় নি। ফলে জঘন্য পরাজয়ের গ্লানী মাথায় নিতে তারা বাধ্য হয়েছিল।

www.pathagar.com

এমেলেকা সম্প্রদায় সিরিয়া বিজয় করার সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাষ্ট্র ও অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিল এবং সকল অঞ্চল থেকে বনি ইস্রাইলদেরকে বিতাড়িত করে দিল। এক কথায় বনি ইস্রাইলদের বিশাল রাজ্য ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। তারা সর্বত্র অপদস্ত হল, পলায়ন করল এবং দাস-দাসীরূপে জীবন-যাপনে বাধ্য হল। বাকি কতক লোক পালিয়ে মিশর গিয়ে আশ্রয় নিল।

এ সময় বিধর্মীরা বনি ইস্রাইলদের নিকট থেকে কুদরতী সিন্দুকটিকে ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু সিন্দুকের মর্যাদা তারা দিতে জানে নি বলে তাদের শহরে কলেরা রোগের ভীষণ প্রাদুর্ভাব ঘটে। এমেলেকা সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন কলেরা রোগ সিন্দুকের অমর্যাদার প্রতিকার মনে করে সিন্দুকটিকে অন্য শহরে প্রেরণ করে। সিন্দুক নতুন শহরে স্থানান্তর করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানেও কলেরার প্রকটতা দেখা দেয়। তখন তারা সিন্দুক আর এক শহরে পাঠিয়ে দেয়। সেখানেও রোগের সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। এভাবে এক এক করে পাঁচটি শহরে সিন্দুক প্রেরণের ফলে যখন রোগের প্রকটতা ব্যাপক বিস্তার লাভ করে, তখন তারা সিন্দুকটিকে খুলতে চেষ্টা করে। পরে ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করে। সর্বশেষে বিফল হয়ে এক কদাকার স্থানে সেটি রেখে দেয়। পরের দিন সিন্দুকটিকে আর কেউ দেখতে পায় নি। আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেস্তা দ্বারা সিন্দুকের ইজ্জত রক্ষার্থে অন্যত্র সরিয়ে দেন।

বনি ইস্রাইলেরা এ সময় খুবই দুরাবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। রাজ্যহারা অবস্থায় তারা বেকার, দরিদ্রতা ও নানা রকম দুঃখ- দুর্দশার মধ্যে নিপতিত হল। এ সময় কিছু সংখ্যক লোক ছিল যারা খাঁটি ঈমানদার। তারা আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে দিবারাত্র কেঁদে কেঁদে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনার নিমিত্ত একজন নবী আগমনের প্রার্থনা করতেন। আল্লাহ তা'য়ালা এ সব মানুষের দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একজন দরিদ্র বনি ইস্রাইল রমনীর ঘরে হযরত শামুয়েল (আঃ)-কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন।

হযরত শামুয়েল (আঃ) উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে বড় হওয়ার পরে চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ তা'য়ালার তরফ থেকে নবুয়তী লাভ করেন। নবী হয়ে তিনি বনি ইস্রাইলদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেন। বনি ইস্রাইলেরা ভীষণ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার পরে কিছুটা সচেতন হন। তাই তারা নবীর দাওয়াতকে অগ্রাহ্য না করে তাঁর প্রতি ঈমান আনে এবং সমবেতভাবে নবীর নিকট আবেদন জানায়, "হে আল্লাহর নবী! আপনি দোয়া করুন আল্লাহ তাঁর নেয়ামত তাবুত সিন্দুকটিকে যেন আমাদের নিকট ফিরিয়ে দেন এবং আমাদের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য যেন আমাদের ফিরিয়ে দেন।"

www.pathagar.com

বনি ইস্রাইলেরা দুঃখ-দুর্দশার কষাঘাতে চরম শিক্ষা পেয়ে এবার তারা সহজে নবীর নিকট আত্মসমর্পণ করে অঙ্গীকার করল, আমরা দীর্ঘদিন পরে আমাদের মাঝে একজন উপযুক্ত নেতা পেয়েছি। অতএব এ নেতার নেতৃত্বে আমরা যুদ্ধ যাত্রা করব। এমেলেকাদের অধিকৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করব। জাতিকে সঠিক ঈমানদার হিসেবে তৈরি করার নিমিত্ত সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। কেউ নবীর সাথে কখনই অমর্যাদাকর কোন আচরণ করব না। আমরা ঈমানদারীর সাথে শপথ করে বলছি আমরা কখনো আমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করব না।

তালুত ও জালুতের কাহিনী

এমেলেকাদের মনোনীত রাজার নাম ছিল জালুত। সে ছিল অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা। বনি ইস্রাইলদের প্রতি সে ভয়ানক অত্যাচার করত। তাদের ধন-সম্পদ সবই কেড়ে নিয়েছিল। তাদের উপর নিম্নমানের কাজ চাপিয়ে দিয়েছিল। বনি ইস্রাইলদের মধ্যকার সুন্দরী রমনীদিগকে জোরপূর্বক তার রাজমহলে নিয়ে যেত। তালুতের অত্যাচারে বনি ইস্রাইলেরা অধিকাংশই দেশত্যাগ করে বাইতুল মোকাদ্দাসে আশ্রয় নিল। হযরত শামুয়েল (আঃ) সেখানেই ছিলেন। বনি ইস্রাইলেরা এ সময় একজন শক্তিশালী বাদশার আবির্ভাবের জন্য হযরত শামুয়েলের নিকট দোয়া প্রার্থনা করল। হযরত শামুয়েল বনি ইস্রাইলদের দুরাবস্থা দেখে আর সহ্য করতে পারলেন না। তাই তিনি আল্লাহর দরবারে একজন সাহসী, শক্তিশালী ও ধর্মপরায়ণ বাদশার আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা করলেন।

আল্লাহ তা'য়ালা নবীর দোয়া কবুল করে জিব্রাইল(আঃ)-কে নবীর নিকট প্রেরণ করে একখানি মাপকাঠি দিলেন। বনি ইস্রাইলদের মধ্যে যিনি এ মাপ কাঠিতে বরাবর হবে তিনি বনি ইস্রাইলদের বাদশা হবে। এ ঘোষণার পরে একাধারে সমস্ত মানুষকে মাপতে আরম্ভ করল। একদিন এক মেষ রাখাল এসে যখন মাপ দিল তখন তার মাপ কাঠির বরাবর হল। তার নাম ছিল তালুত। হযরত শামুয়েল (আঃ) তখন তাকে কিছু প্রশ্ন করে পরীক্ষা করে নিলেন। অতপর এ ব্যক্তিকে বনি ইস্রাইলদের বাদশার বলে ঘোষণা দিলেন। নবী তাকে জালুতের বিরুদ্ধে অনিতিবিলম্বে যুদ্ধ করার কথা বললেন। তালুত এক বাক্যে তা স্বীকার করে সেই মুহূর্ত থেকে যুদ্ধ প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিলেন। নবী বনি ইস্রাইলদেরকে তালুতের সাথে যুদ্ধে যাত্রার জন্য আদেশ দিলেন। অনেকে তালুতকে মেষ রাখাল বলে বিদ্রুপ করল। নবী তাদেরকে বললেন,. আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে তাকে তোমাদের নেতা করে পাঠিয়েছেন। অতএব বিনা প্রতিবাদে তার পিছনে সারি বদ্ধ হও। যদি তোমরা এবারের যুদ্ধ যাত্রায় কোন রূপ অবহেলা প্রদর্শন কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে পুনরায় দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করবেন। তখন তোমরা

www.pathagar.com

একটি পশুর মর্যাদাও লাভ করতে সক্ষম হবে না। শৃগাল কুকুরের ন্যায় ঘৃণার পাত্র হিসেবে জঘন্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হবে। কেউ তা রোধ করতে পারবে না।

বনি ইস্রাইলেরা চিরদিনই টেরা বুদ্ধির লোক ছিল। এবারেও তারা পূর্ব পুরুষের স্বভাব পরিত্যাগ করতে পারল না। তারা নবীকে বলল, তালুত যে আল্লাহর মনোনীত বাদশা তার একটা যথাযোগ্য প্রমাণ দিন, তাহলে আমরা তার তাবেদারী করে যাব, কোন দ্বিমত পোষণ করব না। হযরত শামুয়েল (আঃ) বললেন, তাবুত নামক আশ্চার্য সিন্দুকটি আজ শত্রু কবলিত অবস্থায় আছে। তোমরা কেউ তা উদ্ধার করতে সক্ষম নও। তালুত যদি আল্লাহ তা'য়ালার মনোনীত বাদশা হয়ে থাকে তাহলে সে আজকে দিনের মধ্যে সেটি উদ্ধার করে আনতে সক্ষম হবে। আর যদি আল্লাহ তা'য়ালার মনোনীত না হয় তবে সে সিন্দুক উদ্ধার করতে সক্ষম হবে না। মনে রেখ তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ আজকে দিনের মধ্যে সিন্দুক উদ্ধার করতে সক্ষম হও তবে তাকেই আমি বাদশা বরে ঘোষণা দেব। বনি ইস্রাইলেরা নবীর কথা শুনে নির্বাক হয়ে গেল। কারণ তাবুত নামক সিন্দুক এমেলেকাদের রাজা জালুতের গুদামে রক্ষিত বলে সকলের জানা ছিল। সেটা উদধার করা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তাই সকলে থ খেয়ে বসে রইল। কারো মুখ থেকে আর একটি কথাও বের হল না।

এদিকে হযরত শামুয়েল (আঃ) তালুতকে ডেকে বললেন, তুমি সোজা পূর্ব দিকে মরুভূমিতে চলে যাও। সেখানে গাড়ি বহনকারীর সাথে সাক্ষাৎ পাবে। তুমি গাড়িতে উঠে তাকে গাড়ি এদিকে চালিয়ে নিয়ে আসতে বলবে। তালুত নবীর কথা অনুসারে তৎক্ষণাৎ পূর্ব দিকে মরুভুমির মাঝে গিয়ে দেখেন, দুইজন মানুষ একটি গাড়ি টেনে নিচ্ছে। গাড়ির উপর একটি বাক্স, তখন তিনি গাড়ির উপর গিয়ে বসলেন এবং চালকদিগকে গাড়ি এদিকে চালনার আদেশ দিলেন। চালকেরা তখনই গাড়ি ঘুরিয়ে এদিকে চালাতে আরম্ভ করল। অল্প সময়ের মধ্যে তালুত সিন্দুক নিয়ে নবীর দরবারে পৌছে গেল। তখন নবী বনি ইস্রাইলদেরকে ডেকে তা দেখাল এবং তালুতের বাদশাহীর স্বীকৃতি দিতে বললেন। বনি ইস্রাইলেরা তখন বাধ্য হয়ে তালুতের নেতৃত্ব স্বীকার করে নিল। তালুত তখন সকল বনি ইস্রাইলকে জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার জন্য তড়িৎ প্রস্তুতি নিতে বললেন। হযরত শামুয়েল (আঃ) একটি লোহার বর্ম তালুতকে দান করে বললেন, এ বর্ম যার শরীরে মানাবে এবং মাপে খাঁটবে জালুত তার হাতে নিহত হবে। অতপর তালুত সে বর্মটি যখন পড়লেন তখন দেখা গেল তার শরীরের মাপে বর্মটি উপযুক্তভাবে মানিয়েছে। তখন নবী তাকে বললেন, এখন যুদ্ধযাত্রা

www.pathagar.com

আরম্ভ কর। তালুত হযরত শামুয়েলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। তার সাথে প্রায় আশি হাজার বনি ইস্রাইল সৈন্য এগিয়ে চলল। ওদিকে জালুতের গুপ্তচরেরা তালুতের আক্রমণের কথা জালুতকে জানিয়ে দিল। তারা এ খবর জানতে পেরে তড়িৎ রণসজ্জায় সজ্জিত হল। তালুত সৈন্যদেরকে নিয়ে পথ চলতে আরম্ভ করলেন। পথিমধ্যে এক সময় তিনি সমস্ত সৈন্যদের থামিয়ে বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা কিছুক্ষণের মধ্যে তোমাদেরকে এক নদীর সম্মুখীন করবেন। তখন তোমরা নদীর পানি কেউ পান করবে না। যদি একান্ত পান করতে ইচ্ছা কর তাহলে মাত্র এক অঞ্জলি পান কর। তাহলে আমরা তাবেদার হিসেবে বলবৎ থাকবে। আর যদি তোমরা অধিক পানি পান কর তাহলে আর আমরা তাবেদারদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না। নাফরমানদের অন্তর্ভুক্ত হব। একথা বলে পুনরায় পথ চলতে আরম্ভ করলেন। কিছুদূর অগ্রসর হবার পরে তারা এক জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে এক নদীর সম্মুখীন হলেন। নদীর পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। সেখানে সৈন্যদেরকে নিয়ে তালুত কিছু সময় বিশ্রাম নিলেন। এ সময় বনি ইস্রাইলের অধিকাংশ সৈন্যরা পেট ভরে পানি পান করল। কিছু সৈন্য তাদের সেনাপাতির আদেশ অনুসারে এক অঞ্জলি পানি পান করল। আবার কতকে আদৌ পান করল না। তবে তাদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত কম। যারা অধিক পানি পান করল তাদের অবস্থা খারাপ হল, তাদের জিহ্বা বের হয়ে গেল, পেটফুলে গেল এবং অসহ্য যাতনায় চিৎকার করতে করতে কিছু সময়ের মধ্যে মৃত্যুবরণ করল। মোট আশি হাজার সৈন্যের প্রায় সকলেই অধিক পানি পানি করে মৃত্যুমুখে পতিত হল। যারা অল্প পানি পান করেছিল তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশত তের জন। তারা সকলেই সুস্থ ছিল। তালুত এ অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে জালুতের সাথে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হলেন। এ অল্প সংখ্যক সৈন্যদের মাঝে ছিলেন যুবক হযরত দাউদ (আঃ), তাঁর ছয় ভাই এবং পিতা। হযরত দাউদ (আঃ) এ যাত্রার পথচলার সময় মাঠ থেকে তিনটি পাথর কুড়িয়ে নিয়েছিলেন। এ পাথরগুলো তার নিকট সংরক্ষিত ছিল। তিনি যুদ্ধের জন্য এ পাথরকে সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র মনে করে বুকের সাথে লাগিয়ে রেখেছিলেন। ও দিকে জালুত কয়েক লক্ষ অস্ত্রধারী সৈন্য নিয়ে তালুতের সৈন্যদের অপেক্ষায় পথ চেয়ে ছিল। যখন জালুত দেখল, মাত্র তিনশত তেরজন সৈন্য নিয়ে তালুত যুদ্ধ ময়দানে হাজির হয়েছে তখন সে এক অট্টহাসি দিয়ে বললেন, এ ক্ষুদ্র দলের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার। বনি ইস্রাইল সৈন্যেরা জালুতের বিশাল বাহিনী দেখে বলল, আমরা ক্ষুদ্র সংখ্যক সৈন্যরা এ বিশাল বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করতে পারব না। অতএব আমাদের আত্মসমার্পণ করা ছাড়া উপায় নেই। আবার কেউ

www.pathagar.com

কেউ বলল, আমরা যদিও সংখ্যায় কম তবে আমাদের সাথে আল্লাহ্ আছেন। অতএব আমরা বিশাল সৈন্য বাহিনীর মোকাবেলা করবো। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদেরকে মদদ করবেন। অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষুদ্র দলকে বিশাল বাহিনীর মোকাবিলায় জয়যুক্ত করে থাকেন।

এ ঘটনাটি কুরআনুল কারীমে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى اِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ لَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ قَالُوْا لاَطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ *

অর্থ ঃ "অতঃপর যখন সেনাবাহিনীসহ বের হল, তখন সে বলল, নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তোমাদেরকে এ নহরের পানি দ্বারা পরীক্ষা করবেন। অতএব, যে ব্যক্তি এটা হতে তৃপ্তির সাথে পানি পান করবে, সে আমার দল ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি এর স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দল ভুক্ত। এছাড়া যে-কেউ তার হাতের এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সেও। অতঃপর সামান্য সংখ্যক লোক ব্যতীত আর সকলেই সে নহরের পানি তৃপ্তি সহকারে পান করলে।

অতঃপর যখন তালূত এবং তার সাথী ঈমানদাররা তা (নদী) অতিক্রম করল, তখন তারা (যারা তালূতের আদেশ অমান্য করেছিল) বলল, আজ আমাদের মধ্যে জালূত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি নেই। কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল যে, তাদেরকে একদিন আল্লাহর সম্মুখে হাযির হতেই হবে, তারা বলে উঠল, আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভুত করেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২৪৯)

বনি ইস্রাইলেরা জালুতের সৈন্যদের সম্মুখে এসে হাজির হল। তখন আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে তারা বলল, হে দয়াময়! আমরা তোমার নবীর নির্দেশক্রমে এ জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছি। তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর যেন আমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে বিজয়ী হতে সক্ষম হই। তুমি আমাদেরকে দৃঢ় রেখ, আমাদেরকে প্রয়োজনীয় শক্তি সামর্থ দান কর।

জালুত বনি ইস্রাইলের নগণ্য সৈন্য দেখে দূত- প্রেরণ করে তালুতকে জানিয়ে দিল, তোমার ক্ষুদ্র দলের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে আমার ইজ্জত রক্ষা

www.pathagar.com

পাবে না। তার চাইতে তোমরা আমার নিকট আত্মসমর্পণ কর। যদি এ কথায় তোমরা রাজি না হও তবে প্রথমে আমার একার সাথে তুমি মল্ল যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। যার মাধ্যমে আমি পরখ করে নিব যে, তোমরা যুদ্ধের লায়েক কিনা। জালুতের কথা শুনে তালুত দূতকে বলে দিলেন, জালুত যেন আমাদের ক্ষুদ্র দল দেখে মনে না করে যে, আমরা দুর্বল। আমাদের সাথে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'য়ালা রয়েছেন। অতএব, জালুতের বিশাল সৈন্য বাহিনীকে আমরা পড়োয়া করি না। যারা আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভর করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তারা ক্ষুদ্র হলেও বিজয়ী হয়ে থাকে। এর অসংখ্য নজির পৃথিবীতে বিরাজমান রয়েছে। এ কথা বলে তিনি দূতকে বিদায় করলেন।

অতপর তালুত বনি ইস্রাইলদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন তোমাদের মধ্যে এমন বীর কে আছ, যে কাফের জালুতের মুণ্ডটা কেটে আনতে পার? তালুতের কথায় প্রথমে কেউ সাড়া দিল না। তাই তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার রহমতী বাহিনী তোমরা সাহস করে সম্মুখে অগ্রসর হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন। অতএব কে আছ যে আনন্দের সাথে এ কাজ করতে রাজি আছে? মনে রেখ, যে ব্যক্তি জালুতের মাথা কেটে এখানে হাজির করতে পারবে তাকে আমি আমার রাজ্যের অর্ধেক দান করব এবং আমার সুন্দরী কন্যাকে তার সাথে শাদী দিয়ে দিব। তালুতের এ আহ্বানে কাউকে তেমন উৎসাহি হতে দেখা গেল না। তখন তালুত নিজেই জালুতের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। এমন সময় রেশমি পোশাক পরিহিত উজ্জল বর্ণের এক সুদর্শন যুবক এসে তালুতকে ছালাম দিয়ে বললেন, মহাত্মন! আমি জালুতের মস্তক ছিন্ন করে নিয়ে আসতে প্রস্তুত আছি। আমি আল্লাহ তা'য়ালার উপর নির্ভর করে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছি। আপনি আমার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন। এ সময় লৌহ বর্ম পরিহিত বিরাট দেহের অধিকারী রাজা জালুত অশ্বপৃষ্ঠে সেখানে এসে বলল, তোমার মাঝে কে আছে যে আমার সাথে মোকাবিলা করবে? আমি ক্ষণিকের মধ্যে তোমাদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছি। তোমরা আমাকে যুদ্ধের নামে যথেষ্ট অপমান করেছ। এ অপমানের সাজা আমি এখনই দিচ্ছি। এ কথা বলে উলঙ্গ তরবারী নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হল। তখন হযরত দাউদ (আঃ) গিয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। জালুত হযরত দাউদকে দেখে বলল, তুমি নিরস্ত্র বালক আমার সম্মুখে কেন এসেছ? হযরত দাউদ বললেন, আমিই তোমার সাথে যুদ্ধ করব। জালুত জিজ্ঞেস করল, কি দিয়ে তুমি যুদ্ধ করবে? হযরত দাউদ বললেন, আমার নিকট কিছু রহমতী পাথর রয়েছে, এ পাথর দ্বারা তোমার মস্তক গুড়িয়ে দেব। জালুত হযরত

www.pathagar.com

দাউদের কথা শুনে তাচ্ছিল্লের হাসি হাসলেন এবং বললেন তোমার যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখে আমার দয়া হয় তাই তোমাকে বলছি, এ বয়সে জীবনটা নষ্ট করে কি লাভ? তার চেয়ে তুমি ফিরে গিয়ে জীবনটা রক্ষা কর। অর্থ ও সুন্দরী রমনীর মোহে বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে যতটুকু অগ্রসর হয়েছ তা প্রশংসার যোগ্য। এখন সম্মুখে বিপদ আর অগ্রসর হইওনা।

হযরত দাউদ (আঃ) তখন ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, তুই একটি কুকুর, কুকুরকে মারার জন্য পাথর যথেষ্ট একথা বলে এক খন্ড পাথর জালুতের মস্তক লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। এক পাথরের আঘাতে জালুত অশ্বপৃষ্ঠ হতে ভূতলে পতিত হল। তখন হযরত দাউদ (আঃ) বাকি দুখন্ড পাথর তার শরীরের উপর নিক্ষেপ করলেন।

কোন তাফসিরকারক লিখেছেন, এক খন্ড পাথর নিক্ষেপ করে জালুতকে খতম করার পরে বাকি দুই খন্ড পাথর তার সৈন্যদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয়। যাতে সমস্ত ময়দানের বিশাল বাহিনী সমুলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। জালুত ও তার সেনা বাহিনীকে ধ্বংস করার পরে তালুত তার রাজ্য দখল করেন এবং একছত্র অধিপতি হিসেবে রাজ্য পরিচালনা আরম্ভ করেন। এদিকে হযরত দাউদ (আঃ)-কে অর্ধেক রাজ্যদান ও কন্যার বিবাহ সম্পাদনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যান। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হবার পরে বনি ইস্রাইলদের কতক লোক গিয়ে বাদশা তালুতের নিকট তার ওয়াদা সম্বন্ধে আলাপ করেন। তখন তার মনে একটু গৌরবের সৃষ্টি হয়। তাই বনি ইস্রাইলদেরকে বলে দিলেন, আমার কন্যা অত্যন্ত সুন্দরী কিন্তু দাউদ তামাটে রঙ্গের ও তার চক্ষু দুটি দেখতে বিশ্রী। এ ছাড়া আমি এখন যে বিশাল রাজ্যের অধিপতি হয়েছি তাতে যে কোন রাজপুত্রের সাথে কন্যার শাদী করান উচিত। সাধারণ একটি ছেলের সাথে শাহজাদীর বিবাহ আদৌ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত অর্ধেক রাজ্যের কথা বলে ছিলাম বটে কিন্তু সে তো আমার সঙ্গী হিসেবে আমার বর্ম পরিধান করে যুদ্ধ ময়দানে গিয়ে জালুতকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করেছে। আমার সহায়তা ছাড়া একা গিয়ে হত্যাকরা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। এ ছাড়া জালুতের মুণ্ডচ্ছেদ করে আমার সম্মুখে হাজির করতে সক্ষম হয় নি। অতএব এ আংশিক কাজের জন্য রাজ্য দানের কথা আমি ঘোষণা দেই নি। তালুত শয়তানের ধোকায় নিজ ওয়াদা আর রক্ষা করল না। বনি ইস্রাইলের লোকেরা এসে হযরত দাউদ (আঃ)-কে এ খবর জানাল। হযরত দাউদ তখন বললেন, আমি তালুতের কন্যা বিবাহ এবং রাজ্য লাভের প্রত্যাশী নই। একথা বলে তিনি তার ভাই ও পিতাকে নিয়ে হযরত শামুয়েলের নিকট চলে যান। হযরত শামুয়েল হযরত দাউদ (আঃ)-কে দেখে বললেন, এ যুবক

একদিন নবুয়তী লাভ করবেন এবং সমগ্র দেশের অধিপতি হবেন। তোমরা সকলে তার কদর কর এবং তার কথা অনুসারে চলার চেষ্টা কর। তোমাদের মঙ্গল হবে।

অতপর হযরত দাউদ (আঃ) সত্তর জন সঙ্গী সাথী নিয়ে পার্বত্য এলাকায় চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি একখানা মসজিদ তৈরি করে গভীর এবাদত বন্দেগীতে মশগুল হলেন। হযরত দাউদকে নির্জন পর্বতের ধ্যান মগ্ন দেখে অনেক লোকের ভয় হল। তারা গিয়ে বাদশা তালুতকে হযরত দাউদের ধ্যান মগ্নতার কথা জানাল এবং বলল, যে ব্যক্তি একটি সামান্য পাথরের আঘাতে জালুতের বিশাল বাহিনীসহ তাকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। সে আপনাকেও পর্যুদস্ত করতে সক্ষম, অতএব আপনি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। তালুত এ খবর পেয়ে একদল সৈন্য নিয়ে সে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলেন। সারা দিন পথ চলার পরে সন্ধ্যা বেলা হযরত দাউদের মসজিদের সন্নিকটে গিয়ে পৌঁছলেন। শ্রান্তক্লান্ত সৈন্যরা ও বাদশা মসজিদকে ঘেরাও করে বসে বসে বিশ্রাম নিলেন। এমতাবস্থায় অবষন্ন শরীর নিয়ে দীর্ঘ সময় বসে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হল না। এক এক করে সকলে মাটিতে গড়িয়ে পরে গভীর নিদ্রা মগ্ন হল।

গভীর রজনীতে হযরত দাউদ ও তার সঙ্গীগণ মসজিদের বাইরে এসে দেখলেন বাদশা তালুত ও অনেক সৈন্য মসজিদ ঘেরাও করে গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে আছে। তখন ঘটনা বুঝতে আর তাদের বাকি থাকল না। হযরত দাউদ (আঃ) তালুতের নিকট গিয়ে তার তরবারীখানি হাতে নিয়ে একটি পাথরের উপর মারলেন। পাথর দুই টুক্‌রা হয়ে গেল। তখন তিনি পাথরের খণ্ডদুটি তালুতের পেটের উপর রেখে দিলেন এবং একখানা পত্র লিখলেন। পত্রে তিনি লিখলেন, আমি তোমার ভীতির কারণ হয়ে ছিলাম বলে তোমার রাজ্য ছেড়ে জঙ্গলে, পর্বতে আশ্রয় নিয়েছি। যাতে তুমি নির্বিঘ্নে রাজ্য পরিচালনা করতে পার। কিন্তু তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য এ পর্যন্ত এসেছ জেনে আমি দুঃখিত। ঘুমে অচেতন অবস্থায় আমাদের প্রতি আক্রমণ করে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এখানে ওৎ পেতে বসে ছিলে। কিন্তু তোমার নিয়তের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার মঞ্জুরি নেই। তাই তোমরা অচেতন নিদ্রা মগ্ন হয়েছ। আমরা তোমাদিগকে এ সুযোগে দ্বিখণ্ডিত করতে সক্ষম ছিলাম। কিন্তু নিদ্রা মগ্ন মানুষকে হত্যা করা কাপুরুষের কাজ। তাই তোমাদিগকে নিরাপদ করে দিলাম। তোমার পেটের উপর যে দ্বি খণ্ডিত পাথর আছে তা আমার হাতে দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। এ পাথর দ্বিখণ্ডিত না করে যদি তোমার প্রতি তরবারী পরিচালনা করতাম তাহলে তুমি দ্বিখণ্ডিত হতে। কিন্তু তা না করে তোমার প্রতি উদারতা প্রদর্শন করলাম। তুমি আল্লাহর শোকর আদায় করে রাজধানীতে ফিরে যাও। না হয় তোমার

www.pathagar.com

বিপদ ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। একথাগুলো লিখে পত্রখানি তরবারীতে গেথে তা বাদশা তালুতের বুকের উপর রেখে তিনি মসজিদে ফিরে গেলেন। ভোর বেলা তালুত ঘুম থেকে উঠে তার বুকের উপর রাখা চিঠি তরবারী ও পাথর টুকরা দেখতে পেলেন। তখন তিনি পত্রখানি পাঠ করে খুবই লজ্জিত হলেন এবং সৈন্যদেরকে নিয়ে ফিরে চলে আসলেন।

কিছু দিন পরে তালুত লোক প্রেরণ করে হযরত দাউদকে হত্যা করার পরিকল্পনা নেয়। সে সময় দাউদ (আঃ) মসজিদের বাইরে ছিলেন যে জন্য শত্রু পক্ষ হযরত দাউদ (আঃ)-কে চিনতে না পেরে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছিল, যারা ছিলেন দরবেশ ও অলী আল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। পরপর দুটি আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ায় তালুত খুব চিন্তিত হল বিশেষ করে তার পরামর্শ পরিষদ তালুতকে বলল, এযাবত আপনি অতি নিরাপদে রাজ্য পরিচালনা করেছেন। আগামীতে বোধ হয় আপনার উপর বিপদ আসবে। কারণ দাউদের ন্যায় একজন মহৎ ব্যক্তিকে আপনি প্রতারণা করেছেন। দ্বিতীয়ত তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা বার বার ব্যর্থ হচ্ছে এটাই তার মহত্তের বড় নিদর্শন। অতএব হযরত দাউদের সাথে আর অধিক বাড়াবাড়ি না করে তাকে ডেকে আপনার কন্যার শাদী সমাধা করে দিন এবং রাজ্যের অর্ধেক অংশ এখনই তাকে ছেড়ে দিন। আপনি আমাদের প্রস্তাবে অস্বীকৃতি প্রদান করলে আমরা আর আপনার সঙ্গে থাকব না। কারণ আপনার প্রতি আরোপিত গজব থেকে আমরাও রেহাই পাব না। এছাড়া সবচেয়ে ভয়ের কথা হল হযরত শামুয়েল (আঃ) হযরত দাউদ (আঃ)-কে ভাবী পয়গম্বর বলে উল্লেখ করেছেন। এমতাবস্থায় এখনই আপনার সিদ্ধান্ত আমাদেরকে বলে দিন।

তালুত তার পরিষদের কথা শুনে ভয়ে বিহবল হয়ে পড়লেন। বিশেষ করে তাকে হত্যা ষড়যন্ত্রে বার বার ব্যর্থ হওয়ার ঘটনাগুলো একা একা ভেবে খুবই অস্থিরতা বোধ করলেন। তখন তিনি পরিষদকে বললেন, আমি দাউদের নিকট কন্যার শাদী দিব এবং তাঁকে রাজ্যের অর্ধেক লিখে দিব। আপনার এ ব্যাপারে সময় নির্ধারণ করে আমাকে অবগত করুন। তালুতের কথা অনুসারে পরিষদ সময় নির্ধারণ করে তাকে জানাল। তালুত তখন হযরত দাউদকে দরবারে হাজির হবার জন্য দূত প্রেরণ করলেন। দূত হযরত দাউদের নিকট পৌঁছে সমস্ত বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করল। হযরত দাউদ (আঃ) দূতের কথা শুনে বললেন, তালুত অন্যায়ভাবে অনেক মুসলমানকে হত্যা করেছে। অতএব এর কাফ্ফারা না হওয়া পর্যন্ত আমি তার কাছে যাব না। কাফফারা হল আগত ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে যতগুলো মুসলমান সে হত্যা করেছে ততগুলো কাফেরকে হত্যা করে নিজ

www.pathagar.com

কৃত কর্মের জন্য আল্লাহর দরবারে তওবা করবে। এর পরে আমি তার দরবারে যেতে পারি। অন্যথায় আমি তার কাছে যাব না।

দূত হযরত দাউদের নিকট থেকে ফিরে এসে তাকে সবিস্তার খবর অবগত করলেন। তালুত হযরত দাউদের ফরমান শুনে আরো অধিক ভীত হলেন এবং আগামী ধর্ম যুদ্ধে অংশ গ্রহনের জন্য রাজী হল। কিছু দিনের মধ্যে কাফের ও মুসলমানের মধ্যে একটি যুদ্ধ আরম্ভ হল। তালুত তখন এ যুদ্ধে অংশ নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবেন বলে আশা করলেন এবং এক বিরাট বাহিনী নিয়ে সে যুদ্ধ যাত্রা করলেন।

একদিন যুদ্ধ করার পরে হঠাৎ শত্রু পক্ষের একটি বিষাক্ত তীর এসে তার বক্ষভেদ করল এবং তার সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তিনি সেখানে মৃত্যুবরণ করলেন। হযরত দাউদ (আঃ) এ খবর পেয়ে যুদ্ধ ময়দানে গমন করেন এবং তালুতের লাশ উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। অতপর মর্যাদার সাথে তালুতের দাফন কাফন সম্পন্ন করেন। অতপর দেশবাসী একত্রিত হয়ে হযরত দাউদ (আঃ)-কে তালুতের সিংহাসনে বসান। তিনি সিংহাসনে আরোহন করে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক উত্তপ্ত ভাষণ দান করেন, তাতে তিনি দেশের সকল অনাচার, অত্যাচার, জুলুম, চিরদিনের জন্য বন্ধ করার কঠোর নির্দেশ দেন। ন্যায়পরায়ণতা, পরোপকার, উদারতা ও শৃঙ্খলা জীবনের প্রধান কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করার জন্য সকলকে আদেশ দেন। দেশবাসী সানন্দে তার নির্দেশাবলী কবুল করে নেন।

কিছুদিন পরে তালুতের কন্যা তার পিতার প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে হযরত দাউদের নিকট নিজ বিবাহের পয়গাম প্রেরণ করেন। হযরত দাউদ (আঃ) তালুতের অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করে তালুতের কন্যার নিকট এক পত্র লিখেন। পত্রে তিনি উল্লেখ করেন, তার পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা একমাত্র তার উপরই ফরজ ছিল। অন্য কারো উপর উহা রক্ষা করার কোন দায়িত্ব নেই। এমতাবস্থায় তালুত যখন ইন্তেকাল করেছে তখন তার প্রতিশ্রুতর শেষ হয়েছে। এখন আপনার বিবাহ বিষয়টি একান্ত আপনার নিজস্ব ব্যাপার। এক্ষেত্রে যদি আমার সাথে শাদী করার কোন ইচ্ছে আপনার থাকে তবে নতুন করে প্রস্তাব পাঠান। আপনার পিতার প্রতিশ্রুতির উল্লেখ সেখানে থাকবে না। আমি যে আজ রাজসিংহাসনে বসেছি তাও সে প্রতিশ্রুতির আওতামুক্ত।

হযরত দাউদের পত্র পেয়ে তালুতের কন্যা হযরত দাউদ (আঃ)-কে জানালেন যে সে পিতার প্রতিশ্রুতির আওতা বহির্ভূত বিষয় হিসেবেই নিজ বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করছেন। যদি হযরত দাউদ দয়া করে কবুল করেন তবে নিজকে তিনি ধন্য মনে করবেন। হযরত দাউদ তালুতের কন্যার প্রস্তাব কবুল করলেন এবং এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার শাদী মোবারক সমাধা হল।

www.pathagar.com

হযরত দাউদ (আঃ)

মো'জেযার বর্ণনা

হযরত দাউদ (আঃ) হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর পুত্র ইয়াহুদের বংশধর। তিনি রাজ্য লাভের চল্লিশ বছর পরে নবুয়তী লাভ করেন। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন এক জন দরিদ্র মেষ পালক। পরবর্তী সময় আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে অপরিসীম যোগ্যতা দান করেন যার মাধ্যমে তিনি নিজ প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভ করেন। তাঁর যোগ্যতার অংশ বর্ণনা পুথি-পুস্তকে লিখিত রয়েছে। তাই একথায় বলতে হয় তিনি ছিলেন একজন পরাক্রমশালী বাদশা ও শ্রেষ্ঠ নবীদের একজন। তিনি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে ছিলেন অতুলনীয়। বিচারের ক্ষেত্রে ছিলেন কঠোর ইনসাফগার। তাঁর রাজ্য ছিল বিশাল, পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ ছিল তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত দাউদ (আঃ)-কে নিজ খলিফা বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

হযরত দাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ তা'য়ালা এমন মধুর কণ্ঠ দান করেছিলেন, যা তুলনা বিহীন। তিনি যখন তাঁর প্রতি নাজেলকৃত জবুর কিতাব তেলাওয়াত করতেন, তখন নদীর প্রবাহিত পানি থেমে যেত। বনের পশু পক্ষী তার পাশে জমায়েতের হয়ে তেলাওয়াত শুনত। গাছপালা ও পাহাড়- পর্বত তার সুরের সাথে দুলত, মনে হত যেন তারা তাঁর সাথে স্বর মিলিয়ে তেলাওয়াত করছে। হযরত দাউদ (আঃ)-এর তেলাওয়াতের আওয়াজ চল্লিশ মাইল পর্যন্ত পৌছত। এ চল্লিশ মাইলের সকল প্রাণী তাঁর তেলাওয়াতের সময় মনমুগ্ধের ন্যায় দুলত এবং মুখ মিলিয়ে তেলাওয়াতে অংশগ্রহণ করত। ধর্মদ্রোহীরা এ তেলাওয়াত শুনলে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে যেত।

কুরআনুল কারীম হযরত দাউদ (আ)-এর এ মর্যাদার উল্লেখ নিম্নরূপে করেছে-

وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রাজত্ব এবং হেকমত (অর্থাৎ, নবুওয়ত) দান করলেন; আর তাঁকে যা ইচ্ছা করেছেন- শিখিয়েছেন।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২৫১)

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ ـ

অর্থ ঃ "হে দাউদ! নিঃশ্চয়ই আমি তোমাকে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি বানিয়েছি।" (সূরা ছোয়াদ ঃ ২৬)

www.pathagar.com

وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا -

অর্থ ঃ "আর আমি প্রত্যেককে (দাউদ ও সুলাইমানকে) রাজত্ব দান করেছি এবং জ্ঞান দান করেছি।' (সূরা আম্বিয়া ঃ ৭৯)

হযরত দাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ তা'য়ালা আর এক বিরাট ক্ষমতার অধিকারী করেছিলেন। সেটা হল তিনি লোহা হাতে নিলে তা নরম মোমের মত হয়ে যেত। তিনি সে লোহা দিতে ইচ্ছেমত অস্ত্র ও লৌহবর্ম তৈরি করে নিতেন। পৃথিবীতে তিনিই সর্বপ্রথম লৌহবর্ম তৈরি করেন। যা আর কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই তিনি লৌহবর্ম ও অন্যান্য লৌহজাত আসবাবাদী তৈরি করে বিক্রয় করতেন। উক্ত আসবাব বিক্রয়লব্ধ অর্থ গরীবের মধ্যে বিতরণ করতেন, আত্মীয় স্বজনকে দিতেন এবং বিক্রয়ে করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি রাজকোষ থেকে কোন অর্থ গ্রহণ করতেন না। হযরত দাউদ (আঃ) -এর ন্যায় আর একজন আদর্শ রাষ্ট্রপ্রধান পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

সমস্ত নবী রাসূলগণকে আল্লাহ তা'য়ালা কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করে থাকেন। এটাই চিরাচরিত নিয়ম। যার উপর যত বড় কঠিন পরীক্ষা আসে, তাকে সে পরিমাণ উচ্চমর্যাদার অধিকারী করে দেয়া হয়। এ পরীক্ষার নাম "এবতেলায়ে আম্বিয়া"। হযরত দাউদ (আঃ) কেও সে নিয়মের আওতায় পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

এক নবীর পক্ষে অন্য নবীর মান-মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হওয়া অসম্ভব কিছুই নয়। সে হিসেবে হযরত দাউদ (আঃ) যখন হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসমাইল ও হযরত আইউব (আঃ)-এর উচ্চ মর্যাদার খবর অবগত হলেন, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে নিজ মান-মর্যাদার উন্নতির জন্য আবেদন করলেন। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে অবগত করান হল যে, মান মর্যাদার উন্নতির জন্য কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। তখন দাউদ (আঃ) আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বললেন, হে দয়াময়! আমাকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আপনি যে কোন পরীক্ষার সম্মুখী করুন, আমি তা স্বানন্দে কবুল করে নিব এবং আপনার রহমত যদি আমার সঙ্গে থাকে তবে আমি সে পরীক্ষায় অবশ্যই উত্তির্ণ হব।

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত দাউদ (আঃ)-এর ফরিয়াদ কবুল করলেন এবং তাকে এক পরীক্ষার সম্মুখীন করে দিলেন।

একদা হযরত দাউদ (আঃ) নিজ এবাদাতখানায় বসে এবাদাত করছিলেন। এমন সময় একটি নতুন ধরনের পাখি এসে তার এবাদাতখানায় ঢুকল। পাখিটি

www.pathagar.com

দেখতে কবুতরের ন্যায় ছিল। তার গায়ের রং ছিল সোনালী বর্ণের। তার পাখা, পা ও ঠোঁট ছিল অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত। হযরত দাউদ (আঃ) পাখিটি দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। পাখিটি তার অতি নিকটে আসল। তখন তিনি পাখিটি ধরার জন্য অগ্রসর হলেন। পাখিটি তখন একটু দুরে সরে গেল। তিনি আর একটু অগ্রসর হলেন। পাখিটি আর একটু দূরে সরে গেল। এভাবে হযরত দাউদ (আঃ) অগ্রসর হচ্ছিলেন আর পাখিটিও খানিক দূরে দূরে সরে তাকে ঘর থেকে বের করে নিল। অতপর হযরত দাউদ (আঃ) পাখিটি ধরার জন্য বেখেয়াল হয়ে পাখির পিছনে ছুটতে আরম্ভ করলেন, এভাবে অগ্রসর হতে হতে তিনি পাখির পিছনে বহুদূর চলে গেলেন। রাস্তা, জঙ্গল ও পাহাড় অতিক্রম করে তিনি অন্য এক রাজ্যে ঢুকে পড়লেন। হযরত দাউদ (আঃ) যে এত দূরে এসে গেছেন তা তিনি আদৌ অনুমান করতে পারলেন না। তিনি যখন এক সুন্দর ফুল বাগানের মাঝে এসে পৌঁছলেন তখন পাখিটি তাঁর সম্মুখ থেকে উধাও হয়ে গেল। তখন তাঁর চেতনা ফিরে এল। তিনি নিজকে অসহায় ভাবতে লাগলেন। কোথায় কিভাবে তিনি এসেছেন কিছুই তাঁর স্মরণে আসছে না। তিনি সেখানে অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। অতপর একজন মালির সাথে তাঁর দেখা হল তিনি তখন মালিরে জিজ্ঞেস করলেন এ বাগানের মালিক কে? মালি উত্তর দিল, এ বাগানের মালিক একজন মহিলা। তার নাম বতশা আফিয়া। তিনি বাগানের ওপারে এক সুরম্য অট্টালিকায় বসবাস করে।

হযরত দাউদ (আঃ) তখন বাগানের মধ্য দিয়ে হেঁটে অপর প্রান্তে গিয়ে দেখেন, বাগান সংলগ্ন এক হাউজে এক সুন্দরী মহিলা গোসল করছে। এ সুন্দরী যুবতীর নাম ছিল বতশা আফিয়া। সেই ছিল ফুল বাগানের মালিক।

হযরত দাউদ (আঃ) তাকে বিবাহ করার নিয়ত করলেন। সে মর্মে তিনি একজন পথচারীর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, এ বাগানের মালিক যে মহিলা, তার কি বিবাহ হয়েছে লোকটি উত্তর দিল হ্যাঁ কিছুদিন হল তার বিবাহ হয়েছে বটে কিন্তু তাদের স্বামী -স্ত্রীর মধ্যে সাক্ষাৎ হয় নি। তার স্বামীর নাম আউরিয়া। সে একজন দক্ষ সৈনিক ছিল। সাধারণ ত্রুটির জন্য সে চাকরি চ্যুত হয়েছে। বর্তমানে সে সম্পূর্ণ বেকার।

হযরত দাউদ (আঃ) সমস্ত তথ্য জেনে আউরিয়াকে খবর দিলেন। আউরিয়া হযরত দাউদের নিকট পৌছলে হযরত দাউদ তার নিকট নিজ পরিচয় দিলেন। তখন আউরিয়া তাঁকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে আরজ করল, হুজুর! আপনি কষ্ট করে এ গরীবখানায় কেন পদধূলি রাখলেন। হযরত দাউদ (আঃ) বললেন, আমি কতক লোকের নিকট তোমার সুনাম শুনেছি। তুমি একজন দক্ষ সৈনিক। সে

www.pathagar.com

হিসেবে তোমাকে বলতে এসেছি যে, আমার একজন দক্ষ সৈনিক প্রয়োজন। বর্তমানে আমার দক্ষ সৈনিকের অভাব, তুমি যে সামান্য ক্রটির জন্য চাকরি চ্যুত হয়েছ সেটা কোন ব্যাপার নয়। আমি তোমাকে এবার প্রধান সেনাপতি করে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দিতে চাই। এ পথ থেকে হয়ত একদিন তুমি রাজ্যের সর্বে সর্বা হবার সুযোগ লাভ করবে। যেমন আমি. সেনাপতি থেকে রাষ্ট্র প্রধানের ভাগ্য লাভ করেছি। বর্তমানে তোমার বেতন ভাতা হবে সেনাবাহিনীর সকলের চাইতে বেশি এবং সুবিধা সুযোগ যা চাও তাই দেয়া হবে।

আউরিয়া হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট তার ভাগ্য পরিবর্তনের খবর শুনে আনন্দে আট খান হয়ে গেল। একবাক্যে সে চাকরির স্বীকৃতি প্রদান করল।

আউরিয়া তাৎক্ষণিক সুযোগ সুবিধার মোহে অন্ধ হয়ে তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর কথা ভুলে গেল এবং হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট যুদ্ধ যাত্রার আদেশ প্রার্থনা করল। হযরত দাউদ আউরিয়াকে দুর্ধর্ষ রোম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেন। আউরিয়া অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে রোম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিজয় লাভ করল। ইতোপূর্বে এ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে কেউ বিজয় লাভ করতে পারে নি।

আউরিয়া রোম বিজয় করে সেখান থেকে নাতেকা নামক আর এক যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে সে একদিন সকল বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে নিহত হয়। কিন্তু তার সৈন্যেরা আউরিয়ার মৃত্যুতে মনবল না হারিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিজয় তাদের হাতের মুঠায় চলে আসে।

হযরত দাউদ (আঃ) আউরিয়ার মৃত্যুতে যথেষ্ট শোক প্রকাশ করেন। এক বছর ধরে শোক পালনের জন্য রাজ্যময় ঘোষণা দিয়ে দেন। কিছুদিন পরে বতশার নিকট তিনি বিবাহের পয়গাম প্রেরণ করলেন। বতশা নিজ জীবনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে এ বিবাহে রাজী হয়। তখন হযরত দাউদ (আঃ) একদিন দরবারের লোকজন নিয়ে বতশাকে বিবাহ করে নিজ মহলে নিয়ে আসেন। ইতোপূর্বে হযরত দাউদ (আঃ) নিরানব্বইটি শাদী করেছিলেন। এবার বতশাকে নিয়ে স্ত্রীর সংখ্যা একশতে পরিপূর্ণ হল। হযরত দাউদ (আঃ)-এর এ শেষ স্ত্রী বতশার গর্ভেই বিশ্ববিখ্যাত বাদশা ছোলায়মান জন্মগ্রহণ করেন। যিনি ছিলেন সমগ্র পৃথিবীর একছত্র অধিপতি। জ্বীন, ইনছান, পশু-পক্ষী বাতাস, পানি সকলই ছিল তাঁর প্রজাকুলের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত দাউদ (আঃ)-এর পুত্রের দুরদর্শিতা

আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ ক্রমে হযরত দাউদ (আঃ) নিয়মিত রাজকার্য পরিচালনা আরম্ভ করেন এবং বিচারের ক্ষেত্রে জটিল বিষয় নিজেই ফয়সালা করতেন।

www.pathagar.com

এখন আমার মনে চায় একদিন বাজারে গিয়ে নতুন কিছু খাদ্য এনে তোমাকে খেতে দেই। বৃদ্ধা জিজ্ঞাস করল, টাকা কোথায় পাবে। ছেলে বলল, একদিনের আনার দুটি বিক্রি করে যে টাকা পাব, তাদ্বারা অন্য খাদ্য কিনে নিয়ে আসব। তার মা বলল, বাবা! আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে যে খাদ্য আমাদেরকে দিচ্ছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বিকল্প কোন চিন্তা করায় আল্লাহ্ তা'য়ালার না শুকরী হবে। অতএব আমাদের কোন নতুন খাদ্যের প্রয়োজন নেই। আমরা আল্লাহ্ তা'য়ালার তরফ থেকে যা পাচ্ছি তাই আমাদের যথেষ্ট। অতএব আমি তোমাকে দুর্ভাবনা করতে বারণ করছি। ছেলে তার মায়ের উপদেশে সন্তুষ্ট হল না। সে বার বার তার মাকে একই কথা নিয়ে বিরক্ত করতে লাগল। অবশেষে তার মা বলল, যা তোর মনে যা চায় তা করগে। ছেলে তখন সেদিনের আনার দুটি নিয়ে বাজারে গেল এবং বাজারে তা বিক্রয় করে সে টাকা দ্বারা বিভিন্ন রকমের খাদ্য কিনে আনল। প্রথমে তার মা ছেলের ক্রয় করা খাদ্য কিছুই খেল না। ছেলে তখন বলল, মা তুমি কিছু না খেলে আমিও খাব না। সমস্ত খাদ্য ফেলে দেব। তখন তার মা বাধ্য হয়ে বাজারের খাদ্য খেল। ছেলেও পেটভরে খেল। পরের দিন দেখা গেল আনার গাছে আনার ধরে নি। তখন মা ও ছেলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হল। এক এক করে তিন দিন অতিবাহিত হল গাছে আর ফল এল না। তারা উভয়ে অনাহারে খুবই দুর্বল হয়ে গেল। তারা শুধু নহরের পানি পান করে দিন অতিবাহিত করতে লাগল। এ সময় একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান ও অলঙ্কারে সজ্জিত একটি গরু এসে তাদের দরজায় সারাদিন গড়াগড়ি করে কাটাত। তৃতীয় দিন গরুর জবান খুলে গেল। সে বৃদ্ধাকে বলল মা! আমাকে জবাই করে আমার গোস্ত খান আমি আপনাদের জন্য হালাল, অতএব হালাল গোস্ত খেতে আপনাদের আপত্তি থাকা উচিত নয়।

বৃদ্ধা ও তার ছেলে গরুর মুখের ভাষা শুনে চিন্তিত হল। বৃদ্ধা বলল, কার গরু খেয়ে আবার বিপদের সম্মুখীন হব। ছেলে বলল, গরু নিজেই বলছে, সে আমাদের জন্য হালাল। অতএব এজন্য কোন অপরাধ হলে তা হবে গরুর। আমাদের কোন অপরাধ হবে না। অতএব মা! আমরা গরুটিকে জবেহ্ করে ওর গোস্ত খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করি। গরুটি আজ তিন দিন যাবৎ আমাদের দারপ্রান্তে এসে শুয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের খাদ্য পরিবর্তন করে দেয়ার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্যই আনার বন্ধ করে গরু পাঠিয়ে দিয়েছেন। বৃদ্ধা ছেলের কথায় শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গরুটি জবেহ্ করার জন্য যখন কাছে এল তখন গরু তার ঘাড় মাটির সাথে মিশিয়ে জবেহের পরিবেশ সহজ করে দিল। ছেলে কোন লোকজন ছাড়াই একাই গরু জবেহের কার্য সমাধা করল। এতে তার

www.pathagar.com

কোন রকম অসুবিধা হল না। গরুর মাংস কেটে তারা অল্প সময়ের মধ্যে কাবাব করে খেয়ে ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্ত করল। বাকি মাংস কাবাব করে পরের দিনগুলোর জন্য রেখে দিল।

বনি ইস্রাইলের সম্পদশালী ব্যক্তি ছিল এ সুন্দর গরুর মালিক। সে কয়েকদিন যাবত গরুটি হারিয়ে উহার খোঁজে অনেক লোক লাগিয়ে দিয়েছিল। বনি ইস্রাইল সম্প্রদায়ের মধ্যে দেলালা নামে একটি ধূর্ত মেয়ে লোক ছিল সে দশ হাজার টাকা প্রাপ্তির লোভে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গরুর সন্ধান আরম্ভ করে দিল। অনেক বাড়ি অনুসন্ধানের পরে এক সময় বৃদ্ধার জীর্ণ কুটিরে এসে উপস্থিত হল। তখন পর্যন্ত গরুর চামড়া ও হাড় বাইরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। দেলালা এগুলো দেখে অনেকটা আশাবাদী হল। সে তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধার ঘরে গিয়ে দেখে বৃদ্ধা ও ছেলে কাবাব খাচ্ছে। তখন দেলালা বলল, তোমরা কাবাব খাচ্ছ। গরুটিতো ছিল খুবই ভাল তার গোস্ত খেতে ভালই হবে। ভাল সময় আমি তোমাদের বাসায় এসেছি আমাকে কিছুটা খেতে দাও না। বৃদ্ধ তখন তাকে একটু কাবাব খেতে দিল। দেলালা কাবাব নিয়ে বের হয়ে গেল এবং বলল, আমি এটা বাড়িতে নিয়ে মজা করে খাব।

দেলালা ওখান থেকে বের হয়ে দ্রুত গরুর মালিকের বাড়িতে পৌঁছে তাকে খবর দিল। সে বলল, আমি আপনার গরুর খবর নিয়ে এসেছি। এখনই আমাকে আমার প্রাপ্য বখশিশ দিয়ে দিন। গরুর মালিক তখন তাকে একত্রে দশ হাজার টাকা দিয়ে বলল কোথায় আমার গরু? দেলালা বলল, গরু জীবিত নেই। নির্জন ময়দানের মাঝে এক বৃদ্ধা ও তার ছেলে বাস করে। তারা এবাদাতের ভান করে ওখানে এবাদতখানা তৈরি করে সেখানে দিবারাত্র এবাদত করার নামে চুরি ডাকাতি করে। গতদিন তারা আপনার গরু জবেহ করে কাবাব তৈরি করে খেয়েছে। গরুর হাড় ও চামড়া সেখানে পরে আছে। মাংস তাদের ঘরে আছে। আপনি এখনই লোক পাঠিয়ে তাদেরকে বন্দী করুন। অন্যথায় তারা পালিয়ে যাবে।

ধনী ব্যক্তি তখনই খলিফা দাউদের নিকট সবিস্তার ঘটনা বলল। হযরত দাউদ (আঃ) ধনী ব্যক্তির বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে বৃদ্ধা ও তার ছেলেকে বন্দী করে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠিয়ে দিলেন।

এ সময় হযরত জিব্রাইল (আঃ) সেখানে হাজির হয়ে হযরত দাউদ (আঃ)-কে এবাদতখানায় ডেকে নিয়ে আসলেন। নিভৃতস্থানে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, হে আল্লাহর খলিফা! আপনার নিকট বনি ইস্রাইলের ধনী ব্যক্তি যে অভিযোগ দায়ের করেছে, সেটা এক বিরাট রহস্য।

www.pathagar.com

গাড়ি ইত্যাদি। তখন হযরত দাউদ (আঃ) সেখানের লোকদের নিকট জিজ্ঞেস করলেন। এখানে এক বৃদ্ধার বাড়ি ছিল। সে বৃদ্ধা এখন কোথায়? লোকেরা তার কথায় উত্তরে বলল, হুজুর! এ প্রাসাদ ও অট্টালিকাসমূহ সেই বৃদ্ধার। সে নাকি বাতাসের বিরুদ্ধে আপনার নিকট অভিযোগ করে বিপুল ধন-সম্পদের মালিক হয়েছে। এখন তার সাক্ষাৎ লাভ করা সাধারণ মানুষের জন্য কষ্টকর। হযরত দাউদ (আঃ) তখন বৃদ্ধাকে খবর দিতে বললেন, বৃদ্ধা খলিফার কথা শুনে তড়িৎ তার সম্মুখে এসে হাজির হল। খলিফা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, বৃদ্ধ তুমি এমন কি নেক কাজ করেছ যার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে এ বিপুল ধন-সম্পদের মালিক করেছেন? বৃদ্ধ বলল, হুজুর! আমি তেমন বিশেষ কোন নেক কাজ করেছি বলে আমার মনে পড়ে না। তবে একদিন এক ভিক্ষুক আমার বাসায় এসে বলল, মা! আমি তিন দিনের উপবাসী, আমাকে কিছু খেতে দাও। ক্ষুধায় আমার জান বেড়িয়ে যাচ্ছে। তখন আমি ঘরে গিয়ে দেখলাম সামান্য একটু কড়া রুটি ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন আমি রুটি টুকরা এনে ভিক্ষুককে খেতে দেই। ভিক্ষুক রুটি টুকরা খেয়ে বলল, মা এতে আমার ক্ষুধার জ্বালা আদৌ মিটে নি। অতএব আমাকে আর কিছু খেতে দিন। তখন আমি তাকে বললাম, "বাবা আমার ঘরে আর কিছু নেই। তবে তুমি কিছু সময় অপেক্ষা কর আমি আটা এনে তোমাকে রুটি করে দিচ্ছি। একথা বলে আমি আটা আনতে গিয়ে বাতাসের সম্মুখীন হই এবং আটা সম্পূর্ণ বাতাসে উড়িয়ে নেয়। তখন আমি আপনার দরবারে গিয়ে বাতাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করি। আপনি ও শাহজাদা ছোলায়মান দোয়া করে বাতাসকে হাজির করে ডুবন্ত জাহাজের যে সম্পদ অর্ধেক আমাকে প্রদান করেছিলেন উহাই ছিল আমার উন্নতির প্রধান কারণ। উক্ত সম্পদের অধিকারী হবার পরে আমার ছেলেরা বিদেশের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করে। তাতে আল্লাহ আমাকে অনেক বরকত দিয়েছেন। আমি অনেক অর্থ সম্পদের মালিক হয়েছি। গোটা শহরে আমার চেয়ে অধিক সম্পদশালী কেউ আছে বলে আমি জানি না। হুজুর! আপনি আমাকে এখানে সম্পদশালী করে দিয়েছেন। এবার পরকালের মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন। হযরত দাউদ (আঃ) বললেন, তুমি যে সম্পদ পেয়েছ তা তোমার আটার বদলে পেয়েছ। বাকি ভিক্ষুককে আপ্যায়নের প্রতিফল আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে পরকালে দান করবেন।

দৃষ্টান্তবিহীন এক ঘটনা

একদা বনি ইস্রাইলের কতক লোক এসে হযরত দাউদ (আঃ) -এর নিকট বলল, "হুজুর! আমাদিগকে কিয়ামতের কিছু আলামত দেখান। যাতে আমাদের ঈমান আরো মজবুত হয়। হযরত দাউদ (আঃ) বনি ইস্রাইলদেরকে বললেন,

www.pathagar.com

"আগামী তিনদিন পরে ঈদ। তোমরা ঈদের দিন ময়দানে এস তাহলে তোমরা কিছু কিয়ামতের নমুনা দেখতে পাবে।" এই বলে তাদেরকে বিদায় করলেন।

তৎসময় বনি ইস্রাইল সম্প্রদয়ের মধ্যে একজন ধনী ব্যক্তি ছিল। তার অনেক টাকা-পয়সা অর্থ সম্পদ ছিল। এ ব্যক্তির ছিল একটি সখের গরু। গরুটি দেখতে যেমন সুন্দর ছিল তেমনি মালিক তাকে স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, জহরত দিয়ে এমনভাবে সাজিয়ে ছিল যাতে একবার ওটার প্রতি কারো দৃষ্টি পড়লে আর চক্ষু ফিরাতে ইচ্ছা হত না। সে গরুটি মাঠে মুক্তভাবে ছেড়ে দিত। গরু দিনের বেলায় মাঠে চরত আর রাতি বেলায় এসে মহাজনের ঘরে শুয়ে থাকত। একদিন মহাজনের এ গরুটি নিখোঁজ হল। তখন মালিক চতুর্দিকে লোক লাগিয়ে গরুটির খোঁজ খবর নিতে লাগল। কয়েকদিন যাবৎ সে অস্থির হয়ে শহরের সর্বত্র অনুসন্ধান করল তবুও গরুর কোন হদিস পাওয়া সম্ভব হল না। তখন মালিক ঘোষণা দিয়ে দিল, যে ব্যক্তি গরুর খোঁজ দিতে পারবে, তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। পুরস্কারের খবর শুনে বহুলোক গরুর সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বনি ইস্রাইলদের মধ্যে সে যুগে অনেক অলী আল্লাহ, বোজর্গ ও নেককার ব্যক্তি ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন নেককার মহিলার কথা এখানে উদ্ধৃত করছি। মহিলাটি ছিল অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, দিবা-রাত্র এবাদত বন্দেগীর মধ্যে থাকতেন। তার একটি মাত্র ছেলে ছিল। অন্য আর কোন আপনজন ছিল না। মহিলা নির্বিঘ্নে এবাদত করার জন্য লোকালয় ছেড়ে এক নির্জন ময়দানের মাঝে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। ছেলেটি তার সঙ্গেই ছিল। সেখানে তাদের ঘরের পাশ দিয়ে একটি ছোট পানির নহর সর্বদা বয়ে যেত। তাদের যখন ক্ষুধা পেত তখন গিয়ে তারা নহরের পানি পান করত। তাতেই তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হত। কিছুদিন এভাবে এবাদত করার পরে দেখা গেল নহরের পাশে কয়েকটি আনার গাছ জন্মেছে। দেখতে দেখতে গাছগুলো বড় হয়ে ফল ধরল। গাছগুলোতে প্রতিদিন দুটি করে পাকা ফল দিতে আরম্ভ করে। তখন মহিলা ও তার ছেলে আল্লাহ প্রদত্ত আনার খেতে আরম্ভ করে। প্রতিদিন তারা দুজনে দুটি ফল খেয়ে পরিতৃপ্ত হত। আল্লাহর বান্দার রিজিকের জিম্মাদার আল্লাহ নিজেই। তাই তাদের আর রুজী রোজগারের কোন ভাবনা ছিল না। তারা দিবা-রাত্র এবাদতে মশগুল থাকত এবং আনার ও নহরের পানি পান করে অতি সাচ্ছন্দে দিন যাপন করত। এভাবে তারা একাধারে সত্তর বছর যাবত এবাদাত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকে এবং আনার ও নহরের পানি পান করে জীবিকা নির্বাহ করে।

একদা ছেলে তার মাকে বলল, মা! আমরা একাধারে সত্তর বছর যাবৎ একই খাদ্য খেয়ে আসছি। আমিও এখন বৃদ্ধ হয়েছি। আর তুমি তো অতি বৃদ্ধা।

www.pathagar.com

বৃদ্ধাকে দশ মন আটা দিয়ে রাজী করলেন। বৃদ্ধা আটার বস্তা বহনকারীদেরকে নিয়ে যখন পূর্ব স্থানে পৌঁছাল, তখন শাহজাদা ছোলায়মান তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হে বৃদ্ধা! তোমার অভিযোগের বিচার পেয়েছ না ভিক্ষা বাড়িয়ে নিয়ে চলেছ।" তখন বৃদ্ধা খলিফার ব্যবহারের কথা বলল। তখন হযরত ছোলায়মান বললেন, তুমি আরো অনেক কিছু পাবে। এজন্য তুমি পুনরায় খলিফার নিকট গিয়ে বাতাসের বিচার প্রার্থী হও। ভিক্ষা নিয়ে বিদায় হইও না।" বৃদ্ধা দেখল খলিফার নিকট গেলেই তার সম্পদ বৃদ্ধি পায়। অতএব শাহজাদার ন্যায় এক বিরাট ব্যক্তিত্বের কথায় সে আবার যাবে তাতে তার ভয়ের কোন কারণ নেই। খলিফা রাগ করলে সে শাহজাদার কথা বলে দিবে। এ সমস্ত চিন্তা করে বৃদ্ধা পুনরায় খলিফার নিকট গিয়ে বলল, "হুজুর! অভিযোগের বিচার না করে আমাকে ভিক্ষা বাড়িয়ে দিলেন, এতে আপনি কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারক বলে দাবি করতে পারবেন? আমি সে দিন কিন্তু বলব, খলিফা আমার অভিযোগের বিচার করেন নাই।" খলিফা বৃদ্ধার কথা শুনে বললেন, "তোমাকে এ সমস্ত বিষয়েকে শিখিয়ে দিয়েছে!" বৃদ্ধা বলল, "শাহজাদা ছোলায়মান আমাকে সব কিছু বলে দিয়েছেন।

তখন হযরত দাউদ (আঃ) শাহজাদা ছোলায়মানকে দরবারে ডাকলেন। ছোলায়মান পিতার নিকট পৌঁছে ছালাম দিলেন। হযরত দাউদ (আঃ) বললেন, "তুমি বার বার বৃদ্ধাকে আমার নিকট প্রেরণ করে আমাকে হয়রান করে তুলছ কেন? বাতাস কি আমার অধীন যে, আমি তাকে এনে বৃদ্ধার সম্মুখে বিচার করব। এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। অতএব এ বিষয়ে বৃদ্ধাকে তুমি পুনঃ পুনঃ কেন প্রেরণ করছ।"

পিতার কথা শুনে হযরত ছোলায়মান (আঃ) বললেন, হে আল্লাহর খলিফা! আপনি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দোয়া করলে বাতাস অবশ্যই আপনার সম্মুখে হাজির হবে। তখন আপনি তার জবানবন্দি শুনে ন্যায় বিচার করবেন। না হয় আপনি ন্যায় বিচারের গাফিলতি করেছেন বলে কিয়ামতের দিন ভীষণ অনুযোগের সম্মুখীন হবেন। আপনার দোয়ার পরে যদি আল্লাহ তা'য়ালা বাতাসকে আপনার সম্মুখে হাজির না করে দেন তখন আপনার কৈফিয়ত দিবার মত কথা থাকবে। কিন্তু বাতাসকে হাজির করার জন্য দোয়া না করে আপনি বৃদ্ধাকে বিদায় করতে পারেন না।

বিষয়টি গভীর ভাবে চিন্তা করে হযরত দাউদ (আঃ) ছোলায়মানকে বললেন, "হ্যাঁ, তোমার কথা যুক্তিসঙ্গত। অতএব চল আমরা বাপবেটা মিলে আল্লাহর দরবারে বাতাসকে হাজির করে দিবার জন্য দোয়া করি।" এই বলে দুই নবী

www.pathagar.com

আল্লাহর দরবারে হাত তুললেন। দুই জন উঁচু পর্যায়ের নবীর দোয়া আল্লাহ তা'য়ালা বেকার করে দিতে পারলেন না। তিনি বাতাসকে একটি আকৃতি করে হযরত দাউদ (আঃ)-এর দরবারে হাজির করে দিলেন।

বাতাস নবীদ্বয়কে ছালাম করে তাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে রইল। হযরত দাউদ (আঃ) তখন বাতাসকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ বৃদ্ধার আটা কেন উড়িয়ে নিয়েছ? বাতাস উত্তর দিল, হে আল্লাহর খলিফা! বৃদ্ধা যখন আটা নিয়ে বাসায় ফিরছিল তখন গভীর সমুদ্রে একটি জাহাজের তলদেশ ছিদ্র হয়ে যাত্রীরা ও বহু মূল্যবান দ্রব্যাদী তলিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় যাত্রীরা মানত করে, যদি তাদের জাহাজ এ বিপদ থেকে রক্ষা পায় তাহলে তারা জাহাজের সকল মালামাল গরীব দুঃখীকে দান করে দিবে। এ সমস্ত যাত্রীদের মধ্যে অনেক নেককার লোক ছিলেন। যাদের দোয়া আল্লাহ কবুল করে জাহাজ উদ্ধারের নিমিত্ব আমাকে নির্দেশ প্রধান করেন। আমি তখন বৃদ্ধার আটা উড়িয়ে নিয়ে সে জাহাজের তলদেশের ছিদ্র বন্ধ করে দেই। ফলে জাহাজ ও যাত্রীরা মৃত্যুর বিপদ থেকে রক্ষা পায়।" হযরত দাউদ (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন জাহাজটি এখন কোথায়? বাতাস বলল, "জাহাজটি এই মাত্র এ শহরের প্রান্তে সমুদ্রতীরে নোঙ্গর করেছে। তখন তিনি বললেন, তুমি তাহলে যেতে পার আমি জাহাজের খবর নিচ্ছি।

অতপর হযরত দাউদ (আঃ) সমুদ্র তীরে লোক প্রেরণ করে জাহাজের যাত্রী ও নাবিকদেরকে ডাকলেন। কিছু সময়ের মধ্যে তারা এসে খলিফার দরবারে পৌঁছাল। তখন তিনি বললেন, তোমরা জাহাজের সমুদয় মালামাল গরীব-দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করার অঙ্গীকার করেছ। সে মর্মে এ বৃদ্ধাকে সমস্ত মালামালের অর্ধেক দিবে বাকি অর্ধেক গরীব- দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করবে।

অতপর হযরত দাউদ (আঃ) সমুদ্র তীরে লোক প্রেরণ করে জাহাজের যাত্রী ও নাবিকদেরকে ডাকলেন। কিছু সময়ের মধ্যে তারা এসে খলিফার দরবারে পৌঁছাল। তখন তিনি বললেন, তোমরা জাহাজের সমুদয় মালামাল গরীব-দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করার অঙ্গীকার করেছ। সে মর্মে এ বৃদ্ধাকে সমস্ত মালামালের অর্ধেক দিবে বাকি অর্ধেক গরীব-দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করবে।

জাহাজের নাবিক ও যাত্রীরা খলিফার আদেশ শিরধার্য করে নিল। বৃদ্ধাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে গেল এবং জাহাজের সমুদয় মাল খালাস করে সুষ্ঠু বন্টন করে অর্ধেক বৃদ্ধাকে দিয়েছিল। বাকি অর্ধেক গরীব- দুঃখীকে দান করল।

দীর্ঘদিন পরে একদা হযরত দাউদ (আঃ) বৃদ্ধার বাড়ির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন, বৃদ্ধার বাড়ির কোন চিহ্ন নেই। সেখানে বিরাট বিরাট অট্টালিকা চতুর্দিকে ফুলবাগান। সম্মুখে দারোয়ান। চত্তরে ঘোড়ার

www.pathagar.com

একদিন দুই বিবাদকারী এসে রাজদরবারে হাজির হল। একজনে বলল, হুজুর! এ লোকটির ছাগলের পাল এসে আমার ক্ষেতের সমুদয় ফসল খেয়ে ফেলেছে। এখন আমার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে দিন। হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর রাজকর্মচারী দ্বারা ছাগল ও ফসলের মূল্য নির্ধারণ করলেন। তাতে দেখা গেল ছাগলের দামের চেয়ে অধিক এসেছে। তখন হযরত দাউদ (আঃ) ক্ষেতওয়ালাকে ছাগলগুলো দিয়ে বললেন তোমার ফসলের বিনিময়ে এ ছাগল গুলো নিয়ে যাও। আজ থেকে এ গুলো তোমার। হযরত দাউদ (আঃ)-এর রায় শুনে উভয় পক্ষ বিদায় হল। ছাগলওয়ালা কাঁদতে কাঁদতে দরবার থেকে বের হল। দরজায় হযরত দাউদের সাত বছরের পুত্র শাহজাদা ছোলায়মানের সাথে তার সাক্ষাত হল। শাহজাদা ছোলায়মান একটি লোককে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে বুড়ো! তুমি কাঁদছ কেন? লোকটি বলল, শাহজাদা? সে কথা বলে লাভ নেই। স্বয়ং খলিফা আমাদের একটি মামলার রায় দিয়েছেন, যে রায়ে আমি রাস্তার ফকির হয়ে গিয়েছি। তাই কোন উপয়ন্ত না দেখে আল্লাহর দরবারে কাঁদছি। শাহজাদা ছোলায়ান জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের মামলাটির বিষয় কি ছিল?" লোকটি বলল, আমার এক পাল ছাগল আমার পড়শির ক্ষেতে ঢুকে তার ফসল খেয়ে ফেলেছে। খলিফা এ জন্য আমার সকল ছাগলগুলো তাকে দিয়ে দিয়েছেন। এখন আমার অবস্থা খুবই বিপজ্জনক হয়ে দাড়িয়েছে। কারণ আমার আর কোন আয় রোজগারের ব্যবস্থা নেই। ছাগলের দুধ বিক্রয় করে আমার পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হত। শাহজাদা ছোলায়মান পিতার রায় শুনে ছাগলওয়ালাকে বললেন, "তুমি পুনরায় খলিফার দরবারে গিয়ে বলল, হুজুর! আমার মামলার বিষয়টা আর একটু ভেবে চিন্তে রায় দিলে আমি বেঁচে যেতাম। না হয় আমার পরিবারের বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই।" লোকটি শাহজাদার পরামর্শ অনুসারে খলিফার দরবারে পৌঁছে অনুরূপ আরজ করল। খলিফা তখন জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে এ কথা কে শিখিয়ে দিয়েছে? লোকটি বলল, শাহজাদা ছোলায়মান। তখন খলিফা শাহজাদাকে দরবারে ডেকে পাঠালেন। ছোলায়মান পিতার নিকট পৌঁছলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি মনে কর আমার বিচার ন্যায় সঙ্গত হয় নি?" ছোলায়মান বললেন, ন্যায়সঙ্গত হয়েছে বটে তবে সূক্ষ্ম বিচার হয় নি। তখন হযরত দাউদ (আঃ) বললেন, "আচ্ছা বিষয়টি যদি তুমি বিচার করতে, তাহলে কিভাবে করতে?" ছোলায়মান বললেন, যদি আপনি আদেশ দেন তবে আমি বলতে পারি।" হযরত দাউদ (আঃ) বললেন, "হ্যাঁ আমি তোমাকে আদেশ দিলাম।" তখন ছোলায়মান বললেন, "আমার বিবেচনা অনুসারে বিচারটি এভাবে হলে ভাল হত। ছাগলওয়ালা আপাতত ছাগলগুলো ক্ষেতওয়ালাকে দিয়ে

www.pathagar.com

দেবে। সে উহার দুগ্ধ পান করবে এবং ছাগলওয়ালা ক্ষেতওয়ালার ক্ষেতে পানি দিবে। যে দিন ক্ষেত পূর্বের ন্যায় তরতাজা হবে সেদিন ক্ষেতওয়ালা ছাগলগুলো ছাগড়লের মালিককে দিয়ে দিবে। হযরত দাউদ (আঃ) ছোলায়মানের রায় শুনে বললেন, তোমার রায়টা উত্তম। অতএব এটাই কার্যকরী হবে। হযরত দাউদ (আঃ) হযরত ছোলায়মানের বিচক্ষণতা দেখে তখনই মনে করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা একদিন তাকে যুগের শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান করে প্রতিষ্ঠিত করবেন। আর একদিনের ঘটনা, হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর অনুপস্থিতিতে এক বৃদ্ধা এসে হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট নালিশ করল, হে আল্লাহর খলিফা! আমি আমার বাসায় অভুক্ত ছেলেমেয়ে ও মেহমান রেখে আমি কিছু আটা আনতে যাই। যা দিয়ে তাদের খাবার ব্যবস্থা করব। আমি আটা নিয়ে আসার পথে হঠাৎ বাতাসে আমার আটাগুলো উড়িয়ে নিয়ে যায়। আমি এখন খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কারণ খালি হাতে বাসায় গিয়ে মেহমান ও ছেলেমেয়েদের সম্মুখে কি দিব। আমার বাসায় অন্য আর কিছু খাবার নেই। অতএব আপনি বাতাসের এ অপরাধের বিচার করুন।"

হযরত দাউদ (আঃ) বৃদ্ধার অনুযোগ শুনে খুবই সমস্যায় পতিত হলেন। তিনি তখন বৃদ্ধাকে বললেন, বৃদ্ধা মা! আমি বাতাসের বিচার কিভাবে করব। বাতাস আমার অধিন নয়। তাকে হাজির করাও সম্ভব নয়। তার চাইতে আমি তোমাকে আমার নিজের থেকে পাঁচ সের আটা দিয়ে দিচ্ছি। তুমি এটা দ্বারা রুটি করে মেহমানদেরকে আপ্যায়ন কর। বৃদ্ধা এ কথায় রাজি হলে হযরত দাউদ (আঃ) তাকে পাঁচ সের আটা দিয়ে বিদায় করলেন। বৃদ্ধ খলিফার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে যখন সম্মুখের দরজায় গিয়ে পৌঁছল তখন শাহজাদা ছোলায়মানের সাথে তার সাক্ষাৎ হল। হযরত ছোলায়মান বৃদ্ধাকে দেখে বললেন, "কি হে বৃদ্ধা! খলিফার দরবারে ভিক্ষা নিতে এসেছিলে বুঝি? বৃদ্ধা বলল না বাবা! আমি আসছিলাম বাতাসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু খলিফা আমার অভিযোগ গ্রহণ করলেন না। তিনি আমাকে কিছু আটা দিয়ে বিদায় করেছেন। হযরত ছোলায়মান (আঃ) তখন ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলেন। বৃদ্ধা তাকে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলল। তখন হযরত ছোলায়মান বললেন, তুমি পুনরায় খলিফার নিকট চলে যাও এবং বল, খলিফা! আমি আপনার নিকট এসেছি বিচারপ্রার্থী হয়ে ভিক্ষা নিতে আসি নি।

অতএব আমি এ আটা নিব না। আপনি আমার অভিযোগের বিচার করুন।

বৃদ্ধা শাহজাদার পরামর্শ অনুসারে দ্বিতীয়বার খলিফার দরবারে গিয়ে নতুন করে তার অভিযোগ পেশ করল। খলিফা তখন খুবই মুস্কিলে পড়লেন। তিনি

www.pathagar.com

থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল। হযরত দাউদ (আঃ) তাদেরকে বললেন, ক্ষমার মালিক আল্লাহ তিনি যদি ক্ষমা করেন তবে করতে পারেন। এর পর বানরেরা মাত্র তিন দিন জীবিত ছিল। তৃতীয় দিন সকলে একত্রে মারা যায়।

বিশ্ববিখ্যাত লোকমান হাকিমের কথা

বিশ্ববিখ্যাত লোকমান হাকিম ছিলেন একজন হাবসী বংশীয় নিগ্রো। তিনি প্রথম জীবনে একজন আরবীয় দাস ছিলেন। আরবীয় আরো কয়েকজন দাস ছিল। একদিন এ আরবির কিছু খাবার জিনিস চুরি হয়ে গেল। তখন তিনি লোকমান হাকিম সহ কয়েকজনকে সন্দেহ করলেন। লোকমান হাকিম তখন তাঁর মালিককে বললেন, প্রভু! আপনি আমাদের সকলকে গরম পানি পান করিয়ে দিন তাতে সকলের বমি হবে, তখন সঠিক ভাবে ধরা যাবে কে চোর। মালিক লোকমান হাকিমের কথা অনুসারে সকলকে গরম পানি পান করিয়ে দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে সকলের বমি হল। তখন দেখা গেল যে চুরি করে খেয়েছে, বমির সাথে সে খাদ্য বের হয়ে এসেছে। তখন মালিক লোকমানকে ধন্যবাদ দিলেন এবং দায়িত্ব থেকে চির দিনের জন্য মুক্ত করে দিলেন। আর চোরকে শাস্তি দিলেন।

হযরত দাউদ (আঃ)-এর জমানায় লোকমান হাকিমের প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটে। হযরত দাউদ (আঃ)-এর নবুয়তী লাভের তিন বছর পরে লোকমান হাকিমের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। লোকমান হাকিম দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার পরে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে অসাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা দান করেছিলেন। যার মাধ্যমে তিনি একজন বৈজ্ঞানিক, একজন অসাধারণ ডাক্তার ও ন্যায়বান বিচারক হিসেবে পৃথিবী ব্যাপী সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

হযরত দাউদ (আঃ) নবুয়তী ও বাদশাহী লাভ করার পরে তিনি বিজ্ঞানেও বিরাট সাফল্য লাভ করেন। যার মাধ্যমে তিনি আগুন ছাড়াই লোহা দিয়ে যা ইচ্ছা তা অনায়াসে তৈরি করতে পারতেন। তাঁর হাতে লোহা গলে মোমের ন্যায় হয়ে যেত। লোকমান হাকিম এ বিষয় হযরত দাউদ (আঃ)-কে কখনও কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। যেহেতু তিনিও ছিলেন একজন বৈজ্ঞানিক। গাছ গাছড়া ও লতাপাতার গুণাগুণ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন। তিনি মানুষের রোগের ক্ষেত্রে লতাপাতা ও গাছ গাছড়া দিয়ে চিকিৎসা করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে পৃথিবীর কোন গাছ মানুষের কল্যাণ ছাড়া আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করেন নি।

কথিত আছে, একদা হযরত লোকমান হাকিম বন ভ্রমণে গিয়ে তিন দিন যাবত প্রসাব পায়খানা করতে পারেন নি। কারণ সর্বত্র ছিল গাছপালা, লতা-পাতা

www.pathagar.com

ও ঘাসে আচ্ছাদিত। তিনি যে দিকে তাকাতেন সেদিকেই মানুষের কল্যাণে সৃষ্ট গাছ দেখে তার উপর মলমূত্র ত্যাগ করা অন্যায় ভেবে তিন দিন যাবত একাজ থেকে বিরত ছিলেন। চতুর্থ দিনে তিনি খোলা ময়দানে এসে মল মুত্র ত্যাগ করেন।

এক বর্ণনা থেকে জানা যায়। লোকমান হাকিম কোন রাস্তা দিয়ে চলার সময় সমস্ত উদ্ভিদ তাকে ছালাম করত এবং মানুষের কল্যাণে তাদেরকে ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করত।

হযরত দাউদ (আঃ)-এর সাথে তাঁর সখ্যতা গড়ে উঠার পরে অধিকাংশ সময় তিনি নবীর সংস্রবে কাটাতেন। নবীকে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য সহানুভূতি করতেন। এক সময় তিনি হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

একদিন তন্দ্রামগ্ন অবস্থায় লোকমান হাকিমের নিকট জনৈক ফেরেস্তা এসে বললেন, হে লোকমান হাকিম! আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে নবুয়তী প্রদানের খবর দিয়েছেন। লোকমান হাকিম তন্দ্রা থেকে উঠে দেখেন একজন সাদা পোশাকধারী লোক তার নিকট দাঁড়িয়ে আছেন। তখন লোকমান হাকিম জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? কি জন্য এসেছেন? তিনি জবাব দিলেন আমি একজন ফেরেস্তা আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে আপনাকে নবুয়তীর সংবাদ দিতে এসেছি। লোকমান হাকিম বললেন, ভাই! এ দায়িত্ব বহন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ একদিকে পয়গম্বরী প্রস্তাব গ্রহণ করা এক কঠিন কাজ। যদি আমি আমার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন ভুল করে বসি, তখন আমার ডবল শাস্তি হবে। যেহেতু পয়গম্বরী আমি চেয়ে নিয়েছি। আর যদি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করি তাহলে শত্রু ঘেরা জীবনে চির সতর্ক অবস্থায় কাটাতে হবে। মুহুর্তের জন্য অমনযোগী হলে মহা বিপদের সম্মুখীন হতে হবে তাতে সন্দেহ নেই।

ফেরেস্তা লোকমান হাকিমের যুক্তিপূর্ণ উক্তি শুনে চলে গেলেন। কিছু দিন পরে আর একদিন এ সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি লোকমান হাকিমের নিকট এসে বললেন, হে লোকমান হাকিম! আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে নবুয়তী অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিভা লাভ করা এ দুটির মধ্যে একটি গ্রহণ করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, নবুয়তীর দায়িত্ব পালন করতে আমি ভয় পাই কোন মুহূর্তে সামান্য পদস্খলন ঘটে বিরাট বিপাকে পড়ে যাই। অতএব দ্বিতীয় প্রস্তাব, জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ করতে আমি রাজী আছি। এ বিষয় আমাকে যথাযোগ্য জ্ঞান দান করার নিমিত্ত আপনি আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করুন। ফেরেস্তা লোকমান হাকিমের উক্তি শুনে চলে গেলেন। এর পরে আল্লাহ

www.pathagar.com

শরীয়ত বিরোধী ধনী ব্যক্তিরা এ দলকে সর্বদা ঠাট্টা বিদ্রুপ করত। এই সাথে নবী ও আল্লাহ তা'য়ালাকে বিদ্রুপ করত। শরীয়ত বিরোধীদলের নেতা একদিন বলল, মাছ ধরার সাথে শরীয়তের কি সম্পর্ক। এ ধরনের আদেশ কোন নবীর জমানায় দেখা যায় না। এটা একটি খাম খেয়ালী হুকুম। এর কোন যুক্তিসঙ্গত দিক নেই। অতএব এ হুকুম আমরা মানতে রাজী নই। আমরা শনিবার দিন প্রকাশ্যে মাছ ধরা আরম্ভ করব।

হ্যাঁ, নবী যদি এ হুকুমের কল্যাণকর কোন দিক আমাদিগকে দেখাতে পারেন তবে আমরা তাঁর কথা অবশ্যই মেনে নেব। আর যদি তিনি তা না দেখিয়ে গায়ের জোরো একটি ক্ষতিকর অযৌক্তিক আদেশ মানতে আমাদিগকে বাধ্য করেন তবে সেটা হবে একটি জুলুম। এ ধরনের জুলুম করা একজন নবীর পক্ষে সমিচীন নয়। যাও তোমরা গিয়ে নবীর কাছে বিষয়টি জিজ্ঞেস করে এস। নেতার আদেশ অনুসারে কতক লোক হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট গিয়ে মাছ ধরার বিষয় তর্ক-বিতর্ক করে আসল। নবী শুধু একটি জবাব দিলেন আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের লোভ সম্বরণের পরীক্ষার জন্য এ আদেশ দিয়েছেন এবং মাছদেরকে তাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করে সপ্তাহে একদিন নিরাপদ ভ্রমণের সুযোগ দান করেছেন। অতএব তোমাদের মঙ্গলের জন্যই শনিবার দিন মাছ ধরা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য বলে আমি মনে করি। মাছদেরকে অবাধে ভ্রমণের আদেশ দিয়ে তোমাদেরকে তাদের মেরে ফেলার সুযোগ দিবেন এ ধরনের নীতি আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষে সমিচীন নয়।

বনি ইস্রাইলের লোকেরা হযরত দাউদ (আঃ)-এর মন্তব্য শুনে এসে তাদের নেতার কাছে বলল। তাঁদের নেতা বলল, নবীর এ ধরনের খাম খেয়ালী আদেশ পালন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব তোমরা আগামী দিন শনিবার মাছ ধরার কাজ চালিয়ে যাবে। আমি তোমাদের প্রয়োজনীয় তদারকী করব। তোমরা ভয় পেয়োনা আমরা ইতোপূর্বের যতটুক যা করেছি তাতে আমরা বিরাট লাভবান হয়েছি। আগামীতে আমার কথা অনুসারে চললে তোমরা আরো সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে। অতএব এস আমরা আগামী দিন সমবেত ভাবে এ পরিকল্পনা কার্যকরি করব। নেতার এ আদেশ পেয়ে সকলে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। তারা আগামী দিন মাছ ধরবে বলে নেতার নিকট অঙ্গীকার করল।

পরের দিন নবী লোক পাঠিয়ে সমুদ্র উপকুলবর্তী জেলেদেরকে জানিয়ে দিলেন শনিবার দিন তারা কাজ কর্ম ও মাছ ধরা থেকে বিরত থেকে ভোরবেলা এবাদতের উদ্দেশ্যে যেন নবীর দরবারে সকলে জমায়েত হয়। বনি ইস্রাঈলদের

www.pathagar.com

মৎসজীবীরা নবীর এ দূতের অসম্মান করে তাকে বিদায় করল। পরের দিন শনিবার মৎস্যজীবীদের মধ্য থেকে গুটি কতক লোক এবাদতে অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নবীর দরবারে চলে গেলেন। বাকি অধিকাংশ লোকেরা ভোরবেলা সমুদ্রতীরে এসে মাছ শিকারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সারা দিন তারা আনন্দ সহকারে মাছ ধরল এবং আর এক দলের নিকট মাছ বিক্রয় করল। এদের মধ্য থেকে কতকে কিছু সময় মাছ ধরে পরে গিয়ে নবীর দরবারে এবাদতে শরীক হয়।

মুছুল্লির দলেরা ভোরবেলা সকলকে মাছ ধরতে বারণ করে নবীর দরবারে চলে যায়। রাত্রি বেলা তারা ঘরে ফিরে আসে। আর যারা মাছ ধরছিল তারাও মাছ ধরা শেষ করে রাত্রি বেলায় নিজ নিজ ঘরে এসে বিশ্রাম করে। ভোরবেলা মুছুল্লিরা ফজরের নামায শেষে যখন বাইরে যাবার প্রস্তুতি নিলেন তখন তাদের নিকট পাড়াশুদ্ধ যেন নিরব নিস্তব্ধ বলে মনে হল। কারণ অন্যান্য দিন এমন সময় সকল জেলেরা হৈচৈ করে মাছ ধরতে রওয়ানা করে। কিন্তু আজ তাদের কাউকে দেখা যায় না। মুছুল্লিদের মনে কেমন যেন একটা সন্দেহের উদ্রেক হল, তাই তারা পাশের বাড়ির ভিতর চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তারা যা দেখলেন তাতে তাদের ধমনির রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। তারা দেখলেন একদল বৃহদাকারের বানর মাটিতে পড়ে গড়াচ্ছে। যখন মুছুল্লিগণ সেখানে গেলেন তখন বানর দল এসে তাদের পায়ের উপর পড়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। সাথে সাথে কতক মেয়েলোক এসে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল আমাদের ভাই নবীর আদেশ নিষেধ অমান্য করে গতদিন এবাদত করতে না গিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে ছিল, নবী বার বার নিষেধ করেও ওদের লোভ ও মোহ থেকে বিরত রাখতে পারেন নি। ওরা আল্লাহ্ ও রাসুলের প্রতি ঈমান হারিয়ে যে কাজ করেছে তার প্রতিফল হিসেবে রাত্রি বেলায় ওদের রূপান্তর ঘটেছে। ওরা সকলে বানরের রূপে রূপান্তরীত হয়েছে। মাঝে মাঝে একটু আধটু কথা বলতে পারে। বাকি সময় কেঁদে কাটায়। এখন আপনারা দয়া করে নবীর নিকট ওদের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে ওদের জীবন ভিক্ষা প্রার্থনা করুন। না হয় আমাদের বাঁচার পথ নেই।

মুছুল্লিরা বললেন, তোমরা এখন নবীর নিকট গিয়ে আমাদেরকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলছ? অথচ সময় থাকতে এ বিষয় আদৌ খেয়াল কর নি। ওরা আমাদিগকে অত্যাচার করতেও দ্বিধা করে নি। যা হোক আমরা নবীর সাথে এ বিষয় আলাপ করার চেষ্টা করব। একথা বলে তারা বিদায় হয়ে আসলেন।

এ বানরেরা তিন দিন যাবত ভীষণ ভাবে কাঁদল। কিছু খেতে পারত না। মানুষ দেখলেই তাদের পায়ের কাছে এসে কাঁদত। কিন্তু কারো কিছু করার উপায় ছিল না। একদল লোক হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট গিয়ে ওদের পক্ষ

www.pathagar.com

আমাদের নিকট অনুসন্ধান করে আসে। পরবর্তী সময় আপনার লোক গিয়ে আমাদিগকে এখানে নিয়ে আসে। এখন বিষয়টির যা ফয়সালা আপনি করে দিবেন আমরা অবনত মস্তকে তা মেনে নিব," হযরত দাউদ (আঃ) উভয় পক্ষের বক্তব্য পরে উপস্থিত জনতার মাঝে নিজ রায় প্রদান করে বলেন। হে গরুর দাবিদার তুমি একটি ধূরন্ধর মানুষ, তুমি একজন লুণ্ঠনকারী ও হত্যাকারী তুমি আজ যে সম্পত্তির অধিকারী, সে সম্পদের প্রকৃত মালিক এ বৃদ্ধার স্বামী। সে হিসেবে এখন গরুর মালিক এ বৃদ্ধা ও তার ছেলে। এমতাবস্থায় যার গরু সে জবেহ করেছে, তাতে তাদের কোন অপরাধ হয় নি। একথা শুনে গরুর দাবিদার ধনী ব্যক্তি বলল, খলিফা আমি আপনার নিকট ন্যায় বিচারের জন্য এসেছিলাম; কিন্তু আপনি তো আরম্ভ করে দিলেন কাল্পনিক কিচ্ছা আপনি যা বলছেন তা সত্য নয়। হযরত দাউদ (আঃ) বললেন। বেটা দাগাবাজ, মিথ্যুক আমি যা বলছি তা আমার কথা নয় হযরত জিব্রাইল (আঃ)-এর কথা, আমি মিথ্যা বলছি না তুই মিথ্যা বলছিস তার প্রমাণ দেখ। এই বলে হযরত দাউদ (আঃ) বললেন, "হে অপরাধির হাত-পা, অঙ্গ-প্রতঙ্গ তোমরা এ ব্যক্তির কার্যাবলীর সঠিক সাক্ষী প্রদান কর। তখন তার জবান বন্ধ হয়ে গেল আর হাত বলে উঠল হুজুর! আপনার মন্তব্য সত্য আমি ছুরি দিয়ে ওর মনিবের গলা কেটেছি এবং সমস্ত মালপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে মিশর বাজারে নিয়ে বিক্রয় করতে সাহায্য করেছি। তার পা বলল, "হে খলিফা! আপনার মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য এ হত্যাকাণ্ড ও মালপত্র বিক্রয় ও অন্যান্য অপরাধমূলক কাজে সে আমার সাহায্যে নিয়েছে। নাক, কান, চুল হতে আরম্ভ করে তার সকল অঙ্গ প্রতঙ্গ এক এক করে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করল। তখন হযরত দাউদ (আঃ) বললেন, আল্লাহর শরীয়ত অনুসারে এ ধনী ব্যক্তির সকল ধন-সম্পদ বৃদ্ধাকে দিয়ে দাও এবং একে এ মুহূর্তে কতল করে দাও।

অল্প সময়ের মধ্যে খলিফার আদেশ কার্যকরী হল। ঈদের ময়দানে খোলা জায়গায় তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হল এবং দেশরক্ষা বাহিনী পাঠিয়ে তার সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে বৃদ্ধার মালিকানায় পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হল। বৃদ্ধাও তার ছেলে খলিফার রায় শুনে ময়দানেই ছেজদারত হলেন।

বনি ইস্রাইলেরা সমস্ত ঘটনা দেখে আল্লাহ তা'য়ালার উপর অধিক আস্থাবান হল। হযরত দাউদ (আঃ) বললেন, তোমরা কিয়ামতের এক বিরাট আলামত দেখলে। পৃথিবীতে যে যা কিছু কর না কেন তার সত্যতা প্রমাণের জন্য তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য প্রদান যথেষ্ঠ। কিয়ামতের দিন এরাই হবে তোমাদের কৃতকর্মের প্রধান সাক্ষী। অতএব তোমরা কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে উদ্ধার লাভের নিমিত্ত পূর্ণ শরীয়ত পালনের প্রতিজ্ঞা নাও। এটাই তোমাদের মুক্তির প্রকৃত সনদ।

www.pathagar.com

বনি ইস্রাইলদের বানর হওয়ার ঘটনা

হযরত দাউদ (আঃ)-এর কঠোর হেদায়েতের ফলে তার শেষ জীবনে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শরীয়তের হুকুম প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। দেশের অধিকাংশ মানুষ শরীয়ত আইন মেনে চলত এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রাখত। তখনকার শরীয়তের বিধান অনুসারে শনিবার ছিল জুমার নামাযের দিন। শরীয়তের বিভিন্ন আদেশ নিষেধের সাথে জুমার দিনে ব্যবসা করা, শিকার করা ও মাছ ধরা নিষেধ ছিল।

সে সময় সমুদ্রতীরে একদল বনি ইস্রাইলের লোক বসবাস করত। তারা সমুদ্র থেকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। তারা প্রথম দিকে শরীয়তের বিধান মান্য করত।

তখন শনিবার দিনকে আল্লাহ তা'য়ালার মাছের জন্য নিরাপদ দিন ঘোষণা করে তাদেরকে যথেচ্ছা ভ্রমণের সুযোগ দান করেছিলেন। মাছেরা আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি শনিবার দিন সমুদ্রতীরে এসে আনন্দ ফুর্তি করে চলে যেত। দীর্ঘদিন এভাবে অতিবাহিত হবার পরে বনি ইস্রাইলেরা দেখল, শনিবার বিপুল সংখ্যক মাছ তীরে আসে। যা এক ঘণ্টা ধরলে বাকি সাত দিন আর না ধরলেও চলে। মাছ নিজে নিজে তীরে পর্যন্ত লাফিয়ে উঠে। আর অন্য দিন বহু চেষ্টা করেও মাছের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই কতক লোকের অন্তরে মাছ ধরার লিপসা সৃষ্টি হল। তারা গোপনে সমুদ্রের চরাস্থানে কতক কূপ সৃষ্টি করে রাখল। যাতে শনিবার দিন মাছেরা এসে যখন কূপের মধ্যে ঢুকে খেলা করবে তখন কূপের উপরে জাল ফেলে রাখার ব্যবস্থা করবে। ঐ দিন তারা কোন মাছ ধরবে না। পরের দিন তারা কূপ থেকে মাছ তুলে আনবে।

এ পরিকল্পনা অনুসারে তারা কাজ করা আরম্ভ করল। দেখল তারা নিরাপদেই কার্য-সিদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে কোন বাধা বিপত্তি আসে নি। তাই তাদের সাহস আরো বেড়ে গেল। দীর্ঘ দিন তারা এভাবে কাজ চালিয়ে বিপুল অর্থ সম্পদের মালিক হল। অধিকাংশ লোকেরা সৌখিন অট্টালিকা তৈরি করল। ফল বাগান, ফুলবাগান, নাচ ঘর, আনন্দ, খেলা ও প্রমোদ খানা তৈরি করল।

আবার এ মাছ ধরা বংশের কতক লোক ছিল, যারা শরীয়তের বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করত। তারা কোনদিন এ ধরনের অবৈধ পন্থায় মাছ শিকার করতে অগ্রসর হয় নি। তারা দীন হীন অবস্থায় জীবন যাপন করত। তবুও তারা লোভ লালসার শিকার হয়ে শরীয়ত বিরোধী কাজে কখনই লিপ্ত হয় নি।

www.pathagar.com

এ ধনী ব্যক্তি এক সময় ময়দানে বসবাসরত বৃদ্ধার স্বামীর চাকর হিসাবে জীবন যাপন করত। বৃদ্ধার স্বামী ছিল একজন বিরাট ব্যবসায়ী। এক সময় সে এ চাকরকে নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাত্রা করেন। তখন তিনি পাঁচশত উট ও ছাগল এবং অন্যান্য মালপত্র নিয়ে যাত্রা করেন পথিমধ্যে এক নিরব স্থানে তারা রাত্রি যাপন করছিল, এমন সময় চাকরের মাথায় কুবুদ্ধি আসল, সে তার মনিবকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে সমস্ত মালপত্র নিয়ে মিশর যাত্রা করে এবং সেখানে সে সমুদয় মালপত্র বিক্রয় করে বিপুল অর্থ সম্পদের মালিক হয়। শুধুমাত্র এ গরুটি বিক্রয় না করে সাথে নিয়ে আসে। দীর্ঘদিন পরে দেশে এসে সে বড়লোক হয়ে বসে। লোকজন, কর্মচারী ও বন্ধু বান্ধব জুটিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মর্যাদা অর্জন করে। অনেকে তার মনিবের কথা জিজ্ঞেস করলে সে জানায় যে সে বহুদিন পুর্বে একাকী সিরিয়া গিয়েছে, তার পরে আর তার সাথে সাক্ষাৎ হয় নি। এখন যে গরুটি বৃদ্ধা ও তার ছেলে জবেহ করে খেয়েছে এটা বৃদ্ধার স্বামীর খরিদ করা গরু। আর এ ধনী ব্যক্তির সহায় সম্পদ যা কিছু আছে তা সবই বৃদ্ধার স্বামীর উপার্জিত সম্পদ। অতএব ঘটনাকে সম্মুখে রেখে আপনি অভিযোগের ন্যায়সংগত রায় প্রদান করবেন। একথা বলে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) চলে গেলেন।

হযরত দাউদ (আঃ) কর্তৃক প্রেরিত লোক যথাসময়ে বৃদ্ধাকে ও তার ছেলেকে বন্দী করে খলিফার দরবারে নিয়ে আসল। খলিফা বন্দীদেরকে মেহমান খানায় যত্ন সহকারে রাখার হুকুম দিলেন এবং বাদী ধনী ব্যক্তিকে বললেন, আগামী ঈদের দিন তুমি ঈদের ময়দানে আমার সাথে দেখা করবে। আমি ময়দানে তোমার অভিযোগের রায় প্রদান করব এবং কিয়ামতের নমুনা দেখাব।

পরের দিন ঈদ উপলক্ষে ভোর থেকে মানুষ ময়দানে জমায়েত হতে আরম্ভ করে। বিশেষ করে ঈদের ময়দানে কিয়ামতের নমুনা দেখানের ওয়াদা করেছেন স্বয়ং খলিফা। তাই বৃদ্ধ, যুবক ও মহিলা দলে দলে এসে অনেক পূর্বেই ময়দান ভর্তি করে ফেলল। প্রতি বছরের তুলনায় এ বছর ময়দানে আনেকগুণ মানুষ উপস্থিত হল। হযরত দাউদ (আঃ) প্রথমে সুললিত কণ্ঠে জবুর কিতাব পাঠ করলেন। মানুষ তার সুকণ্ঠের তেলাওয়াতে মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় নিশ্চল ও তন্ময় হয়ে রইল। তার পরে দ্বীনের তালীম সম্পর্কে কিছুটা খোৎবা পেশ করলেন। সব শেষে গরুর মালিককে ও জবেহকারী বৃদ্ধা এবং তার ছেলেকে খলিফার সম্মুখে হাজির করা হল। প্রথমে খলিফা গরুর মালিককে বললেন, বৃদ্ধা অভাবের তাড়নায় তোমার গরু জবেহ করে খেয়েছে। এদের অভাব মোচনের ক্ষেত্রে আমার তৎপরতা থাকা উচিত ছিল কিন্তু আমি যথা সময়ে সেটা করতে ব্যার্থ হয়েছি

www.pathagar.com

ফলে এরা তোমার গরুটিকে জবেহ্ করতে বাধ্য হয়েছে। অতএব তুমি ওদেরকে ক্ষমা করে দাও। গরুওয়ালা বলল না খলিফা! আমি ক্ষমা করতে সম্মত নই। আপনি ন্যায় বিচার করুন। তখন খলিফা বললেন, আচ্ছা তাহলে আমি গরুর ক্ষতিপূরণ বাবদ উহার উপযুক্ত দামটা তোমাকে পরিশোধ করে দিচ্ছি। তুমি এবার ওদের ক্ষমা করে দাও। গরুওয়ালা বলল, আপনার দরবারে ক্ষাম প্রদর্শন করতে আমি আসি নি, আসছি ন্যায় বিচার পেতে। এমন সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এক আওয়াজ দিয়ে বললেন, হে খলিফা বিচার প্রার্থী ন্যায় বিচার পেতে এসেছে বলে আপনার নিকট কয়েকবার উচ্চারণ করেছে অতএব আপনি ন্যায় বিচার করে দিন। ক্ষমার মাধ্যমে আপোষ মিমাংসার কোন প্রয়োজন নেই। হযরত দাউদ (আঃ) তখন বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যাপারে তোমাদের কি বক্তব্য আছে? 'বৃদ্ধা তখন বলল, ' হুজুর! আমার স্বামী একজন নেককার ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি চির দিন তার ব্যবসার লভ্যাংশের অর্ধেক গরীব দুঃখীকে দান করতেন। একদা তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করেন তারপর আর তিনি ফিরে আসেন নি। আমি তখন আমার একমাত্র ছেলে নিয়ে খুবই বিপন্ন হয়ে পড়ি। আমার আওতায় যে সব ধন-সম্পদ ছিল তা দুষ্ট মানুষেরা আত্মসাত করে নেয়। ফলে আমাকে বুভুক্ষ অবস্থায় দিন কাটাতে হয়। তখন আমি মনে মনে চিন্তা করলাম বুভূক্ষ অবস্থায় হা হুতাশ করে মৃত্যুবরণ করার চাইতে নিভৃতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে করতে মৃত্যুবরণ করা অনেক শ্রেয়। তাই আমি বাড়িঘর ছেড়ে ময়দানে একখানি জীর্ণ কুটির তৈরি করে আল্লাহর এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হই। এখানে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সুপেয় পানি ও মূল্যবান ফল দান করে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন। আমরা দীর্ঘ সত্তর বছর যাবৎ আল্লাহ প্রদত্ত এ রিজিক খাই এবং বন্দেগীতে লিপ্ত থাকি। ইতোমধ্যে আমার ছেলে নতুন কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে এনে আমাকে খেতে দেয় এবং নিজে খায়। তখন আল্লাহ্ প্রদত্ত আমাদের রিজিক বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় যখন তিন দিন অতিবাহিত হয় তখন আমরা ক্ষুধার তাড়নায় খুবই অস্থির হয়ে পড়ি। এ সময় এ গরুটি এসে আমাদের দরজায় শুয়ে থাকত। তৃতীয় দিন গরুর জবান খুলে গেল সে বলল তোমরা ক্ষুধার যন্ত্রণা কেন ভোগ করছ? তোমরা আমাকে জবেহ্ করে আমার গোস্ত খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত কর। আমি তোমাদের জন্য হালাল। আমাকে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের খাদ্য রূপে মঞ্জুর করেছেন। তারই নির্দেশে আমি তোমাদের দ্বার প্রান্তে এসে হাজির হয়েছি। হুজুর আমরা গরুর মুখের কথা শুনে বিশ্বাস করলাম এবং গরুটিকে অতি সহজে জবেহ করে কাবাব করে কিছুটা খেয়ে ফেললাম। এমন সময় দেলালা নামক এক মহিলা গিয়ে গরুর বিষয়

www.pathagar.com

তা'য়ালা জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও ন্যায় বিচার কায়েমের অপরিসীম যোগ্যতা তাঁকে দান করেন। যা তিনি অর্জন করায় পৃথিবীর বুকে কিয়ামত পর্যন্ত প্রশংসা ভাজন হয়ে থাকবেন।

একদা লোকমান হাকিমের এক ছেলে পিতার নিকট এসে বলল, পিতা! আমি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ছফরে যেতে চাই। তিনি তখন তাকে উপদেশ হিসেবে বললেন, হে বৎস! তুমি কস্মিনকালেও আল্লাহ তা'য়ারার সাথে কাউকে শরীক করনা। শরীক করা একটি জুলুমের কাজ। রীতিমত নামায আদায় কর। বে-নামাযীর প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা লানত করে থাকেন। মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দান কর এবং মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখ। অল্পে সন্তুষ্ট থাক, বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ কর। এগুলো মহৎ কাজের অন্তর্ভুক্ত। কখনও মানুষের নিকট মুখাপেক্ষী হয়োনা। পথ চলার সময় মাটির উপর স্বদর্পে চল না। আল্লাহ তা'য়ালা দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। নিজের মুখের আওয়াজ বিনয়ী কর। কর্কশ আওয়াজ হল গাধার আওয়াজের সমতুল্য। ছেলে লোকমান হাকিমের নছিহত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পালন করার অঙ্গীকার করল।

ছেলে যখন ছফরে যাত্রা করে তখন লোকমান হাকিম কিছু দিক নির্দেশনা দিয়ে বলেন, বৎস! তুমি পূর্বদিকে কিছু পথ অগ্রসর হবার পরে এক ময়দানের সম্মুখীন হবে। সে ময়দানের এক পাশে পানির একটি কূপ আছে কূপের পানি তুমি পান করবে না। কূপের পাশে একটি গাছ আছে, তুমি সে গাছের ছায়ায় বসবে না। আর একটু সম্মুখে অগ্রসর হলে দেখবে এক বৃদ্ধ আর একটি গাছের ছায়ায় বসে আছে। তুমি বৃদ্ধের কাছে গিয়ে তোমার পরিচয় দিবে। বৃদ্ধ তোমাকে আদর করবে। তখন সে যা বলে তা তুমি হুবহু পালন করে চলবে। এর মধ্যে তোমার মঙ্গল নিহিত আছে। বৃদ্ধ যদি তোমার সঙ্গী হতে ইচ্ছে করে তাকে সঙ্গে নিয়ে নিও।

এরপরে তুমি উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে একটি অতি সুন্দর গাঁয়ে গিয়ে উপস্থিত হবে। সেখানের মানুষেরা তোমার পরিচয় পেলে তোমাকে খুব আদর-যত্ন করবে এবং তোমাকে সেখানে থাকার জন্য অনুরোধ করবে। সেখানে একজন সুন্দরী ও ধনবতী যুবতী আছে। তার সাথে তোমাকে বিবাহ দিতে চেষ্টা করবে। তুমি সে বিবাহে রাজী হবে না যতক্ষণ তোমার বৃদ্ধ চাচা তোমাকে আদেশ দান না করেন।

ওখান থেকে আরো উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে তুমি স্থানীয় লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করে উছাম নামের এক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে পৌঁছবে। তার নিকট আমার বেশ কিছু টাকা পাওনা আছে। সে টাকা তার নিকট থেকে চেয়ে আনবে।

www.pathagar.com

তবে সেখানে রাত্রি যাপন করবে না। এর পরে সম্মুখে দেখবে সমুদ্র। অতএব আর সম্মুখে অগ্রসর না হয়ে দেশের দিকে রওয়ানা করবে। শোন বৎস! আমার এ সমস্ত উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। কোন ক্রমে যেন ভুল না হয়। যদি কোথাও ভুল হয় তাহলে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হবে। যাও বাছা! আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করুন।"

লোকমান হাকিমের ছেলে পিতার উপদেশ ভালভাবে কণ্ঠস্থ করে ছফরে রওয়ানা হল। পূর্ব দিকে যেতে যেতে সম্মুখে ময়দান দেখতে পেল। ময়দানের এক পাশে শীতল পানির কূপ ও তার পাশে গাছ দেখতে পেল। কূপের নিকট গিয়ে স্বচ্ছ পানি দেখে তা পান করতে ইচ্ছে হল এবং গাছের নিরব ছায়ায় কিছুটা বিশ্রাম নিতে মনে চাইল। তখনই পিতার উপদেশ মনে পড়ায় সে আর সেখানে বিলম্ব না করে একটু দূরে যেতেই এক গাছের নিচে একজন সুদর্শন বৃদ্ধকে দেখতে পেল। ছেলে বৃদ্ধার নিকট গিয়ে তাকে ছালাম করে নিজ পরিচয় প্রদান করল। তখন বৃদ্ধা তাকে কাছে বসিয়ে ঠাণ্ডা পানি ও সুস্বাদু ফল খেতে দিলেন এবং তাকে খুবই আদর করলেন। অতপর ছেলেকে নিয়ে বৃদ্ধ কূপের নিকটে যেতেই গাছের নিচে এক গর্ত থেকে এক বিষাক্ত সাপ উঠে লোকমান তনয়কে আক্রমণ করল। এমন সময় বৃদ্ধ এক ধারাল অস্ত্র দিয়ে সাপটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। তখন লোকমান তনয় জিজ্ঞেস করল, চাচাজান! আপনি কি এ সাপের খবর পুর্বে জানতেন? বৃদ্ধ বললেন, হ্যাঁ! আল্লাহ আমাকে পূর্বে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সাপটি দীর্ঘ দিন যাবত এখানে থাকে। সে বিরাট ভাগ্যবান ব্যক্তিদেরকে দংশন করে মৃত্যুর কোলে পৌছিয়ে দেয়। সাধারণ অজ্ঞ মানুষকে সে কখনই আক্রমণ করে না।

লোকমান তনয় এর পর কুপের পানি দেখে বলল, চাচা মিয়া, এ কূপের পানি কত সুন্দর। মনে চায় এখানের একটু পানি পান করি। বৃদ্ধ বললেন, খবরদার এ পানিতে সর্প বিষ মিশ্রিত রয়েছে। যারা এ পানি একবার পান করেছে তারা কেউ বেঁচে থাকে নি।

লোকমান তনয় বেশ কিছু সময় সেখানে কাটিয়ে বৃদ্ধের নিকট সম্মুখে যাত্রার আদেশ প্রার্থনা করল। বৃদ্ধ বললেন যদি তুমি আমাকে সঙ্গে নিতে আপত্তি না কর তবে আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি। লোকমান হাকিমের ছেলের তখন পিতার নছিহত মনে পড়ল, তখন সে বলল, আপনি যদি আগ্রহ করেন তবে আমার সাথে চলুন আমি তাতে খুব আনন্দ পাব এবং আমি বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকব। এই বলে উভয়ে একত্রে রওয়ানা করলেন। দীর্ঘ সময় পথ চলার পরে তারা এমন এক এলাকায় এসে পৌছলেন যেখানে লোকমান হাকিমের বিরাট পরিচিতি ছিল।

www.pathagar.com

স্থানীয় লোকেরা লোকমান হাকিমের ছেলের আগমনে ভারী সন্তুষ্ট হল। তারা তাদেরকে বিরাট ভাবে আপ্যায়ন করল থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করে দিল। ছেলে ও বৃদ্ধ বেশ আরামে সেখানে কয়েকদিন বেড়ালেন। ইতোমধ্যে একজন লোক এসে লোকমান হাকিমের ছেলের নিকট বলল, আপনার পিতার সাথে আমার গভীর বন্ধুত্ব আমি দীর্ঘদিন যাবত তাঁর সঙ্গলাভ করেছি। তিনি যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আল্লাহ তা'য়ালার খাস রহমত লাভ করেছেন, তার অসংখ্য নজির আমি প্রত্যক্ষ করেছি এজন্য আমি তাকে ক্ষণিকের জন্য ভুলতে পারি না। তা ছাড়া তিনি একবার আমাদের এলাকার তাশরীফ এনেছিলেন, তখন আমার গরীব খানায় তিনি কয়েক দিন কাটিয়ে ছিলেন, তখন তিনি আমাদের এলাকা ঘুরে দেখেছেন। বহু মানুষকে তিনি দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন এবং অসংখ্য মানুষের রোগ ব্যাধির চিকিৎসা করেছেন। এতে অত্র এলাকায় বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁর ভক্ত হয়ে আছে। তাঁর সাথে আমার যে ব্যক্তিগঁত সম্পর্ক ছিল তাতে আমি আপনাকে ভাইয়ের ছেলে মনে করতে পারি।

আমি সে সূত্র ধরে আপনার নিকট আপনার এক বিবাহের প্রস্তাব রাখতে চাই। আমাদের এলাকায় অপরূপা সুন্দরী ধর্মপরায়ণা এক যুবতী আছে যার রূপচ্ছটা এত প্রখর যে, কোন মানুষ একবার তার প্রতি তাকালে দ্বিতীয় বার না তাকিয়ে উপায় নেই। দ্বিতীয়ত, যুবতী এক পিতার একমাত্র কন্যা তার পিতামাতা বেঁচে নেই, তাই যুবতী বিরাট ধন-সম্পদের অধিকারিনী। তার মেষ ও উটের সংখ্যা কয়েক হাজার। জায়গা-জমিন, দালান-কোঠা ও সহায়-সম্পদ একজন রাজ অধিরাজের ন্যায় সীমাহীন। আপনি যদি তাকে কবুল করেন তা হলে আপনি ভাগ্যবান হবেন আশা করি। সাধারণ লোকের পক্ষে তাকে শাদী করা সম্ভব নয়। একমাত্র আপনার মত লোকের পক্ষে এটা সম্ভব। লোকমান তনয় লোকটির প্রস্তাব শুনে বললেন, আমি এ বিবাহে রাজী নই। আমার পিতা এভাবে পথে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। একথা শুনে লোকটি চলে গেল এর পরে আর একজন লোক এসে তার সাথে দেখা করল। তখন লোকমান তনয় তার নিকট প্রস্তাবিত কন্যার কথা জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বলল, হুজুর! আপনার নিকট যে সমস্ত খবর এসেছে সবই সত্য। তবে ইতোপূর্বে উক্ত মেয়েটির নয় জায়গায় বিবাহ হয়েছিল। নয়জন স্বামীই বাসর রাতে মৃত্যুবরণ করেছে। এর প্রকৃত কারণ কি কেউ তা জানে না। সে থেকে মানুষ মেয়েটিকে রাক্ষুসে মেয়ে বলে ডাকে। দিনের বেলায় তার নিকট লোকের ভীড় থাকে কিন্তু রাত্রি বেলায় কোন মানুষ তার কাছে থাকে না মেয়েটি সর্বদা কেঁদে কাটাচ্ছে। তকে তার স্বামীদের মৃত্যু সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আমি কিছুই জানি না। কোন

www.pathagar.com

স্বামী আমার কাছে আসার সুযোগ পায় নাই। আমার ঘরে ঢোকার পর পরই তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করে।" লোকমান তনয় লোকটির নিকট সমস্ত ঘটনা শুনে বৃদ্ধ চাচার নিকট গিয়ে বলল। বৃদ্ধ বললেন, হ্যাঁ! তুমি এ কন্যাটিকে বিবাহ করতে পারবে। ইতোপুর্বের স্বামীগণ যেভাবে মৃত্যু বরণ করেছে তোমার সেরূপ মৃত্যুবরণ করতে হবে না, আমি সে ঘটনা জানি। তোমার পিতার নিকট থেকেই যৎ কিঞ্চিত তালীম নিয়েছি। তুমি গিয়ে এ বিবাহে রাজী তা জানিয়ে দাও বাকি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমি করব। লোকমান তনয় বলল, চাচা। আমার খুব ভয় হয় বৃদ্ধ বললেন, কোন ভয় নেই। আল্লাহ তা'য়ালার উপর ভরসা রেখে কাজ করে যাও। হায়াতের মালিক যখন আল্লাহ তা'য়ালা তখন আর ভয় কি। যদি হায়াত রেখে থাকেন তবে মৃত্যু হবে না। আর যদি তিনি হায়াত না রাখেন তাহলে যে কোন স্থানে তোমাকে মৃত্যু বরণ করতেই হবে। এতএব তোমার পিতার আদেশ অনুসারে আমার কথা মত কাজ কর আল্লাহ তোমার হেফাজতকারী।

বৃদ্ধের কথায় লোকমান তনয় মনে সাহস পেল। বিশেষ করে তার পিতা বৃদ্ধের কথা অনুসারে চলতে আদেশ দিয়েছেন। তাই সে প্রথম দিনের আলাপকারীকে ডেকে বলল, আমি এই বিবাহে রাজী আছি। আপনি কন্যা পক্ষকে জানিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা করুন। লোকটি লোকমান হাকিমের ছেলের মুখে এ প্রস্তাব শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে লোকমান হাকিমের ছেলের সাথে তার বিবাহের প্রস্তাব দিল। মেয়েটি এ প্রস্তাব শুনে আনন্দে প্রস্তাবকারীকে জড়িয়ে ধরে বলল, চাচা মিয়া! আপনি আমার পিতার একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আমার পিতার অবর্তমানে আপনিই আমার পিতা আমার জীবনের উপর যে এক মহা দুর্যোগের ঘটনা চলছে, তা আপনি সবই জানেন। পৃথিবীতে আমার বেঁচে থাকা আর না থাকা সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে আমি কিছু দিন পূর্বে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলাম যে, বাকি জীবনে আর কাউকে বিবাহ করব না। এখন আপনি যখন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লোকমান হাকিমের ছেলের সাথে আমাকে বিবাহ দিতে আশা করেছেন তখন আমার আর দ্বিমত নেই। কারণ আমার মহা বিপদের প্রতিকার হয়ত তিনি করতে সক্ষম হবেন। একমাত্র এ প্রস্তাব ব্যতীত আমি আর অন্য কোন প্রস্তাবে রাজী হতাম না। কারণ আমার বাসর ঘরে এনে আর একটি ছেলেকেও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিবার সাহস আমার নেই। আমি বাসর ঘরে আর কত লাশ দেখব। এক এক করে নয়জন নিষ্পাপ মায়ের সন্তানকে এখান থেকে জমের কাল ঘরে আমি ঠেলে দিয়েছি। যে জন্য আজ মানুষ আমাকে ভয় পায়। আমার নাম রেখেছে রাক্ষুসে মেয়ে।

www.pathagar.com

চাচা মিয়া! এ ছেলের নিকট আপনি পূর্বেই সমস্ত ঘটনা খুলে বলবেন, তারপর যদি সে সইচ্ছায় আমাকে শাদী করে এখানে আসে তবে আমি তাকে স্বাগত জানাব।

লোকটি গিয়ে লোকমান হাকিমের ছেলে ও বৃদ্ধকে কন্যার সমস্ত কথা বলল। অতপর তারা একত্রে বসে বিয়ের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করল। দেশবাসী এ বিয়ের খবর শুনে বলল, আর একটি নিষ্পাপ ছেলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চলছে। লাশ বহনকারী ডোমেরা একে অপরকে বলল, কালকে আর অন্য দিকে যাত্রা হবে না। আজকে রাক্ষুসে কন্যার বিবাহ হচ্ছে আগামী দিন ভোরবেলা সেখানে লাশ সরাতে যেতে হবে তো। এভাবে দেশের মানুষের মধ্যে আলোচনার এক বন্যা বইতে আরম্ভ হল। অনেকে এ বরকে জীবিত অবস্থায় একবার দর্শনের উদ্দেশ্যে সেখানে এসে হাজির হল। কেউ কেউ বরকে বলল জনাব, আপনাকে দিয়ে রাক্ষুসে কন্যায় দশজন স্বামী পূর্ণ হবে। আপনার পরে যে আসবে সে পড়বে একাদশ নম্বরে। কেউ বরকে বলল, জেনে শুনে মৃত্যু ঝুঁকি নিতে আসলেন? আবার কেউ বলল, সম্পদের লোভে ইতোপূর্বে নয় জনের প্রাণ দিয়েছে, অতএব ধন-সম্পদের লোভ পরিত্যাগ করে দেশের ছেলে দেশে যান। এভাবে নানা লোক নানা মন্তব্য করতে শুরু করল।

লোকমান হাকিমের ছেলে মানুষের কথায় ঘাবড়ে গেল। তখন তিনি পিতার উপদেশগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আর একবার স্মরণ করল। পিতার কথা ছিল গাছের নিচে যে বৃদ্ধকে দেখবে তার কথা মতে চলবে। যদি সে তোমার সঙ্গী হতে চায় তবে তাকে সঙ্গে করে নিবে। একথাগুলো স্মরণ করে মনকে সে প্রবোধ দিল এবং নিজে খুব শক্ত হল।

নির্দিষ্ট দিন নির্দিষ্ট সময়, বহু লোকের উপস্থিতিতে লোকমান তনয়ের বিবাহ কার্য সম্পন্ন হল। বিবাহ অনুষ্ঠানে পূর্বের চেয়ে দশগুণ লোক জমায়েত হল। কারণ একটি যুবক স্বেচ্ছায় মরতে যাচ্ছে তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে না হয় কার। বিবাহ কার্য সমাধা করে লোকজন চলে গেল, ভোর বেলার দৃশ্য দেখার অপেক্ষায় সকলে সময় কাটাতে লাগল।

বৃদ্ধ লোকমান তনয়কে ডেকে একা একা বললেন, "বৎস! তুমি সন্ধ্যাবেলা, কন্যার কক্ষে গিয়ে কোথাও বসবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু সময় কথা বলে তার একখানা পড়নের কাপড় ও একটি জামা চেয়ে নিয়ে আসবে। এগুলো নিয়ে সোজা আমার কাছে চলে আসবে। তার পরে আমি যা বলব সে অনুসারে কাজ করবে।"

লোকমান তনয় বৃদ্ধ চাচার কথা অনুসারে সন্ধ্যায় তার নব পরিণিতা স্ত্রীর কাছে গিয়ে তন্ময় হয়ে তার প্রতি তাকিয়ে রইল। মানুষ এত সুন্দরী হতে পারে তা তার কল্পনায় কোন দিন ছিল না। তার নব স্ত্রী স্বামীকে দেখে আনন্দে

www.pathagar.com

আত্মহারা হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। এত সুন্দর সুশ্রী স্বাস্থ্যবান বর ইতোপূর্বে কোন দিন আর সে দেখে নি। তাই সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। এভাবে ক্ষণিক সময় কাটিয়ে মেয়েটি ফুফিয়ে কেঁদে উঠল। তখন লোকমান তনয় জিজ্ঞেস করল তুমি কাঁদছ কেন? মেয়েটি বলল, তোমার ন্যায় ভাগ্যবান এক স্বামীর চরণতলে আমি কতক্ষণ ঠাঁই পাব জানি না। কারণ আমি ভাগ্যাহত এক কন্যা। আমাকে ইতোপূর্বে নয়টি যুবক শাদী করেছে কিন্তু আমি কাউকে মন দিয়ে ভালবাসার সুযোগ পাই নি। তাই তোমাকেও সেভাবে হারাতে হয় নাকি, সেকথা ভেবে আমি কাঁদছি। এ সময় লোকমান তনয়ের মনে পড়ে গেল, চাচার নির্দেশ। তখন সে স্ত্রীকে বলল, আমি তোমার সাথে একটু পরে আলাপ করব। এখন তোমার পড়নের একখানা কাপড় ও একটি জামা তাড়াতাড়ি আমাকে দাও। মেয়েটি তখন কোন কারণ না জিজ্ঞেস করে একখানা কাপড় ও জামা এনে দিল। লোকমান তনয় তখন তা নিয়ে বাইরে চলে গেল। দারোয়ানেরা অবাক হল নতুন বর একটু পূর্বে ঘরে গিয়ে বের হয়ে এলেন কেন? তবে কারো কিছু বলার সাহস ছিল না।

বৃদ্ধ ছেলেকে কাপড় ও জামা নিয়ে আসতে দেখে বললেন, বাবা! এতটা দেরী করা ঠিক হয় নি। আর একটু দেরী করলে তোমাকে আমি রক্ষা করতে পারতাম না। দ্বিতীয়ত, তোমাকে স্ত্রীর কাছে বসতে নিষেধ করেছিলাম, তবুও তুমি সেখানে বসে স্ত্রীর সাথে কথা বলেছিলে। এটা খুবই বিপজ্জনক হতে যাচ্ছিল। আল্লাহ তোমাকে অল্পের জন্য রক্ষা করেছেন। যা হোক বাকি কথা পরে শুনবে। এখন তুমি আমার উপদেশ অনুসারে কাজ কর। একথা বলে বৃদ্ধ মেয়েলোকটির কাপড় ও জামা একটি পাত্রে রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। অতপর আগুনের মধ্যে কিছু কাঁচা লতাপাতা দিলেন। সর্বশেষে নিজ ঝোলা থেকে বের করে একটি সর্পের মাথা আগুনের মধ্যে দিলেন। যখন এগুলো অধিকাংশ পুড়ে গেল এবং প্রচণ্ড ধুয়া নির্গত হতে আরম্ভ হয়। তখন তিনি লোকমান তনয়কে বললেন, এ পাত্রটি নিয়ে তুমি তোমার বাসর ঘরে রেখে দাও। তার পরে তোমার স্ত্রীর সাথে নিশ্চিন্তে আলাপ করে তার সাথে সহবাস কর। ভোর রাত্রে উঠে গোসল করে ফজরের নামায শেষ করে আমার সাথে দেখা করবে।

লোকমান তনয় আগুনের পাত্রটি নিয়ে বাসর ঘরে ঢুকে দেখল তার স্ত্রী সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে এবং ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র সব লণ্ডভণ্ড। তখন সে আগুনের পাত্রটি কক্ষের এক কোণে রেখে স্ত্রীর নিকট গিয়ে দেখল সে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে এবং তখন তাড়াতাড়ি তার মাথায় একটু পানি দিয়ে বাতাস করতে আরম্ভ করল। দীর্ঘ সময় শুশ্রূষা করার পরে তার স্ত্রী চেতনা

www.pathagar.com

ফিরে এল। স্বামীকে তার কাছে বসে থাকতে দেখে সে উঠে বসল এবং বলল, তুমি ঘর থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার পরে এক বিকট আকৃতির দৈত্য এসে আমাকে উপরে তুলে মাটিতে ফেলে দিল। তার পরে কি হয়েছে আমি জানি না। লোকমান তনয় বললেন, এটাই ছিল তোমার শেষ বিপদ। আল্লাহ্‌র রহমতে আগামীতে আর তোমাকে কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে না। এই বলে তার সাথে প্রাণভরে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করে। হৃদয়ের ভালবাসা আদান-প্রদান করে, সর্বশেষে তার সাথে মিলন করে। রাত্রি শেষে গোসল করে উভয়ে ফজর নামায আদায় করে।

অতপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে যখন লোকমান তনয় ঘর থেকে বের হয়ে বৃদ্ধ চাচার নিকট রওয়ানা করল, তখন পথে ডোমদের সাথে তার সাক্ষাত হয়। ডোমেরা বলল, হুজুর! আপনি রাক্ষসী কন্যার বর? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তারা বলল, তবে আপনি কি ভাবে বেঁচে আছেন? তিনি বললেন, বাঁচা মরা আল্লাহ্ তা'য়ালার নিয়ন্ত্রণাধীন। আল্লাহ্ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তোমরা প্রতিবারে লাশ সরিয়ে যে টাকা পেতে, আমার নিকট থেকে সে টাকা নিয়ে নাও। একথা বলে তাদেরকে পাঁচ শত টাকা বখশিশ দিয়ে দিলেন। ডোমেরা বর জীবিত থাকার কথা সারা এলাকায় ছড়িয়ে দিল। খবর শুনে দলে দলে মানুষ এসে তাকে ছালাম জানাল এবং তিনি কিভাবে বেঁচে রইলেন তা জানতে চাইল। লোকমান তনয় বলল, এটা সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

লোকমান তনয় বৃদ্ধ চাচার নিকট গিয়ে সমস্ত ঘটনা বলল। তার বৃদ্ধ চাচা তাকে বলল, এ যুবতীর প্রতি এ শক্তিশালী জীনের আছর ছিল। সে এ যুবতীর বিবাহ সহ্য করতে পারত না। বিশেষ করে কোন মানুষ যদি এ যুবতীর সাথে একবার মিলন করতে পারত, তাহলে জীনের আছর এবং জীনের প্রভাব শেষ হয়ে যেত। তাই ইতোপূর্বে তার অন্যান্য স্বামীদের সাথে মিলন করার পূর্বে জীনটি এক ক্ষুদ্র সর্পাকৃতি ধারণ করে স্বামীকে দংশন করত, তাই তার বেঁচে থাকা সম্ভব হত না। এবারে আমি তোমার সাথে আসায় জীনটি পূর্ব হতেই দুর্বল ও ভীত হয়ে পড়ছিল। অতপর তোমার স্ত্রীর কাপড় ও কিছু তেজস্বী লতাপাতা জ্বালিয়ে সর্পাকৃতির আর এক জীনের মাথা উহার মধ্যে আগুনে জ্বালালে এবং ওটার ধোঁয়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিলে উক্ত আসক্ত জীনটি অস্থির ও উন্মাদ হয়ে যায়। সে তোমার স্ত্রীকে আছাড় দেয়, ঘরের আসবাবপত্র লণ্ডভণ্ড করে ফেলে। সর্বশেষে সে পালাতে চেষ্টা করে আমি তখন তাকে বাধা দেই এবং অন্য কিছু দ্বারা আক্রমণ করি যাতে জীনটি মৃত্যুপ্রায় অবস্থায় পৌঁছে। সর্বশেষে যখন তোমরা সহবাসে প্রবৃত্ত হও তখন সে মৃত্যুবরণ করে। আর কোন দিন সে তোমার স্ত্রীর কোন ক্ষতি

www.pathagar.com

করতে পারবে না। এখন থেকে তোমরা নিরাপদ। লোকমান তনয় তখন বৃদ্ধকে অশেষ ধন্যবাদ জানাল।

একদিন পরে স্বামী স্ত্রী পরামর্শ করে দেশবাসী ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের জন্য এক ভোজ সভার আয়োজন করল। মানুষ তাদের দাওয়াত পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে হাজির হল। উক্ত ভোজ সভায় লোকমান তনয় তাঁর পিতার উপদেশাবলী আলোচনা করল এবং আল্লাহ রাসূলের আইন অনুসারে জীবন যাপনের দাওয়াত দিল, সকলে সমবেতভাবে তার নিকট অঙ্গীকার করল। "তারা কোন দিন ধর্মচ্যুত হবে না"

এরপরে লোকমান তনয় তাঁর পিতার পাওনাদারের নিকট যেতে চাইল। বৃদ্ধ বললেন, এখন আর আমার প্রয়োজন আছে কি? লোকমান তনয় বলল, চাচা! আপনাকে ছাড়া আমি এক পা অগ্রসর হব না। আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন পথিমধ্যে আরো কত বিপদ আছে আমি জানি না। অতএব আমাকে শেষ পর্যন্ত আমার পিতার নিকট আপনি পৌঁছে দিয়ে বিদায় হবেন। এর পূর্বে আমি আপনাকে যেতে দিব না। এর পরে স্ত্রীকে বলে, তারা পথ চলতে আরম্ভ করলেন একদিন পথ চলার পরে নির্দিষ্ট এলাকায় গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে তারা স্থানীয় লোকের নিকট উছামের নাম ধরে তার বাড়ির পরিচয় জানতে চাইলেন। মানুষেরা তাদেরকে বলল, আপনারা ভাল মানুষের ন্যায় টাকার দাবি ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে যান। সে একটি খুনি ও ধুরন্ধর মানুষ। সে একবার টাকা নিলে আর ফেরত দেয় না। যদি কেউ টাকার তাগাদায় আসে তাহলে তাকে কৌশলে হত্যা করে। সে এক পশু প্রকৃতির মানুষ।

লোকমান তনয় এ সমস্ত কথা শুনে বৃদ্ধা চাচার দিকে তাকাল। বৃদ্ধা বলল, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে আমরা তার বাড়িতে যাব। আল্লাহ যদি আমাদের হায়াত রাখেন তবে সে আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহর রহমত থাকলে আমরা টাকা উদ্ধার করে নিতে পারব। চল আমরা উছামের বাড়িতে যাই। উভয়ে যখন উছামের বাড়িতে গিয়ে পৌছল তখন উছাম এসে তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করল। যখন তারা তাদের পরিচয় দিল তখন সে বলল, আপনাদের অতিথি হিসেবে পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি কিছু দিন থেকে লোকমান হাকিমের টাকাটা পাঠিয়ে দিব বলে আশা করেছি। কিন্তু সুযোগের অভাবে তা পারি নি এখন আপনারা এসে পৌঁছেছেন খুব ভাল হয়েছে। এবার আমি সহজে দেনা মুক্ত হতে সক্ষম হব। আপনারা আজকে গরীবখানায় থাকবেন আগামী দিন আপনারদেরকে বিদায় দিব। লোকমান তনয় পিতার আদেশ অনুসারে সেখানে থাকতে রাজী হল না। তখন বৃদ্ধ বলল না, উছাম ভাই

www.pathagar.com

আমাদেরকে যেভাবে ধরে তাতে তার আবদার উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। আজকে আমরা এখানে থেকে যাব। বৃদ্ধের কথার উপরে লোকমান তনয় কোন কথা না বলে ওখানে থাকতে রাজী হল।

দিন শেষে রাত্রি বেলায় মেহমানদেরকে উছাম উত্তম খাদ্য পরিবেশন করল এবং উত্তম বিছানাপত্র দিয়ে তাদেরকে বিশ্রামের ব্যবস্থা করল। তিন তালাবিশিষ্ট এক অট্টালিকার নিচতলায় তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিল। গভীর রজনীতে বৃদ্ধ চাচা লোকমান তনয়কে ডেকে ঘুম থেকে জাগালেন এবং বললেন আমার সাথে চল। এ কথায় উভয়ে উক্ত অট্টালিকার তৃতীয় তলায় গিয়ে দেখল উছামের ছেলে একটি খাটিয়ার উপর শুয়ে আছে। তখন তারা দুজনে উক্ত খাটিয়া ধরে নিচতলায় নামিয়ে আনল। যেখানে উছাম তাদেরকে রাত্রি যাপনের জন্য বিছানা করে দিয়েছিল সেখানে তার ছেলের খাটিয়া রেখে তারা দুজনে তৃতীয় তলায় উঠে ঘুমিয়ে পড়ল। ভোর বেলা উছামের চিৎকারে তাদের ঘুম ভাঙ্গল। তারা নিচতলায় এসে দেখল চতুর্দিকে পানি থৈ থৈ করছে। যে কক্ষে তাদের বিছানা দেয়া হয়ে ছিল সে কক্ষটি সম্পূর্ণ পানিতে পরিপূর্ণ । উছামের ছেলে সে পানিতে ডুবে মারা গেছে। মরা ছেলেকে সম্মুখে রেখে উছাম চিৎকার দিয়ে কাঁদছে।

বৃদ্ধ ও লোকমান তনয় নিচে আসলে উছাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, আপনারা আমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছেন। আপনারা যে এত দূরদর্শী তা আমি ভাবতে পারি নি। আমি আমার নিচতলায় এক মরণ ফাঁদ পেতেছি। রাত্রি বেলায় এখানে সমুদ্র ঢেউ এসে পানিতে কক্ষটি ডুবে যায়। সম্মুখের দরজা গভীর রাতে আমি বন্ধ করে রেখে যাই। যাতে করে এখানে বসবাসকারী বের না হতে পেরে। পানতিে ডুবে মারা যায়। আজকে আপনারা দরজা বন্ধ করার পূর্বেই এখান থেকে সরে গিয়ে আমার ছেলেকে রেখে গিয়েছিলেন। আজকেও আমি রাত্রি শেষে দরজাটি বন্ধ করে গিয়েছিলাম। তখন আমি জানিনা যে, এ কক্ষে আপনারা নেই এখানে আমার ছেলে শায়িত রয়েছে। যদি আমি কোন রকম এ খবর অবগত হতাম তাহলে ছেলেটির এভাবে সলিল সমাধি হত না। যাই হোক সবই আমার কর্মফল আমি জীবনে বহু পাওনাদারকে এভাবে হত্যা করেছি। শেষ পর্যন্ত প্রতিফল আমি পেয়েছি আমি বাকি জীবনে আর এহেন গর্হিত কাজে প্রবৃত্ত হব না। আল্লাহ আমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছেন। আমি আপনাদের হাতে তওবা করে নতুন জীবন আরম্ভ করব। আপনারা আমার এ দৃষ্টতাপূর্ণ অপরাধ ক্ষমা করে দিন।

বৃদ্ধ উছামের কথা শুনে বললেন, আল্লাহ্ বোধ হয় তোমাকে হেদায়েত করার জন্যই আমাদিগকে প্রেরণ করেছেন। যে অপরাধ তুমি জীবন ভর করেছ তার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তোমার নিকট যে সমস্ত মানুষের টাকা

www.pathagar.com

পাওনা আছে বা ছিল তা অতি সত্তর তাদের বাড়িতে গিয়ে পরিশোধ করে এস। না হয় আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে ক্ষমা করবেন না।

উছাম তখন লোকমান হাকিমের পাওনা টাকা এনে তার ছেলের হাতে দিয়ে বলল, আমি এখন থেকে বাকি সকল পাওনাদারদের টাকা অল্প দিনের মধ্যে পরিশোধ করার নিয়ত করেছি আপনারা আমার জন্য দোয়া করুন। আমি যে ছেলের ভবিষ্যতের জন্য জঘন্য পন্থায় টাকা পয়সা অর্জন করেছি, সে ছেলে আমার সম্মুখেই বিদায় হয়ে গেল, আমার আর কোন ছেলেমেয়ে নেই। অতএব আমি আর কার জন্য উপার্জন করব আমার লোভের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

উছামের নিকট থেকে টাকা নিয়ে বৃদ্ধা ও লোকমান তনয় দেশের দিকে রওয়ানা করলেন । পথিমধ্যে শ্বশুর বাড়ি এসে তারা বিশ্রাম নিলেন। লোকমান তনয় পরের দিন স্ত্রীকে বলল, এখন আমার পিতার সঙ্গে দেখা করতে তোমাকে যেতে হবে। অতএব তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নাও, আগামী দিন যাতে আমরা রওয়ানা করতে পারি। তার স্ত্রী বলল, আচ্ছা আমার এ বিশাল স্টেটের দায়িত্ব ভার কার কাছে রেখে যাই। লোকমান তনয় বলল, তোমার যে চাচা এ বিবাহ কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন, তার উপর সকল কিছু ন্যস্ত করে চল। তখন তার স্ত্রী চাচাকে খবর দিয়ে তার উপর ষ্টেটের সমুদয় দায়িত্ব অর্পণ করে। বিবাহে পাওয়া উপঢৌকন, নিজ অলংকারাদী, কাপড়-চোপড় ও কতক টাকা পয়সা নিয়ে তারা সকলে কয়েকটি উটের পৃষ্ঠে ছওয়ার হয়ে দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করল। একদিন একরাত ধরে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তারা দেশে এসে পৌঁছল। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরত্বে থাকাকালীন সময়ে বৃদ্ধ বললেন, বৎস! এবার আমাকে বিদায় কর। লোকমান তনয় বলল, চাচা মিয়া আপনি আমাকে যে সমস্ত বাধা বিপত্তি থেকে উদ্ধার করেছেন তাতে আপনাকে পথিমধ্যে বিদায় দিব না। আমাদের বাড়িতে যাবেন্। আমি প্রাণভরে কিছু সময় আপনার খেদমত করব। আমার পিতা আপনার নিকট সমস্ত দুর্ঘটনার বিবরণ শুনবেন। তারপরে আপনি বিদায় হবেন। বৃদ্ধ বলল, বাবা! আমি এবারে তা পারব না। যেহেতু তোমার সাথের অনির্ধারিত ছফরে আমার অনেক মূল্যবান সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং অনেক প্রোগ্রাম ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে আছে। অতএব আমাকে এখনই গিয়ে সেগুলো পরিপূরণ করতে হবে। এখন তোমরা চলে যাও আমি এক বার শীঘ্রই তোমার পিতার সাথে সাক্ষাৎ করব।

তখন লোকমান তনয় বলল, চাচা মিয়া! আপনি দয়া করে তিনটি উষ্ট্রে বোঝাই মালামাল নিয়ে যান। বৃদ্ধ বললেন, ভাগটা তুমি করে দিলে? ওটা আমার উপর ন্যস্ত করা উচিত ছিল। তখন লোকমান তনয় বলল, হ্যাঁ চাচা মিয়া! এটা

www.pathagar.com

আমার ভুল হয়েছে আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি দয়া করে সমুদয় মালামাল নিয়ে যান। আপনি আমাকে এ সমস্ত মালামালের চেয়ে অনেক বেশি দামী জিনিস দিয়েছেন। বিশেষ করে এক সেরা সুন্দরী ও ধনাঢ্য রমনীকে আমার স্ত্রীরূপে লাভ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। যার মূল্য পরিশোধ করা কোন দিন আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। অতএব এখানে আমার যাবতীয় মালামালের প্রকৃত মালিক আপনি। অতএব এগুলো আপনাকে নিতেই হবে।

বৃদ্ধা বললেন, হ্যাঁ বাবা! এবার তুমি ঠিক কথা বলেছ। তবে দশটি উটের মধ্যে পাঁচটি আমাকে দাও। লোকমান তনয় বললেন, আপনি যা বলেন তা গ্রহণ করাই আমার পিতার আদেশ। অতএব যে পাঁচটি আপনার ইচ্ছা নিয়ে নিন। বৃদ্ধ বললেন, আমি উটের সাড়ির শেষ দিকের পাঁচটি নিয়ে নিলাম। তোমরা প্রথম দিকের পাঁচটি নিয়ে নাও। লোকমান তনয় বলল, আল হামদুলিল্লাহ, তাই হোক। একথা বলে সে উট গুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিল। অতপর বৃদ্ধকে ছালাম দিয়ে পথ চলতে আরম্ভ করল। তখন বৃদ্ধ বললেন, একটু থাম। লোকমান তনয় বৃদ্ধের ডাকে থেমে গেল। তখন তিনি লোকমান তনয়ের স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন, মা! আমি তোমাকে আমার ভাগের পাঁচটি উষ্ট্র দান করে দিলাম। তুমি এগুলোর মালিক হিসেবে নিয়ে নাও মহিলা বলল, চাচা মিয়া! আপনি একথা কি বলছেন? আমি ওগুলো নিব না। উহা আপনাকেই নিতে হবে, আপনি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন, আমাকে পৃথিবীর সেরা ব্যক্তির পুত্রকে উপহার দিয়েছেন। আপনার দেনা আমি কোন দিন শোধ করতে পারব না, আপনাকে শুধু এ উষ্ট্র নয়, আমার বিশাল সম্পত্তির অর্ধেক আপনাকে আমি দান করব বলে অঙ্গীকার করছি। আপনি দয়া করে আমাদের এ ক্ষুদ্র দান কবুল করে নিন। তখন বৃদ্ধ বললেন, মা! আমি সম্পদ দিয়ে কি করব? আমি মানুষ নই যে, সম্পদ আমি ভোগ করব। তখন তারা স্বামী স্ত্রী অবাক হয়ে তার কাছে অবনত মস্তকে জিজ্ঞেস করলেন, চাচা মিয়া! আপনি কে? বৃদ্ধ বললেন, আমি হাফেজ নামক একজন ফেরেস্তা। আমি নেককার বান্দাকে মহা বিপদের কবল থেকে রক্ষা করে থাকি। এটা আমার দায়িত্ব। আমি লোকমান তনয়ের হেফাজতের দায়িত্বে ছিলাম। তাই ছফরে তাকে দুর্যোগ মোকাবেলায় আমি সাহায্য করেছি। আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুন। এই বলে বৃদ্ধ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন।

লোকমান তনয় ও তার স্ত্রী তখন আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করে বাড়িতে এসে পৌঁছল। তখন তার পিতা তাকে ও তার স্ত্রীকে আদর করে ঘরে তুলে নিলেন। অতপর পুত্রের নিকট তার ছফরের বিস্তারিত বিবরণ শুনে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন।

www.pathagar.com

হযরত দাউদ (আঃ)-এর ইন্তেকাল

হযরত দাউদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে একদা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) একটি সিন্দুক নিয়ে হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট উপস্থিত হন। অতপর তিনি হযরত দাউদ (আঃ)-কে বলেন, হে আল্লাহর খলিফা! আপনি রাজ্যময় ঘোষণা করে দিন যে, এই সিন্দুকের মধ্যে কি আছে? সে কথা সঠিকভাবে যে বলে দিতে পারবে, তাকেই খেলাফত ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করা হবে।

হযরত দাউদ (আঃ) হযরত জিব্রাঈলের আদেশ অনুসারে নিজের পনের জন সন্তান ও বনি ইস্রাইলদেরকে এক জায়গায় সমবেত করে সিন্দুক সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। এত আলেম মানুষের মধ্যে কেউ এর সদুত্তর দিতে সক্ষম হল না। সর্বশেষে তার ছোট ছেলে হযরত ছোলায়মান (আঃ) বললেন! হে পিতা! আপনি যদি আদেশ প্রদান করেন তবে আমি এ রহস্য বলতে পারব। হযরত দাউদ (আঃ) ছোট ছেলের বক্তব্য শুনে খুব খুশী হলেন এবং তাকে উপস্থিত জনতার সম্মুখে সিন্দুকের ভিতরে খবর বলার জন্য আদেশ দিলেন।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) প্রথমে আল্লাহ তা'য়ালার নাম মুখে উচ্চারণ করলেন অতপর বললেন, ভাইসব! সিন্দুকের মধ্যে রয়েছে একটি হাতের আংটি, একটি চাবুক ও একটি চিঠি। একথা শুনে হযরত দাউদ (আঃ) সকলের সম্মুখে সিন্দুকটি খুলে দেখলেন, হ্যাঁ ওর মধ্যে উক্ত তিনটি জিনিস রয়েছে। তখন তিনি সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কে বলতে পার চিঠির মধ্যে কি লিখা আছে? এ কথায় কেউ কোন উত্তর দিল না। হযরত ছোলায়মান (আঃ) বললেন.আব্বা! আপনি যদি আমাকে হুকুম দেন তবে আমি বলতে পারি। হযরত দাউদ (আঃ) বললেন, বল চিঠির বিষয়বস্তু কি? হযরত ছোলায়মান (আঃ) বললেন, চিঠির মধ্যে পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমান, প্রেম, বুদ্ধি, শালীনতা ও শক্তি। হযরত দাউদ (আঃ) তখন জিজ্ঞেস করলেন, মানুষের শরীরে এ পাঁচটি গুণের অবস্থান স্থানের নাম বল? হযরত ছোলায়মান (আঃ) বললেন, ঈমান ও প্রেমের অবস্থান হচ্ছে মানুষের অন্তরে। বুদ্ধির অবস্থান হল মস্তিষ্কে। শালীনতা ও লজ্জাবোধের অবস্থান হল চোখ ও মুখে। শক্তির অবস্থান হল হাড্ডির মাঝে।

হযরত দাউদ (আঃ) সিন্দুকের রক্ষিত বস্তুসমূহের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য ছোলায়মানকে ধন্যবাদ দিলেন এবং তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকার বলে ঘোষণা দিলেন। অতপর হযরত ছোলায়মান (আঃ)-কে নিজ আসনে বসিয়ে এক বিদায়ী বক্তৃতায় সকলের নিকট থেকে ন্যায়-অন্যায় ও ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন। অতপর তাদেরকে শেষ হেদায়েত দিলেন, তওবা করালেন। সর্বশেষ তিনি সিন্দুকে রক্ষিত আংটি হযরত ছোলায়মানের হাতে পড়িয়ে বললেন, এটি

www.pathagar.com

হল বেহেস্তের আংটি। এটি যার হাতে থাকবে, সে যা চায় তা অর্জন করতে পারবে এবং উপরে যে পাথরটি আছে তাতে দৃষ্টি করলে সারা পৃথিবীর মধ্যে সেখানের ইচ্ছা সেখানের অবস্থা ও দৃশ্য দেখতে পাবে। এছাড়া এ আংটির গুনে সারা পৃথিবীর সকল প্রাণী তার বস থাকবে। এমন কি বাতাস আগুন পর্যন্ত তার তাবেদার হবে।

কিন্তু যদি কেউ এ আংটি অবৈধভাবে হরণ করে নেয় তবে সেও তার পরিবার বর্গ অপদস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। দ্বিতীয় জিনিসটি হল চাবুক। এটিকে যে কোন অন্যায় দমনে প্রেরণ করলে অন্যায়কারীরা যত শক্তিশালী হউক না কেন, তাদেরকে ধরাশায়ী করতে বেশি সময় নিবে না। যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রেরণ করা হয় তবে এ চাবুকের বরকতে সেখানে আরো লক্ষ লক্ষ চাবুক জমায়েত হয়ে কাজ আরম্ভ করে দিবে। প্রয়োজন বোধে এটি একটি ভীষণ মারণাস্ত্রে রূপ নিতে বিলম্ব করবে না। ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে চাবুক নিজে কাজ করে যাবে। আরো অনেক গুণ এ চাবুকের মধ্যে নিহিত আছে। যা প্রয়োজনীয় সময় প্রকাশ পাবে।

হযরত দাউদ (আঃ) আংটি পরিধান করিয়ে দিবার পরে চাবুকটি তার হাতে দিলেন। সব শেষে হযরত দাউদ (আঃ) বললেন, চিঠির মধ্যে যে পাঁচটি জিনিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উহার উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'য়ালার খেলাফতী ও রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে উক্ত পাঁচটি গুণাগুণ দ্বারা বিচার করে এবং উহার আশ্রয় নিয়ে খলিফা নিজের ধ্বংস নিজে ডেকে আনবে। এ ইঙ্গিত প্রদানের জন্য উক্ত বিষয় সমূহ পত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। একথা বলে তিনি দোয়া মোনাজাত করেন।

হযরত দাউদ (আঃ)-এর বয়স যখন একশত বিশ বছর। তখন একদা হযরত আজরাইল। (আঃ) এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। হযরত আজরাইল (আঃ) প্রথমে তাঁকে ছালাম দেন। অতপর নিজ পরিচয় প্রদান করেন। হযরত দাউদ (আঃ) তখন আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করেন। হযত আজরাইল (আঃ) বলেন, আমি আপনার জান কবজের জন্য এসেছি। হযরত দাউদ (আঃ) তখন বললেন, ঠিক আছে ভাই আজরাইল! আপনি একটু সময় অপেক্ষা করুন আমি অজু করে দুরাকাত নামায আদায় করে নেই। হযরত আজরাইল বললেন, নির্দিষ্ট সময়ের পুর্বে যদি নামায আদায় করতে পারেন তবে চেষ্টা করে দেখুন। হযরত দাউদ (আঃ) তখন তাড়াতাড়ি অজু সমাধা করে নামাযে দাঁড়াতে থাকেন এমন সময় হযরত আজরাইল (আঃ) তাঁর জান কবজ করে নিলেন।

মৃত্যুর ক্ষেত্রে মুহূর্তকাল সময় দেয়ার সুযোগ কারো নেই। এমনকি নবীদের ক্ষেত্রেও নয়। উহা কাটায় কাটায় নির্ধারিত সময় সম্পন্ন হবে। পবিত্র কোরআনে তার উল্লেখ রয়েছে।

www.pathagar.com

হযরত ছোলায়মান (আঃ)

হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর কাহিনী

জন্ম ও রাজত্ব ঃ হযরত দাউদ (আঃ) কনিষ্ঠ ছেলের নাম হযরত ছোলায়মান (আঃ)। তিনি হযরত দাউদ (আঃ)-এর স্ত্রী বতশার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বতশা ছিলেন আউরিয়া নামক এক যোদ্ধার স্ত্রী। আউরিয়া এক যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হবার পরে তাঁর স্ত্রী বতশাকে হযরত দাউদ (আঃ) বিবাহ করেন। সে ঘরে হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর জন্ম।

আল্লাহ্ তা'আলা ফরমান–

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ـ

অর্থ ঃ "আর আমি তাকে (ইব্রাহীমকে) দান করলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব, আমি তাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। আর পূর্বে নূহকেও আর তার (ইব্রাহীম) বংশধরদের মধ্যে দাউদ এবং সুলায়মানকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। (সূরা আন'আম ঃ ৮৪)

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ ـ

অর্থ ঃ "আর আমি দাউদকে সুলায়মানকে দান করেছি।" (সূরা সোয়াদ ঃ ৩০)

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ ـ

অর্থ ঃ "আর সুলায়মান দাউদের ওয়ারিস হলেন।" (সূরা নামল ঃ ১৬)

হযরত ছোলায়মান (আ')-কে তাঁর পিতা হযরত দাউদ (আঃ) নিজ সিংহাসনে স্থলাভিষিক্ত করেন এবং বেহেস্তী আংটি তাঁর হাতে পড়িয়ে দেন। বেহেস্তী আংটি হাতে পড়ার সাথে সাথে হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর মধ্যে এমন শক্তিশালী অলৌকিক ক্ষমতার সমাবেশ ঘটল যা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমরা জেনে রাখ আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে পশু-পক্ষী, জীন-পরীসহ আঠারো হাজার মখলুকের ভাষা শিক্ষা দান করেছেন। এখানে বসে সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় দৃশ্য অবলোকনের ক্ষমতা আমাকে দিয়েছেন। সমগ্র পৃথিবীর অধিনায়ক হিসেবে আমাকে স্বীকৃতি

www.pathagar.com

দিয়েছেন। এছাড়া যাবতীয় প্রয়োজন মিটানোর প্রয়োজনীয় সব কিছু আমাকে আল্লাহ দান করেছেন। কোন অভাব, অপূর্ণতা আমার নেই। আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে অনেক বড় করেছেন 'আলহামদুলিল্লাহ।'

কুরআনুর কারীম হযরত সুলায়মান (আ) এর এ বৈশিষ্ট্যটি এভাবে উল্লেখ করেছে–

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ *

অর্থ ঃ "আর আমি নিশ্চয়ই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তারা উভয়ে বলেছিল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি তাঁর বহু মু'মিন বান্দার উপর আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিল এবং সে বলেছিল, হে লোক সকল! আমাকে বিহংগকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর আমাকে সকল বস্তু হতেই দান করা হয়েছে। নিঃসন্দেহ এটা (আল্লাহ) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।" (সূরা নামল ঃ ১৫-১৬)

কুরআনুল কারীম বর্ণনা করেছেন–

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖٓ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ـ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عٰلِمِيْنَ *

অর্থ ঃ "আর আমি সুলায়মানের জন্য দ্রুতগতিশীল প্রবল বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম। তা তাঁর আদেশে সেই দেশের দিকে প্রবাহিত হতো যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি। আর আমি সর্বজ্ঞা।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮১)

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ *

অর্থ ঃ "আর আমি সুলায়মানের জন্য বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম যা তাঁকে প্রভাতে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যাকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত।" (সূরা সাবা ঃ ১২)

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ *

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "তখন আমি তাঁর অধীন করে দিয়েছিলাম বায়ুকে- যা তাঁর আদেশক্রমে মৃদু গতিতে প্রবাহিত হয়ে থাকে, যে দিকে তিনি ইচ্ছা করতেন।" (সূরা ছোয়াদ ঃ ৩৬)

হযরত ছোলায়মান (আঃ) ছিলেন এমন এক মহারাজ যার সমকক্ষ কোন রাজা বাদশার আবির্ভাব পৃথিবীতে আর ঘটে নি। তাঁর সিংহাসন ছিল সাত মাইল লম্বা এবং সাত মাইল প্রশস্ত । তাঁর সিংহাসনের ডান পাশে থাকত সেনা বাহিনীর বিরাট ব্যাটেলিয়ান এবং বাম পাশে থাকত জীন-পরীদের সারিবদ্ধ দল। পিছনে থাকত দেত্য দানবদের বিরাট দল। আশেপাশে থাকত সারি বাধা পশুপক্ষীর দল। এ সিংহাসনের চারপাশে ছিল সুরম্য অট্টলিকা। বহু কক্ষ ও বহু তলবিশিষ্ট ছিল এ সমস্ত অট্টালিকা। এ সব অট্টালিকায় থাকতেন তাঁর স্ত্রীগণ ও দাস-দাসীরা।

হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর এ বিশাল সিংহাসনটি বাতাস বহন করত। এর গতিবেগ ছিল অত্যন্ত দ্রুত। হাজার হাজার মাইল পথ নিমিষের মধ্যে অতিক্রম করে যেত। ভোরে বিকেলে শাহানশাহ হযরত ছোলায়মান (আঃ) সিংহাসনে বসে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বেড়াতে যেত। পৃথিবীর মানুষকে তিনি তৌহিদের দাওয়াত দিতেন। তাঁর পিতার নিকট প্রেরিত জবুর কিতাব তিনি পাঠ করতেন এবং তদানুসারে তিনি রাজ্য পরিচালনা করতেন। হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর যুগে কোন অশান্তি ছিল না। মানুষ যথেষ্ট আরামে জীবন যাপন করত। অন্যায় কাজ করার প্রবৃত্তি মানুষের ছিল না বললেই চলে। তবুও দেশে কিছু বিচারাচারের ঘটনা ছিল। হযরত ছোলায়মান অধিকাংশ বিচার নিজের হাতে করতেন। হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর রাজধানীর এলাকা ছিল সত্তর মাইল ব্যাপী। সেখানে বিরাট বিরাট মহল ও প্রসাদ ছিল। যা মণি-মুক্তা, পান্না, জহরতের ন্যায় মূল্যবান পাথর দ্বারা তৈরি। আলো ও শীতাতাপের ব্যবস্থাপনা মূল্যবান পাথরের বদৌলতে নিজে নিজে সমাধা হত।

হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রী ও দাসীর সংখ্যা ছিল এক হাজার। তিনি একই রাত্রে সকল স্ত্রী ও দাসীদের সাথে সহবাস করতে সক্ষম ছিলেন। প্রত্যেক স্ত্রী ও দাসীর জন্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদ। তাফসীর কারকগণ হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনের সৌন্দর্যের বিরাট বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে তারা উল্লেখ করেছেন যে, সিংহাসনের অট্টালিকাসমূহের ইটগুলো ছিল স্বর্ণ, রৌপ্যের তৈরি এবং গাঁথুনি ছিল ইয়াকুত ও পান্না পাথর মিশ্রিত। কোন অট্টালিকা ছিল স্বর্ণের আস্তর করা। আবার কোনটা ছিল মূল্যবান পাথর লাগানো। সিংহাসনের চতুর্দিকে মূল্যবান পাথর দ্বারা গাছ পালা তৈরি করে ফুলে সজ্জিত করা হয়েছিল। বাদশার

www.pathagar.com

আসনের সম্মুখে অনেক স্বর্ণের চেয়ার ছিল। তাতে বড় বড় আমীর ওমারাহগণ বসতেন, তার পিছনে ছিল জমরুদ ও ইয়াকুত পাথরের তৈরি চেয়ার, যেখানে জীনের নেতাগণ বসতেন, তার পিছনে ছিল রৌপ্য নির্মিত চেয়ার যেখানে গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও জীনেরা বসতেন। তার পিছনে ছিল শ্বেত পাথরের চেয়ার যেখানে সাধারণ মানুষ ও জীন-পরীরা বসত।

সিংহাসনের সম্মুখে পাথরের তৈরি দুটো বাঘের প্রতিকৃতি ছিল। যা অতি মূল্যবান পাথর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। হযরত ছোলায়মান (আঃ) যখন সিংহাসনে আরোহণ করত, তখন তারা মৃদু ডাক দিয়ে মাথা নত করে তাকে সম্মান প্রদর্শন করত। বিভিন্ন রকমের যে গাছসমূহ তৈরি করা হয়েছিল তার ডালে ডালে ময়ূর, বুলবুল ও অন্যান্য পাখির প্রতিকৃতি ছিল। তাদের পেটের মধ্যে মেশকআম্বর ও গোলাপ জাতীয় সুগন্ধি ভরে দেয়া হয়েছিল। শাহানশাহ যখন সিংহাসনে বসতেন তখন পাখিগুলো ডানা নেড়ে সুগন্ধি ছড়াতে থাকত। এছাড়া আঙ্গুর, বেদানা, নাসপতি ও সুস্বাদু অনেক ফলের গাছ ছিল। সেগুলোতে অজস্র ফল ধরত। হযরত ছোলায়মান (আঃ) সকলকে নিয়ে পরিতৃপ্তি সহকারে সেগুলো ভক্ষণ করতেন। এ সিংহাসন যখন যে এলাকায় গিয়ে থামত সেখানের জীব-জানোয়ার, পশু-পক্ষী এসে হযরত ছোলায়মান (আঃ)-কে অভিবাদন জানাত এবং নিজেদের সমস্যাবলীর কথা জানাত। হযরত ছোলায়মান (আঃ) তাদের সমস্যাবলীর সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর নিজস্ব চেয়ারখানি ছিল হাতির দাঁত, ফিরোজা, জমরুদ ও মারওয়েদ পাথর দ্বারা তৈরি। চেয়ারের দুই পাশে ছিল রৌপ্য নির্মিত কৃত্রিম লতা। যা সুগন্ধিযুক্তফুলে সজ্জিত ছিল। চেয়ারের রং ছিল সাদা ও সবুজ। চেয়ারের উপরের গদী ছিল অনেক মূল্যবান। যা স্বর্ণের কারুকার্য খচিত ছিল। এভাবে বিভিন্ন সাজসজ্জায় সিংহাসন ছিল এক অপরূপ ভাস্কর মণ্ডিত।

কথিত আছে, হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর এ সিংহাসন ও রাজমহল তৈরির ক্ষেত্রে জীনদের তৎপরতা ছিল প্রধান। দৈত্য দানবেরা সমুদ্রের তলদেশ থেকে মূল্যবান মুক্তা ও পাথর সংগ্রহ করত এবং ভূগর্ভস্থ স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র খুঁজে বের করে শাহী দরবারে নিয়ে আসত। অতপর শিল্প নিপুণ জীনেরা উহা যথাস্থানে লাগিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত করত। ভাস্কর কার্যে দক্ষ জীনেরা পাথর খোদাই করে সৃষ্টি করে বেহেস্তী অপরূপ। এছাড়া রাজকাজ, সহযোগী কাজ, বহন কাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাজার হাজার জীন সানন্দে শ্রম দিয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। শাহান শাহের রাজ মহলের চতুর্দিকে ছিল বিশাল ফুল বাগান, ঝর্ণা ও ছোট নদী। যাতে

www.pathagar.com

সর্বদা পানির সাধারণ স্রোত চলমান থাকত। রাজমহলের মধ্যে ছিল বিরাট এক এবাদতখানা। সেখানে মানুষ সর্বদা এবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকত। হযরত ছোলায়মান (আঃ) সপরিবারে সে ইবাদতখানায় ইবাদত করতেন ও দেশবাসীর জন্য দোয়া করতেন। তিনি এবাদতখানায় বসে বিচার কার্যও করতেন। ন্যায় বিচারকে তিনি ইবাদত মনে করতেন। তাই তিনি ওখানে বসে আল্লাহ তা'য়ালাকে স্বাক্ষী রেখে বিচারের রায় প্রদান করতেন।

তার রাজমহলের মাঝে ছিল এক বিশাল মেহমানখানা। সেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ খাওয়া-দাওয়া করত। প্রতিদিন সেখানে নাকি সত্তর ঝুড়ি লবণ খরচ হত। প্রতিদিন সেখান থেকে সাতশ মন জবেহকৃত পাখির পালক ও জীব জন্তুর চামড়া ফেলে দেয়া হত। এ থেকেই সে মেহমানখানার মেহমানদের সংখ্যা কিছুটা অনুমান করা যায়। এতদসত্ত্বের হযরত ছোলায়মান (আঃ) রাজকোষ থেকে নিজ খাদ্য বাবদ কিছু গ্রহণ করতেন না। তার নিজ শ্রম দ্বারা উপার্জিত অতি সামান্য উপার্জন দ্বারা নিজ আহার্য সংগ্রহ করতেন। কথিত আছে তিনি ব্যাগ তৈরির ছোট একটি ব্যবসা করতেন। উহা দ্বারা তিনি দৈনিক যা আয় করতেন তাই দিয়ে নিজের আহার যোগাতেন।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) সারা পৃথিবীর উপর রাজত্ব করতেন। সমস্ত পশু-পক্ষী ও প্রানিজগতের উপর ছিল তাঁর আজ্ঞাবহ। এছাড়া তিনি আল্লাহর দরবারে যা চাইতেন তাৎক্ষণিকভাবে তা মঞ্জুর হত। এতদসত্ত্বেও তিনি সারা রাত আল্লাহর দরবারে কাঁন্না করে নিজের ও উম্মতের মঙ্গল কামনা করতেন। রিজিকের স্বল্পতা, দায়িত্ব থেকে পদঙ্খলন ও অহঙ্কার জাতীয় ক্ষতিকারক রিপু থেকে আল্লাহর দরবারে সর্বদা আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। কথিত আছে, হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর বিচার ছিল অত্যন্ত কঠোর। যে বাদী হয়ে মামলা দায়ের করত সে যদি কোন মিথ্যা মামলা দায়ের করত আর যদি তা প্রমাণ হত তাহলে তার শাস্তি হত। মিথ্যা মামলার ক্ষেত্রে অনেক সময় বাদীকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত প্রদান করা হত। আর যারা আসামী তারা অপরাধী সাব্যস্ত হলে তাদের জন্য ছিল বিভিন্ন মেয়াদী কারাদন্ড এবং মৃত্যুদণ্ড। জীনদের ক্ষেত্রে যারা বড় অপরাধী সাব্যস্ত হত তাদেরকে সমুদ্রের তলদেশে পুঁতে ফেলা হত। আর যারা ছোট অপরাধী বলে গণ্য হত তাদেরকে অঙ্গহানী ও ক্ষমতা রহিত জনিত শাস্তি প্রদান করা হত।

পশু-পক্ষীদের অপরাধের জন্য তাদেরকে জবেহ করার বিধান ছিল। এভাবে তিনি আগুন, পানি, বাতাস, আলো সকলের প্রতি সমদৃষ্টি প্রদান করে শাসন করতেন। হযরত ছোলায়মান (আঃ) তাঁর পিতা হযরত দাউদ (আঃ)-কে দিয়ে বাতাসকে হাজির করে বিচার করেছিলেন।

www.pathagar.com

হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনের সৌন্দর্য বর্ণনায় আরো বহু বিলাসী ও সোভাবর্ধক উপাদানের কথা বহু লেখক তাঁদের বর্ণনায় প্রকাশ করেছেন। যার সমুদয় বিবরণ এখানে বর্ণনা করা সম্ভব হল না।

দাওয়াত

জনৈক বিশিষ্ট ছাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ছোলায়মান (আঃ) সমগ্র পৃথিবীর রাজত্ব ও নবুয়তী লাভ করেছিলেন। সে সাথে তিনি লাভ করেছিলেন ধন-সম্পদ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও খাদ্য খাদকের প্রাচুর্য। তাই একদিন তিনি মনের আনন্দে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বললেন, হে মহান প্রভু! আমি তোমার সৃষ্ট জীবদেরকে এক বেলা খাওয়াতে চাই। এ বিষয় তোমার আদেশ পেলে আমি আয়োজন আরম্ভ করব।

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর ফরিয়াদের কথা শুনে তাঁকে জানালেন, তুমি এ বিশাল আয়োজন সুষ্টুভাবে সমাধা করতে পারবে না। কারণ আমার সৃষ্ট জীবের সংখ্যা অনেক। তাদেরকে আমি বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাবার দিয়ে থাকি। কিন্তু তুমি তা দিতে পারবে না। সকল প্রাণির খাদ্য যোগাড় করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) এ কথায় আশ্বস্ত হতে পারলেন না। তাই তিনি আল্লাহর দরবারে আবদারের স্বরে বললেন, " হে প্রভু! তোমার যদি সম্মতি থাকে তবে আমি নিশ্চয়ই পারব। অতএব তুমি দয়া করে আমাকে সম্মতি প্রদান কর।" আল্লাহ তা'য়ালা নবীর আবেদন মঞ্জুর করে বললেন, হ্যাঁ, আমি সম্মতি দিলাম এখন চেষ্টা করে দেখ। বিভিন্ন এলাকা থেকে নানা ধরনের খাদ্য দ্রব্য এনে সেখানে জমা করা আরম্ভ হল। এক হাজার বর্গ গজ আকৃতির ডেক ডেকসি জমা করা হল সাত হাজারের উর্ধ্বে। গামলাগুলো ছিল এক একটি পুকুরের ন্যায়। পেয়ালা, গামলা, গ্লাস ইত্যাদির মাপ ও সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না। এ অনুষ্ঠানে গরু জবেহ করা হয়েছিল লক্ষাধীক। মেষ, মহিষ, দুম্বা ইত্যাদি জাতের পশুও অনুরূপ সংখ্যক জবেহ করা হয়েছিল। এ অনুপাতে পাহাড়ের ন্যায় স্তূপ করে অন্যান্য খাদ্যাদি জমা করা হয়েছিল মাঠের অর্ধেক জুড়ে। দীর্ঘ আট মাস যাবত সংগ্রহীত অভিযানের পরে আরম্ভ হল রান্না ও খাদ্য তৈরির কাজ। অসংখ্য কর্মচারী একযোগে কাজ আরম্ভ করার মাত্র চল্লিশ দিনের মধ্যে খানা তৈরি হল। এক নির্দিষ্ট তারিখে সমস্ত সৃষ্টি জীবকে দাওয়াত করা হয়েছিল। তারা একদিন পূর্ব হতেই ময়দানে জমায়েত হতে আরম্ভ করে। হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর উদর পূর্তির দাওয়াতের খবরে অনেকে দু'একদিন যাবত উপবাস থেকে হাজির হয়েছে যাতে দাওয়াতের উত্তম খাদ্য অধিক পরিমাণে খাওয়া সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

হযরত ছোলায়মান (আঃ) ময়দানের পার্শ্ববর্তী সমুদ্রের মধ্যে শূন্যে বাতাসের উপর তাঁর সিংহাসন দাঁড় করে রাখলেন। যাতে তাঁর পক্ষে মেহমানদের দেখাশুনা করা সহজ হয়। নির্দিষ্ট দিনে ভোরবেলা সমুদ্র থেকে বিশাল পাহাড়ের ন্যায় দানবাকৃতির এক মাছ সমুদ্রের পানি ঠেলে মাথা উত্তোলন করে বলল, "হে আল্লাহর নবী ছোলায়মান! তোমার দাওয়াত পেয়ে এখানে এসেছি। এখন খাবার কি আছে দাও। প্রতিদিন আল্লাহ তা'য়ালা সূর্য উদয়ের পুর্বেই আমাকে খাবার দেন। আজকে তোমার দাওয়াতের কারণে সে খাদ্য খেতে পারি নি। অতএব ক্ষুধার যন্ত্রণায় খুবই অস্থির হয়ে পড়েছি। দয়া করে আমাকে খাবার দাও। 'হযরত ছোলায়মান (আঃ) বললেন, একটু থাম, আমার সকল মেহমানেরা আসলে একত্রে খাবার দিব। মাছ বলল, ততক্ষণ আমার ধৈর্যে মানাবে না যদি তুমি দয়া করে এখন কিছু দাও তবে খেয়ে যাব না হয় উপবাসী চলে যাব। হযরত ছোলায়মান (আঃ) দেখলেন অনুপায় যদি মাছকে খালি মুখে ফেরত দেয়া হয় তবে ভীষণ কলঙ্ক হবে। তার চেয়ে কিছু খাবার দিয়ে তাকে আগের ভাগে বিদায় দিলেই এ দিকের এন্তেজাম ভাল হবে। তাই তিনি মাছকে বললেন, যদি তুমি অপেক্ষা করতে না পার তাহলে ময়দানে যে সমস্ত খাবার আছে তা থেকে তোমার যা পছন্দ হয় তা খেয়ে যাও। মাছ তখন দীর্ঘ আট মাসের সংগ্রহীত সমস্ত খাদ্যস্তূপ এক গ্রাসে খেয়ে ফেলল এবং চিৎকার দিয়ে বলল, বাকি আর কোথায় কি আছে দাও, আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিদিন আমাকে তিন গ্রাস খাবার দিয়ে থাকেন। আজকে তোমার এখানে আরও বেশি খাবার পাব বলে আশা করে এসেছি। এখন এক গ্রাস খাবার দিলে। বাকি খাবার কোথায়?

হযরত ছোলায়মান (আঃ) এ দৃশ্য দেখে বেহুঁশ হয়ে সিংহাসনের পাশে পড়ে গেলেন। সমস্ত উপস্থিত মেহমানগণ এ দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। তারা কত আশা নিয়ে দাওয়াতে এসেছিল। কিন্তু একটি মাছে সব কিছু সাবার করে দিল। এখন তারা আর কি খাবে সকলের মুখ মলিন হয়ে গেল। কর্মকর্তা কর্মচারী সকলে হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর নিকট গিয়ে হাজির হয়ে দেখল তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছেন। তখন আর কারো বিবেক বুদ্ধি স্থির রইল না। যে যেখানে ছিল নির্বাক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। মেহমানবৃন্দ অবস্থা দেখে যার যার পথ ধরল।

দীর্ঘ সময় পরে হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর জ্ঞান ফিরল। তখন তিনি সেজদায় পড়ে আল্লাহর দরবারে আরজ করে বললেন, দয়াময়! আমি তোমার হুকুমে যে উদত্তপনা জাহির করেছি, তার উপযুক্ত জবাব আমি পেয়েছি। তুমি আমার এ অপরাধ ক্ষমা কর। একথা চির সত্য যে, তুমি ছাড়া রিজিকের জামিন

www.pathagar.com

কেউ হতে পারে না। আমি এত বড় সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে এত খাদ্য সম্ভার সংগ্রহ করেও মাত্র একটি জীবের এক বেলার খাদ্য আমি দিতে সক্ষম হইনি। আর তুমি সারা জাহানের সমস্ত জীবের খাদ্য প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে দিয়ে আসছ। যাতে একটি প্রাণী অনাহারী থাকছে না। অতএব তোমার কুদরত অসীম, যা বুঝার ক্ষমতা আমার নেই। আমার এ অবাঞ্ছিত আশা করা ছিল মহা অন্যায় কাজ, যা আমি নিজ জ্ঞান দ্বারা বুঝতে পারি নি। এখন তুমি আমাকে ক্ষমা না করলে আমি সেজদা থেকে মাথা উত্তোলন করব না। নবীর তওবা আল্লাহ কবুল করে তাকে ক্ষমা প্রদান করেন। হযরত ছোলায়মান (আঃ) এ ঘটনার পরে জীবনে আর কোন দিন লজ্জায় আকাশের দিকে তাকান নি। বাকি জীবন তিনি এমন বিনম্রভাবে কাটিয়েছেন যা নজির বিহীন। তিনি বাকি জীবন আর রাত্রি বেলায় ঘুমান নি। সারারাত তিনি এবাদাতের মধ্যে কাটিয়ে দিতেন।

পিপীলিকার রাজার সাথে আলোচনা

একদা হযরত ছোলায়মান (আঃ) তাঁর লোক লস্কর সৈন্য সামন্ত নিয়ে সিংহাসনে আরোহন করে এক নতুন জায়গায় গিয়ে অবতরণ করলেন। সেখানে অবতরণ করা মাত্র তিনি শুনলেন পিপীলিকার রাজা চিৎকার করে বলছে," হে পিপীলিকার দল! তোমরা অতি সত্ত্বর নিজ নিজ গর্তে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। কারণ ছোলায়মান (আঃ) তাঁর সৈন্য সামন্ত নিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর সৈন্যরা অলক্ষে হয়ত তোমাদেরকে পদদলিত করে ফেলবে। হযরত ছোলায়মান পিপীলিকার কথা শুনে হাসলেন এবং বললেন ক্ষুদ্র প্রাণী পিপীলিকার রাজা এতটা সতর্ক এবং দয়াবান তা আমি কোন দিন ভাবি নি। তিনি তখন পিপীলিকার রাজাকে হাতে তুলে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার প্রজাবৃন্দের প্রতি এতটা মেহেরবান কেন এবং আমার সম্পর্কে যে উক্তি করেছ তাতে মনে হয় আমি প্রাণীকুলের উপর জুলুম করে থাকি। আমার উপর এভাবে কেন দোষারোপ করলে? পিপীলিকার রাজা তখন উত্তর দিল, "হে আল্লাহর খলিফা! আপনি আল্লাহ তায়ালার একজন শ্রেষ্ঠ নবী। তাই আপনার দায়িত্ব অনেক বড়। আমরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রাণী, আমাদের দায়িত্বও ক্ষুদ্র। আল্লাহ তায়ালা আমার উপর প্রজাদের ভাল-মন্দ দেখাশুনার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সে হিসেবে তাদের সুখে আমি সুখী হই এবং তাদের দুঃখে আমি অস্থির হয়ে পড়ি। এ ছাড়া যাদের ভাল-মন্দ তদারকীর দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা আমার উপর অর্পণ করেছেন। তাদের দুঃসময় যদি আমি গাফেল থাকি তবে কিয়ামতের দিন বিচারে আমি অপরাধী হব। এজন্য আপনার সৈন্যদের আগমন এবং তাদের অশ্ব চালনার সময় তাদের বেখেয়ালে আমার প্রজাবৃন্দ পদদলিত হতে পারে। এ আশঙ্কায় আমি

www.pathagar.com

তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছি। দ্বিতীয় আপনাকে জালেম বলার ধৃষ্টতা আমার মাঝে আদৌ নেই। শুধু আপনার সৈন্যদের বেপরোয়া অশ্বচালনার বিষয় আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম যে, ক্ষুদ্র প্রাণী বিনাশ হলে বড় প্রাণীরা তার কোন পরোয়া করে না। তাই তাদের অশ্বপদতলে পিপীলিকারা পিষ্ট হওয়ার অতি সম্ভাবনা দেখে আমি তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছি। আপনাকে দোষারোপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

এ ঘটনাটি কুরআনুল কারীমে এরশাদ হয়েছে–

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ
حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا
مَسٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا
مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى
وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ
الصّٰلِحِيْنَ *

অর্থ ঃ সুলায়মান (আ) এর সম্মুখে সমবেত করা হলো তাঁর বাহিনীকে- জ্বিন, ইনসান এবং বিহংগকুলকে এবং ওগুলোকে বিন্যস্ত করা হল বিভিন্ন ব্যূহে। যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছায়। তখন একটি পিপীলিকা (পিপীলিকাদের রাজা) বলল, হে পিপীলিকার দল! তোমরা তোমাদের গর্তে প্রবেশ কর, যেন অজ্ঞাতসারে সুলায়মান ও তাঁর সেনাবাহিনী তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে। পিপীলিকার এ কথাটি শুনে হযরত সুলায়মান (আ) মৃদু হাসলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এটার শোকর আদায় করার তাওফীক দান করুন, যে নেয়ামত আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছেন। আর আমি যেন এমন সৎকর্ম করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন, আর স্বীয় রহমতে আমাকে আপনার নেক বান্দাদের দলভুক্ত করুন।” (সূরা নামল ঃ ১৭-১৯)

হযরত ছোলায়মান (আঃ) বললেন, তোমার কথা শুনে আমি খুশি হয়েছি। এখন বল তোমাদের পিপীলিকাদের সৈন্য সংখ্যা কত? পিপীলিকার রাজা উত্তর দিল ধরুন পিপীলিকাদের প্রধান সেনাপতির সংখ্যা চল্লিশ হাজার। প্রত্যেক

www.pathagar.com

সেনাপতির অধিনে রয়েছে চল্লিশ হাজার সুবাদার। প্রত্যেক সুবাদারের অধিনে রয়েছে চল্লিশ হাজার হাকিম। প্রত্যেক হাকিমের অধিনে রয়েরছ চল্লিশ হাজজার ফউজদার। হযরত ছোলায়মান (আঃ) এ পর্যন্ত শুনে বললেন, আচ্ছা বুঝেছি সৈন্য সংখ্যা বিরাট। আচ্ছা এখন বল তোমার রাজ্য ভাল না আমার রাজ্য ভাল? পিপীলিকার রাজা বলল, আমার রাজ্য আপনার চাইতে উত্তম। কারণ জীন দ্বারা আপনার সিংহাসন তৈরি করে উহা বাতাসের সাহায্যে পরিচালনা করছেন। এতে বুঝা যাচ্ছে আপনি পর নির্ভরশীল। আর আমার কোন সিংহাসন নেই। কারো উপর ক্ষণিকের ন্য আমাকে নির্ভর করতে হয় না। হযরত ছোলায়মান (আঃ) পিপীলিকার কথা শুনে বললেন, তোমার মাথায় এত বুদ্ধি এবং তোমার কথায় এত যুক্তি এ সমস্ত তুমি কোথায় শিখলে? পিঁপড়ে রাজ বলল, হে আল্লাহর নবী! যে মহান আল্লাহ তাযালা আপনাকে বিশাল রাজ্য ও অশেষ বিদ্যা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, সে মহান আল্লাহ তায়ালা আমার প্রাপ্য জ্ঞান ও বিদ্যা আমাকেও দান করেছেন।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) বললেন, তুমি অনেক জ্ঞানের অধিকারী। অতএব তুমি আমার রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ভুল-ক্রটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কর। পিপীলিকা রাজা তখন বলল, হে আল্লাহর খলিফা! আপনার রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ভুল ক্রটির আলোচনা করা আমার জন্য বে-আদবী। তবে আপনি যখন আমাকে অত্যন্ত আদরের চোখে দেখেন সে হিসেবে সমালোচনার উদ্দেশ্যে নয় বরং আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিবার উদ্দেশ্যে কিছু বলতে পারি। আপনি আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে রাজ্য লাভের জন্য দোয়া করেছিলেন "হে প্রভু! আমাকে এমন এক সুন্দর ও বৃহৎ রাজ্য দান কর যার উপযোগী একমাত্র আমি থাকব। আমার পরে যেন কেউ আর এ ধরনের রাজ্যের অধিপতি না হতে পারে, তুমি মহান দাতা। হে আল্লাহর খলিফা! এ ধরনের এক ঈর্ষামূলক দোয়া করা আপনার ন্যায় একজন পয়গম্বরের পক্ষে কতদূর সমীচীন হয়েছে তা জানি না। তবে কথাটি যে ঈর্ষামূলক তাতে সন্দেহ নেই। আপনাকে আল্লাহ বিশাল রাজ্যের অধিপতি করেছেন। জীন, পরি, আগুন, বাতাসকে আপনার বাধ্য করে দিয়েছেন। এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। আপনার পরে আল্লাহ যদি আরো কয়েকজনকে এরূপ বিশাল রাজ্যের অধিপতি করেন তাতে আপত্তি কেন? এ আপত্তি দ্বারা কি প্রমাণিত হয়? তা আপনি একবার ভেবে দেখুন। একজন নবীর পক্ষে এ ধরনের ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্বলিত দোয়া খুবই বেমানান।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) পিপীলিকা রাজের কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁর বাকশক্তি রোধ হয়ে গেল। তিনি এ সমস্ত কথার কোন জবাব

www.pathagar.com

দিতে আর সক্ষম হলেন না। শুধু এতটুকু বললেন, ভাই পিপীলিকার রাজ! তোমার দৃষ্টিতে আমার আর কি ক্রুটি-বিচ্যুতি আছে তা আমাকে বলে দাও। পিপীলিকা রাজ বলল, আমার কথায় আপনি একটু বেজার হয়েছেন বটে। তবে আপনাকে উচিত কথা বলার ওয়াদা দিয়েছি, তাই আমাকে নির্দিধায় কথাগুলো বলতে হবে। আপনাকে আল্লাহ তা'য়ালা যে বেহেস্তী আংটি দান করেছেন, তার বরকতে আপনি পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত সমগ্র পৃথিবীর উপর রাজত্ব করে যাচ্ছেন। জীন-পরী, মানব-দানব, পশু-পক্ষী ও আগুন-বাতাসের উপর প্রভুত্বের অধিকার লাভ করেছেন। এগুলো সম্পূর্ণই আংটির বদৌলতে আপনি লাভ করেছেন। আপনার ব্যক্তিগত কোন যোগ্যতায় এ সমস্ত আপনি লাভ করেন নি। সবই আল্লাহ তা'য়ালার প্রদত্ত সে আংটির মাহাত্ম্য ও বরকতে লাভ করেছেন। যদি এ আংটি আপনার হাত থেকে নিয়ে নেয়া হয় তখন আপনার এ প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কিছুই থাকবে না। অতএব সে সময়ের কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে যে পরিমাণ শোকর-গুজারী করা উচিত, তা সম্পূর্ণ হচ্ছে না।

এরপরে বাতাসকে আল্লাহ তা'য়ালা আপনার অধিন করে দেয়ার তাৎপর্য হল বাতাস দেখা যায় না, ধরা যায় না শুধু তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় মাত্র। এভাবে এক আকৃতি বিহীন শক্তিকে আপনার অধিন করে দেয়ার মাধ্যমে আপনাকে এ শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে যে, সমস্ত শক্তি, দম্ভিকতা ও জৌলুসের বড়াই ভিত্তিহীন। সব কিছুর মূল অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সব কিছু আকৃতি বিহীন, বাতাস সমতুল্য। মৃত্যুর পর পার্থিব সব কিছুকে বাতাসের ন্যায় মনে হবে। কিছু দেখা যাবে না, স্পর্শ করা যাবে না শুধু অনুভব করা যাবে মাত্র। এ সমস্ত কথা শুনে হযরত ছোলায়মান (আঃ) পিপীলিকা রাজকে মাটিতে রেখে নিজ পথ চলতে আরম্ভ করলেন। তখন পিপীলিকা রাজা বলল, হে আল্লাহর খলিফা! আপনি গরীবদের দ্বারে এসে খালি মুখে যাবেন, তা হয় না। আপনি দয়া করে কিছু মুখে দিয়ে যান। হযরত ছোলায়মান (আঃ) একথা শুনে দাঁড়ালেন। তখন পিঁপড়ে রাজ তার লস্করদেরকে নাস্তা দিবার জন্য হুকুম দিল। অমনি তারা একখানা ভাজী ফড়িং এর ঠ্যাং নিয়ে আসল। হযরত ছোলায়মান (আঃ) তা দেখে একটু হাসলেন। পিপীলিকা রাজ তখন বলল, হুজুর! আপনি হাসছেন কেন? ক্ষুদ্র খাদ্য দ্রব্য অনেক সময় বরকত পূর্ণ হয়ে অনেক মানুষকে পরিতৃপ্তি দান করতে পারে। আর বিশাল খাদ্য স্তূপ অনেক সময় শুধু একটি মাছের খাদ্য হিসেবে যথেষ্ট হয় না। এগুলো সবই আল্লাহ তা'য়ালার নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়। অতএব আপনি আপনার লোক-লস্করসহ বিছমিল্লাহ বলে মুখে দিন। আল্লাহ এতেই বরকত দান করবেন। হযরত ছোলায়মান (আঃ) ফড়িং-এর ঠ্যাং এর থেকে

www.pathagar.com

একটু সামান্য অংশ নিয়ে মুখে দিলেন। তিনি অনুভব করলেন এ বিচিছন্ন অংশটি অনেক বড় হয়ে তার হাতে উঠেছে। মুখে দিলে আরও বড় আকার ধারণ করেছে। যখন তিনি গিলে ফেললেন তখন তার পেট পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি তার সঙ্গীয় সৈন্য, লোক-লস্কর ও আমির-ওমারাহগণকে একটু একটু অংশ নিয়ে খেতে বললেন। সকলেই এক চিম্‌টি কাবাব খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন। দ্বিতীয় বার আর কেউ সামান্য খেতে উদ্দত হল না। কয়েক হাজার মানুষ এভাবে খাবার কাজ সমাধা করল তাতে দেখা গেল ফড়িং এর ঠ্যাং এর এক-চতুর্থাংশ মাত্র শেষ হয়েছে। হযরত ছোলায়মান (আঃ) পিপীলিকা রাজের সাথে আলাপ করা এবং আতিথেয়তা গ্রহণ ইত্যাদির সব কিছুই আল্লাহ তা'যালার এক অপূর্ব পরীক্ষা বলে মনে করলেন। পিপীলিকা রাজের সাথে সাক্ষাৎকারের পর তিনি বাকি জীবনে কোন দিন আর হাসি-খুশী ও আনন্দ স্ফূর্তির মধ্যে মুহূর্তকাল সময় কাটান নি। রাজ্যের অধিকাংশ কার্যাদী বন্টন করে দিয়ে নিজে এবাদতখানায় সেজদায় পড়ে কেঁদে কাটাতেন এবং দিনের নির্দিষ্ট একটি সময় মানুষকে দ্বীনের তালিম দিতেন। তাবলীগ ও হেদায়েতের উদ্দেশ্যে সপ্তাহে দুবার সিংহাসনে ভ্রমণে বের হতেন।

হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন একজন জীন। তার নাম ছিল আসফ। তিনি হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর বিশেষ অনুগত ছিলেন। বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিদ্যায় ছিলেন দরবারের সকলের চেয়ে উপরে। তাই হযরত ছোলায়মান (আঃ) তাকেই প্রধান মন্ত্রীর পদ দান করেন।

বিবাহ

হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর রাজধানী থেকে বিশ দিনের দূরত্বে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। যার নাম ছিল সাবা। এ রাজ্যটি প্রথম দিকে হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এ রাজ্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল না। একদা হযরত ছোলায়মান (আঃ) রাজসিংহাসনে বসে রাজকার্য পরিচালনা করছিলেন। এমন সময় তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন পক্ষীকুলেরা তাঁর মাথার উপর পাখা মেলে ছায়াদানে ব্যস্ত রয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে তাঁর প্রিয় হুদহুদ পাখি অনুপস্থিত। তখন তিনি হুদহুদের খোঁজ নিলেন কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না। হযরত ছোলায়মান (আঃ) হুদহুদের উপর রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, হুদহুদ বোধ হয় পালিয়ে গেছে, না হয় সে বে-ঈমান হয়েছে। তাকে পেলে আমি জবেহ করে দিব, না হয় শাস্তি দিব। এ কথা বলে তিনি একাব নামক এক দৈত্যকে হুদহুদের খোঁজে প্রেরণ করলেন। একাব অতি দ্রুত পথ চলতে আরম্ভ করলে কিছুদূর গিয়ে হুদহুদের সঙ্গে তার

www.pathagar.com

সাক্ষাৎ হয়। তখন একাব শাহান শাহের রাগের কথা এবং তাকে তার খোঁজে পাঠিয়েছেন বলে হুদহুদকে জানায়। হুদহুদ তখন বলে, আমি এক সুখবর নিয়ে এসেছি যাতে শাহান শাহ আমার সাথে আদৌ রাগ করতে পারবেন না। একাব জিজ্ঞেস করল কি খবর? হুদহুদ বলল, সে খবর শাহান শাহের নিকট বলব সেখানে চল। উভয়ে একত্রে শাহান শাহের দরবারে এসে পৌঁছল। হুদহুদ শাহানশাহের সম্মুখে গিয়ে এক গাল হেসে দিয়ে বলল, হে শাহান শাহ! আমি এখন এক নতুন শুভ খবর নিয়ে এসেছি যা শুনলে আপনি অবশ্যই খুশী হবেন। হযরত ছোলায়মান (আঃ) হুদহুদের বক্তব্য শুনে আর রাগ করলেন না বরং তিনি বললেন, কি খবর নিয়ে এসেছ বল।

কুরআনুল কারীমে সাবার রানীর এ ঘটনাকে নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে–

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ-اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ- لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْلَآ اَذْبَحَنَّهٗٓ اَوْلَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ- فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَالَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ-اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ- وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ-قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ-اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ قَالَتْ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ قَالَتْ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا

www.pathagar.com

حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ - قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ
فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا
وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ
فَنٰظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ - فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَآ
اٰتٰنِ ىَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ
فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ -
قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ - قَالَ
عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ
اَمِيْنٌ - قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ
اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوَنِيْ
ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ
كَرِيْمٌ - قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا
يَهْتَدُوْنَ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ
مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ - وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنَّهَا
كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً
وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ
ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ *

অর্থ ঃ "তিনি (সুলায়মান) পাখিকুলের সন্ধান নিয়ে বললেন, ব্যাপার কি হুদহুদকে দেখছি না যে! সে কি অনুপস্থিত? যদি তাই হয়, তবে আমি তাকে

www.pathagar.com

অবশ্যই কঠিন শাস্তি দেব, কিংবা যবেহ্ করব। অথবা সে আমার কাছে তার অনুপস্থিতির যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শাবে। অনতিবিলম্ব হুদহুদ এসে বলল, আমি এমন একটি সংবাদ নিয়ে এসেছি যা আপনি পূর্বে জানতেন না। আমি মূলকে সাবা হতে একটি নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি, আমি জনৈক রমণীকে দেখলাম তাদের (সাবার অধিবাসীদের) উপর রাজত্ব করেছেন এবং তাঁর কাছে সবকিছুই প্রস্তুত রয়েছে। তাঁর একটি আড়ম্বরপূর্ণ সিংহাসন। আমি তাঁকে ও তার সম্প্রদায়কে এ অবস্থায় পেয়েছি যে, তারা আল্লাহকে ছেড়ে সূর্যকে পূজা করছে। শয়তান তাদের কর্মসহূমকে তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করে রেখেছে; কাজেই তারা সৎপথ প্রাপ্ত হচ্ছে না। নিবৃত্ত করেছে এ জন্য যে, যেন তারা আল্লাহকে সিজদা না করে, যিনি বের করেন আসমানসমূহের ও পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্ত বস্তুকে। আর যিনি অবগত আছেন ঐ সব কাজ যা তারা গোপনে করে থাকে এবং যা প্রকাশ্যে করে থাকে। আল্লাহ এমন সত্তা, যিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি মহান আরশের অধিপতি। সুলায়মান (আ) বললেন, আমি দেখব তুমি কি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী; আমার এ পত্র নিয়ে যাও এবং তাদের কাছে অর্পন কর, অতঃপর তার কাছ হতে একটু দূরে লক্ষ্য কর তার প্রতিক্রিয়া কি? (পত্র পেয়ে রাণী) বলতে লাগল, হে সভাসদবর্গ! আমার কাছে এক মর্যাদাপূর্ণ পত্র দেয়া হয়েছে। (তাতে লিখিত রয়েছে), এ পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে। তা হলো আল্লাহ্ তা'আলার নামে যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করো না এবং মুসলমান হয়ে আমার কাছে চলে আস। সে নারী বললেন, হে পরিষদবর্গ! আমার এ ব্যাপারে তোমাদের অভিমত দাও, (কেননা) আমি যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তা তোমাদের উপস্থিতিতেই করি। তারা বলল আমরা খুব শক্তিশালী এবং বীর যোদ্ধা, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কি আদেশ করবেন তা তো আপনি ভেবে দেখুন। (রাণী) বললেন, বাদশাহরা (বিজয়ী বেশে) কোন জনপদে প্রবেশ করলে ওটাকে বিপর্যস্ত করে দেন এবং তথাকার সম্মানিত লোকদেরকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করে ছাড়নে। আমি তাঁর কাছে কিছু উপঢোকন পাঠাচ্ছি দেখি দূতেরা কি নিয়ে ফিরে আসে। দূত সুলয়মান (আ) এর কাছে এলে তিনি বললেন, তোমরা আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাচ্ছ, আল্লাহ আমাকে যা দান করেছেন, তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে উৎকৃষ্ট উত্তম। অথচ তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্ল বোধ করছ। তাদের নিকট ফিরে যাও। আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে এক সেনাবাহিনী নিয়ে আসব, যাদের মোকাবেলা করা তাদের দ্বারা কখনো সম্ভব হবে না। আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সে জনপদসমূহ থেকে বের করে

www.pathagar.com

দেব। (দূত এসে উত্তর শুনালো রাণী তৎক্ষণাৎ সুলায়মান (আ) এর দরাবারে পৌছার সংকল্প করল এবং যাত্রাও করল)। হযরত সুলায়মান (আ) (ওহী যোগে তা জানতে পেরে) বললেন, হে সভাসদবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে, তারা আমার নিকট এসে আত্তসম্পর্ণের পূর্বে তার সিংহাসনটি উঠিয়ে আমার নিকট নিয়ে আসবে? তাদের মধ্যে শক্তিশালী জ্বিন বলল, "আমি তাকে আপনার এই দরবার ভঙ্গ হওয়ার পূর্বেই নিয়ে আসতে পারি এবং এব্যাপারে অবশ্যই আমি ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত। আর এক ব্যক্তি, যার কাছে আল্লাহ তা'আলার কিতাবের জ্ঞান ছিল-বলল, "আমি তাকে আপনার চোক্ষের পলক ফেরার পূর্বেই এনে উপস্থিত করতে পারি। যখন হযরত সুলায়মান (আ) ওটাকে নিজের সামনে দেখতে পেলেন, তখন বললেন, এটা আমর প্রতিপালকের অনুগ্রহ। আমাকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে, আমি কৃতজ্ঞ, না অকৃতজ্ঞ। বস্তুত যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; সে নিজের কল্যানের জন্যই করে, আর যে অকৃতিজ্ঞ সে জেনে রাখুক আমার রব অভাবমুক্ত মহানুভব। হযরত সুলায়মান (আ) বললেন, এ সিংহাসনটি আকৃতি পরিবর্তন করে দাও; দেখি সে চিনতে পারে, না বিভ্রান্তদের শামিল হয়? যখন রাণী এসে পৌঁছল, তখন তাকে বলা হলো, এরূপই কি তোমার সিংহাসন? সে বলল, যেন এটা সেটিই। আমাদেরকে ইতোপূর্বে প্রকৃত জ্ঞান দেয়া হয়েছে আমরা আত্মসমর্পন করছি। আর তাঁকে (ঈমান আনা থেকে) নিবৃত্ত রেখেছে সে বস্তু, যাকে সে আল্লাহকে ছেড়ে পূজা করত। নিঃসন্দেহ, সে কাফেরদের দলভুক্ত ছিল। তাকে বলা হলো এ প্রাসাদে চল। যখন সে তা দেখল তখন সে মনে করল ওটা এক গভীর জলাশয় এবং এ মনে করে (তাকে অতিক্রম করার জন্য) নিজের পায়ের গোছা উণ্ডুক্ত করল। সোলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ সস্ফটিক মণ্ডিত প্রসাদা। (রাণী) বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক! আমি নিজের উপর যুলুম করেছি এবং আমি এখন সুলায়মানের সাথী হয়ে আত্মসমর্পন করছি সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট।" (সূরা নামল ঃ ২০-৪৪)

হুদহুদ বলল, "মহাত্মন! আমি অল্প সময়ের জন্য আপনার সিংহাসনের বাইরে গিয়ে দেখি আমার এক জাতি বন্ধু উড়ে যাচ্ছে। তখন আমি তাকে ডাক দিলাম সে ডাক শুনে আমার নিকট আসল। তখন তার সাথে দীর্ঘ দিনের পুি ভূত ভালবাসার আদান-প্রদান হল। তারপরে আমি কোথায় থাকি সে কথা জিজ্ঞেস করায় আমি শাহান শাহের দরবারের কথা বলি, সে আপনার দরবার সম্পর্কে কিছুই জানে না। তখন আমি তাকে বললাম, তুমি এমন কোন রাজ্যে বসবাস কর যেখানে শাহান শাহের রাজ্যের খবর অজ্ঞাত। সে বলল, আমি এমন এক রাণীর রাজ্যে বসবাস করি যে অত্যন্ত রূপবতী, দয়াবতী ও আরাম প্রিয়।

তার রাজ্যে যত প্রজা আছে সকলে অতি আরামে জীবন-যাপন করছে। তার সিংহাসন বিশাল ও অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত। হীরা, জহরত, পান্না, মুক্তা ইত্যাদি মূল্যবান পাথর দ্বারা সুসজ্জিত। স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা তৈরি তার দরজা জানালা। আমি বললাম তোমার রাজ্য সম্বন্ধে আমাদের শাহান শাহ্ বোধ হয় অবগত নন। যদি তিনি অবগত থাকতেন তাহলে অবশ্যই তার অধিনতা স্বীকার করে রাণীর রাজ্য পরিচালনা করতে হত। তখন আমার বন্ধু বলল, চল আমার সাথে আমাদের রাণীর সুন্দর সুসজ্জিত রাজ্যটি একবার দেখে আসবে। আমি প্রথমে যেতে চাইলাম না। বন্ধু বলল, শরাহীল দৈত্যের একমাত্র রূপসী কন্যা, সাবা রাজ্যের রাণী-বিলকিস বেগমকে একবার দেখে এস, তিনি কতটা রূপের রাণী এবং কত শান্তির অধিকারিণী তা না দেখলে অনুমান করতে পারবে না। আমি এ ধরনের প্রশংসা শুনে বন্ধুর সাথে রওয়ানা করলাম। দীর্ঘ সময় পথ চলার পরে সাবা রাজ্যের রাজধানীতে পৌঁছে গেলাম। সেখানে পৌঁছে রাজ মহলের এক দেয়ালের উপর বসলাম। তখন আমি রাণী বিলকিস বেগমকে দেখলাম। তিনি অপরূপা সৌন্দর্যের অধিকারিনী। তিনি কুমারী। অত্যন্ত মূল্যবান বিরাট এক সিংহাসনে তিনি উপবিষ্ট। আমি তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম এবং শাহান শাহের বিবি করে তাকে লাভ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

হে শাহানশাহ! এখন আমার পুরস্কার দিন। আমি এমন পুরস্কার চাই যা আমার বংশানুক্রমে এক সম্মানের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। হযরত ছোলায়মান (আঃ) বললেন, তুমি যা বলেছ তা সত্যি কিনা আমি যাচাই করে দেখব। যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে আমি তোমার মাথায় এক স্মরণীয় মুকুট স্থাপন করে দেবার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করব আর যদি মিথ্যা বল তবে তোমাকে শাস্তি দিব। হুদহুদ বলল, আপনার নিকট মিথ্যা কথা বলার মত সাহস আমার নেই আমি যা কিছু বলেছি বস্তুর ক্ষেত্রে ঘটনা আরো বড় এব、ব্যাপক। আমি আমার ক্ষুদ্র মুখে সঠিকভাবে বর্ণনা দিতে সক্ষম নই। তবে একটি বিষয় আছে যা ঘৃণা করা যেতে পারে সেটা হল রাণী ও তার প্রজাবৃন্দ সকলে সূর্যের পূজারী। হযরত ছোলায়মান (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি তাদেরকে সূর্য পূজা করতে দেখেছ। হুদহুদ বলল, হ্যাঁ আমি নিজেই তাদেরকে সূর্যের পূজা করতে দেখেছি। শয়তান তাদের পথ প্রদর্শন করছে। এতে তারা আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্বাচিত পথ পরিত্যাগ করে সূর্য পূজায় আত্মনিয়োগ করছে এবং তাহারা হেদায়েত থেকে দূরে পড়ে আছে। হযরত ছোলায়মান (আঃ) হুদহুদের শেষ কথা শুনে বললেন, তোমাকে আমি বিশেষ দূত করে আমার পত্র নিয়ে বিলকিসের

www.pathagar.com

নিকট প্রেরণ করব। তুমি আমার পত্র তার নিকট পৌঁছে দাও। তারপর ফিরে এস দেখা যাক সে পত্রের কি উত্তর দেয়।

হুদহুদ বলল, শাহান শাহ্ তাহলে দয়া করে পত্র লিখে দিন আমি এখনই পত্র নিয়ে চলে যাচ্ছি। হযরত ছোলায়মান (আঃ) লিখলেন, "পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে আরম্ভ করছি। এ পত্র আল্লাহর নবী ছোলায়মান (আঃ)-এর পক্ষ থেকে সাবার রাণী বিলকিসের প্রতি প্রেরিত হল। রাণী বিলকিস! আপনি অনতিবিলম্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আমার নিকট চলে আসুন। অন্যথায় প্রতিরোধ মুলক শক্তি নিয়ে আমার সম্মুখীন হন।" এ পত্র লিখে হযরত ছোলায়মান (আঃ) হুদহুদ পাখির মুখে দিয়ে দিলেন। হুদহুদ পাখি পত্র নিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সাবা রাজ্যের রাজধানীতে পৌছল। অতপর সে রাজমহলে গিয়ে দেখল রাণীর খাস মহলের সাতটি গেট বন্ধ রয়েছে। শুধু জানালাগুলো খোলা। তখন হুদহুদ জানালা দিয়ে ভিতরে গিয়ে দেখল সাত মহলের অভ্যন্তরে রাণী বিলকিস ঘুমিয়ে আছেন। তখন অতি সন্তর্পণে চিঠিখানা রাণীর বুকের উপর রেখে জানালা দিয়ে বেড়িয়ে এল। অতপর সে হযরত ছোলায়মানের দরবারে এসে পত্র পৌঁছানোর ঘটনা সবিস্তারে শাহান শাহকে অবগত করল।

রাণী বিলকিস ঘুম থেকে জেগে বুকের উপর একখানা পত্র দেখে অবাক হলেন। অতপর তিনি পত্রখানা খুলে পাঠ করলেন। পত্র পাঠ করে তিনি ভীষণ চিন্তাযুক্ত হলেন। কে তার নিকট অলৌকিকভাবে এ পত্র পৌঁছে দিল। তাকে তিনি দেখলেন না। বিশেষ করে সাত মহলার সম্পূর্ণ দরজা বন্ধ থাকার পরে এ মহলে কে কিভাবে ঢুকে এ পত্র দিয়ে গেল, তার কোন হদিস পাওয়া গেল না। দ্বিতীয়ত, পত্রের বিষয়বস্তু অত্যন্ত ভীতিকর এবং হুমকি বিশেষ। রাণী পত্রের মর্ম অনুধাবন করে অত্যন্ত ভীত হলেন এবং জরুরি ভিত্তিতে তার পরিষদবর্গকে ডেকে পাঠালেন। জরুরি খবর পেয়ে তার পরিষদবর্গ রাজমহলে এসে উপস্থিত হলেন। তখন রাণী বিলকিস সকলকে পত্রখানি দেখালেন এবং পত্রের মর্মানুসারে এখন তাদের কি করণীয় আছে তার পরামর্শ চাইলেন।

পরিষদের সদস্যবৃন্দের কেউ বললেন, আমরা সৈন্য সমাবেশ করে ছোলায়মান (আঃ)-এর সাথে যুদ্ধ করব। কেউ বললেন, না যুদ্ধ করা সম্ভব নয় তিনি বিশাল শক্তির অধিকারী। তাঁর সাথে যুদ্ধ করে আমরা কয়েক ঘণ্টা টিকে থাকতে পারব না। আবার কেউ বলল, হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর নিকট আত্মসমার্পণ করা সব চাইতে নিরাপদজনক। সর্বশেষে রাণী বিলকিস বললেন, আমার অভিমত হল তার সাথে যুদ্ধকরে আমাদের টিকে থাকা অসম্ভব। তার সম্পর্কে আমি যতদূর জানি তাতে সে সেখানে স্বসৈন্যে প্রবেশ করে সেখানে সব

www.pathagar.com

কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়। অধিবাসীদেরকে চরম বে-ইজ্জতি করে ছাড়ে। এমতাবস্থায় তাঁর রোষাণলে পতিত না হয়ে প্রথমে তাঁর নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করা হবে বুদ্ধিমান কাজ। তাতে কাছেদেরা এসে কি মন্তব্য করে তা শুনার পরে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। রাণীর প্রস্তাবে সকলে একমত হল। রাণী উপঢৌকন প্রেরণ করে বুঝতে চেয়েছেন যে হযরত ছোলায়মান (আঃ) প্রকৃতপক্ষে একজন নবী, না একজন রাজ্য অধিপতি, যদি ছোলায়মান (আঃ) নবী হন, তাহলে তিনি উপঢৌকন গ্রহণ করবেন না। তিনি রাণীকে ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করবেন। আর যদি তিনি একজন রাজ্য অধিপতি হন তাহলে তিনি উপঢৌকন গ্রহণ করে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠাবেন।

কাছেদের নিকট রাণী উপঢৌকন হিসেবে সাতখানি স্বর্ণের ও সাতখানি রৌপ্যের ইট, মণি, মুক্তা, জহরত ও পান্না জাতীয় অনেক মূল্যবান পাথর দিলেন। সর্বোপরি স্বর্ণ সুতা দ্বারা তৈরি করা ঢাকনা কাপড় দিয়ে ঢেকে কাছেদদেরকে পাঠিয়ে দিলেন। কাছেদরা যথা সময়ে এসে হযরত ছোলায়মান (আঃ) দরবারে পৌঁছল। হযরত ছোলায়মান (আঃ) তখন নিজ সিংহাসনে বসা ছিলেন। এক হাজার উজির তাঁর সম্মুখে বসা ছিলেন। পাশে সৈন্য-সামন্ত, পাইক-পেয়াদা ও জীন-পরী, দৈত্য-দানবেরা নিজ নিজ অবস্থানে শাহান শাহের আদেশ নির্দেশের অপেক্ষায় কর জোড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় হুকুম বরদার এসে খবর দিল "রাণী বিলকিস উপঢৌকন নিয়ে কাছেদ পাঠিয়েছেন।" হযরত ছোলায়মান (আঃ) এ খবর পেয়ে কাছেদদেরকে ভিতরে আসতে হুকুম দিলেন। কাছেদেরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দেখল রাজমহলের দেয়াল ছাঁদ সমস্তই স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরি। এছাড়া সিংহাসনের চর্তুপার্শ্বে মূল্যবান পাথর দ্বারা বিভিন্ন কারুকার্য খচিত। এগুলো দেখে নিজেদের আনা উপঢৌকন অতি তুচ্ছ বলে তারা ভীষণ লজ্জিত হল। তারা এ নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতেই লজ্জাবোধ করছিল। হুদহুদ পাখি এ সময় তাদেরকে মনবল নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে বলল। তখন তারা হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর সম্মুখে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে শাহী দরবারের নীতি বজায় রেখে সম্ভ্রমের সাথে উপঢৌকন পেশ করল।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) এ সব উপঢৌকন দেখে বললেন, তোমরা কি আমাকে উপঢৌকন দিয়ে খুশি করতে এসেছ? এর চেয়ে আমাকে আল্লাহ তা'য়ালা অনেক বেশি দিয়েছেন, তোমরা এগুলো ফেরত নিয়ে যাও। তোমাদের রাণীকে গিয়ে বল যদি সে ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করে তা হলে আমি আমার সেনাদল নিয়ে তার প্রতি আক্রমণ করব। তখন তার রাজ্য লণ্ডভণ্ড হবে এবং তারা রাজ্যচ্যুত হয়ে অবমাননার কলঙ্ক নিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হবে।

www.pathagar.com

কাছেদেরা হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর দরবার থেকে বিদায় নিয়ে রাণীর নিকট এসে হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর মন্তব্য জানাল এবং তাঁর দরবারের শান শওকতের কথা বিস্তারিত ভাবে জ্ঞাত করল। তখন রাণী বিলকিস বললেন, তিনি আমার চেয়ে অনেক বড় সম্রাট এবং অনেক বড় শক্তিশালী তাঁর সাথে যুদ্ধ করে দেশ বিধ্বস্ত করায় কোন লাভ নেই। তবে শাহান শাহের শুধু ধমকের সম্মুখেই মুসলমান হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর কিছু নবুয়তীর মো'জেযা দেখা আমাদের কাম্য। সে হিসেবে তাঁর মো'জেযা দর্শনের উদ্দেশ্যে আমি দ্বিতীয় বার কিছু পরীক্ষামূলক বিষয় নিয়ে তাঁর নিকট কাছেদ প্রেরণ করতে চাই। রাণীর উক্তির সাথে তার পরিষদ বর্গ একমত হল। তখন রাণী কিছু সংখ্যক দাস-দাসীকে একই পোশাক পড়িয়ে সাজালেন, ছিদ্র বিহীন কয়েক টুকরা ইয়াকুত পাথর কৌটায় ভরে দিলেন। কিছু সংখ্যক তেজী ও অলস ঘোড়া প্রেরণ করলেন। সব শেষে একটি খালী বোতল দিয়ে দিলেন।

কাছেদকে বলে দিলেন প্রথমে শাহান শাহকে তোমরা দাস-দাসীদের পৃথক করে দিতে বলবে। পরে লোহা বা কোন যন্ত্র দ্বারা ছিদ্র না করে অন্য উপায়ে ইয়াকুত পাথর ছিদ্র করে গেঁথে দিতে বলবে। তৃতীয়ত তেজী ও অলস ঘোড়া গুলোকে পৃথক করে দিতে বলবে। চতুর্থ বোতলটিতে এমন পানি ভরে দিতে বলবে যা আকাশ অথবা মাটির পানি যেন না হয়।

কাছেদেরা রাণীর নির্দেশ মোতাবেক এ সপ্ত খণ্ড জিনিস নিয়ে শাহান শাহের দরবারে উপস্থিত হল এবং শাহান শাহের সম্মুখে রাণীর বক্তব্য পেশ করল। হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর প্রথমে একই পোশাক পরিহিত দাস-দাসীদেরকে হাত ধুতে আদেশ দিলেন। তখন পুরুষগণ শুধু আঙ্গুলি ধৌত করল এবং মহিলারা হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করল। শাহান শাহ তখন বলে দিলেন এরা পুরুষ এবং এরা মহিলা। দ্বিতীয়ত ইয়াকুত পাথর মাটিতে রেখে পাথর ছিদ্রকারী এক প্রকার কীটকে উহা ছিদ্র করার আদেশ দিলেন। তৃতীয়ত ঘোড়াগুলোর সম্মুখে ছোলাবুট ও ঘাস হাজির করতে বললেন। দেখা গেল অলসগুলো তাড়াহুড়া করে ছোলাবুট খেতে আরম্ভ করেছে এবং তেজী ঘোড়াগুলো একটু অপেক্ষা করে ঘাস খেতে আরম্ভ করেছে, তখন তিনি তেজী ও অলস ঘোড়ার পার্থক্য দেখিয়ে দেন। অতপর তিনি ঘোড়ার পৃষ্ঠে ছওয়ারী উঠিয়ে দৌড়াতে আদেশ দেন। দীর্ঘ সময় দৌড়ানের পরে যখন ঘোড়াগুলো ফিরে আসে তখন তাদের শরীর থেকে টপটপ করে ঘাম পড়ছিল। শাহান শাহ সে ঘামগুলোকে বোতল ভর্তি করে কাছেদকে নিতে বললেন। কাছেদেরা শাহান শাহের কার্যকলাপ দেখে অবাক হল এবং তারা দ্রুত রাণীর মহলে গিয়ে সবিস্তার বর্ণনা দিল। তখন রাণী বিলকিস

www.pathagar.com

বললেন, আমি শাহান শাহের দরবারে যাব, তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করব। রাণী বিলকিস ছফরের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করেন। তার সিংহাসন সাত মহলের মধ্যে রেখে সাতটি দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন। তিনি একশত দাসদাসী ও অসংখ্য সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন।

রাণী রওয়ানা করার খবর মুহূর্তের মধ্যে বাতাস শাহান শাহের নিকট পৌঁছে দিল। শাহান শাহ রাজ দরবার আরো পরিপাটি করার আদেশ দিলেন। ইতোপূর্বে শাহান শাহের দরবারে কতিপয় পরশ্রীকাতর জীনেরা এসে খবর দিয়ে ছিল যে, রাণী বিলকিস মানুষ নয় জীন জাতের এক প্রাণী, তার পায়ের গোড়ালী থেকে উপরে পশমে পরিপূর্ণ। এটাই তার জীন জাতির প্রাণী হওয়ার প্রধান প্রমাণ। এছাড়া সে একটু হাবা টাইপের বুদ্ধি জ্ঞান খুবই কম। হযরত ছোলায়মান (আঃ) এ বিষয় দুটি পরীক্ষা করার জন্য তিনি তাহার সিংহাসনের সম্মুখে একটি খোলা নহর তৈরি করলেন। যেটাতে পানি সর্বদা প্রবাহিত হতে থাকত। তিনি এ প্রবাহিত নহরের উপর বিরাট এক খন্ড স্বচ্ছ আয়না রেখে দিলেন। সাধারণ ভাবে দৃষ্টি করলে আয়নার আবরণটি দেখা যায় না। শুধু প্রবাহিত পানি দেখা যায়। এটার উপর দিয়ে রাণীর আগমণের আয়োজন করলেন।

শাহান শাহের দরবারে রাণীর আগমণের ব্যাপারে আর একটি সমস্যা দেখা দিল। রাণী বিলকিস এক রাজ্যের বাদশাহ তিনি যখন হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর দরবারে আসছেন তখন তার জন্য একটি মর্যাদাবান আসন প্রয়োজন, কিন্তু শাহান শাহের দরবারে তার নিজস্ব সিংহাসন ছাড়া অনুরূপ মর্যাদাবান অন্য কোন আসন ছিল না। তাই বিয়ষটি নিয়ে সকলে চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে অবগত করাল। হযরত ছোলায়মান (আঃ) তখন বললেন, রাণী বিলকিসের যে নিজস্ব সিংহাসনটি আছে সেটিকে তোমরা নিয়ে আস। উক্ত সিংহাসনেই তাকে উপবেশন করান হবে। হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর আদেশ ক্রমে জীনেরা এসে বলল, হুজুর! আপনার হুকুম পেলে আমরা কয়েক ঘন্টার মধ্যে রাণীর সিংহাসন এখানে হাজির করতে পারব। হযরত ছোলায়মান (আঃ) বললেন, অতটা সময় দেয়া সম্ভব নয়। এর মধ্যেই রাণী বিলকিস এখানে এসে যাবে। ইফ্রিদ নামক এক শক্তিশালী জীন এসে বলল, হুজুর! আমি এক ঘন্টার মধ্যে সিংহাসন নিয়ে আসতে পারি। হযরত ছোলায়মান (আঃ) বললেন, অত সময় দেওয়া সম্ভব নয়। তখন হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর প্রধান মন্ত্রী যিনি আধ্যাত্মিক বিদ্যায় যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করে ছিলেন। তিনি বললেন, হুজুর! আপনার আদেশ হলে আমি চক্ষের নিমিষে সিংহাসন হাজির করে দিতে পারি। তখন হযরত ছোলায়মান (আঃ) প্রধানমন্ত্রী আসফকে সিংহাসন হাজির করার নির্দেশ দিলেন।

www.pathagar.com

তখন হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর প্রধানমন্ত্রী আসফ রাণীর সাতহ মহলের দরজা খুলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সিংহাসন শাহী দরবারে নিয়ে আসল। হযরত ছোলায়মান (আঃ) সিংহাসন দেখে বললেন, এটার কিছু সংস্কার কর। সম্মুখের পাথরগুলো পরিবর্তন করে নতুন পাথর লাগিয়ে দাও। যাতে সিংহাসন চিনতে রাণীর একটু অধিক ভাবনা চিন্তা করতে হয়। এর মধ্য দিয়ে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

কিছু সময় পরে শাহান শাহের নিকট রাণীর আগমন বার্তা পৌঁছে গেল। শাহান শাহ রাণীকে রাজমহলে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিলেন এবং তিনি সম্মুখস্ত নহরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রাণী নহরের নিকট এসে নিজ পরিধানের কাপড় একটু উচিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলেন। অতপর তিনি একটি মুদ্রা সম্মুখে নহরের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। মুদ্রাটি কাচের উপরে পড়ে শব্দ করে একপাশে ছিটকে গেল। তখন রাণী উচিয়ে রাখা কাপড় ছেড়ে দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলেন। রাণী যখন কাপড় উঁচু করলেন তখন শাহান শাহ তার পায়ের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলেন, তার পায়ে কোন পশমের চিহ্ন নেই। দ্বিতীয়ত নহরের উপর মুদ্রা ফেলে পথের সঠিক অবস্থা নির্ণয় করে নিলেন। এতে শাহান শাহ বুঝে নিলেন যে, রাণী জীন নয় মানুষ এবং তার বুদ্ধিমতত্তা অত্যন্ত তীক্ষ্ম । জীনেরা তার নিকট যে সমস্ত অভিযোগ পেশ করেছিল তা মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক। তাই রাণীর প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পেল।

রাণী শাহান শাহের সম্মুখে পৌছে ছালাম দিলেন এবং তাকে মুসলমান করে নেয়ার জন্য আবেদন পেশ করলেন। হযরত ছোলায়মান (আঃ) এ কাজে আর বিলম্ব না করে তাকে তওবা ও কলেমা পাঠ করালেন। রাণী তখন শাহান শাহের বিবাহিতা স্ত্রী রূপে ধন্যা হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। শাহান শাহ বললেন, সেটা পরে হবে। এখন আপনি আমার পাশের সিংহাসনে উপবেশন করুন। রাণী সিংহাসনখানি দেখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তখন শাহান শাহ জিজ্ঞেস করলেন আপনার নিজস্ব সিংহাসন কেমন? রাণী বললেন আমার সিংহাসন আর কেমন হবে এটাই দেখে নিতে পারেন। শাহান শাহ রাণীর বিচক্ষণতা দেখে বেশ মুগ্ধ হলেন এবং তাকে ধন্যবাদ দিলেন। রাণী বললেন, হে মহাত্মন! আপনার দোয়া ও ছোহবত পেলে আমি জীবনে আরো ধন্য হব। আপনি আমাকে সে ভাগ্য দান করুন।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) তখন বিলকিস সম্বন্ধে জীনদের পূর্বে অভিমত এবং বিবাহোত্তর কালের পরিণাম নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলেন, অতপর বিলকিসের আবেদনের বিষয় পরিষদের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞেস করলেন। পরিষদবর্গ বললেন,

www.pathagar.com

বিলকিস ইসলাম গ্রহণ করে আপনার নিকট আত্মসমার্পণ করেছে। দ্বিতীয়ত, যদি সে জীন সন্তান না হয়ে মানব সন্তান হয়ে থাকে তবে তাকে আপনার শাদী করতে কোন অসুবিধা দেখছি না। হযরত ছোলায়মান (আঃ) বললেন রাণী বিলকিস জীন নয় মানুষ। আর সে নিজে আমার নিকট তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তার রাজ্যসহ আমার খেলাফতের অধিনতা মেনে নিয়েছে। তখন পরিষদবর্গ এক বাক্যে বিলকিসের সাথে শাহান শাহের বিবাহে সম্মত হয়ে গেলেন এবং তারা অতি দ্রুত বিবাহের আয়োজনে লেগে গেলেন। স্বাভাবিকভাবে অল্প সময়ের মধ্যে তাদের বিবাহ কার্য সম্পন্ন হল।

হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রী সংখ্যা ছিল ইতোপূর্বে তিন শত। এখন হল তিনশত একজন। আর তাঁর রাজমহলের বাঁদীর সংখ্যা ছিল সাতশত। সর্বমোট এক হাজার ছিল ঘরোয়া মহলের মেয়ে লোকের সংখ্যা। তিনি যখন অন্দর মহলে যেতেন তখন সকল স্ত্রীগণ সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং বাঁদীগণ তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকত। রাণী বিলকিসকে তিনি আরো সম্মান দিলেন। রাণী বিলকিস যখন তাঁর নিকট আসতেন তখন অন্যান্য স্ত্রী ও বাঁদীরা দূরে সরে যেত যাতে তারা দু'জনে অধিক আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। হযরত ছোলায়মান (আঃ) যে রাত্রে স্ত্রীদের নিকট যেতেন, সে রাতে এক এক করে হাজার স্ত্রীর সাথে মিলন করতেন। কোন বৈষম্য বা পার্থক্য তার নিকট ছিল না। এটাই ছিল ইসলামের শাশ্বত বিধান।

জীন জাতির স্বভাব প্রকৃতি মানুষের ন্যায়। হযরত ছোলায়মান (আঃ) যুগে অধিকাংশ জীন ছিল তাঁর তাবেদার। বাকি কতক ছিল বে-ঈমান, কতক মুশরেক, আর কতক ছিল রাষ্ট্রদ্রোহী পলাতক। হযরত ছোলায়মান (আঃ) প্রায়ই অন্যায়কারীদের ধরে এনে বিচার করতেন। পলাতক ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের ধরার জন্য জীনদের মধ্যে গুপ্তচর ছিল। সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনী ছিল। তারা পালা বদল ক্রমে অপরাধীদেরকে খুঁজে বের করে শাহান শাহের দরবারে বন্দি করে নিয়ে আসত। একদা রাণী বিলকিসের অনুরোধে হযরত ছোলায়মান (আঃ) তাঁকে নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করে সমুদ্র যাত্রা করলেন। বাতাসে তাদের সিংহাসন নিয়ে বহু দেশ ছফর করে এক গভীর ও দিগন্তহীন সমুদ্রের উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। রাণী বিলকিস প্রাণ ভরে সমুদ্র দৃশ্য অবলোকন করলেন। অতঃপর বাতাস তাদের সিংহাসন এক বিশাল দ্বীপে নিয়ে আসল। সেখানে তারা অবতরণ করলেন এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত গাছপালা, নহর, ঝর্ণা ও পর্বতমালা দেখলেন। হযরত ছোলায়মান (আঃ) ও রাণী বিলকিস সেখানে পৌঁছার পরে জীনেরা হাজার রাষ্ট্রদ্রোহী পালাতক জীনকে আটক করে শাহান

www.pathagar.com

শাহের সম্মুখে হাজির করল। হযরত ছোলায়মান (আঃ) তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন রাণী বিলকিস তাদের জীবন ভিক্ষার জন্য আবেদন করেন। হযরত ছোলায়মান (আঃ) তখন বললেন, এরা দীর্ঘ দিন যাবত আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছে এদের ক্ষমা নেই। তবে তুমি যদি তোমার দায়িত্বে এদেরকে অনুগত মুসলমান করে দেখাশুনা করতে পার তাহলে এদের জীবন ভিক্ষা দিতে পারি। রাণী বিলকিস তখন সকল জীনের নিকট অঙ্গীকার নিয়ে তাদেরকে মুসলমান করে নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়ে নিলেন। এ জীনেরা সারা জীবন রাণী বিলকিসের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকে।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) সেখান থেকে রাণী বিলকিসের রাজ্য সাবা গেলেন। সেখানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন এবং তার রাজ্যের সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখেন। সর্বশেষে সেখানের অধিবাসীদেরকে ইসলামের তালীম দেন এবং মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এছাড়া সেখানের প্রসাশন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দকে ডেকে ইসলামী আইন অনুসারে রাজ্য শাসনের পরামর্শ দেন। জবুর কিতাব অনুসারে দেশ পরিচালনার লক্ষ্যে অতি শীঘ্র একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে নির্দেশ দেন। এছাড়া মানুষকে পরিশ্রমী ও আদর্শবান করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার পরামর্শ দেন। আরো প্রয়োজনীয় বহু বিষয়ে তিনি দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

হযরত সুলায়মান (আঃ) এবং তাঁর যুদ্ধাশ্বগুলো

কুরআনুল কারীম হযরত সুলায়মান (আ) সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছে–

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ * اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ * فَقَالَ اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ * حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ - رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ *

অর্থ ঃ "আমি দাউদকে দান করলাম সুলায়মান। সে উত্তম বান্দা ছিল, এবং সে ছিল অত্যন্ত (আল্লাহ) অভিমুখী। যখন অপরাহ্নে তাঁর সম্মুখে উত্তম এবং দ্রুতগামী অশ্বরাজি উপস্থিত করা হলো তখন সে বলতে লাগল, আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এ দিকে সূর্য ডুবে গেছে; এগুলোকে পুনরায় আমার সামনে নিয়ে আস। অনন্তর

www.pathagar.com

(এগুলো আনার পর) সে ওগুলোর পদ ও গলদেশ ছেদন করতে লাগল। (সূরা সোয়াদ ঃ ৩০-৩৩)

এ আয়াতগুলোর তফসীরে সাহাবায়ে কেরাম (রা) হতে তিনটি উক্তি উদ্ধৃত রয়েছে এটি হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রা) হতে এবং দুটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে। এটার মধ্যে একটি উক্তি হাসান বছরী (র) এর সনদে এবং অপরটি আলী ইবনে আবি তাদেব (রা) এর সনদে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. হযরত আলী (রা) এর তফসীর অনুসারে ঘটনাটির বিবরণ হলো, একদা হযরত সুলায়মান (আ) যুদ্ধের সম্মুখীর হয়ে আদেশ করলেন, আস্তাবল হতে যুদ্ধাশ্বগুলোকে আমার সম্মুখে নিয়ে আস। অশ্বগুলোকে আনয়ন করা হলে তাদের দেখা-শুনায় তাঁর আছরের নামায ক্বাযা হয়ে গেল। সূর্য অস্তগামী হলে হযরত সুলায়মান (আ) সচেতন হয়ে বললেন, আমি স্বীকার করছি যে, আমার ধনসম্পদের মহব্বত আল্লাহর স্মরণের উপর প্রবল হয়ে পড়েছে এ চিন্তা ও গোস্বায় তিনি ঘোড়াগুলোকে পুনরায় ফিরেয়ে আনলেন এবং আল্লাহর স্মরণের মহব্বতের প্রেরণায় সমস্ত অশ্বগুলোকে যবাহ করে ফেললেন।

যুদ্ধ যাত্রা

বেগম বিলকিস যে সমস্ত রাষ্ট্রদ্রোহী জীনদের জীবন ভিক্ষা নিলেন তাদের সর্দারের নাম ছিল শামুনধুন। শামুনধুন ছিল বিরাট শক্তিশালী এক দৈত্য। পৃথিবীর বহু অজানা জায়গায় সে গমনাগমন করেছে। বহু অজ্ঞাত দৃশ্য সে অবলোকন করেছে। বহু যুদ্ধবিগ্রহে সে অংশ নিয়েছে। তার যেমন ছিল শারীরিক শক্তি তেমনি ছিল বিচক্ষণতা। সে যখন মুসলমান হয়ে গেল তখন তা দ্বারা ইসলামেরও বড় বড় কল্যাণ সাধিত হতে লাগল। এটা দেখে বেগম বিলকিস শাহী দরবারে একটি মর্যাদাপূর্ণ পদে তাকে বহাল করার জন্য শাহান শাহের, নিকট আবেদন জানালেন। শাহান শাহ বেগমের আবদার রক্ষা করে শামুনধুনকে এক মর্যাদা পূর্ণ পদে বহাল করলেন। শামুনধুন শাহী দরবারে এক উচ্চ পদমর্যাদা লাভ করে যেমন খুশি হল তেমন আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনে ব্রতী হল।

একদিন হযরত ছোলায়মান (আঃ) শামুনধনুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, শামুনধনূ! তুমি পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছ। আচ্ছা বল তোমার চোখে সবচাইতে অধিক আশ্চর্যজনক কি দেখেছ?

শামুনধুন বলল, শাহান শাহ! পৃথিবীতে অনেক আজব দৃশ্য আমি অবলোকন করেছি। তন্মধ্যে একটি দৃশ্য আমাকে সর্বদা চিন্তামগ্ন করে রাখছে। সেটা হল পশ্চিম সাগরের মাঝে এক বিশাল দ্বীপ দেখেছি। দ্বীপের মাঝে একটি বিরাট

www.pathagar.com

নগরী রয়েছে। এ নগরীর চারপাশে একশত গজ উঁচু প্রাচীর রয়েছে। এ প্রাচীরের পাশে কিছুদূর পরপর অসংখ্য সেনা ছাউনী রয়েছে। তাতে স্বশস্ত্র সৈন্যরা সদাসতর্ক পাহারা রত আছে। একদা আমি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সে দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হই। অতপর কয়েকদিন যাবত চেষ্টা করে অতি গোপনে প্রাচীর পার হয়ে শহরে ঢুকে পড়ি। মনোরম শহরটি দেখে আমার খুব ভাল লাগল। আমি ধীরে ধীরে শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। শহরের মাঝখানে গিয়ে দেখি অসংখ্য সৈন্য বেষ্টিত এক সুরম্য রাজপুরী। সেখানেও আমাকে অনেক কৌশল করে রাজপুরীতে ঢোকার সুযোগ করে নিতে হল। রাজপুরীর সৌন্দর্য দেখে আমি অবাক হয়ে যাই এবং কতগুলো আজব বস্তু দেখতে পাই। প্রথমে রাজপুরীতে ঢোকার প্রধান ফটকের উপরে রয়েছে দুটি মিনার। দুটি মিনারের উপর মর্ম্মর পাথরের দুটি বাঘের মূর্তির মাঝখানে রয়েছে প্রকাণ্ড একটি মানব মূর্তি। সেটি সম্পূর্ণ স্থির রয়েছে। এছাড়া আরো অনেক মূর্তি আশপাশে তৈরি করে রাখা হয়েছে। রাজপুরীর অভ্যন্তরে পৌঁছে দেখলাম চক্রাকার বিশাল মহল। মহলে কয়েক হাজার বিশাল বিশাল কক্ষ। প্রতি কক্ষে কয়েক হাজার সুন্দরী মহিলা। মহলের মাঝখানে রয়েছে এক সৌন্দর্যমণ্ডিত সিংহাসন। সে সিংহাসনে উপবিষ্টা রয়েছে একজন অপরূপা মহিলা। তার পাশে বসা রয়েছে চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল মুখের এক যুবতী।

আমি দীর্ঘ সময় ধরে সব কিছু দর্শন করলাম পরে বাইরে বের হয়ে এক পরীর সাথে আলাপ জমিয়ে দিলাম। দীর্ঘ আলাপের পরে তার সাথে আমার ভাব জমে গেল। কয়েক দিন তার সাথে সময় কাটিয়ে পরম আনন্দ লাভ করলাম। তার পরে আমি পরীর নিকট কিছু তথ্য অবগত হতে চাইলাম। পরী আমাকে বলল, তুমি এখানের কোন খবর রাখ না, তবে কি তুমি বিদেশী? আমি বললাম, হ্যাঁ আমি এক বিদেশী দৈত্য। আমার দেশ হযরত ছোলায়মান (আঃ) বাদশার রাজ্যের অন্তর্গত। ছোলায়মান (আঃ) সম্বন্ধে সে পরী কিছুই জানে না। তাই সে জিজ্ঞেস করল আমাদের এ রাজ্য ছাড়া পৃথিবীতে আরো রাজ্য আছে? শামুনধনু বলল, তোমাদের রাজ্য হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর রাজ্যের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। এ ধরনের কয়েক হাজার রাজ্যের বাদশা হলেন হযরত ছোলায়মান (আঃ)। যদি কোন দিন সুযোগ হয় তবে তোমাকে নিয়ে আমি সে রাজ্য দেখাব। এখন তোমার এ রাজমহলের কিছু তথ্য বলো। এখানের বাদশা কে,মিনারের উপর বাঘের মূর্তি নড়াচড়া করছে কেন এবং মানব মূর্তিগুলো কি জন্য তৈরি করা হয়েছে?

পরী তখন বলতে আরম্ভ করল। তুমি যে শহরে এসে পৌঁছেছ। এ শহরের নাম ছাইদুন। এটা জীনদের রাজ্য। যে মহিলাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখেছ তিনি

www.pathagar.com

হলেন আমাদের বাদশাহর বেগম। বাদশার অনুপস্থিতিতে তিনিই রাজ সিংহাসনে বসেন এবং রাজ্য পরিচালনা করেন। যে যুবতীকে তার পাশে উপবিষ্টা দেখেছ সে হল আমাদের বাদশাহর শাহজাদী। প্রধান ফটকে যে সমস্ত ছোট ছোট মূর্তি দেখেছ তারা হল সতর্ককারী মূর্তি। যদি কোন দুশমন আমাদের রাজ্য আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসে, তাহলে মূর্তিগুলো বিভিন্ন রকম আওয়াজ করে বিপদ সংকেত দেয়। যদি কোন জীন বা পরী দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে মূর্তিদের কোনটা আওয়াজ করে সংকেত প্রদান করে। আবার রাজ্যের মধ্যে কেউ যদি খুন খারাবী অথবা অত্যাচার অনাচার করে তাহলে আর মূর্তিগুলো নতুন ধরনের আওয়াজ দিয়ে তা জানিয়ে দেয়। তখন নিরাপত্তা বাহিনী সে অপরাধ দমনে এগিয়ে আসে। এভাবে বিভিন্ন সমস্যার আগাম খবর পরিবেশনের জন্য মূর্তিগুলো স্থাপন করা হয়েছে। প্রধান ফটকে মিনারের উপর যে দুটি বাঘের প্রকৃতি রয়েছে তারা হল বিচারক। বাদশাহর নিকট যে সমস্ত জটিল বিচার আসে তা তিনি বাঘের নিকট পাঠিয়ে দেন। বাঘ অপরাধী ও মিথ্যাবাদীকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে এবং নিরাপরাধ ও সত্যবাদীকে মুক্তি দিয়ে দেয়। সম্মুখে যে একটি বড় মানব মূর্তি রয়েছে সে আমাদের এবাদতের সময় সংকেত প্রদান করে আজান দেয়। আমরা তার আজান শুনে বাদশাকে পূজা করার জন্য তার নিকট গমন করি। আমাদের রাজ্যের এ সমস্ত ব্যবস্থাদি থাকার কারণে এখানে তেমন কোন অপরাধ সংঘটিত হয় না। বাদশাহর কোন দায়িত্ব পালন নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। এজন্য তিনি বেগমের উপর রাজ কার্য ফেলে রেখে নিজে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। বাদশাহর নিকট সারা বছরে কোন বিচার বা মামলা আসে না। প্রজাবৃন্দ যথেষ্ট আরামে দিন কাটান। সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব আমাদের দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শামুনধুন এ পর্যন্ত বলে শাহান শাহের নিকট আরজ করল, হুজুর! এ ঘটনাটাই আমার নিকট আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছে। কারণ আপনার অজ্ঞাত এ ধরনের একটি রাজ্যের অস্তিত্ব এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে বহাল থাকা খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) শামুনধুনের কিচ্ছা শুনে বললেন, তুমি আমাকে এ ঘটনা শুনিয়ে জেহাদের দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে। মানুষ পূজা ও জীন পূজার খবর জানার পরে নবী হিসেবে আর মুহূর্তকাল বসে থাকা সম্ভব নয়। এ মন্তব্যের পরে নিজ লস্করদের মধ্য থেকে একদল দৈত্য, একদল পরী ও একদল মানুষ সৈন্যকে যুদ্ধে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে আদেশ দিলেন। এছাড়া কয়েক হাজার সেবক সেবিকাকে তার সাথে যাত্রা করার আদেশ দিলেন। সর্বশেষে কয়েকশত সিংহ, বাঘ ও সর্পকে তার সিংহাসনের নিচে এসে কাতারবন্দি হতে বললেন। অতি অল্প

www.pathagar.com

সময়ের মধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সকল সৈন্য, সেবক ও হিংস্র প্রাণীদেরকে সিংহাসনে আরোহণের আদেশ দিলেন। শামুনধুনকে সম্মুখে বসিয়ে বাতাসকে সিংহাসন নিয়ে রওয়ানা করার হুকুম দিলেন।

বাতাস শাহান শাহের হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন নিয়ে রওয়ানা করল। বিদ্যুৎ বেগে সে পথ অতিক্রম করতে আরম্ভ করল। কয়েক হাজার মাইল দূরত্বের পথ সে অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করে ছাইদুন নগরের প্রাচীরের নিকট এসে দাঁড়াল। ওদিকে হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর আগমনের খবর মূর্তিরা বিভিন্ন সংকেত দিয়ে জীন বাদশাহকে জানিয়ে দিল। এমন কি মহা বিপদ সংকেত হিসেবে যুদ্ধ নাকড়া নিজে নিজে বেজে উঠল। তখন জীন বাদশাহর সৈন্যরা বুঝে নিল, তাদের সম্মুখে এক মহাবিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে। রাজার নির্দেশে তারা অতি সত্বর যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে প্রাচীরের নিকট এসে দেখল, আকাশে ভাসমান এক বিশাল রাজ্য। লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা ও সৌন্য দ্বারা সে ভাসমান রাজ্যটি পরিপূর্ণ। এছাড়া সিংহ, বাঘ ও সর্পের সীমাহীন কাতার। নতুন ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে কে তাদেরকে আক্রমণ করতে আসল। জীন সৈন্যরা তা কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। তবে শত্রুর আয়োজন দেখে তারা খুব ভীত হয়ে পড়ল তারা তখন জীন বাদশাহকে খবর দিল। জীন বাদশাহ পরাক্রমশালী শত্রুর খবর শুনে রাজ্যের সকল জীন পরী এনে উন্মুক্ত ময়দানে জমায়েত করল এবং নিজে যুদ্ধ পরিচালক হিসেবে সম্মুখে এগিয়ে এল।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) প্রথমে দুর্বল সৈন্য, পরীদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে আদেশ দিলেন। দীর্ঘ সময় উভয় পক্ষের যুদ্ধ হল। কিন্তু হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর যোদ্ধা পরীরা বিজয় লাভ করতে সক্ষম হল না। তখন তিনি দৈত্যদেরকে পাঠিয়ে দিলেন। এবার যুদ্ধের অবস্থা কিছুটা ভাল দেখা গেল। হঠাৎ দৈত্যদের সেনাপতি নিহত হল তখন বাকি দৈত্যেরা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করল। শেষবারে হযরত ছোলায়মান (আঃ) মানব সৈন্যকে ময়দানে প্রেরণ করলেন। এবার জীন বাদশাহর সৈন্যদেরকে সমূলে বিনাশ করে দিল। তখন জীনের বাদশাহ হযরত ছোলায়মান (আঃ)-কে মল্লযুদ্ধে অংশ নিবার জন্য আহ্বান জানাল। হযরত ছোলায়মান (আঃ) তখন বাতাসকে নির্দেশ দিলেন বাতাস ময়দানের বালু উড়িয়ে বাদশাহ ও তার সঙ্গীদেরকে অন্ধ করে দিল। হযরত ছোলায়মান (আঃ) সে সময় সিংহ ছেড়ে দিলেন তারা বাদশাহ ও তার সঙ্গীদেরকে অন্ধ অবস্থায় পেয়ে কামড়ে ছিড়ে আহার সম্পন্ন করল। বাকি প্রায় বিশ হাজার জীন, পরী, দৈত্য ও এসে হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর নিকট আত্মসমার্পণ করল। এদের মধ্যে বাদশার কন্যা শাহজাদীও ছিল।

www.pathagar.com

হযরত ছোলায়মান (আঃ) তখন সকল আত্মসমার্পণকারীকে দাস-দাসীর অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন এবং শাহজাদীকে বিবাহ করে নিলেন। আর শামুনধুনকে তার প্রাণয়ীনি পরীর সাথে শাদী করিয়ে দিতে আদেশ দিলেন।

পয়গম্বরী পরীক্ষার সম্মুখীন

নবীদের পদমর্যাদা যেমন খুব বড় তেমনি তাদের ছোট খাট ভুলগুলো আল্লাহ তা'য়ালার নিকট বড় অপরাধ তুল্য। হযরত ছোলায়মান (আঃ) এমনি একটি ছোট ভুলের সম্মুখীন হয়ে বিরাট মাশুল দিয়েছেন। ছাইদুনের শাহজাদীকে তিনি ভুল ক্রমে মুসলমান না করে বিবাহ করেছিলেন। এ কাজটি বোধ হয় আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন নি। তাই তাকে সম্মুখীন হতে হয়েছে এক বিরাট পরীক্ষার।

জীন বাদশাহর কন্যাকে বিবাহ করার পরে তাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য হযরত ছোলায়মান (আঃ) কয়েকবার বলেছেন। উত্তরে সে বলেছে আমার পিতামাতার শোক পালনের জন্য কমপক্ষে চল্লিশ দিন অপেক্ষা করে পরে আমি ইসলাম গ্রহণ করব। এ সময় স্বাভাবিকভাবে শাহজাদীকে কয়েদখানায় বন্দী করে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু হযরত ছোলায়মান (আঃ) তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে নিজ মহলে রাখেন। এটা কি আসক্তির কারণে করেছেন না অন্য কোন কারণে করেছেন তা কেউ জানে না। তবে শাহজাদী এ চল্লিশ দিনের মধ্যে শয়তানের কুপরামর্শ অনুসারে নিজ পিতার একটি মূর্তি তৈরি করে তা প্রতিদিন সকাল ও রাতে পূজা করা আরম্ভ করে। সে খবর হযরত ছোলায়মান (আঃ) অবগত ছিলেন না। শাহজাদীকে এ অন্যায় কাজের সুযোগ করে দেয়ার জন্য যে হযরত ছোলায়মান (আঃ) দায়ী তাতে সন্দেহ নেই। কারণ তিনি একটু কঠোরতা অবলম্বন করলেই শাহজাদী মুসলমান হতে বাধ্য হত। তখন তার কাজের জন্য আর নবীকে দায়ী করা যেত না। কিন্তু তিনি যথাযথ দায়িত্ব পালনের পরিচয় দিতে না পারায় তাহার উপর নেমে আসে বালা মুসিবত। কিছু দিনের জন্য তাকে সিংহাসন হারিয়ে বর্ণনাতীত দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়।

ঘটনাটি এভাবে ঘটেছিল, হযরত ছোলায়মান (আঃ) তাঁর চিরাচরিত নিয়মানুসারে বাহ্য করতে যাবার প্রক্কালে তার সেই বেহেস্তী আংটিটা একটি নির্দিষ্ট বাঁদীর নিকট রেখে যেতেন। একদিন তিনি সে নিয়ম অনুসারে বাঁদীর নিকট আংটি রেখে বাহ্য করতে যান।

জীন সম্প্রদায়ের অনেকে শক্তির ভয়ে হযরত ছোলায়মানের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর তাবেদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তাদের মনে প্রাণে ভালবাসা বা ভক্তি শ্রদ্ধার কোন বালাই ছিল না। তারা সর্বদা মনে মনে হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর অমঙ্গল কামনা করত। শকরা নামক এ ধরনের এক বিদ্রোহী জীন

www.pathagar.com

যাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। সে হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর বৃহৎ ক্ষতি সাধনের নিমিত্ত সুযোগ খোঁজ করছিল। সে যখন দেখল হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর মূল্যবান আংটি বাঁদির নিকট রেখে সে হাম্মামখানায় গিয়েছে তখন আংটিটি হস্তগত করার ফন্দি তার মাথায় এল। তখন সে যাদুর বদৌলতে দ্রুত নিজরূপ পরিবর্তন করে হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর রূপ গ্রহণ করে বাঁদীর নিকট গিয়ে আংটি চাইল। বাঁদী তার দিকে দৃষ্টি করে দেখল ছোলায়মান (আঃ) নিজেই আংটি ফেরত চাচ্ছেন। তখন সে বিনা দ্বিধায় আংটি তার হাতে দিয়ে দিল। শকরা আংটিটি নিজ হাতে পরিধান করে সোজা গিয়ে শাহান শাহের সিংহাসনে বসল। সিংহাসনের সকল কর্মচারী শাহান শাহের আগমনে সংকিত হয়ে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করল। শকরা ইতোপূর্বে ছোলায়মান (আঃ)- কে যেভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে দেখেছে, সে রকম ভাব করে সে রাজ্য পরিচালনা আরম্ভ করে দিল। সকল দাও, পরী, জীন, ইনছানেরা পূর্বের ন্যায় শাহান শাহের আজ্ঞাবহ হিসেবে কাজ করে যেতে লাগল।

কিছু সময় পরে হযরত ছোলায়মান (আঃ) হাম্মামখানা থেকে বেড়িয়ে বাঁদীর নিকট এসে আংটি চাইল। বাঁদী তার দিকে অনেক্ষণ তাকিয়ে বলল, একি নকল শাহান শাহ এল কোত্থেকে। বাঁদী সকলকে ডেকে বলল, দেখ দেখ শাহান শাহের ন্যায় অবিকল চেহারার এক ব্যক্তি এসে আমার নিকট আংটি চাইছে। সকলে এসে দেখল হুবহু শাহান শাহের ন্যায় দেখতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বাঁদীর নিকট আংটি চাইছে। তখন সকলে তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়ে বলল, এখনই নিজ পথ দেখ, না হয় ভূত ছাড়িয়ে দেব। হযরত ছোলায়মান (আঃ) বললেন, আমি তোমাদের বাদশা ছোলায়মান (আঃ)। যে ব্যক্তি সিংহাসনে বসা আছে সে ধোকাবাজ। একথা শুনে লোকেরা আরো চটে গেল। দুচারটা কিল ঘুসী তাঁর উপর পড়ল এবং সকলে তাঁকে রাজধানীর বাইরে চলে যেতে বলছে। অন্যথায় তাঁকে বিপদগ্রস্ত হতে হবে হুমকি দিচ্ছে। বিশেষ করে যদি শাহান শাহ এ নকল ব্যক্তির খবর জানতে পারেন তাহলে তাঁকে সংগে সংগে মৃত্যুদন্ড দিবেন তাতে সন্দেহ নেই।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কি করবেন ভেবে স্থির করতে পারলেন না। এক পর্যায়ে তিনি সিংহাসনে গিয়ে উঠলেন। অনেকে তাকে দেখে বিব্রত বোধ করল। শাহান শাহের চেহরার ন্যায় এ ব্যক্তিকে লোকেরা জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? হযরত ছোলায়মান (আঃ) বললেন, আমি আল্লাহর নবী এবং এ সিংহাসনের শাহান শাহ, হযরত দাউদের পুত্র ছোলায়মান। হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর উক্তি শুনে প্রহরী ও নিরাপত্তা বাহিনী তাকে ধরে

www.pathagar.com

জেলখানায় নিতে বলল। লোকটি আমার ন্যায় চেহরায় অধিকারী বটে। তবে সিংহাসনের দাবিদার হওয়া তার জন্য অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। এজন্য সে শাস্তি যোগ্য তবে তার মানসিক কোন ক্রটি থাকতে পারে অথবা কোন মানুষের উস্কানিতে সে কথাগুলো বলেছে। তাই তাকে বন্দী না করে ছেড়ে দাও এবং রাজধানী এলাকার বাইরে পৌঁছে দিয়ে আস। সে যেন আর কোন দিন এ এলাকায় এসে ভুয়া নবী দাবি তুলে আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে সচেষ্ট না হয়। শাহান শাহের এহেন মন্তব্য শুনে সকলে জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল। সকলে বলাবলি করল, আমাদের বাদশাহ্ কত উদার ও মহৎ তিনি এমন এক বিরাট অপরাধীকে ক্ষমা করে দিলেন, যা তুলনা বিহীন। কোন রাজা বাদশাহ্ এতটা ধৈর্য ধারণ করতে সম্মত হতে পারে, সে মর্মে আমাদের শাহান শাহের চরিত্র পৃথিবীর বুকে এক অম্লান ইতিহাস যোগ্য।

শকরা জিন আংটি চুরি করে শাহান শাহের সিংহাসন অধিকার করেছে বটে। কিন্তু সে জানে হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর নবুয়তী সে চুরি করতে পারে নি। তাই হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর প্রতি কোন কঠোর নির্দেশ দিতে তার সাহস হয় নি। সহজ সরলভাবে তাঁকে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। শকরা জীন একথাও ভাল ভাবে জানে যে, হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসন এভাবে প্রহসনের মাধ্যমে বেশি দিন আকড়ে রাখা যাবে না। একদিন না একদিন এর সঠিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে। তাই হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর প্রতি সে প্রকারান্তরে সম্মান প্রদর্শন করে বিদায় করেছে। শকরার মনে এ ভীতি না থাকলে সে অবশ্যই হযরত ছোলায়মান (আঃ)-কে হত্যা করার পরিকল্পনা নিত।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) অবস্থা পরিস্থিতি দেখে নিজেকে খুবই অসহায় ভাবলেন এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার মর্জি ছাড়া কিছুই হয় না, একথার প্রতি আস্থা রেখে তিনি আর কোন বাক্য ব্যয় না করে প্রহরীদের সাথে রওয়ানা করলেন। পথিমধ্যে প্রহরীরা অনেক মন্তব্য করল। হযরত ছোলায়মান (আঃ) কোন কথার কোন উত্তর দিলেন না। নিরবে পথ চলতে আরম্ভ করলেন। প্রহরীদের মধ্যে দুজন বৃদ্ধ প্রহরী ছিল তারা বলল, আমরা একটি ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছি নাকি জানি না। কারণ যিনি বর্তমানে শাহান শাহ হিসেবে সিংহাসনে সমাসীন আছেন তার কথাবার্তা ও চাল-চলন কেমন যেন আমাদের নিকট কিছুটা ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। তিনি গতদিন তার সম্মুখস্ত বহু পদস্ত কর্মকর্তাকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে বাইজী জাতীয় মহিলাদিগকে মনোনীত করেছেন। দ্বিতীয়ত দুদিন যাবত শাহান শাহ অন্দর-মহলে গমন করছেন না। তৃতীয়ত তিনি তার হাতের আংটি কারো নিকট রেখে হাম্মাম খানায় যান না। আংটি নিজ তত্ত্বাবধানে গোপন স্থানে রেখে

www.pathagar.com

তিনি হাম্মামখানায় যান। চতুর্থ দুদিন যাবত তিনি তৌরাত কিতাব পাঠ করেন না বা শরীয়ত সম্বন্ধে কোন তালীম দেন না। পঞ্চম তিনি নামাযের ওয়াক্তে কোথায় যেন উধাও হয়ে যান মসজিদে তাকে দেখা যায় না। ষষ্ঠ তিনি বিচারের ক্ষেত্রে গতদিন এক জবরকারীর পক্ষে রায় প্রদান করেছেন। সপ্তম শাহান শাহ পূর্বে সকল কাজ আরম্ভ করার পূর্বে পরিষদের নিকট পরামর্শ তলব করতেন। কিন্তু গতদিন থেকে তিনি কোন পরামর্শ ব্যতিরেকে ডিক্টেটরের ন্যায় নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। নবম যে সমস্ত বে-আমল জীনেরা কোন দিন সিংহাসনের কাছে আসতে সাহস পায়নি তারা এখন বাদশাহর চারপাশে বেষ্টন করে আছে। দশম শাহান শাহ কোন দিন সিংহাসনে বসে হাসেন নি। কিন্তু কাল থেকে তিনি সিংহাসনের বসে অট্টহাসি দিতে ইতস্তত করছেন না।

বৃদ্ধ প্রহরীদ্বয়ের কথা শুনে কতক প্রহরী বলল, আমরা সিংহাসনের হুকুম বরদার। ওখান থেকে যে হুকুম আসবে আমরা তা তামিল করব। যাচাই বাছাই করা আমাদের কাজ নয়। কতকে বলল, ঘটনাটি রহস্যময়। অতএব আমরা যাকে এখানে নিয়ে এসেছি তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। কয়েকজনে হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর নিকট কিছু তথ্য জানতে চাইল। উত্তরে হযরত ছোলায়মান (আঃ) বললেন, সময় হলে তোমরা সব কিছু জানতে পারবে। এখন তোমরা আমাকে ছেড়ে নিজ কর্তব্যস্থলে চলে যাও। প্রহরীরা তখন যথেষ্ট চিন্তান্বিত হয়ে ফিরে গেল। বৃদ্ধ প্রহরীদ্বয় হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) তখন একাকী বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা করলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি তিন দিন তিন রাত অনাহারী ও অনিদ্রা অবস্থায় আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে কাঁদলেন। এত কাঁদা কাঁদলেন যাতে তাঁর চার পাশ চোখের পানিতে সিক্ত হয়ে গিয়েছিল। চতুর্থ দিন তিনি সেজদা থেকে উঠে এক গ্রামে গিয়ে জনৈক বনি ইস্রাইলের নিকট কিছু খাদ্য প্রার্থনা করলেন বনি ইস্রাইল বলল, ভাই! আমাদের খাবার যা ছিল একটু পূর্বে আমরা তা একজন ভিক্ষুককে দিয়ে দিয়েছি। অতএব আপনি অন্যত্র যান। তিনি তখন আর এক দরজায় গিয়ে কিছু খাদ্যের জন্য আবেদন করলেন। ঘরওয়ালা বলল, আজকে আমরা অভুক্ত রয়েছি আপনি অন্যত্র চেষ্টা করুন। তৃতীয় বারে তিনি আর এক মহল্লায় গিয়ে খাদ্য চাইলেন। তারা বলল, আমরা রাহাজানি করে অনেক খাদ্য খাদক ধন-দৌলত লাভ করেছি, তুমি একটু অপেক্ষা কর আমরা এখনই তোমাকে কিছু খাদ্য দিচ্ছি পরে কিছু টাকা পয়সাও দিয়ে দিব। যাতে আল্লাহ আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন এবং আমাদের উপর কোন বিপদাপদ না

www.pathagar.com

আসে। হযরত ছোলায়মান (আঃ) একথা শুনে সেখানে আর বিলম্ব না করে চলে গেলেন।

বিশ্ব ভ্রহ্মাণ্ডের রাজ অধিরাজ শাহান শাহ ছোলায়মান (আঃ) আজ অপমানিত, লাঞ্ছিত ও অবহেলিত অবস্থায় দ্বারে দ্বারে একমুঠো খাদ্যের কাঙ্গাল হয়ে ঘুরছেন। একদিন যার হুকুমে জীন, ইনছান, আগুন, পানি ও বাতাস নিজ গতি লাভ করত এবং হুকুম বরদারীর নিমিত্ত সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকত। যার দিগ্বীজয়ী সিংহাসন বাতাস বহন করে মুহূর্তকালে পৃথিবী ভ্রমণ করে আসত। আজ তিনি আশ্রয়চ্যুত। কোথাও থেকে সামান্য সহানুভূতি লাভের ভরসা আজ তাঁর নেই। দুনিয়ার কোথাও কেউ তাকে সামান্য সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে আসছে না। একজন বিশ্ববিজয়ীর জন্য এর চেয়ে অধিক গ্লানীকর শাস্তিকর আর কিছু হতে পারে বলে পৃথিবীর কোন ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না। হযরত ছোলায়মান (আঃ) দিবা নিশি দু'চক্ষের পানি ছেড়ে দিয়ে মহা প্রভুর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন আর অজানা গন্তব্য পথে চলতে থাকেন। এক সময় তিনি সমুদ্র তীরে এক জেলে পাড়ায় এসে উপস্থিত হন। সেখানে এসে দেখলেন একদল জেলে মাছ ধরছে তখন তিনি তাদের নিকট গিয়ে বললেন, ভাই! আমরা সারাদিন গায়ে খেটে আহার জোটাতে হিমসিম খাচ্ছি। তার উপর এসেছে এক নবাব বাহাদুর চাকরির জন্য। যাও মিয়া নিজের পথ ধর। আর একজন জেলে বলল, তুমি আমাদের সাথে সারা দিন পরিশ্রম করে মাছ ধরতে পারবে? যদি পার তবে তোমাকে কি বেতন দিতে হবে? হযরত ছোলায়মান (আঃ) বললেন, আমি আপনাদের সাথে মাছ ধরতে পারব। আর আমাকে কোন বেতন দিতে হবে না। শুধু আমার খাবার ব্যবস্থাটা করে দিবেন। তখন জেলে বলল, তোমার খাবার বাবদ দৈনিক দুটি মাছ পাবে। অন্য কিছু দিতে পারব না। হযরত ছোলায়মান (আঃ) চাকরির শর্ত মেনে মাছ ধরার কাজ আরম্ভ করে দিলেন। সন্ধ্যাবেলা জেলেরা তাকে দুটো মাছ দিয়ে দিল। হযরত ছোলায়মান (আঃ) মাছ দু'টো নিয়ে নিকটস্থ্ এক বাজারে গিয়ে একটি মাছ বিক্রয় করে আটা কিনলেন। অন্য মাছটি এক বাড়িতে নিয়ে পাক করে আনলেন। অতপর গাছতলায় বসে খেয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন সারা রাত সেজদায় পড়ে কাঁদাকাটি করলেন মাত্র আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় এবাদাত বন্দেগীতে মনোনিবেশ করেন। এভাবে দৈনিক তিনি চাকরি স্থলে গিয়ে জীবিকা অর্জন করতেন।

একদিন জেলেরা নিজেদের ওজরে মাছ ধরতে আসল না। সে দিন হযরত ছোলায়মান (আঃ) সমুদ্র তীরে শুয়ে ছিলেন। তখন সমুদ্র থেকে এক বিশাল সাপ উঠে ফনা ধরে হযরত ছোলায়মান (আঃ)-কে সূর্য তাপ থেকে ছায়া দান করছিল

www.pathagar.com

এবং মুখ দিয়ে বাতাস ছেড়ে শরীর ঠাণ্ডা রাখছিল। এক জেলে মহিলা এ দৃশ দেখে বাড়িতে গিয়ে সকলের নিকট ঘটনা বলল। তখন জেলেদের স্ত্রী-কন্যা-পুত্র সকলে এ দৃশ্য দেখার জন্য সমুদ্র তীরে জমায়েত হল। তারা দুরে বসে অনেকক্ষণ এ অবস্থা দেখে আস্তে আস্তে নবীর কাছে গেল সর্পটি ধীরে ধীরে সমুদ্রে নেমে গেল। উপস্থিত সকলে তখন ভাবল, এ লোকটি সাধারণ লোক নয়। জেলেদের এক কন্যা তার পিতার নিকট এ ঘটনা বলে লোকটির সাথে বিবাহ বসার আবেদন জানাল। পিতা বলল, সে আমাদের চাকর। তার কোন বাড়ি ঘর নেই। কোথার লোক আমরা কিছুই জানি না, এমতাবস্থায় তাঁর নিকট তোমাকে বিবাহ দিয়ে তোমাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেব? এটা পিতামাতার পক্ষে নিজ সন্তানের ক্ষেত্রে সম্ভবপর কাজ নয়। মেয়ে পিতার কথার প্রতিবাদ করে বলল, লোকটি তোমাদের চাকরি করে বটে কিন্তু সে সাধারণ লোক নয় নিশ্চয়ই সে একজন মহামানব। আমি তাকে সঠিকভাবে চিনতে পেরেছি। অতএব তুমি আমার আবদার পূরণ কর, না হয় আমি আত্ম হত্যা করব। মেয়ের কঠিন আবদারের সম্মুখে পিতা বাধ্য হয়ে তার প্রস্তাবে রাজি হল। অতপর জেলে হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর নিকট গমন করে বলল, আমরা তোমার পরিচয় জানি না, তবে আমার মেয়ে তোমার সাথে বিবাহ বসার জন্য জোর আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এমতাবস্থায় আমি কি করতে পারি? হযরত ছোলায়মান (আঃ) বললেন, আজকে আমার কোন ঠিকানা নেই বাড়ি ঘর আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, আমি ভবঘুরে এক অসহায় ব্যক্তি আপনার কন্যাকে বিবাহ করে আমি কোথায় রাখব আমি দৈনিক কি রুজী করি তা ভাল ভাবে অবগত আছেন। অতএব আমি কিভাবে তার ভরণ-পোষণ করব, এটা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। জেলে বলল, বাবা! তোমার সব কিছু দেখে শুনেই তোমার সাথে সম্বন্ধ করতে রাজী হয়েছি। অতএব তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। মেয়ের বিবাহে তোমার নিকট কোন মহরানা দাবি করব না। তাছাড়া তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করলে তুমি হবে আমাদের পুত্র সমান তুল্য। অতএব তোমার ও মেয়ের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের জিম্মায় থাকবে। ওটা নিয়ে তোমাকে আদৌ ভাবতে হবে না।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) সমস্ত কথা শুনে আর বাধা দিতে পারলেন না। তখন তিনি বিবাহে সম্মত হলেন । শুধু মাত্র একটি শর্ত আরোপ করলেন। তা হল মেয়েকে ইসলাম কবুল করতে হবে। এ শর্ত সাপেক্ষে ছোট এক আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে জেলের মেয়ের সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হল। শ্বশুর তাঁর প্রতি বিশেষ ভাবে নজর রাখত। মেয়ে জামাতাকে ভিন্নভাবে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। হযরত ছোলায়মান (আঃ) শ্বশুরের সাথে দৈনিক মাছ ধরতে

www.pathagar.com

যেতেন শ্বশুর তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুর যোগান দিতেন। এভাবে তাদের দিন গুজরান হতে লাগল।

ওদিকে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনে উপবিষ্ট শকরা জিন রাজ্য শাসন করতে গিয়ে অনেক শরিয়ত গর্হিত কার্যকলাপের প্রবর্তন করল। তার নিজ দানবীয় চরিত্রের রূপ অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ হয়ে পড়ল। যাতে দরবারের সভাসদ বৃন্দের মনে কিছু সন্দেহের সৃষ্টি হল। দাস-দাসী, চাকর-নকর সকলের নিকট রাজার চরিত্র ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে এক জটিল সন্দেহের সৃষ্টি হল। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী আসফের নিকট নকল ছোলায়মান সাজার অনেক প্রমান জুটে গেল। প্রধানমন্ত্রী তখন অন্দর মহলে গিয়ে শাহান শাহের বেগমদের নিকট শাহান শাহের খবর জিজ্ঞেস করলেন। তারা উত্তর দিল শাহান শাহ আজ চল্লিশ দিন যাবৎ অন্দর মহলে আসেন না। তিনি কোথায়? তাঁর কি হয়েছে? প্রধানমন্ত্রী বললেন, তিনি একটু বাইরে আছেন শীঘ্রই ফিরে আসবেন। প্রধানমন্ত্রী আসফ বিভিন্ন দিকে আরো খোঁজ-খবর নিলেন। তাতে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, যে কোন এক শক্তিশালী দানব যাদুর কৌশলে শাহান শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজের শাহান শাহের রূপ ধরে সিংহাসনে সমাসীন হয়েছে।

এ ঘটনাটি কোথা থেকে কিভাবে ঘটল তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি দাসীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন যার নিকট শাহান শাহ আংটি রেখে হাম্মামখানায় যেতেন। সে দাসী জানাল, কিছুদিন পূর্বে একদা শাহান শাহ আমার নিকট আংটি রেখে হাম্মামখানা যান এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ফিরে এসে আংটি নিয়ে যান্ এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অন্যান্য দিন ফিরেন না, তবুও আমার কিছু বলার ছিল না আমি তাকে আংটি দিয়ে দেই কিছু সময় পরে শাহান শাহের অবিকল চেহরার একজন এসে আমার নিকট আংটি দাবি করায় আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। একটু পুর্বেই তো শাহান শাহ আংটি নিয়ে গেল ইনি আবার কে? তখন আমি প্রহরীদেরকে ডেকে বিবরণটি বললাম, তারা তাকে এখান থেকে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময় নাকি তাকে শহরের বাইরে বের করে দেয়া হয়। কে আসল, কে নকল বাদশা তা আমি আদৌ বুঝতে পারি নি। তবে বর্তমান শাহান শাহ নিজ হাতে আংটি নেয়ার পরে আর সে আমার নিকট জমা রাখে নি। তাই আমার মনে কিছুটা সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় আমি গতদিন অতি গোপনে তার গোছলের সময় হাম্মামখানার একছিদ্র দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। তার সারা শরীরে পশম বোঝাই যা মানুষের শরীরে সাধারণত থাকে না। তখন থেকে আমার সন্দেহ আরো গাঢ় হল যে, বর্তমান শাহান শাহ আসল শাহান শাহ নন। সে কোন দৈত্য নিজ চেহারা পরিবর্তন করে শাহান শাহের রূপ গ্রহণ করে

www.pathagar.com

আমার নিকট থেকে ধোকা দিয়ে আংটি হস্তগত করে সমগ্র রাজ্য, শক্তি ও সিংহাসন অধিকার করে নিয়েছে।

মন্ত্রী আসফ দাসীর বক্তব্য শুনে তাঁর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। তখন তিনি চল্লিশ জন তৌরাত কিতাবের হাফেজ একত্রিত করে সিংহাসনের চতুর্দিকে সজোরে তৌরাত তেলাওয়াতের ব্যবস্থা করলেন। আল্লাহর বাণী সজোরে উচ্চারণ আরম্ভ করায় শকরা দৈত্যের শরীরে ভীষণ জ্বালা আরম্ভ হল। তার শরীরের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। তখন সে অসহ্য হয়ে সিংহাসন ছেড়ে বাইরে চলে গেল। তার পরিষদবর্গ তাকে সিংহাসনে বসার অনুরোধ জানাল। কিন্তু সে কারো কথার কোন জবাব দিতে সক্ষম হল না। এমন কি ধীরে ধীরে তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে এক দুধর্ষ দৈত্যের চেহারা ধারণ করল। তখন অন্যান্য জীনেরা দেখল সে শকরা দৈত্য। প্রধানমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করলেন এবং বললেন শাহান শাহ ফিরে এলে তোর কঠোর বিচার হবে।

শকরাকে জেল হাজতে প্রেরণের পূর্বে তাকে জিজ্ঞেস করা হল তুই শাহান শাহের আংটি চুরি করে এযাবত আংটির বদৌলতে বাদশাহী করেছ এখন সে আংটি কোথায়? শকরা বলল, আমি যখন দেখলাম আংটি আর ধরে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখন সহজে ছোলায়মানকে উহা ভোগ করতে দেয়া আমার সহ্য হবে না একথা ভেবে আমি কিছুক্ষণ পূর্বে আংটিটা সমুদ্রে ফেলে দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী শকরার কথা শুনে বললেন, আংটি সমুদ্রে ফেলে দিলে কি হবে যদি ছোলায়মান (আঃ) আল্লাহর খাঁটি নবী হয়ে থাকেন তবে আংটি অবশ্যই তাঁর হস্তগত হবে। আর তোর অদৃষ্টে নেমে আসবে অশেষ দুঃখ কষ্ট ও যাতনা এবং পরিণাম হবে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক। যা ইতোপূর্বে কোন জিন ও ইনসানের জন্য আর বরাদ্দ করা হয় নি।

ওদিকে হযরত ছোলায়মান (আঃ) ধীবর কন্যাকে নিয়ে ঘর সংসার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। একদা তিনি বন্টনে তিনটি মাছ পেলেন। দুটি মাছ বাজারে বিক্রয় করে আটা ও অন্যান্য সওদা করলেন। বাকি একটি মাছ ঘরে নিয়ে আসলেন। স্ত্রীকে মাছ কেটে রান্না করতে বললেন। স্ত্রী মাছ কাটতে গিয়ে তার পেটের মধ্যে একটি আংটি দেখতে পেল। তখন সে ছোলায়মান (আঃ)-কে ডেকে বলল, দেখ দেখ মাছের পেটে কি আশ্চার্য জিনিস? হযরত ছোলায়মান (আঃ) বললেন, আমি এখন জাল বুনার কাজ করছি আমাকে বিরক্ত কর না ওটাকে রেখে দাও, পরে দেখব। এ কথায় তাঁর স্ত্রী আসস্থ্ হল না সে চিৎকার দিয়ে বলল, খোদার দোহাই একবার দেখে যাও, মাছের পেটে আশ্চার্য এক আংটি পেয়েছি। যাতে আমাদের ঘর উজ্জ্বল হয়ে গেছে। এর উপরে কি যেন লেখা রয়েছে এটা আমার ধরতে

www.pathagar.com

সাহস হচ্ছেনা। তখন হযরত ছোলায়মান (আঃ) বিরক্ত হয়ে মাছের কাছে এসে দেখলেন, এটা তাঁর সেই স্বর্গীয় আংটিটি। তখন তিনি স্ত্রীকে বললেন, একটু অপেক্ষা কর। তিনি তরিৎ গতিতে অজু করে দুরাকাত নামায আদায় করে এসে আংটি তুলে হাতে পড়লেন। হযরত ছোলায়মান (আঃ) হাতে আংটি পরার সাথে সাতে চতুর্দিক থেকে জীন পরী, দৈত্য-দানবেরা এস তাঁকে অভিবাদন জানাল। পশু-পক্ষী এসে আনুগত্যতা প্রকাশ করল। বাতাস তাঁর সিংহাসন বহন করে জেলে পাড়ায় নিয়ে আসল। দেখতে দেখতে সেখানে হাজার হাজার জনতার ভিড় জমে গেল। এলাকাটি একটি শহরে পরিণত হল। সিংহাসনের উজ্জ্বলতায় সারা এলাকা পরিষ্কার হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে এত সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল যার মধ্যে ধীবর কন্যা মাছটি কেটে ধুয়ে আনতে পারল না। অবস্থা ও পরিস্থিতি দেখে সমস্ত জেলে পাড়ার মানুষ হতবাক হয়ে গেল। ভেবে চিন্তে কেউ কিছু স্থির করতে পারল না। হযরত ছোলায়মান (আঃ) তাঁর শ্বশুরের দিকের সমস্ত আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শীকে সিংহাসনে এনে বসালেন এবং শাহীখানা দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। এতে তারা আরো অধিক আশ্চার্যন্বিত হল। তাদের বিবেক বুদ্ধি অসার হয়ে গেল। যা তারা দেখছে তা কি সত্যি না স্বপ্ন তা কল্পনা করতে পারল না। দেখতে দেখতে নিকটস্থ বাজার, শাহরের মানুষ এসে ভিড় জমাল। হযরত ছোলায়মান (আঃ) সকল মানুষকে ভুড়ি ভোজ দিয়ে আপ্যায়ন করল। কিছু লোক এসে হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর নিকট তাঁর দীনহীন অবস্থায় অত্র এলাকায় আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করল এবং পরিচয় জানতে চাইল। তখন তাঁর সিংহাসনের পরিষদবর্গের একজনে হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর সমুদয় বৃত্তান্ত তাদের নিকট খুলে বলল। লোকজন হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর নাম শুনেছে কিন্তু তাকে কোন দিন দেখে নি এবার আকস্মিক ভাবে তাঁর দর্শন লাভ করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং তাঁর নিকট দোয়া গ্রহণ ও সকল মুসকিল আছানের পরামর্শ গ্রহণ করতে আরম্ভ করল।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) এ জেলে পাড়াকে তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী বলে ঘোষণা দিলেন এবং অনতি বিলম্বে এখানে একটি শহর গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়ে কতিপয় জীন কর্মকর্তাকে সেখানে মোতায়েন করে নিজে রাজধানীতে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিলেন। তিনি ধীবর কন্যাকে বললেন, তুমি একজন অদ্বিতীয় হিকাকাঙক্ষী এবং অন্যতম সহধর্মিনী। তুমি আমার সিংহাসনে আমার পাশে এসে বস। তোমার যারা আত্মীয়-স্বজন আছে সকলকে আমার সিংহাসনে এসে আসন গ্রহণ করতে বল। সকলকে নিয়ে আমরা রাজধানীতে চলে যাব। শাহান শাহের আদেশ অনুসারে জেলেপাড়ার মানুষদেরকে সিংহাসনে নিয়ে আসা হল।

www.pathagar.com

অতপর শাহান শাহ বাতাসকে হুকুম দিলেন 'সিংহাসন নিয়ে রাজধানীতে চল'। বাতাস সিংহাসন নিয়ে শূন্যে উঠে গেল এবং ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করতে আরম্ভ করল। কিছু সময়ের মধ্যে হযরত ছোলায়মান (আঃ) সিংহাসন নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। রাজধানীর সমস্ত মানব, দানব, দেও, দৈত্য ও পশু-পক্ষী শাহান শাহকে অবনত মস্তকে ছালাম জানাল। দীর্ঘদিন তাঁর অনুপস্থিতির বিষাদে অনেকে কেঁদে হয়রান হয়ে গেল।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) রাজধানীতে ফিরে এসে প্রথমে শকরার প্রবর্তিত শরীয়ত বিরোধী আইনের বিলুপ্তি ঘোষণা করলেন। অতপর নিজ জীবনের উপর আল্লাহর পরীক্ষার বিবরণটি খুলে বললেন। পরে অত্যাচারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিচার করলেন। তাদের কাউকে নির্বাসন দিলেন, কাউকে শাস্তি দিলেন এবং কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন।

ছাইদুন শহরের বাদশাহ কন্যা যাকে হযরত ছোলায়মান অমুসলিম অবস্থায় বিবাহ করে এনেছিলেন। সে কন্যা ছোলায়মান (আঃ)-এর নিরুদ্দেশের পরে প্রকাশ্যে পিতৃমূর্তি পূজা করা আরম্ভ করে। তাই তার বিবরণ জেনে হযরত ছোলায়মান (আঃ) তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। শকরা দৈত্যের আংটি চুরি, সিংহাসন দখল ও শরীয়ত বিরোধী আইন প্রবর্তনের অপরাধে যাঁতাকলে পিষে তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। শকরা দৈত্যের যারা হুকুম বরদার ছিল, যারা মুসলমানদেরকে শাস্তি দিয়েছে, চাকরিচ্যুত করেছে ও উলঙ্গ নাচ-গানের আসর জমিয়েছে তাদের সকলকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) ছাইদুন শহর জয় করার পরে সেখান থেকে যে সব গণিমাতের মালপত্র এনেছিলেন, তার মধ্যে কিছু যাদু বিদ্যার বই-পুস্তক ছিল। শকরা দৈত্য সে বই থেকে কিছু যাদু বিদ্যা অর্জন করে নিজ চেহরা পরিবর্তন করেছিল যা আর অন্য কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে যাদুবিদ্যার বইগুলো হযরত ছোলায়মান (আঃ) তখন জ্বালিয়ে দিলেন বিচ্ছিন্ন দু একটি পাতা এদিক-সেদিক পড়ে ছিল যা দ্বারা পরবর্তী সময় মানুষ কিছু যাদুবিদ্যা শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছিল। যদি ঐ সময় তন্নতন্ন করে খুঁজে সমুদয় পৃষ্ঠা নষ্ট করে দেয়া হত তাহলে পৃথিবী থেকে যাদুবিদ্যা চিরদিনের জন্য মুছে যেত। হযরত ছোলায়মান (আঃ) রাজধানীতে ফিরে এসে খুব আনন্দিত হন নি। যেমনি মহাবিপদে পড়ে তিনি ঘাবড়ে যান নি। তিনি আনন্দিত হয়েছেন আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভের সুসংবাদ পেয়ে। তাই তিনি পূর্বের ন্যায় কঠোরভাবে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে আরম্ভ করলেন।

www.pathagar.com

বাইতুল মোকাদ্দাস নির্মাণ কার্য পরিচালনা

হযরত ছোলায়মান (আঃ) বেশ কিছু দিন এভাবে রাজ্য পরিচালনা করার পরে তাঁর পিতা হযরত দাউদ (আঃ)-এর নির্মিত মসজিদে আকসা সম্প্রসারণ ও পুনঃ নির্মাণের কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি পুর্বের মসজিদের সীমানা বাড়িয়ে উহা সৌন্দর্যমন্ডিত করার লক্ষ্য নিয়ে ব্যাপক ভাবে কাজ আরম্ভ করেন। জীনদের দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে মূল্যবান পাথর সংগ্রহ করে মজবুত ভিত্তি স্থাপন করে জীন ও ইনসানের মধ্য থেকে অভিজ্ঞ কারিকর দ্বারা কার্য শুরু করেন। দীর্ঘ দুই বছর যাবত মসজিদ নির্মাণের কাজ চলে। মসজিদের অভ্যন্তরের দেয়াল স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা কারুকার্যমন্ডিত করা হয়। ছাদ সেগুন কাঠ দ্বারা আবৃত করে তার উপরে মজবুত ঢালাই দেয়া হয়। মসজিদের অভ্যন্তরে এমন সমস্ত দামী পাথর আটকে দেয়া হয় যাতে ভিতরটা দিবারাত্র উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এছাড়া আরো কতক পাথর সেখানে রাখা হয় যেগুলো শীত ও তাপ নিয়ন্ত্রণ করে। গম্বুজটি শ্বেত পাথর দ্বারা তৈরি করা হয় যাতে দিনের বেলায় সূর্যালোতে চকমক করতে থাকে। সম্মুখে সুগন্ধি পুষ্প উদ্যান করা হয়।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) মসজিদের এ সমস্ত কাজের জন্য এক বছর ধরে তিনি সকল মালপত্র যোগাড় করে প্লান বুঝিয়ে দিয়ে নিজে একটি আয়নার দেয়ালের মধ্যে লাঠি ভর করে দাঁড়িয়ে সকল কর্মচারীদের কাজ তদারকি করছিলেন। দ্বিতীয় বছর কর্মচারী কর্মকর্তাগণ প্লান অনুসারে দিবারাত্র কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে সকলে নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা করে যেতে লাগল। হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর একদৃষ্টিতে এদিকে তাকিয়ে আছেন বলে কেউ কোনরূপ কাজে ফাঁকি দেয়ার চিন্তা করতে সাহস পায় নি। এভাবে পূর্ণ এক বছরকাল কাজ করার ফলে সমুদয় কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। সকল জীনেরা নিজ নিজ পরিশ্রমের সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার করতে পেরে ধন্য মনে করল।

হযরত ছোলায়মান (আঃ) মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে এক বছরকাল নিজে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে সকল মাল ছামানের সংগ্রহ, প্রকৌশলী নির্বাচন, কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদির কাজ সম্পন্ন করে যেদিন অবসর হলেন সেদিন তিনি কাচের দেয়ালের মধ্যে গিয়ে কর্মচারীদের কাজ তদারকের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন। এ সময় আল্লাহ তা'য়ালার হুকুমে হযরত আজরাইল (আঃ) এসে তাঁকে

www.pathagar.com

ছালাম দিলেন। নবী তখন হযরত আজরাইলকে বললেন, কি ভাই আপনি আমার নিকট কি জন্য এসেছেন? হযরত আজরাইল বললেন, আপনার জান কবজের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা হুকুম দিয়েছেন। তখন হযরত ছোলায়মান (আঃ) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ? তবে ভাই আমাকে একটু পানি পান করার সুযোগ দিন। হযরত আজরাইল (আঃ) বললেন, সে বরাদ্দ আপনার অদৃষ্টে নেই। এই বলে হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর জান কবজ করে নিলেন। যদিও হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর জান কবজ হয়ে গেল। কিন্তু লাঠিতে যেভাবে ভর করে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। জীন, ইনছান, প্রকৌশলী ও কর্মকর্তা কেউ টের পান নি কখন হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর জান কবজ হয়েছে। তারা হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে করল তিনি সুস্থ শরীরে সকলের কাজ তদারক করছেন এবং অধিক পারিশ্রমিকের পুরস্কৃত করার জন্য হয়ত তিনি সূক্ষ্ম যাচই বাছাই করছেন। তাই সকল কর্মচারী প্রতিযোগিতামূলক কাজ করে যেতে প্রাণপণ চেষ্টা করল। এভাবে দীর্ঘ এক বছর কাজ করার পরে মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হল। তখন সকল কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর নিকট পুরস্কার, দোয়া ও বাহবা আনার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট গমনের আশা করল। সকলে একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল আগামী দিন ভোর বেলা সকালে একত্রিত হয়ে হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত হবে। এ প্রোগ্রাম অনুসারে তারা ভোরবেলা এসে দেখল হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর লাঠিখানা কবে যে ঘুন পোকায় খেয়ে শেষ করে ফেলেছে এবং তিনি যে কত মাস পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন তার খবর কেউ রাখে নি। হযরত ছোলায়মান (আঃ)-এর লাঠি ভেঙ্গে নিচে পড়ে আছেন। তার শরীর শুকিয়ে কাষ্ঠবত হয়ে আছে। এ অবস্থা দেখে কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়লেন। শ্রমিক জীনেরা বলল, নবী মৃত্যুবরণ করেও যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাতে আমরা মনে করেছি তিনি সম্পূর্ণ জীবিত এবং আমাদের কার্যের তদারকীর লক্ষ্যে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন অথচ তিনি ছিলেন মৃত্যু। যদি আমরা পূর্বে এ খবর অবগত হতে সক্ষম হতাম তাহলে এভাবে প্রতিযোগিতামূলক কাজে প্রবৃত্ত হতাম না। তাতে হয়ত শেষ পর্যন্ত মসজিদের কাজ অসমাপ্ত থেকে যেত। মসজিদের কাজ সম্পন্ন করার প্রকৃত পরিকল্পনা আল্লাহ্ তা'য়ালা নিয়ন্ত্রণ করেছেন বলে নবীকে আমাদের সম্মুখে মৃত্যু অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। কুদরতে মওলার নাগাল পাওয়া কোন সৃষ্ট জীবের পক্ষে কোন দিন সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

হযরত জাকারিয়া (আঃ)

লৌহ করাতে শিকার হযরত জাকারিয়া (আঃ)

জন্ম ও নবুয়তী ঃ হযরত জাকারিয়া (আঃ) ছিলেন বনি ইস্রাইল বংশীয় একজন সম্মানিত নবী তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথ ছিল হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতা হযরত মরিয়মের খালা। সে হিসাবে হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর পুত্র ইয়াহিয়া (আঃ) ও ঈসা (আঃ) হতেন মামা ভাগ্নে।

কুরআনুল কারীম এরশাদ হয়েছে–

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيسٰى وَاِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ *

অর্থ ঃ "আর যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা, ইলায়াস তাঁরা সকলেই নেককারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।" (সূরা আন'আম ঃ ৮৫)

হেদায়েতের সময় ঘোষণা করতেন যে–

وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ *

অর্থ ঃ "আমি এ হেদায়েত কার্যের বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে কোন বিনিময় দাবী করছি না। আমার বিনিময় তো আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারেই রয়েছে।" (সূরা শু'আরা)

হযরত যাকারিয়া (আ) নিজের স্বীয় উপার্জনের জন্য করাতির কাজ করতেন। যেমন, মুসলিম, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমদে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا ـ

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছ) বলেছেন, হযরত যাকারিয়া (আ) (জিবিকা নির্বাহের জন্য) করাতির কাজ করতেন।" (আল হাদীস)

হযরত জাকারিয়া ছিলেন একজন আপোষহীন নবী। তিনি কলেমার দাওয়াত দিতে গিয়ে বনি ইস্রাইলদের নিকট যথেষ্ট লাঞ্ছিত হয়েছেন, যথেষ্ট নির্যাতন সহ্য করেছেন। ধনী, বণিক ও সচ্ছল ব্যক্তিরা সর্বদা তার বিরোধীতা করত। দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কতক তার দাওয়াত কবুল করে মুসলমান হয়। বাকি দেশের অধিকাংশ মানুষ ছিল তার শত্রু।

www.pathagar.com

একদা তিনি দাওয়াতী কাজে বদুল এলাকা সফর করেন। সেখানে তাকে স্থানীয় লোকেরা আটক করে এবং তাকে বলে, তুমি যে আল্লাহর নবী তার উপযুক্ত প্রমাণ দাও। আমরা তা দেখে তোমার প্রচারিত দ্বীন কবুল করব। অন্যথায় তোমাকে নির্যাতন করব। তখন নবী আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন এবং সেজদায় পতিত হলেন। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে জনৈক ফেরেস্তা এসে নবীকে বললেন, হে আল্লাহর খলিফা! আপনি এলাকার সকল মানুষকে জানিয়ে দিন, তারা যদি আপনাকে আর একদিন এভাবে অসহায় অবস্থায় বন্ধি রাখে তবে তাদের উপর কঠোর আজাব পতিত হবে। তখন তারা দিশেহারা হয়ে যাবে মুক্তির পথ তারা খুঁজে পাবে না কীট পতঙ্গের ন্যায় তারা রাস্তায় মৃত্যু বরণ করবে। নবী আল্লাহ তা'য়ালার ফেরেস্তোর আদেশ অনুসারে মানুষকে বললেন, তোমরা আমাকে আজ নির্যাতন করলে রেহাই পাবে না এবং আল্লাহর গজবের সম্মুখীন হবে। তখন তোমাদেরকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না। আমার নিকট নবুয়তীর প্রমাণ চেয়েছ আমি উত্তম উপদেশ দেই এটাই আমার নবুয়তীর প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এ ছাড়া অলৌকিক কিছু প্রদর্শন করা নবীদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সেটা আল্লাহ তা'য়ালার একান্ত মঞ্জুরী সাপেক্ষে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। আমাকে এখন পর্যন্ত তেমন কিছু প্রদর্শনের আদেশ প্রদান করা হয় নি। তবে তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমাকে মুক্তি করা তোমাদের একান্ত প্রয়োজন, না হয় এ জন্য তোমাদের দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হবে। তোমাদের উপর আল্লাহর আজাব আসবে। ধর্মদ্রোহীরা এ কথা শুনে বলল, তুমি একজন ভূয়া নবী তোমার কথায় আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষের ধর্ম জলাঞ্জলি দিব তা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার অমূলক প্রচারে মানুষ বিভ্রান্ত না হয়, সে দিকে আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখব এবং সে জন্য তোমাকে বন্দী অবস্থায় এখানে শুকিয়ে মারব।

আল্লাহর নবীর উপর অত্যাচারে আল্লাহ তা'য়ালা কওমের প্রতি বিরূপ হয়ে পরের দিন গরম পানির বৃষ্টি দিলেন। সে পানি এত উত্তপ্ত ছিল যে, মানুষ ও পশু-পক্ষীর শরীরে পতিত হওয়া মাত্র চামড়া উঠে যেতে লাগল। গরম পানির তেজস্ক্রিয় এত ভয়ানক ছিল যে, বৃষ্টির পানি যাদের শরীরে লাগল তারা অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু বরণ করল এবং যারা ঘরের মধ্যে ছিল, তাদের শরীরে উহার বাতাস লাগায় ফোস্কার ন্যায় এক প্রকার ভয়ানক ব্যাধি তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। বৃষ্টির পানিতে সকল শস্য, ফসল ও গাছের পাতা শুকিয়ে গেল। যেখানে বৃষ্টির পানি জমা হল, সেখানে টগবগ করে ফুঠতে আরম্ভ করল। গরম পানির তীব্রতায় মাটির নিচে বসবাসকারী প্রাণীরাও অসহ্য হয়ে উপরে উঠে মৃত্যু মুখে পতিত হল। মাত্র আধ ঘণ্টা বৃষ্টিপাতের ফলে সারা অঞ্চলে, এক মহা প্রলয় ঘটে

www.pathagar.com

গেল। বৃষ্টির পরে সেখানে বাতাস এত উত্তপ্ত ও তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল যাতে সে বাতাস কোন প্রাণীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। তাই যে সমস্ত মানুষ সুস্থ ছিল তারা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে জীবন রক্ষার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে তারা দরজা সামান্য ফাঁক করে অবস্থা অবলোকন করত।

একদিন এ ভয়াবহতা বিরাজমান হতে থাকে। পরের দিন যখন আবহাওয়া স্বাভাবিক হল, তখন ভাল মানুষেরা ঘর থেকে বেড়িয়ে গজবী দৃশ্য দেখতে পেল। তখন তারা নবীর উপর জুলুমের এটা পরিণাম ভেবে বন্দিশালায় গিয়ে নবীকে মুক্তি করে দিল এবং সকলে সমবেত ক্ষমা প্রার্থনা করল। নবী বললেন, তোমরা নিজেরা নিজেদের দুর্দশা ডেকে এনেছ এ জন্য কেউ দায়ী নয়, এখন তোমরা কলেমা পাঠ করে আল্লাহর দ্বীনকে কবুল কর। নবীর উপদেশ শুনে কতকে তখনই নবীর উপর ঈমান আনল এবং কতকে ইতস্তত করে ঘরে ফিরে গেল। যারা নবীর উপর ঈমান আনল তাদের যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনেরা বৃষ্টির গরম উত্তপ্ততায় ব্যাধি গ্রস্ত হয়েছিল তাদেরকে নিয়ে তারা নবীর দরবারে ছুটে এল। নবী তাদের জন্য দোয়া করলেন এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে উহা দ্বারা গোসল করিয়ে দিতে আদেশ দিলেন। নবীর উপদেশ অনুসারে যারা কাজ করল তাদের আত্মীয় স্বজনেরা সুস্থ্য হল। এ সময় নবী ও উক্ত এলাকা থেকে অন্যত্র চলে গেলেন।

নবীর বিদায়ের পরে সে অঞ্চলের মানুষেরা অসুস্থ লোকদিগকে নিয়ে নবীর বন্দি শালায় এসে দেখল নবী সেখানেই নেই। তখন তারা আরোগ্য লাভ করা ব্যক্তিদের বাড়িতে গিয়ে নবীর ফুক দান করা পানি খোঁজ করতে আরম্ভ করল। কেউ কিছু সামান্য পানি পেল, আবার কেউ পেল না। তখন রোগী গোসল করা পানি যা মাটিতে পড়েছিল তা কুড়িয়ে নিয়ে ব্যবহার করল। তাতেও ব্যধিগ্রস্থেরা আরোগ্য লাভ করল। ভিজে মাটি ভিজিয়ে ব্যবহার করায় তারা সুফল পেল। কেউ কেউ এ পানি নিয়ে নিজেদের কৃষি ক্ষেত্রে দিল, ফসলে ছিটিয়ে দিল। তারাও ধারণাতীত ফল লাভ করল। ফসল কয়েক গুণ বেশী হল।

অবস্থা ও পরিস্থিতি অবলোকন করে মানুষ নবীর প্রতি আস্থাবান হল। তখন তারা নবীর খোঁজে বের হল। অনেক অঞ্চল খুঁজে বেড়াল কিন্তু নবীর সাথে সাক্ষাত করা আর তাদের ভাগ্যে জুটল না। যারা নবীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা এক একজন খাঁটি ঈমানদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল। যারা নবীকে বিদ্রূপ করেছে, তাকে নির্যাতন করেছে তারা নবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে তাঁকে বহু অনুসন্ধান করেছে কিন্তু কেউ আর নবীর সাক্ষাত লাভে সমর্থ হয় নি।

নবী কয়েকটি এলাকা তড়িৎ সফর করে জেরুজালেমে এসে পৌঁছেন এবং বাইতুল মোকাদ্দাসের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘ দিন তিনি সে

www.pathagar.com

এলাকায় দ্বীনের দাওয়াত দেন কিন্তু লোকজনেরা তার প্রতি তেমন ভ্রুপেক্ষ করত না। তারা তাদের পূর্ব পুরুষের ধর্মের প্রতি দৃঢ় থাকে। দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করে। এক সময় নবী তাদেরকে আল্লাহর আজাবের ভীতি প্রদর্শন করেন। তখন বিধর্মীরা ক্ষীপ্ত হয়ে নবীকে হত্যা করার পরিকল্পনা নেয়। নবী ধর্মদ্রোহীদের পরিকল্পনার খবর পেয়ে নিজ দায়িত্ব পালনে একটু শিথিলতা প্রদর্শন করেন। যা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট অপছন্দ হল।

নবীর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। তাই তিনি নিজকে খুব অসহায় ও দুর্বল মনে করতেন। বিশেষ করে তার ইন্তেকালের পরে দ্বীনের দাওয়াতের ছিলছিলা বজায় রাখার কোন বাস্তব ব্যবস্থা বা কোন যোগ্য উত্তরাধিকারী না পেয়ে তিনি দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে খুব অভাব বোধ করতেন। তাই একদিন হতাশ মনে অতি গোপনে তিনি আল্লাহ আ'য়ালাল দরবারে একটি যোগ্য আল্লাহ ভীরু সন্তানের জন্য আবেদন জানালেন। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত জাকারিয়ার দোয়া কবুল করে তাকে জানিয়ে দিলেন, "হে জাকারিয়া! আমি তোমাকে ইয়াহহিয়া নামক এক ছেলের সুসংবাদ দিচ্ছি। সে নামের কাউকে আমি আর ইতোপূর্বে প্রেরণ করিনি।"

আর সূরা আম্বিয়াতে আছে–

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادٰى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ - وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ - إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا - وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ *

অর্থ ঃ "আর যাকারিয়ার ব্যাপারটি স্মরণ করুন, যখন সে তার প্রতিপালক ডেকে বলেছিল, হে রব! আমাকে একা রাখবেন না। (অর্থাৎ, ওয়ারিশবিহীন অবস্থায় রাখবে না।) আর আপনিই তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। অতঃপর আমি তার প্রার্থনা শ্রবণ করে তাকে ইয়াহইয়াহ দান করলাম এবং তার স্ত্রীকে তার জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন করে দিলাম। তার নেক কাজে প্রতিযোগিতা করত। তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৯-৯০)

আর সূরা আলে এমরানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ * فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ،

www.pathagar.com

اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ * قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ * قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِىِّ وَالْاِبْكَارِ *

অর্থ ঃ "সেখানেই যাকারিয়া (আ) স্বীয় প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে বললেন! হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার নিকট থেকে সৎ বংশধর দান করুন। নিঃসন্দেহ, আপনিই প্রার্থনা শ্রবণকারী। অতঃপর যখন যাকারিয়া কক্ষের ভেতরে ছালাতে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা এসে তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়ার (জন্মের) সুসংবাদ প্রদান করেছেন। তিনি আল্লাহর বাণীর সমর্থক, নেতা, জিতেন্দ্রিয় এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত একজন নবী হবেন। তিনি [যাকারিয়া (আ)] বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র কিরূপে হবে? আমার তো বার্ধক্য এসেছে আর আমার স্ত্রী হল বন্ধ্যা। তিনি (আল্লাহ্) বললেন, এভাবেই আল্লাহ্ যেমন ইচ্ছা তা করে থাকেন। তিনি বললেন, হে আমার রব! আমার জন্য একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন হল, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইঙ্গিত ছাড়া কোন কথা বলতে পারবে না। এবং তোমার রব এর স্মরণ খুব বেশী পরিমাণে করবে, আর সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত থাক।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৮-৪১)

হযরত জাকারিয়া আল্লাহর তা'য়ালার পক্ষ থেকে এ সুসংবাদ পেয়ে একটু লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, "হে প্রভু! কিভাবে আমার সন্তান হবে? আমার স্ত্রী প্রথম থেকেই বাঁজা, আর আমি বার্ধক্য হেতু অক্ষম হয়ে পড়েছি।" মানুষ সাধারণত নিজ সন্তান-সন্ততি জন্ম ক্ষেত্রে কিছুটা লজ্জাবোধ করে থাকে। হযরত জাকারিয়াও সে ধরনের লজ্জা পিড়িত হয়ে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে নিজের ও স্ত্রীর অক্ষমতার কথা তুলেছিলেন। কিন্তু প্রকারন্তরে একথা তার জানা ছিল যে, আল্লাহ্ তায়ালার যার দ্বারা যে কাজ উদ্ধার করতে চান তার নিকট অতি সহজ। তিনি আল্লাহ তা'য়ালার প্রেরিত সংবাদে খুব খুশী হলেন। তাই তিনি অতি আদরে গদ গদ হয়ে আবদারের স্বরে বললেন, হে প্রভু! আমার মন প্রবোধ মানছে না। অতএব তুমি আমাকে এর একটি নিদর্শন দেখাও।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে জানায় হল, হে জাকারিয়া! তুমি তিন দিন তিন রাত কারো সাথে কথা বলবে না। নিজ ঘরে অবস্থান নিবে। বাইরে গমনাগমন করবে না। হযরত জাকারিয়া আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ পেয়ে তিন দিন তিন রাত নির্বাক হয়ে ঘরে অবস্থান নিলেন। এ সময় তিনি একদিন দেখলেন তার স্ত্রীর ললাটে নক্ষত্রেরই ন্যায় উজ্জ্বল কি যেন জ্বলছে? তখন তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ললাটে নক্ষত্রের ন্যায় কি জ্বলছে? স্ত্রী-স্বামীকে বললেন, "আমি বোধ হয় গর্ভবর্তী হয়েছি এবং আমার গর্ভে একটি দুর্বল ও মহৎ সন্তানের আবির্ভাব ঘটবে আমি এর পূর্বাভাস পেয়েছি। হযরত জাকারিয়া একথা শুনে পাঠ করলেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমার তৃষ্ণিত হৃদয়কে ঠাণ্ডা করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করেছেন। তিনি তখন চিৎকার দিয়ে বললেন, হে প্রভু! আমি কি দিয়ে তোমার শোকর আদায় করব। সে ভাষা আমার জানা নেই। অতপর তিনি আল্লাহর দরবারে শোকরানা নামায আদায় করলেন।

এরপরে দীর্ঘ নয় মাস অতিবাহিত হবার পরে হযরত ইয়াহহিয়া (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। তখন হযরত জাকারিয়া (আঃ) আল্লাহর দরবারে দীর্ঘ সময় সেজদায় পড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি কস্মিন্‌কালেও ভাবেন নি যে তার এ বৃদ্ধ বয়সে এবং তার স্ত্রীর বাঁজা জীবনে কোন দিন তাদের কোন সন্তান-সন্ততি ভূমিষ্ঠ হবে। এমতাবস্থায় সন্তান লাভে তারা যে কত খানি আনন্দ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে তা আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) জন্ম গ্রহণ করার পরে চার বছর পর্যন্ত ঘরেই ছিলেন। তার পরে বাইরে কিছুটা চলাফেরা আরম্ভ করেন বটে কিন্তু অন্যান্য ছেলেদের সাথে আদৌ মেলামেশা করতেন না। সাত বছর বয়সে তিনি আল্লাহ তা'য়ালার এবাদাত বন্দেগীতে মনোনিবেশ করেন। তিনি আল্লাহর ভয়ে সর্বদা কেঁদে কাটাতেন। বেহেস্ত দোজখের বর্ণনা শুনলে তিনি অস্থিত হয়ে যেতেন।

আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে বলেন–

يَيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا

وَزَكٰوةً وَكَانَ تَقِيًّا وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ

وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا *

অর্থ ঃ "হে ইয়াহইয়া! এ কিতাব (তাওরাত) দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর। আমি তাকে শৈশবেই জ্ঞান দান করেছিলাম। তাছাড়া আমার নিকট থেকে তাকে

www.pathagar.com

অন্তরের নম্রতা এবং পবিত্রতা (দান করেছিলাম), সে ছিল মুত্তাকী এবং পিতা-মাতার অনুগত, সে উদ্ধত ছিল না। তার প্রতি ছিল শান্তি যেদিন জণ্ডগ্রহণ করেছে, সেদিন মৃত্যু হবে এবং যেদিন পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে।" (সূরা মারইয়াম ঃ ১২-১৫)

একদা তিনি হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর এক মাহফিলে উপস্থিত হন। হযরত জাকারিয়া (আঃ) জানতেন না যে, তাঁর পুত্র ইয়াহহিয়া সেখানে হাজির হয়েছেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় যখন বেহেস্ত দোজখের কথা বর্ণনা করছিলেন তখন হযরত ইয়াহহিয়া চিৎকার দিয়ে মাহফিল থেকে ছুটে পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন। হযরত জাকারিয়া মাহফিল শেষ করে নিজ পুত্র ইয়াহহিয়াকে খোঁজ করতে বের হলেন। কিন্তু তিনি কোথাও ইয়াহহিয়ার খোঁজ পেলেন না। এমতাবস্থায় তাঁর মাতাও পাগল প্রায় হয়ে সর্বত্র খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনিও হতাশ হলেন। পিতা-মাতা ছেলের অন্তর্ধানে খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম পরিত্যাগ করে পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গলে ঘুড়ে বেড়াতে লাগলেন। দীর্ঘ দিন পরে এক পাহারাদার ব্যক্তি এসে হযরত ইয়াহহিয়ার মাকে বলল, আপনার ছেলেকে আমি অমুক পর্বত গুহায় ক্রন্দনরত দেখে এসেছি। হযরত ইয়াহহিয়ার মাতা এ খবর শুনে সে দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করলেন, তিনি সে পর্বত গুহায় গিয়ে দেখলেন তাঁর ছেলে ইয়াহহিয়া চিৎকার দিয়ে কাঁদছেন। তখন তিনি ছেলের হাত ধরে বললেন বাবা! তুমি আমাদেরকে পাগল করে ছাড়বে? আজ দশ দিন যাবত আমি ও তোমার পিতা আনাচে কানাচে খুঁজতে খুঁজতে অসুস্থ হয়ে পড়েছি। অতএব এখন তুমি আমার সাথে বাড়ি চল। হযরত ইয়াহহিয়া বললেন, মা! বাড়িতে আরাম করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে প্রেরণ করেন নি। আমি এখন থেকে দ্বীনের দাওয়াতের কাজে আত্ম নিয়োগ করব। অতএব তুমি বাড়ি চলে যাও আমাকে দায়িত্ব পালন করতে সুযোগ দাও। তাঁর মা তাঁকে না নিয়ে আর আসল না। হযরত ইয়াহহিয়া তাঁর মায়ের সাথে বাড়িতে এসে মসজিদের এক কোণে বসে এবাদত বন্দেগী আরম্ভ করলেন, তার মা আর তাকে নিজ ঘরে নিতে সক্ষম হলেন না।

একদা তাঁর মাতা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে বললেন, হে প্রভু! আমাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদিগকে একটি পুত্র সন্তান তুমি দান করেছ, এ জন্য তোমার দরবারে লক্ষ লক্ষ শুকরিয়া আদায় করি। কিন্তু ছেলেটি এমন হাবা যে, দিবা-রাত্র সে বাড়ি ঘর ছেড়ে বনে জঙ্গলে কেঁদে কেঁদে অতিবাহিত করছে। এ ছেলে দ্বারা আমরা কি আশা করতে পারি। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে তাকে জবাব দেয়া হল, হে নবী পত্নী! তোমরা আল্লাহর নিকট খোদা ভীরু, মহৎ,

www.pathagar.com

সত্যনিষ্ঠ সন্তানের প্রার্থনা করেছিলেন। সে মর্মে আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদের ঘরে হযরত ইয়াহহিয়া (আঃ)-কে প্রেরণ করেছেন। ইয়াহহিয়া সাধারণ মানুষ নয় সে আল্লাহর মনোনীত একজন নবী। তাঁর দ্বারা তোমরা কি ধরনের কাজ আশা কর? তিনি এভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করে যাবেন। তোমরা তাঁকে অন্য পথে ঘুরিয়ে নিতে সক্ষম হবে না। তোমরা তাঁর কদর কর। তিনি একদিন তোমাদের কল্যাণের কাজে লাগবে। তাকে নিছক রুজী রোজগারের দায়িত্বে আটকে রেখ না। হযরত ইয়াহহিয়ার মাতা আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে এ ধরনের এক হুশিয়ারী বাণী প্রাপ্তির পরে ছেলেকে নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করেন নি। হযরত ইয়াহহিয়া সারা জীবন এভাবে কেঁদে কেদে এবাদাত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন এবং কওমকে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন।

হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর অন্তিমকাল

হযরত জাকারিয়া (আঃ) মহা বিরোধিতার মধ্য দিয়ে কওমের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পেশ করতেন। কওমের ধর্মদ্রোহীরা তাঁর প্রতি অত্যাচার অনাচার করে তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারল না। তখন তারা তাঁকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করার প্রচেষ্টায় মেতে উঠল। নবীকে পথে ঘাটে অপদস্ত করত। তাঁকে হত্যার হুমকি দিতে আরম্ভ করল। কিছুতেই নবী তাঁর কৃতকর্ম থেকে বিচ্যুত হলো না। তখন তারা নবীকে হাত পা বেঁধে নদীতে নিক্ষেপ করার পরিকল্পনা নিল। এ পরিকল্পনার পক্ষে তারা নবীকে একাকী বন্দী করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হল। একদিন তারা দলবদ্ধভাবে নবীর যাতায়াতের পথে ওৎ পেতে বসে রইল। ঠিক সেই মুহূর্তে নবী সেখান দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁকে আক্রমণ করল। নবী তখন তাদের কাছ থেকে ছুটে এক অরণ্যে গিয়ে লুকালেন। ধর্মদ্রোহীরা তাঁর পিছনে পিছনে ছুটল। নবী যখন দেখলেন তাঁর শত্রুরা কাছাকাছি এসে গেছে তখন তিনি কি করবেন, কোথায় লুকাবেন তা নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হলেন। চতুর্দিকে একবার তাকিয়ে তিনি একটি বিরাট বৃক্ষের নিকটে গিয়ে বললেন, হে বৃক্ষ! তুমি কাফেরদের আক্রমণ থেকে আমাকে রক্ষা কর। তখন গাছের জবান খুলে গেল। গাছ বলল, হে আল্লাহর নবী! আমি আমার পেট ফাঁক করে দিচ্ছি। আপনি আমার পেটের মধ্যে আশ্রয় নিন। একথা বলে গাছটি দুভাগ হয়ে গেল, তখন হযরত জাকারিয়া গাছের সে ফাঁকের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন, অমনি গাছটির দুখণ্ড একত্রিত হয়ে হযরত জাকারিয়া (আঃ)-কে লুকিয়ে ফেলল। কাফেরেরা এ পর্যন্ত এসে নবীকে দেখল না। তখন তারা হতভম্ব হয়ে গেল। একটু পূর্বে তারা দূর থেকে নবীকে এখানে দেখেছে। অথচ মুহূর্তকালের মধ্যে সে কোথায় লুকাল, যাতে তাঁর কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। এ সময় শয়তান বৃদ্ধ মানুষের ছুরতে

www.pathagar.com

সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল, তোমরা যাকে খোঁজ করছ সে এ গাছের পেটের মধ্যে লুকিয়েছে। তোমরা যদি তাকে হত্যা করতে চাও তবে গাছটি কেটে চিরে ফেল,. তবে সেও দ্বিখন্ডিত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। ক্ষিপ্ত জনতা তখন গাছ কাটার জন্য কুঠার করাত ইত্যাদি সংগ্রহ করে সেখানে জমায়েত হল।

একদল লোক কুঠার দ্বারা গাছের গোড়া কাঠতে আরম্ভ করেছিল। কাঠুরিয়ার দল গাছ একদিক থেকে কেটে যখন অন্য দিকে যায় তখন পিছনে কাটা জায়গা অক্ষত অবস্থায় পরিণত হয়। এভাবে তারা একদিন একরাত চেষ্টা করে গাছের সামান্যতম স্থান কাটতে সক্ষম হল না। প্রায় দশ বারটি মানুষ অবিরাম চেষ্টা করে হাঁফিয়ে গেল কিন্তু গাছের সামান্যতম জায়গা তারা কাটতে সমর্থ হল না। তখন তারা আর একটি গাছের তলায় বসে বিশ্রাম নিতে ছিল আর চিন্তা করছিল ব্যাপারটির জটিলতা কোথায়। এমন সময় শয়তান বৃদ্ধের ছুরতে সেখানে এসে হাজির হল। সকলে তাকে দেখে বলল, চাচা মিয়া! আপনি জাকারিয়াকে গাছের পেটে ঢুকতে দেখলেন এবং গাছ কাটতে বললেন। আমরা যে গাছ কেটে অগ্রসর হতে পারছি না। এখন কি করব? বৃদ্ধ বলল, এক্ষেত্রে কিছু জটিলতা আছে সে কথা তোমাদেরকে পরে বলব। এখন তোমরা যদি গাছ কাটতে চাও তবে কতক যুবক-যুবতীকে এনে গাছের তলায় বসে ব্যাভিচারীতে লিপ্ত হতে বল। অতপর তারা কতক যুবক-যুবতীকে সেখানে সমবেত করে ব্যাভিচারীতে লিপ্ত করাল। তারপরে তারা পুনরায় গাছ কাটতে আরম্ভ করল। এবার তাদের পক্ষে গাছ কাটা সম্ভব হল।

অল্প সময়ের মধ্যে তারা গাছটি ভূপাতিত করতে সক্ষম হল। অতপর গাছটি খুটির উপর তুলে লম্বাভাবে মাঝখান দিয়ে করাত চালাল। গাছ দ্বিখণ্ডিত হল। কিন্তু তার মধ্যে মরা মানুষের কোন অস্তিত্ব পেল না। তখন তারা গাছের খন্ড দুটিকে আরো ক্ষুদ্র করার লক্ষ্যে তক্তার আকারে চিরতে আরম্ভ কর, তাতেও হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর কোন অস্তিত্ব তারা পেল না। হযরত জ'কারিয়া (আঃ) গাছের মাঝে অদৃশ্য হওয়া এবং গাছ কাটা ব্যাপারটিকে প্রত্যক্ষ করার জন্য সেখানে হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হয়ে গেল। এ রহস্যময় ঘটনার পরি সমাপ্তি কোথায় তা দর্শন করার জন্য মানুষ অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। করাত মজুরেরা গাছটি তক্তা করে নিকটস্থ এক পুকুরে ফেলে দিল। তখন দেখা গেল পুকুর পানি সম্পূর্ণ রক্তে পরিণত হয়ে গেছে এবং এত বিষাক্ত হয়ে গেছে যা মানুষের হাতে পায়ে লাগা মাত্র চামড়া উঠে যেতে লাগল। অপর দিকে যে গাছটি কাটা হয়েছিল। তাতে অনেক পাখি বাস করত। গাছ ভূপাতিত হবার পর সে পাখিগুলো বিকট শব্দ করে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল। সে পাখিগুলো কিছু সময়

www.pathagar.com

পরে মুখ দিয়ে এক প্রকার ফেনা উদগীরণ করে চতুর্দিকে ছিটিয়ে দিতে আরম্ভ করল। সে ফেনা ও লালা মানুষের শরীরে লাগা মাত্র আগুনের ন্যায় জ্বলে পুড়ে ক্ষত সৃষ্টি হতে লাগল। সে ছিল এত বিষাক্ত এবং ভয়াবহ যা আগুনের ন্যায় দাহ শক্তিসম্পন্ন। যার শরীরে তার বিন্দুমাত্র একবার লাগল সে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে জ্ঞান হারাল, পরে মৃত্যু বরণ করল। কয়েক ঘন্টা পরে দেখা গেল কর্মচারী, দর্শক ও উপস্থিত জনতার মধ্যে মাত্র কয়েকটি লোক জীবিত আছে। বাকি সবই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। এটাই ছিল হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর নবুয়তী মো'জেযার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

হযরত ইয়াহহিয়া (আঃ)-এর শাহাদাত

হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর বৃদ্ধ বয়সে লাভ করা রহমতি সন্তান হযরত ইয়াহহিয়া (আঃ) বাল্যকাল থেকেই নবুয়তি চরিত্র লাভ করেন। আল্লাহর তরফ থেকে কখন তিনি নবুয়তি লাভ করেন তা জানা যায় নি। তবে তাঁর খোদাভীতি নির্মল স্বভাব ও মহত্ত্বতার নিদর্শন একান্ত বাল্যকাল থেকেই প্রকাশ পায়। তিনি সারা জীবন কেঁদে কেঁদে ও গভীর বন্দেগীতে নিমগ্ন থেকে বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করে রেখে গেছেন। তা আর অন্য কোন নবীর জীবনে দেখা যায় নি। তিনি এবাদাত বন্দেগীর মাঝে জাতিকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে নির্যাতন সহ্য করেছেন। তিনি অতি অল্প বয়সে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর অন্তর্ধানের পরে হযরত ইয়াহহিয়া (আঃ)-এর উপর পিতার হেদায়েতী দায়িত্ব অর্পিত হয়। তখন তিনি জাতিকে হেদায়েতের জন্য নরম ভাষায়, বিনম্রভাবে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। একদা কতিপয় বনি ইস্রাইলের নেতা হযরত ইয়াহহিয়া (আঃ)-এর নিকট এসে বলে, হে নবী ইয়াহহিয়া! আপনার পিতার সাথে আমাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। কারণ তিনি সর্বদা রাজনীতি আলোচনা করতেন, ক্ষমতা দখল করা এবং ক্ষমতাশীনদের উপর প্রভাব বিস্তার করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা ধর্মের সাথে রাজনীতি জড়িত করে ধর্মকে অপবিত্র করতে চাই নি। তাই তাঁর এহেন গর্হিত কাজকে আমরা কোন দিন সমর্থন দিতে পারি নি। আপনার মধ্যে আমরা সে স্বভাব লক্ষ্য করছি না। অতএব আপনার সাথে আমাদের সম্পর্ক বজায় থাকবে বলে আশা করি। আপনি যেভাবে নম্র, সৎ ও বিনয়ী তাতে আপনার সাথে আমাদের বিরোধের কোন কারণ দেখছি না। বিশেষ করে আপনি যেখানে ইসলাম প্রতিপালন করে থাকেন তাতে কারো সাথে আপনার সংঘাতের কোন সম্ভাবনা নেই বলে আমাদের বিশ্বাস। এমতাবস্থা আমরা আপনার সাথে মিলে মিশে থাকতে চাই। নবী তাদের কথা শুনে কোন উত্তর দিলেন না।

www.pathagar.com

দু' একদিন পরে উক্ত নেতাগণ মালেকা নাম্নী জনৈকা মহিলাকে নিয়ে হযরত ইয়াহহিয়া (আঃ)-এর নিকট হাজির হল। তারা নবীকে উদ্দেশ্যে করে বলল, আমরা তো পূর্ব হতেই মুসলমান। আমরা শরীয়তের মসলা-মাসায়েল পালন করে চলি। সে হিসাবে আপনাকে আমরা আমাদের ওস্তাদ মনে করে একটি ফতোয়া নিতে এসেছি। আমাদের সাথে যে মহিলাকে দেখছেন তার নাম মালেকা। তিনি এতদঞ্চলের একজন সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত মহিলা এবং অগাধ ধন-সম্পদের মালিক। বর্তমানে তিনি স্থানীয় শাসনকর্তাকে বিয়ে করেছেন। মালেকার পুর্বে এক বিবাহ ছিল সে ঘরে একটি কন্যা সন্তান আছে। কন্যাটি এখন বিবাহযোগ্য। এমতাবস্থায় মালেকা সে কন্যাকে নিজ স্বামীর নিকট বিবাহ দিতে আগ্রহশীল। তাই বিষয়টি শরীয়তসম্মত করে নেয়া উচিত বলে আমরা আপনার নিকট এসেছি। এখন আপনি বিষয়টির শরীয়ত সম্মত রায় দিলে আমরা কাজটি তরান্বিত করতে পারি।

হযরত ইয়াহহিয়া (আঃ) বনি ইস্রাইলদের কথা শুনে বললেন, এ বিবাহ শরীয়তে জায়েজ নেই। অতএব আমি এ বিবাহে সম্মতি দিতে পারি না। এ কথা শুনে বনি ইস্রাইলেরা একটু বিষণ্ন হল এবং হযরত ইয়াহহিয়া (আঃ)-কে নানাভাবে বুঝিয়ে রাজি করার চেষ্টা করল। এমন কি তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তারা বলল, আপনার জন্য এ বিবাহে সম্মতি প্রদান করা এক বিরাট লাভজনক কাজ। অন্যথায় আপনাকে চরম মাশুল দিতে হবে। হযরত ইয়াহহিয়া (আঃ) তাদের কথার প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ না করে বিবাহে বাধাদান বলবত রাখলেন।

মালেকা নবীর একগেয়েমি মন্তব্যের কারণে খুবই ক্ষীপ্ত হল। সে নবীকে কিছুটা ধমক দিল এবং গালাগালি করল। নবী সে কথার প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তখন মহিলা অগ্নিশর্মা হয়ে তার স্বামীর নিকট গিয়ে সমস্ত ঘটনা বলল। তার স্বামী স্থানীয় শাসনকর্তা বিধায় তার নিকট অনেক শান্তিরক্ষা বাহিনী, নিরাপত্তা বাহিনী মজুদ থাকত। সে তখন একদল বাহিনীকে হুকুম দিল তারা যেন এ মুহূর্তে হযরত ইয়াহহিয়া (আঃ)-কে সেখানে ধরে নিয়ে আসে রাজশক্তির সম্মুখে সকলেই দুর্বল থাকে। তাই তারা গিয়ে হযরত ইয়াহহিয়া (আঃ)-কে ধরে জালেম শাসকের নিকট নিয়ে এল। জালেম শাসক হযরত ইয়াহহিয়া (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নিকট মহিলা যে ফতোয়া চেয়েছিল তা সঠিকভাবে দিবে না মৃত্যু বরণ করবে? নবী বললেন, আমার জীবন থাকতে আমি শরীয়ত বিরোধী ফতোয়া দিতে পারব না। মা ও তার মেয়েকে একই ব্যক্তি বিবাহ করবে এটা বিবাহ নয় এটা সরাসরি জেনা। আল্লাহ তা'য়ালা এ ঘৃনিত কাজ থেকে

www.pathagar.com

মানুষকে বিরত থাকতে আদেশ দিয়েছেন। তখন শাসক আদেশ দিল হযরত ইয়াহহিয়াকে জেলখানায় নিয়ে তাঁকে বেত্রাঘাত কর যতক্ষনন পর্যন্ত সে সঠিক ফতোয়া দিতে সম্মত না হয়। সেনাবাহিনীর লোকেরা তাদের প্রভুর আদেশ অনুসারে তাঁকে জেলে নিয়ে গেল এবং তাঁর উপর অত্যাচার করল।

জালেম শাসক অবস্থা দেখার জন্য জেলখানায় গেল। সেখানে গিয়ে সে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল যাতে নবীর মুখ থেকে রক্ত বের হল, শরীরের অনেক জায়গা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। এক পর্যায়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তখন কিছু সময়ের জন্য বেত্রাঘাত বন্ধ করা হল যখন তার হুঁশ আসল তখন তাঁকে জিজ্ঞেসা করা হল। এবার তুমি সঠিক ফতোয়া দিবে? নবী বললেন, আমি যে কথা বলেছি তা সঠিক। এর বিকল্প আমার কোন বক্তব্য নেই। তখন জালেম শাসক নবীকে হত্যা করার হুকুম দিল। সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা প্রভুর আদেশে নবীর গলদেশে ছুরি চালিয়ে তাকে হত্যা করল। নবীর রুহ জান্নাতে চলে গেল। জালেম শাসক নবীকে হত্যা করার পরে নিজ স্ত্রীর পূর্ব ঘরের কন্যাকে বিবাহ করল। পরিষদবর্গের কেউ কেউ এর পরিণাম বিপদজনক বলে উল্লেখ করল। কিন্তু শাসক সেদিকে আদৌ ভ্রুক্ষেপ করল না। সে নিজ কাজ সমাধা করল।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ *

অর্থ ঃ "যারা আল্লাহ নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করে। আর (নবীদের ছাড়া অন্য) যাঁরা তাদেরকে ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয়, তাঁদেরকে হত্যা করে। আপনি তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দিন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ২১)

একদিন পরে জালেম শাসক তার নতুন স্ত্রীকে নিয়ে ছাদে ভ্রমণে গেল। সেখানে সুসজ্জিত এক মঞ্চ তৈরি করে স্ত্রীকে নিয়ে মহা মত্ততায় ব্যস্ত ছিল। এমন সময় প্রলয়ঙ্করী এক ঝটিকা এসে তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। পরের দিন পর্যন্ত শাসক আর ছাদ থেকে নামছে না দেখে তার প্রহরীরা ছাদে উঠে দেখে সেখানে কোন মানুষ বা মঞ্চের কোন চিহ্ন নেই। তখন তারা শাসকের খোঁজে চতুর্দিকে নেমে গেল। কিন্তু কোথাও তার কোন সন্ধান পেল না। দীর্ঘ দিন যাবত তার খোঁজ খবর করেও কোন হদিস পাওয়া গেল না। তখন সকলে হতাশ হল এবং বলাবলি করতে আরম্ভ করল যে, নবীকে হত্যা করার দায়ে আল্লাহ তার ও স্ত্রীর লাশ সরাসরি দোজখে নিক্ষেপ করেছেন। তাদের লাশ পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষে কোন দিন দর্শন করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

হযরত মরিয়ম ও ঈসা (আঃ)

হযরত মরিয়মের জন্ম ও কর্ম জীবন

হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর জমানার কথা। যখন তিনি আল্লাহ তা'য়ালার নবী হিসেবে বাইতুল মোকাদ্দাসের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা-যত্নের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তখন বনি ইস্রাইলের মাঝে হেনা নামের একজন নেক্কার ও ধর্মভীরু মহিলা ছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম ছিল এমরান। কথিত আছে যে, হেনার এক বোনকেই হযরত জাকারিয়া (আঃ) বিবাহ করেছিলেন, সে সূত্রে হেনা হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর শালিকা হতেন। হেনা বৃদ্ধ বয়সে গর্ভ ধারণ করেন। তখন তিনি আল্লাহর দরবারে মানত করেন, তার গর্ভে যে সন্তান আছে, সে ভূমিষ্ঠ হলে তাকে বায়তুল মোকাদ্দাসের সেবক হিসাবে উৎসর্গ করবেন। তখনকার দিনে এ ধরনের মানতের নিয়ম ছিল। যাদেরকে এভাবে মানত করা হত তারা সারা জীবন বাইতুল মোকাদ্দাসের সেবায় এবং এবাদাত বন্দেগীর মাধ্যমে নিজ নিজ জীবন অতিবাহিত করত। এ ধরনের নিয়মের কারণে বাইতুল মোকাদ্দাসের খাদেম বা সেবকের সংখ্যা ছিল অনেক। তাদের খাওয়া ব্যবস্থাদির জন্য মুসলমানগণ উদার হস্তে দান করত। সেবকের সংখ্যা যত বেশি হোক না কেন তাদেরকে কোন দিন অসহায় বা অভাবে দিন কাটাতে হয় নি। এটাই ছিল বাইতুল মোকাদ্দাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কুরআনুল কারীম এ ঘটনাটিকে অলৌকিক ও সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করেছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ
* ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ * اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ
رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَافِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ * فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ
بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا

www.pathagar.com

بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّ
أَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ـ

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই,আল্লাহ আদম, নূহ, আহলে ইব্রাহীম এবং আহলে ইব্রাহীমকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন, এরা একে অপরের বংশধর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সেই সময়টিকে স্মরন করুন,) যখন ইমরনের স্ত্রী বলল, হে আমার রব! আমার গর্বে যা রয়েছে, তা একান্ত আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। অতএব, আপনি তাকে আমার পক্ষ থেকে কবূল করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। অতঃপর যখন সে সন্তান প্রসব করল (এবং দেখল যে, নবজাত সন্তানটি কন্যা।) তখন আক্ষেপের সাথে সে বলল, হে আমার রব! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। আল্লাহ সম্যক অবগত রয়েছেন। আর পুত্র এবং কন্যা সমান নয়। আর আমি তার নাম মারইয়াম রেখেছি। আর আমি তাকে এবং তার (ভবিষৎ) সন্তানকে বিতাড়িত শয়তানের ক্ষতি থেকে আপনার আশ্রয়ে প্রদান করছি। অতঃপর মারইয়মকে তাঁর প্রতিপালক খুব উত্তমরূপে কবূল করলেন। এবং তাঁকে উত্তমরূপে লালন-পালন করলেন। আর তাঁকে যাকারিয়া (আ) এর তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৩-৩৭)

হেনা গর্ভ ধারণের নয় মাস পরে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন এবং তার নাম রাখলেন মরিয়ম। কিন্তু মানতের বিষয় তিনি খুব নিরাশ হলেন। কারণ ইতোপূর্বের কোন কন্যা সন্তান বাইতুল মোকাদ্দাসের সেবক হিসেবে কেউ দান করেন নি। তাই বিষয়টি হেনার নিকট নৈরাশ্যজনক বলে বোধ হয়েছে। তাঁর ধারণা ছিল হয়ত কন্যা সন্তানকে আল্লাহ তা'য়ালা সেবক হিসেবে কবুল করবেন না এবং মসজিদের প্রধান কর্মকর্তাবৃন্দও এতে সম্মতি দিবেন না। এমতাবস্থায় তিনি বিষয়টি ভেবে ভেবে খুবই নিরাশ হলেন এবং কেঁদে কাটাতে লাগলেন। আল্লাহ তা'য়ালা তখন হেনাকে লক্ষ্য করে বললেন "হেনা! তুমি যা প্রসব করেছ, তা আল্লাহ তা'য়ালা ভালভাবে জানেন। মরিয়ম পুরুষ না হলেও আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে কবুল করেছেন এবং তাঁর মর্যাদা যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁকে নবী জাকারিয়ার নিকট দিয়ে দাও।"

হেনা আল্লাহ তা'য়ালার থেকে সান্ত্বনা বাণী পেয়ে খুব নিশ্চিন্ত হলেন। অতপর সাত বছর পর্যন্ত মরিয়মকে প্রতিপালন করে বড় করে তুললেন। তারপরে মরিয়মকে এনে হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর নিকট হাজির করে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমি মানত করেছিলাম আমার সন্তানকে আল্লাহর ঘরের

www.pathagar.com

খেদমতে দিব। দুর্ভাগ্যবশত আমি একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। তবুও আমার মানত ঠিক রাখার জন্য একে আপনার হাতে তুলে দিতে এসেছি। আপনি মেহেরবাণী করে একে কবুল করে নিন।

হযরত জাকারিয়া (আঃ) তখন মসজিদের মুসুল্লিগণকে ডেকে বললেন, আপনাদের মধ্যে কে আছেন যে এ মেয়েটির ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে রাজী আছেন। মুসুল্লিগণ মরিয়মের ললাটে এক জ্যোতিষ্মান নূর দেখে তাঁর ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিতে সকলে আগহ্ প্রকাশ করল। হযরত জাকারিয়া দেখলেন, সকলেই দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করছে এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবে কারো হাতে মরিয়মের প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পণ করার এক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। তখন তিনি লটারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

তাওরাত কিতাব লিখার কাজে যে কলম ব্যবহৃত হত সে কলমটি এক এক করে সকলের হাতে দিবার ব্যবস্থা করলেন। ঐ কলমটি পানি ভর্তি এক পাত্রের মধ্যে ছেড়ে দিলে যার হাতের কলম পানিতে ডুববে না, সে মরিয়মের প্রতিপালনের দায়িত্ব লাভ করবেন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে এক এক করে পরস্পর আরম্ভ হল। সকলের হাতের কলম পানিতে ডুবে গেল। যখন হযরত জাকারিয়া (আঃ) কলম পানিতে ফেললেন তখন কলম আর ডুবল না। পানির উপর ভেসে থাকল। তখন সকলে হযরত জাকারিয়া (আঃ)-কে মরিয়মের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। হযরত জাকারিয়া তখন থেকে হযরত মরিয়মের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি মরিয়মের জন্য বাইতুল মোকাদ্দাসের মধ্যে এক পাশে একটি কক্ষ নির্ধারিত করে দিলেন। সে সেখানে বসে এবাদাত বন্দেগী করবে এবং শুধুমাত্র হযরত জাকারিয়া (আঃ) বাসায় যাতায়াত করবে। জাকারিয়া (আঃ)-এর স্ত্রী মরিয়মের খালা মরিয়মের ললাটে অসাধারণ এক উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করে বুঝতে পারলেন এ মেয়েটি সাধারণ মেয়ে নয়। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কোন এক মহান ব্যক্তিত্ব এর মাঝে লুকিয়ে আছে। ভবিষ্যতে এর সন্তানদের মধ্যে হয়ত আল্লাহ্ তা'য়ালার মহামানবের মর্যাদা দান করবেন। তাই তিনি মরিয়মকে যথেষ্ট আদর করতেন এবং প্রাণপণ সেবা-যত্ন করতেন।

প্রথম জীবনে মরিয়ম অধিকাংশ সময় খালার নিকট কাটাতেন। পরবর্তী সময় অধিকাংশ সময় মসজিদে তাঁর নির্দিষ্ট কক্ষে এবাদাতে মগ্ন থাকতেন। হযরত জাকারিয়া (আঃ) বাইরে থেকে উক্ত কক্ষে তালা বন্ধ করে রাখতেন। একদা হযরত জাকারিয়া (আঃ) মরিয়মকে তালাবদ্ধ করে রেখে এসে এদিকে এমন সমস্যায় পতিত হলেন যে, চার দিন যাবত তিনি আর মসজিদে যেতে

www.pathagar.com

পারেন নি। চারদিন পরে হঠাৎ যখন মরিয়মের কথা তাঁর মনে পড়ল তখন তিনি আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। চার দিন যাবত তিনি মরিয়মের খানাপিনা বা খোঁজ-খবর না নিয়ে ফেলে রেখেছেন। তাঁর অদৃষ্টে না জানি কি দুর্ভোগ ঘটে গেছে। এ চিন্তায় তিনি পাগলের ন্যায় দৌড়ে এসে কক্ষের তালা খুলে দেখলেন মরিয়ম নামাযে দণ্ডায়মান আছেন। তাঁর চারপাশে নানা রকম ফলমূল ও খাদ্যের সমারোহ। তখন তিনি পাঠ করলেন, "আলহামদুলিল্লাহ"।

এ বিষয়টি কুরআনুল কারীমে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ

وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا

قَالَ يٰمَرْيَمُ أَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ،

بِغَيْرِ حِسَابٍ *

অর্থ ঃ "আর তাকে (মারইয়ামকে) রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে যাকারিয়া (আ) কে রেখেছিলেন। যখনই যাকারিয়া (আ) মারইয়ামের কক্ষে সাক্ষাতের উদ্দেশে প্রবেশ করতেন, তখনই তার নিকট খাদ্যদ্রব্য বিদ্যমান দেখতে পেতেন। তিনি বলতেন, হে মারইয়াম! এ সব বস্তু তুমি কোথায় পেলে? মারইয়াম বললেন, এটা আল্লাহর নিকট থেকে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন জীবনোপকরণ দান করে থাকেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৭)

হযরত মারইয়াম এভাবে দীর্ঘদিন ধরে নিজের পবিত্র কর্তব্য সম্পাদনের সাথে সাথে পবিত্র জীবন যাপন করতে থাকলেন। মসজিদে আকছারী সর্বাপেক্ষা মর্যাদা সম্পন্ন খাদেম হযরত যাকারিয়া (আ)ও তাঁর সংসার বিমুখতা ও পরহেযগারী দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন, আল্লাহ তাঁর মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদাকে আরও অধিক উন্নত করে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের দ্বারা তাঁকে খোশখবর প্রদান করলেন ঃ

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ

عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ * يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ

الرّٰكِعِيْنَ * ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ ، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ

يُلْقُوْنَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُوْنَ *

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "(হে নবী! সে সময়ের কথা স্মরণ করুন) যখন ফেরেশতারা বললেন, হে মারইয়াম! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীদের উপর তোমাকে মনোনীত করেছেন। হে মারইয়াম! স্বীয় প্রতিপালকের সামনে অবনমিত হও এবং সেজদা কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। আপনি তখন সে তাদের নিকট বিদ্যমান ছিলেন না, যখন তারা নিজেদের কলমসূহকে নিক্ষেপ করছিল (এ উদ্দেশ্যে) যে, মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার কে গ্রহণ করবে। আর আপনি তখনও বিদ্যমান ছিলেন না, যখন তারা দায়িত্বভার গ্রহণ করা নিয়ে পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়েছিল।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৪২-৪৪)

মরিয়ম নামায শেষ করে খালুজানকে সালাম দিলেন। হযরত জাকারিয়া (আঃ) দুঃখিত ও লজ্জিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, মা! তুমি এ কয়দিন কেমন ছিলে? আমি এক মহা বিপদের মধ্যে নিপতিত হয়ে তোমার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। যার ফলে নিয়মিত তোমার খবর নিতে পারি নি। তুমি এ জন্য আমাকে ক্ষমা কর। হযরত মরিয়ম বললেন, খালুজান! আপনি কি বলছেন। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি তো ভোরবেলা আমাকে এ সব খাদ্য দিয়ে গেলেন। এখন দুপুর না হতে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, আমি কয়দিন কেমন ছিলাম। কয়দিন আপনি কোথায় পেলেন, আপনি তো নিয়মিত দৈনিক দুবার আমার খোঁজ-খবর নিচ্ছেন এবং আমার খাদ্য এখানে পৌছে দিচ্ছেন। তবে গত দিনের খাদ্য সম্ভার ছিল একটু ব্যতিক্রম। এত রকমারী খাদ্য আপনি আর কোন দিন এখানে নিয়ে আসেন নি। যার দশ ভাগের এক ভাগ আমি সারাদিনে খেতে পারি নি। এখন আপনার কথার প্রকৃত অর্থ আমার বোধগম্য হচ্ছে না। হযরত জাকারিয়া (আঃ) তখন আল্লাহ তা'য়ালার কুদরতী লীলার নিদর্শন উপলব্ধি করলেন এবং বললেন, মা! তুমি যা বলেছ সবই সত্য। কিন্তু এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'য়ালার এক রহস্যময়ী কীর্তির নিদর্শনের বিকাশ ঘটেছে।

আমি বিগত চারদিন পূর্বে তোমাকে তালাবদ্ধ করে রেখে যাওয়ার পরে এক বিপদ সঙ্কুল পরিস্থিতিতে সম্মুখীন হই। যাতে করে তোমার কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাই। চারদিন পরে যখন তোমার কথা আমার স্মরণ হয় তখন আমি পাগলের ন্যায় এখানে ছুটে এসে দেখি তোমার সম্মুখে বিভিন্ন রকম খাবার সজ্জিত এবং তুমি নামাযে দণ্ডায়মান, তখন আমি কিছুটা শান্ত হই। অতপর তোমার মুখের বর্ণনা শুনে আমি আরও অবাক হই। বিগত চারদিন যাবত যে আমি তোমার খবর নিতে পারি নি। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে তা আদৌ আঁচ করতে দেন নি। তিনি ফেরেস্তা দ্বারা তোমার নিয়মিত খোঁজ খবর নিয়েছেন। এটা ছিল আল্লাহ

www.pathagar.com

তায়ালার এক অপূর্ব রহমতের নিদর্শন। মা! তুমি নিয়মিত আল্লাহ্ তা'য়ালার বন্দেগী করে যাও। তোমার অদৃষ্টে আল্লাহ্ তা'য়ালা হয়ত আরো অনেক নেয়ামত রেখেছেন। যা তুমি পর্যায়ক্রমে লাভ করতে সক্ষম হবে।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব

হযরত মরিয়মের বয়স যখন চৌদ্দ বছর তখন তিনি ঋতুবর্তী হন। প্রথম ঋতুর পরে তিনি পবিত্র হয়ে গোসল সমাধা করে যখন হাম্মামখানা থেকে নিজ কক্ষে ফিরছিলেন তখন তাঁর সম্মুখে একজন উজ্জ্বল চেহারার ব্যক্তিকে দেখলেন। হযরত মরিয়ম লোকটিকে দেখে মুখে আবরণ দিয়ে যখন তার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে লোকটি বলল, হে মরিয়ম! আমি আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে তোমার জন্য এক সুখবর নিয়ে এসেছি। একথা শুনে মরিয়ম সেখানে দাঁড়ালেন। তখন লোকটি হযরত মরিয়মের মুখে একটি ফুঁক দিলেন। মরিয়ম তখন অনুভব করলেন তাঁর শরীরের ওজন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মরিয়ম লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? লোকটি উত্তর দিল আমি আল্লাহর ফেরেস্তা জিব্রাইল। মরিয়ম জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার জন্য কি সুখবর এনেছেন? জিব্রাইল বললেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা ব্যতিক্রম পদ্ধতিতে তোমার গর্ভে যুগের নবী হযরত ঈসা (আঃ)-কে প্রেরণ করেছেন। সময় হলে সব কিছু দেখতে পাবে। এ কথা বলে জিব্রাইল (আঃ) বিদায় হয়ে যাচ্ছিলেন। তখন হযরত মরিয়ম বললেন, আপনি আমাকে কি খবর দিলেন? এটা আমার দ্বারা কিরূপ সম্ভব? আমাকে কোন পুরুষ আজ পর্যন্ত স্পর্শ করে নি বা আমি ভ্রষ্টা নই? হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন, হে মরিয়ম! এ বিষয় তোমার প্রভু বলেছেন "উহা আমার জন্য সহজ এবং আমি উহা মানুষের জন্য নিদর্শন ও আমার রহমত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আর এ কাজ পূর্বেই ঘটান হয়েছে।" হযরত জিব্রাইল (আঃ) এ কথা বলে বিদায় হলেন।

আল্লাহ্ পাক বলেন–

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا
فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا
سَوِيًّا قَالَتْ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ اِنَّمَا اَنَا
رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ

www.pathagar.com

يَمْسَسْنِى بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا *

অর্থ ঃ হে নবী! এ কিতাবে উল্লিখিত মারইয়ামের ঘটনা স্মরুণ করুন- যখন তিনি একস্থানে যা (বাইতুল মুকাদ্দাসের) পূর্বে দিকে ছিল, নিজ গৃহের লোকদের থেকে পৃথক হয়ে বসলেন। অতঃপর তিনি তাদের হতে নিজেকে আড়াল করার জন্য পর্দা করে নিলেন। অতঃপর আমি তাঁর নিকট নিজে আমার রূহ (ফেরেশতাপূর্ণ) প্রেরণ করলাম এবং সে একজন মানব আকৃতিতে তার কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মারইয়াম তাকে দেখে ঘাবড়িয়ে গেল এবং বলল, যদি তুমি খোদাভীরু লোক হয়ে থাক, তবে আমি দয়াময়ের নামে তোমার হতে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। ফেরেশতা বললেন, আমি তোমার রবের প্রেরিত (ফেরেশতা)। (তোমার সামনে আত্মপ্রকাশ করেছি) তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করব। মারইয়াম বললেন, আমার পুত্র কেমন করে হবে? কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। যখন আমি অসতীও নই। আর তিনি বললেন, হবে এরূপই। তোমার রব বলেছেন, এটা আমার জন্য কোন কঠিন কাজ নয়। আমি এটা এজন্য সৃষ্টি করব যেন তাকে (অর্থাৎ, মাসীহকে) লোকদের জন্য (আমার কুদরতের) একটি নির্দশন করে দেই। আর তার মধ্যে আমার রহমত প্রকাশ পায়। আর এটা তো এক স্থিরীকৃত বিষয়।" (সূরা মারইয়াম ঃ ১৬-২১)

হযরত মরিয়ম (আঃ) জিব্রাইলের কথা শুনে মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। তিনি আল্লাহর দরবারে সেজদায় পড়ে বলতে লাগলেন, হে মহান প্রভু! আমার উপর এমন এক কঠিন পরীক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করলে যা লোকসমাজে প্রকাশ হলে আমি সমাজচ্যুত ও নিন্দনীয় মানুষের মধ্যে গণ্য হব। তবুও তোমার প্রেরিত দায়িত্ব পালনে আমি সম্মত আছি। তবে পৃথিবীতে আর কোন মানুষকে এ ধরনের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন কর না। এহেন পরীক্ষার সম্মুখীন হলে অনেকেই ঈমান রাখতে সক্ষম হবে না। হে মহান প্রভু! তুমি দয়ার সাগর, তুমি আমাকে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার তৌফিক দান কর, আমাকে ধৈর্য্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত কর এবং আমার জন্য সকল মুসকিল আছান করে দাও।

কিছুদিন পরে মরিয়মের গর্ভ ধারণের খবর ইস্রাইলদের মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন একদল লোক এসে হযরত মরিয়মকে শাসিয়ে বলল, মরিয়ম উচিত কথা বল, কে তোমার গর্ভজাত সন্তানের পিতা। তুমি এক কুমারী কন্যা কোন পুরুষের সঙ্গ লাভ ছাড়া তোমার গর্ভ ধারণ সম্ভব নয়? অতএব কে সে

www.pathagar.com

পুরুষ তার নাম বল? না তোমার প্রতি কেউ বলৎকার করেছে? তাহলে আমরা তাকে শাস্তি দেব। মরিয়ম তাকে প্রশ্নের জবাবে বললেন, আমি কিছুই জানি না। আমি কোন পুরুষের সংস্পর্শে গমন করি নি। তবে একদিন আমাকে আল্লাহ তা'য়ালার এক ফেরেস্তা আমার মুখে এক ফুক দিয়ে গর্ভ ধারণের কথা আমাকে জানিয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া আমার গর্ভজাত সন্তান নাকি যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে পরিচিত হবে। একথাও তিনি আমাকে জানিয়ে গিয়েছেন। এর অতিরিক্ত আর কোন কথা আমার জানা নেই।

একদল যুবক বনি ইস্রাইলের মধ্যে থেকে বলে উঠল। দিবারাত্র মসজিদে এবাদাতের নামে বদ্ধ কক্ষে নাগর দিয়ে যে অপকর্ম করেছ তা এবার ফাঁস হয়েছে বলে এখন নানা বাহানার আশ্রয় নিচ্ছ? আসল ঘটনা তোমাকে বলতে হবে। কার সাথে তুমি অপকর্ম করেছ? যদি তুমি স্ব-ইচ্ছায় না বল তাহলে আমরা যে কোন উপায়ে তাকে খুঁজে বের করব। তখন তোমাকে আমরা উপযুক্ত শাস্তি দিতে দ্বিধা করব না।

হযরত মরিয়মের এক খালাত ভাই ছিল। তার নাম ছিল ইউসুফ। সে বহু পূর্ব হতে মরিয়মের পিছনে লেগে ছিল। হযরত মরিয়ম ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী ও উজ্জ্বল চেহারার অধিকারিনী। তাঁর প্রতি তাকালে যে কোন মানুষের মনে আকর্ষণের সৃষ্টি হত। এ জন্য ইউসুফ তাঁকে লাভ করার উদ্দেশ্যে সর্বদা পিছনে লাগা ছিল। এমন কি সে হযরত মরিয়মকে একাকী ধরার জন্য বহুদিন পথে ঘাটে ওৎ পেতে থাকত। হযরত মরিয়ম ইউসুফের দুশ্চরিত্রতার খবর ভালভাবে জানতেন। তাই তিনি সর্বদা সতর্কাবস্থায় থাকতেন যেন সে তাঁর কোন ক্ষতি করতে না পারে। ইউসুফ মরিয়মের এ খবর শুনে মরিয়মের নিকট এসে বলল, আমাকে ফাঁকি দিয়ে তুমি কোন্ নাগরের হাত ধরলে? আমি তোমার জন্য কম অপেক্ষা করি নি। আমাকে এমনভাবে সরিয়ে দিয়ে তুমি অন্য মানুষকে বেছে নিলে? আমি কি অপরাধ করেছি? আমি তো আর এভাবে অবৈধ কাজ করার আশা করি নি। তোমাকে বিবাহ করে ঘরে তুলে নিতাম। তাতে আর কোন কলঙ্ক ছড়াত না। এখন তুমি কলকিংনী হলে। অবৈধ গর্ভ ধারণ করে সমাজে নিন্দনীয় হলে। এটা কি তোমার জন্য শুভ হল? তবে আমি এখনও আশা ছাড়ি নি। তুমি আমাকে গ্রহণ কর। আমি তোমার কলংকের অপবাদ মাথায় নিয়ে তোমাকে বিবাহ করতে সম্মত আছি।

হযরত মরিয়ম ইউসুফের কথা শুনে বলল, ভাই ইউসুফ! তুমি বিশ্বাস কর আমি আল্লাহর কছম খেয়ে বলছি, আমি কোন পর পুরুষের সংস্পর্শে গমন করি নি বা আমি ভ্রষ্টা নই। আমাকে হযরত জিব্রাইল (আঃ) একটি ফুঁক দিয়ে আমার

www.pathagar.com

গর্ভ ধারণের কথা বলে গেছেন। এর চেয়ে অধিক আর কিছু আমার জানা নেই। ইউসুফ এ কথা শুনে একটা হাসি দিয়ে বলল, তুমি এখনও আমাকে বোকা বানাতে চেষ্টা করছ। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন নারী পুরুষের সংস্পর্শ ছাড়া গর্ভ ধারণ করেছে তার কোন নজির আছে? আমাকে তুমি অযথা ধোকা দিবার চেষ্টা করছ। তবে এতে তোমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলজনক হবে না। একদিন না একদিন তোমার সে গোপন সঙ্গীর পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বে। সে দিন আর তোমার প্রতি আমার আর এহেন মোহ থাকবে না। তখন তুমি নিরাশ্রয়ের ন্যায় রাস্তায় কাটাবে। কেউ তোমাকে ক্ষণিকের জন্য ঠাঁই দিবে না। তাই আমি তোমাকে যে প্রস্তাব দিয়েছি তা নিগূঢ়ভাবে আর একবার ভেবে দেখ। হযরত মরিয়ম বললেন, ইউসুফ! তুমি আর বাজে বলো না, তুমি আমাকে ভালভাবে চেন, আমি কি ধরনের মেয়ে। তুমি আমার পিছনে কয়েক বছর যাবত লেগেছ। আমার সকল কাজ কর্মের উপর তুমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছ। আমাকে কাছে পাওয়ার জন তুমি কোন চেষ্টা বাকি রাখনি। এর পরেও তুমি আমাকে কলংকিনী করার চেষ্টায় মেতে উঠেছ। এখন আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হয় তোমার যা সাধ্য আছে তা করগে। আমি মহান রাব্বুল আলামীনের হেফাজতে আছি। আমার ক্ষতি করার চেষ্টায় যারা লিপ্ত হবে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে আদৌ সন্দেহ নেই।

আল্লাহপাক এরশাদ করেন–

وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا -

অর্থ ঃ "আর ইমরানের কন্যা মারইয়াম, যে স্বীয় সতীত্ব বজায় রেখেছে। অতঃপর আমি তার মধ্যে নিজের 'রূহ' ফুঁকে দিয়েছি।" (সূরা তাহরীম)

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا فَنَادٰهَا مِنْ تَحْتِهَا اَلَّا تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّيْ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُوْلِيْ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ

www.pathagar.com

إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يٰأُخْتَ
هٰرُوْنَ مَا كَانَ أَبُوْكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوْا
كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ
وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا
دُمْتُ حَيًّا وَّبَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ
وُلِدْتُّ وَيَوْمَ أَمُوْتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا *

অর্থ ঃ "অতঃপর সে তাকে (ভবিষ্যতের সন্তানকে) গর্ভে ধারণ করল, অতঃপর তৎসহ (নিজের অবস্থা গোপন রাখার জন্য) লোকালয় হতে পৃথক হয়ে (দূরবর্তী) স্থানে চলে গেল। অতঃপর প্রসব বেদনা (এর অস্থিরতা) তাকে একটি খেজুর বৃক্ষের নীচে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল, (সে এটার ডাল ধরে বসে পড়ল) সে বলতে লাগল, হায় যদি আমি এর পূর্বে মরে যেতাম! এবং লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ মুছে যেতাম! তখন একজন আহ্বানকারী (ফেরেশতা) নিম্ন দিক হতে তাকে ডেকে বলল, দুঃখ করও না, তোমার রব তোমার নিম্নদেশে নহর জারি করে দিয়েছেন। আর তুমি খেজুরের ডাল ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, ওটা তোমাকে সম্পূর্ণ তাজা খেজুর দান করবে। সুতরাং খাও এবং পান কর (এবং নিজের সদ্যজাত শিশুকে দর্শন করে) দু চোখ শীতল কর। অতঃপর যদি কোন মানুষ দেখতে পাও (এবং তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আরম্ভ করে) তখন (ইঙ্গিত) বলে দাও, আমি দয়াময়ের উদ্দেশে মৌনতা অবলম্বনের মান্নত করেছি। কাজেই আজ আমি কিছুতেই কারো সাথে কথা বলতে পারব না। অতঃপর সে সন্তান নিয়ে নিজের কাওমের নিকট উপস্থিত হল। লোকেরা (তা দেখে) বলল, হে মারইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুদ কাণ্ড করে বসেছ। হে হারুনের ভগ্নি! (কথিত আছে যে, হারুন মারইয়াম এর খানদানে একজন বড় আবেদ এবং সংসারবিরাগী লোক এবং অতিশয় নেককার বলে খ্যাত ছিলেন। তাফসীরে ইবনে কাসীর)। তোমার পিতাও মন্দ লোক ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ব্যভিচারিণী ছিলেন না। (তুমি এটা কি করে বসলে?) অতঃপর মারইয়াম শিশুর দিকে ইঙ্গিত করলেন, (যে, এ শিশুই তোমাদেরকে বলে দেবে যে, প্রকৃত ব্যাপার কি)। তারা বলল এর সঙ্গে আমরা কি কথা বলব? যে কোলের শিশু। কিন্তু শিশু

www.pathagar.com

বলে উঠর, আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দান করেছেন এবং নবী বানিয়েছেন। তিনি আমাকে মোবারক করেছেন। আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, এবং যতদিন জীবিত থাকি নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন আর তিনি আমাকে করেন নি অহংকারী ও হতভাগ্য। আর আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি। যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং আমি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব। (সূরা মারইয়াম ঃ ২২-৩১)

ইউসুফ মরিয়মের শেষ কথায় একটু ভীত হল। তখন সে বলল, বোন! আমি তোমার পর নই। তুমি যা বলেছ তা যদি সত্যি হয় তবে আমি তোমার সাহায্য করব। তোমার অপবাদকারীকে সমুচিত শাস্তি দিব। কিন্তু তার পূর্বে তোমার সত্যবাদিতার পরিপুর্ণ প্রমাণ আমাকে দিতে হবে। হযরত মরিয়ম (আঃ) ইউসুফকে বললেন, এজন্য তুমি আর কিছু দিন অপেক্ষা কর। তখন তুমি নিশ্চিতভাবে আমার সত্যবাদিতার প্রমাণ দেখতে পাবে। একথা বলে হযরত মরিয়ম নিজ কক্ষে গিয়ে পুনঃ ধ্যন মগ্ন হলেন। তিনি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট করুণ সুরে আবেদন জানালেন, হে দয়ার সাগর! তুমি সমুদ্রকে পাহাড় এবং পাহাড়কে সমুদ্রে পরিণত কর, তুমি ফকিরকে বাদশাহ এবং বাদশাকে ফকির কর। অতএব আমার এ মহাদুর্দিনে আমার অপবাদকারীদেরকে দমন করে দাও। আমি এ অপবাদের তীব্র আঘাত সহ্য করতে পারছি না।

এ সময় হযরত জিব্রাইল (আঃ) মরিয়মের কক্ষে এসে বললেন, হে সতীসাধ্বী মরিয়ম, তুমি নিরাশ হইও না। তোমার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা নেগাহবান রয়েছেন। বিদ্রুপকারীদের সাময়িক দোষারোপে তুমি অধির হয়ে পড়ো না। আল্লাহ তা'য়ালা অতি শীঘ্রই অপবাদকারীদেরকে সমুচিত জবাব দিবেন। তুমি সমালোচকদের জবাব দিতে গিয়ে অধিক সময় নষ্ট কর না, সর্বদা মহান আল্লাহর বন্দেগীতে লিপ্ত থাক। তিনি সর্ব অবস্থায় তোমার হেফাজত করবেন।

মরিয়মের ঘটনা নিয়ে ইহুদীদের মাঝে সমালোচনার ঝড় উঠল। ঘরে বাইরে, রাস্তা ঘাটে একই আলোচনা। কেউ কেউ মরিয়মের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁকে নির্দোষ এবং খোদা প্রদত্ত করুণা লাভের বিষয় আস্থাবান ছিল। আবার কতক লোক তাঁকে চরিত্রহীনা ভ্রষ্টা বলে তাঁকে উত্যক্ত করতে আরম্ভ করে। মরিয়ম শেষ দিকে সবাইকে বলতে আরম্ভ করল "আমি যদি ভ্রষ্টা হই তবে আমি ধ্বংস হব, আর যদি আমি সত্যবাদী হই তবে অচিরেই তোমরা উপযুক্ত নিদর্শন দেখতে পাবে। মানুষেরা মরিয়েমের কঠিন উক্তি শুনে কিছুটা দমে গেল। তবে হযরত জাকারিয়া (আঃ)-কে তারা আক্রমণ করতে ছাড়ল না।

www.pathagar.com

হযরত জাকারিয়া (আঃ) ইতোমধ্যেই হযরত মরিয়মের গর্ভ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'য়ালার তরফ থেকে সঠিক তথ্য অবগত হলেন। তাই মানুষ তাঁর কাছে গিয়ে এ বিষয় আলোচনা করে খুব সুবিধা করে উঠতে পারল না।

হযরত জাকারিয়া (আঃ) সবাইকে বলতেন, যার যেমন কর্ম তেমন তার প্রতিফল। মরিয়ম যদি অবৈধ অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে তবে শীঘ্রই শাস্তি পাবে। আর যদি সে সতী হয় তবে তার ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বল ও সম্মানজনক। অতএব, এ বিষয় সঠিক প্রমাণের পূর্বে কোন মন্তব্য করা কারো পক্ষে উচিৎ নয়। তিনি নিয়মিতভাবে মরিয়মের তদারকি করতেন। মরিয়ম লজ্জায় তাঁর খালুর নিকট কোন কথা বলতেন না। শুধু দিবারাত্র কেঁদে কাটাতেন। হযরত জাকারিয়া (আঃ) তাঁকে বলতেন, মা! কেঁদ না, ভাল-মন্দ যা আসে তা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে আসে। তার উপর রাজী থাকাই মোমেনের চিহ্ন। ইহুদীদের প্রচারণার সম্মুখে তুমি ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহ তোমাকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করবেন। হযরত মরিয়ম (আঃ) কেঁদে কেঁদে নয় মাস কাটিয়ে দিলেন। তার পরে একদিন হঠাৎ তাঁর প্রসব বেদনা শুরু হল। তখন তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এক বিরাট মাঠ পাড়ি দিয়ে বাইতুল আম (বর্তমানে নাম বেথেলহাম) নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন, স্থানটি ছিল বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে বার মাইল দূরে। সেখানে পৌঁছে তিনি একটি শুকনা খেজুর গাছের নিচে বসলেন। তখন তাঁর প্রসব বেদনা তীব্র হল। অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন।

আসমান থেকে ফেরেস্তা ও হুরেরা এসে তাঁর ধাত্রির কাজ সমাধা করলেন, তার শুশ্রূষা করলেন। ইতোমধ্যে শুকনা খেজুর গাছে পাকা খেজুর দেখা গেল এবং একটি ছোট নদী তার নিকট থেকে বাইতে আরম্ভ করল। খুব স্বচ্ছ ও নির্মল ছিল তার পানি। ফেরেস্তারা নবজাত সন্তানকে সে নদীর পানি দ্বারা গোসল করাল। মরিয়মকে নদীর পানি পান করতে দিল। শুষ্ক গাছে ধরা পাকা খেজুর এনে মরিয়মকে খাওয়াল। এত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে মরিয়মের সেবা-যত্ন চলল যাতে তিনি প্রসব যাতনা, ক্ষুধার যন্ত্রণা বা জনশূন্যতার অভাব কিছুই অনুভব করলেন না। জান্নাতি হুরেরা নদীর পানিতে মরিয়ম তনয়কে গোসল করিয়ে আতর গোলাপ লাগালেন। অতপর তাকে জান্নাতি পোশাকে সজ্জিত করে হযরত মরিয়মের কোলে তুলে দিলেন। ফেরেস্তারা মরিয়মকে বললেন, আমরা আল্লাহ তা'য়ালার নির্বাচিত বেহেস্তী নামে তোমার ছেলের নাম রেখে দিলাম হযরত ঈসা (আঃ)।

ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে হযরত মরিয়ম অশেষ তৃপ্তি লাভ করলেন। তিনি অপলক চোখে ছেলের মুখপানে তাকিয়ে ছিলেন। এমন সময় ছেলে বলে উঠল,

www.pathagar.com

হে আমার প্রিয় মা! তুমি আজ পুত্রবতী হয়েছ। কিন্তু আজ তোমাকে অভিনন্দন জানানোর মত কোন আপনজন তোমার কাছে নেই। তাই আমিই তোমাকে প্রথমে সালাম জানাচ্ছি। তার পরে জানাচ্ছি তোমাকে অশেষ মোবারকবাদ? তুমি আমার অন্তর নিঃসৃত সালাম গ্রহণ কর। হযরত মরিয়ম নবজাত সন্তানের মুখে সালাম শুনে বললেন, অ-আলাইকুমুচ্ছালাম। তিনি নবজাতের মুখে এ ধরনের কথা শুনবেন তা কখনই কল্পনা করেন নি। তিনি এ সমস্ত অলৌকিক ঘটনা দেখে মোহিত হলেন এবং আল্লাহর দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করতে লাগলেন। ফেরেস্তা ও হুরেরা চারপাশে বসে এ দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। এ সময় আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে হযরত মরিয়মকে বলা হল, হে মরিয়ম! এখন তুমি তোমার পূর্ব আবাস স্থলে চলে যাও। সেখানের লোকেরা যদি তোমার পুত্র সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করে, তবে তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি আল্লাহ তা'য়ালার জন্য রোযা মানত করেছি। অতএব আমি আজকে কারো সাথে কোন কথা বলতে পারব না।

হযরত মরিয়ম (আঃ) নবজাত সন্তানকে কোলে তুলে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ মোতাবেক বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হলেন। দীর্ঘ সময় পথ চলার পরে তিনি এসে সেখানে পৌছলেন। বনি ইস্রাইলের লোকেরা এ খবর জানতে পেয়ে, মজা দেখার জন্য সেখানে ভিড় জমাল। কতক লোক মরিয়মের কাছে এসে মরিয়মের পুত্রের জন্মদাতা সম্পর্কে প্রশ্ন করল। মরিয়ম তাদের সাথে কোন কথা না বলে জানিয়ে দিল, "আমি রোযাদার। আল্লাহর জন্য আমি রোযা মানত করেছি। অতএব কারো সাথে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" তখনকার দিনে রোযা রেখে কথা না বলার বিধান ছিল। সে অনুসারে তিনি তখন কার কথার উত্তর দিলেন না। তারা বলে উঠল মরিয়মের অবৈধ সন্তানের গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে রোযা রাখার বাহানা তুলেছে অনেকে বলল, এছাড়া তাঁর আর উপায় কি? কতক লোক মরিয়মের উপর গভীর আস্থা পোষণ করত। তারা ইহুদীদের এ ধরনের বিদ্রুপাত্মক কথা শুনে নিরব রইল। কারণ তাদের নিকট কোন অকাট্য প্রমাণাদী ছিল না। তাই তারা নির্বাক হয়ে থাকতে বাধ্য হল। দীর্ঘ সময় মানুষেরা নানা রকম ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে যখন খুব মজা জমিয়ে ফেলল তখন হযরত মরিয়মকে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিলেন,. হে মরিয়ম! তোমার সন্তানের পরিচয় সম্বন্ধে তাদেরকে নবজাত সন্তানের নিকট প্রশ্ন করতে বল। হযরত মরিয়ম আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ অনুসারে সকলকে জানিয়ে দিলেন তোমরা সন্তানের পরিচয় সম্বন্ধে তার নিকট জিজ্ঞাসা কর।

www.pathagar.com

একথা শুনে মানুষেরা আর একবার অট্টাহাসিতে ফেটে পড়ল। তারা বলল, এ নবজাত কি কথা বলতে শিখেছে, যে আমাদের কথার জবাব সে দিবে এগুলো ধোকাবাজী কথা এধরনের বাহানা করে আসল ঘটনা গোপন করা যাবে না। আজ হোক কাল হোক সত্য ঘটনা অবশ্যই প্রকাশ হয়ে যাবে।

তাদের মধ্যে দু'তিনজনে বলল, চলনা ছেলের দোলনার কাছে গিয়ে আমরা তাঁর জন্ম রহস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে দেখি। মরিয়ম যদি সত্যবাদী হয় তবে হয়ত ছেলেটি কথা বলে উঠবে। এ কথা বলে কয়েকজন লোক হযরত ঈসা (আঃ)-এর দোলনার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে মরিয়মের পুত্র! তোমার পিতার পরিচয় কি? তখন হযরত ঈসা (আঃ) বলে উঠলেন, "আচ্ছালামু আলাইকুম, আমি আল্লাহর এক বান্দা। আল্লাহ আমাকে যুগের নবী করে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে কিতাব দান করবেন। তিনি আমাকে বরকত দান করেছেন। তিনি আমাকে নামায ও যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাকে মায়ের অনুগত করেছেন, আমাকে তিনি নাফরমান ও পাপীদের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। যেদিন আমার জন্ম হয়েছে সেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং সেদিনই আমাকে পুনরুত্থান করা হবে। অতপর শেষ দিন পর্যন্ত আমার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার ছালামত বজায় থাকবে। তোমরা আমার দাওয়াত কবুল করার জন্য প্রস্তুত হও। আমি তোমাদের নিকট শীঘ্রই দাওয়াত পৌছে দেব।

বনি ইস্রাইলেরা নবজাতকের মুখে সে সমস্ত দামি কথাবার্তা শুনল তাতে তারা অবাক হল। সকলে হতভম্ব হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পূর্বে যে শিশুর জন্ম হল তাঁর মুখে এ ধরনের বক্তব্য পেশ করা এক নজির বিহীন হয়ে গেল। কারো মুখ থেকে আর টু শব্দটি বের হল না, মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাটি সর্বত্র ছড়িয়ে গেল। হাজার হাজার মানুষ এ দৃশ্য দেখার জন্য সেখানে জমায়েত হল। লোকজন দোলনার কাছে গেলে হযরত ঈসা (আঃ) তৌরাত কিতাব পাঠ করে জনতাকে শুনিয়ে দিতে লাগলেন। মানুষের মধ্য থেকে আর কারো প্রশ্ন করার সাহস হল না। হযরত ঈসা (আঃ)-এর মুখে সুললিত কচি কণ্ঠে আল্লাহর বাণী শুনে সকলেই মোহিত হল। নিন্দুকেরা এ অলৌকিক দৃশ্য দেখে মুখে কাপড় দিয়ে পালিয়ে যেতে লাগল। আর যারা ঈমানদার ও আস্থাশীল ছিল তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তৌরাত কিতাব পাঠ শুনে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তন্ময় হয়ে রইল। দীর্ঘ সময় পরে হযরত মরিয়ম সকলকে বললেন, আপনারা আজকে বিদায় হন। আপনারা প্রতিদিন ভোরবেলা এসে নবজাতের মুখে তেলাওয়াত শুনে যাবেন। বাকি সময় তাঁকে নিভৃতে ধ্যানমগ্ন থাকার সুযোগ দিন। নবজাত সাধারণ মানুষ নয় সে একজন আল্লাহ তা'য়ালার খাস নবী। একদিন সে সারা পৃথিবী ব্যাপী দ্বীনের

www.pathagar.com

দাওয়াত পেশ করবেন। সে দিন তাঁর প্রচারিত দ্বীন গ্রহণ করার জন্য তোমরা প্রস্তুত হও এবং দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় ক্ষেত্রে মুক্তি লাভ কর।

এভাবে হযরত ঈসা (আঃ) সাত বছর যাবত মানুষকে তৌরাত কিতাব পাঠ করে শুনালেন। তার পরে তিনি দ্বীনের মাছলা মাছায়েল আলোচনা আরম্ভ করলেন। এর পরে যখন তিনি বালেগ হলেন তখন তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে অহী নাজিল হল। আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশক্রমে তিনি নতুন করে দ্বীনের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলেন। ইহুদীরা তখন বলল, হে ঈসা (আঃ)! এতদিন আপনি আমাদের বাপ-দাদার ধর্মের তালীম দিয়েছেন যা ছিল আমাদের মনপুত শিক্ষা। এখন আপনি সে ধর্মের পরিবর্তে নিজে এক নতুন ধর্ম চালিয়ে দিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলেন এটা আপনার পক্ষে উচিৎ নয়। নবী বললেন, আমি যা কিছু করছি সবই আল্লাহ তা'য়ালার নির্দ্দেশক্রমে করছি। অতএব এ বিষয় তোমাদের প্রতিবাদ অমূলক, গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা পরিস্থিতি অনুসারে যুগে যুগে এ ভাবে দ্বীনের সংস্কার করে এক একজন নবী প্রেরণ করে থাকেন। বর্তমান যুগের প্রয়োজনে আল্লাহ্ আমাকে এ নতুন ধর্মের তালীম দানের নিমিত্ত আমাকে নবী করে প্রেরণ করেছেন, এর কোন বিকল্প নেই। অতএব তোমাদেরকে এ ধর্মের দাওয়াত কবুল করে মুক্তি লাভের চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় তোমরা না-ফরমানের অন্তর্ভুক্ত হবে।

নবীর হেদায়েতী বাণী শুনে অনেকে তাঁর প্রতি ঈমান আনল। বাকি কতকে বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করে আপনার প্রবর্তিত ধর্ম গ্রহণ করতে রাজী নই। নবী তাদেরকে আরো অনেক বুঝালেন। কিন্তু তারা সম্মত হল না, ঘাড় বাঁকিয়ে চলে গেল। নবী নিজ দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে দ্বারে দ্বারে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা গ্রহণ করতে রাজী হল না। এ অবস্থা দেখে তিনি খুবই নিরুৎসাহ হলেন। দীর্ঘদিন প্রাণপণ চেষ্টা করার পরেও যখন আশানুরূপ ফল তিনি পেলেন না তখন তিনি শহর ছেড়ে গাঁয়ের দিকে রওয়ানা করলেন। গাঁয়ের পথে তিনি অগ্রসর হতে হতে এক অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছে দেখেন একদল ধোপা কাপড় পরিষ্কার করছে। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কাপড় পরিষ্কার করছ কিন্তু তোমাদের অন্তর যে অপরিস্কার হয়ে আছে সে খবর রাখ? তারা বলল, হুজুর! আমরা অন্তর পরিষ্কার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান রাখি না। এ বিষয় আপনি আমাদিগকে কিছু বলুন। তখন নবী তাদেরকে অন্তরের ময়লা ও অজ্ঞতা সম্বন্ধে যখন বুঝালেন তখন তারা নবীর দাওয়াত কবুল করে মুসলমান হল। অতপর তারা শরীয়তের

www.pathagar.com

মাছলা-মাছায়েল সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করল। ধোপাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক যখন ঈমান আনল তখন নবী সেখান থেকে অন্যত্র রওয়ানা করলেন।

وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِىْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِىْ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ -

অর্থ ঃ "আর যখন তুমি আমার আদেশে কাদা-মাটি পাক্ষীর আকৃতি বানিয়ে দিতে এবং তা আমার আদেশে জীবিত পাক্ষী হয়ে যেত। আর আমার অনুমতি ক্রমে তুমি জন্মবন্ধকে ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করতে। আর যখন তুমি আমার আদেশে মৃতকে জীবিত করতে।" (সূরা মায়িদা ঃ ১১০)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌمُّبِيْنٌ -

অর্থ ঃ "অতঃপর যখন তিনি [হ্যরত ঈসা (আ)] তাদের নিকট প্রকাশ্য মু'জিযাসমূহ নিয়ে এলেন, তখন তারা (বনী ইসরাঈলরা) বলল এটা তো প্রকাশ্য জাদু।" (সূরা ছফ)

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ * رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ *

অর্থ ঃ অতঃপর যখন 'ঈসা তাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করলেন, তখন বললেন, 'আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী?' হাওয়ারীরা বললেন, 'আমরাই আল্লাহর পথে (দ্বীনের) সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং আমরা মুসলিম, আপনি এর সাক্ষী থাকুন। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যা নাযিল করেছেন, আমরা তার উপর ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি, অতএব, আপনি তাদেরকে (সত্য দ্বীনের) সাক্ষ্য প্রদানকারীদের তালিকাভুক্ত করে দিন।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৫২-৫৩)

অনেক দূরত্ব অতিক্রম করার পরে নবী এক জেলে পাড়ায় গিয়ে পৌছলেন। তিনি সেখানে মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেন। জেলেরা বলল, হুজুর! আপনি আল্লাহর নবী তা আমরা স্বীকার করি, তবে নবী হিসেবে আপনার নিকট আমরা কিছু অলৌকিক মো'জেযা দেখতে চাই। নবী বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেছেন। আমি মাটি দ্বারা পাখি

www.pathagar.com

তৈরি করে ফুঁক দিলেই তা জীবিত হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠরোগীকে ভাল করতে পারি। তোমরা কি খাবার খেয়ে এসেছ এবং বাড়িতে কি রেখে এসেছ তা আমি বলে দিতে পারি। সর্বোপরি আমি মৃতকে জীবিত করতে পারি। এ কথা বলে নবী দু একটি উদাহরণ সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে দেখিয়ে দিলেন। এর পরে তারা বলল, আমরা আপনার নিকট কিছু বেহেস্তী খাবার খেতে চাই। নবী তাদের আবদারের কথা শুনে আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে দোয়া করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা খাঞ্চা ভরে তাদের জন্য খাবার পাঠালেন। তার মধ্যে ছিল ভাজা মাছ, রুটি, তরকারী, লবণ, আনার, খোরমা, জলপাই ও আরো উপাদেয় খাদ্য।

আল্লাহ্ প্রদত্ত আসমানী খাবারের কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখন দলে দলে মানুষ তা দেখার জন্য সমবেত হল। কতিপয় লোক নবীর নিকট বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি দোয়া করে ভাজা মাছকে জীবিত করে আপনার অলৌকিক ক্ষমতা আমাদেরকে প্রদর্শন করুন। যাতে আপনার প্রতি আমাদের আস্থা আরো দৃঢ় হয়। নবী তখন দোয়া করলেন অমনি, মাছ জীবিত হয়ে বিরাট আকার ধারণ করল এবং এমন জোরে লাফাতে আরম্ভ করল যাতে মানুষেরা ভীত হয়ে পড়ল। কথিত আছে মাছের আঘাতে সেখানে সতের জন মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন সকল মানুষ চিৎকার দিয়ে মাছটিকে ভাজা মাছ রূপান্তরের জন্য নবীর নিকট আবেদন করে। নবী তখন দোয়া করেন, তখন মাছটি পুনরায় ভাজা মাছে পরিণত হয়।

অতপর নবী সকলকে বেহেস্তী খাদ্য গ্রহণ করার জন্য আহবান জানালেন। বড় লোকেরা ভয়ে এ খাদ্য গ্রহণ করতে রাজী হল না। তারা দূরে সরে গেল আর গরবীবেরা বেহেস্তী খাদ্য খেল। অসুস্থ ব্যক্তিরা আরোগ্য লাভ করল, দুর্বল মানুষেরা সবল হল। অভাবগ্রস্থরা সম্পদশালী হল। তখন ধনী ব্যক্তিরা আফসোস করে বলতে লাগল, হায়! আমরা কেন বেহেস্তী খাদ্য খেলাম না। যদি আমরা খেতাম তা হলে আমরাও ভাল হতাম। খাদ্য সম্ভার বেহেস্ত থেকে যে পরিমাণ এসেছিল, সকলে খাবার পরে তার পরিমাণ একই রকম থেকে গেল। আদৌ ঘাড়তি হল না। সকলের খাবার পরে বেহেস্তী খাঞ্চা বাকি খাদ্যসহ বেহেস্তে চলে গেল।

খাঞ্চা নাযিল হওয়ার ঘটনাটি নিম্নরূপ উল্লেখ করেছে–

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ

عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوْا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ * قَالُوْا

www.pathagar.com

نُرِيدُ أَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ
عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ * قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا
مَائِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ * قَالَ اللّٰهُ إِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ
مِنْكُمْ فَإِنِّيْ أُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهٗٓ أَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ *

অর্থ ঃ "স্মরণ কর যখন হাওয়ারীরা বলেছিল, 'হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আপনার আল্লাহ কি আসমান থেকে আমাদের জন্য খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করতে সক্ষম? ঈসা (আ) বললেন, আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা ঈমানদার হও। তারা বলল, আমরা চাই, আমরা তা হলে আহার করব এবং আমাদের অন্তর প্রশান্তিলাভ করবে। আর আমরা প্রত্যক্ষরূপে জেনে নেব যে, আপনি আমাদের নিকট (আল্লাহর কুদরত সম্বন্ধে) সত্যই বলেছেন এবং আমরা তার সাক্ষী হয়ে থাকব। হযরত ঈসা (আ) দোয়া করলেন। "হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্য পূর্ণ খাঞ্চা' প্রেরণ করুন যেন এটা আমাদের জন্য এবং আমাদের পূর্বাপর সকলের জন্য আনন্দোৎসব (ঈদ) বলে সাব্যস্ত হয়। আর আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আমাদেরকে জীবিকা দান করুন এবং আপনি সর্বোত্তম জীবিকা প্রদানকারী। আল্লাহ বললেন, আমি তোমাদের জন্য খাদ্যের খাঞ্চা পাঠাব, কিন্তু এর পরও তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী করলে তাকে আমি এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্ব জগতে আর কোন মানুষকেই দেয়া হবে না। (সূরা মায়েদা ঃ ১১২-১১৫)

এ অবস্থা দর্শনে অধিকাংশ লোক মুগ্ধ হল। তারা বেশ সংখ্যক লোক নবীর উপর ঈমান আনল। বাকি লোকজনের মধ্যে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হল। অনেকে বেহেস্তী খাদ্য না খেয়ে আক্ষেপ করতে আরম্ভ করল। এদের মধ্য থেকে কতক লোক গিয়ে আবার বেহেস্তী খাদ্য লাভের জন্য আবেদন করল। নবী তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা এবার পূর্বের চেয়ে বহুগুণ বেশি খাদ্য প্রেরণ করলেন। মানুষ এবার অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে যে যে ধরনের খাদ্য পছন্দ করে সে খাদ্য অধিক পরিমাণে খেল। প্রায় সত্তর হাজার লোকে খাদ্য গ্রহণ করল। এবারের খাঞ্চায় মাছ, মাংস, হালূয়া, কাবাব, বিরানী ও আরো বহু রকম উপাদেয় খাদ্যও ভর্তি ছিল। সকলে

www.pathagar.com

উদয় পূর্তি করে খেয়ে নিল। এভাবে একাধারে তিন দিন যাবত বেহেস্তী খাদ্য পৃথিবীতে আসল। শেষ দিকে লোক সংখ্যা আরো অনেক গুণ বৃদ্ধি পেল। প্রতিদিন ভোরবেলা খাদ্যের খাঞ্চা আসত এবং সন্ধ্যায় চলে যেত। সারাদিন অসংখ্য মানুষ উক্ত খাদ্য গ্রহণ করত কিন্তু খাঞ্চার খাদ্য তাতো আদৌ কমত না। সন্ধ্যাবেলা ভর্তি খাঞ্চা ফেরত যেত।

এ সমস্ত মো'জেযা দেখার পরেও বনি ইস্রাইলদের কতক লোকেরা নবীর উপর ঈমান আনল না। উপরন্তু তারা নবীর ক্ষতির চেষ্টায় লিপ্ত হল। তখন নবী তাদেরকে আল্লাহর আজাব আসার খবর জানাল। কিন্তু তাতে ইহুদীরা আদৌ ভীত হল না। এক পর্যায়ে তারা নবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। তখন তাদের মুখমণ্ডলের ছুরত শূকর ও ভাল্লুকের ন্যায় হয়ে গেল। তাদের জবান বন্ধ হল। খাদ্য খাদক খেতে পারত না। বুদ্ধি জ্ঞান লোভ পেল। আপন ছেলেমেয়ে ও মাতাপিতাকে কামড় দিতে আরম্ভ করল। এমতাবস্থায় ভাল মানুষেরা ওদেরকে পিটিয়ে বাড়ি ছাড়া করে দিল। ওরা রাস্তায়, পথে-ঘাটে অনাহারে অযত্নে তিন চারদিন থেকে পরে মারা গেল। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জমানার অধিক বনি ইস্রাইল ইমানদারদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। ইতোপুর্বে এত সংখ্যক ঈমানদার আর কোন সময় দেখা যায় নি। ঈমানদারেরা আল্লাহ তা'য়ালার রহমত লাভ করে পরম আনন্দে জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। আর বেঈমানেরা বিভিন্ন রকম দুঃখ-কষ্ট ও যাতনার মধ্যে দিন যাপন করতে বাধ্য হয়।

কথিত আছে একদিন হযরত ঈসা (আঃ) এক কবর স্থানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তিনি দেখলেন, একটি কবর থেকে নূরের জ্যোতি বের হচ্ছে। তখন তিনি কবরের নিকট গিয়ে বললেন, "কুম-বেএজনিল্লাহ" অর্থাৎ হে কবরবাসী! আল্লাহর হুকুমে তুমি জেগে উঠ। তখন কবর থেকে একটি লোক দাঁড়িয়ে হযরত ঈসা (আঃ)-কে সালাম করল। লোকটি দেখতে তেমন মানানসই ছিল না। কিন্তু তার চেহারার উজ্জ্বলতা ছিল অত্যন্ত প্রখর হযরত ঈসা (আঃ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লার বান্দা! তুমি এমন কি নেক কাজ করেছ যার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা কবরের অন্ধকারপূর্ণ স্থানে তোমাকে নূরের জ্যোতি দান করেছেন? লোকটি বলল, হুজুর! আমি এমন কোন নেক কাজ করি নি যার প্রতিদানে আল্লাহ আমাকে এ ভাগ্য করেছেন। আমার জানা মতে আমি একটি নেককার সন্তান পৃথিবীতে রেখে এসেছি। সে ফরজ সুন্নাত নিয়মিত পালন করে এবং হালাল খাবার খায়। সে প্রতি সোম ও শুক্রবার আমার কবর জিয়ারত করে আমার নাজাতের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করে। আল্লাহ তা'য়ালা তার দোয়ার বরকতে আমাকে এ ভাগ্য দান করেছেন। হযরত ঈসা (আঃ) মৃত ব্যক্তির

www.pathagar.com

নিকট একথা শুনে বললেন, নেক্কার সন্তানেরা পিতামাতার জন্য দোয়া করলে আল্লাহ তা'য়ালা সর্ব প্রথম সে দোয়া কবুল করে থাকেন। পরকালে অধিকাংশ বিপদ থেকে নাজাতের জন্য একটি সুসন্তানের দোয়াই যথেষ্ট। হে উপস্থিত বন্ধুগণ! তোমরা পরকালে উচ্চমর্যাদা লাভের জন্য সুসন্তান তৈরি করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা কর। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবনে অসংখ্য মো'জেযাপূর্ণ ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। যার সকল বিবরণ প্রদান করা এখানে সম্ভব নয়। এখানে মাত্র দু'একটি ঘটনা বর্ণনা করলাম।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর জামানায় তাঁর জনৈক দরিদ্র উম্মত মানুষের কাজ কর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করত। সে ও তার স্ত্রী নিজ কুঁড়েঘরে সন্তানদেরকে রেখে নিজেরা কাজ করতে যেত। একদা তার স্বামী-স্ত্রী ঘরে সন্তানদেরকে রেখে কর্মক্ষেত্রে চলে গেল। এদিকে অবুঝ ছেলেমেয়েরা ঘরের মধ্যে আগুন নিয়ে খেলাধুলা করছিল। হঠাৎ এক সময় আগুন কুঁড়েঘরে লেগে গেল। তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। দেখতে দেখতে সারা ঘরে আগুন ধরে গেল। মহিলার সন্তানেরা ঘরের মধ্যে আগুন বেষ্টিত হয়ে আনন্দ করছিল। দুই তিন ঘন্টা যাবত আগুন জ্বলে ঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কিন্তু সন্তানদের কিছুই হল না। তারা অক্ষত অবস্থায় পোড়া ঘরের মাঝখানে বসে খেলাধুলায় মত্ত ছিল। এমন সময় তার মাতা এসে অবস্থা দেখে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করল এবং উন্মুক্ত ঘরের চত্বরে উঠে ছেলেমেয়েদেরকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেল। ছেলেমেয়েরা বলল, আম্মা! যখন আগুনে ঘর জ্বলছিল তখন আমরা আগুন দেখে খুব আনন্দ পেয়েছি। মা জিজ্ঞেস করল তোমাদের শরীরে আগুনের তাপ লাগে নি। সন্তানেরা বলল, না আমাদের শরীরে তাপ লাগে নি। তবে একটি বড় সাপ মাটির নিচ থেকে বের হয়ে যখন যেতে ছিল তখন সেটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর সাপটির মাথার উপর থেকে একটি গোলাকার চাক্কী ছিটকে পাশে পড়ে গেছে। আমরা চাক্কিটি এনে এতক্ষণ খেলাধুলা করেছি। এই নাও সে চাক্কিটি, এটা নিয়ে তুমি এখন খেলাধুলা কর। মহিলা দেখল এটি একটি সাপের মাথার মণি এটি একটি মূল্যবান বস্তু। মহিলা তখন আল্লাহর দরবারে প্রাণ ভরে আর একবার শুকরিয়া আদায় করলেন। এর পরে যখন তার স্বামী বাড়িতে আসল তখন তার নিকট সমস্ত ঘটনা বলল। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, তুমি তোমার স্ত্রী পুত্রগণকে নিয়ে আমার নিকট আস। লোকটি তখন বাড়িতে এসে স্ত্রী পুত্রদেরকে নিয়ে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দরবারে হাজির হলেন। হযরত ঈসা (আঃ) মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এমনকি নেক কাজ করেছ যার পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ তা'য়ালা তোমার পুত্রদেরকে আগুনের মধ্যে হেফাযতে রেখেছেন

www.pathagar.com

এবং তোমাকে আল্লাহ তা'য়ালা এক অমূল্য সম্পদ না করেছেন। মহিলা বলল, হুজুর! আমার তেমন কোন বিশেষ আমল নেই। তবে আপনার তালীম অনুসারে জীবন যাপন করার চেষ্টা করে থাকি। বিপদে হা হুতাশ করি না, একমাত্র আল্লাহ উপর ভরসা করে ধৈর্য ধারণ করে থাকি। বিশেষ করে আমি আপনার মুখে যত ফরজ সুন্নাতের কথা শুনেছি তা সম্পূর্ণ পুরাপুরী আমল করেছি।

হযরত ঈসা (আঃ) মহিলার কথা শুনে বললেন, তোমার এ নিখুঁত আমলের কারণে আল্লাহ্ তা'য়ালা দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় ক্ষেত্রে কোন অভাব বা অশান্তি রাখবেন না, একজন নেক্কারের জন্য এর চাইতে অধিক কোন আমলের প্রয়োজন হয় না। আমি তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করি। একদা হযরত ঈসা (আঃ) সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে এক বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় একজন সঙ্গী বলল, হুজুর! আপনার স্থায়ী কোন বাড়ি ঘর নেই, আজ এখানে কাল ওখানে এভাবে জীবন যাপন করা বড়ই কঠিন কাজ। অতএব আপনি যদি আদেশ দিতেন তবে আমরা আপনার জন্য একখানা স্থায়ী ঘর তৈরি করে দিতাম। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, তোমাদের প্রস্তাব অতি উত্তম, তবে ঘর কোথায় তৈরি করবে। সকলে বলল, আপনি যেখানে পছন্দ করেন সেখানে আমরা ঘর তৈরি করে দিতে রাজী আছি। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, স্থায়ী ঘর তৈরি করার জায়গা আমি দেখছি না। কারণ ছোট খাট সমস্যাতো আছেই এর পরে কিয়ামতের সিঙ্গা বেজে উঠবে তখন আর কোন ঘর টিকে থাকবেন না। তাই তোমরা স্থায়ী ঘর কিভাবে তৈরি করবে।

এ সময় একটি শৃগাল তাদের সম্মুখ দিয়ে রওয়ানা করল। হযরত ঈসা (আঃ) শৃগালকে ডেকে বললেন, কোথা থেকে এসেছ এবং কোথায় যাচ্ছ? শৃগাল বলল, আমি আমার ঘর থেকে এসেছি এবং খাদ্য অনুসন্ধানের জন্য মাঠে যাচ্ছি। নবী বললেন, তোমার কি কোন স্থায়ী ঘর আছে। শৃগাল বলল, না হুজুর! স্থায়ী কোন ঘর নেই। এক একদিন এক এক জায়গায় বসবাস করি। যেখানে যখন থাকি সেখানটাকে আমার বাড়ি ঘর মনে করি। আল্লাহর এ উন্মুক্ত বিশ্বের সর্বত্রই আমার ঘর। যেখানে যেদিন আল্লাহ তা'য়ালা আমার থাকার ব্যবস্থা করে দেন সেখানে আমি সন্তুষ্ট হয়ে থাকি এবং সারা দিনের চেষ্টায় আল্লাহ আমার অদৃষ্টে যা জোটান সেটা খেয়ে আমি সন্তুষ্ট থাকি। হযরত ঈসা (আঃ) শৃগালের কথা শুনে বললেন, প্রকৃত মোমেন হওয়ার জন্য শৃগালের চরিত্র গ্রহণ করা প্রত্যেক মানুষের জন্য একান্ত জরুরি।

সঙ্গীদেরকে নিয়ে নবী আরো সম্মুখে অগ্রসর হলেন, যেতে যেতে তারা এক সমুদ্র তীরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে তারা অনেক মাছ দেখতে

www.pathagar.com

পেলেন। তখন তিনি কয়েকটি বড় মাছকে ডেকে বললেন, তোমরা কোথায় থাক এবং কি খাও? মাছেরা উত্তর দিল, হুজুর! জন্মের পর দিন থেকে আমরা এ দিগন্তহীন সমুদ্রের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাদের কোন স্থায়ী থাকার স্থান নেই। আর খাবার ব্যাপারে সম্মুখে আল্লাহ্ তা'য়ালা যা এনে দেন তা খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকি। এতে আমরা কোন দিন অনাহারী থাকি না বা আমাদের থাকার কোন সমস্যা দেখা দেয় নি। হযরত ঈসা (আঃ) মাছের কথা শুনে বললেন, থাকা ও খাওয়ার ধান্দায় অধিকাংশ মানুষ দোজখে যাবে। যারা এ দুটোর মোহ পরিত্যাগ করে আল্লাহরএনয়ামতের শোকর গুজারী করতে সক্ষম হবে তারাই প্রকৃত মোমেন হিসেবে পরকালে আল্লাহ্র নিকট স্থায়ী বাসস্থান এবং তৃপ্তিকর খাদ্য লাভ করতে সক্ষম হবে।

কংকালের সাথে ঈসা (আঃ)-এর কথোপকথন

একদা হযরত ঈসা (আঃ) সিরিয়ার এক বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি সম্মুখে একটি মরা মানুষের মাথার খুলি দেখেন। তখন কিছু সময় সেখানে দাঁড়িয়ে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপরে এ খুলিটি কার এবং কিভাবে এটা এখানে আসল তা জানার জন্য তাঁর মনে কৌতূহল জাগল। তখন তিনি আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বললেন, হে মহান প্রভু! আমার সম্মুখে যে খুলিটি পড়ে আছে তার পরিচয় ও ইতিহাস জানতে আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। অতএব তুমি যদি দয়া করে তাকে জীবিত করে দাও তাহলে আমি তার নিকট থেকে সব কিছু জেনে নিতাম। নবীর দোয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে তাকে জানিয়ে দেয়া হল, লোকটিকে জীবিত করার প্রয়োজন নেই। তুমি খুলির নিকট প্রশ্ন করলেই সে তোমাকে সকল কথা বলে দিবে। তখন হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, হে মৃত্যু মাথার খুলি! তুমি আল্লাহর হুকুমে কথা বল। তখন খুলি বলে উঠল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইচা রুহুল্লা, আচ্ছালামু আলাইকুম, হে আল্লার নবী! আপনি আমাকে কেন ও কি কথা বলতে আদেশ দিচ্ছেন?

হযরত ঈসা (আঃ) তাকে বললেন, প্রথমে তুমি তোমার পরিচয় দাও। খুলি তখন বলল, হুজুর! আমি পৃথিবীতে একজন বিরাট বাদশাহ্ ছিলাম। আমার নাম ছিল জমজাহ বাদশাহ। ইতিহাসে অবশ্যই আমার সুনাম সুখ্যাতি লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমি এক বিশাল রাজ্যের অধিপতি ছিলাম। আমার অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েক শত রাজ্য ছিল। অত্যন্ত সুন্দর ছিল আমার চেহারা, শরীরের গঠন ও উচ্চতা ছিল আকর্ষণীয়। ধন-সম্পদের দিক দিয়ে আমি ছিলাম অদ্বিতীয় সম্পদশালী। পৃথিবীর প্রায় সমুদয় সম্পদ ছিল আমার নিয়ন্ত্রনাধীন। সুখ সম্ভোগ ছিল আমার জীবন সাথী। আমি শুধুই যে ভোগ বিলাসে দিন কাটিয়েছি তা নয়।

www.pathagar.com

দান, খয়রাত, দুস্থদের সেবা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করাও প্রজা সাধারণের সুখ-শান্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছিল আমার প্রধান ধর্ম। আর্ত মানুষের পুনর্বাসন, পীড়িতদের সেবা যত্ন, দরিদ্রের অভাব মোচন ও অনাথের আশ্রয় প্রদান ছিল আমার জীবনের নেশা।

হযরত ঈসা (আঃ) খুলির কথা শুনে বললেন, তুমি কোন ধর্মে ছিলে? বর্তমানে তুমি কেমন আছ? খুলি বলল, হুজুর! সে অত্যন্ত দুঃখের কথা। আমি অত্যাধিক ধন-সম্পদ ও আরাম-আয়েশের মধ্যে থেকে আল্লাহ তা'য়ালাকে ভুলে গিয়ে মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিলাম। মূর্তি পূজার ক্ষেত্রে কোন ন্যায় অন্যায়ের কথাই ছিল না। যখন যা ইচ্ছা তাই করেছি। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে নারী পুরুষের উলঙ্গ নাচ-গানের ও ব্যাভিচারীর আসর জমিয়ে উপভোগ করেছি। মদ, শরাবের সভা মিলিয়ে আনন্দ করেছি। উলঙ্গ নারীদের সাথে পানিতে সাঁতার কেটে সুখ ভোগ করেছি।

রাজকীয় জৌলুস ও আড়ম্বরের কথা বলতে গেলে আজ আমার আত্মা কেঁদে ওঠে। আমি পৃথিবীতে বসে যখন কোন ছফরে রওয়ানা করতাম তখন আমার সম্মুখে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য থাকত, তার পরে পাঁচ হাজার লাল পোশাক পড়া দাস থাকত, তার পিছনে থাকত পাঁচ হাজার সুসজ্জিতা দাসী-বাঁদী। অনুরূপ পিছনে ও পাশে থাকত কয়েক হাজার প্রহরী ও দাস-দাসী। অধিকাংশ সময় আমি হাতির পৃষ্ঠে ছওয়ার হতাম। যখন আমি কোন বনাঞ্চলে শিকারে যেতাম তখন লাল, নীল পোশাক পড়া শিকারী থাকত আমার সঙ্গে। কয়েক হাজার দাসী-বাঁদীর দল সর্বদা আমাকে ঘিরে থাকত। কোন হাত দিয়ে আমার কোন কাজ করতে হয় নি। এমন কি খাবার গ্রহণ, পোশাক পরিধান, গোসল ও শৌচ সমস্তই দাসী-বাঁদীরা সমাধা করে দিত। আমার সিংহাসন ছিল স্বর্ণের তৈরি ও মণি-মুক্ত খচিত। আমার মাথার মুকুটে ছিল এমন উজ্জ্বল পাথর খচিত যার কিরণে সমুদয় এলাকা সমুজ্জ্বল হয়ে থাকত। আমার সিংহাসন এলাকায় কোন আলো বাতির প্রয়োজন হত না।

আমি যখন সিংহাসনে বসে রাজকার্য পরিচালনা করতাম তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ আমার আড়ম্বরপূর্ণ দৃশ্য দেখার জন্য জমায়েত হত। আমার ইঙ্গিতে মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের শিরচ্ছেদ হত। হাজার হাজার মানুষ বন্দী হয়ে কয়েদ খানায় চলে যেত। আবার হাজার হাজার মানুষ মুহূর্তের মধ্যে মুক্তি লাভ করত।

আমি পৃথিবীতে সাড়ে চারশত বছর রাজত্ব করেছি। এর মধ্যে কয়েক নবী ও তাঁর অনুসারীদেরকে খুব কষ্ট দিয়েছি। সে কথা মনে উঠলে আমার শরীর

www.pathagar.com

শিউরে উঠে। একজন নবীকে আমি আমার সৈন্য দিয়ে ধরিয়ে এনে মূর্তি পূজা করার জন্য আদেশ দেই। নবী তা প্রত্যাখ্যান করলে তাঁকে আমি বিভিন্ন রকম শাস্তি দেই। প্রথমে তাঁকে দৈহিক নির্যাতন করি। পরে তাঁর হাত পা কেটে দেই। চক্ষু উঠিয়ে দেই এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করি। তাঁর অনুসারীদের কাউকে শুলে দেই, কাউকে হাত-পা বেঁধে নদীতে ফেলে দেই। আবার কাউকে জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করি। তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদিগকে জবেহ্ করি। আর একজন তৌহিদবাদী ধর্ম পরায়ণকে আমি দীর্ঘ দিন রশি দিয়ে গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখি। এ অবস্থায় সে কয়েক দিন পরে মৃত্যু বরণ করে। তার দুটি কন্যাকে আমি দাসীরূপে ব্যবহার করি। এ ভাবে বহু ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদেরকে আমি শাস্তি দিয়েছি, হত্যা করেছি। আমি শুধুমাত্র অতটুকু করেই ক্ষান্ত থাকি নি। আমার সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি বিরাট দলকে আমি ধর্ম পরায়ণদেরকে খুজে বের করে শাস্তি দিবার জন্য নির্বাচন করেছিলাম। তারা যে কত হাজার মানুষকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে তার কোন হিসেব নেই। আমি সেনাবাহিনীর লোকদেরকে এ জন্য পুরস্কৃত করতাম। যার ফলে এক সময় আমার রাজ্যে কোন মানুষ প্রকাশ্যে কোন ধর্ম-কর্মের কাজ করতে সাহস পেত না।

আমি যে মূর্তি পূজার ভক্ত হয়েছি তা আমার একান্ত শেষ জীবনের কীর্তি। প্রথম জীবনে আমি কোন ধর্ম-কর্মের ধার ধারি নি। তখনকার জীবন ছিল আরো উশৃংঙ্খল। সে সময় উলঙ্গ অবস্থায় সারিবদ্ধ মেয়েদেরকে দাঁড় করিয়ে তার মাঝখান দিয়ে আমি মহলে প্রবেশ করতাম। আরো নিকৃষ্ট কাজে আমি অভ্যস্ত ছিলাম যা আজকে আপনার নিকট বর্ণনা করতে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মহলে গায়িকার সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। নাচের জন্য বাইজী ছিল চার হাজার। বাধ্যবাদক ছিল পাঁচ হাজার। শুরার পরিবেশনকারীর সংখ্যা ছিল এক হাজার। খাদ্য পরিবেশনকারীর সংখ্যা ছিল চার হাজার। বাবুর্চি মেহমানখানায় কর্মচারীর সংখ্যা ছিল দশ হাজার। এ সমস্ত লোকজন ছিল আমার রাজ মহলের কর্মচারী। এ ছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত প্রমোদকুঞ্জ, বালাখানা, আয়েশ খানা, সমুদ্র সৈকত উদ্যান ইত্যাদিতে কর্মচারীর সংখ্যা ছিল আরো অধিক। আমার রাজধানী এলাকার রাস্তাঘাট ছিল সুন্দর। দৈনিক পাঁচ বার তা ঝাড় মোছা করা হত। আতর গোলাপ ছিল টবভর্তি রাস্তার পাশে সজ্জিত। পাথরের তৈরি অতি সুন্দর সুন্দর মূর্তির সংখ্যা ছিল পাঁচ শতের উর্ধ্বে। আমি যখন যাকে ইচ্ছা পূজা অর্চনা করতাম। প্রত্যেক মূর্তিকে এক এক বিষয়ে মুক্তিদাতা মনে করে এ কাজ করতাম। আমার সর্ব প্রধান মূর্তির নাম ছিল সূর্যদেবী, এ মূর্তিটি স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এবং এটি ছিল সকলের চেয়ে বড় মূর্তি। প্রত্যেক

www.pathagar.com

মূর্তির জন্য এক একটি সজ্জিত কক্ষ ছিল। প্রতিদিন সেখানে হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হয়ে পূজা অর্চনা করত। মূর্তির নিয়মিত তদারকের জন্য ছিল দু হাজার সেবক। তারা দিবারাত্র মূর্তির তত্ত্বাবধান করত। প্রধান পূজারী হিসেবে ঠাকুরের সংখ্যা ছিল পাঁচ শত। তারা দৈনিক পূজা মণ্ডলে বাতি দিত এবং আমার জন্য মূর্তির নিকট মঙ্গল চাইত। দেশের সমস্ত মানুষের জন্য মূর্তি পূজা ছিল বাধ্যতামূলক। বছরে রাজদরবারে একবার ধর্মীয় উৎসব হত। বিশাল মেলা বসত, দেশের মানুষের জন্য একবার এখানে এসে পূজা দেয়া ছিল বাধ্যতামূলক। দীর্ঘ এক মাস যাবত এ মেলা অনুষ্ঠান বজায় থাকত।

দিগ্বিজয়ী হিসেবে সারা পৃথিবীতে আমার সুনাম ছিল। সে জন্য কোন রাজ্য জয় করতে আমার যুদ্ধের প্রয়োজন হয় নি। আমি রাজা-বাদশাদের নিকট আত্মসমর্পণ করা পত্র দিলে, এক বাক্যে তারা আত্মসমর্পণ করত। এ ভাবে প্রায় এক হাজার রাজ্য আমার অনুগত ছিল। যারা নিয়মিত আমাকে কর দিত এবং আমার আদেশ নিষেধ অনুসারে রাজ্য পরিচালনা করত। তারা প্রজাপুঞ্জ নিয়ে আমার বার্ষিক মেলায় যোগদান করত। আমি তাদের জন্য আড়ম্বপূর্ণ থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতাম। তারা আমাকে বড় রকমের ভেট দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করত। আমি আমার রাজধানীতে বিশাল প্রসাদ নির্মাণ করেছিলাম যাতে আমার মেহমানদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। সে প্রসাদগুলোও ছিল অত্যন্ত মনোরম এবং জাকজমকপূর্ণ সেখানেও সুন্দরী বাঁদী দাসী ও প্রহরীদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল। সেখানে মেহমানদের রুচি অনুসারে খানা পরিবেশন করা হত। যেন সুখ শান্তি ও তৃপ্তির জন আরও কিছু বাকি না থাকে। আমার স্ত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশত। এরা স্বর্ণ ও মণিমুক্তার অলঙ্কার পড়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করে আতর গোলাপ মেখে পর্যায়ক্রমে আমার সাথে দেখা করত। আমি তাদেরকে আমার পার্শে উপবেশন করে আনন্দ পেতাম। রাজ্যের সব চেয়ে সুন্দরী ও রূপবতীদেরকে আমি স্ত্রীরূপে গ্রহন করেছিলাম। আমি গরীব-দুঃখীকে উদার হস্তে দান করতাম। দেশে যেন কোন গরীব না থাকে। সেখানে আমি সারা দেশে অভিযান চালিয়ে সকল গরীবকে পুনর্বাসন করেছি। সকলকে কাজের সংস্থান করে দিয়েছি। বয়স হওয়া মাত্র ছেলে-মেয়েদের বিবাহ ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি। আমার রাজ্যে কোন অভাবী মানুষ ছিল না। আমি যখন যেদিকে যেতাম সেখানে সকল মানুষ হর্ষ উৎফুল্ল মনে আমাকে অভিবাদন জানাত দেশের মানুষ আমাকে খুব ভালবাসত। রাজ্যময় আমার কোন বিরোধী লোক ছিল না। একমাত্র যারা-তৌহিদবাদী ছিল, তারা ধর্ম কর্মের জন্য আমার প্রতি ঘৃণা পোষণ করত। কিন্তু আমার সম্মুখে এসে কেউ কোন দিন আমার কার্য কলাপে বাধার

www.pathagar.com

সৃষ্টি করে নি। কারণ আমার কাজে বাধা প্রধানের পরিণাম সম্বন্ধে তারা অবগত ছিল।

হযরত ঈসা (আঃ) খুলির নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বললেন, আচ্ছা! এখন তোমার মৃত্যু বৃত্তান্তটি বল, কিভাবে তোমার মৃত্যু ঘটেছে? তখন তুমি কি অবস্থায় ছিলে এবং পরে কি হল? খুলি বলল, হুজুর! সে এক বিষাদময় কাহিনী যা বলতে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাচ্ছে। তবুও আপনাকে আমি সব বলব এবং আপনার নিকট থেকে আমি আমার নাজাতের পথ করে নিব। আমার মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখলাম আমাকে শৃগাল কুকুর ও বাঘের ন্যায় কিছু হিংস্র প্রাণী আক্রমণ করেছে। তখন আমি চিৎকার দিয়ে আমার দেহরক্ষী ও সেনাবাহিনীকে ডাকতে থাকলাম। কিন্তু সকলে দূরে বসে আমার দুরবস্থা দর্শন করছিল। আমার মুক্তির জন্য কেউ আমার কাছে এল না তখন আমি আরো চিৎকার দিয়ে ডাকলাম কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় হল না। আমি এ সময় ছুটে তাদের কাছে পৌঁছলাম এবং আমার দুরবস্থায় কথা তাদেরকে বললাম। কিন্তু আমার প্রতি কেউ আদৌ ভ্রূক্ষেপ করল না। তখন আমি ভীত হয়ে রাজমহলের অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করলাম। দেখলাম প্রধান দরজা ভিতর থেকে বন্ধ রয়েছে। দরজার উপর অনেক আঘাত করলাম কিন্তু কেউ দরজা খুলে দিল না। হিংস্র প্রাণীরা এ সময় আমার নিকটে পৌঁছে গেল। আমি ভয়ে দিশেহারা হয়ে গেলাম এবং অন্য দিকে ছুটার চেষ্টা করলাম। তখন আর আমার পা চলছিল না আমার উপর মহাবিপদ নেমে এসেছে দেখে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার দিবার চেষ্টা করলাম তখন আমি ঘুম থেকে সজাগ হয়ে গেলাম। চতুর্দিকে চেয়ে দেখলাম আমার বালাখানা, দাসী বাঁদী সব কিছু ঠিক আছে। তারা অনেকে আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম তোমরা এভাবে আমাকে কেন্দ্র করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? সকলে বলল, আপনি ঘুমে থেকে যেভাবে ক্রন্দন করছিলেন তাতে আমাদের তাজ্জব লাগছিল। আপনাকে জাগাতে আমাদের সাহস হয় নি। তাই আমরা প্রহরীর ন্যায় দাঁড়িয়ে আছি। তখন আমি তাদেরকে বললাম, আমি এমন এক দুঃস্বপ্ন দেখেছি যা আমি আর কোন দিন দেখি নি। অতএব তোমরা আমার রাজ্যের জ্যোতিষীদের খবর দাও। তাদের থেকে আমার স্বপ্নের অর্থ বুঝে নেয়া প্রযোজন। আমার হুকুমে তাড়াতাড়ি দেশের জ্যোতিষীদের খবর দিল। জ্যোতিষীগণ যখন এসে আমার দরবারে বসল তখন আমি তাদের নিকট আমার স্বপ্নের ঘটনা বললাম। আমার কথা শুনে সকলে নির্বাক হয়ে রইল। কেউ কোন কথা বলল না। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা চুপচাপ বসে রইলে কেন? আমার স্বপ্নের তাবির বলে দাও। তখনও কেউ মুখ খুলল না,

www.pathagar.com

তখন আমি রাগান্বিত হয়ে বললাম, আমার কথার জবাব দাও, না হয় আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিব। জ্যোতিষীর ওস্তাদ বলল, হুজুর! বিষয়টি আপনার জন্য এক বিপজ্জনক খবর। তাই আমরা আপনাকে কিভাবে বলব ভাবছি। আমি বললাম, কি বিপদ নির্ভয়ে বল। জ্যোতিষীরা বলল, এটা আপনার মহাবিপদ যা মৃত্যুর পূর্বাভাস বলে ধরে নিতে পারেন।। আমি তাদের কথা শুনে চুপ হয়ে গেলাম। আমার মুখে থেকে আর কোন শব্দ বের হল না। শুধু বললাম, আচ্ছা! কবে, আমার মৃত্যু হতে পারে? তখন জ্যোতিষী বলল খুব শীঘ্রই। সম্ভবত এক মাসের মধ্যেই ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তখন আমি সকলকে বললাম, আচ্ছা! আমি দীর্ঘদিন ধরে যে সমস্ত মূর্তির পূজা-অর্চনা করেছি তাদের কাছে গিয়ে তোমরা আমার মৃত্যু সময়টা আরো দুই এক বছরের জন্য বর্দ্ধিত করে আন। সকলে ওঠে পূজামণ্ডপের দিকে চলে গেল এবং মূর্তির সম্মুখে বিভিন্ন রকম ভেট প্রদান করে আয়ুস্কাল বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানাল। এমন কি গভীর রজনীতে আমিও বড় দেবীর নিকট গিয়ে বললাম, হে পরমেশ্বর! তুমি দীর্ঘদিন আমাকে সুখ শান্তিতে রেখেছ। আমি পার্থিব সুখ শান্তির মোহে পরকাল সম্বন্ধে ভাবতে বা পরকালের জন্য কিছু পূণ্য অর্জন করতে সময় পাই নি। অতএব তুমি আমাকে দু'বছরের সময় দান কর। এর মধ্যেই আমি পরকালের জন্য কিছুটা প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হব। এ কথা বলে আমি অনেক কাঁন্না কাটি করলাম। পরের দিন আমি গরীব দুঃখীর জন্য রাজ ভাণ্ডার খুলে দিলাম। এমন কি দেশের মধ্যে যে সমস্ত লোক নবীর অনুসারী ছিল তাদের নিকট দোয়া চেয়ে আবেদন করলাম। অনেক দাস-দাসীকে মুক্ত করে দিলাম।

এ সব চেষ্টায় কোন ফল উদয় হল না। পরের দিন আমার শরীর অসুস্থ হল। আমি দাঁড়াতে গিয়ে ঘুরে পড়ে গেলাম শরীর যখম হল শরীরর শক্তি হারিয়ে ফেললাম, মাথার মধ্যে যন্ত্রণা সৃষ্টি হল। শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পেল। আমি খবুই অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম। তখন দেশের সকল ডাক্তার হাকিম ও কবিরাজদেরকে খবর দেয়া হল। তারা এক এক করে আমার চিকিৎসা আরম্ভ করল। কিন্তু কিছুতে কিছুই হল না। দিন দিন আমার অসুস্থতা বেড়ে চলল। পঞ্চম দিনে আমার জবান বন্ধ হল এবং শরীর কাঁপতে কাঁপতে শীতল হয়ে এল। পরবর্তী সময় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। তখন আর আমার রাজমহলের কাউকে দেখতে পেলাম না। আমি সকলকে ভুলে গেলাম। এমন সময় শুনতে পেলাম কে যেন সজোরে বলছে, "জমজাহ বাদশাহর জান কবজ করে দোযখে নিক্ষেপ কর।" আমি এ কথা শুনে ভয়ে অস্থির হয়ে গেলাম। এমন সময় দেখলাম, এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। তার মাথা ছিল আসমানে

www.pathagar.com

আর পা ছিল জমিনে। তার পোশাকে আবৃত্ত ছিল তার শরীর। সে আমার সম্মুখে দাঁড়াতেই আমার শরীরে এমন কষ্ট ও যন্তণা অনুভব করতে আরম্ভ করলাম যার কল্পনা আমি কোন দিন করতে পারি নি। মনে হল এক বিশাল কাঁটাদার গাছ আমার শরীরে প্রবৃষ্ট করান হয়েছে। এ গাছটির মূল ধরে যেন টান দেয়া হচ্ছে যাতে শিরা উপশিরার মধ্যে সর্প বিষের মত যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ছে। বার বার এ ধরনের আঘাত দিতে আরম্ভ করল। আমি যন্ত্রণায় পাগল হয়ে খুব জোরে চিৎকার করছি। কিন্তু কেউ সে চিৎকার পৃথিবীতে শুনছে বলে মনে হল না। এরপরে এল বিশাল দেহ বিশিষ্ট কতক কদাকার চেহারার দানব। তাদের হাতে আগুনের গদা, বেলুন, তরবারী ও আরো অনেক অস্ত্র-সন্ত্র। যা আমার উপর ব্যবহার আরম্ভ হল। আমার শরীরের মাংসগুলো মিসে বেটে দেয়া হল। কলিজা ও হৃদপিণ্ডের উপর অবিরাম ছুরি ও তরবারীর আঘাতে সেগুলো কুচি কুচি করে কেটে দেয়া হল। যন্ত্রণা ও কষ্টের কথা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শেষ দিকে একটি ভীষণ চিৎকার শুনে ভয়ে আমার প্রাণ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে। সেটাকে একটি কৃষ্ণবর্ণের আগুনের একটি কৌটার মধ্যে রেখে দেয়া হল। তখন একদিকে চলছিল আমার প্রাণের উপর আজাব অন্যদিকে আমার দেহের উপর নির্যাতন।

এরপরে মানুষেরা আমার লাশ দাফন করল। আমি তা আদৌ টের পাই নি। যখন পুনরায় আমার দেহে প্রাণ সঞ্চারণ করা হয়, তখন আমি বুঝলাম আমার দেহ কবরস্থিত করা হয়েছে। এ সময় আমার উপর আরম্ভ হয় দ্বিতীয় প্রকারের আজাব। কবরের দু'পাশে মাটি এসে আমার শরীরকে এমনভাবে চাপ দিল যাতে সমস্ত হাড্ডি চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাংস রক্ত সব কিছু মাটির সাথে মিসে গেল।

ক্ষণিকের মধ্যে আমার শরীরটা ঠিক করা হল। পুনরায় মাটি শরীরের উপর চাপ দিল। এভাবে চাপের পরে চাপ দিতে আরম্ভ করল। এক এক বার চাপে আমার কি কষ্ট হচ্ছিল তা বর্ণনা করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এত কষ্ট ও যাতনা পৃথিবীতে হতে পারে তা আমি কোন দিন কল্পনা করি নি। এ ঘটনার পরে মনকির-নকির নামক অদ্ভুত চেহারার দুজন ফেরেস্তা এসে জিজ্ঞেস করল, হে পাপিষ্ট! আমরা তোমার জীবনের ভাল-মন্দ কৃতকর্মের লেখক ও সংরক্ষণকারী তোমার জীবনে কোন ভাল কাজের কোন চিহ্ন নেই জীবনে যা কিছু করেছ সবই পাপের কাজ। অতএব তোমার কাজের প্রতিফল গ্রহণ কর। এ কথা বলে তারা কালো আগুনের শিকল দ্বারা আমার সারা শরীর বেঁধে ফেলল। তখন আমার শরীরে আরম্ভ হল আর এক প্রকার দাহ। শিকলের আগুন একবার জ্বলে ওঠে আর এক বার নিভে যায়। যখন আগুন জ্বলে তখন আমার শরীর পুড়ে ছাইয়ের চিহ্ন

www.pathagar.com

পর্যন্ত থাকে না। আবার যখন আগুন নিভে যায় তখন আমার শরীর পুনরায় ঠিক হয়ে যায়। এ ভাবে চলতে থাকে আমার উপর মহা যন্ত্রণাদায়ক আজাব।

আমার অনুমান এক একটি আজাব আমার উপর দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী যাবত চলার পরে উহার পরিবর্তন ঘটে। পরে দেখলাম দুজন স্বাভাবিক পোশাক পড়া ফেরেস্তা আমার নিকট এসেছেন। তাদের পিছনে বিরাট এক সেনাবাহিনী। তাদের হাতে নানা ধরনের অস্ত্র-সস্ত্র। আমার নিকট এসে ফেরেস্তারা জিজ্ঞাস করল, হে কবরবাসী! তোমার প্রভু কে? আমি অজ্ঞাতবসত বললাম, তোমরাই আমার প্রভু। তখন তারা ক্ষিপ্ত হয়ে সেনাবাহিনীকে সম্মুখে এগিয়ে যেতে বলল। সেনাবাহিনীর এক একজনে এক এক ধরনের অস্ত্র দ্বারা আমার উপর অত্যাচার চালাতে আরম্ভ করল। তখনকার কষ্ট ও যন্ত্রণা ছিল আমার নিকট পূর্বের চেয়ে অনেকগুণ পীড়াদায়ক। এ ভাবে কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হবার পরে উক্ত ফেরেস্তাদ্বয় পুনরায় এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, হে কবরবাসী! তোমার ধর্ম ছিল কি? আমি উত্তরে বললাম, আমি জানি না। তখন তারা আর একদল সেনাবাহিনীকে আমার নিকট প্রেরণ করলেন। এরা প্রত্যেকে তাম্র নির্মিত উত্তপ্ত শিক দ্বারা আমার শরীর মাটির সাথে গেঁথে দিল। এ আজাব পূর্বের চেয়ে আরো ভয়ানক বলে মনে হল। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী এ আজাব ভোগ করার পরে একদিন শুনতে পেলাম কে যেন বলছে, এখন জমজাহকে দোযখে নিক্ষেপ কর।

এ আদেশের পরে আমার রুহকে শরীর থেকে ভিন্ন করে নেয়া হল। শরীরটার খবর আর আমি জানি না। আমার রুহকে দোজখের এক দরজায় রাখা হল। অতপর বিশালাকায় এক দেহের মধ্যে আমার রুহকে পুড়ে দেয়া হল। আমি তখন চতুর্দিকে চেয়ে দেখলাম অনেক দূরে এক সুন্দর উদ্যানের মাঝে চেয়ারে হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত সোলায়মান (আঃ), হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপবিষ্ট। তার অনতি দূরে একজন বিশাল আকৃতির ফেরেস্তাকে দেখলাম। সম্ভবত তিনি দোজখের দারোগা। দারোগা আমাকে হুতামা দোজখে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার অধিনস্ত ফেরেস্তাদেরকে হুকুম দিলেন। আমি তখন কেঁদে কেঁদে বললাম, আমার পৃথিবীর সকল সম্পদ আমি গরীব-দুঃখীর মধ্যে দান করে দেব, আমাকে অব্যাহতি দান করুন। ফেরেস্তা বললেন, সে ধন-দৌলত ও রাজ্যের উপর আজকে তোমার কোন অধিকার নেই। শত চেষ্টা করেও সেখানে একটি পয়সা কাউকে দেয়ার ক্ষমতা আজ আর তোমার নেই। আজকে সে রাজ্যের অধিকারী ও মালিক তোমার কুখ্যাত সন্তানেরা যারা তোমার নাম স্মরণ করে কোন দিন একটি পয়সা-গরীব-দুঃখীকে দান করবে না। অতএব আজকে তুমি কোন বিনিময় আশা করতে পার না।

www.pathagar.com

যতদিন তুমি জীবিত ছিলে ততদিনে তুমি যে দান-খয়রাত ও ভাল কাজ করেছ তার প্রতিফল তোমাকে আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই দিবেন। তবে তা পেতে তোমার অনেক বিলম্ব হবে। এর পূর্বে তোমার অন্যায় কার্যাবলীর শাস্তি ভোগ করতে হবে। কত কাল তোমার অদৃষ্টে এ শাস্তি নির্ধারিত আছে তা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা অবগত আছেন। সে খবর আর কারো জানার কথা নয়। দ্বিতীয়ত তুমি তোমার ধন-দৌলত ও টাকা-পয়সার কাঙ্গাল নন। তিনি কারো নিকট থেকে টাকা পয়সা গ্রহণ করেন না। আল্লাহর রাস্তায় ধন-দৌলত বিতরণের মনবৃত্তি আছে কিনা এবং থাকলে তা কত খানি, দান খয়রাতের মাধ্যমে সেটাই তিনি পরীক্ষা করে থাকেন এবং সে অনুসারে মানুষকে তিনি প্রতিফল দিয়ে থাকেন। আমি ফেরেস্তার কথা শুনে বললাম, তাহলে আমাকে ক্ষণিকের জন্য পৃথিবীতে বসবাসের আজ্ঞা দান করুন। আমি পৃথিবীতে গিয়ে নিজ পরিবারবর্গ নিয়ে জঙ্গলবাসী হয়ে আল্লাহর এবাদতে মগ্ন হতাম।

আমার কথা শুনে ফেরেস্তা বলল, তুমি পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় এ ভয়াবহ দিনের কথা নবীগণ তোমাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তুমি তখন ধন-দৌলতের গৌরবে তাদেরকে অত্যাচার করেছ, হত্যা করেছ, তাদের প্রচারিত দীনকে উপেক্ষা করে মনগড়া পূজা অর্চনায় লিপ্ত ছিলে। এমন কি মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে গমনের কোন বিধান নেই। এ সম্বন্ধেও তোমাকে জানান হয়েছে। কিন্তু এ সব কথার প্রতি তুমি আদৌ ভ্রূক্ষেপ কর নি। এখন তুমি আল্লাহ তা'য়ালাকে এবাদতের প্রলোভন দেখাচ্ছ। আল্লাহ তোমার এবাদতের মুখাপেক্ষী নন। তুমি এবাদাত কর আর না-ই কর তাতে তার কিছু যায় আসে না। অতএব তুমি এবাদাত করার প্রলোভন দেখিয়ে কাকে খুশি করতে চাচ্ছ? এ ধরনের কথা তোমার নিছক নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ বহন করে। এ অবস্থায় আমি আর কোন পথ খুঁজে পেলাম ন। তখন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদের নাম ধরে চিৎকার দিয়ে বললাম, হে শেষ নবী আপনি আমাকে আপনার উম্মতের উন্তর্ভূক্ত করে নিন। আমার অপরাধ ক্ষমার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে একটু সুপারিশ করুন। এ চিৎকার ধ্বনী শুনে আমার প্রতি তিনি একবার তাকালেন মাত্র। এর মধ্যে ফেরেস্তাগণ আমাকে এক গভীর অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। আমি অগ্নি শিকল পড়া অবস্থায় অসাধারণ যন্ত্রনায় ছটফট করছিলাম। আর সে অগ্নিকুন্ডের তলদেশে যাচ্ছিলাম। কত হাজার বছর ধরে এ পথ অতিক্রম করছিলাম তা জানি না তবে সম্ভবত দু'চার হাজার বছর যাবত চলার পরে অগ্নিকুণ্ডের তলদেশে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছা মাত্র লেলিহান আগুনের তৈরি সাপ, বিচ্ছু, নেকড়ে, সিংহ ইত্যাদি জাতের বহু হিংস্র প্রাণী এসে আমার

www.pathagar.com

শরীরের মাংস খেতে আরম্ভ করে। সাপ ও বিচ্ছুরা মাংস খায় না শুধু প্রতিনিয়ত দংশন করে চলেছে। আমার বিশাল দেহের এক পাশের মাংস খেয়ে যখন ওরা অপর পাশে যায় তখন এ পাশ পুনরায় মাংসে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এভাবে কয়েক লক্ষ বছর ধরে আমি সর্বাপেক্ষা কঠিন এ আজাব ভোগ করতে থাকি। এক সময় আমাকে স্থানান্তরিত করে একটি গাছের নিচে হল। আমি তখন কিছু খাদ্য ও পানির আবেদন করায় উক্ত গাছ থেকে কাঁটাদার এক প্রকার ফল আমাকে খেতে দেয়া হল। কাঁটাগুলি আমার মুখ, গলা ও পেট সম্পূর্ণ ঝাঝরা করে দিল। আমি অনুভব করলাম প্রতিটি কাঁটার যেন রয়েছে কয়েক শত সর্পের কঠিন বিষ মিশ্রিত। এ সময় একজন ফেরেস্তা বলল, এ গাছের নাম খাজরা জাকুম। আমি একবার সে ফল ভক্ষণ করে খাবার নেশা থেকে চিরদিনের জন্য হতাশ হলাম।

এখানে আমাকে অধিক সময় না রেখে ফেরেস্তারা আমাকে এক পাহাড়ের উপর নিয়ে গেল। সে পাহাড়ের দৈর্ঘ্য ছিল তিন হাজার বছরের পথ। সে পাহাড়ের নাম ছিল 'সকরাত'। সে পাহাড়ের মধ্যে ছিল সত্তরটি গর্ত, বিভিন্ন রঙের আগুনে পরিপূর্ণ ছিল সে গর্তগুলো। ইতোপূর্বে আমার উপর যে সমস্ত আজাব হয়েছে তার সবগুলো সেখানে বর্তমান ছিল। উপরন্তু সেখানে আরো কতক নতুন আজাবের ব্যবস্থা ছিল। এখানে যে সমস্ত নতুন আজাব ছিল তার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুবরণ করা ও ক্ষণে ক্ষণে জীবিত হয়ে পুনরায় আজাবে নিপতি হওয়ার ঘটনাটি ছিল উল্লেখযোগ্য। এখান থেকে আমাকে এক কূপের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। কূপের মধ্যে পানির বদলে ছিল গলিত লৌহ, তাম্র, দস্তা ইত্যাদি। যা অহরহ টগবগ করে ফুটতে ছিল। এ কূপের নাম ছিল 'গজবাম'। আমাকে সে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হল। মুহূর্তের মধ্যে আমার শরীরটা একটা পিণ্ডে পরিণত হল। তখন লোহার সাড়াসি দ্বারা আমার পিণ্ডটাকে উপরে তুলে একটু পানি ছিটিয়ে দেয়া হল অমনি আমার শরীর পুর্বের ন্যায় ঠিক হল। তখন আমাকে পুনরায় কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হল। আমি পুনরায় পিণ্ডে পরিণত হই। পুনরায় আমাকে শরীর ঠিক করা হয়। এভাবে দীর্ঘ কাল যাবত এ অসহ্য আজাব ভোগ করতে থাকি আর চিৎকার দিয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে থাকি।

এরপরে আমাকে আর এক বদ্ধ ঘরে নেয়া হয়। যেটা ছিল আগুনের একটি সিন্দুক। এটার নাম হল "বাইতল আহজান"। এটা ছিল অনেক বড়। আমাকে সিন্দুকের মধ্যে আবদ্ধ করে দেয়া হল, এখানের আজাব ছিল নতুন ধরনের তবে পুর্বের আজাবের চেয়ে এটার কঠিনতা আদৌ কম ছিল না। এ আগুনের বর্ণ ছিল ভীষণ কালো। এ আগুনে আমার এক পাশ পুড়ে ছাই হয়ে যেত আর পাশ ভাল

থাকত। আবার ডান পাশ পুড়ে ছাই হয়ে যেত অপর পাশ পূর্বের রূপ নিত। এখানে আমি আরো কতক মূর্তি পূজারীকে আজাব পাইতে দেখেছি। তাদের কতককে আমি চিনি। যারা পৃথিবীতে বসে আমাকে মূর্তি পূজায় উৎসাহ প্রদান করেছিল এবং অন্যায় কাজে আমাকে প্রলুব্ধ করেছিল। তাদের কয়েকজন এখানে আজাব ভোগ করছিল। কিন্তু কারো সাথে কারো কথা বলার অবকাশ ছিল না। নিজ নিজ বিপদে প্রত্যেকে হা হুতাশ করে সময় অতিবাহিত করছিল। আমি এ সময় চিৎকার দিয়ে আল্লাহর দরবারে বলছিলাম, হে রহমান রহিম! আমি যদি পার্থিব জীবনে কোন নেক কাজ করে থাকি তবে তার বিনিময়ে আমাকে মুক্তি দান কর। বিশেষ করে হযরত আদম (আঃ) যে কলেমা পাঠ করে ক্ষমা লাভ করেছিলেন সেই কালেমার উছিলায় আমাকে নাজাত দান কর। এ সময় একজন ফেরেস্তা এসে বলল, হে জমজাহ বাদশাহ! তোমাকে যে আগুন দ্বারা ও যে সমস্ত বিষধর প্রাণী দ্বারা আজাব প্রদান করা হয়েছে উহার থেকে সুচাগ্র আগুন অথবা বিষ যদি পৃথিবীতে ফেলে দেয়া হত তাহলে নিমিষের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যেত। তবুও বলা যেতে পারে যে, তোমার প্রতি আজাব অন্যান্য কঠিন আজাবের তুলনায় অনেক আছান করে প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত দোজখের সাতটি স্তর রয়েছে সইর, সকর, জাহান্নাম, লাজা, হাবিয়া, ওয়ায়েল ও হুতামা-এ সসস্ত স্তরের প্রত্যেকটির ভয়াবহতা পর্যায়ক্রমে অধিক। হুতামা হল সব চেয়ে অল্প আজাবের স্থান। যারা পৃথিবীতে অল্প পাপ করবে তাদেরকে অল্প শাস্তি প্রদানের জন এ হুতামার সৃষ্টি হয়েছে। হে বাদশাহ! তোমাকে এ হুতামা দোজখের সর্বনিম্ন শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। হয়ত আল্লাহ তা'য়ালা তোমার জীবনের পূণ্য ও নেক কাজসমূহের প্রতিদান প্রদান করবেন তবে যে সমস্ত নবীদেরকে তুমি হত্যা করেছ, কষ্ট দিয়েছ, তাদের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা তোমাকে ক্ষমা প্রদান না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই।

আমি এ কথা শুনার পর থেকে দীর্ঘ কয়েক হাজার বছর যাবত একজন নবীর সাক্ষাৎ লাভের নিমিত্ত সর্বদা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছি। হয়ত আমার সে ফরিয়াদের কারণে আল্লাহ তা'য়ালা আপনার নিকট আমার দুঃখ-দুর্দশার কথখণ্ড বলার সৌভাগ্য দান করেছেন। আপনি দয়া করে আল্লাহর দরবারে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আমাকে মুক্ত করুন। আমাকে আর একবার পৃথিবীতে জীবন যাপনেরে সুযোগ দানের জন্য আপনি দোয়া করুন। আমি পৃথিবীতে গিয়ে প্রাণ ভরে এবাদাত বন্দেগীতে মশগুল হতে চাই। হে আমার নবী! আপনি আমার জন্য শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়াসাল্লাম এর অছিলা ধরে দোয়া করুন। আপনার প্রতি এটা আমার প্রাণের দাবি আপনার প্রতি আল্লাহর দোহাই আমাকে উপেক্ষা করবেন না। আমি কত বড় ভীষণ দুর্বিসহ জীবন যাপন করছি তা আপনি অবশ্যই অনুভব করেছেন। একজন পাপী যদি নেক কাজ করার জন্য অঙ্গীকার করে তবে তাকে কিছুটা সুযোগ দান করা কি নবীর কর্তব্য নয়? যদি আমি আপনার সাথে কথা বলার সুযোগ না পেতাম তাহলে হয়ত সমস্ত কাল আমাকে আজাব ভোগ করতে হত। কিন্তু যখন কথা বলার সুযোগ পেয়েছি তখন মনে করি এটাই আল্লাহর তা'য়ালার রহস্য প্রদানের পূর্বাভাস। অতএব আমি আশাবাদী আপনি আমার জন্য দোয়া করলে তা অবশ্যই আমার নাজাতের পথ খুলে দিবে।

হযরত ঈসা (আঃ) দীর্ঘ সময় জমজাহ বাদশাহর খুলির নিকট থেকে এক ভয়াবহ ইতিহাস শুনে অনেক কাঁদলেন। অতপর তিনি খুলিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন বংশের লোক এবং আমি এ মুহূর্তে তোমার কি উপকার করতে পারি? খুলি বলল, হুজুর! আমি হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর বংশের লোক। যদিও পার্থিব দিন পুঞ্জির হিসেবে মাত্র কয়েক শত বছর পূর্বের ঘটনা। কিন্তু পরপারের হিসেবে আমি কয়েক লক্ষ বছর আজাব ভোগ করেছি। আরো কত কাল আমাকে ভুগতে হবে জানি না। এ দীর্ঘ বছরগুলোর মধ্যে যে সময়টুকু আজকে আপনার সাথে আলাপ করার সুযোগ পেলাম। শুধু এ সময় টুকুই আজাব মুক্ত ও স্বস্তির মধ্যে কাটানোর ভাগ্য লাভ করলাম। অতএব আমার একান্ত বিশ্বাস একমাত্র আপনার দোয়াই আমার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবে। তাই আপনাকে আল্লাহর কছম দিয়ে বলছি, আপনি আমার নাজাতের জন্য আল্লাহর দরবারে একবার দোয়া করুন।

হযরত ঈসা (আঃ) জমজাহ বাদশার খুলির আবেদন নিবেদন শুনে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন এবং যে নবীদের প্রতি সে অসদাচারণ করেছে তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। নবীগণ জমজাহ বাদশাহর অপরাধ যখন ক্ষমা করলেন তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)-কে বলা হল, আপনি যে ঐশী শক্তি বলে মৃত্যুকে জীবিত করে থাকেন জমজাহকেও সেভাবে জীবিত করুন। তখন নবী বললেন, হে জমজাহ বাদশাহর খুলি ও হাড় মাংস তোমরা আল্লাহর হুকুমে একত্রিত হয়ে যাও।

নবীর আদেশে জমজাহ বাদশাহর মাথার খুলি ও হাড় মাংস একত্রিত হয়ে একটি দেহ গঠিত হয়। নবী তখন দোয়া করে বললেন, হে জমজাহ বাদশার দেহ! তুমি আল্লাহর হুকুমে জিন্দা হয়ে যাও। নবীর দোয়ার বরকতে ও আল্লাহর রহমতে তখনই বাদশাহ জিন্দা হয়ে প্রথমেই পাঠ করল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ

www.pathagar.com

ঈসা রুহুল্লা। নবী তখন তাকে বললেন, যাও তোমার আরজু আল্লাহ কবুল করেছেন। এখন তোমার ইচ্ছামত তার বন্দেগীতে লিপ্ত হও। জমজাহ বাদশাহ নিজ রাজ্যের কথা আর না ভেবে একজন সাধারণ মানুষের ন্যায় আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত হয়। কথিত আছে যে আশী বছর কাল জীবিত থেকে নির্লিপ্তভাবে এবাদাত বন্দেগী করে পরলোকগমন করেন। এ সময় মুহূর্তের জন্য সে শাহী জীবনের কথা আর ভাবে নি।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর এনতাকিয়া শহরে দূত প্রেরণ

এনতাকিয়া শামের একটি প্রসিদ্ধ শহর। হযরত ঈসা (আঃ) এনতাকিয়াবাসীদের হেদায়েতের জন্য এনতাকিয়াতে দূত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি যাদেরকে তথায় প্রেরণ করেছিলেন তাঁরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর দুত ছিলেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন তিনজন। তাঁদের নাম যথাক্রমে সাদিক, সুদুক ও শালুম। অন্য এক তথ্যে আছে যে, তৃতীয়জনের নাম শামউন। কুরআনে তাঁদেরকে রাসূল বলা হয়েছে। রাসূল আরবী শব্দ। এর অর্থ প্রেরিত। যেহেতু তাঁরা হযরত ঈসা (আঃ)- এর প্রেরিত ছিলেন তাই তাঁদেরকে রাসূল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সর্ব প্রথম সাদিক ও সুদুককে প্রেরণ করা হয়।

তৎকালে এনতাকিয়া শহরবাসীরা শিরক ও কুফরে লিপ্ত ছিল। স্বহস্তে গড়া প্রতিমা পূজা তাদের মজ্জাগত ব্যাপার ছিল। শহরের শেষ প্রান্তে হাবিব বিন ইসমাইল নামে এক ব্যক্তি বসবাস করত। পেশাগতভাবে সে ছিল সূত্রধর। সে হাবিব নাজ্জার নামে প্রসিদ্ধ নাজ্জার শব্দের অর্থ সূত্রধর। হাবিব নাজ্জার কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিল। সে স্বীয় ঘরে থেকে তাদের মনগড়া মাবুদের কাছে রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতেছিল। এভাবে তার সত্তুর বসর অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু সে রোগমুক্ত হচ্ছে না। হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রেরিত লোকদ্বয় এনতাকিয়া শহরের নিকট পৌঁছলেন তখন তাঁরা দেখতে পেলেন যে, একজন লোক মাঠে ছাগল, চড়াচ্ছে। তাঁরা তাকে সালাম দিলেন। সে ব্যক্তি তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কে? কোথা হতে এসেছেন? তাঁরা বললেন, আমরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রেরিত দূত, তোমাদের নিকট এসেছি- তোমাদেরকে সৎপথে আসার জন্য আহ্বান করতে। তোমরা প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছ অথচ প্রতিমা পূজা করা শেরক, সকল মানুষের জন্য আল্লাহ পাকের ইবাদত করা একান্ত কর্তব্য। তোমাদেরকে প্রতিমা পূজা হতে বিরত করে আল্লাহ পাকের ইবাদত করার জন্য দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসেছি। ঐ ব্যক্তি বলল, আপনারা প্রকৃত মাবুদের পক্ষ হতে আসার পক্ষে আপনাদের নিকট কোন নিদর্শন আছে কি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, আমাদের নিকট এর খুব শক্ত নিদর্শন

www.pathagar.com

রয়েছে, তা হল-আমরা কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগী, জন্মগতভাবে অন্ধ, বোবা এবং শ্বেত রোগীকে আল্লাহ পাকের রহমতে সুস্থতা দান করতে পারি। ঐ লোকটি বলল, আমার এক পুত্র সত্তুর বসর যাবত রোগাগ্রস্থ। কোন চিকিৎসায় বা আমাদের প্রতিমা পূজায় কোন ফল পাচ্ছি না তা হলে আপনারা আমার পুত্রের চিকিৎসা করুন। তাঁরা বললেন, আমাদেরকে তোমার পুত্রের নিকট নিয়ে চল, আমরা প্রথমে তার অবস্থা দেখব অতঃপর এ সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করব। সে তাঁদের উভয়কে সাথে নিয়ে স্বীয় পুত্র হাবিব নাজ্জার এর নিকট আসল। তাঁরা তার পুত্রের মাথায় হাত বুলানোর সাথে সাথে সে তৎক্ষনাৎ সুস্থ হয়ে গেল।

এতে খুশী হয়ে সে ও তার ছেলে হাবিব নাজ্জার উভয়ে ঈমান গ্রহণ করল। অতঃপর তারা শহরে প্রবেশ করল। ধীরে ধীরে তাদের সুস্থতার কথা সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়ল। শহরের বিভিন্ন স্থান হতে অসুস্থ ব্যক্তিরা তাঁদের নিকট আসতে লাগল। আল্লাহ পাকের রহমতে তারা সকলেই রোগমুক্ত হল। তখন এনতাকিয়া শহরের বাদশাহর নাম ছিল এতিখাস। তাঁদের কথা ধীরে ধীরে বাদশাহর কানেও পৌঁছল বাদশাহ তাঁদেরকে দরবারে ডেকে আনল। তাঁরা দরবারে উপস্থিত হবার পর বাদশাহ জিজ্ঞেস করল, তোমরা কে? কোথা হতে এখানে আগমন করেছ? তাঁরা বললেন, আমরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর দূত। তিনি আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন। বাদশাহ বলল, কেন পাঠিয়েছে? তাঁরা বললেন, হে বাদশাহ! আপনারা এমন জিনিসের পূজা করতেছেন যারা দেখা বা শুনার কোন ক্ষমতা রাখে না। আর এমন এক মহান সত্তার ইবাদত ত্যাগ করেছেন যিনি সব কিছু দেখেন এবং শুনেন। সুতরাং আমরা আপনাদেরকে এ মহান সত্তার ইবাদত করার জন্য আহবান দিতে এখানে এসেছি। বাদশাহ বলল, তাহলে কি আমাদের মাবুদ ব্যতীতও তোমাদের অন্য কোন মাবুদ রয়েছে। তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, আমাদের আল্লাহ এমন এক সত্তা যিনি আপনাকে এবং আপনার মাবুদকেও সৃষ্টি করেছেন। বাদশাহ বলল, ঠিক আছে তোমরা অপেক্ষা কর আমি তোমাদের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখি। বাদশাহ তাঁদেরকে বন্দী করে প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত করল। অতঃপর তাঁদের পিছনে লোক লেলিয়ে দিল বাদশাহর নির্দেশ পেয়ে বখাটে শহরবাসীরা তাঁদেরকে অপমান, লাঞ্ছিত এবং মারধর করল হযরত ঈসা (আঃ) এ খবর পেলেন তাই তিনি তাঁদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য শামউনকে প্রেরণ করলেন।

শামউন আঁচ করতে পারলেন যে, সরাসরি দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে এখানে কাজ করা যাবে না। কাজেই এ শহরে কৌশলগতভাবে কাজ করতে হবে। তাই

www.pathagar.com

তিনি একজন সাধারণ লোক হিসাবে শহরে প্রবেশ করলেন। আর রাজ প্রসাদের পাশেই একটি ঘরে বসবাস শুরু করলেন। কথাবার্তা ও আচার আচরণের শহরবাসীর নিকট একটি উদাহরণ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। শামউনের কথা ধীরে ধীরে বাদশাহের কর্ণগোচর হল। বাদশাহ্ শামউনকে রাজ দরবারে ডেকে আনলেন, তাঁর উপস্থিত হওয়ার পর বাদশাহ্ তাঁর সাথে সুব্যবহার করল এবং তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করল দরবারে উচ্চপদস্থ লোক হিসাবে গ্রহণ করল। এমনকি তাঁকে বাদশাহর নিকটস্থ লোক হিসাবে গণ্য করল। যখন বাদশাহর সাথে তাঁর ঘনিষ্টতা স্থাপিত হল তখন একদিন তিনি বাদশাহকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি জানতে পারছি যে, আপনি নাকি দু'জন লোককে জেলখানায় বন্দী করে রেখেছেন। আর আপনাকে যখন তাঁরা আপনার দ্বীন পরিত্যাগ করতে বলেছিল তখন নাকি আপনি তাঁদেরকে মারধর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন? তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করাতে বাদশাহ্ রাগ হয়ে গেলেন।

শামউন তখন অতি নম্র স্বরে বললেন, জাঁহাপনার যদি অনুমিত হয় তাহলে আমি তাদেরকে ডেকে এনে তাঁদের মতামত সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করে দেখতে পারি তাঁরা কি বলতে চায়। যেহেতু শামউনের উপর বাদশাহের আস্থা ছিল তাই শামউনের কথায় রাজী হয়ে গেল। তাঁদেরকে ডেকে এনে তাঁদের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য শামউনকে অনুমতি প্রদান করল। শামউন তাঁদেরকে রাজ দরবারে হাজির করে জিজ্ঞেস করলেন তোমাদেরকে এখানে কে প্রেরণ করেছে? তাঁরা জবাব দিলেন, বিশ্ব নিখিলের মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক প্রেরণ করেছেন। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। শামউন বললেন, তোমরা তোমাদের প্রেরকের পরিচয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু বল। তাঁরা বললেন, তিনি এমন এক সত্তা যে, তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন। তিনি সর্ব শক্তিমান তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নে কেউই বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। শামউন বললেন, তোমরা তাঁর নিকট হতে প্রেরিত হওয়ার কোন নিদর্শন তোমাদের কাছে আছে? তাঁরা বললেন, আপনারা যা চাইবেন আমরা তা করে দেখাতে পারব। তখন বাদশাহ্ তাঁদেরকে পরীক্ষা করার জন্য একটি অন্ধ ছেলেকে তাঁদের সামনে হাজির করার নির্দেশ দিল। তখনি তাঁদের সামনে একটি ছেলেকে হাজির করা হল, যার চক্ষুদ্বয়ের কোন নিদর্শনই ছিল না। বরং চক্ষুদ্বয়ের স্থান ললাটের ন্যায় সমতল ছিল। বাদশাহ্ বলল, তোমরা এ বালকের চক্ষুকে ভাল করে দাও।

যদি তা করতে সক্ষম হও, তা হলে বুঝা যাবে যে, তোমরা সত্য। তাঁরা আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ পাকের রহমতে তার চক্ষু খুলে গেল। তখন তাঁরা সামান্য মাটি হাতে তুলে আল্লাহর

www.pathagar.com

নামে ফুঁক দিয়ে ঐ মাটি দ্বারা তাহার চক্ষুদ্বয় মুছে দিলেন। ফলে সে সব কিছু দেখতে লাগল। বাদশাহ তা দেখে অবাক হয়ে রইল। শামউন বাদশাহকে বললেন, আপনি যদি আপনার মাবুদের নিকট এ ধরনের দোয়া করতেন তা হলে তো আপনার মাবুদও তাকে ভাল করে দিতে পারতেন। ফলে আপনার এবং আপনার মাবুদ উভয়ের সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ হত। বাদশাহ বলল, আমি তো আপনার নিকট কোন কথা গোপন করি নি। আমি আমার মাবুদের নিকট দোয়া করলে কোন লাভ হবে না। কেননা আমরা যার ইবাদত করি তা জড় পদার্থ। সে কখনও শুনতে পায় না। এর দর্শন ক্ষমতাও নেই। অধিকন্তু কারো উপকার বা অপকার করা তাদের শক্তির বাইরে।

শামউন দেখলেন যে, বাদশাহ অনেকটা নরম হয়ে আসছে। তাঁদের সম্পর্কেও নমনীয় ভাবপ্রকাশ করতেছে। কিন্তু এখনও আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনতে রাজী নয়। শামউন সর্বদাই বাদশাহের সাথে এমন আচরণ করতেন যাতে বাদশাহ শামউনকে অন্য ধর্মের অনুসারী মনে করতে না পারে। এমনকি মাঝে মাঝে বাদশাহের মাবুদের সামনে গিয়ে দোয়া করতেন। কান্নাকাটি করতেন। শামউন অতি কৌশলে কাজ করতে ছিলেন। তাই বাদশাহকে ঈমান গ্রহণ করার জন্য কোন চাপ না দিয়ে তার সামনে দ্বিতীয় নিদর্শন উপস্থাপিত করার পরিকল্পনা করতে ছিলেন। তাই শামউন তাদেরকে বললেন, তোমাদের মাবুদ মৃত্যু ব্যক্তিকে জীবিত করতে পারেন? তাঁরা বললেন, আমাদের আল্লাহ্ পাক সব কিছু করতে পারেন। শামউন বললেন, এখানে একজনের মৃত্যু দেহ রয়েছে। সাত দিন পূর্বে সে মারা গিয়েছে। মৃত্যু ব্যক্তির পিতা এখানে উপস্থিত নেই বলে আমরা তাকে দাফন করতেছি না। তার পিতা এখানে আসলে পরে তাকে দাফন করে। তোমাদের আল্লাহ্ পাক তাকে পুনঃ জীবিত করতে পারবেন? তাঁরা বলল, আমাদের আল্লাহ্ পাক তাদের পুনঃজীবিত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এ বলে তাঁরা মৃত্যু ব্যক্তিকে সামনে রেখে দোয়া করতে লাগলেন। তাঁরা প্রকাশ্যেই দোয়া করতেছিলেন।

এদিকে শামউনও মনে মনে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করতেছিলেন। আল্লাহ্ পাকের রহমতে মৃত্যু ব্যক্তি জীবন লাভ করল সে উঠে দাড়াল। আর উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমি একজন মুশরিক আজ সাতদিন যাবত মৃত। আমাকে জাহান্নামের সাতটি গর্তে প্রবিষ্ট করা হয়েছে। তোমরা যা ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছ তা তোমাদের জন্য ভয়াবহ বিপদ হয়ে দাড়াবে। তাই আমি তোমাদেরকে এ সম্পর্কে সতর্ক করতেছি। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আন। সে আরও বলল, আমি আসমানের দরজার নিচে এক সুন্দর

www.pathagar.com

যুবককে ঐ তিন ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে দেখেছি। বাদশাহ জিজ্ঞেস করল ঐ তিন ব্যক্তি কে? সদ্য জীবিত ব্যক্তি বলল, তাঁদের একজন হল শামউন। আর অপর দুজন হল ঐ দু'জন। এ বলে সে সাদিক ও শামউনের দিকে ইঙ্গিত করল। শামউন বুঝলেন যে, এখন আর নিজকে গোপন রাখা সম্ভব নয়। তাই তিনি বাদশাহের সামনে নিজের প্রকৃত পরিচয় দান করলেন।

অতঃপর শামউন বাদশাহকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্য আহ্বান জানাল। বাদশাহ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না বরং আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান গ্রহণের আহ্বানকে বার বার ঠাট্টা বিদ্রুপের বিষয় তৈরী করে নিয়েছে।

ফলে আল্লাহ পাক বাদশাহ ও তার দেশবাসীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন। অনাবৃষ্টির ফলে দেশে অভাব দেখা দিল। তবুও তাদের হুশ হল না। তারা এটাকে নিজেদের কর্মের প্রতিফল হিসাবে গ্রহন না করে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াতের প্রতিফল বলে মনে করল।

অতঃপর বাদশাহ তাঁদের দাওয়াতের কাজ পরিহার করার জন্য হুমকি দিয়ে বলল যে, তোমরা যদি দাওয়াতের কাজ পরিহার না কর তবে তোমাদের প্রতি নির্যাতন চালানো হবে। এমনকি তাঁদেরকে পাথর মেরে ক্ষত বিক্ষত করতে দ্বিধা বোধ করবে না। তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ হুমকি পর ঐ তিন বুযুর্গ বললেন, তোমাদের প্রতি আপতিত বিপদের কারণ হতে পারে না। বরং সত্য ও হক গ্রহণ না করে অসত্যের প্রতি ঝুঁকে পড়া বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে। যদি তোমরা সকলে সত্য ও হক পথ গ্রহণ করতে এবং সত্য পথ গ্রহণ করতে মতপার্থক্যের সৃষ্টি না করতে তাহলে কোন দিন তোমাদের প্রতি বিপদ আসত না।

কিন্তু এনতাকিয়ার কাফের অধিবাসীরা এতেও ক্ষান্ত হল না। তারা আরও রাগান্বিত হয়ে উঠল। তারা তাঁদেরকে হত্যা করার পরিকল্পনা করতেছিল। এদিকে হাবিব নাজ্জার জানতে পারল যে, শহরবাসী ঐ তিন মহান ব্যক্তির সাথে ভাল আচরণ করতেছে না। এমনকি বাদশাহের পরামর্শে তাঁদেরকে হত্যা করার পরিকল্পনাও করতেছে। তাই সে উদ্বিগ্ন হয়ে দৌড়িয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট আসল, আর তাদের এ জঘন্য ষড়যন্ত্রের ভয়াবহ পরিনামের কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

সে বিভিন্নভাবে তাদেরকে বুঝাবার চেস্টা করল। এমনকি নিজের ঈমান গ্রহণের বিষয়টিও প্রকাশ করে দিল। তা শোনামাত্র তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং তাঁকে মারপিট শুরু করে দিল। অবশেষে তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করল। পাথরের আঘাতে জর্জরিত অবস্থায়ও নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতেছিল। হে আল্লাহ! আমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে

www.pathagar.com

সুপথ প্রদর্শন করুন। তবুও জালেমদের অন্তর নরম হল না। শেষ পর্যন্ত তারা হাবিব নাজ্জারকে হত্যা করে ফেলল। এ শহরেই হাবিব নাজ্জারকে দাফন করা হল। কোন কোন তাফসীরকারদের মতে উল্লেখিত মহান ব্যক্তিত্রয় অর্থাৎ শামউন, সাদিক ও সুদুককেও হত্যা করেছিল। কিন্তু সহী কোন তাফসীরে তাঁদের তিনজনের শেষ অবস্থার কোন আলোচনা আসে নি।

হাবিব নাজ্জার শহীদ হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে তাকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তুমি বেহেস্তে প্রবেশ কর। কিন্তু তিনি তখনও স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ভুলে নি। বরং সম্প্রদায়ের লোকদের নাজাতের জন্য আফসোস করতেছিল যে, উল্লেখিত মহান ব্যক্তিত্রয়ের অনুসরণ করার কারণে আল্লাহ পাক তাঁকে মাফ করে দিয়েছেন। যদি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁদের অনুস্মরণ করত তাহলে তারাও অনুরূপ পুরস্কার লাভ করত।

এবার আল্লাহ পাক তাদের ধ্বংসের ফয়সালা করলেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে পাঠিয়ে দিলেন তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য। হযরত জিবরাঈল (আঃ) এনতাকিয়া শহরে পৌঁছে শহরের উভয় পার্শে হাত রেখে খুব শক্তভাবে আওয়াজ করলেন। আওয়াজের গর্জনে শহরের সমস্ত লোক কলিজা ফেটে মৃত্যুবরণ করল।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর আসমানে গমন

একদা হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর মা মরিয়ম (আঃ)-কে নিয়ে বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। দীর্ঘ সময় পথ চলার পরে তাঁরা এক মরুভূমির মধ্যে এসে পৌঁছলেন সেখানে হঠাৎ তাঁর মাতা অসুস্থ হয়ে পড়েন নবী তখন খুবই বিপন্ন হয়ে পড়লেন। সেখানে লোকজন বা বসতি কিছুই ছিল না, শুধু বাবলা গাছের ঝোপ ঝাড় ছাড়া অন্য কোন গাছপালও ছিল না। নবী তাঁর মাতার সুস্থতার জন্য কি করবেন তা ভেবে অস্থির হয়ে পড়লেন। হযরত মরিয়ম ছেলের উদবিগ্নতা দেখে বললেন, হে ঈসা! তুমি আমার জন্য ব্যস্ত হইও না। আমার যদি এখানে মাটি গ্রহণের লিখন থাকে তবে কোন চেষ্টায় কাজ হবে না। এ ছাড়া তুমি তো জান, ওষুধ হিসেবে লতাপাতা ও শিকড় ছাড়া অন্য কোন কিছু গ্রহণ করার অভ্যাস আমার নেই। হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর মাতার কথা অনুসারে নিকটস্থ এলাকায় কোন গাছ বা ঘাস পাওয়া যায় কিনা তার খোঁজে বের হলেন। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে কাটালেন। এ দিকে তাঁর মা অসুস্থাবস্থায় হাহুতাশ করছিলেন। এমন সময় আসমান থেকে কয়েকজন হুর এসে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা আরম্ভ করেছিল। হযরত মরিয়ম তাদেরকে দেখে চিনলেন। হযরত ঈসা (আঃ) জন্মের সময় যারা তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেছিল তারাই এ সময় মরিয়মের নিকট এসে হাজির হল। তিনি তাদের সাথে শুভেচ্ছা

www.pathagar.com

বিনিময় করলেন। দেখতে দেখতে মরিয়ম আরো অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অল্প সময়ের মধ্যে লাব্বায়েক বলে তাঁর রুহু জান্নাতে চলে গেল। তখন হুরেরা তাঁর গোছল ও কাফনের কাজ সমাধা করলেন। অতপর একজন ফেরেস্তা তাঁর নামাযে জানাযা সমাধান করে নিকটস্থ এক গাছের নিচে তাঁকে দাফন করলেন।

এমন সময় হযরত ঈসা (আঃ) কতক গাছের শিকড় নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, সেখানে অনেক লোকের সমাগম। তিনি তখন একজনের নিকট তাদের আগমনের খবর জিজ্ঞেস করলেন। সে উত্তর দিল, আপনার মাতা একটু পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন, আমরা তাঁর জানাযা ও দাফন কার্য সমাধা করেছি। আমরা আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে এ কাজ সমাধা করেছি। এখন আমরা আপনার নিকট বিদায় চাচ্ছি। হযরত ঈসা (আঃ) সমস্ত অবস্থাটা বুঝে নিলেন এবং ফেরেস্তাদেরকে বিদায় দিলেন। অতপর তিনি মাতার কবরের পাশে গিয়ে মা বলে ডাক দিলেন। এক এক করে তিনি তিনটি ডাক দিলেন। তৃতীয় ডাকে তাঁর মা সাড়া দিয়ে বললেন, আসসালামু আলাইকুম, হে প্রিয় সন্তান তুমি আমাকে কেন ডাকছ? হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, মা! আপনি আমাকে এ ভাবে মাঠে একা ফেলে চলে যাবেন। তা আমি কখনও ভাবতে পারি নি। যদি আমি একথা বুঝতে পারতাম তাহলে গাছের শিকড় আনার জন্য বাইরে যেতাম না। আমার বুকে কত আশা ছিল, আমি নবুয়তী লাভ করেছি। সিরিয়া গিয়ে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিব সেখানে ইসলামী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করব। দলে দলে মানুষ এসে দ্বীনের দাওয়াত কবুল করবে। আপনি সে দৃশ্য দেখে আনন্দ পাবেন। এ ধরনের অনেক স্বপ্ন ছিল আমার অন্তরে। কিন্তু সব কিছু বিনাশ হয়ে গেল। আমার আর সিরিয়ার পথে অগ্রসর হতে পা এগুচ্ছে না।

সন্তানের আবেগের কথা শুনে হযরত মরিয়ম কবর থেকে বললেন, হে প্রিয় সন্তান! তুমি একজন আল্লাহর নবী। তুমি ভালভাবে জান যখন যার আয়ুকাল শেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে তার নিকট চলে যেতে হবে। তাই আমি সে রকম এক দাওয়াতে আল্লাহর দরবারে চলে এসেছি। তুমি আমার জন্য আর পরিতাপ কর না। তুমি আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যাও। তোমাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা উচ্চ মর্যাদা দান করবেন।

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর মাতার কথা শুনে বললেন, মা! আমি আপনার কবরের নিকট দাঁড়িয়ে তিনটি ডাক দিয়েছি। প্রথম দু'ডাকে আপনি কোন সাড়া দেন নি কেন? বর্তমানে আপনি কেমন আছেন? হযরত মরিয়ম কবর থেকে

www.pathagar.com

জবাব দিলেন, প্রিয় সন্তান! আমি ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর হুকুমে জান্নাতুল ফেরদাউসে চলে গিয়েছিলাম। তাই তোমার প্রথম ডাকে আমি সেখান থেকে প্রথম আসমানে চলে আসি এবং দ্বিতীয় ডাকে একবারে এসে পৌঁছি, তাই তোমার তৃতীয় ডাকে জবাব দিতে পেরেছি। তুমি আমার জন্য কোন চিন্তা কর না আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের অতি উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন স্থানে থাকার অনুমতি দিয়েছেন আমি এখানে মানমর্যাদা সহকারে অতি আরামে আছি। আমি তোমার জন্য সর্বদা দোয়া করব, তুমি মাঝে মাঝে আমার কবর জিয়ারত করবে।

হযরত ঈসা (আঃ) তখনই কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি সিরিয়া যাত্রার পরিকল্পনা ত্যাগ করে বাইতুল মোকাদ্দাসে ফিরে আসলেন। সেখানে মানুষের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেন। এভাবে বেশ কিছু দিন অতিক্রম হওয়ার পরে তাঁর প্রতি অহী নাজিল হল তাঁর নিকট আল্লাহ তা'য়ালা ইঞ্জিল কিতাব প্রেরণ করলেন। একদিন এক জনসমাবেশে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা পূর্ববর্তী বিধান অনুসারে আমার নিকট নতুন কিতাব ও শরীয়ত নাজিল করেছেন। অতএব তোমরা এখন থেকে পুরাতন কিতাবের হুকুম বর্জন করে নতুন কিতাব অনুসারে জীবনযাপনের অঙ্গীকার গ্রহণ কর। হযরত ঈসার মুখে এ কথা শুনা মাত্র ইহুদী ও বনি ইস্রাইলেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তারা বলল, এ যাবত তোমাকে আমরা ভাল লোক হিসেবে মান্য করতাম। এখন তুমি সে সুযোগে আমাদের পূর্ব পুরুষের ধর্ম নষ্ট করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছ। নিজে শরীয়ত তৈরি করে আমাদের উপর চাপিয়ে দিবার চেষ্টায় মেতে উঠেছ। তোমার এ অপরাধ আমরা ক্ষমা করব না। তুমি এ ষড়যন্ত্র পরিত্যাগ কর না হয় আমরা তোমাকে হত্যা করব। নবী তাদের জবাবে বললেন, তোমরা আমাকে হত্যার ভয় দেখাচ্ছ, সেটা আমার নিকট অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আমি আল্লাহর নবী। সে হিসেবে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ অনুসারে জাতিকে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করাই আমার দায়িত্ব। অতএব আমি তোমাদেরকে এ পথ গ্রহণের জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। অন্যথায় আল্লাহর গজব জমিনে নেমে আসবে। যেমন গজব এসেছে পূর্বেকার নবীদের জমানায়।

বনি ইস্রাঈলের মধ্যকার মুসলমানেরা নবীর দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে দু'ভাগ হয়ে গেল। কতক পূর্ববর্তী নবীর প্রচারিত ধর্মকে আকড়িয়ে ধরল। আর কতক হযরত ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত গ্রহণ করতে সম্মত হল। হযরত ঈসা

www.pathagar.com

(আঃ)-এর অনুসারীরা বনি ইস্রাইলদেরকে বলল, তোমরা হযরত জাকারিয়া ও হযরত ইয়াহহিয়া (আঃ)-কে হত্যা করেছ আবার এখন হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করতে চেষ্টা করছ। এটা জাতির জন্য এক বিপজ্জনক তৎপরতা তোমরা এ ধরনের পরিকল্পনা থেকে বিরত থাক। হযরত ঈসা (আঃ) অবশ্যই আল্লাহর একজন খাস নবী তিনি যে সব মোজেযা তোমাদেরকে প্রদর্শন করেছেন, তন্মধ্যে মৃত্যুকে জীবিত করা, চির অন্ধকে আরোগ্য করা ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করা ইত্যাদি প্রমাণই তাঁর নবী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। অতএব তোমরা ঘৃনিত পরিকল্পনা ত্যাগ করে তাঁর প্রতি ঈমান আন। তাঁর শরীয়তকে গ্রহণ কর। বনি ইস্রাইলেরা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কথা শুনে তাদেরকে শাসন করতে দ্বিধা করল না। উপরন্তু নবীকে হত্যা করার পরিকল্পনা আরো জোরদার করল। নবীর নতুন শরীয়তের কথা প্রচার হওয়ার সাথে সাথে বনি ইস্রাইলদের মধ্যে বিভিন্ন রকম আলোচনা, সমালোচনা আরম্ভ হল। কতক লোক বিরোধীতায় মেতে উঠল। আবার কতক লোক হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট কলেমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করল।

হযরত ঈসা (আঃ) আর একদিন এক জনসভায় বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুছাকে শনিবার দিন এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আর আমাকে দিয়েছেন রবিবার দিন। অতএব রবিবার দিন কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য করা হারাম। ঐ দিন আল্লাহর এবাদত করে তার প্রেরিত কিতাব তেলাওয়াত করে এবং মানুষকে সৎকাজের উৎসাহ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। কোন পার্থিব কাজে মনোনিবেশ করা যাবে না যে, এ হুকুম অমান্য করলে তাদের প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন। তাদের উপর বিপদ ও আজাব আসার অধিক সম্ভবনা রয়েছে। অতএব আমি বনি ইস্রাইল সম্প্রদায়ের সকলকে এ দাওয়াত কবুল করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করছি।

তিনি আরো বললেন, হে ইস্রাইল সম্পদায়ের ভাইয়েরা! আমি তোমাদেরকে আরো একটি সুখবর দিতে চাই। তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ তা'য়ালা আমার প্রতি যে কিতাব প্রেরণ করেছেন তার হুকুম আহকাম আমি তোমাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাব। আমার পরে তোমাদের নিকট আর একজন শ্রেষ্ঠ নবী আসবেন। তাঁর নিকট প্রেরিত কিতাবের নাম হবে কোরআন বা ফোরকান। তিনি পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর নাম হবে আহমদ। তোমরা যারা তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করে তাঁর দ্বীনকে কবুল করবে তারা হবে দুনিয়া

www.pathagar.com

ও আখেরাতের উভয় ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানী ব্যক্তি। আর যারা তাঁর নিকট প্রেরিত কোরআন পাঠ করবে তারা লাভ করবে অশেষ ছওয়াব ও মর্যাদা। এ প্রসঙ্গে হযরত ঈসা (আঃ) আরো বর্ণনা করলেন, হে কওম! তোমরা জেনে রাখ, শেষ নবীর প্রতি নাজিলকৃত কিতাব যা কোরআন নামে প্রসিদ্ধ লাভ করবে এবং কিতাব লক্ষ লক্ষ মুসলমান মুখস্ত করার সৌভাগ্য লাভ করবে। অথচ ইতোপূর্বে কোন নবীর প্রতি নাজিলকৃত কিতাব সম্পূর্ণভাবে কোন মানুষ মুখস্ত রাখে নি। শেষ নবীর এ শরীয়ত পৃথিবীতে কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তীত ভাবে কায়েম থাকবে। তোমরা সে নবীর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করে দোয়া করবে, কারণ আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নিয়ে তার প্রতি সালাম ও দরূদ পাঠ করেন। তাকে তার হাবীব বা দোস্ত বলে আখ্যায়িত করেন, আজকেও আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে দোস্ত বলে সম্বোধন করেছেন। তাঁকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ তা'য়ালা জমিন ও আসমান কিছুই সৃষ্টি করতেন না। অতএব তাঁর মান-মর্যাদা সম্বন্ধে তোমরা অনুমান করে নেও। আমি একজন নবী হওয়া সত্ত্বেও সে আখেরী নবীর একজন সাধারণ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হতে অতি আগ্রহী। যদি আল্লাহ আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

ধর্মদ্রোহী বনি ইস্রাইলেরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর বক্তব্য শুনে বলল, ইহা হযরত মুছার শরীয়তকে ভেঙ্গে নিজে এক নতুন শরীয়ত প্রবর্তনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করছে। অতএব দেশের বাদশাহর নিকট তাঁর এ ষড়যন্ত্রের কথা খুলে দেয়া উচিত। এ ছাড়া নতুন আর এক শ্রেষ্ঠ নবীর আগমনের কথা বলে আমাদিগেকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। আমরা এ দুরভিসন্ধির জাল ভেদ করে তাঁর গোপন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে সক্ষম হয়েছি। এমতাবস্থায় আমাদেরকে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। অতি সত্তর তাঁকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করা উচিত।

তখনকার সময় বাইতুল মোকাদ্দাসসহ জেরুজালেম রাজ্যের বাদশাহ ছিল একজন কাফের। সে ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল। বনি ইস্রাইলদের মধ্যে যখন এরূপ এক দ্বন্দ্বমূখর অবস্থার সৃষ্টি হল তখন সে ইসলামকে চিরতরে মুছে দেবার উদ্দেশ্যে একজন ধর্মদ্রোহীকে হাতে নিল। হযরত ঈসা (আঃ)-কে কিভাবে হত্যা করা যায় তা নিযে রাজদরবারে ধর্মদ্রোহীদের এক গোপন মিটিং বসল। বাদশাহ সবাইকে বলল, হ্যাঁ তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্মকে এভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত রয়েছে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য।

www.pathagar.com

এরা নবী-রাসূলগণের শত্রু, আল্লাহর শত্রু। এ ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য কল্পে যা কিছু প্রয়োজন তা আমি দিতে সম্মত আছি। এটি একটি সওয়াবের কাজ। এতে আমি অংশীদার থাকতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। বাদশাহর উৎসাহ দানের পরে সকলে সমবেতভাবে সিদ্ধান্ত নিল যে ঈসাকে সর্বক্ষণ অনুস্মরণ করতে হবে। এ হত্যা সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার পরে তারা মিটিং শেষ করল। পরের দিন থেকে তারা নবীর পিছনে লেগে গেল। সর্বক্ষণ তাঁকে অনুস্মরণ করে ধর্মদ্রোহীরা পর্যায়ক্রমে নিয়মিত ডিউটি দিতে আরম্ভ করল। অনেক দিন যাবত তারা নবীকে একাকী পাইবার চেষ্টা করেও সফল হল না। মুসলমানেরা যখন কাফেরদেরকে মার মুখী অবস্থা লক্ষ্য করল তখন তারা রীতিমত নবীকে পাহারাদিয়ে রাখার ব্যবস্থা নিল। ফলে কাফেররা নবীকে আর একাকী ধরার কোন সুযোগ পেল না। অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিল নবীর প্রহরীদের সহ আক্রমণ করা হবে। তারা সর্বদা নিরস্ত্র থাকে। অতএব তাদেরকে কাবু করা খুব কঠিন হবে না।

এ অবস্থায় মহান আল্লাহ হযরত ঈসা (আ) এর প্রতি ওহী নাযিল করলেন–

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ *

অর্থ ঃ আর যখন আল্লাহ ঈসা (আ) কে বললেন, হে ঈসা! নিঃসন্দেহে আমি তোমার কাল পূর্ণ করব এবং তোমাকে আমার নিকট তুলে নেব। আর তোমাকে (বনী ইসরাঈল বংশীয়) যারা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের মধ্য হতে তোমাকে মুক্ত করব, আর যারা তোমার অনুসরণকারী তাদেরকে তোমার অবিশ্বাসকারীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত প্রবল রাখব, অতঃপর সকলকে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। অনন্তর আমি সে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করব, যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটছে।" (আলে-ইমরান ঃ ৫৫)

وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ *

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "(কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ হযরত ঈসা (আ)-কে নিজের অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করে দিয়ে বলবেন,) আর সে সময়টুকু স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলদেরকে তোমার থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম (অর্থাৎ, তারা কোনভাবেই তোমার কোন ক্ষতি করতে পারে নি) যখন তুমি তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলে এবং তাদের মধ্যে থেকে যারা কুফরী করেছিল তারা বলেছিল এটা সুস্পষ্ট তো যাদু।" (সূরায়ে মায়েদা ঃ ১১০)

একদিন হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে আইনে ছালুক নামক এক গৃহে পৌঁছলেন। এ খবর জানতে পেরে কাফেররা দলবদ্ধভাবে সে গৃহ ঘেরাও করল। এ সময় হযরত জিব্রাইল (আঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে ঘরের ছাদ ফাটিয়ে হযরত ঈসা (আঃ)-কে উর্ধ্বলোকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। নবীকে সোজা চতুর্থ আসমানে তুলে নিয়ে বিশ্রামের জায়গা করে দিলেন। এদিকে কাফেররা দীর্ঘ সময় ঘর ঘেরাও করে রাখার পরে যখন দেখল হযরত ঈসা ও তাঁর অনুসারীরা ঘর থেকে বের হচ্ছে না। তখন তাদের সর্দার সইউ এক উলঙ্গ তরবারী নিয়ে লাফাতে লাফাতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঘরের সকল কক্ষে হযরত ঈসা (আঃ)-কে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁর কোন পাত্তা পেল না। তখন সে বাইরে তার দলের নিকট ফিরে আসতে আরম্ভ করল। এমন সময় হযরত জিব্রাইল (আঃ) তার মুখমণ্ডলে একটি ফুঁক দিলেন। অমনি তার চেহারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর চেহারায় রূপান্তরিত হল। এমতাবস্থায় যখন বাইরে দলের নিকট সে আসল তখন তারা তাকে হযরত ঈসা মনে করে আক্রমণ করল। সইউ চিৎকার দিয়ে বলল, তোমরা কি করছ? আমি তোমাদের সর্দার সইউ, আমাকে তোমরা আক্রমণ করছো কেন? হযরত ঈসাকে না পেয়ে কি এখন আমাকে হত্যা করবে। আমি তো হযরত ঈসাকে খুঁজে হয়রান হয়েছি। তাঁকে কোথাও পেলাম না। তাই বলে তোমরা এখন কি উদ্দেশ্যে আমাকে আক্রমণ করছ। কাফেররা বলল, হ্যাঁ, মানুষ বাঁচার জন্য অনেক বাহানা করে। তুমি এখন বলছ, তুমি নাকি আমাদের সর্দার সইউ। তাহলে ঈসা কোথায়? সইউ বলল, তোমরা বিশ্বাস কর আমি তাঁকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি কিন্তু কোন পাত্তা পেলাম না। কাফেররা তার কথা শুনে হেসে উঠল।

সইউ জানত না যে, তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে হযরত ঈসা (আঃ)-এর রূপ নিয়েছে। তাই সে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, ভাইয়েরা ভুল করে আমাকে আক্রমণ করছ। তোমাদেরকে নিয়ে আমি যাকে হত্যা করার জন্য এখানে

www.pathagar.com

এসেছি, তাঁকে ঘরের মধ্যে কোথাও পেলাম না। মনে হয় ঈসা একজন যাদুকর। তাই সকলের চোখে ধুলা দিয়ে সে পালিয়েছে। এ সব কথা শুনে তাকে ভাল করে নিরীক্ষণ করল। লোকটির শরীরের উপরিভাগ দেখে মনে হয় সে ঈসা (আঃ) আর নিচের দিকে দেখলে মনে হয় সে সইউ। এ ছাড়া কথার শব্দ সইউর ন্যায়। এ অবস্থায় কতকলোক বলল, ঘটনাটি চিন্তার বিষয়। অতএব তোমরা একে হত্যা কর না, বন্দী করে রাখ। পরে ভাল করে দেখে শুনে যা করার তা করা যাবে। কিন্তু গুটি কয়েক লোকের কথায় কেউ কর্ণপাত করল না। তাঁরা ঈসার রূপধারী সইউকে বেঁধে ফেলল। চিন্তাশীল লোকেরা বলল, হযরত ঈসা যাদুর বলে সইউকে তার চেহারার রূপান্তর ঘটিয়ে সে পালিয়েছে। এ যদি বাস্তবিক ঈসা হত তাহলে প্রহরীরা এবং তার মতাবলম্বীরা অবশ্যই তার সঙ্গে থাকত। কিন্তু এর সাথে কাউকে দেখছি না। অতএব আমাদের মনে হয় আমাদের সর্দারের উপর অবশ্যই যাদু করা হয়েছে। সইউ জনতার মারমুখী অবস্থা দেখে কেঁদে দিল এবং চিৎকার দিয়ে বার বার বলতে লাগল, ভাইসব! আমি খোদার কছম খেয়ে বলছি, আমি তোমাদের সর্দার সইউ। আমার চেহারার কি পরিবর্তন ঘটেছে তা আমার জানা নেই। আমি তা দেখি নি। যদি তোমরা আমাকে অন্য রকম দেখ, তবে এটা হযরত ঈসার খোদার কীর্তি। আমার বিশ্বাস ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার সঠিক নবী। তাঁকে আল্লাহ তা'য়ালা নিরাপদ রাখার জন্য হয়ত তিনি কোন কুদরতী খেলা খেলছেন। সইউ যখন ঈসাকে আল্লাহর নবী বলে উক্তি করল তখন কাফেররা চরম ক্ষিপ্ত হল। আর কাল বিলম্ব না করে সইউকে শুলে চড়িয়ে দিল। সইউ বাঁচাও বাঁচাও বলে কয়েকটি চিৎকার দিয়ে চিরদিনের জন্য নিরব হয়ে গেল। তার প্রাণবায়ু বিদায় হলে গেল।

এ দৃশ্য দেখার জন্য অসংখ্য জনতা সেখানে ভীড় করেছিল। সইউ শুলে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার পরে সকলে তার দিকে চেয়ে দেখল। তাদের সর্দার সইউকে শুলে বিদ্ধ করা হয়েছে। তখন তাদের নিজেদের মধ্যে ভীষণ বিবাদ ও তলোয়ারবাজি আরম্ভ হল। অধিকাংশ লোক বিমর্ষ হয়ে পড়ল। সইউর মৃত্যুর পূর্বে তাকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ন্যায় দেখাচ্ছিল। কেউ তাকে সইউ বলে চিহ্নিত করতে পারে নি। আর মৃত্যুর পরে তার চেহারার পরিবর্তন হয়ে সে সইউর রূপ নিল। এটা ছিল আল্লাহর এক অদৃশ্য লীলা। এ অবস্থা দর্শন করে হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুপস্থিতিতে বহুলোক হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর ঈমান আনল। তারা কালেমা পাঠ করল এবং হযরত ঈসার শরীয়তের উপর

www.pathagar.com

জীবন যাপন করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হল। কিন্তু হযরত ঈসা এখন কোথায় আছে তা নিয়ে অনেকে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অনেকে তার সন্ধানে ব্যস্ত হলেন। অনেকে নবীর খলিফা ও মুসলমানদের নিকট নবীর খবর জানতে চাইলে তারা বলে দিলেন যে, নবীকে আল্লাহ তা'য়ালা আসমানে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। তাকে আল্লাহ তা'য়ালা আর একবার পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন। তবে তার নির্দিষ্ট তারিখ কারো জানা নেই। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। শেষ জামানায় পৃথিবীতে দাজ্জাল নামক এক শক্তিশালী কাফের আবির্ভূত হয়ে চমক লাগানো কিছু দৃশ্য যখন মানুষকে দেখাবে, তাদের মৃত পিতা-মাতাকে হাজিরে করে দেবে তখন মানুষ তার দাসত্ব গ্রহণ করে ঈমান হারাতে থাকবে। এ সময় হযরত ঈমাম মাহাদী নামক আল্লাহ তা'য়ালার এক খাস বান্দা নাজিল হয়ে দাজ্জালের কবল থেকে মানুষকে উদ্ধার করবে। দাজ্জালের সাথে তিনি জেহাদ করবেন। তিনি বহু এলাকা জয় করে যখন বাইতুল মোকাদ্দাস গিয়ে পৌঁছবেন, তখন হযরত ঈসা (আঃ) পুনর্বার পৃথিবীতে আগমন করবেন। তিনি মাহাদীকে সাথে নিয়ে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বিভিন্ন এলাকায় অনেক বিগ্রহ করে আল্লাহর দ্বীনকে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করবেন। দাজ্জালসহ বিরোধী সমস্ত শক্তিকে পরাভূত করে সারা পৃথিবীতে আল্লাহর আইন কায়েম করবেন। সারা পৃথিবীতে তখন ধর্মদ্রোহীতার কোন অস্থিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। সর্বস্তরে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে। পৃথিবীতে আল্লাহর আইন কায়েম করবেন। সারা পৃথিবীতে তখন ধর্মদ্রোহীতার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। সর্বস্তরে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে। পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে জান্নাতী সুখ। মানুষ ধর্ম কর্মের মাঝে লাভ করতে সক্ষম হবে এক পরম তৃপ্তি যা কেউ কোন দিন কল্পনা করে নি। সে দিন শেষ নবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি নাজিলকৃত আহকামে কোরআন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে সারা পৃথিবীর বুকে। মানুষের উপর আল্লাহ প্রদত্ত খেলাফতের দায়িত্ব সে দিন সার্থকভাবে আদায় করবেন হযরত ইমাম মাহাদী। তিনি একাধারে চল্লিশ বসর যাবত পৃথিবীর বুকে এ শাসন জারী রাখবেন। অতঃপর তিনি ইন্তেকাল করবেন, তাকে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজার পাশেই দাফন করা হবে।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

www.pathagar.com

কোরআনের শ্রেষ্ঠ কাহিনী

তৃতীয় খণ্ড

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হযরত শীস (আঃ)

হযরত শীস (আঃ) এর বংশ ও জন্ম

হযরত শীস (আঃ) হযরত আদম (আঃ) এর পুত্র। হাবিলের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আঃ)কে এক পুত্র সন্তান দান করেছিলেন। তিনিই হযরত শীস (আঃ)। তৌরাতের হিসাব মোতাবেক তখন হযরত আদম (আঃ) এর বয়স ১৩০ বছর। হযরত শীস (আঃ) অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর স্বভাব চরিত্র হযরত আদম (আঃ) এর ন্যায় ছিল। তাই হযরত আদম (আঃ) সমস্ত সন্তানদের মধ্যে হযরত শীস (আঃ)কেই সর্বাধিক ভালোবাসতেন। এ জন্যই হযরত আদম (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে হযরত শীস (আঃ) কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত বলে ঘোষণা করেছিলেন। আর তাঁকে অসিয়ত করে যান যে, যখন নুহ (আঃ) এর যুগে মহা প্লাবন শুরু হবে তখন যদি তুমি জীবিত থাক তা হলে আমার হাড়গুলি নুহ্ নবীর নৌকায় তুলে দিও। আর যদি তুমি জীবিত না থাক তা হলে তোমার সন্তানদিগকে এ ব্যাপারে অসিয়ত করে যেও তারা যেন পরস্পরকে এ ব্যপারে অসিয়ত করে যায়। হযরত শীস (আঃ) অধিকাংশ সময় হযরত আদম (আঃ) এর নিকট হতে বেহেস্তের বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন অবস্থায় বর্ণনা শুনতেন এবং আসমান হতে অবতীর্ণ গ্রন্থের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করতেন। অনেক সময় মানুষের সংস্পর্শ বর্জন করে নির্জন স্থানে গিয়ে যিকির ও এবাদতে মশগুল থাকতেন। স্বীয় সংশোধনের দিকে দৃষ্টি রাখতেন। হযরত শীস (আঃ) এর যুগে বনী আদম দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কতক লোক হযরত শীস (আঃ) এর অনুসরণ করত আর কতক লোক কাবিলের সন্তানাদির অনুসরণ করত। হযরত শীস (আঃ) কাবিলের অনুসারীদেরকে সৎ পথে আসার জন্য অনেক বুঝালেন। কিছু লোক তাঁর উপদেশ শুনে সঠিক পথে আসল আর কিছু লোক নাফরমানীতেই লিপ্ত রইল। হযরত শীস (আঃ) ৯১২ বছর জীবিত ছিলেন। হযরত নুহ্ (আঃ) এর যুগে মহা প্লাবনে হযরত আদম (আঃ) এর সমস্ত বংশধর ধ্বংশ হয়েছিল। একমাত্র হযরত শীস (আঃ) এর বংশধরই জীবিত ছিল।

এজন্য পরবর্তী সমস্ত মানুষ তাঁরই বংশধর। সকলের বংশ পরম্পরা হযরত শীস (আঃ) এর মধ্যে মিলিত হয়।

হযরত শীস (আঃ) পাথর দ্বারা কা'বা ঘরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আঃ) কে পৃথিবীতে প্রেরণ করে বেহেস্ত হতে তাঁর জন্য তাবু প্রেরণ করেছিলেন। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের পূর্বে হযরত আদম (আঃ) আল্লহ্ পাক ফেরেস্তা দ্বারা এখানে সেই বেহেস্তের তাবু স্থাসন করেছিলেন। আল্লাহ্ পাক হযরত শীস (আঃ) এর প্রতি ৫০টি ছোট ছোট আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেন।

www.pathagar.com

হযরত ইদ্রীস (আঃ)

নামকরণ ও জন্ম

হযরত ইদ্রীস (আঃ) এর আসল নাম ছিল আখনুক। তিনি পড়ালেখা খুব বেশী করতেন এবং দেশের জনসাধারণকে শিক্ষা দিক্ষায় উপযুক্তরূপে গড়ে তুলেছিলেন। শিক্ষা প্রদান করাকে দারস বা প্রশিক্ষণ বলা হয়। সে দারস শব্দ হতেই তাকে ইদ্রীস নামে অভিহিত করা হয়।

হযরত ইদ্রীস (আঃ) ইরাকের বাবেল (ব্যবিলন) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাই ব্যবিলনীয় সভ্যতাই হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা। বাবেল অর্থ নহর। বাবেল দাজলা ও ফোরাত (তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস) নদী দ্বয়ের পানিতে সবুজ ও সতেজ ছিল। এ জন্য এর নাম দেয়া হয়েছিল বাবেল। এ উপত্যকার ভূমিকে "উম্মুল বিলাদ" বা সভ্যতার জন্মভূমি বলা হয়। বর্তমান জগত এবং আধুনিক সভ্যতা প্রাচীন কালের ব্যবিলনীয় সভ্যতার কাছে ঋণী।

হযরত আদম (আঃ) এর পর হযরত ইদ্রীস (আঃ)ই সর্ব প্রথম নবী ও রাসূল। যাঁর প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা ত্রিশটি কিতাব নাযিল করেন। হযরত ইদ্রীস (আঃ) হযরত আদম (আঃ) এর প্রপৌত্র ছিলেন। অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) এর পুত্র হযরত শীস (আঃ), তাঁর পুত্র আনুশ, তাঁর পুত্র কীনান, তাঁর পুত মাহলাইল, তাঁর পুত্র ইয়ারূদ তাঁর পুত্র হযরত ইদ্রীস (আঃ)।

হযরত নুহ (আঃ) এর তুফানের পূর্বে দুনিয়াতে যে পরিমান বিদ্যা প্রসার লাভ করেছিল তৎসমুদয়েরই আদি শিক্ষক হযরত ইদ্রীস (আঃ)। দর্শণ শাস্ত্রের যে সমস্ত জ্ঞান গভীরভাবে আলোচনা এবং নক্ষত্র সমূহের গতিবিধির বিবরণ দেখা যায়, তা সর্বপ্রথম হযরত ইদ্রীস (আঃ) এরই মোবারক জবান হতে বের হয়েছে। আল্লাহ পাকের এবাদতের জন্য এবাদতখানা নির্মাণ, চিকিৎসাশাস্ত্রের আবিস্কার; জমিন ও আসমানের যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধে মতামত প্রকাশও তাঁরই সর্ব প্রাথমিক কার্যাবলীর অন্তর্গত। তিনি সর্ব প্রথম বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে আসমান সমূহ এবং উহাদের পারস্পরিক আকর্ষনের গুরুত্ব ও রহস্য শিক্ষা দিয়েছিলেন।

হযরত ইদ্রীস (আঃ) সর্বপ্রথম কলমের সাহায্যে লেখা ও বস্ত্র সেলাই আবিস্কার করেন। তাঁর পূর্বে চামড়া ব্যাহার করত। অংক শাস্ত্রের আবিস্কার এবং ওজন পরিমাপের পদ্ধতি সর্ব প্রথম তিনিই আবিস্কার করেন। হযরত ইদ্রীস

www.pathagar.com

(আঃ) সব সময় রোজা রাখতেন, কোনদিনই তাঁর রোজা বাদ যেত না। প্রতিদিন এফতারের সময় তাঁর জন্য বেহেস্তী খাবার আসত। যতটুকু প্রয়োজন তা হতে তিনি খেতেন। অবশিষ্ট অংশ জান্নাতে ফিরে যেত। তিনি সর্বপ্রথম মহাপ্লাবনের সংবাদ দিয়ে আল্লাহর বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শণ করেছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে মহাপ্লাবণের ভয়াভয়তা দেখায়েছেন। তা দেখে তিনি সমস্ত শিক্ষা ধ্বংস প্রাপ্তির এবং সমস্ত শিল্প পেশার ধ্বংস হওয়ার শংকিত হয়ে পড়লেন। সুতরাং তিনি মিসরে চৌবাচ্চা এবং চতুর্দিক বদ্ধ কোটা সমূহ নির্মাণ করে তাতে সমস্ত শিল্প এবং তৎসম্বন্ধীয়ন অবিস্কৃত যন্ত্রপাতি সমূহের ছবি বানালেন। আর সমস্ত শিক্ষা ও শাস্ত্রের তথ্যবলী ও বিবরণ অংকিত করলেন। যাতে এ সমস্ত শিল্প ও বিদ্যা ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পেয়ে চির কালের জন্য স্থায়ী থাকে।

শারিরীক গঠন

হযরত ইদ্রীস (আঃ) এর গায়ের রং বাদামী ছিল। তিনি দীর্ঘ অবয়ব বিশিষ্ট সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। পেট প্রশস্ত আর বক্ষদেশ ছিল চওড়া। তাঁর দেহের পশম ছিল খুব কম। কিন্তু মাথার কেশরাজি ছিল খুব ঘন। তিনি অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে ছিল এক প্রকার আকর্ষণীয় ভাব। তাঁর শরীর ছিল শুভ্র শুভ্র দাগ। কিন্তু তা শ্বেত রোগের কারণে নয়। তাঁর বাহুদ্বয় ছিল সুদৃঢ়। দেহের প্রত্যেকটি হাড় খুব মজবুত। চমৎকার উজ্জল দু'টি নয়ন। সুতরাং তাঁর শারিরীক বর্ণ, গঠন ও অপরূপ মুখমণ্ডল মিলে তাঁর দেহে লাবন্যের ছাপ ফুটে উঠত। তিনি ভারসাম্য রক্ষা করে কথা বলতেন। তিনি স্পষ্টভাষী ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় চুপচাপ থাকা পছন্দ করতেন। চলার সময় নীচের দিকে দৃষ্টি রেখে পথ চলতেন। চিন্তা এবং গবেষণায় তিনি ছিলেন অভ্যস্ত। রাগান্বিত হলে চেহারা মোবারক লাল হেয় যেত। কথা বলার সময় তর্জনী অঙ্গুলী দ্বারা বার বার ইশারা করতে অঁভ্যস্ত ছিলেন।

নবুয়ত প্রাপ্ত ও হিজরত

হযরত ইদ্রীস (আঃ) এর যখন মানুষের ভালমন্দ বুঝার বয়স হয়েছে তখন তাঁকে নবুয়ত প্রদান করেন। নবুয়ত প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি খারাপ লোকদেরকে হেদায়েতের পথে আসার জন্য আহবান জানালেন। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা নবীর কথায় কর্ণপাত করল না। অতি অল্প সংখ্যক লোক তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

হযরত ইদ্রীস (আঃ) এ অবস্থা দেখে শেষ পর্যন্ত বাবেল থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। অনুসারীদের কাছে স্বীয় ইচ্ছা ব্যাক্ত করলেন এবং তাদেরকে তাঁর সাথে হিজরত করার জন্য বললেন। কিন্তু তারা স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করে অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য সম্মত হল না। তারা বলল, বাবেল শহরের ন্যায় এমন সুন্দর ভূমি কোথায় পাবে? বাবেল শহর দজলা ও ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত ছিল বিধায় সর্বদা ফল মূল, শাক-সব্জী ও শস্যে ভরপুর থাকত। তথায় কোন কিছুর অভাব ছিল না। সেখানের অধিবাসীরা পরম সুখে জীবন যাপন করত। তাই বাবেলের লোকজন বাবেল শহর ত্যাগ করে অন্য স্থানে বসবাসের জন্য কোন অবস্থাতেই রাজি ছিল না।

হযরত ইদ্রীস (আঃ) তাদিগকে অনেক বুঝালেন। তিনি সকলকে বললেন বাবেল শহর ত্যাগ করা তোমাদের জন্য কষ্টকর হবে। কিন্তু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য যদি তোমরা এ কষ্টটুকু কর তবে জেনে রাখ যে আল্লাহর রহমত অনেক প্রশস্ত। তিনি তোমাদেরকে এর উত্তম বিনিময় দান করবেন। সুতরাং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখ। আল্লাহর হুকুমে শির অবনত করে আল্লাহর রাস্তায় বের হও। আল্লাহ পাকের হাতে তোমাদের সুখ-শান্তি নিহিত রয়েছে। তিনি তোমাদেরকে বাবেল শহর অপেক্ষা অধিক সুখের স্থান দান করবেন।

এসব শান্তনামুলক বাণী শুনে অবশেষে তাঁর অনুসারীরা তাঁর সাথে হিজরত করতে সম্মত হল। হযরত ইদ্রীস (আঃ) ব্যবিলন বাসীদেরকে নিয়ে মিসরে হিজরত করেন। মিসর পৌঁছে নীল নদের পার্শ্বে কোন এক এলাকায় বসবাসের মনস্থ করলেন। নীল নদের পানির প্রভাবে উক্ত এলাকায়ও বিভিন্ন রকমের ফল মূল ও শস্য উৎপাদিত হত। মিসরবাসীদের অধিবাসীর জীবন যাত্রাও ছিল পরম সুখময়। হযরত ইদ্রীস (আঃ) এর অনুসারীরা এ হেন চমৎকার স্থান দেখে খুব খুশী হল। হযরত ইদ্রীস (আঃ) তাদের মনের উৎফুল্লতা অনুভব করতে পেরে বললেন, এ স্থানটি তোমাদের স্থানের ন্যায় সবুজ শ্যামল এবং শস্য পরিপূর্ণ একটি উত্তম স্থান। একমাত্র আরবীয়রা ব্যতীত প্রাচীন কালের সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে এ স্থানটি বাবলিউন নামে পরিচিত ছিল। অবশ্য আরবীয়রা এটাকে মিসর বলত। হযরত নুহ (আঃ) এর যুগে মহা প্লাবনের পর তাঁর পৌত্র মিসর বিন হাম এ এলাকায় বসবাস শুরু করেন। তাই এ এলাকাকে মিসর নামকরন করা হয়। মিসরের অধিবাসীরা তারই বংশধর।

হযরত ইদ্রীস (আঃ) ও তাঁর অনুসারীরা মিসরে বসবাস করার সাথে সাথে আল্লাহ পাকের আহকামের প্রচার এবং সৎ কার্যের আদেশ আর অসৎ কার্য হতে

www.pathagar.com

মানুষকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। হযরত ইদ্রীস (আঃ) এর যুগে মানুষ বাহাত্তরটি ভাষায় কথা বলত। আল্লাহ্ পাকের রহমতে হযরত ইদ্রীস (আঃ) ৭২টি ভাষায়ই আয়ত্ব করেন এবং যে এলাকার লোক যে ভাষায় কথা বলত তিনি ঐ ভাষায় তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ডাকতেন।

যমীনের উপর খিলাফত

আল্লাহ্ পাকের আহকামের প্রচার ব্যতীত হযরত ইদ্রীস (আঃ) তৎকালীণ লোকদেরকে শহরী জীবন যাপনের পন্থার প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায় ও এলাকা হতে শিস্য সংগ্রহ করেন। তাদেরকে শহরী জীবন ব্যবস্থা এবং এর বিধান ও নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দেন। শিস্যগণ তাঁর সংশ্রবে থেকে পূর্ণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের পর স্ব স্ব সম্প্রদায়ে ফিরে গিয়ে বিভিন্ন শহর ও জনপদের লোকদিগকে শহরী জীবন যাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে শহরী নিয়ম পদ্ধতিতে জীবন যাপনে অভ্যস্থ করে তুলে। তখন তাদের প্রচেষ্ঠায় এ ধরনের প্রায় ২০০ শহর গড়ে উঠেছিল।

হযরত ইদ্রীস (আঃ) বিভিন্ন এলাকার লোকদের জন্য তাদের পরিবেশ অনুযায়ী তাদের সরল ও সোজা জীবন যাপনের উপযোগী পৃথক পৃথক বিধান ও নিয়ম পদ্ধতি চালু করেছিলেন। তিনি মিসরকে ৪টি এলাকায় বিভক্ত করেন। প্রত্যেক এলাকায় একজন করে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। প্রত্যক শাসনকর্তার প্রতি এ নির্দেশও জারী করেন যে, আল্লাহ্ পাকের নিকট হতে ওহীর মাধ্যমে যে বিধান প্রাপ্ত হয়েছে তা সমস্ত আইন কানুনের উপর প্রধান্য পাবে। সর্ব প্রথম তিনি যে চারজন শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন তারা হলেন ১. ইলাবেস ২. সাওস ৩. ইসকিলিবুস ৪. চতুর্থ ব্যক্তির নাম কেউ কেউ বলেন যাওস আমুন আবার কেউ কেউ বলেন ইলাবেস আমুন তৃতীয় এক পক্ষের অভিমত অনুসারে তার নাম বায়স লুন।

জ্ঞান ও দায়িত্বের দিকে লক্ষ্য করে হযরত ইদ্রীস (আঃ) জনসাধারণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। ক. জ্যোতিষী খ. বাদশাহ্ বা শাসণকর্তা গ. সাধারণ প্রজা। তাদের দায়িত্ব অনুসারে তাদের পদমর্যদা নির্ধারিণ করেছিলেন। জ্যোতিষীদের মর্যাদা ছিল সর্বোচ্চ। কারণ নিজেদের কর্তব্য ও দায়ীত্ব ব্যতীত শাসনকর্তা ও সাধারণ প্রজাদের ব্যপারেও জবাবদিহী করা তদের দায়িত্বে ন্যাস্ত ছিল। শাসন কর্তাদের পদমর্যাদা ছিল দ্বিতীয় স্থানে। কারণ তাদের দায়িত্বে ন্যাস্ত ছিল নিজেদের দায়িত্বের ও কর্তব্যের এবং প্রশাসনিক বিষয়ের জবাবদিহী করা।

www.pathagar.com

সাধারণ প্রজাদের মর্যাদা ছিল সর্ব নিম্নে। কারণ তারা শুধু নিজেদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। পদমর্যদা নির্ধারণে বংশ গৌরব বা সম্প্রদায়ের বিশেষত্বের দিকটি বিবেচিত হত। আল্লাহ পাক তাঁকে আসমানে উঠায়ে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত এভাবে তিনি শরীয়তের আলোকে জীবন যাপনের বিধান সমূহ প্রচার করেছেন।

উল্লেখিত শাসণকর্তা চতুষ্টয়ের মধ্যে ইসকিলিবুস খুব কর্মপটু ও সুদৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন। হযরত ইদ্রীস (আঃ) এর প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। তিনি হযরত ইদ্রীস (আঃ) এর নীতি বাক্য সমুহের যথাযথ সংরক্ষণ করেছিলে। হযরত ইদ্রিস (আঃ)কে আসমানে উঠায়ে নেয়ার পর তিনি খুবই ব্যথীত ও দুঃখিত হলেন।

যে যে জিনিস হযরত ইদ্রীস (আঃ)কে প্রথম করেছেন ১. হযরত আদম (আঃ) এর পর হযরত ইদ্রীস (আঃ)কে প্রথম নবী ও রাসূল যার প্রতি আল্লাহ পাক ৩০টি ছোট ছোট আসমানী কিতাব অবতরন করেছেন।

২. হযরত ইদ্রীস (আঃ)কে সর্বপ্রথম জ্যোতিষ বিদ্যা ও অংক শাস্ত্রের শিক্ষা দান করেছেন।

৩. হযরত ইদ্রীস (আঃ) সর্ব প্রথম কলম দ্বারা লেখার প্রচলন করেন।

৪. হযরত ইদ্রীস (আঃ) সর্ব প্রথম কাপড় সেলাই করার কার্য আবিষ্কার করেন।

৫. হযরত ইদ্রীস (আঃ) সর্ব প্রথম জিনিস পত্র ওজন করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

৬. হযরত ইদ্রীস (আঃ) অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করে বনু কাবিল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন।

মান্নত আদায় করার তরীকা

আল্লাহ পাক হযরত ইদ্রীস (আঃ)কে আসমানের কক্ষপথ এবং এদের গঠন প্রাণালী আর তারকারাজীর একত্রিত, পৃথক হওয়ার এবং একে অপরকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করার রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছিলেন। হযরত ইদ্রীস (আঃ)এ জ্ঞানের দ্বারা মান্নত ও কুরবাণী আদায় করার কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতেন।

আল্লাহ পাকের যে সকল বস্তু তাদের কাছে অধিক গুরুত্ব বহন করত তা হল সুগন্ধি দ্রব্যের ধোঁয়া দেয়া আর কুরবাণীর জন্তু। তা ব্যতীত ফল ফুল যা মৌসুমের শুরুতে গাছ হতে প্রথম ছড়ায়ে আনত তা মান্যত করা অপরিহার্য

www.pathagar.com

ছিল। ফল মুলের মধ্যে ছেবফল, শস্য কনার মধ্যে গম আর ফুলের মধ্যে গোলাপ ফুলের প্রধান্য ছিল।

কৌশলে বেহেস্তে গমন

আল্লাহ পাক হযরত ইদ্রীস (আঃ) এর প্রতি অহী অবতীর্ণ করেছেন যে, "হে ইদ্রীস! সমস্ত দুনিয়াবাসী প্রতিদিন যে পরিমান নেক আমল করে আমি প্রতিদিন আপনাকে সে পরিমাণ সওয়াব দান করি। যতদিন আপনি দুনিয়ায় বেচেঁ আছেন। এ ওহী প্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁর অন্তরে এ আকাংক্ষা জন্মিল তিনি যত বেশীদিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকবেন তত বেশী সওয়াব তাঁর আমল নামায় লেখা হবে। তাই বেশীদিন বেঁচে থাকার চিন্তা ফিকির করতে লাগলেন।

অতঃপর একদিন তিনি আল্লাহর যিকিরে মগ্ন ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁর সামনে এলেন। তিনি তাঁকে জনৈক বিদেশী মেহমান মনে করে যথোচিত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন।

হযরত ইদ্রীস (আঃ) প্রতিদিনের মত সেদিনও রোজা রাখলেন এবং ইফতারের সময় পূর্বের মত বেহেস্ত হতে এফতারের খাবারও আসল। তিনি তা দিয়ে এফতার করলেন এবং মেহমানকেও তা খেতে দিলেন। কিন্তু উক্ত মেহমান খানা খেলেন না বরং সারা রাত এবাদতে অতিবাহিত করলেন। মেহমান ব্যক্তির আচার আচরণে আরও কতগুলো বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হল, যা দেখে হযরত ইদ্রীস (আঃ) বিস্ময়বোধ করলেন।

পরদিন ভোরবেলা হযরত ইদ্রীস (আঃ) হেমমানকে বললেন, ওহে আগন্তুক মেহমান! চলুন আমরা একটু ভ্রমন করে আল্লাহ তা'য়ালার কুদরত সমূহ অবলোকন করে আসি। মেহমান তাতে সম্মত হলে দু'জন একত্রে ভ্রমনে বের হলেন। কিছুদূর গমন করে হঠাৎ মেহমান বললেন, চলুন আমরা ঐ ক্ষেত হতে কিছু ফল তুলে এনে দু'জনে ভক্ষন করি।

হযরত ইদ্রীস (আঃ) তাতে বেশ কিছুটা আশ্চার্য ও ক্ষোভ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, আপনি তো ভারী আশ্চর্য মানুষ। রাতে আপনি হালাল খানা খেলেন না অথচ এখন অপরের ক্ষেত হতে ফল তুলে ক্ষেতে চাচ্ছেন। মেহমান তাঁর কথার কোন জবাব না দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। কিছুদূর সামনে অগ্রসর হয়ে সামনে এক স্থানে কতকগুলো ছাগল চড়তে দেখে মেহমান হযরত ইদ্রীস (আঃ) কে বললেন, চলুন, ওখান হতে একটা ছাগল এনে আমরা যবেহ করে পাক করে

www.pathagar.com

বেশ করে খেয়ে নেই। হযরত ইদ্রীস (আঃ) বললেন, অপরের ছাগল জবেহ করে খাওয়া যে পাপের কাজ তা কি আপনার জানা নেই।

এভাবে আগন্তুক মেহমান তিনদিন পর্যন্ত হযরত ইদ্রীস (আঃ)এর সাহচর্যে থাকলেন। তাঁর আচরানাদি লক্ষ্য করে হযরত ইদ্রীস (আঃ)এর মনে সন্দেহের উদ্রেক হল যে; এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন মানুষ নন। অতএব তিনি মেহমানকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর কসম! আপনি আপনার প্রকৃত পরিচয়টা বলুন।

মেহমান উত্তরে বললেন, আসলে আমি কোন মানুষ নই। আমি আজরাঈল ফেরেস্তা। তখন হযরত ইদ্রীস (আঃ) বললেন, তবে মনে হয় আপনি আমার জান কবজ করতে এসেছেন। হযরত আজরাঈল (আঃ) বললেন, না আপনার সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে এসেছি। আমার একান্ত আশা যে, আপনিও আমার এ প্রস্তাবে রাজি হবেন।

হযরত ইদ্রীস (আঃ) বললেন, আমি আপনার সাথে এ শর্তে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে পারি যে, আপনি আমাকে একবার মৃত্যুর অবস্থাটা উপভোগ করাবেন। তা হলে মৃত্যুর ভয়ে আমি বেশী বেশী আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হতে পারতাম।

হযরত আজরাঈল (আঃ) বললেন, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া একাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু এখন আপনার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়নি।

হযরত ইদ্রীস (আঃ) বললেন, আপনি আল্লাহর নিকট হতে অনুমতি গ্রহণ করে নিন। তখন আজরাঈল (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে অনুমতির প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ পাক হযরত আজরাঈল (আঃ) এর প্রার্থনা কবুল করলেন। হযরত ইদ্রীস (আঃ) এর মৃত্যু হওয়ার পরই আজরাঈল (আঃ) তাঁকে আবার জীবিত করার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা কবুল করে হযরত ইদ্রীস (আঃ)কে জীবিত করে দিলেন।

অতঃপর আজরাঈল (আঃ) ইদ্রীস (আঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই ইদ্রীস বলুন তো জান কবজের অবস্থাটা আপনার নিকট কিরূপ মনে হয়েছিল?

হযরত ইদ্রীস (আঃ) জবাবে বললেন, ভাই আজরাঈল কোন জীবিত প্রাণীর শরীরের চামড়া মাথা হতে পা পর্যন্ত টেনে খসিয়ে ফেললে প্রাণীটির যেরূপ কষ্ট হয় আমার সেরূপ কষ্ট অনুভূত হয়েছিল।

ফেরেস্তা আজরাঈল বললেন, ভাই ইদ্রীস (আঃ) আমি আজ পর্যন্ত যত জান কবজ করেছি, এত সহজে কারও জান কবজ করেনি। আপনার যাতে সামান্য কষ্ট হয় , আমি সেদিকে খুবই লক্ষ্য রেখেছিলাম।

www.pathagar.com

অতঃপর হযরত ইদ্রীস (আঃ) বললেন, ভাই আজরাঈল আমার দোযখ দেখার খুবই সখ জেগেছে। যদি আপনি আমাকে একবার দোযখ দেখাতেন তবে দোযখের ভয়ে আমি বেশী বেশী এবাদত বনেদগীতে মনোযোগী হতে পারতাম।

হযরত ইদ্রীস (আঃ)এর প্রস্তাব মঞ্জুর করে হযরত আজরাঈল (আঃ) তাঁকে দোযখের দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। হযরত ইদ্রীস (আঃ) দোযখ দেখার পর বললেন, ভাই আজরাঈল (আঃ) আমার মনে বেহেশত দেখারও অত্যন্ত আগ্রহ জেগেছে। যদি আপনি আমার এ সাধটি পূরণ করতেন তবে আমি আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকতাম।

হযরত আজরাঈল (আঃ) বললেন, যদি আপনি আমার নিকট ওয়াদাবদ্ধ হন যে, বেহেশত দেখেই আমার নিকট ফিরে আসবেন, তবে আপনাকে বেহেশত দেখাতে পারি। হযরত ইদ্রীস (আঃ) তাতে রাজী হলে আজরাঈল (আঃ) তাঁকে বেহেশতের দরজায় পৌঁছে দিলেন। হযরত ইদ্রীস (আঃ) বেহেশতের দরজায় তাঁর নিজের জুতা খুলে রেখে বেহেশতের ভীতরে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ ঘুরাফেরা করলেন। তারপর ফিরে এসে নিজের ওয়াদা রক্ষা করলেন। কিন্তু দরজায় এসেই জুতা পায় দিয়ে এক দৌড়ে বেহেশতে মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

হযরত আজরাঈল (আঃ) হযরত ইদ্রীস (আঃ)কে ডেকে বললেন, ভাই ইদ্রীস (আঃ) আপনি আবার বেহেশতে ঢুকলেন কেন? তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আমি আপনাকে পৃথিবীতে পৌঁছে দিয়ে আমার কাজে রত হব।

হযরত ইদ্রীস (আঃ) বেহেশতের মধ্য হতে জবাব দিলেন ভাই আজরাঈল (আঃ) আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, প্রতেক প্রাণীই একবার মৃত্যুবরণ করবে এবং একবার দোযখ না দেখে কেউই বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আমি তো একবার মৃত্যুর স্বাধ আস্বাদন করলাম এবং দোযখও দর্শন করলাম। তারপর বেহেশত হতে বের হয়ে আপনার সাথে আমার ওয়াদাও পালন করলাম। অতএব, এখন আর আমি বেহেশত হতে বের হব না। আপনি এবার আপনার কাজে চলে যেতে পারেন। হযরত আজরাঈল (আঃ) হযরত ইদ্রীস (আঃ)-এর কথা শুনে কর্তব্য স্থির করতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক আজরাঈল (আঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আজরাঈল! ইদ্রীসকে বেহেশতেই থাকতে দাও। তাঁর অদৃষ্টে আমি এরূপ ঘটনাই লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম। অতঃপর হযরত ইদ্রীস (আঃ) মহা সুখে বেহেশতে বসবাস করতে লাগলেন। কিন্তু এদিকে তাঁর পরিবারবর্গ তাঁর বিচ্ছেদে কেঁদে দিন কাটাতে লাগল।

www.pathagar.com

ইবলিসের চক্রান্তে মুর্তি পূজার সূচনা

হযরত ইদ্রীস (আঃ)-এর যুগ হতে পৃথিবীতে শিরক ও কুফরের সূচনা হয়েছে। এর পূর্বে দুনিয়াতে সকলেই এক ধর্মের অনুসারী ছিল। সকলেই তৌহিদের উপর কায়েম ছিল। অবশ্য পাপ ও অপরাধের সূচনা হযরত আদম (আঃ)-এর পুত্র কাবিল স্বীয় ভ্রাতা হাবিলকে হত্যা করার মাধ্যমেই হয়। কিন্তু তা শিরক বা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তা মারাত্মক অপরাধ ও জঘন্য পাপ ছিল। শিরক এর সূচনা হয়েছে হযরত ইদ্রীস (আঃ) কে আসমানে উত্তোলনের পর এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর আবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়।

হযরত ইদ্রীস (আঃ)-এর অনুসারীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হলো– ওদ্দ, সুআ, ইয়াগুছ, ইমাউক নসর প্রমুখ। হযরত ইদ্রীস (আঃ)কে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়াতে উক্ত আলেমগণ অত্যান্ত শোকাবিভূত হয়ে পড়েন। তখন তাঁরা আল্লাহর এবাদতে বেশী মশগুল হয়ে যান। আর মানুষদেরকে আল্লাহর দ্বীন, ঈমান ও তৌহিদের শিক্ষা দিতে থাকেন। এভাবে কিছু কাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁরাও একে একে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁদের মৃত্যুর পর তাদের জ্ঞান পিপাসু শিষ্যরা দিশেহারা হয়ে পড়েন। কার নিকট গিয়ে তাদের জ্ঞান অন্বেষণের পিপাসা মিটাবে তা চিন্তা করে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তাদের জ্ঞান সাধানায ভাটা পরার পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তারা জ্ঞান সাধনার এ চর্চা সতেজ রাখার জন্য বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করার চিন্তা করতে থাকে। এমনি এক নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে কিছু লোকের অন্তরে এক নতুন চিন্তার সৃষ্টি হয় যে, যদি এ সকল পথ প্রদর্শকদের মুর্তি প্রস্তত করে সামনে রেখে জ্ঞান সাধানায় ও ইবাদতে মশগুল হওয়া যায় তা হলে তাদের স্মৃতি হতে থাকবে আর জ্ঞান সাধানার ক্ষেত্রে পূণ্যদ্যমে সামনে অগ্রসর হওয়া যাবে। সে আলেমদের অনুপস্থিতিতে যে হতাশা দেখা দিয়েছিল তা দূর হয়ে নভোদ্যমে কার্য চলতে থাকবে। তারা সকলের সামনে এ খেয়াল প্রকাশ করার পর সকলেই তা সানন্দে গ্রহণ করল।

অতঃপর উপরোল্লিখিত পাঁচজনের আকৃতিতে পৃথক পৃথকভাবে পাঁচটি মুর্তি প্রস্তত করা হল। যার যে নাম ছিল তার মুর্তির ও ঐ নাম রাখা হল। তারা শুধু মুর্তি নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে দ্বীনের উপর কায়েম রইল। তারা তাওহীদ ও ঈমানের সাথে ইহজগত ত্যাগ করল। কিন্তু তাদের পরবর্তী বংশধর ও নুতন প্রজন্মের লোকেরা অভিশপ্ত শয়তানের ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে পথভ্রষ্টতা

www.pathagar.com

হতে পরিত্রান লাভ করতে সমর্থ হয়নি। শয়তান তাদেরকে আল্লাহর ইবাদত হতে সরিয়ে ঐ সকল মুর্তির ইবাদতে লিপ্ত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করল। কোন কোন ব্যাখ্যায় আছে শয়তান ঐ সকল মুর্তির ভিতর প্রবেশ করে লোকজনদের উদ্দেশ্য করে বলতেছিল যে, তোমাদের পূর্ব পুরুষরা আমার ইবাদত করেছে। তারা মুর্তির এ অবস্থা দেখে মুর্তিগুলোর প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করতে লাগল। মুর্তিগুলোকে বিশেষ সম্মানিত স্থানে স্থাপন করল। তারা তাদের পূর্ব পুরষদেরকে মুর্তিগুলোর সম্মান করতে দেখেছে। তারা সম্মান ও ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য করতে না পেরে সম্মানের স্থলে ইবাদত করা শরু করল। শয়তানের ষড়যন্ত্রে ঐ সকল লোক মুর্তিগুলোকে সত্যিকার মাবুদ মনে করে তাদের ইবাদত করায় লিপ্ত হল। ক্রমে তারা ঐ মুর্তিগুলোকে পিতল, স্বর্ণ, ও রূপা দ্বারা প্রস্তত করতে লাগল। এমনকি মুর্তিগুলোকে উন্নতর থেকে উন্নতর করল। এভাবেই মুর্তি পূজা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল।

www.pathagar.com

হযরত ইসহাক (আঃ)

জন্মের সুসংবাদ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দ্বিতীয়া স্ত্রী হযরত হাজেরা (আঃ)-এর গর্ভে হযরত ইসমাইল (আঃ) জন্মগ্রহণ করলেন। কিন্তু প্রথমা স্ত্রী হযরত সারা (আঃ)-এর বিবাহিত জীবনের এক দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেল কিন্তু তাঁর গর্ভে কোন সন্তান জন্মলাভ করে নি। তিনি বৃদ্ধা হয়ে গেছেন। তাই তিনি এখন আর সন্তান লাভের আশা পোষণ করতেছেন না। তিনি নিজেকে বন্ধ্যা মনে করতেছেন। এমনই এক নৈরাশ্যজনক অবস্থায় আল্লাহ্ পাক হযরত সারার গর্ভে আসন্ন সন্তানের সুসংবাদ ফেরেস্তার মাধ্যমে প্রেরণ করলেন। ফেরেস্তাগণ মানুষের আকৃতিতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) খুব অতিথি পরায়ন ছিলেন। তাই তিনি অতিথিদের জন্য একটি গরুর বাচ্চা যবেহ করে গোস্ত ভুনা করে এনে রাখলেন। কিন্তু অতিথিগণ খাদ্য গ্রহণ করতেছেন না। অতিথিদের এ আচরণ দেখে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ভয় পেয়ে গেলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মনে করলেন যে, হয়ত তারা কোন অশুভ উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছেন। ফেরেস্তাগণ যখন দেখলেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদেরকে ভয় পাচ্ছেন, তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে তখন তাঁরা নিজেদের পরিচয় খুলে বললেন যে, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে মানুষ নয় আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে প্রেরিত ফেরেস্তা তাঁরা তাঁর পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রেরণ করার জন্য আগমন করেছেন। অতিসত্বর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আরও একজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তাঁর নাম হবে ইসহাক। হযরত সারা (আঃ) পর্দার আড়ালে থেকে তাঁদের আলাপ আলোচনা শুনতেছিলেন। তিনি বুঝলেন তাঁরা মানুষ নয় আল্লাহর ফেরেস্তা তাই হাসতে হাসতে তাঁদের সামনে চলে আসলেন এবং বললেন, আমি বৃদ্ধা। আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ। তাই আমাদের সন্তান হবে কিভাবে।

ফেরেস্তাগণ বললেন, আল্লাহ্ পাকের পক্ষে সবই সম্ভব। তিনি সব কিছুর ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং আল্লাহ্ পাক বৃদ্ধ বয়সে আপনাকে একটি সন্তান দান করবেন এটা আশ্চার্যের কি?

অতঃপর হযরত সারা (আঃ) গর্ভবতী হলেন, হযরত ইসহাক (আঃ) দুনিয়াতে আগমন করলেন। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বয়স নিরানব্বই

www.pathagar.com

বছর। হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর জন্মের সময় তাঁর বয়স ছিল ছিয়াশি বছর। হযরত ইসহাক (আঃ) হযরত ইসমাইল (আঃ) হতে তের বছরের ছোট।

নামকরণের কারণ

ইসহাক শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ হল ইসহাক এটা ইবরানী ভাষার শব্দ আরবী ভাষায় এর অনুবাদ হল ইসহাক বাংলা ভাষায় এটা হাসার অর্থে ব্যবহৃত। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নিরানব্বই বছর বয়স্ক। আর হযরত সারা (আঃ) নব্বই বছর বয়স্কা। এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের পুত্র সন্তান লাভের সংবাদ পাওয়ার পর হযরত সারা (আঃ) এর হাসি পেয়েছিল এবং তিনি হেসেও ছিলেন। তাই সন্তানের নাম এমন শব্দের দ্বারা রেখেছেন যা হাসার অর্থ বুঝায়। হযরত ইসহাক (আঃ) এর জন্মের অষ্টম দিনে তাঁর খাতনা করানো হয়েছিল।

বিবাহ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় খাদেমকে বললেন, আমি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি যে, ইসহাক কে ফিলিস্তিনে কেনানী বংশে বিবাহ করাব না। বরং আমার একান্ত ইচ্ছা হল আমি তাঁকে স্বীয় খান্দানে বিবাহ করাব। এ উদ্দেশ্যে তুমি ফাদ্দানে সফর করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। সেখানে আমার ভ্রাতুস্পুত্র বতুইল বিন নাখুর বসবাস করতেছে। তাঁর নিকট আমার সংবাদ পৌছাও সে যেন তাঁর কন্যাকে ইসহাকের সাথে বিবাহ দেয়। সে যদি এ প্রস্তাবে সম্মত হয় তাহলে তাঁকে একথাও বলে দিবে যে, আমি ইসহাককে দূরে রাখতে চাই না। সুতরাং সে যেন তাঁর কন্যাকে তোমার সাথে এখানে পাঠিয়ে দেয়। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক খাদেম ফাদ্দানের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে ফাদ্দানের কাছে সে শহরের বাইরে কোন এক স্থানে উট বেঁধে বিশ্রাম গ্রহণ করতেছিল উদ্দেশ্য ছিল তাদের অবস্থা সম্পর্কে খবরা খবর নেয়া। এখানে বসে থাকা অবস্থায় সে একটি পরমা সুন্দরী যুবতী দেখেতে পেল। সে কলসী ভর্তি করে পানি নিয়ে যাচ্ছিল।

অতঃপর খাদেম যুবতীর পরিচয় জানতে চাইল। বিজ্ঞাসাবাদের পর জানতে পারল যে, যুবতী বতুইলের কন্যা। খাদেমও তার পরিচয় দিল। যুবতী তাকে মেহমান হিসাবে বাড়িতে নিয়ে গেল। বাড়িতে গিয়ে স্বীয় ভ্রাতা লাবানকে মেহমান সম্পর্কে অবগত করল। লাবান তার খুব সেবা যত্ন করল এবং তার এখানে আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করল। সে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রস্তাব লাবানের নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করল। লাবান এ প্রস্তাব শুনে খুব খুশী হল এবং

www.pathagar.com

তার পিতার নিকট গিয়ে বর্ণনা করল। বতুইল বিন নাখুর পথের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সাথে দিয়ে স্বীয় কন্যা রুফকাকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) খাদেমের সঙ্গে ফিলিস্তিনে পাঠিয়ে দিলেন।

সন্তানাদি

হযরত ইসহাক (আঃ)-এর সাথে রুফকার বিবাহ কার্য সম্পন্ন হল। রুফকার গর্ভে এক সাথে দু' পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একজনের নাম ঈসু অপরজনের নাম ইয়াকুব। ঈসু বড় আর ইয়াকুব ছোট। যখন হযরত ইসহাক (আঃ) এর এ দু' পুত্র জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স ষাট বছর। হযরত ইসহাক (আঃ) ঈসুকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, আর রুফকা অর্থাৎ মাতা ইয়াকুবকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। ঈসু একজন ভাল শিকারী ছিলেন। শিকার করে বৃদ্ধ পিতা মাতাকে গোশত খাওয়াতেন। ইয়াকুব তাবুতে থাকতেন। একদিন ঈসু খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ইয়াকুবের নিকট এসে বললেন, আমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। শিকার করতে গিয়ে কোন শিকারও পাইনি। তোমার খাদ্য হতে আমাকে কিছু খেতে দাও। ইয়াকুব বললেন, ফিলিস্তিনের নিয়ম হল যে বড় পুত্র সে পিতার উত্তরাধিকারী হয়। এ হিসাবে আপনি পিতার উত্তরাধিকারী হবেন। যদি আপনি আপনার এ অধিকার বর্জন করেন তাহলে আমি আপনাকে খেতে দিতে পারি। ঈসু বললেন, আমি মিরাছ সম্পর্কে কোন চিন্তা করি না। তা আমার প্রয়োজন নেই। তুমিই পিতার উত্তরাধিকারী হয়ে যাও। তখন ইয়াকুব ঈসুকে আহার করালেন।

বৃদ্ধ বয়সে হযরত ইসহাক (আঃ)-এর দৃষ্টি শক্তি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। একদা হযরত ইসহাক (আঃ) আদরের পুত্র ঈসুকে দোয়া দেয়ার মনস্থ করলেন। তাই তাকে বললেন, হে ঈসু। যাও শিকার করে শিকারকৃত বকরী গোস্ত দ্বারা উত্তম আহার তৈরী করে আন। এর মাধ্যমে আমি তোমার জন্য দোয়া করব। আল্লাহ পাক তোমাকে নবুয়তের মর্যদায় ভূষিত করবেন। ঈসু শিকার করতে গেল। রুফকা হযরত ইসহাক (আঃ)-এর এ প্রস্তাব শুনতে পেলেন। তাঁর মনে বড়ই আকাঙ্খা হল যে, যদি ইয়াকুবকে এ বরকত দেয়া যেত তাহলে কতই না উত্তম হত। স্বীয় আকাঙ্খাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য তিনি পরিকল্পনা করলেন। মাতা সাথে সাথে ইয়াকুবকে ডেকে বললেন, অতি তাড়াতাড়ি বকরীর গোশত দ্বারা উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করে পিতার সামনে পেশ কর। আর পিতার কাছে বরকতের জন্য দোয়া চাও। ইয়াকুব অতি দ্রুত খাদ্য

প্রস্তুত করে পিতার সামনে রাখলেন। কিন্তু কে খাদ্য প্রস্তুত করে এনেছে তা পিতাকে অবগত করলেন না। আর হযরত ইসহাক (আঃ) এর কাছে বরকতের জন্য দোয়া চাইলেন। পিতা খাদ্য প্রদানকারীর জন্য প্রাণ ভরে দোয়া করলেন। অতঃপর ঈসু শিকার করে এসে সমস্ত ঘটনা অবগত হয়ে খুবই দুঃখিত হলেন। আর এ কারণে ইয়াকুবের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করতে লাগলেন। রুফকা দেখলেন যে, ব্যাপরটি নিয়ে উভয় ভ্রাতার মধ্যে মন কষাকষির সৃষ্টি হল। তাই রুফকা ইয়াকুবকে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন তার মামা লাবানের নিকট চলে যান। ইয়াকুব মার পরামর্শ মোতাবেক মামার নিকট চলে গেলেন। তথায় কিছু দিন অবস্থান করলেন।

ইন্তেকাল

হযরত ইসহাক (আঃ) প্রায় একশত ষাট বছর জীবিত ছিলেন। হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর ইন্তেকালের চল্লিশ বছর পর হযরত ইসহাক (আঃ) ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

হযরত ইয়াকুব (আঃ)

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইসহাক (আঃ) এর সন্তান। হযরত ইসহাক (আঃ) এর বিবাহরে পর তাঁর দু'টি পুত্র সন্তান একত্রে জন্মগ্রহণ করেন। একটির নাম ঈসু এবং অপরটির নাম রাখেন ইয়াকুব। তাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে ইয়াকুব মাতার নিকট অতি প্রিয় ছিলেন। আর তাঁর ভাই ঈসু পিতার নিকট অতি আদরের ছিলেন। দু'ভাইয়ের মধ্যে কিছুটা মনের গরমিল হয়েছিল। তাই হযরত ইয়াকুব (আঃ) মাতার পরামর্শে তাঁর মামা বাড়ি ফান্দানে বসবাস করার জন্য চলে যান। ফাদ্দান যাওয়ার পরে রাত্র হয়ে গেল। রাত্র যাপনের উদ্দেশ্যে তিনি একটি বড় পাথরের উপর ঘুমায়ে পড়লেন। তখন তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, আসমান হতে একটি সিঁড়ি তাঁর শিয়রের কাছে নেমে এসেছে। আসমানের দরজা খোলা অবস্থায় রয়েছে। এ সিঁড়ির মাধ্যমে আসমান হতে ফিরিশতা অবতরণ করতেছে। এ অবস্থায় আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করলেন।

"আমি আল্লাহ! আমি ব্যতীত আর কোন উাপাস্য নেই। আমি তোমার প্রভু। আবার তোমার পিতৃ পুরুষদেরও প্রভু। আমি তোমাকে এবং তোমার ভবিষ্যত বংশধরকে এ পবিত্র ভূমির উত্তরাধিকারী করেছি। তোমার মধ্যে এবং তোমার বংশের মধ্যে বরকত দান করেছি। আমি তোমার সাথে আছি। তুমি আমার নিয়ন্ত্রণে রয়েছ। আমি তোমাকে আবার কেনানে ফিরিয়ে আনব। তুমি এখানে একটি গৃহ নির্মাণ কর যাতে আমার ইবাদত করতে পারবে। শুধু তুমিই নও বরং তোমার পরবর্তী বংশধরেরাও এ ঘরে ইবাদত করবে। আর সে গৃহটি হল বায়তুল মোকাদ্দাস।

স্বপ্ন দেখে তিনি জেগে গেলেন। অতঃপর ফান্দানের মাতুল লাবানের ঘরে পৌছলেন। পিতার পরামর্শ মোতাবেক মামাত বোন রাহিলের বিবাহের পয়গাম দিলেন। লাবানের কন্যা ছিল দু'টি। বড় কন্যার নাম সোইয়া আর ছোট কন্যার নাম রাহিল। বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার পর মাতুল লাবান হযরত ইয়াকুব (আঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন, 'মোহর হিসাবে প্রদান করার মত তোমার নিকট কোন সম্পদ আছে কি?" হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেন, 'না'। লাবান বললেন, "তা হলে তুমি দশ বছর পর্যন্ত আমার বাড়িতে কাজ কর্ম করবে। এটা আমার কন্যার মোহর হিসাবে গণ্য হবে। এ শর্ত পালন করার পর তোমার সাথে আমার কন্যার বিবাহ হবে। "এ শর্তের উপর হযরত ইয়াকুব (আঃ) দশ বছর লাবানের বাড়িতে

www.pathagar.com

কাজ কর্ম করার পর লাবান তাঁর বড় কন্যা লাইয়াকে হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর সাথে বিবাহ দিলেন।

বাসর রাত্রে হযরত ইয়াকুব (আঃ) অনুভব করতে পারলেন যে, তাঁর বিবাহধীন নারী ঐ নারী নয় যার সাথে তাঁর বিবাহের কথা হয়েছিল। তাই তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। ভোরেই মাতুলের নিকট পৌছলেন। লাবান তখন এক মজলিশে বসে ছিলেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) লাবানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনি আমার সাথে প্রতারণা করে আমার দশ বছরের খেদমত হালাল করে নিয়েছেন, আপনার কন্যা যাকে আমার সাথে বিবাহ দেয়ার কথা ছিল প্রতারনা করে তার পরিবর্তে অন্য একজনকে আমার সাথে বিবাহ দিয়েছেন। তাঁর মাতুল বললেন, "হে ভাগ্নে! তুমি কি তোমার মামাকে লজ্জিত করতে চাচ্ছ!" আমাকে অন্য লোকের গালি শুনাতে চাচ্ছ!' তুমি কোথাও কি দেখেছ যে, কেউ কখনও বড় কন্যা অবিবাহিত রেখে ছোট কন্যা বিবাহ দিয়েছে ? ঠিক আছে তুমি আরও দশ বছর আমার বাড়িতে কাজ কর্ম কর। তা হলে ছোট কন্যা রাহিলাকেও তোমার নিকট বিবাহ দিব।

তৎকালে এক ব্যক্তির একই সময় একাধিক ভগ্নিকে বিবাহ করা বৈধ ছিল। কিন্তু মুসা (আঃ) নবুয়ত লাভের পর তাঁর প্রতি তৌরাত অবতীর্ণ হয়। আর তৌরাতে এ প্রথা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত দু'বোনকে একত্রে বিবাহধীন রাখা জায়েজ নয়। হযরত ইয়াকুব (আঃ) আরও দশ বছর মামার খেদমত করে রাহিলাকেও বিবাহ করেন। এটা ব্যতীত তিনি আরও দু'নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। একজনের নাম 'সলফা' অপর জনের নাম 'বালহা'। যালফা তাঁর প্রথমা স্ত্রী লাইয়ার সেবিকা। আর বালহা দ্বিতীয়া স্ত্রী রাহিলার সেবিকা। তাঁর চার স্ত্রীর প্রত্যেকের গর্ভেই সন্তান জন্ম লাভ করেছে। বেনইয়ামীন ব্যতীত তাঁর সমস্ত সন্তান ফাদ্দানেই জন্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি কেনানে ফিরে আসেন। তখনই বেনইয়ামীন জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর ভাই ঈসু (আঃ) এর মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়ায় হযরত ইয়াকুব (আঃ) ফাদ্দান চলে যান। তখন হযরত ঈসু (আঃ)ও মক্কায় চলে যান। সেখানে পিতৃব্য হযরত ইসমাইল (আঃ) এর হেফাজতে থাকেন। পরে তাঁর কন্যার সাথে ঈসু (আঃ) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইতিহাসে তিনি আদওয়াস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। অতঃপর যখন উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য দূরীভূত হল, তখন তাদের মধ্যে আবার সৌহাদ্যমূলক সম্পর্ক স্থাপিত হল।

www.pathagar.com

কেনানের উদ্দেশ্যে শাম ত্যাগ

হযরত ইয়াকুব (আঃ) দীর্ঘদিন মামার নিকট থাকার পর কেনান গমনের অনুমতি চাইলেন। মামা তাঁকে অনেক ধন সম্পদ ও দু'মেয়েকে সাথে দিয়ে বিদায় করেন। তিনি দু'স্ত্রী, বহু মাল-সামান এবং অনেক চতুস্পদ জীব নিয়ে কেনানের উদ্দেশ্যে শাম ত্যাগ করেন। পথে পথে হযরত ইয়াকুব (আঃ) এ ভয়ে ভীত ছিলেন যে, আজ পর্যন্ত যদি তাঁর ভাই ঈসুর মনে পূর্বের ক্ষোভ বিদ্যমান থাকে তবে তিনি কি করবেন। সাক্ষাত হলে পূর্ব ক্ষোভ বশতঃ হয়ত তাঁকে হত্যা করবে। এ চিন্তা করতে করতেই তিনি কেনানের কিটবর্তী হলেন। এদিকে ঈসুও শিকারের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। পথিমধ্যেই দু'ভাইয়ের সাক্ষাত ঘটে। হযরত ইয়াকুব (আঃ) ঈসুকে দূর থেকেই চিনে ফেলেন। তিনি চাকর নকরদেরকে বললেন, ঐ যে, এক লোক আসছে দেখতে পাচ্ছ, তিনি যদি জিজ্ঞেস করেন এসব মাল সামগ্রী কার? তবে তোমরা বলবে, ঈসুর গোলাম ইয়াকুবের। তিনি শাম দেশে গিয়েছিলেন এখন সেখান থেকে এসেছেন। এ সময় হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর ভয়ে চাকর নকরদের দলের মাঝে লুকায়ে ছিলেন। বকরীর তাঁবুর নিকট এসে ঈসু জিজ্ঞেস করলেন, এ বকরী কার? সবাই বলল, ঈসুর গোলাম শাম প্রবাসী ইয়াকুবের। হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর নাম শুনে ঈসু অশ্রুসজল চোখে বললেন, ইয়াকুব ঈসুর গোলাম নয়, সে তাঁর ভাই। সে ভাই ঈসুর প্রাণের চেয়েও প্রিয়। লোকজন সবাই ঈসুকে বলছে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) শাম দেশেও ঈসুর গোলাম নামেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) দূর থেকে ভ্রাতা ঈসুকে অশ্রু-সজল চোখে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। দু'ভাই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে সঝোরে কাঁদতে থাকেন। সেদিন সেখানে যাত্রাবিরতী করে পরের দিন হযরত ইয়াকুব (আঃ) স্ত্রী, সন্তানাদি ও চাকর নকরদেরসহ বাড়িতে পৌঁছেন। কেনান থেকে আসার পর রাহীলের গর্ভে আরেক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় বেনইয়ামীন। বেনইয়ামীনের জন্মের পর তাঁর মা রাহিলা ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর খালা লাইয়া তাঁকে লালন পালন করেন। তিনি নিজের সন্তানদের এবং ইউসুফের চেয়েও বেনইয়ামীনকে বেশী স্নেহ করতেন। বড় পুত্র সন্তান জন্ম নেয়ার পর আল্লাহ্ পাক হযরত ইয়াকুব (আঃ)কে নবুয়ত দান করেন। কেনানের অনেক লোক তাঁর নবুয়তের উপর ঈমান এনে সৎপথ প্রাপ্ত হন।

ঈসু যখন ভাই ইয়াকুবের নবুয়ত লাভের নিশ্চিত প্রমাণ প্রাপ্ত হন তখন দু'ভাই এক স্থানে বসবাস করার চিন্তা পরিহার করেন। তাই ঈসু ভাই ইয়াকুবকে

www.pathagar.com

বললেন, ভাই! দীর্ঘদিন কেনানে বসবাস করেছি। তুমি অনেকদিন প্রবাসে ছিলে। এখন তুমি এ এলাকার জন্য আল্লাহ্ পাকের মনোনিত নবী। সুতরাং তুমি এখানেই থাক। আমি অন্য কোথাও গিয়ে বাস করব। এ সময় ঈসুর সন্তানাদি ও তাঁদের অধনস্ত বংশধরের সংখ্যা অনেক। তারা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন; ঈসুর এক ছেলের নাম ছিল রোম। তিনি রোমকে নিয়ে বর্তমানকালের রোম এলাকায় এসে বসবাস করতে থাকেন। রোমের নামানুসারেই এ শহরের নামকরণ হয়। ঈসু রোমেই ইন্তেকাল করেন।

সন্তানাদি

হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সন্তানের সংখ্যা ছিল বারজন। লাইয়ার গর্ভে জন্মলাভ করেন (১) রাদবীন (২) শামুউন (৩) লাভী (৪) ইয়াহুদ (৫) ওয়াইসহাকা (৬) ফুলবুন। রাহিলের গর্ভে জন্মলাভ করেন (৭) হযরত ইউসুফ (আঃ) আর (৮) বেনইয়ামীন। বালহার গর্ভে জন্মলাভ করেন (৯) দান (১০) নফতালী আর যালহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে (১১) জাদ ও (১২) আশীর।

ইন্তেকাল

হযরত ইউসুফ (আঃ) মিসরের বাদশাহ হওয়ার কিছু দিন পর পূর্ববর্তী বাদশাহ রায়হান মৃত্যুবরণ করেন। তার কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ) তাশরীফ এনে হযরত ইয়াকুব (আঃ) কে বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আপনি দুনিয়াতে এসে কিছুদিন খুবই কষ্ট ভোগ করলেন, যে দুঃখের কোন সীমা নেই। কিন্তু তার পরবর্তী সময় আল্লাহ্ পাক আবার আপনাকে এমন খুশী করলেন যার সীমা নেই। আপনার সম্মুখেই আল্লাহ্ পাক আপনার পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ) কে নবুয়তীর সঙ্গে মিসর রাজ্যের বাদশাহীও দান করলেন। আর তারই আহ্বান এবং সুব্যবস্থাপনায় আপনার পরিবার পরিজনের সকলেরই মিসরের রাজধানী নগরের বুকে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা হয়ে গেল। সকলেই পরম সুখ স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতেছেন। তবে আর আমি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহর ইচ্ছা এ যে, কেনানে আপনার মৃত্যু হবে। সুতরাং আপনি অতি সত্বর কেনানে চলে যান।

ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ)-এর সতর্কীকরণ বাণীর কথা হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং অন্যান্য পুত্রদের নিকট ব্যক্ত করলেন। তাঁরা সকলেই ভাবী পিতৃশোকের আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাদেরকে নানারূপ প্রবোধ এবং শান্তনার বাণী শুনিয়ে

www.pathagar.com

একটি উটের পিঠে আরোহণ করে কেনানের অভিমুখে যাত্রা করলেন। যাত্রাকালে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততিগণ নানাভাবে বিলাপাদি করে কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে বিদায় দিলেন। পার্থিব জীবনে এটাই তাঁদের শেষ সাক্ষাত। তাই বিদায়কালীন হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর শেষবাণী এ ছিল, তোমরা সকলে পরস্পরে মিলেমিশে থেকো এবং প্রতিপালক আল্লাহ পাককে খুশী করে চলিও। দুনিয়াতে তোমাদের সাথে এটাই আমার শেষ দেখা। আল্লাহ পাক চাইলে আবার বেহেশতের মধ্যে সাক্ষাত হবে ইনশা আল্লাহ।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) কেনান পৌছে প্রথমেই পিতা-মাতা ও দাদা-দাদীর করবস্থানে পৌছেন এবং তাঁদের কবর যিয়ারত করেন। যিয়ারতকালে তাঁর কান্নায় দু' চক্ষু হতে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হল। তিনি কবরস্থানেই কাঁদতে কাঁদতে শুয়ে পড়লেন এবং হুশ হারিয়ে ফেলেন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া সত্বেও তিনি আর জাগ্রত হলেন না। ঐ অবস্থায়ই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুমের ঘোরে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বেহেস্তের অতি মনোরম আসনে উপবিষ্ট এবং ইসমাইল (আঃ) ও হযরত ইসহাক (আঃ) তাঁর দু' পার্শে বসে আছেন।

তাঁকে দেখে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, ইয়াকুব! আমরা তোমার অপেক্ষায় বসে আছি, তুমি শীঘ্র চলে আস।

এমন সময় তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হল। তখন তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর অন্তিম সময় অত্যাসন্ন। তখনই তিনি মিসরে তাঁর পুত্রগনের নিকট দূত যোগে খবর পাঠালেন যে, আমি মহান প্রতিপালকের আহ্বানে দুনিয়া পরিত্যাগ করে চললাম।

মিসরে পুত্রদের নিকট এরূপ খবর পাঠিয়ে তিনি পুনরায় উক্ত কবরস্থানে গিয়ে একটি নুতন খননকৃত কবর দেখতে পেলেন। তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর সজ্জিত একটি মনোরম কক্ষেরমত মনে হচ্ছিল। তার ভিতর হতে মনোমুগ্ধকর সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল।

কবরটির পার্শ্বে এক প্রশস্ত চেহারা বিশিষ্ট লোক দেখে হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, জনাব! বলুন তো এ কবরটি কার জন্য নির্ধারিত?

লোকটি উত্তর দিলেন, এটা মহান আল্লাহ পাকের অতি প্রিয় এক বিশিষ্ট নেককার বান্দার জন্য নির্ধারিত। তখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করলেন। হে আল্লাহ! আপনি এ মোবারক কবরটি আমার ঠিকানা নির্দিষ্ট করুন।

www.pathagar.com

হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর দোয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে মঞ্জুর হল এবং এক অদৃশ্য আওয়াজ আসল, হে ইয়াকুব! তোমার জন্য এটা নির্দিষ্ট করলাম। তুমি এর মধ্যেই অবস্থান করবে। ঠিক এ মুহূর্তে আজরাঈল (আঃ) সেখানে তাশরীফ এনে হযরত ইয়াকুব (আঃ) কে সালাম করলেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেন, আজরাঈল! আপনি যদি আমার জান কবজ করার জন্য এসে থাকেন, তবে আমার একটি অনুরোধ রাখবেন, খুব আরামের সাথে আমার জান কবজ করবেন। আজরাঈল হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর অনুরোধ রক্ষা করলেন।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর জান কবজ করার সাথে সাথে ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ) অন্যান্য বহু ফেরেশতা নিয়ে হাজির হলেন এবং তাঁর গোসল ও কাফন দাফনের কাজ সমাধা করে গেলেন।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর ইন্তেকাল সম্পর্কে উল্লেখিত বর্ণনা ছাড়া আর একটি বর্ণনা এরূপ যে, তিনি একশত ছিচল্লিশ মতান্তরে একশত পয়তাল্লিশ আবার কারও কারও মতে দু'শত বছর জীবন ধারণ করে মিসর দেশেই প্রাণ ত্যাগ করেন।

কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ) পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) কে মিসরে দাফন করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর দাদা পর দাদা নবীদের রওজাস্থল শাম দেশে তাঁকে দাফন করতে মনস্থ করলেন এবং সে অনুসারে তিনি কাঠের বাকস তৈরী করে মৃত পিতার লাশ গোসল ও কাফন পড়িয়ে বাক্সের ভিতরে রেখে দিলেন। অতঃপর তিনি বেশ কিছু লোককে অসিয়ত করলেন যে, তোমরা নবীর লাশ শাম দেশে নিয়ে তথাকার হারান নামক মৌজায় যেখানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ), ইসমাইল (আঃ) ও হযরত ইসহাক (আঃ) প্রমুখ নবীদের রওজা অবস্থিত; সেখানে দাফন করে আসবে।

ঘটনাক্রমে ঠিক একই সময় হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর জ্যৈষ্ঠ্য ভাই হযরত ঈসু (আঃ) ও রোমে ইন্তেকাল করলেন।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর লাশ মোবারক নিয়ে লোকজন যখন মিসর হতে শাম দেশে পৌছলেন, ঠিক সে মুহূর্তে রোম হতে লোকজন হযরত ঈসু (আঃ)-এর লাশ নিয়েও সেখানে পৌছলেন। তখন উভয় পক্ষের লোকগণ এ ঘটনার মধ্যে আল্লাহ্ পাকের কোন গভীর রহস্য নিহিত আছে মনে করে সম্মিলিতভাবে পরামর্শক্রমে সহোদর নবী ভ্রাতাদ্বয়কে পাশাপাশি দাফন করলেন।

www.pathagar.com

হযরত হেযক্বীল (আঃ)

নামকরণ ও বংশ পরিচয়

হযরত হেযক্বীল (আঃ) বুষীর কাহিনের পুত্র। (বনি ঈসরাঈলদের ভাষায় খুব শ্রেষ্ঠ আলেম ও পীরে কামেলকে কাহিন বলা হয়।) তাঁর নাম হেযক্বীল। হিব্রু ভাষায় হেযক্বী' শব্দের অর্থ কুদরত এবং শক্তি। আর 'ঈল অর্থ আল্লাহ। অতএব, আরবী ভাষায় এর অর্থ 'কুদরতুল্লাহ' কথিত আছে যে, শৈশবকালেই হযরত হেযক্বীল (আঃ) পিতৃহারা হন। যখন তাঁর নবুয়ত প্রাপ্তির সময় নিকটবর্তী হল তখন তাঁর মাতা খুব বৃদ্ধা ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং ইসরাঈলীদের মধ্যে 'ইবনুল আজুয' (বুড়ির পুত্র) উপাধিতে তিনি খ্যাত ছিলেন।

জেহাদ ঘোষণা

তাফসীরের কিতাবসমূহে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্য কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম হতে এ রেওয়াতটি বর্ণিত আছে যে, বনি ইসরাঈলদের একটি বিরাট দলকে তাদের পয়গম্বর হযরত হেযক্বীল (আঃ) যখন বললেন যে, শত্রু পক্ষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হও এবং আল্লাহ্ পাকের বাণীকে উন্নত করার কর্তব্য পালন কর। তখন বনী ইসরাঈলরা মৃত্যুর ভয়ে পলায়ন করল। এত দূরে চলে গেল যে, তাদের মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, এখন তারা জেহাদ হতে আত্মরক্ষা করে মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পেয়েছে। তারা সেই দূরবর্তী এলাকায় এক উপত্যকা ভূমিতে বসবাস করতে লাগল। বনী ইসরাঈলদের এ পলায়ন কার্যকে আল্লাহ্ তা'য়ালার আদেশ অমান্য করা মনে করে পয়গাম্বর হেযক্বীল (আঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। আল্লাহ্ পাক নবীর বদদোয়ায় তাদের প্রতি গযব স্বরূপ দু'জন ফিরিশতা প্রেরণ করলেন। ফিরিশতাদ্বয় এসে পাহাড় ঘেরা এ ময়দানের দু'পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়ে এত জোরে আওয়াজ দিল যে, নিমিষের মধ্যে কোলাহলপূর্ণ প্রান্তর মৃতপুরীতে পরিণত হয়ে গেল। একজনও বাঁচতে পারল না। অতঃপর আশপাশের লোকজন এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে ময়দানে পৌছে আল্লাহর গযব দেখে হতবাক হয়ে গেল। তারা মৃত্যু ব্যক্তিদের দাফন কাফনের কথা ভাবলেও এত লোকের দাফন কাফন সম্পন্ন করা অসম্ভব ব্যাপার। তাই তারা মৃত্যু দেহগুলোর চার পার্শ্বে একটি উচু দেয়াল প্রস্তুত করে দিল। তাদের মৃত দেহগুলো পচে মজে গেল। শুধু তাদের হাড়গুলো সেখানে পড়ে রইল। এর দীর্ঘ সময় পরে হযরত

www.pathagar.com

হেযক্বীল (আঃ) এ স্থান দিয়ে গমন করছিলেন। দেয়ালের ভীতর স্থানে স্থানে মানুষের জীর্ণশীর্ণ হাড়সমূহ দেখে বড়ই মর্মাহত হলেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ! তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে তাদের জন্য এবং পরবর্তী লোকদের জন্য একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন যেন তারা অসৎ পথে না চলে। আল্লাহ পাক হযরত হেযক্বীল (আঃ) এর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁকে ওহীর মাধ্যমে বললেন, তিনি যেন জীর্ণশীর্ণ হাড়গুলোকে সম্বোধন করে বলেন– হে জীর্ণশীর্ণ হাড়সমূহ! আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিতেছেন তোমরা যেন স্ব স্ব স্থানে মিলিত হয়ে যাও।"

হাড়সমূহ নবীর মুখে আল্লাহ পাকের নির্দেশ শুনতে পেয়ে সাথে সাথে স্ব স্ব স্থানে মিলিত হয়ে গেল। অতঃপর হযরত হেযক্বীল (আঃ) কে পুনরায় নির্দেশ দেয়া হল যে, হে নবী! এবার বলুন, হে হাড়সমূহ! তোমরা নিজেদের গোশত, শিরা, উপশিরা, ও চামড়া পরিধান কর। এ কথা বলার সাথে সাথে হাড়সমূহের সংগে গোশত, চামড়া, লেগে পরিপূর্ণ মানবদেহে পরিণত হয়ে গেল। অতঃপর হযরত হেযক্বীল (আঃ) কে বলা হল যে, এখন আপনি আত্মাসমূহকে সম্বোধন করে বলুন যে, হে রূহ সকল! আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যে যে দেহে ছিলে পুনরায় সে সে দেহে প্রবেশ কর। এ নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে মৃত দেহগুলো জীবিত হয়ে গেল। তারা জীবিত হয়ে অবাক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে দেখতেছিল। আর সকলে বলে উঠল, হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র, আপনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই।

এরপর হযরত হেযক্বীল (আঃ) দীর্ঘকাল পর্যন্ত বনী ইসরাঈলদের মধ্যে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

হযরত ইলিয়াস (আঃ)

বংশ পরিচয় ও জন্ম

হযরত হেযক্বীল (আঃ) এর ইন্তেকালের পর বনী ইসরাঈল কওমের মধ্যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত আর কোন নবী বা রাসূলের আবির্ভাব ঘটল না। এ সময়ে বনী ইসরাঈলদের কিছু লোক মিসর কিছু লোক সিরিয়া এবং অন্যান্য দেশে বসবাস করছিল। তারা প্রায় সকলেই হযরত মুসা (আঃ) এর ধর্ম ভুলে মূর্তিপূজা শুরু করে দিয়েছিল। এ সময় বনী ইসরাঈল বংশীয় কিছু সংখ্যক আলেম-ওলামা যদিও খাঁটি দ্বীন ধর্মের কথা প্রচার করছিলেন, সে প্রচারে কেনরূপ ফল হল না বরং বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ লোকই তখন শুধু ধর্মচ্যুত হল না, তাদের মারাত্মক আকারে নৈতিক অধঃপতন হয়ে গেল। বহু বনী ইসরাঈল তখন ব্যভিচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল।

এ সামাজিক দূরাবস্থায় আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলদের মাঝে হযরত ইলিয়াস (আঃ) কে নবী রূপে প্রেরণ করলেন। হযরত ইলিয়াস (আঃ) হযরত হারুন (আঃ) বংশধর। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ইলিয়াস ইবনে ইয়াসীন, ইবনে ফাতাহাছ, ইবনে ইয়া'যার, ইবনে হারুন (আঃ)। তিনি জর্ডানের অন্তর্ভুক্ত জালআদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ইয়াছাআ (আঃ) তাঁর চাচাত ভাই।

দেবতা পূজা

হযরত ইলিয়াস (আঃ) -এর সময় সিরিয়ার অধিপতি ছিল একজন মূর্তি পূজক। তার নাম ছিল আখীআব। তফসীর গ্রন্থে তার নাম আজব বা আখব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার স্ত্রীর নাম ছিল ইযাবেল। তার স্ত্রী বা'ল নামক এক মূর্তির পূজা করত। এ মূর্তিটি ছিল নর। একে যোহাল ও মুশতারী নামক এক অতুলনীয় সুন্দরী নারীর স্বামী বলে মনে করা হত। কায়নীকী, কেনানী, মুয়ারী ও মাদায়ানী গোত্রগুলো বিশেষভাবে এর পূজা করত। বা'য়ালের পূজা প্রাচীনকাল হতেই চলে আসতেছিল। আর মুয়াবী ও মাদয়ানীর একে হযরত মুসা (আঃ)-এর যমানা হতে পূজা করে আসতেছিল। সিরিয়া দেশের বিখ্যাত শহর বা'লে বাক্কাও এ দেবতার নামানুসারে হয়েছিল। হযরত শোয়াইব (আঃ) মাদইয়ানে এ বা'লের পূজকদেরই হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ - اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَلَا تَتَّقُوْنَ - اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخٰلِقِيْنَ - اَللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآءِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ - فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ - اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ - وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ - سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ - اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ - اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ - (الصافات)

অর্থ ঃ আর নিঃসন্দেহ, ইলইয়াস ছিলেন রাসূলদের মধ্যে একজন। স্মরণ কর, যখন তিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা কি সাবধান হবে না? তোমরা কি বা'আলকে ডাকবে? আর সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহকে ত্যাগ করবে– যিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতএব, নিঃসন্দেহ, তাদেরকে শাস্তির জন্য হাজির করা হবে। ঐসব লোককে ছাড়া, যারা আল্লাহ তায়ালার একনিষ্ঠ বান্দা। আর আমি পরবর্তীকালের লোকদের জন্য এটা স্মরণে রেখেছি। ইলইয়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। নিঃসন্দেহ, আমি নেককারদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিঃসন্দেহে সে আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আছছফফাত ঃ ১২৩-১৩২)

সামী ও হিব্রু ভাষায় বা'লে শব্দের অর্থ মালিক, সর্দার, হাকিম এবং রব। এজন্য আরববাসীরা স্বামীকেও 'বা'লে' বলে থাকে। ইহুদীরা পূর্বাঞ্চলের ইসরাঈলীরা 'বা'লের' পূজার জন্য বিভিন্ন মৌসুমে বিরাট মজলিসের আয়োজন করত। এর জন্য বড় বড় এবাদতখানা এবং কোরবানীর স্থান নির্মাণ করা হত। ইহুদী শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ পণ্ডিতগণ সুগন্ধ দ্রব্যাদির ধুয়া দিত এবং এটার উপর নানা প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য ছিটায়ে দিত। কোন কোন সময় এটার সম্মুখে মানুষও বলি দেয়া হত। 'বা'লে' মূর্তিটি স্বর্ণ নির্মিত ছিল। মূর্তিটি ২০ গজ লম্বা এবং এটার ৪টি মুখ ছিল। এটার সেবার জন্য ৪০০ শত সেবক নিযুক্ত ছিল। হযরত ইলিয়াস (আঃ) এর যমানায় ইয়ামান ও সিরিয়ায় এ মূর্তিটি প্রিয় দেবতা ছিল। হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর কওম এ মূর্তিটির সাথে অন্যান্য মূর্তিরও পূজা করত।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) নবুয়াত লাভ করেই মূর্তি পূজার ঘোর বিরোধিতা শুরু করলেন এবং এর নিরর্থকতা ও নিষ্ফলতার কথা মূর্তি পূজক বাদশাহকে

www.pathagar.com

ভালোভাবে উপলব্ধি করালেন। তখন বাদশাহ্ মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করে হযরত ইলিয়াস (আঃ) এর নিকট খাঁটি দ্বীনের দীক্ষা গ্রহণ করলেন। অতঃপর বাদশাহ হযরত ইলিয়াস (আঃ) কেই নিজের প্রধান মন্ত্রী পদে বরণ করে তাঁকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত করলেন। কিছুদিন খুব ভালোভাবে অতিবাহিত হলো। কিন্তু ইবলীস শয়তানের এটা সহ্য হল না। সে বাদশাহকে প্রতারিত করল। ফলে বাদশাহ্ শয়তানের ধোকায় আবার মূর্তি পূজা আরম্ভ করল। যে সকল লোক বাদশাহর সাথে সাথে মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করে হযরত ইলিয়াস (আঃ) -এর ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা আবার বাদশাহ্র দেখা দেখি মূর্তি পূজা আরম্ভ করে দিল।

তখন হযরত ইলিয়াস (আঃ) সকলের প্রতি মনক্ষুণ্ন হয়ে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে বদদোয়া করলেন। ফলে সিরিয়ায় একাধারে তিন বছর বৃষ্টি হল না। যমীনের ফসল উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেল। দেশের মৌজুদকৃত খাদ্য শেষ হয়ে গেল। সারা দেশে মারাত্মকভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। খাদ্যের অভাবে সারাদেশের মানুষ ও পশুর মৃত্যু শুরু হল। তখন প্রজাগণ দলে দলে গিয়ে বাদশাহ্র নিকট অভিযোগ করতে লাগল ইলিয়াসের বদদোয়াই দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছে।

এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বাদশাহ্ হুকুম দিয়ে দিল, তোমরা ইলিয়াসকে যেখানে পাও ধরে হত্যা করে ফেল। অধিবাসীগণ বাদশাহ্র আদেশানুযায়ী হযরত ইলিয়াস (আঃ) কে হত্যা করতে প্রস্তুত হল। হযরত ইলিয়াস (আঃ) এটা জেনেও ভয় পেলেন না। তিনি তাঁর কর্তব্য সাধনে অটল থাকলেন।

এমতাবস্থায় আল্লাহ পাকের নির্দেশে হযরত ইলিয়াস (আঃ) বাদশাহ্র নিকট গিয়ে বললেন, ওহে বাদশাহ! দেশে মহা দুর্ভিক্ষ চলছে। খাদ্যাভাবে দেশের মানুষ ও পশু মৃত্যুবরণ করছে। এহেন দুর্দিনে তুমি কি তোমার উপাস্য দেবতার কাছে দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য প্রার্থনা করছো না? না করে থাকলে এ ব্যাপারে অবিলম্বে তাদের কাছে প্রার্থনা কর। যদি তাদের ক্ষমতা থাকে তবে তো নিশ্চয়ই তোমাদের প্রার্থনায় দুর্ভিক্ষ দূর করে দিবে। আর যদি তাদের দ্বারা এ কাজ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তোমরা আমার আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনে প্রার্থনা কর, দেখবে আমার আল্লাহ্ পাক দেশকে দুর্ভিক্ষের কবল হতে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিবেন। তোমরা তো বলে থাক যে, তোমাদের উপাস্য বা'লের সাড়ে চারশত নবী রয়েছে। তোমরা তাদেরকে আমার সামনে উপস্থিত হয়ে বা'লের নামে কুরবানী করবে, আর আমিও আল্লাহর নামে কুরবানী করব। আকাশ হতে আগুন এসে যার কুরবানী জ্বালিয়ে দিবে তার দ্বীন সত্য বলে প্রমানিত হবে। সকলে তাঁর প্রস্তাব মেনে নিল। বাদশাহ আলী আব এবং তার অনুসারীরা খুব খুশী হল।

www.pathagar.com

তাদের ধারণা ছিল এবার বা'লের বিজয় হবে। আর ইলিয়াস (আঃ)-এর পরাজয় হবে।

নির্ধারিত দিনে উভয়পক্ষ কারমল পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হল। বা'লের মিথ্যা নবীরা স্ব স্ব কুরবানী পেশ করল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বা'লের নিকট কুরবানী কবুল করার জন্য বহু কাকুতি মিনতি করল। কিন্তু কোন ফল হল না। এমনকি কোন সাড়া শব্দও পেল না। দুপুরের পর হযরত ইলিয়াস (আঃ) স্বীয় কুরবানী পেশ করলেন। সাথে সাথে আসমান হতে আগুন এসে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর কুরবানী জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। তা দেখে তখনই অনেকে সেজদায় পড়ে গেল। সকলের কাছে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ল। কিন্তু বা'লের মিথ্যা নবীগণ সত্য দেখতে পেয়েও হযরত ইলিয়াস (আঃ) এর ধর্ম মেনে নিতে পারল না। হযরত ইলিয়াস (আঃ) দেখলেন যে, যখন তারা সত্য অনুধাবন করেও আল্লাহকে অস্বীকার করছে। কোন অবস্থাতেই সত্যের অনুসারী হতে সম্মত নয়। তখন তিনি তাদেরকে কায়শু নামক উপত্যকায় হত্যা করলেন। এ ঘটনার পর মুসলধারে বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টির পানিতে পুরা এলাকা ধুয়ে মুছে গেল। এতদ্বসত্যেও বাদশাহ আবী আবের স্ত্রী ইসাবেলের হুশ হল না। সে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনা তো দূরের কথা বরং হযরত ইলিয়াস (আঃ) এর প্রাণ নাশের জন্য আবার পুনরায় ষড়যন্ত্র শুরু করল।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) বাদশাহ এবং তার স্ত্রী ইসাবেলেরর গোপন ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে পুনরায় নিরাপদ আশ্রয় চলে গেলেন। কিছুদিন সেখানে অবস্থান করে বনী ইসরাঈলদের অবিশিষ্ট লোকের আবাসভূমি ইয়াহুদায় চলে যান। সেখানে তিনি আল্লাহর দ্বীনের প্রচার শুরু করেন। ইয়াহুদার লোকজনও বা'লের পূজায় লিপ্ত হয়েছিল। কারণ বা'ল পূজার প্রবণতা ইসরাঈল হতে ইয়াহুদায়ও বিস্তার লাভ করেছিল। এমনকি ইসরাঈলের শাসন কর্তার ন্যায় ইয়াহুদার শাসনকর্তা ইয়াহুরামও বা'লের পূজা করত। হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাকে অনেক বুঝালেন। কিন্তু সে কোন কথা শুনতে রাজী নয়। বা'লের পূজা পরিত্যাগ করে আল্লাহর ইবাদতের আসতে রাজী নয়। হযরত ইলিয়াস (আঃ) শেষ পর্যন্ত তাকে বলে দিলেন যে, তোমরা যদি আমার কথা না শুন এবং বা'লের পূজা পরিত্যাগ না কর তাহলে তোমাদের উপর আল্লাহ পাকের গজব নাযিল হবে। ফলে তোমরা সব ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তারা তাতেও কর্ণপাত করল না। অবশেষে তারা আল্লাহ পাকের গজবে ধ্বংস হয়ে যায়।

www.pathagar.com

এ ঘটনার পর হযরত ইলিয়াস (আঃ) পুনরায় ইসরাঈলে ফিরে আসেন। আর বাদশাহ আখীআব এবং তার পুত্র আখযিইয়াকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। শত চেষ্টা করেও তাদেরকে বদ আমল থেকে ফিরান সম্ভব হয়নি। বরং তারা হযরত ইলিয়াস (আঃ) এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে লাগল। আল্লাহ পাক তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসাত্মক রোগে আক্রান্ত করে দিলেন। অধিকন্ত বহিঃশত্রুর হামলার শিকার বানিয়ে দিলেন। রোগ শোকে জর্জরিত আর বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ল। এভাবে তারা ধ্বংস হয়ে পড়ল। অতঃপর আল্লাহ পাক স্বীয় নবীকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নিলেন।

ইলিয়াস (আঃ) জীবিত আছেন কি না?

তাফসীরে মাজহারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত ইলিয়াস (আঃ) কে একটি অগ্নি ঘোড়ার উপর আরোহণ করিয়ে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তিনি হযরত ইসা (আঃ)-এর ন্যায় এখনও জীবিত আছেন। আল্লামা সুয়ূতি (রহ.) এর এক বর্ণনা দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তিনি জীবিত আছেন। হযরত কা'ব আহবার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, চারজন নবী এখনও জীবিত আছেন। দু'জন পৃথিবীতে তাঁরা হলেন, হযরত খিজির (আঃ) আর একজন হযরত ইলিয়াস (আঃ)। অপর দু'জন আসমানে– তাঁরা হলেন, হযরত ইদ্রীস (আঃ) আর একজন হযরত ইসা (আঃ)। এমনকি কোন কোন বর্ণনাতে আছে যে, হযরত খিজির (আঃ) আর হযরত ইলিয়াস (আঃ) প্রতি বছর রমযান মাসে বায়তুল মোকাদ্দাসে একত্রিত হন এবং রোযা রাখেন।

www.pathagar.com

হযরত হানযালা (আঃ)

বংশ পরিচয়

হযরত আল ইয়াসাআ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর একাধারে দীর্ঘ সাতশত বছর অতীত হল। কিন্তু এ দীর্ঘকালের মধ্যে বনী ইসরাঈল কওমে কোন নবী প্রেরণ করলেন না। এ সময় বনী ইসরাঈলের কিছু সংখ্যক আলেম জনসাধারণের মধ্যে ওয়াজ নছিহত করে দ্বীনের খেদমত করতেছিলেন, কিন্তু জনসাধারণ তাদের সে ওয়াজ নছিহতের প্রতি কর্ণপাত করেনি। এ অবস্থায় সাতশত বসর অতিবাহিত হবার পর আল্লাহ পাক ঐ কওমের মধ্যে হযরত হানযালা (আঃ) কে নবী রূপে প্রেরণ করলেন।

নবুয়ত প্রাপ্ত ও হেদায়েতের কাজ

হযরত হানযালা (আঃ) আল্লাহর পক্ষ হতে নবুয়ত প্রাপ্ত হয়ে বনি ইসরাঈল কওমের পথভ্রষ্টদেরকে বলতে লাগলেন, হে বিপথগামীগণ! তোমার দেব-দেবীর পূজা পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর এবাদত কর। আমাকে আল্লাহর নবী বলে মান্য কর এবং আমার আদেশ ও নিষেধ অনুসারে চল।

বনি ইসরাঈলগণ এর জবাবে বলল, হে হানযালা! আমরা আমাদের প্রভুরই উপসনা করতেছি। হযরত হানযালা (আঃ) বললেন, হে কওম! তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ কখনও মূর্তি পূজা করত না। তারা এক আল্লাহর এবাদত করত। অথচ তোমরা বর্তমানে মূর্তি পূজা কর। তোমাদের প্রভুরা তো নিজেদের শরীর হতে একটা মশা পর্যন্ত তাড়াতে পারে না। এমন নির্জিব মূর্তির পূজা করে তোমাদের কি লাভ হবে ? হে আমার কওম! তোমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাককে ভয় কর। জেনে রাখ তোমরা যদি আমার কথায় সৎপথে না আস, তবে তোমাদের উপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে। তখন ঐ গজব হতে তোমরা কেউ নিস্তার পাবে না।

এভাবে হযরত হানযালা (আঃ) যত কিছুই বললেন, বনি ইসরাঈলগণ কিছুতেই তাঁর কথা শুনল না। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল না।

তখন সিরিয়ার রাজ্যের বনি ইসরাঈলদের বাদশাহর নাম ছিল তায়ফুর বিন তুগিয়ানুস। তার ধন সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তি সব কিছু ছিল অফুরন্ত। শুনা যায় তার শুধু গোলামের সংখ্যা ছিল প্রায় বার হাজার। সেও মূর্তি পূজা করত।

www.pathagar.com

হযরত হানযালা (আঃ) একটি সুউচ্চ মিনারে আরোহণ করে লোকদেরকে সৎ পথে আহ্বান করতেন এবং নামাযের জন্য আযান প্রদান করতেন। তাঁর এ উচ্চ আওয়াজে পথভ্রষ্ট লোকগণ বিরক্তি বোধ করত। একদিন তারা এ ব্যাপারে বাদশাহর নিকট নালিশ করল।

এতে বাদশাহ লোকগণকে নির্দেশ দিল তোমরা হানযালাকে ধরে হত্যা করে ফেল।

ঐদিন রাত্রে হানযালা (আঃ) সকলকে আওয়াজ দিয়ে বলতে লাগলেন, হে বনি ইসরাঈলগণ! তোমরা মূর্তি পূজা পরিহার করে এক আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত কর। নতুবা আগামীকালই আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে তোমাদের উপর গজব নাযিল হবে। উক্ত বিপদ হতে কিছুতেই তোমরা নিস্তার পাবে না।

ধর্মদ্রোহীগণ তাঁর কথার প্রতি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আরোপ করল না। তার কারণ এ যে, মৃত্যু সম্পর্কে তারা একেবারেই নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল। ঐ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। কারণ বিগত সাতশত বছরে আল্লাহর মেহেরবানীতে তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হয়নি।

পরের দিন ভোর হতেই সত্যিই হযরত হানযালা (আঃ)-এর বাণী মতে দেখা গেল ভীষণ মহামারী আকারে রোগের আবির্ভাব হল। ঐ দিন সকাল হতে দ্বিপ্রহরের মধ্যে দু হাজার লোক রোগে মৃত্যুবরণ করল।

তখন বহুলোক একত্রিত হয়ে তাদের বাদশাহর নিকট গিয়ে বলল, জাহাপনা, আজ অর্ধদিবসের মধ্যেই আমাদের প্রায় দু হাজার লোক মৃত্যুবরণ করেছে।

বাদশাহ তায়ফুর বলল, তোমরা কি বল, কোন লোকই মরে নেই। হানযালা সারারাত মিনারে উঠে চিৎকার করে তাই ঐ লোকগণ রাত্রে ঘুমাতে না পেরে এখন নিদ্রা মগ্ন হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা জেগে উঠবে।

বাদশাহর কথায় বিশ্বাস করে লোকগণ ফিরে এসে মৃত্যু লোকগুলোকে ডাকা ডাকি করতে লাগল, সাড়া না পেয়ে তাদের শরীরে ধাক্কা দিয়ে দেখল। কিন্তু তারা কেউই সাড়া দিচ্ছে না দেখে পুনরায় তারা বাদশাহর নিকট গিয়ে সব কথা জানালো। এ সময় স্বয়ং বাদশাহর মনেও কিছুটা মৃত্যু ভয় প্রবেশ করল।

মৃত্যুর ভয়ের ফলে বাদশাহ মৃত্যুর হাত হতে নিস্তার পাবার জন্য বিরাট একটি কেল্লা তৈরী করল। ঐ কেল্লার বার হাজার তোরণ ছিল। প্রত্যেক তোরণে দু'জন করে সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করল। তাদেরকে নির্দেশ দিল, তোমরা সর্বদা সতর্ক থাকবে যেন, তোমাদের নিকট দিয়ে মৃত্যু আমার কেল্লার ভিতর যেন

www.pathagar.com

প্রবেশ না করে। যদি প্রবেশ করতে দেখ তবে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র দ্বারা তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে।

উক্ত দুর্গের ঠিক মধ্যস্থলে একটি দুর্ভেদ্য লৌহ কক্ষ নির্মাণ করিয়ে বাদশাহ ঐ কক্ষের ভিতর অবস্থান করত। উক্ত কক্ষের দরজায়ও কয়েক হাজার প্রহরী মোতায়েন রাখল। যাতে কোনক্রমেই মৃত্যু তার ভিতরে ঢুকতে না পারে। অতঃপর বাদশাহ পরম গর্বভরে বলল, এবার দেখা যাবে মৃত্যু আমার কি করতে পারে?

কিছুক্ষণ পরেই দুর্গের ভিতরে গম্বুজের মধ্য হতে বিরাটকায় এক জীবিত মূর্তি বের হয়ে বাদশাহর সম্মুখে গিয়ে দাড়াল। তার ভীষণ চেহারা দেখে বাদশাহ ভয়ে কম্পিত স্বরে জিজ্ঞেস করল কে তুমি? আগন্তুক একটু মুচকি হেসে বলল, আমি তোমার যম। আমার নাম মালাকুল মওত আজরাঈল। আমি সকলের জান কবজ করে থাকি।

বাদশাহ কাপতে কাপতে জিজ্ঞেস করল কি উদ্দেশ্যে তুমি এখানে আগমন করেছ? ফেরেস্তা আজরাঈল উত্তর করলেন, আমি এসেছি তোমার নিকট, আমার পরিচয় দিতে। অবশ্য সেদিন বাদশাহর মৃত্যুর তারিখ ছিল না। ফেরেস্তা আজরাঈল বাদশাহর কাছে ঐ কথাটুকু বলে চলে গেলেন।

আজরাঈল ফেরেস্তার চলে যাওয়ার পর অজ্ঞ বাদশাহ তার প্রহরীদেরকে বেত্রাঘাত করে কারাগারে পাঠিয়ে দিল এবং নতুন করে কয়েকগুণ বেশী প্রহরী নিযুক্ত করে নতুন প্রহরীদেরকে বলে দিল যে, সাবধান! কেউই যেন আমার কক্ষের দিকে আসতে না পারে।

ঠিক তার পরদিনই যথাসময় মালাকুল মওত আজরাঈল বাদশাহর কক্ষে প্রবেশ করে বাদশাহকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তার জান কবজ করে চলে গেলেন। যাবার সময় আজরাঈল এমন এক ভীষণ গগনবিদারী গর্জন করে গেলেন, যাতে বাদশাহর সকল প্রহরী এবং বার হাজার গোলাম সকলেই মুহূর্তে প্রাণ হারাল।

এ ঘটনা দেখে বনি ইসরাঈলগণ হতভম্ব হয়ে গেল। হযরত হানযালা (আঃ) তাদেরকে বললেন, দেখলে তো আল্লাহ পাকের ক্ষমতা! তোমরা এখনই এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে সৎপথে চল। নতুবা তোমাদের সকলেরই উপরই আল্লাহ পাকের গজব অবতীর্ণ হবে।

www.pathagar.com

বনি ইসরাঈলগণ জবাবে বলল, হানযালা! তুমিই সর্বনাশের মূল। কারণ সাতশত বছরের মধ্যে কোন রোগ ব্যাধি বা মৃত্যু ছিল না। তুমি নুবয়ত দাবী করার পর হতেই এসব শুরু হয়েছে। মোট কথা বনি ইসরাঈলগণ হযরত হানযালা (আঃ) এর কথায় ঈমান তো আনলই না; বরং তাঁকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হল, হযরত হানযালা (আঃ) বনি ইসরাঈলদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে দ্রুত সেখান হতে গিয়ে বহু দূরে অবস্থান করতে লাগলেন। কিছুদিন পরেই হঠাৎ কোথা হতে একটা ভীষণ অজগর সাপ এসে বনি ইসরাঈলদেরকে এই সাথে ঘেরাও করে এমনভাবে এক চাপ দিল যে, বনি ইসরাঈলরা তা সহ্য করতে না পেরে সকলেই এক সাথে মারা গেল।

এ ঘটনার কিছুদিন পরেই আল্লাহ পাক হযরত হানযালা (আঃ) কে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিলেন।

www.pathagar.com

হযরত ইউশা (আঃ)

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হযরত মুসা (আঃ) জীবিতাবস্থায়ই হযরত ইউশা (আঃ) কে তাঁর স্থলাবর্তী হিসাবে নির্বাচিত করে গিয়েছিলেন। তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর ভাগিনা হতেন। হযরত ইউশা (আঃ) বনী ইসরাঈলদের কোন এক গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাসবিদগণ তাঁকে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর গোত্রের লোক বলে চিহ্নিত করেন। তাঁর বংশ পরম্পরা সম্পর্কে ইতিহাসবিদগণের অভিমত হল যে, তাঁর পিতার নাম নুন। নুনের পিতার নাম ফরাহীম। ফরাহীম ছিলেন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পুত্র।

নবুয়ত প্রাপ্ত ও ধর্ম প্রচার

হযরত ইউশা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহর তরফ হতে নির্দেশ আসল তিনি যেন বনি ইসরাঈলদেরকে তীহ ময়দান হতে বের করে তাদেরকে নিয়ে মিসরে গমন করেন। আল্লাহ পাকের হুকুম অনুযায়ী তিনি বনি ইসরাঈলদেরকে নিয়ে মিসর যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে তিনি তাঁর পূর্ববিজিত দেশ সিরিয়ায় উপস্থিত হলেন। সিরিয়ায় পৌছে তিনি প্রথমে তথাকার ধর্মদ্রোহী অধিবাসীগণকে নির্মূল করে তাঁর অনুগত ও বাধ্যগত লোকগণকে স্বীয় ধর্মে দীক্ষিত করে তথায় শান্তি ও শৃংখলা স্থাপন করে দিলেন।

অতঃপর হযরত ইউশা (আঃ) বনি ইসরাঈলদেরকে নিয়ে ইল্লিয়া নামক নগরে গিয়ে পৌছলেন। তথাকার সমস্ত লোকই ছিল কাফির ও মুশরিক। তারা অত্যন্ত সাহসী ও শক্তিশালী যোদ্ধা ছিল। বনি ইসরাঈলগণ তথায় পৌছা মাত্রই ইল্লিয়াবাসীগণ তাদের উপর হামলা করল। প্রথমাবস্থায় বনি ইসরাঈলগণ খুবই ঘাবড়ায়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হযরত ইউশা (আঃ)এর দৃঢ় ঈমান ও মনোবলের কাছে ইল্লিয়াবাসীগণ আত্মসর্পণ করতে বাধ্য হল।

অতঃপর সেখানেও হযরত ইউশা (আঃ) খাঁটি ধর্মের পতাকা উত্তোলন করতঃ তথা হতে তিনি বনি ইসরাঈলদেরসহ বেলকা নামক রাজ্যে পৌছলেন। বেলকার রাজা বালাক ছিল অত্যন্ত পরাক্রমশালী। সে মূর্তি পূজা করত। বালাক বেলকায় হযরত ইউশা (আঃ)-এর আগমনের সংবাদ পেয়ে বিরাট এক বাহিনী নিয়ে বীর বিক্রমে তাদেরকে বাধা প্রদান করল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হল। যুদ্ধে বেলকার বহু সৈন্য প্রাণ হারাল। বাকী সৈন্যগণ পালিয়ে গেল।

www.pathagar.com

উক্ত বেলকা রাজ্যে একজন সুবিখ্যাত দরবেশ ছিলেন। তাঁর নাম ছিল বালাম বাউর। তিনি একজন আল্লাহর অলী ছিলেন। তাঁর যে কোন দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যেত।

রাজা বালাক হযরত ইউশা (আঃ) এর সাথে পরাজয় বরণ করে আর কোন উপায় না পেয়ে অবশেষে বালাম বাউরের শরনাপন্ন হল। সে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি আমার দেশের একজন পরম ধার্মিক সাধু পুরুষ। বিদেশী শত্রু এসে আমার দেশে আধিপত্য বিস্তার করতেছে। এ দেশ রক্ষা ও এর মান সম্মান বজায় রাখার দায়িত্ব আপনারও রয়েছে। সুতরাং দেশের এ বিপদ মুহূর্তে আপনার সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন। আপনার পক্ষে যা সম্ভব আপনি আমাকে সে ধরনের সাহায্য করুন। আল্লাহর দরবারে আপনি দোয়া করুন যেন, আমরা ইউশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করতে পারি এবং তাকে আমাদের দেশ হতে তাড়িয়ে দিতে পারি।

বালাম বাউর বললেন, হযরত ইউশা (আঃ) আল্লাহর একজন প্রিয় নবী। তাঁর বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে আল্লাহ পাক তা কবুল করবেন না। বরং আপনি আপনার লোকজনসহ হযরত ইউশা (আঃ) এর নিকট খাঁটি ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করুন। তাতে আপনার জান-মাল, ইজ্জত ও রাজ্য সবই নিরাপদ হবে।

রাজা বলল, হে দরবেশ, আমি আপনার নিকট কোন উপদেশ ভিক্ষা করতে আসিনি। আমি স্বাভাবিক ভাবে এ আশা পোষণ করতেছিলাম যে, আমি কখনও বিপদাপন্ন হলে আপনারা আমার বিপদ দূর করার জন্য আমার সাথে ঝাপিয়ে পড়বেন। কিন্তু এখন দেখছি আপনি আমার শত্রুদের পক্ষে সুপারিশ শুরু করছেন। আমার জন্য আপনি আল্লাহর দরবারে দোয়া না করলে আপনাকে হত্যা করা হবে। এ ব্যাপারে আপনাকে তিন দিনের সময় দিলাম। এ সময়ের মধ্যে আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন নতুবা আপনার মনের কথা আমাকে জানাবেন।

দরবেশ বালাম বাউর স্ত্রী ছিল পরমা সুন্দরী। সে সর্বদা অর্থের জন্য লালায়িত ছিল। এ ক্ষেত্রে তার ন্যায় অন্যায়ের বিবেচনা ছিল না। রাজা বালাক এ খবরও জানত। দরবেশ বালাম বাউর তাঁর ঐ স্ত্রীর অত্যন্ত বাধ্য ও অনুগত ছিলেন। স্ত্রীর যে কোন দাবী বা আবদার দরবেশ বালাম বাউর উপেক্ষা করতেন না। রাজা এ সুযোগ কাজে লাগাবার জন্য দরবেশ বালাম বাউরের স্ত্রীর নিকট

www.pathagar.com

ধর্না দিল। তাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করতঃ তাকে বশীভূত করে বলল, হে রমণী! তোমার স্বামী আমার অবাধ্য। তাঁর একগুয়েমীতে আমার রাজ্যের বিপদের সম্ভাবনা। তাই তোমার নিকট আমার বক্তব্য এ যে, তুমি তোমার স্বামীকে রাজী করিয়ে আমার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করাবে। এ কাজ করাতে পারলে তোমাকে আরো বেশী অর্থ প্রদান করব। অন্যথায় তোমাকে এবং তোমার স্বামীকে হত্যা করা হবে।

বালাম বাউর গৃহে আগমন করলে তাঁর স্ত্রী বলল, রাজা তোমার নিকট দোয়া প্রার্থী। তুমি তার জন্য দোয়া করতেছে না কেন? হয় তুমি তার জন্য দোয়া কর, না হয় আমাকে তালাক দাও? কারণ, তুমি তার জন্য দোয়া না করলে সে অবশ্যই তোমাকে এবং আমাকে হত্যা করবে। তোমার জন্য আমি মরতে রাজী নই।

স্ত্রীর এ মন্তব্যে বালাম বাউর বিচলিত হয়ে বাদশাহর জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্যে স্বীয় হুজরার মধ্যে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন। হুজরার মধ্যে এক পা রাখতে দেখতে পেলেন হুজরার মধ্যে একটি বিরাট আকারের বাঘ তাঁকে আক্রমনোদ্যত হয়েছে। তা দেখে তিনি দ্রুত তাঁর স্ত্রীর নিকট গিয়ে ঘটনা জানালেন। স্ত্রী এ কথা বিশ্বাস না করে বলল, তোমার ওসব বাহানার কথা আমি বুঝি না। তুমি রাজার জন্য দোয়া করবা কিনা তা বল। আমার নিকট মিথ্যা কথা বলে আমাকে থামিয়ে রাখলেও বাদশাহ তোমার ঐসব কথা বিশ্বাস করবে না। সে তোমাকে নিঃসন্দেহে হত্যা করবে। আর ক্রোধের বশে আমাকেও ধরে নিয়ে আমার ইজ্জত নষ্ট করবে। আমি ঐরূপ অপমান বরণ করতে রাজী নই। যদি তুমি রাজার জন্য দোয়া না কর তবে পরিষ্কারভাবে আমাকে এখনি বলে দাও। আমিও তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যাব।

স্ত্রীর আচরণে দরবেশ অনন্যোপায় হয়ে রাজার জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্যে তিনি আবার নিজ হুজরায় প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু যে মাত্র তিনি হুজরাখানায় এক পা রাখলেন অমনি দেখতে পেলেন তন্মধ্যে দু'টি ভীষণ অজগর সাপ তাঁর দিকে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে আসছে। এতে দরবেশ ভীষণভাবে ভীত হলেন এবং দ্রুত স্ত্রীর নিকট এসে এ ঘটনা জানাল। কিন্তু স্ত্রী তাঁর এ কথা অবিশ্বাস করে বলল, তোমার আসল উদ্দেশ্যটা আমি বুঝে ফেলছি। তুমি রাজার জন্য দোয়া করবে না। তবে তুমিও জেনে রাখ আমিও তোমার নিকট হতে বিদায় নিলাম। এ কথা বলে স্ত্রী তখনই দরবেশ বালাম বাউর এর গৃহ হতে বের হতে উদ্যত হল। দরবেশ তখন বলে উঠলেন, তুমি একটু ধর্য্য ধারণ কর। দেখি কি করা যায়।

www.pathagar.com

এ কথা বলে বালাম বাউর এক নির্জন স্থানে (যেখানে বসে তিনি মাঝে মাঝে আল্লাহর এবাদত করতেন) যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি গাধার পিঠে উঠেন। বালাম বাউর যখন গাধার পিঠে উঠেন তখন আল্লাহর কুদরতে গাধার জবান খুলে গেল। গাধা বলল, হে বালাম বাউর! তুমি রাজার জন্য দোয়া করিও না। কেননা তোমার এ দোয়া আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে হচ্ছে। তাই এটা তোমার জন্য ভীষণ পাপের কাজ হবে।

গাধার মুখে এ কথা শুনে বালাম বাউর চমকিয়ে উঠলেন এবং তখনই তিনি বাড়ীর দিকে ফিরতে শুরু করলেন। ঠিক এ মুহূর্তে ইবলীস শয়তান দরবেশের বেশে বালাম বাউরের নিকট এসে বলল, হে বালাম বাউর! সম্ভবত তুমি একটি ভাল কাজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিলেন। কিন্তু গাধার মুখে কি কথা শুনে শুভ কাজ হতে ফিরলেন? গাধা কি কখনো কথা বলতে পারে? স্বয়ং ইবলীশ শয়তান এসে গাধার মুখ থেকে তার কথাটা বলিয়ে আপনাকে প্রতারিত করেছে। আসলে আপনি যে উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন তা সফল হলে আপনার অনেক উপকার হবে। যেমন আপনার দোয়ায় দেশের রাজা জয়লাভ করলে আপনার প্রতি রাজার এবং দেশের জগণের ভক্তি বৃদ্ধি পাবে। তখন তারা আপনার একান্ত বাধ্য ও অনুগত হবে। আর আপনি যেরূপ আল্লাহর প্রিয় বান্দা তাতে আল্লাহ পাক আপনাকে নবুয়তী দান করবেন। অতএব নবী হবার পর যখন আপনি লোকগণকে আল্লাহর পথে আহ্বান করবেন তখন আপনার প্রতি এ অগ্রীম অনুগত্য ও বাধ্যতা আপনার দ্বীনি দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিশেষ অনুকুল ফল দান করবে। বিশেষতঃ আপনার পরমা সুন্দরী স্ত্রীও আপনার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং একান্ত অনুগত থাকবে। বালাম বাউর ইবলীশ শয়তানের ধোকায় পড়ে পুনরায় সে নির্জন স্থানের দিকে রওয়ানা হলেন। যথাস্থানে পৌছে তিনি রাজার জয় লাভের জন্য দোয়া করতে থাকলেন। উল্লেখ্য যে বালাম বাউর আল্লাহর খাস নাম এসমে আজম জানতেন। আল্লাহর পাকের দরবারে দোয়া কবুল হওয়ার জন্য এসমে আজম হলো অব্যর্থ হাতিয়ার। তা পড়ে আল্লাহর পাকের দরবারে যা দোয়া করবে তাই আল্লাহ পাক কবুল করেন। আল্লাহ পাক বালাম বাউরের দোয়া কবুল করলেন। ফলে হযরত ইউশা (আঃ) রাজার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে পরাজয় করে পিছু হঠে আসলেন।

www.pathagar.com

এ ঘটনায় হযরত ইউশা (আঃ) একেবারে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পড়লেন এবং আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় আরজ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার কোন দোষে আমাকে কাফিরদের কাছে অপমানিত করলেন? আল্লাহ্ পাকের নিকট হতে জবাব আসল হে ইউশা! বালাক রাজার রাজ্যে এক দরবেশ আছে সে এসমে আজম জানে। সে এসমে আজম পড়ে আমার নিকট রাজার বিজয়ের জন্য দোয়া চেয়েছে বলে আমি তার দোয়া কবুল না করে পারিনি।

তখন হযরত ইউশা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ! ঐ দরবেশ এসমে আজমের বদৌলতে মুসলমান ও দ্বীন ধর্মের প্রতি অত্যাচার করল এবং তাদেরকে অপদস্থ করল তা আপনি প্রত্যক্ষ করলেন? এরূপ হলে আমি কিভাবে আপনার খাঁটি ধর্ম এদেশে প্রচার করব ? দয়া করে আপনি ঐ দরবেশকে এসমে আজম ভুলিয়ে দিন। যাতে সে এসমে আজম পাঠ করে আপনার দরবারে আর দোয়া করতে না পারে।

আল্লাহ্ পাকের দরবারে হযরত ইউশা (আঃ) দোয়া কবুল হয়ে গেল। বালাম বাউর এসমে আজম ভুলে গেলেন। অতঃপর হযরত ইউশা (আঃ) পুনরায় তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হলেন। রাজার সৈন্যগণও হযরত ইউশা (আঃ) এর সৈন্যদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য অগ্রসর হল! কিন্তু এবার তারা হযরত ইউশা (আঃ) এর সম্মুখে টিকতে পারল না । তারা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করল।

বিপর্জয় দেখে রাজা দরবেশ বালাম বাউর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, হে বালাম বাউর! আপনি আমার যুদ্ধ জয়ের জন্য পুনরায় আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করুন।

দরবেশ বালাম বাউর তখন বার বার এসমে আজম স্মরণ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এসমে আজম আর স্মরণ হল না। তখন বাধ্য হয়ে দরবেশ এসমে আজম ছাড়াই রাজার যুদ্ধ জয়ের জন্য দোয়া করলেন। কিন্তু সে দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হল না। তাই তার পরের দিনের যুদ্ধে রাজার সৈন্যগণ হযরত ইউশা (আঃ) এর সৈন্যদের হাতে ভীষণভাবে মার খেতে লাগল। অবস্থা বেগতিক দেখে রাজা দরবেশ বালাম বাউরের সাথে পরামর্শ করে একটি ফন্দি বের করল যে, যদি হযরত ইউশা (আঃ) এর সেনাদের মধ্যে একটি জঘন্য পাপ কাজের ঘটনা ঘটানো যায় তবেই রাজার জয়ের সম্ভাবনা আছে। নচেৎ কোন আশা নেই।

www.pathagar.com

রাজার পরামর্শ মতে কতগুলো অতীব সুন্দরী যুবতী হযরত ইউশা (আঃ) এর সেনাবাহিনীর মধ্যে ঢুকে তাদেরকে উত্যক্ত করতে লাগল। রমণীদের দেহের লাবণ্য বহু মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছেদের চমক এবং ভ্রমরকালো চক্ষুদ্বয়ের চাহনীতে সৈন্যদেরকে দিশেহারা করে ফেলল। তবুও তারা পদস্খলিত হয়নি। অবশ্য জামেরী নামক এক যুবক সৈনিক জনৈক যুবতীর রূপে মুগ্ধ। সে ঐ রমণীকে ধরে হযরত ইউশা (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হল এবং বলতে লাগল, হে নবী! আমি এ নারীর সাথে মিলন করলে তা আমার জন্য কি অন্যায় হবে?

হযরত ইউশা (আঃ) বললেন, সাবধান! কোন মতেই তুমি এ জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হইও না। কারণ তোমার একার পাপের জন্য সমগ্র সেনাবাহিনী কলঙ্কিত হবে। যার পরিণাম আমাদের জন্য মারাত্মক হবে।

কিন্তু ঐ সৈনিকটি হযরত ইউশা (আঃ) এর এ উপদেশ ও সতর্কতার প্রতি কর্ণপাত না করে নির্জনে গিয়ে তার সাথে অবৈধ যৌন মিলন ঘটালো। এর ফলে হযরত ইউশা (আঃ) এর সেনাগণের মধ্যে ব্যাপক আকারে কলেরা রোগের সৃষ্টি হল। তাতে সেনাবাহিনীর মানসিক দুর্বলতা দেখা দিল। যুদ্ধে আর তাদের একক বিজয় হল না। দু'পক্ষেই ঘোরতর যুদ্ধ চলতে লাগল এবং যুদ্ধে কোন পক্ষেই জয় পরাজয় হচ্ছিল না। হযরত ইউশা (আঃ) এর সেনাদলের মধ্যে ব্যাপকভাবে কলেরার প্রকোপ, যুদ্ধের ময়দানে এ অবস্থার মূল কারণ জামেরী নামক সৈন্যটির উক্তরূপ পাপ কাজের খবর হযরত ইউশা (আঃ) এর কর্নগোচর হওয়া মাত্র তিনি রাগান্বিত হয়ে উক্ত পাপাচারিণী নারীটি সহ জামেরীকে বল্লমের সাহায্যে হত্যা করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর সৈন্যদেরকে জামেরীর বল্লমবিদ্ধ লাশ দেখিয়ে সতর্ক করে দিলেন, যারা যুবতীদের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করবে, তাদের অবস্থা জামেরীর অনুরূপ ঘটবে। এরূপ অবস্থা দেখে যুবতীগুলো সৈন্যদল থেকে বের হয়ে পালাল। ফলে হযরত ইউশা (আঃ)-এর সৈন্যগণের মন হতে পাপকাজের বাসনাও দূর হল এবং কলেরা রোগের প্রকোপ কমে গেল।

হযরত ইউশা (আঃ) এর সৈন্যগণের মনোবল পূর্বের মত বৃদ্ধি পেল। রাজার সৈন্যগণ তাদের সাথে যুদ্ধে হার মানতেছিল। তবুও রাজার সৈন্যরা হতাশ না হয়ে জান প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। কিন্তু রাজার সৈন্যগণের প্রায় শেষ হয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেছিল। অথচ যুদ্ধে জয়-পরাজয় চুড়ান্ত হল না। হযরত ইউশা (আঃ) বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ ঐদিন ছিল শুক্রবার। তৌরাত কিতাবের বিধান অনুযায়ী তখন শনিবার দিনটি ছিল এবাদতের জন্য নির্ধারিত। ঐ দিন যুদ্ধ বিগ্রহ নিষেধ ছিল। তাঁর অনুসারী সৈন্যরা শনিবার যুদ্ধ বন্ধ রেখে

www.pathagar.com

এবাদতে মশগুল হবে, কিন্তু বিধর্মীরা উক্ত বিধান মানবে না। তারা নবীর অনুসারী সৈন্যদের উপর একতরফা হামলা চালাবে। এমতাবস্থায় তাদের পরাজয় এবং মৃত্যু সুনিশ্চত। এ চিন্তা করে হযরত ইউশা (আঃ) সেজদায় গিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেলেন যে, হে আল্লাহ! আপনি অনুগ্রহ করে আজকের দিনটি অন্ততঃ ৩ ঘণ্টা দীর্ঘ করে দিন, যাতে আজকেই তোমার দ্বীনের শত্রুদেরকে নির্মূল করতে পারি।'

হযরত ইউশা (আঃ) এর দোয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে কবুল হয়ে গেল। ঐ দিন অন্যান্য দিনের চেয়ে ৩ ঘণ্টা পর সূর্য অস্তমিত হল। ঐ সময়ের মধ্যে হযরত ইউশা (আঃ) এর সৈন্যগণ বালাক রাজার সৈন্যবাহিনীকে বিপর্যস্ত করে দিল। বহু সৈন্য নিহত। বাকী সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন করল। উল্লেখ্য যে, হযরত ইউশা (আঃ) দোয়ার ফলে বালাক রাজার সৈন্যগণ পরাজয়বরণ করল এবং বালাম বাউর দরবেশের চেহারা হতে আল্লাহর নূর চলে গেল।

যুদ্ধ অবসানে বন্দী দরবেশ বালাম বাউর মলিন বদনে হযরত ইউশা (আঃ) এর দরবারে হাজির হয়ে সসম্মানে তাঁকে সালাম জানালেন। হযরত ইউশা (আঃ) দরবেশের পরিচয় পেয়ে বললেন, হে বালাম বাউর! তুমি আল্লাহ পাকের পবিত্র এসমে আজমের অপব্যবহার করে দ্বীনের ক্ষতি করতেছিলে। সেজন্যই আল্লাহ পাক তোমার নিকট হতে এসমে আজম কেড়ে নিয়েছেন। অতএব, এখন আর তোমার কোন দোয়াই কবুল হবে না। বালাম বাউর পুনরায় এসমে আজম ফিরে পাবার জন্য হযরত ইউশা (আঃ) এর নিকট বহু অনুনয় বিনয় করলেন। কিন্তু তিনি তৎপ্রতি কোন ভ্রুক্ষের করলেন না। তবে দরবেশ বালাম বাউরকে শুধু এ কথা বললেন যে, আল্লাহ পাক তোমার এবাদতে খুশী হয়ে তোমাকে যে অমূল্য নেয়ামত দান করেছিলেন, তা হতে শুধু এসমে আজম চলে গেলেও তোমার নিকট এখনও যা আছে তাও কম মূল্য নয়। এখন পর্যন্ত তোমার নিকট যে নেয়ামত আছে তার বদৌলতে আল্লাহ্ পাক তোমার যে কোন ৩টি দোয়া কবুল করবেন। সুতরাং তোমার দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই। তুমি তা দ্বারাই নিজের কল্যাণ বহাল রাখতে পার। অবশ্য তোমার পর পর ৩টি দোয়া কবুল হওয়ার পর আল্লাহ্ পাক তোমার আর কোন দোয়া কবুল করবেন না।

অতঃপর দরবেশ বালাম বাউরকে হযরত ইউশা (আঃ) মুক্ত করে দিলেন। দরবেশ অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয়ে বাড়িতে ফিরে তার স্ত্রীকে অত্যন্ত তিরস্কার করে বললেন, হে রমণী! তোমার ছলনা এবং কুপরামর্শেই আজ আমার এ দুরাবস্থা হল। আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে বদ দোয়া কখনও শুভ হতে পারে না। কিন্তু আমি তোমাকে সে কথা কোনরূপেই বুঝাতে পারিনি।

www.pathagar.com

সুদীর্ঘ তিনশত বছরের কঠোর সাধনা বিফল হয়ে গেল। আল্লাহ্ পাক আমার আর মাত্র তিনটি দোয়া কবুল করবেন। তারপর আর কোন দোয়াই কবুল করবেন না।

এ কথা শুনে বালাম বাউরের স্ত্রী বলল, যদি তাই হয়ে থাকে তবে তুমি আমার জন্য মাত্র একটি দোয়া কর, আর বাকী দু'টি তোমার ইচ্ছামত করিও।

দরবেশ বালাম বাউর স্ত্রীর কথায় সম্মত হয়ে বলল, বেশ ভাল কথা! তবে বল, তোমার জন্য আমি আল্লাহ্ পাকের দরবারে কি দোয়া করব? স্ত্রী বলল, তুমি আমার জন্য এ দোয়া কর, আমি যেন সারা বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী যুবতীতে পরিণত হয়ে যাই।

দরবেশ বালাম বাউর কোনরূপ দ্বিধা না করে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর জন্য তাঁর স্ত্রীর আশা অনুযায়ী দোয়া করলেন। আল্লাহ্ পাক দরবেশের দোয়ার সাথে সাথে তাঁর স্ত্রীকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী রমণীতে পরিণত করলেন। তার দেহের উজ্জল সৌন্দর্যে গৃহ আলোকিত হয়ে গেল। অবশ্য এ ঘটনার সাথে সাথে আল্লাহ্ পাকের কুদরতে বালাম বাউরের চেহারটি কুৎসিত রূপ ধারণ করল, দেহের উজ্জলতা বিবর্ণ হয়ে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল। ফলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে যারপর নেই ঘৃণা করে তাঁর সাহচর্য পরিত্যাগ করতঃ দেশের সুন্দর যুবকদের সাথে কু সম্পর্ক স্থাপন করে দৈহিক মিলন পর্যন্ত শুরু করে দিল।

এ ঘটনা বালাম বাউরের জন্য অসহ্যকর হয়ে পড়ল। তিনি তাঁর নিকট বাকী দু'টি কবুল হওয়ার দোয়ার একটি এখানেই প্রয়োগ করার মন স্থির করলেন এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার স্ত্রীকে কুকুরীতে পরিণত করুন।

দোয়া করা মাত্র আল্লাহ্ তা কবুল করলেন। তার স্ত্রী একটি কুকুরীর রূপ ধারণ করল। এ ঘটনার ফলে দরবেশ বালাম বাউরের সন্তান-সন্ততি কান্নাকাটি করে অধীর হয়ে পড়ল। তার প্রতিবেশীগণও বিশেষভাবে দুঃখ করতে লাগল। সন্তান-সন্ততি অনুরোধ করতে লাগল যে, আপনি অবিলম্বে আপনার স্ত্রীর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাবার জন্য আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করুন।

দরবেশ বালাম বাউরের জন্য তখন আর মাত্র একটি মকবুল দোয়া অবশিষ্ট ছিল। তাঁর অদৃষ্ট ভাল হলে তিনি নিজের ভবিষ্যত কল্যাণ সাধন করতে পারতেন। পাপাচরণের কারণে তিনি তাঁর অদৃষ্টকে কল্যাণ সাধন করতে পারলেন না। সন্তান-সন্ততির অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে তাকে তাঁর জন্য রক্ষিত বাকী দোয়াটিও স্ত্রীর জন্য প্রয়োগ করতে হল। তিনি আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার স্ত্রীকে তার পূর্বাবস্থায় পরিবর্তিত করুন।

www.pathagar.com

দোয়া করামাত্র আল্লাহ তাঁর দোয়াটিও কবুল করলেন এবং তাঁর স্ত্রী পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল। কিন্তু দরবেশ বালাম বাউরের ভাগ্য খারাপ বলে সে প্রথম হতেই স্ত্রীর মনজয় করতে গিয়ে নিজেকে ধ্বংসের কোলে ঠেলে দিলেন।

হযরত ইউশা (আঃ) কাফির রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যে সব গণীমত লাভ করলেন তা স্তুপাকারে রেখে দেয়া হল। তৎকালে গনীমতের মাল ভোগ করা তৌরাত কিতাবের বিধান ছিল না। বরং তা আগুনে পোড়িয়ে দেয়া হত। তাই হযরত ইউশা (আঃ) তাঁর যুদ্ধলব্ধ সমস্ত মাল পবিত্র তৌরাতের বিধান অনুসারে আগুনে জ্বালিয়ে দিলেন।

অতঃপর হযরত ইউশা (আঃ) তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে আলী নামক একটি শহরে গিয়ে পৌছলেন। ঐ শহরে বার হাজার লোক বাস করত। তারা সকলেই ছিল মূর্তি পূজক। আল্লাহ পাকের প্রতি তাদের কোন বিশ্বাসই ছিল না। হযরত ইউশা (আঃ) তাদের কাছে দ্বীনের কথা পেশ করার সাথে সাথে তারা তাঁর বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণা দিলেন। হযরত ইউশা (আঃ) তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন।

এরপর হযরত ইউশা (আঃ) পাহাড়ের পাদদেশে কিছু লোক বাস করত। তারা সকলে হযরত ইউশা (আঃ) দ্বীন কবুল করে নিজেদের কল্যাণ ডেকে আনলেন। উক্ত পাহাড়দ্বয়ের একটির নাম ছিল আমাদ এবং অন্যটির নাম ছিল জাউন। উক্ত পাহাড়দ্বয়ের নিকট তৃতীয় আর একটি পাহাড় ছিল। ওটার নাম সালেম। উক্ত পাহাড়ী এলাকায় বালাক নামীয় অপর এক শক্তিশালী বাদশাহ ইউশা (আঃ)-এর আগমনবার্তা শুনে সহজেই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করলেন। দেখাদেখি তার সৈন্যগণ ও প্রজাগণ দ্বীনের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

বাদশাহ বালাক ও তাঁর লোকজনকে ধর্মে দীক্ষিত করার পর হযরত ইউশা (আঃ) তথা হতে পশ্চিমাঞ্চলে গমন করে দারমানী নামক একটি সম্প্রদায়ের এলাকায় উপস্থিত হলেন। সেখানে পাশাপাশি পাঁচটি রাজ্যে এ একই সম্প্রদায়ের লোক বাস করত। এ পাঁচটি রাজ্যের পাঁচজন বাদশাহ তারা সকলে একযোগে হযরত ইউশা (আঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। আল্লাহর রহমতে হযরত ইউশা (আঃ) এর সেনাদের হাতে পরাজয় বরণ করল।

হযরত ইউশা (আঃ) বেদ্বীনদের সাথে মোকাবেলা ও ধর্ম প্রচার কাজে অতিবাহিত করার পর বনি ইসরাঈলগণকে বললেন, এবার চল আমরা বেলকা নগরীতে প্রবেশ করে আল্লাহর দরবারে সিজদাহ করতঃ আমাদের প্রতি আল্লাহর

www.pathagar.com

অসীম রহমতের শোকরিয়া আদায় করি। বনি ইসরাঈলগণ তাদের নিজ ভাষায় হিত্তাতুন অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের পাপসমূহ মাফ করে দিন, বলতে বলতে উক্ত নগরীতে প্রবেশ করতে লাগল। তাদের মধ্যে কিছু সংক্ষক লোক এমন প্রাকৃতির ছিল, দ্বীন ইসলাম পালনের ক্ষেত্রেও হঠকারিতা, বিরোধিতা ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করত। এমনকি হযরত মূসা (আঃ) এর মতো নবীর সাথেও তারা তর্ক ও বেয়াদবী করত, হযরত ইউশা (আঃ) কে তো তারা মোটেই গ্রাহ্য করত না। ঐ শ্রেণীর লোকজন হযরত ইউশা (আঃ) এর নির্দেশিত হিত্তাতুন। শব্দ বলার পরিবর্তে 'হিনতুন' অর্থাৎ আমাদেরকে গম দাও বলতে লাগল। আর নগরে প্রবেশ করে তারা আল্লাহর দরবারে সিজদায় শুকরিয়া করার পরিবর্তে দুষ্টামী করত হামাগুড়ি দিয়ে রইল এবং হাস্য কৌতুক করতে লাগল।

এরূপ আচরণের ফলে তাদের প্রতি আল্লাহর গজবে অনেকেই মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাল। বাকী লোকজন অগ্নিবৃষ্টির কবলে পড়ে অকালে মৃত্যুবরণ করল। তবে যারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে তাওবাহ্ করল, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ক্ষমা করে বিপদমুক্ত করলেন।

হযরত ইউশা (আঃ) সাত বছর পর্যন্ত ধর্ম প্রচার অভিযানে সর্বমোট একত্রিশটি রাজ্য করতল করলেন। রাজ্যগুলোর অধিপতিদের কতকে দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হল। কতকে হযরত ইউশা (আঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে রাজ্য হারাল এবং প্রাণ বিসর্জনও দিল।

বেলকায় অবস্থানকালে হযরত ইউশা (আঃ)-এর কাছে খবর পৌছল যে, সালেম পাহাড়ে যে সমস্ত লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল তারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মূর্তি পূজা শুরু করছে। এ খবর শুনে তিনি তাদের সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে হেদায়েতের দোয়া করতঃ তিনি বনি ইসরাঈলদেরকে নিয়ে মিসর চলে গেলেন এবং তাদের জন্য সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করলেন।

এ সময় হযরত ইউশা (আঃ)-এর পার্থিব জীবনের শেষ লগ্ন ঘনিয়ে আসছিল। তিনি তা বুঝতে পেরে নিজের প্রধান সহচর হযরত কালুতকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে আপন উম্মত বনি ইসরাঈলদেরকে তাঁর হাতে ন্যস্ত করতঃ মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে চলে গেলেন। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল দু'শত বছর। কারো মতে তিনি ১৬৯ বছর আয়ু লাভ করেছিলেন।

www.pathagar.com

হযরত খিজির (আঃ)

বংশ পরিচয়

হযরত খিজির (আঃ) এর নাম 'খিজির' নহে। এটা তাঁর উপাধি। তাঁর নাম সম্পর্কে ওলামাদের একাধিক অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। যেমন বালইয়া বিন মালকান, ইলইয়া বিন মালকান, খজরুন, মোয়াম্মারু প্রভৃতি। অধিকাংশের মতানুসারে তাঁর নাম বালইয়া বিন মালকান। আবুল আব্বাস তাঁর পিতৃপদবী যুক্ত নাম। তিনি মাহী খান্দানের সন্তান। কিন্তু পরবর্তীকালে সংসারের মায়া মমতা ত্যাগ করে দরবেশী পথ অনুস্মরণ করেন। যদিও বাহ্যিকভাবে যুলকারনাইনের উজির ছিলেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন একজন সংসার ত্যাগী দরবেশ।

খিজির শব্দের অর্থ সবুজ সতেজ তরুলতা। একদিন তিনি ঘাস বিহীন এক ধুষর মাঠে বসার সাথে সাথে উক্ত মাঠ সবুজ তরুলতা দ্বারা সতেজ হয়ে উঠছিল বলে তাঁকে খিজির বলা হত। হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, যখন তিনি নামায পড়তেন তখন তাঁর আশ পাশের জায়গা সবুজ সতেজ হয়ে উঠত বলে তাঁকে খিজির বলা হত।

অধিকাংশ আলেমদের মতে হযরত খিজির (আঃ) হযরত নুহ (আঃ)-এর উত্তর পুরুষ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, তিনি হযরত আদম (আঃ)-এর ঔরষজাত সন্তান। আল্লাহ্ পাক তাঁর যে সমস্ত যে সব কাজ কর্মের কথা উল্লেখ করেছেন তা অনেকটা ভাগ্য সম্পর্কে কাজ করার দায়িত্বে নিযুক্ত দায়িত্বের অনুরূপ। আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ) কে দেখিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ্ পাকের এমনও অনেক বান্দা রয়েছেন যারা তাঁর হুকুমগুলো ফিরিস্তার ন্যায় পালন করে থাকেন। তাঁরা যে সকল কার্য সম্পাদন করেছেন তাঁর পিছনে কি রহস্য নিহিত রয়েছে তা কারও বুঝার ক্ষমতা নেই। হযরত খিজির (আঃ) আদম সন্তান হওয়া সত্বেও তাঁর মধ্যে ফিরিস্তাদের বৈশিষ্টগুলো প্রধান্য লাভ করা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। এমন এমন কার্য হযরত খিজির (আঃ)-এর দায়িত্বে অর্পণ করা হয়েছে যা ফিরিস্তাদের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়ে থাকে। অধিকন্তু ফিরিস্তাদের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা গুণান্বিত হওয়ার কারণেই বোধ হয় তিনি সর্ব সাধারণের দৃষ্টির বাইরে থাকতেন। হযরত খিজির (আঃ) এর নবুয়ত সম্পর্কে ওলামাগণ একমত হতে পারেন নি। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি নবী ছিলেন না। আবার কারো কারো মতে তিনি নবী ছিলেন।

www.pathagar.com

হযরত খিজির (আঃ) এখনও জীবিত আছেন না ইন্তেকাল করেছেন এ সম্পর্কেও আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশ আলেমদের মতে তিনি জীবিত আছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন। কথিত আছে যে, তিনি আবে হায়াত পান করেছেন। দাজ্জাল যে ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবেন তিনি হযরত খিজির (আঃ)। তাঁর পরে অন্য আর কাউকে হত্যা করতে সমর্থ হবে না। কিয়ামতের কিছু সময় পূর্বে যখন মানুষের অন্তর এবং কোরআন শরীফ হতে আল্লাহর কালাম উঠিয়ে নেয়া হবে তখন হযরত খিজির (আঃ) এর মৃত্যু হবে। অধিকাংশ সুফীয়ে কেরাম দৃঢ়তার সাথে দাবী করে বলেন যে, হযরত খিজির (আঃ) এখনও জীবিত আছেন এবং তাঁদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হওয়া ও কথোপথনের অগণিত ঘটনাও বর্ণনা করেন। তবে যারা তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিমত করেন তাদের বক্তব্য হল যে, তিনি যদি জীবিত থাকতেন তা হলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা) এর পবিত্র খেদমতে হাজির হতেন। তাঁর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর প্রতি ঈমান আনতেন এবং তাঁর সাথে বিভিন্ন জিহাদে শরিক হতেন। অথচ হযরত খিজির (আঃ) এরূপ করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। যারা হযরত খিজির (আঃ) জীবিত আছেন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন তারাও এর স্বপক্ষে এক হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত আনাস বিন মালেক ও হযরত আবদুল্লাহ বিন জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত মুহাম্মদ এর ওফাতের পর সাদা দাড়ি বিশিষ্ট এক লোক হযরত মুহাম্মদ এর পবিত্র শবদেহের কাছে এসে খুব কাঁদা কাটি করেন এবং উপস্থিত সাহাবাদেরকে ধৈর্যধারনের উপদেশ প্রদান করে চলে গেলেন। সে চলে যাওয়ার পর হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা) সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, ইনিই হযরত খিজির (আঃ)। হযরত কাব আহবার হতে বর্ণিত আছে যে, চার নবী জীবিত আছেন, তন্মধ্যে দু'জন জমীনের উপর রয়েছেন। তাঁরা হলেন হযরত খিজির (আঃ) আর হযরত ইলিয়াস (আঃ)। তাঁরা প্রতি বছর হজ্জের সময় একে অপরের সাথে সাক্ষাত করেন। অপর দু'জন আসমানে জীবিত আছেন। তাঁরা হলেন হযরত ইদ্রীস (আঃ) আর হযরত ঈসা (আঃ)।

www.pathagar.com

একটি কদুরতী শিকল

হযরত দাউদ (আঃ)-এর যমানায় আল্লাহ্ পাক ফেরেস্তাগণ দ্বারা একটি বেহেশতী শিকল হযরত দাউদ (আঃ) এর মসজিদের সম্মুখে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। ঐ শিকলের রং সূর্যের মত উজ্জ্বল ছিল। আর ওটার ভিতরে কতকগুলো অলৌকিক গুণ ছিল। কোন কারণবশতঃ দুনিয়াতে বালা মুসিবত নাযিল হওয়ার পূর্বক্ষণে ঐ শিকলে একটি অপূর্ব আওয়াজ হত। তা শুনে হযরত দাউদ (আঃ) বুঝতে পারতেন যে, এটা কোন বালা মুসিবতের পূর্ব লক্ষণ। তা ছাড়া কোন কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিয়ে ঐ শিকল স্পর্শ করা মাত্র তার রোগ আরোগ্য হয়ে যেত।

কথিত আছে যে, হযরত দাউদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পরও বহুদিন উক্ত শিকলটি ঐ অবস্থায় ছিল। বনি ইসরাঈলগণ কোন জটিল বিচার মীমাংসা করতে অক্ষম হলে ঐ শিকলের মাধ্যমে মীমাংসা করত। এটার নিয়মছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রথমে বাদীকে বলা হত উক্ত শিকল স্পর্শ করতে। বাদী সত্যবাদী হলে শিকল স্পর্শ করতে পারত। আর বাদী সত্যবাদী না হলে তা স্পর্শ করতে পারত না। এর পর বিবাদীকে তা স্পর্শ করতে বলা হত। যদি বিবাদী নির্দোষ প্রকাশ করার ব্যাপারে সত্যবাদী হত, তবে সে ঐ শিকল স্পর্শ করতে সক্ষম হত, আর বিবাদী মিথ্যাবাদী হলে সে ঐ শিকল স্পর্শ করতে সক্ষম হত না।

এভাবে উক্ত কুদরতী শিকলের মাধ্যমে অত্যন্ত ন্যায় বিচার পাওয়া যেত।

দীর্ঘদিন পরে একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত শিকল আল্লাহ্ পাক আসমানে উঠিয়ে নিলেন।

ঘটনাটি হল একটি লোক এক সময় তার মূল্যবান মনি-মানিক্য, হীরা-জহরত প্রভৃতি অন্য একটি লোকের নিকট আমানত রাখল। কিছুদিন পর যখন আমানতকারী ঐ লোকটির নিকট তার গচ্ছিত মূল্যবান জিনিসগুলো ফেরত চাইল। লোকটি কসম করে বলল যে, ইতিপূর্বে মালগুলো সে ফেরত দিয়েছে। অথচ পুনরায় সেগুলো তার নিকট ফেরত চাচ্ছেন কোন উদ্দেশ্যে ?

আমানতকারী বলল, আপনি এরূপ মিথ্যা কথা বলতেছেন কেন ? আমি তো আপনার নিকট হতে কখনও সে জিনিসগুলো ফেরত নেইনি। দু'জনের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে খুবই কলহ শুরু হল। যার মাল সে বলল, আচ্ছা আপনি যদি আমার মালগুলো ফিরিয়ে দিয়ে থাকেন তাহলে চল আমরা আল্লাহর ঝুলন্ত শিকলটির কাছে গিয়ে মীমাংসা করি।

আমানত গ্রহিতা রাজী হল না। সে বলল, আমি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলিনি, বলতেও চাহি না। তাই প্রমাণ করতে কোন কিছুর আশ্রয় লওয়ার

www.pathagar.com

প্রয়োজন নেই। আমার মুখের কথাই যথেষ্ঠ। লোকটি এরূপ শক্ত হয়ে পড়লে আমানতদাতা বাধ্য হয়ে বিষয়টি গন্যমান্য লোকদের নিকট পেশ করলেন। তারা আমানত গ্রহীতাকে উক্ত শিকলের নিকট যেতে কড়া নির্দেশ দিলেন। তখন অনুন্যপায় হয়ে সে উক্ত শিকলের নিকট যেতে বাধ্য হল।

নির্দিষ্ট তারিখে এ বিচারটি দেখার জন্য মসজিদের সম্মুখে বহুলোক জড় হল।

লোক দু'টি উপস্থিত হলে বিচারকগণ প্রথমে অভিযোগকারীকেই নির্দেশ দিল যে, আপনার অভিযোগ সত্য হলে আপনি শিকলটি স্পর্শ করুন। সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগকারী শিকলের কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে শিকল স্পর্শ করে আসল। অতঃপর বিবাদীকে বলা হল আপনার দাবী সত্য হলে শিকল স্পর্শ করুন। বিবাদী লোকটি তখন তার হাতের লাঠিখানা বাদীর হাতে দিয়ে বলল, ভাই! আপনি এ লাঠিখানা রাখুন। আমি শিকল স্পর্শ করে এসে পুনরায় লাঠিটা ফিরিয়ে নিব। বাদী লাঠিখানা হাতে নিল।

অতঃপর বিবাদী শিকলের কাছে গিয়ে বলল, হে আল্লাহ! যে লোকটি তার কিছু মূল্যবান জিনিস আমার নিকট আমানত রেখেছিল আমি তা তার নিকট ফিরিয়ে দিয়েছি। তার ডান হাতখানা শিকলের উপর দিয়ে বাড়িয়ে দিল। আল্লাহ পাকের হুকুমে কুদরতী শিকল বাদীর মত বিবাদীর হাতেও ধরা দিল। বিবাদী শিকলটি স্পর্শ করে এসে বাদীর নিকট হতে লাঠিখানা নিয়ে স্বীয় বাড়ী চলে গেল। বিচারক ও দর্শকগণ সকলেই ঐ ঘটনায় অবাক হয়ে গেল যে, বাদী বিবাদী দু'জনেই শিকল স্পর্শ করতে সক্ষম হল, কাজেই উভয়ই সত্যবাদী। অথচ জিনিসের কোন খোঁজ নেই। আর এরূপ ঘটনা হতেই পারে কি করে। একজন সত্যবাদী হলে অন্যজন মিথ্যাবাদীই হবে। আর মিথ্যাবাদী তো শিকল স্পর্শ করতে সক্ষম হয় না। অথচ উপস্থিত দু'জনই সেই কুদরতী শিকল স্পর্শ করতে সক্ষম হল। সুতরাং তাতে আশ্চর্য হবারই কথা যে, এর মধ্যে কি নিগুঢ় রহস্য লুকায়িত ছিল।

এ ঘটনাটির মধ্যে রহস্য লুকায়িত ছিল সত্য। আর তা এই যে, যে লোকটির নিকট মালগুলো আমানত রাখছিল। সে লোকটির লাঠিখানার মধ্য ফাঁকা ছিল। তার নিকট যে মালগুলো গচ্ছিত ছিল সে মালগুলো সবই ঐ লাঠির ফাঁকার মধ্যে ভরে লাঠিখানা বাদীর হাতে দিয়ে সে গচ্ছিত মালগুলো ফিরিয়ে দিয়েছে বলে যে কথাটি বলল, তা সত্যই ছিল। আর এ সত্য কথার কারণেই সে শিকল স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিল। আসলে এটা ছিল তার একটা মারাত্মক প্রতারণা।

ঐ প্রতারক ব্যক্তির দ্বারা উক্ত কুদরতী শিকল স্পর্শ করার ফলে পরদিন আর ঐ শিকল দেখা গেল না। রাত্রে তা অদৃশ্য হয়ে গেল।

www.pathagar.com

হযরত দাউদ (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র

সলুমের হত্যার ঘটনা

হযরত দাউদ (আঃ) যখন আউরিয়ার ঘটনায় বিহ্বল হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে কাঁদাকাটি করতেছিলেন, তখন তাঁর সাম্রাজ্য, দেশ শাসন ও বিচার আচার সব কিছুই পড়ে রয়েছিল। কোন কিছুরই প্রতি তাঁর কোন খেয়াল ছিল না। বাদশাহ বর্তমান থাকতেও যেন শাসক শূন্য দেশের ন্যায় হয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় দেশের জ্ঞানীজন হযরত দাউদ (আঃ) এর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার আশায় অপেক্ষা করতেছিলেন। কিন্তু জাহেল ও স্থূলদর্শী লোকগণ হযরত দাউদ (আঃ) এর জন্য বৃথা অপেক্ষা না করে হযরত দাউদ (আঃ) এর জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ তালুতের নাতী সমুলকে দেশের বাদশাহ ঘোষণা করলেন।

ইতিমধ্যে হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ পাকের রহমতে তাঁর সমূহ বিপদ হতে মুক্ত এবং আল্লাহ পাকের মার্জনা লাভ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসলেন। তখন তাঁর প্রজা শাসন, প্রজাপালন এবং লোক হেদায়েত প্রভৃতি দায়িত্বের কথা সকলই মনে হল। ইতিমধ্যে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের রাজ সিংহাসন প্রাপ্তির কথা তাঁর কর্ণগোচর হল। পক্ষান্তরে তাঁর পুত্র সমুলও জানতে পারলেন যে, তাঁর পিতা হযরত দাউদ (আঃ) সর্বরকম বিপদাপক মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। কিন্তু এমন সময় তাঁর বন্ধু বান্ধব অনেকে কু-পরামর্শ দিল যে, দেশের জনসাধারণের মাধ্যমে যখন তুমি শাহী আসনে উপবিষ্ট হয়েছ, তখন আর তোমার সুবর্ণ সুযোগ ও স্বার্থ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা যেভাবেই হোক বাদশাহ হয়ে গিয়েছ। এখন তোমার বাদশাহী পদ কারো কেড়ে নেবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু এ সুযোগ হেলায়ে হারালে পিতার মৃত্যুর পর পুনরায় তা লাভ হবে কি হবে না তা অনিশ্চিত।

অবশ্য কিছু কিছু সৎ এবং খাঁটি লোক সলুমকে সৎ পরামর্শ দিলেন যে, যেহেতু আপনার পিতা পুরাপুরিভাবে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন, তাছাড়া তাঁর মধ্যে বার্ধক্যজনিত কোন দুর্বলতা দেখা দেয়নি সুতরাং আপনার একান্ত উচিত তাঁর রাজ্যাসন করে দেয়া।

সলুম এ পরামর্শ পছন্দ করলেন না। তিনি পিতাকে রাজ সিংহাসন প্রত্যার্পনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করল। এ খবর পিতার নিকট পৌছল। কিন্তু স্নেহ বৎসল পিতা পুত্রের সাথে সিংহাসন নিয়ে ঝগড়া সৃষ্টি করা পছন্দ করলেন না। তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করলেন। ভ্রাতৃস্পুত্র ইউয়ার এবং

www.pathagar.com

জনৈক উজিরসহ তিনি পুত্রের দরবারের দিকে রওয়ানা হলেন। দরবারের নিকটবর্তী হয়ে পুত্র পিতাকে বন্ধী করার জন্য রক্ষীদেরকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা নবীকে বন্ধী করতে পারবে না সলুমের সামনেই বলে দিল।

শাহী নির্দেশ ব্যর্থ হওয়ায় সলুম অনেকটা দমে গেলেন। প্রধান উজির ছিলেন অতিশয় জ্ঞানী ও বিচক্ষণ। তিনি সলুমকে বুঝিয়ে বললেন, হে যুবরাজ! পিতা ও পুত্রের মাঝে এমন কি পার্থক্য পিতা বাদশাহ হলে তা কি পুত্রের বাদশাহী নয়? পিতার মর্যাদা ও গৌরব, পুত্রের মর্যাদা ও গৌরবের নামান্তর। তা ছাড়া পিতার পদমর্যদা, গৌরব সবকিছুই পুত্রের জন্য অবধারিত। অতএব চিন্তার কোন কারণ নেই। বিশেষতঃ আপনি বাদশাহর জ্যৈষ্ঠ পুত্র।

প্রধান উজির এরূপভাবে বুঝিয়ে এবং প্রবোদ দিয়ে সলুম কর্তৃক অধিকৃত শাহী পদ হতে তাঁকে পদত্যাগ করাল। অতঃপর হযরত দাউদ (আঃ) পুনরায় বাদশাহের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন।

যুবরাজ সলুম পিতার শাহী তখতে আরোহণ করার সাথে সাথে পিতার সাথে স্বীয় আচরণজনিত কারণে অত্যন্ত ভীত সঙ্কিত হয়ে পড়ল। সলুমের মনে ভয় হচ্ছিল যে, তাঁর পিতা তাঁর অন্যায় আচরনের শাস্তি স্বরূপ তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এ ভয়ের কারণে সে রাজ দরবার ও পিতার সহচর্য পরিত্যাগ করে আত্মগোপন করল।

পুত্রের এরূপ আচরণে হযরত দাউদ (আঃ) মনের শান্তি হারিয়ে ফেললেন। তিনি তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র ইউয়াবকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি যেভাবে হয় পুত্র সলুমকে সন্ধান করে আমার নিকট হাজির কর। তাঁকে আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তা এবং নির্ভরতার প্রতিশ্রুতি দিও। তবেই তাঁর অন্তর হতে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে। সাবধান তুমি তাঁর সাথে কোনরূপ দুর্ব্যবহার করবে না। যদি এরূপ কিছু প্রকাশ পায়, তা হলে তজ্জন্য তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

হযরত দাউদ (আঃ) এর হুকুম অনুসারে ইউয়ার সলুমের অনুসন্ধান করতে লাগল এবং বহু তল্লাসির পর তাঁকে খুঁজে বের করে হযরত দাউদ (আঃ) এর নির্দেশ অমান্য করে তরবারীর এক আঘাতে তাঁকে হতা করে ফেলল।

প্রিয় পুত্র সলুম ইউয়াবের দ্বারা এরূপ নিষ্ঠুরভাবে নিহত হওয়ায় হযরত দাউদ (আঃ) দুঃখে, শোকে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁর ইচ্ছা হল, তখনই তিনি ইউয়াকে হত্যা করে পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিবেন। কিন্তু সৈন্যবাহিনীতে ইউয়াবের অত্যন্ত প্রভাব ছিল বিধায় তখনকারমত ইউয়াবের হত্যা স্থগিত রাখলেন। হযরত সোলাইমান (আঃ) ইউয়াবকে হত্যা করে তাঁর ভ্রাতৃ হত্যার বদলা নিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

হযরত ইয়ারমিয়া (আঃ)

সময়কাল

তাফসীরবিদদের অভিমত পর্যালোচনা করলে হযরত ইয়ারমিয়া (আঃ) এর সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী বলে অনুমান করা হয়। এ সময় বনী ইসরাঈল আল্লাহর নাফরমানী অবাধ্যতা এবং জুলুম অত্যাচার অবিচারে সীমালংঘন এবং মনুষ্যত্ববোধ পদদলিত করণে সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করে। হযরত ইয়ারমিয়া (আঃ) তাদেরকে জুলুম অত্যাচার করে আল্লাহ পাকের পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান। কিন্তু দুর্ভাগ্য বনী ইসরাঈল তাঁর সদুপদেশ হিতোপদেশের প্রতি কোন প্রকার কর্ণপাত তো করেইনি, বরং নানাভাবে তাঁকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে থাকে এবং জুলুম অত্যাচার, অবিচার আল্লাহর নাফরমানী পূর্বাপেক্ষা বেশী মাত্রায়ই করতে শুরু করে। এক সময় তারা নবী হযরত ইয়ারমিয়া (আঃ) কে বন্দী করে। তিনি বন্ধী অবস্থায়ও বনী ইসরাঈলদেরকে সাবধান বানী উচ্চারণ করে বললেন, যদি তোমরা এখনও আল্লাহর পথে প্রত্যাবর্তন না কর, তা হলে যে চরম সীমায় তোমরা পৌছেছ, তাতে তোমাদের জন্য শাস্তি অবধারিত। তা থেকে তোমরা কেউই রক্ষা পাবে না। বহিঃশত্রুর আক্রমণ জাতিগতভাবে তোমরা পর্যুদস্ত হবে। শেষ পর্যন্ত গোলামীর জীবনই হবে তোমাদের অদৃষ্টে।

কোন বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তারা পর্যুদস্ত হবে, হযরত ইয়ারমিয়া (আঃ) তাও সুসম্পন্নভাবে ব্যক্ত করেন। তিনি বনী ইসরাঈলদেরকে বললেন, বাবেলের শাসক রোখতে নাসসার আক্রেমন করে তোমাদেরকে পর্যুদস্ত করবে। এ আক্রমণ তোমাদের জন্য আল্লাহর গজব হয়ে দেখা দিবে। বোখতে নাসসার যে শুধু তোমাদেরকে বন্দী করে বাবেলে নিয়ে যাবে তাই নয়, সে বায়তুল মোকাদ্দাসও ধ্বংস করবে। কিন্তু ঐদ্ধতা, হঠকারিতা, অবিশ্বাস এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের সদুপদেশের অবমাননা, তৎপ্রতি অবহেলা যে বনী ইসরাঈলদের জাতীগত স্বভাব। তারা নবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আল্লাহ পাকের পথে ফিরে আসার পাত্র নয়।

অবশেষে বাবেল অধিপতি বোখতে নাসসার বনী ইসরাঈলদের জন্য আল্লাহ পাকের গজব হিসাবেই আবির্ভূত হয়। সে উপর্যুপরি তিনবার আক্রমন করে বায়তুল মোকাদ্দাসসহ সমগ্র লিলিস্তিন দখল করে। বায়তুল মোকাদ্দাসকে ধ্বংস

www.pathagar.com

স্তূপে পরিণত করে এবং বনী ইসরাঈলদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে। হত্যা যজ্ঞ থেকে যারা কোন রকমে রক্ষা পেয়েছিল তাদেরকে বন্ধী করে ছাগল ভেড়ার পালের মত হাকিয়ে বাবেলে নিয়ে যায়। তাওরাত কিতাবও ধ্বংস করে ফেলে। তার ধ্বংস যজ্ঞ থেকে তাওরাতের একটি কপিও রক্ষা পায়নি। বাবেল অধিপতি যখন বনী ইসরাইলদেরকে নির্বিচারে হত্যা এবং বন্দী করছিল, তখন এক ব্যক্তি বাবেলের অধিপতিকে হযরত ইয়ারমিয়া (আঃ) এর সন্ধান দেয়। যে বলল, তিনি আপনার এ আক্রমণ ও বিজয় লাভ সম্পর্কে পূর্বেই ভবিষ্যদ্বানী করছিলেন। কিন্তু বনী ইসরাঈলগণ তাঁর ভবিষ্যদ্বানীর প্রতি কর্ণপাত করেনি। উপরন্তু তাঁকে বন্দী করে রেখেছে। লোকটির কথায় বোখতে নাসসার বুঝে ফেলল, নিশ্চয় হযরত ইয়ারমিয়া (আঃ) একজন উচ্চ পর্যায়ের লোক।

অতএব, হযরত ইয়ারমিয়া (আঃ) কে বন্দী থেকে মুক্ত করে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলে বোখতে নাসসারের দৃঢ় প্রীতি জন্মাল হযরত ইয়ারমিয়া (আঃ) পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রতি বোখতে নাসসারের বিশেষ সমীহবোধ সৃষ্টি হয়। সে হযরত ইয়ারমিয়া (আঃ) কে বাবেলে গমনের অনুরোধ করে বলল, বনী ইসরাঈল আপনার মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আমি আপনাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করব। সুতরাং আপনি বাবেলে চলুন।

বোখতে নাসসারের অনুরোধ প্রত্যাখান করে হযরত ইয়ারমিয়া (আঃ) বললেন আমার সম্প্রদায়ের লোকজন অপমানিত ও লাঞ্চিত হয়ে বাবেল যাচ্ছে। সুতরাং আমি এ মান সম্মান দিয়ে কি করব? এমন সম্মানের চেয়ে বর্তমান অবস্থাই আমার কাছে শ্রেয়। অতঃপর তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস ত্যাগ করে দূরে এক জঙ্গলে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। এখানে অবস্থানকালেই তিনি নবী ইসরাইলদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করলেন যে, তারা দীর্ঘ সত্তর বসরকাল বাবেলে গোলামীর জীবন অতিবাহিত করবে। এরপর নিজেদের আবাসভূমিতে ফিরে আসবে। হযরত ইয়ারমিয়া (আঃ) এর ভবিষ্যতবাণীর দীর্ঘদিন পর বোখতে নাসসার মারা গেলে পারস্য সম্রাট বাবেল আক্রমণ করে তথাকার অধিপতিকে পরাজিত ও বনী ইসরাঈলদেরকে মুক্তি প্রদান করে। মুক্তি পেয়ে বনী ইসরাঈলগণ নিজেদের আবাসভূমি ফিলিস্তিনে ফিরে আসে।

হযরত ইয়ারমিয়া (আঃ) এর জীবনের শেষ পরিণতির সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। তবে এতটুকু ধারণা করা যায়, বোখতে নাসসার কর্তৃক বায়তুল মোকাদ্দাস ধ্বংস এবং ফিলিস্তিন অধিকৃত হবার পরও তিনি কিছুদিন জীবিত ছিলেন। তারপর অত্যন্ত অজ্ঞাত অবস্থায়ই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

www.pathagar.com

হযরত উজাইর (আঃ)

উজাইর (আঃ)-এর আবির্ভাব

হযরত ইয়ারমিয়া (আঃ) এর ইন্তেকালের কিছুদিন পরই আল্লাহ পাক হযরত উজাইর (আঃ) কে নবুয়ত প্রদান করেন। একদা তিনি ভ্রমনোপলক্ষে বাইতুল মোকাদ্দাসের নিকটবর্তী হয়ে এর ধ্বংস স্তুপ দেখে আল্লাহ্ পাকের নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহ্! আপনি কিভাবে এ সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরটিকে পুনরায় আবাদ করবেন ?

আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীর এ কথাটিকে মোটেই পছন্দ করলেন না। কারণ তাঁর এ কথার মধ্যদিয়ে আল্লাহ পাকের ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেখা হয়েছিল। অতএব আল্লাহ্ পাক এ ব্যাপারে তাঁর নবীর বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদানের ব্যবস্থা করলেন।

একদিন হযরত উজাইর (আঃ) একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। একটা পাত্রে তাঁর জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্যও সাথে নিয়েছিলেন। কিছুদুর ভ্রমণ করার পর তিনি তাঁর গাধাটিকে একটি বৃক্ষের সাথে বেঁধে খাদ্যের পাত্রটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে নিজে বৃক্ষটির ছায়ায় বসে একটু বিশ্রাম করতে ছিলেন। বিশ্রাম করতে করতে তিনি নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়লেন। এ নিদ্রার মধ্যেই আল্লাহ্ পাক তাঁর মৃত্যু ঘটালেন। তাঁর গাধাটিও মারা গেল।

হযরত উজাইর (আঃ) এর মৃত্যুর পর পূর্ণ একশত বছর অতিবাহিত হল। আর মৃত্যু দেহটি সেখানেই পড়ে রইল। কিন্তু কি আশ্চর্য। তাঁর শরীর এবং পরিধানের বস্ত্রাদির একটুকুও পরিবর্তন ঘটল না। বৃক্ষের ডালে ঝুলান খাদ্য দ্রব্যসমূহও অবিকল এবং টাটকা রইল। কিন্তু তাঁর বাহন গাধাটি মরে পচে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। শুধু গাধার হাড়গুলি পড়ে রইল।

একশত বছর পর আল্লাহ্ পাক হযরত উজাইর (আঃ) কে জীবিত করে জিজ্ঞেস করলেন। হে উজাইর! তুমি কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলে ?

হযরত উজাইর (আঃ) উত্তরে বললেন, মনে হয় একদিন কিংবা একদিনের কিছু সময় হয়ে থাকবে।"

আল্লাহ্ পাক বললেন, মোটেই তা নয়, উজাইর! তুমি দীর্ঘ একশত বছর মৃত্যু অবস্থায় ছিলে। তৎপর আমি তোমাকে পুনরায় জীবিত করেছি। তুমি তোমার খাদ্যগুলো দেখ, সেগুলো আমি সম্পূর্ণ ভাল অবস্থায় রেখেছি। পক্ষান্তরে তোমার গাধাটির দিকে লক্ষ্য কর, তার চর্ম, মাংস কিছুই নেই। তা মরে পচে

www.pathagar.com

গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। শুধু তার হাড়গুলো পড়ে রয়েছে। এখন তুমি লক্ষ্য কর যে, আমি কিভাবে ঐ হাড়ের সাথে মাংস ও চর্ম লাগিয়ে গাঁধাটিকে পুনর্জীবিত করি।" আল্লাহ্ পাকের বলা মাত্রই গাধার হাড়গুলোর সাথে মাংস উৎপন্ন হল এবং তা চর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে গাধাটি পুনর্জীবিত হয়ে দাড়িয়ে গেল।

এ ঘটনার দ্বারা আল্লাহ্ পাক হযরত উজাইর (আঃ) কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দান করলেন যে, আল্লাহ্ পাক অফুরন্ত ও অসীম শক্তির অধিকারী। তিনি যখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

বস্তুতঃ এ ঘটনার দ্বারা আল্লাহ্ পাক এ কথাটি প্রমাণ করে দেখালেন যে, আল্লাহ্ পাক যখন এ অসম্ভবকে সম্ভব করতে সক্ষম তখন তিনি কি ধ্বংস প্রাপ্ত বাইতুল মুকাদ্দাস শহরটিকে পুনরায় সমৃদ্ধশালী শহরে পরিণত করতে পারেন না? নিশ্চয় তা পারেন। আল্লাহ্ পাক এতদিনে বাইতুল মুকাদ্দাসের অবস্থা আমুল পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। হযরত উজাইর (আঃ) দেখতে পেলেন যে, পূর্বের সেই নিষ্ঠুর কাফির বাদশাহ্ বখতে নছরের মৃত্যু হয়েছে এবং তদুস্থলে জেরুজালেমে ধার্মিক বাদশাহর শাসন কায়েম হয়েছে। আর তা পূর্বাপেক্ষাও সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হয়েছে।

হযরত উজাইর (আঃ) ধার্মিক বাদশাহর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেকে উজাইর (আঃ) নবী বলে পরিচয় দান করলেন। কিন্তু বাদশাহ্ বা অন্য কেউই উজাইর (আঃ) কে নবী বলে স্বীকার করল না। কেননা তারা সকলেই জানত যে, তিনি পূর্বে বাদশাহ্ বখতে নছরের আমলেই ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু তিনি তবুও নিজের দাবীতে দৃঢ় থাকায় তাঁরা তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলেন। তাদের জানা ছিল যে, হযরত উজাইর (আঃ) এর সমস্ত তৌরাত কিতাব মুখস্ত। অতএব তারা তাঁকে তৌরাত কিতাব মুখস্ত পড়ে শুনাতে বললেন। তিনি অবাধে তা শুনিয়ে দিলেন। তখন সকলে তাঁকে উজাইর নবী (আঃ) বলে নির্দিধায় বিশ্বাস করল।

হযরত উজাইর (আঃ) পুনর্জীবন লাভ করার পরেও দীর্ঘদিন জীবিত থেকে বনী ইসরাঈলদের ভিতরে ধর্ম প্রচার করতে ছিলেন। বনী ইসরাঈলগণ তাঁর খুবই অনুগত এবং অনুরুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাদের কাছে এত প্রিয় হয়ে পড়েছিলেন যে, খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করত, নবী ইসরাঈল তথা ইহুদীগণ তদ্রুপ হযরত উজাইর (আঃ)কে আল্লাহর পুত্র বলে অভিহিত করতে ছিল। অবশ্য তাদের উভয় সম্প্রদায়ের এ দাবী যে একে বারেই অবান্তর আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে তা ঘোষণা করেছেন।

www.pathagar.com

হযরত জারজীস (আঃ)

জন্ম এবং নবুয়ত লাভ

বিভিন্ন তাফসীরকারদের মতে হযরত জারজীস (আঃ) সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি ফিলিস্তিনে আগমন করেন। তখন ফিলিস্তিনে দাদিয়ান নামক এক প্রবল প্রভাবশালী কাফির বাদশাহী করত। অনেকে বলেন যে, ফিলিস্তিনেই নয়, ফিলিস্তিনের নিকটবর্তী 'মওছল' নামক স্থানেও ঐ বাদশাহ্ রাজত্ব করত।

হযরত জারজীস (আঃ) এর সাথে দাদিয়ানের চরম শক্রতা এবং সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। শক্তির গর্বে গর্বিত বাদশাহ্ হযরত জারজীস (আঃ) কে দুনিয়া হতে চিরতরে বিদায় করার জন্য একে একে এক হাজারবার হত্যার ষড়যন্ত্র করে। প্রতিবারই আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় নবীকে রক্ষা করে দাদিয়ানের কুবাসনা ব্যর্থ করে দেন।

বাদশাহ্ দাদিয়ান ছিল একজন কট্টর মূর্তি পূজক। সে তার দেবতার মূর্তি তৈরী করে স্বর্ণ, রৌপ্য, জওহার এবং বহু মূল্যবান মণিমুক্তার দ্বারা মূর্তিগুলোকে সজ্জিত করে নিজে তাতে সেজদা করত এবং প্রজাদের দ্বারাও সিজদা করাত। তার ধারণা ছিল যে, মানুষের উন্নতি, অবনতি, কল্যাণ, অকল্যাণ সব কিছু মূর্তির খুশী ও না খুশীর উপর নির্ভরশীল। তার প্রজাদের মধ্যে যদি কেউ মূর্তিকে সেজদা করতে রাজী না হত তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হত।

হযরত জারজীস (আঃ) আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ মোতাবেক বাদশাহ্ দাদিয়ান এবং তার অনুসারীদের দেব মূর্তি পূজার অসারতা এবং নিরাকার আল্লাহ্ পাকই একমাত্র উপাস্য এ সত্য সনাতন চিরন্তন বাণী প্রচার করার উদ্দেশ্যে তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বাদশাহ্ দাদিয়ানকে বললেন, হে বাদশাহ্! তুমি জ্ঞানী ব্যক্তি, অথচ প্রকৃত উপাস্যের উপাসনা না করে যার কোন অনুভূতি নেই তার উপাসনা করতেছ। তা বাস্তবিক বিস্ময়কর। যে নিজের কল্যাণ করতে অক্ষম। সে অন্যের কল্যাণ করবে কি করে? আমি আশা করি তুমি এ চিন্তা করে মূর্তি পূজা বন্ধ করে দিবে।

হযরত জারজীস (আঃ) এর কথা শুনে বাদশাহ্ দাদিয়ান বলল, আমার উপাস্য মানুষের কল্যাণ করতে পারে না। তবে কল্যাণ করতে পারে কি তোমার উপাস্য? তুমি তো বাস্তবেই দেখতেছ আমার উপাস্যের ক্ষমতা আছে বলে সে

www.pathagar.com

আমাকে বাদশাহ এবং এত ধন সম্পদের মালিক বানিয়েছেন। পক্ষান্তরে তোমার উপাস্য অক্ষম বলেই তোমার কোন সম্পদ নেই এবং তুমি অভাবগ্রস্থ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছ। আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি যার পূজা করতেছ তাঁর পূজা ত্যাগ করে আমাদের উপাস্যের পূজা শুরু কর। দেখবে আমাদের মত তুমিও সম্পদশালী হবে।

হযরত জারজীস (আঃ) বললেন, দেখ বাদশাহ! দুনিয়ার জীবন এবং ধন সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে পারলৌকিক জীবন এবং ধনসম্পদ সকলই দীর্ঘ স্থায়ী। এর কোন শেষ নেই। বরং একান্ত চিরস্থায়ী। পারলৌকিক খুশী অর্জন করতে হলে পার্থিব সুখ বর্জন করতে হয়। নানারূপ দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। আমি তাতেও খুশী। কেননা অনন্তকালীন সুখ ও খুশীর মোকাবেলায় ইহলৌকিক সুখ ও শান্তি একেবারেই নগন্য।

বাদশাহ দাদিয়ান জিজ্ঞেস করল। তোমার পারলৌকিক সুখ শান্তির দৃষ্টান্ত কিরূপ?

হযরত জারজীস (আঃ) বললেন, পারলৌকিক খুশির দৃষ্টান্ত হল, মহাশান্তিময় খুশির বেহেস্ত। কোনরূপ দুঃখ কষ্ট ও চিন্তা ভাবনার স্থান নেই। যে বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারে তার জন্য দুঃখ কষ্ঠ হারাম হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে পার্থিব জগতে বসে নিরাকার আল্লাহ পাককে অবহেলা করে দেব মূর্তির পূজা করে, পরকালে তার স্থান হবে জাহান্নাম। অনন্তকাল সেখানে আগুনের আযাব ভোগ করতে হবে।

হযরত জারজীস (আঃ) এর এ প্রকার স্পষ্ট উক্তির কারণে বাদশাহ দাদিয়ান তাঁর প্রতি ক্রোধে একেবারে অগ্নিমর্শা হয়ে উঠল। সে বলে উঠল, তোমার স্পর্ধা এবং সাহস সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমার সামনেই তুমি আমাদের পুজনীয় দেব মূর্তির কুৎসা প্রচার এবং তোমার উপাস্যের বাহাদুরী প্রচারের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতেছ। তোমাকে এ ধরনের স্পর্ধা দেখাবার প্রতিফল আমি তোমাকে এখনই দিতেছি। দেখব তোমার কোন উপাস্য তোমাকে আমার শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারে? এ কথা বলে বাদশাহ তখনই হুঙ্কার দিয়ে উঠল, তোমরা কে কোথায় আছ! যাও এ স্পর্ধিত লোকটিকে বন্দী করে শুলে চড়িয়ে হত্যা করে ফেল।

বাদশাহর আদেশ তখনই পালিত হল। বাদশাহর অনুগত কাফিরগণ তাঁকে শুলে চড়িয়ে হত্যা করে একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে ফেলল। কিন্তু আল্লাহ পাকের কি অপূর্ব মহিমা ও কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার! হযরত জারজীস (আঃ) কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার পরমুহূর্তেই তিনি সে ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে অত্যন্ত

www.pathagar.com

শান্ত এবং সুস্নিগ্ধ কণ্ঠে পাঠ করতে লাগলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং বলতে লাগলেন, 'হে মানবগণ! তোমরা জেনে রাখ আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। তোমরা সকলেই তাঁর ইবাদত কর। এবং জঘন্য মূর্তি পূজাকে পরিহার কর।

এ অদ্ভুত ঘটনা দেখে বাদশাহ দাদিয়ান বলল, লোকটি কিভাবে প্রাণ বাচাল? তবে যেভাবে হোক তাঁকে ধ্বংস করতেই হবে। তোমরা একটি বৃহৎ ডেগ ভর্তি পানির মধ্যে তাঁকে রেখে পানি গরম করতে থাক। যতক্ষণ ঐ তিব্র উষ্ণ গরমে তাঁর দেহ গলে না যায়। ততক্ষণ তা জাল দিতে থাক। বাদশাহর অনুচরগণ অনবরত একদিন এক রাত পানিতে জ্বাল দিল। কিন্তু দেখা গেল, হযরত জারজীস (আঃ) এর তাতে কিছু হয়নি। মাছ যেভাবে পানিতে সাঁতার কাটে, হযরত জারজীস (আঃ) ঠিক সেভাবে পরম আনন্দে গরম পানির মধ্যে সাঁতার কাটতে লাগলেন। তাঁর সামান্য মাত্র ক্লেশ বা অসুবিধা হল না। তিনি সেই গরম পানির মধ্য হতে বলতে লাগলেন, হে মুর্খ বাদশাহ! তুমি ভুল পথ পরিত্যাগ করে এখনও সৎ পথ অবলম্বন কর। তাতে তোমার পরিণতি কল্যাণকর ও মঙ্গলময় হবে।

বাদশাহ দাদিয়ান তার ব্যর্থতার গ্লানিতে ক্রমেই অধিকতর উত্তেজিত ও দিশেহারা হয়ে উঠছিল। সে এবার তার অনুচরগণকে বলল, তোমরা এবার এক কাজ কর, ডেগের মধ্যে তামা দিয়ে জ্বাল দিতে থাক। যখন তামা গলে তরল পানির ন্যায় হবে তখন তাঁকে ঐ ডেগের মধ্যে রেখে ডেগটির মুখ বন্ধ করে পুনরায় জ্বাল দিতে থাক।

বাদশাহর অনুচরগণ তার নির্দেশমত কাজ করতে লাগল। আগুনের জ্বালে তামা গলে ডেগের মধ্যে যখন টগবগ করতে লাগল, তখন ডেগের ঢাকনা খুলে তারা দেখতে পেল যে, হযরত জারজীস (আঃ) ডেগের মধ্যে গরম তামাগলিত পানিতে আনন্দ চিত্তে বসে আল্লাহর ইবাদত করতেছেন। এ দৃশ্য দেখে বাদশাহ অবাক বিস্ময় তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করল, হে জারজীস! বলতো তুমি আমার এ ভীষণ শাস্তিগুলোর মধ্যে কিভাবে প্রাণ রক্ষা করতেছ ?

হযরত জারজীস (আঃ) বললেন, 'হে অবিশ্বাসী কাফির! তুমি আমার মহান আল্লাহ পাকের শক্তির কি বুঝবে? তিনি যাকে রক্ষা করবেন, তোমার মত হাজার পাপিষ্ঠ শক্তিশালী বাদশাহর সম্মিলিত শক্তিও তাঁর কিছুই করতে পারবে না। অযথাই তুমি আমার সাথে এ দুর্ব্যবহার করতেছ। আমি এখনও তোমাকে

পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি আল্লাহ পাকের খাঁটি ধর্মে দীক্ষত হয়ে যাও তোমার ঐ সব ভূয়া দেব-দেবীর উপাসনা পরিত্যাগ কর।

হযরত জারজীস (আঃ) এর কথা শুনে পুনরায় ক্রোধে গর্জন করে উঠল এবং তার নতুন কতিপয় অনুচরকে ডেকে বলল, তোমরা একটি লৌহ দণ্ড জলন্ত আগুনে ধর। তা যখন উত্তপ্ত হয়ে আগুনের বর্ণ ধারণ করবে, তখন তা ঐ লোকটির মস্তকে চেপে ধরবে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে মারা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে এ শাস্তি দিতে থাকবে।

বাদশাহর নির্দেশমাত্র হযরত জারজীস (আঃ) এর প্রতি এ অত্যাচর শুরু করল। কিন্তু আল্লাহ পাকের অসীম রহমতে তাতেও তিনি কোনরূপ ক্লেশ অনুভব করলেন না। মোট কথা, তাঁকে হত্যা করার এ প্রচেষ্টাও আল্লাহ পাক ব্যর্থ করে দিলেন।

বাদশাহ দাদিয়ান এ অবস্থা দেখে একেবারে অস্থির হয়ে গেল। কিভাবে হযরত জারজীস (আঃ) কে হত্যা করা যায় তেমন কোন কার্যকরী ব্যবস্থাই সে আর খুঁজে না পেয়ে তাদের লোকদেরকে নির্দেশ দিল, তোমরা জারজীসকে কারাগারে নিয়ে ভুতলে উপুড় করে লৌহ দণ্ড দ্বারা অনবরত তাঁর পা ও মাথায় সজোরে প্রহার করতে থাক। আর তাঁর পিঠের উপর ভারী পাথর চাপিয়ে দাও যেন তাঁর জিহ্বা বের হয়ে যায়।

বাদশাহর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত জারজীস (আঃ) কে সত্যিই কারাগারে নিয়ে উপুড় করে শোয়ায়ে তাঁর পিঠে ভারী পাথর চাপিয়ে দিয়ে কয়েকজন লোক একই সাথে তাঁকে লৌহদণ্ড দ্বারা প্রহার করতে লাগল। অবিরাম এ কঠোর নির্যাতন চলাকালে আল্লাহর পক্ষ হতে কতিপয় ফেরেস্তা আগমন করে হযরত জারজীস (আঃ) কে বললেন, হে আল্লাহর নবী! পাপীষ্ট কাফির আপনার প্রতি যে কঠোর নির্যাতন শুরু করেছে তা সহ্য করা শক্তির বাইরে। তবুও আপনি মহান আল্লাহ পাকের উপর নির্ভর করে ধৈর্যাবলম্বন করুন। তাতে আল্লাহ পাকের দরবারে আপনার মর্যাদা বহুগুনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। কোনক্রমে আপনি অধের্য হবেন না।

হযরত জারজীস (আঃ) কাফিরদের অত্যাচার নীরবে সহ্য করে মনে মনে শুধু আল্লাহর পবিত্র নাম জপতে থাকলেন, এভাবে একাধারে একমাস শাস্তি প্রদান করে যখন বাদশাহর লোকজন দেখল, হযরত জারজীস (আঃ) সম্পূর্ণ মৃতের মত পড়ে রয়েছে। তাঁর কোন অঙ্গ প্রতঙ্গেই জীবিত লোকের কোন নিদর্শন

www.pathagar.com

মিলতেছে না, তখন তারা মনে করল যে, হযরত জারজীস (আঃ) নিঃসন্দেহে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত ব্যক্তির উপর শাস্তি প্রদান করা নিরর্থক মনে করে তাঁর পিঠের উপর হতে ভারী পাথর খানা নামিয়ে রেখে তারা চলে গেল এবং হযরত জারজীস (আঃ) এর মৃত্যু হয়েছে বলে বাদশাহর নিকট সংবাদ পৌছাল।

বাদশাহ খবর শুনে যারপর নেই খুশি হল এবং এতদিন পরে তার একটি মস্ত বড় বিপদ দূর হয়ে গেল মনে করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

কিন্তু পরদিন ভোরে যখন বাদশাহ দরবারে এসে শাহী কাজ কর্ম শুরু করল, ঠিক সে মুহূর্তে হযরত জারজীস (আঃ) বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে বাদশাহ? আমি তোমার দরবারে পুনরায় আসলাম এ জন্য যে, এখনও তোমার হুশ হওয়া উচিত। আমি তোমাকে সতর্ক করতেছি তুমি ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করে সৎপথ অবলম্বন কর।

বাদশাহ হযরত জারজীস (আঃ) কে দেখামাত্র তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না যে, হযরত জারজীস (আঃ) কি উপায় তার এত কঠোর নির্যাতন হতে প্রতিবারই প্রাণ রক্ষা করতেছেন? সে ভাবতে লাগল, কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা তাঁর প্রাণ সংহার করতে পারবে। কিছুক্ষণ ভেবে সে তার দরবারে করাত এনে অনুচরগণকে হুকুম করল, তোমরা তাঁর দেহটি চিরে দুখণ্ড করে তা টুকরা টুকরা করে ফেল। অতঃপর ঐ টুকরাগুলো খাঁচায় আবদ্ধ বাঘের সামনে দাও। আমি দেখতে চাই বাঘ তাঁর মাংস খেয়ে ফেলছে।

বাদশাহের নির্দেশ সঙ্গে সঙ্গে পালিত হল। অনুচরগণ বাঘের সামনে মাংসগুলো দিয়ে চলে আসল। কিন্তু বাঘ হযরত জারজীস (আঃ) এর মাংস ভক্ষণ করা দূরের কথা, মাংসগুলো বহু ইজ্জত ও সম্মানের সাথে নিজের পিঠের উপর উঠিয়ে রাখল। এ সময় আল্লাহ পাকের হুকুমে এক ফিরেস্তা হাজির হয়ে উক্ত মাংসের মধ্যে হযরত জারজীস (আঃ) এর রূহ প্রবেশ করিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত জারজীস (আঃ) জীবিত হয়ে অবিকল পূর্বরূপ ধারণ করে বাঘের পিঠে বসে রইলেন।

ওদিকে বাদশাহ বহুদিন পর আজ হযরত জারজীস (আঃ) এর ঝামেলা মিটে গেছে মনে করে অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত মনে শাহী দরবারের কাজ কর্ম কতেছিল। ঠিক সে মুহূর্তে হযরত জারজীস (আঃ) উল্লেখিত বাঘের পিঠে চড়েই শাহী দরবারের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। এ দৃশ্য দেখে বাদশাহ এবং তার দরবারের প্রত্যেকটি লোক ভয়ে কাঁপতে লাগল। তারা মনে করল যে, এবার

www.pathagar.com

হযরত জারজীস (আঃ) কাউকেই রেহাই দিবেন না। এ বাঘ দ্বারাই তিনি সকলের প্রাণ সংহার করবেন। আসলে হযরত জারজীস (আঃ) কিছুই করলেন না। শুধু একবার বললেন, হে বাদশাহ্ দাদিয়ান! আমার আল্লাহ্ পাকের শক্তির কথা চিন্তা করে এখনি আল্লাহ্ পাকের পথে আস। এ কথা বলে তিনি আবার চলে গেলেন।

পাপিষ্ঠ বাদশাহ ও তার পরিষদবর্গের লোকদের এবারও সৎবুদ্ধির উদয় হল না। তারা বলাবলি করতে লাগল যে, দেখা যায় জারজীস (আঃ) এক ভয়ংকর যাদুকর। সে যাদুর জোরেই এভাবে তাঁর প্রাণ রক্ষা করতেছে। অতএব তাঁকে জব্দ করতে হলে তদপেক্ষা বড় যাদুকর দ্বারা কার্যসিদ্ধি করতে হবে।

তখন রাজ্যের যত প্রধান প্রধান ও সেরা যাদুকর ছিল, তাদের সকলকে শাহী দরবারে হাজির করে বলা হল, তোমরা যদি যাদুকর জারজীসকে যাদুর সাহায্যে ধ্বংস করতে পার, তবে তোমাদেরকে ধারণাতীত পুরস্কার প্রদান করা হবে।

যাদুকরগণ বলল, জারজীস আর কি যাদু শিখেছে? আমরা তাঁকে যাদুর দ্বারা ধ্বংস করে দিব। বাদশাহর চিন্তার কোন কারণ নেই। বাদশাহ্ বলল, তোমাদের কথায় আমার আস্থা আসতেছে না। তোমাদের যাদুর শক্তি কিরূপ আমাকে তার কিছুটা নমুনা দেখাও।

সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে যে প্রধান যাদুকর, সে একটি বস্তু দ্বারা দুটি বিরাট অজগর সাপ সৃষ্টি করল, অজগর সাপ দুটি ফনা উচু করে এদিকে সেদিকে ছুটাছুটি শুরু করে দিল। একটু পরে সাপ দুটিকে ফুঁক দেয়া মাত্র তা দু'টি মোটা তাজা বলদ গরুতে পরিণত হল। ঐ গরু দুটি দ্বারা একখণ্ড জমি চাষ করে তাতে গমের বীজ বপন করা হল। সে সঙ্গে তাতে গাছ হয়ে ফসল ফলল এবং তা সাথে সাথে পেকে গেল। তখনই ফসল কেটে মলন নিয়ে ঐ গম পিষে আটা করা হল। ঐ আটা দ্বারা রুটি তৈরী করে বাদশাহকে খাওয়ান হল। বাদশাহ্ এ সব ঘটনা স্বয়ং চোখে প্রত্যক্ষ করল। এ অভূতপূর্ব বিস্ময়কর ঘটনা দেখে বাদশাহ্ এবং তার লোকজন সকলেই ভাবল, এ অদ্ভুত ক্ষমতাশালী যাদুকরের হাতে আর হযরত জারজীস (আঃ) এর রক্ষা নেই। এবার তাঁর যাদুর কেরামতি শেষ হয়ে যাবে। খুশির আধিক্যে বাদশাহ যাদুকরের মুল কাজ করার পূর্বেই শুধু নমুনা দেখে তাকে বহু মূল্যবান দ্রব্য পুরস্কার দিল এবং বলল, তোমার আসল পুরস্কার ঠিক আছে। জারজীসকে ধ্বংস করার পর তা প্রদান করব।

বাদশাহ্ যাদুকরকে বলল, এখন তুমি তোমার মূল কাজ আরম্ভ কর। যাদুর দ্বারা জারজীসকে কুকুর বানিয়ে ফেল। আর বাজারের কুকুরগুলো এসে একসাথে

www.pathagar.com

তাঁকে কতক্ষণ কামড়িয়ে অস্থির করে ফেলুক। অতঃপর তাঁকে হত্যা করে ফেলবে।

যাদুকর বলল, জাঁহাপনা তাঁকে কুকুর বানানো তো একটি সামান্য কাজ। তবে আপনার যখন ইচ্ছা, আমি তাই করতেছি। যাদুকর এক পেয়ালা পানি আনিয়ে মন্ত্রতন্ত্র পড়ে তাতে ফুঁক দিল। তারপর বাদশাহকে বলল, জাঁহাপনা! এ পানিটুকু জারজীসকে পান করিয়ে দিন। বাদশাহ হযরত জারজীস (আঃ) কে দরবারে ডেকে এনে উক্ত পানির পেয়ালা তাঁর হাতে দিয়ে বলল, হে জারজীস! এ পানিটুকু এখনি তুমি পান করে ফেল।

হযরত জারজীস (আঃ) কোনরূপ ইতস্ততঃ না করেই আল্লাহ পাকের নাম উচ্চারণ করে সমস্ত পানিটুকু পান করে ফেললেন। পানি পান করায় তাঁর ভিতরে কোনরূপ প্রতিক্রিয়াই দেখা দিল না। যাদুকরের দল আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হে জারজীস! পানি পান করে তুমি তোমার মধ্যে কোনরূপ ভাবান্তর অনুভব করতেছ কি?

যাদুকরদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, ভাবান্তর কি অনুভব করব? তবে আমার খুবই পানির পিপাসা পেয়েছিল, তোমাদের দেয়া পানিটুকু পান করে আল্লাহর রহমতে আমার প্রাণ শীলত হয়ে গিয়েছে। এ পরিবর্তনটুকু আমি অনুভব করতেছি।

হযরত জারজীস (আঃ) এর জবাব শুনে পাপীষ্ট কাফিরগণ একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। তাদের মুখে আর কোন কথাই বের হল না। অতঃপর যাদুকরগণ বাদশাহের নিকট বলল, জাঁহাপনা! আপনার বিরুদ্ধে যদি কোন প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতি বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে আসত তবে আমাদের যাদুর জোরে তাকে সদলবলে নিপাত করতে পারতাম। কিন্তু ঐ জারজীসকে মনে হচ্ছে, খুব পাকা যাদুকর। তাঁর শক্তির সাথে আমরা কুলায়ে উঠতে পারব না।

যাদুকরদের প্রধান ব্যক্তি হযরত জারজীস (আঃ) কে লক্ষ্য করে বলল, জারজীস! আমরা আজ নির্দ্বিধায় স্বীকার করতেছি, তুমিই এ যুগে দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর, তোমাকে ওস্তাদ বলে মেনে নিতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। মনে হচ্ছে তুমি স্বয়ং ভগবানের তুল্য ক্ষমতার অধিকারী। নতুবা আমরা তোমাকে যে পানি পান করায়েছিলাম, ঐ পানি পান করার পর এতক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে এমন কোন লোক দুনিয়াতে নেই। অথচ দেখলাম ঐ পানি তোমার উপর কোন আছরই করতে পারল না।

www.pathagar.com

হযরত জারজীস (আঃ) বললেন, হে যাদুকর! তোমরা তোমাদের খেয়াল অনুসারে আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করতেছ। আসলে আমি কোন যাদুকরও নই এবং ভগবানও নই। তোমরা মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ পাককে ভগবান বলে ধারণা করতেছ। তিনি একক। তিনি সকল শক্তির অধিকারী ও সর্বশক্তিমান। তাঁর অসীম শক্তি হতে আমাকে কণা মাত্র শক্তি দান করেছেন। আমরা যে-ই যা করি না কেন, তা তাঁরই শক্তি ও ক্ষমতার বিকাশমাত্র। তাঁরই প্রদত্ত সাহায্য ও অনুগ্রহের বলে আমি যাবতীয় বিপদ হতে রক্ষা পেয়ে থাকি। তিনি যাকে রক্ষা করেন কারো সাধ্য নেই যে, তার তিলমাত্র ক্ষতি সাধন করতে পারে। আমি তাঁরই নিকট হতে প্রেরিত হয়েছি তাঁর বাণী প্রচার করতে।

হযরত জারজীস (আঃ) এর নিকট রাজ্যের শ্রেষ্ঠ যাদুকরদের এভাবে পরাজয় স্বীকার করায় হযরত জারজীস (আঃ) এর সুখ্যাতি ও সুনাম সমস্ত রাজ্যে প্রচারিত হল। তিনি যে সত্যিই আল্লাহর নবী দেশের জনসাধারণের প্রায় সকলেই তা বিশ্বাস করল। অতএব সর্ব সাধারণ বিপদে আপদে তাঁর নিকট এসে তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করাতে শুরু করল।

একদা জনৈক মহিলা হযরত জারজীস (আঃ) এর নিকট এসে আরজ করল, হে আল্লাহ্ পাকের নবী! আমি একজন অভাবগ্রস্ত অসহায় রমণী। সম্বল বলতে আমার একটি গাভী ছিল এর দুগ্ধ দ্বারা আমার দিন অতিবাহিত হত। হঠাৎ আমার সে গাভীটি মারা গিয়েছে। এখন আমি কোন উপায় দেখতেছি না। অতএব আপনি যদি আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করে আমার গাভীটি জীবিত করে দিতেন, তাহলে আমার বড়ই উপকার হত।

মহিলার কথা শুনে হযরত জারজীস (আঃ) বললেন, তুমি আমার এ লাঠিখানা নিয়ে যাও। এটা তোমার মৃত গাভীটির গায়ে স্পর্শ করিয়ে বলিও যে, হে আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি গাভী! তুমি আল্লাহ্ পাকের হুকুমে জীবিত হও। তাতে গাভী জীবিত হয়ে উঠবে এবং তোমাকে পূর্বের মতই দুধ প্রদান করবে।

মহিলা হযরত জারজীস (আঃ) এর উপদেশ অনুযায়ী কাজ করল। তাতে আল্লাহর রহমতে সত্যিই গাভীটি জীবিত হয়ে গেল এবং পূর্বের মতই দুধ দিতে লাগল। হযরত জারজীস (আঃ) এর মোজেযার কথা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল।

ঐ সময় বাদশাহ দাদিয়ানের সভাসদগণের মধ্যে জনৈক সৎ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হযরত জারজীস (আঃ) এর কার্যকলাপে মুগ্ধ হয়ে আল্লাহ্ পাকের এবং নবীর প্রতি ঈমান আনলেন। একদা তাঁর কওমের লোকদেরকে লক্ষ্য করে

www.pathagar.com

বললেন, তোমরা হযরত জারজীস (আঃ) এর যে সকল আশ্চার্য ও অলৌকিক কার্যসমূহ অবলোকন করতেছ, তাতে তোমরা তাঁর সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করতেছ ?

তাঁর কথা শুনে তারা জবাব দিল, আমাদের তো ধারণা হচ্ছে যে, আপনি জারজীসের যাদুতে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। আর তারই ফলে আপনি কুপথে পা বাড়াতে উদ্যত হচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকেও সে ভ্রান্ত কুপথের বর্বর পথিক করে নিতে সচেষ্ট হচ্ছেন।

উক্ত সৎ লোকটি বললেন, আমি কোন কুপথে পা বাড়াতে উদ্যত হইনি। বরং আমি অত্যন্ত সত্য ও খাঁটি পথের সন্ধান লাভ করেছি। আর তোমরা যেহতু আমার স্বদেশবাসী তাই তোমাদের প্রতি আমার কর্তব্য হিসাবে আমি তোমাদেরকেও সে পথে আহ্বান করতেছি। আমার কথায় আস্থা এনে যদি তোমরা এ পথ অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় তা তোমাদের জন্য কল্যাণ ডেকে আনবে। তাঁর কথায় শেষ পর্যন্ত চার হাজার লোক সত্য ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হল।

এ সংবাদ বাদশাহ দাদিয়ানের নিকট পৌছলে নরাধম উক্ত মুসলমানদের প্রতি তার সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিল। বাদশাহর প্ররিত বিশাল সেনাবাহিনীর সাথে সেই সামান্য সংখ্যক মুসলমানগণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। কিন্তু অতবড় বাহিনীর বিরুদ্ধ নগন্য সংখ্য মুসলমানগণ কতক্ষণ আর টিকতে পারে? তারা অনেকেই শাহাদাতবরণ করলেন। আর কিছু সংখক মুসলমান বিভিন্ন দিকে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

যুদ্ধ শেষে জনৈক সৈনিক হযরত জারজীস (আঃ) কে বলল, তুমি যে আল্লাহর প্রেরিত নবী তার কি কোন নিদর্শন তোমার নিকট আছে? যদি তুমি কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দেখাতে পার তবে আমরা বিবেচনা করে দেখতে পারি যে, তোমার আল্লাহর প্রতি আমরা বিশ্বাস আনতে পারি কি না। আমি যে আসনখানায় বসা আছি, এর চার কোণে চারটি বৃক্ষ উৎপন্ন হোক এবং তা হতে চার প্রকার ফুল এবং তা হতে চার প্রকার ফল উৎপন্ন করুক যা আমরা খেতে পারি। তুমি এ কাজ করে দেখাতে পারলে আমরা মনে করব, সত্যই তুমি আল্লাহর নবী।

লোকটির কথা শুনে হযরত জারজীস (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে কাফির লোকটি যে সব বস্তু দেখতে চাইলেন সে সব বস্তু তৈরী হয়ে গেল। কিন্তু লোকটি তা দেখেও তার ওয়াদামত আল্লাহ পাকের

www.pathagar.com

প্রতি ঈমান আনল না। সে বলে উঠল সর্বনাশ এবার বুঝতে পারলাম। সত্যিই তুমি একজন পাকা যাদুকর। অবশ্য ঐ লোকটি ঈমান না আনলেও উপস্থিত অন্য লোকদের অনেকেই হযরত জারজীস (আঃ) এর অলৌকিক কার্য দেখে স্পষ্ট অনুভব করল যে, নিশ্চয় কোন যাদুকরের পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়। এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাকের নবীর কাজ স্বীকার করে তারা হযরত জারজীস (আঃ) এর প্রচারিত ধর্মের প্রতি ঈমান আনল।

বিধর্মী বাদশাহ দাদিয়ান ভাবল। এভাবে যদি কিছু কিছু লোক স্বধর্ম পরিত্যাগ করতঃ হযরত জারজীস (আঃ) এর ধর্ম গ্রহণ করে তবে ক্রমে ক্রমে আমাদের পিতৃ পুরুষের ধর্ম একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং যেভাবে হউক জারজীসকে ধ্বংস করতেই হবে।

অতঃপর তামা দ্বারা বিরাট একটা গরুর আকার জন্তু তৈরী করে হযরত জারজীস (আঃ) কে তার পেটে ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে দিল। এরপর একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ডে সে তামা নির্মিত জন্তুটি নিক্ষেপ করল।

আল্লাহ্ পাকের মর্জির বিরুদ্ধে কেউ কোন কিছু করতে পারে না। বাদশাহ দাদিয়ানের ইচ্ছা ছিল এরূপ অপরদিকে আল্লাহ্ পাকের মর্জি ছিল ভিন্নরূপ। তাই তামার মূর্তি আগুনে নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণবেগে প্রবল ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

যারা আগুনে তামার মূর্তি জ্বালাবার তামাশা দেখার জন্য সমবেত হয়েছিল তারা ঝড়-বৃষ্টির প্রকোপে ছুটে পালাল, ঝড় এবং প্রবল বৃষ্টির ফলে সাথে সাথে অগ্নিকুণ্ড নিভে গেল। এ সময় আল্লাহর আদেশে জনৈক ফিরেস্তা নির্ভাব অগ্নিকুণ্ড হতে তামার জন্তুটি বের করে তা হতে হযরত জারজীস (আঃ) কে বের করে আনলেন।

হযরত জারজীস (আঃ) মুক্তি লাভ করে নির্দ্বিধায় ও নির্ভিকভাবে বিধর্মীদের মজলিসে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বিধর্মীগণ তাঁকে দেখে বিস্ময় এবং ভয়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে উঠল, অবস্থাটা কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। হযরত জারজীস (আঃ) আল্লাহ্ পাকেরই সত্য নবী। আবার কিছু কিছু লোক বলল, কিসের সে সত্য নবী! সে একজন ভীষণ যাদুকর। আমাদের সকলেরই তাঁকে এড়িয়ে চলা উচিত। কেননা কে কখন তাঁর মায়ার ছলনায় প্রতারিত হয়ে পড়ে। তা বলা যায় না।

www.pathagar.com

তাদের এসব কথা শুনে হযরত জারজীস (আঃ) বললেন, তোমাদের মনের দ্বিধা দূর করে এখনও আমাকে আল্লাহ্ পাকের নবী বলে স্বীকার কর। আল্লাহ্ পাক তোমাদের কল্যাণ দান করবেন, নতুবা তোমাদের উপর আল্লাহ্ পাকের এমন গজব নেমে আসবে যাতে তোমরা সকলেই ধ্বংসের কবলে পতিত হবে।

তাঁর কথা শুনে কাফিরগণ বলল, জারজীস! আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করে অবশ্যই তোমার প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করব যদি তুমি ইতিপূর্বে আমাদের যে সকল লোক আকস্মিক ঘটনায় মৃত্যুবরন করেছে তাদেরকে জীবিত করতে পার।

হযরত জারজীস (আঃ) বললেন, এটা আমার প্রতিপালকের নিকট অত্যন্ত সহজ সাধ্য কাজ। এ কথা বলে তিনি তাদের কবরস্থানের নিকট গিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের রহমতে সেই বিরাট করস্থানে সমাহিত বার হাজার মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠল। তাদের সাথে বহু প্রাচীনকালে মৃত আরও বহু লোক পুনঃজীবন লাভ করল। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল নওফেল।

হযরত জারজীস (আঃ) লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কতকাল পূর্বে তোমার মৃত্যু হয়েছিল। সে বলল, প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে আমার মৃত্যু হয়েছিল। এ দীর্ঘকাল আমি অনবরত আযাব ভোগ করে আসছি।

কবরস্থানেই এ আশ্চার্য ঘটনা দেখে এক বৃদ্ধা মহিলা কোলে একটি পুত্র সন্তান নিয়ে এসে হযরত জারজীস (আঃ)কে বলল, হুযূর! আমার পুত্রটি অন্ধ, খোড়া ও বোবা, আপনি দয়া করে এর জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করুন। যেন আল্লাহ্ পাক তাকে ভাল করে দেন। হযরত জারজীস (আঃ) নিজের মুখের সামান্য লালা তার চক্ষে লাগিয়ে দিলেন। তাতে তার অন্ধত্ব দূর হয়ে গেল। তৎপর তার দু'কর্ণে দু'টি ফুঁক দিলেন, তাতে তারমুখে কথা ফুটল এবং কানে কথা শুনতে লাগল। তারপর হযরত জারজীস (আঃ) তার দু'খানা পা-ও ভাল করে দিলেন। বৃদ্ধা মহিলা তার পুত্রের আরগ্যে হবার সাথে সাথেই হযরত জারজীস (আঃ) এর ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করল।

উক্ত বৃদ্ধার হযরত জারজীস (আঃ) এর ধর্ম গ্রহণের কথা শুনে পাপীষ্ঠ বাদশাহ দাদিয়ান লোকজন পাঠিয়ে বৃদ্ধার বাড়ী ঘেরাও করল। বাইর হতে তার খাবার সরবরাহ্ বন্ধ করে দিয়ে তাকে অনাহারে রাখল। বৃদ্ধা অনাহারে খুবই কাতর হয়ে পড়ল। আল্লাহ পাকের কুদরতে বৃদ্ধার ঘরের খুঁটিগুলো সজীব বৃক্ষে পরিণত হল। তাতে সুমিষ্ট ফল ধরে সঙ্গে সঙ্গে তা পেকে যেত আর বৃদ্ধা সে ফল খেয়ে ক্ষুধা নিবারন করত।

www.pathagar.com

এ ঘটনা বাদশাহ্ দাদিয়ানের কানে যাওয়া মাত্র সে লোকজন পাঠিয়ে ঘরের বৃক্ষরূপী খুঁটিগুলোর গোড়ার মাটি খুড়ে ফেলল। তখন সে ফলের গাছগুলো আবার খুঁটিতে পরিণত হল। বাদশাহর নির্দেশে বৃদ্ধার হাত পায়ে লোহার পেরেক মেরে তাকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখল। বন্ধী অবস্থায়ই তার মৃত্যু হল। এ ঘটনার পর বাদশাহ্ দাদিয়ান হযরত জারজীস (আঃ) কে কেটে টুকরা টুকরা করে সমুদ্রে ফেলে দেবার নির্দেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহর হুকুম পালিত হল। কিন্তু হযরত জারজীস (আঃ) এর পবিত্র দেহের টুকরাগুলো সমুদ্রে ফেলিবামাত্র এক অদৃশ্য আওয়াজ হল, হে সমুদ্র! আল্লাহ্র পাকের নির্দেশে জারজীসের পবিত্র দেহের টুকরাগুলো একত্র করে তীরে পৌছে দাও। সমুদ্র আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ পালন করল। অমনি হযরত জারজীস (আঃ) তাঁর সাবেক রূপ ধারণ করে জীবিত অবস্থায় উঠে দাঁড়ালেন। এ অপূর্ব দৃশ্য দেখে কাফিরগণ বিস্ময় হয়ে বলতে লাগল, জারজীসের খোদাই সম্ভবতঃ আবার তাঁকে প্রাণ দান করল।

হযরত জারজীস (আঃ) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আমার আল্লাহ্ পাকের এ অসীম শক্তি দেখেও কি তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না।

তারা বলল, জারজীস! তুমি বার বার আমাদেরকে তোমার খোদার প্রতি ঈমান আনতে বলে অনর্থক কষ্ট ভোগ করতেছ। বরং তুমি আমাদের দেব-দেবীর পূজা করলে শান্তিতে থাকতে পারতে। আমরা তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তুমি আমাদের দেব-দেবীর পূজা করলে আমরা সকলে তোমাকে আমাদের নেতা বলে মান্য করব।

হযরত জারজীস (আঃ) বললেন, আমি শত কষ্টই ভোগ করি না কেন, প্রকৃত এবং সত্য আল্লাহকে পরিত্যাগ করে তোমাদের অলীক দেবতার পূজা আমি করব না।

হযরত জারজীস (আঃ) এর মুখে এরূপ জবাব শুনেও কাফিরগণ সর্বত্র একটা মিথ্যা খবর প্রচার করল যে, জারজীস আমাদের দেব-দেবীগণের পূজা অর্চনা করতে রাজী হয়েছে। তারা তাঁকে বাদশাহর দরবারে নিয়ে গেল। বাদশাহ বলল, শুন জারজীস! এতদিন আমরা তোমার উপর বহু অত্যাচার করেছি এখন থেকে তোমার উপর আর কোনরূপ অত্যাচার করা হবে না। তুমি আমার রাজ প্রসাদেই অবস্থান করবে। পক্ষান্তরে ভণ্ড কাফিরদের প্রচারণা শুনে তাঁর ভক্ত অনুসারিগণ খুবই চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে পড়ল।

হযরত জারজীস (আঃ) কোন কথা না বলে বাদশাহর রাজদরবারেই রয়ে গেলেন। রাত্রে তিনি নামায আদায় করে অত্যন্ত মধুর স্বরে পবিত্র তৌরাত পাঠ

www.pathagar.com

আরম্ভ করলেন। তা শ্রবণ করে বাদশাহর স্ত্রী অত্যন্ত মুগ্ধ হল। ইতিপূর্বে সে আর কোনদিন তৌরাতের বাণী শ্রবণ করেনি। বাদশাহর স্ত্রী ঐ বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তখনই তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে সত্য ধর্ম গ্রহণ করল।

যা হোক বাদশাহ দাদিয়ান হযরত জারজীস (আঃ) কে দেব-দেবীর পূজা করতে বললে, তিনি বললেন, মন্দীরে গিয়ে দেব-দেবীকে আমার নিকট আসতে বল। বাদশাহ বলল, তারা তো পাথরের তৈরী তারা এখানে আসবে কিরূপে?

হযরত জারজীস (আঃ) বললেন, গিয়ে আমার কথা বলে দেখ না। অবশ্যই তারা চলে আসবে।

হযরত জারজীস (আঃ) এর কথা সত্যিই তাদেরকে বলা হল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ কথা বলা মাত্রই মূর্তিগুলো নড়ে উঠল। প্রধান মূর্তিটির নাম ছিল নাকলুন। সে আগে আগে চলতে লাগল। আর অন্যান্য মূর্তিগুলো তার পিছনে পিছনে চলে হযরত জারজীস (আঃ) এর নিকট এসে উপস্থিত হল এবং সব মূর্তিগুলো তাঁকে সালাম জানিয়ে সম্মান প্রদর্শন করল।

হযরত জারজীস (আঃ) প্রধান মূর্তিটিকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে তা কি তোমরা বলতে পার?

মূর্তিটি জবাব দিল, আপনি আল্লাহ পাকের নবী। হযরত জারজীস (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ পাকের প্রকৃত পরিচয় বলতো?

মূর্তিটি উত্তর করল, তিনি একক, অদ্বিতীয় এবং নিরাকার।

অতঃপর হযরত জারজীস (আঃ) মূর্তিগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করল এবং একসাথে তারা সকলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এ সময় বাদশাহর স্ত্রী সমবেত লোকগণকে সম্বোধন করে বলল, তোমরা সকলে অবিলম্বে হযরত জারজীস (আঃ) এর আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনে নিজেদের কৃত পাপের জন্য তাঁর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নতুবা এ মূর্তিগুলোর মত তোমারাও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

হযরত জারজীস (আঃ) এর নিকট মূর্তিগুলোর এরূপ অবনতি স্বীকার এবং তাঁকে সম্মান প্রদর্শন বিশেষতঃ খোদ তার স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ প্রভৃতি কারণে বাদশাহর মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বাদশাহ তার স্ত্রীকে বলল, দীর্ঘদিন যাবত আমরা জারজীসের কত রকমের কেরামত, মায়া ও ছলনা দেখেও তাঁর কথায় বিশ্বাস আনতে পারিনি। অথচ তুমি তাঁর মাত্র একদিনের ভেল্কিবাজিতেই স্বধর্ম বিসর্জন দিলে?

www.pathagar.com

বাদশাহর স্ত্রী বলল, তোমার অদৃষ্ট খারাপ বলেই হয়ত নিরাকার আল্লাহর প্রতি তুমি ঈমান আনতে পারলে না। কিন্তু ভাগ্যে কল্যাণ নিহিত আছে বলেই আমার দ্বারা সত্য ও খাঁটি আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।

স্ত্রীর কথা শুনে বাদশাহ দাদিয়ান ক্রোধে জ্বলে উঠে তখনই রাণীকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার নির্দেশ দিল। তার নিষ্ঠুর আদেশ সঙ্গে সঙ্গে পালিত হল। বাদশাহর স্ত্রী আল্লাহ্ পাকের নাম উচ্চারণ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। এ সময় হযরত জারজীস (আঃ) আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করে আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি তো সব কিছু প্রত্যক্ষ করতেছেন। এখন আপনি আমাকে আপনার সন্নিধানে আশ্রয় দান করুন।

হযরত জারজীস (আঃ) এর দোয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে পৌঁছতে না পৌঁছতেই একটি ভীষণ আগুনের শিখা নেমে এসে কাফিরদেরকে গ্রাস করতে উদ্যত হল। কাফিরগণ ধারণা করল যে, হযরত জারজীস (আঃ) এর দোয়ার ফলেই তাদের প্রতি এ বিপদ অবতীর্ণ হচ্ছে। সুতরাং ক্রোধে তারা সে মুহূর্তেই তরবারীর আঘাতে তাঁর পবিত্র মাস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। আল্লাহ পাক এবার হযরত জারজীস (আঃ)কে শহীদ হিসাবে বরণ কর নিলেন।

পাপীষ্ট কাফিরগণও রক্ষা পেল না। তারা উক্ত আগুনের শিখায় বেষ্টিত হয়ে জ্বলে পুড়ে প্রাণ বিসর্জন দিল। কিন্তু ইতিপূর্বে যে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক ঈমান এনেছিল আল্লাহর রহমতে তারা সকলে নিরাপদে বেঁচে রইল। তাদের প্রতি কোন বিপদ আসল না।

www.pathagar.com

হযরত শামাউন (আঃ)

শারীরিক গঠন ও নবুয়ত লাভ

হযরত জারজীস (আঃ) এর বেশ কিছুদিন পর আল্লাহ্ পাক হযরত শামাউন (আঃ) কে নবুয়ত প্রদান করেন। তাঁর ব্যক্তিগত গুণাগুণ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ছিলেন, তাঁর দেহে আল্লাহ্ পাক অভূতপূর্ব শক্তিদান করেছিলেন। তৎকালের লোকজন তাঁর বিস্ময়কর দৈহিক শক্তি দেখে হয়রান হয়ে যেত। তাছাড়া তাঁর জন্য একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাঁর সারা শরীরে মাথার চুলের মত লম্বা লম্বা পশম ছিল। তা ছিল এক দৃষ্টান্তহীন ঘটনা।

হযরত শামাউন (আঃ) এর সময় আমুজিয়া নামক রাজ্যে ফুতা নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ রাজত্ব করত। ঐ রাজ্যটি রোম সাগরের তীরে অবস্থিত।

বাদশাহ ফুতা ছিল যেমনি জালিম তেমনি আল্লাহ্ পাকের ঘোর বিরোধী। আল্লাহ্ পাককে ছেড়ে সে দেব-দেবীর পূজা করত। যার ফলে হযরত শামাউন (আঃ) এর সাথে তার সংঘাত শুরু হল। হযরত শামাউন (আঃ) বহু চেষ্টা করেও তাকে সৎ পথে আনতে পারলেন না।

বাদশাহ ফুতা একদিকে যেমন প্রবল প্রতাপশালী ছিল অন্যদিকে সে আবার যথেষ্ট বিলাসী ও সৌখিন ছিল। সে মুক্ত বায়ু সেবন কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য নিবাস হিসাবে রোম সাগরের তীরে একটি বিরাট প্রসাদ তৈরী করেছিল। প্রতি বছর একাধারে চার মাস বাদশাহ ঐ স্বাস্থ্য নিবাসে অবস্থান করত। এ সময় সে সেখানে এক বিরাট মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করাত। একাধারে চার মাস ধরে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। অনুষ্ঠানে বাদশাহের সৈন্যবাহিনীর হাজার হাজার মল্লবাসীর সমবেত থাকত।

আল্লাহর নবী হযরত শামাউন (আঃ) বাদশাহ ফুতায় আয়োজিত এক মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে চারমাস তাতে লিপ্ত ছিলেন। এ প্রতিযোগিতায় তিনি এক সাথে বাদশাহর প্রায় ছয় হাজার মল্লবীরের মোকাবেলা করে অনায়াসে তাদের সাথে জয়যুক্ত হতেন। বাদশাহর বহু সৈন্য মল্লযুদ্ধেই হযরত শামাউন (আঃ) কর্তৃক জাহান্নামে প্রেরিত হত।

একাধারে চার মাস এভাবে যুদ্ধে কাটিয়ে সগৌরবে হযরত শামাউন (আঃ) নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন। অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদতে লিপ্ত হয়ে একাধারে চার মাস গভীরভাবে নিমগ্ন থাকতেন। এভাবে চার মাস একান্ত নির্জনে একনিষ্ঠ ইবাদত সাধনার পরে একাধারে চার মাস জনসাধারণকে

www.pathagar.com

হেদায়েত করার কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। বাদশাহকে খাঁটি ধর্মে আসার আহ্বান করায় বাদশাহ হযরত শামাউন (আঃ) এর প্রতি বিরক্তি এবং ক্রোধে অধীর হয়ে নবী শামাউন (আঃ) কে ধ্বংস করে ফেলতে বদ্ধপরিকর হল। কিন্তু হযরত শামাউন (আঃ) এর শক্তির অবস্থা দেখে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভের আশা করা বৃথা। তাই বাদশাহ হযরত শামাউন (আঃ) কে কুটকৌশলে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। বাদশাহর পরিষদবর্গ বাদশাহকে পরামর্শ দিল যে, হযরত শামাউন (আঃ) কে প্রকাশ্যে আক্রমন করে কাবু করা যাবে না বরং তাতে উল্টা তাদের ক্ষতি হবে। অতএব অতি গোপনে খুব কৌশলে তাঁর নিজস্ব কোন কেশ দ্বারাই তাঁকে হত্যা করতে হবে।

বাদশাহ তাদের এ প্রস্তাব সমর্থন করে বলল, তোমাদের এ প্রস্তাবটি একান্ত সঠিক ও যথার্থ। তোমরা এ ধরনের একটি কৌশল খুঁজে বের কর। শামাউনকে শেষ না করতে পারলে সে আমাদের ধর্মের অস্তিত্বই শেষ করে দিবে।

বাদশাহর নির্দেশে তার পরিষদগণ এক বিচক্ষণ কুটনী রমণীকে খোঁজ করে বের করল। কুটনী বুড়ীর সাথে তারা খুব গোপনে নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করল এবং কার্যোদ্ধার করা সম্ভব হলে তাকে মূল্যবান উপঢৌকন দেয়ার লোভ দেখাল। অতঃপর তারা ঐ বুড়ীকে বাদশাহর নিকট হাজির করল। বাদশাহ বুড়ীকে বলল, তুমি কিভাবে কি করবে, আমাকে একটু শুনালে খুব খুশি হতাম।

বুড়ী বলল, দেখুন জাহাপনা! এ কাজটি তো খুবই নগন্য। এটা অপেক্ষা অনেক গুরুতর কাজ জীবনে অনেক করেছি। সুতরাং এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিভাবে কি করব, তা শুনে আপনি কি করবেন? কাজ আগে সমাধা করি।

রমণীর কথা শুনে বাদশাহ বলল, হ্যাঁ, রমণী কাজ সমাধাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। তা সমাধা করার পন্থা আমার জানা দরকার নেই। তুমি যে কোনভাবে কাজ সমাধা করতে পার তাই কর। তবে জেনে রাখ এ কাজটি সমাধা করতে পারলে আমি তোমাকে এমন এক মল্যবান পুরস্কার প্রদান করব, যা তোমার কল্পনার বাইরে।

আপনার অভিরুচি জাঁহাপনা! এ কথা বলে কুটনী রমণী বাদশাহর দরবার হতে বিদায় নিল। উক্ত রমণী হযরত শামাউন (আঃ) এর স্ত্রীর মাধ্যমে কার্যোদ্ধার করতে মনস্থ করল এবং এটাই সহজ পথ হিসাবে সে বেছে নিল। এ পথে কি করতে হবে তা ছিল তার নখদর্পণে।

www.pathagar.com

হযরত শামাউন (আঃ) এর স্ত্রী ছিলেন একজন পূণ্যবতী মহিলা। তাই তাঁর এ সরলতার সুযোগই গ্রহণ করল উল্লেখিত কুটনী রমণী। একদা সে হযরত শামাউন (আঃ) বাড়ির ভীতর প্রবেশ করে তাঁর স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করল।

নবী পত্নি তাকে কোনদিন দেখেন নি। তাই জিজ্ঞেস করলেন, কে আপনি অপরিচিতি রমণী! আমি কোনদিন আপনাকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আপনার পরিচয় বা কি? আর এখানেই বা এসেছেন কি মনে করে?

বৃদ্ধা রমণী চতুরতার সাথে বলল, মা! আমাকে তুমি চিনবে কিভাবে কোন দিন কি আমি কি তোমার নিকট আসতে পেরেছি? তোমার মা ছিলেন আমার বড় বোনের মত। তিনি আমাকে কত স্নেহ করতেন। আমার দিন কাটত শুধু তারই নিকট। আমার বাড়ি তোমার পিতৃালয়ের কাছেই। তোমার মার স্নেহ আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না। এত ভাল মহিলা আর কোথাও দেখেনি। তোমাকে দেখেছি সেই ছোট বেলায়। যখন বড় হয়েছ তখন হতেই আমি বার্ধক্য জনিত কারণে আর আসতে পারিনি। যার মা আমাকে এত স্নেহ করতেন, তার মৃত্যুর পর তারই কন্যার খোঁজ খবর না নেয়ার প্রবৃত্ত আমার কোনদিনই ছিল না। বোনঝী কিন্তু কি করব, শত ইচ্ছা থাকা সত্বেও শুধু অক্ষমতার জন্য তোমার খোঁজ খবর নিতে পারিনি। তোমার স্বামীর বাড়ি যে এখানে তাও আমার জানা ছিল। কিন্তু সবই ভাগ্যের দোষ। তবে কোনদিন আমি তোমার নিকট আসতে না পারলেও সব সময়ই বিভিন্ন লোক মারফত তোমার যাবতীয় সুখ-দুঃখের সংবাদ নিয়েছি। এখন বল, তোমার সংসারী জীবন কিভাবে অতিবাহিত হচ্ছে? তুমি শারীরিক ও মানসিকভাবে ভাল আছ তো?

নবী পত্নী জবাব দিলেন। আল্লাহর রহমতে ভালই আছি খালা।

কুটনী রমণী বলল, তুমি তো তা বলবেই মাগো, কিন্তু তুমি যাই বল না কেন, তোমার দুর্ভাগ্যের কথা আমার কানে সবই পৌঁছেছে। সেজন্য আমার সব দুর্বলতা ও অক্ষমতা ঝেড়ে ফেলে তোমার দুঃখের ভার লাঘব করার জন্য আজ তোমার নিকট ছুটে এসেছি।

নবী পত্নী বৃদ্ধা রমণীর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে বিস্ময় বললেন, খালা! আপনি কি বলতেছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার আবার দুর্ভাগ্য কিসের? আমি আল্লাহ পাকের অমীয় রহমতে খুব সুখ শান্তিতে আছি। বরং আমি নবীর সহধর্মিনী হিসাবে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী নারী হিসাবে মনে করতেছি।

www.pathagar.com

কুটনী রমণী বলল, তোমার সে কথা সত্যই বোনঝী কিন্তু কি বলব, তুমি সৌভাগ্যের দ্বারে উপনীত হয়েও ভাগ্যের দোষে দুঃখিনী হয়েছ। হায়! হায়! কি বলব, লজ্জার কথা একজন নবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কি এরূপ কাজ করা খাঁটে।

এবার নবীপত্নী অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, খালা আপনি কার কথা বলতেছেন। আমার তো কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

কুটনী রমণী বলল, বল কি বুনঝী, তুমি কি কোন খোঁজ খবরই রাখ না? তোমার কানে কি তোমার স্বামীর স্বভাব চরিত্রের বিষয় কোন কথাই আসে নি? চারদিকে যে, ছি! ছি! পড়ে গিয়েছে। তবে বাইর হতে কোন খবর নাই আসুক, তুমি নিজেও কোন কিছু অনুভব করতেছ না? সত্যি করে বল তোমার স্বামী কি এখন তোমাকে পূর্বের মত ভালভাসে? আমি তো নিশ্চিতরূপে বলতে পারি কিছুতেই সে তোমাকে পূর্বের মত ভালবাসতে পারে না। কেননা তোমার প্রতি তাঁর মন খারাপ না হলে কেন সে অমুক রমণীর সাথে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করবে? শুধু যোগাযোগই নয় কথাবার্তা একেবারে ঠিক। তিনি সে মহিলাকে বিবাহও করবেন। হায়! কি দুঃখের কথা এমন গুণবতী মহিলার গুণবতী কন্যার ভাগ্যে কি এ পরিণতি ছিল? মাগো! তোমার গুণের কথা কি আমার অজানা আছে? তবুও তোমার মত গুণবতী স্ত্রী ঘরে থাকা সত্ত্বেও যে পুরুষ অন্য নারীর প্রতি লালায়িত হয়। সেই পুরুষের ঘরে না থেকে মৃত্যুবরণ করা অনেক শ্রেয়।

উক্ত কুটনী রমণীর মুখে এসব কথা শুনে নবী পত্নী বললেন, খালা! আপনি এসব কথা কোথায় কার নিকট শুনেছেন? আমার স্বামী অত্যন্ত চরিত্রবান লোক তদুপরি তিনি আল্লাহর নবী! সুতরাং তাঁর সম্পর্কে এসব কথা যারা প্রচার করেছে তারা একেবারেই মিথ্যাবাদী। আমি এসব কথা মোটেই বিশ্বাস করি না।

তাঁর এসব কথা শুনে কুটনী রমণী অপূর্ব ভঙ্গীতে তাঁর প্রতি দরদের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বলল, হায়রে দুঃখিনী রমণী, যে স্বামীর প্রতি এরূপ অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি পোষন করতেছে আর সে স্বামীই তাঁকে করতেছে অবজ্ঞা ও অবহেলা।

নবী পত্নী ছিলেন একান্ত সরল। তাই তিনি কুটনী রমণীর গভীর ছলনা বিন্দুমাত্র ধরতে পারলেন না। নবী স্বামীর প্রতি যদিও তাঁর গভীর আস্থা ছিল, তবুও উক্ত কুটনী রমণীর কৃতিম আন্তরিকতা ও দরদ প্রদর্শনে ভুলে গেলেন। সুতরাং তিনি এবার কিছুটা ভিন্ন সুরে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি খালা যদি আমার স্বামী এরূপ কার্যেই লিপ্ত হন তবে আমার জীবনটা একেবারেই বৃথা। কি হবে আমার এমন জীবন ধারণ করে?

www.pathagar.com

কুটনী রমণী বলল, তুমি অতি বোকা মেয়ে বলেই এমন কথা বলতেছ। জীবনের বহু মূল্য বোনঝী! তোমার তো কোন দোষ নেই বোনঝী! বিনা দোষে তোমার স্বামী যদি তোমার সাথে এরূপ ব্যবহার করতে পারে তজ্জন্য তুমি জীবন বিসর্জন দিবে কেন? এমন বিশ্বাসঘাতক পুরুষেরে সাথে তোমারও যথোচিত আচরণ প্রদর্শন করা উচিত।

নবীপত্নী বললেন, খালা! তাহলে আমাকে কি করতে বলেন?

কুটনী রমণী বলল, হ্যাঁ, তোমাকে আমি যথোপযুক্ত কাজই করতে বলব, তোমার জীবন দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ুক, তা আমি চাই না, বরং তোমার জীবন সুখময় হউক, জীবনে পরম শান্তি আসুক আমি তাই কামনা করি। আর এর ভাল ব্যবস্থাও আমার কাছে আছে। সে ব্যবস্থাও আমি এখনি তোমার কাছে বলতেছি। একটু ধৈর্য্য ধর।

নবীপত্ন বললেন, বলুন খালা, শীঘ্র করে বলুন। কি ব্যবস্থায় আমার জীবনে সুখ ও শান্তি আসবে তা আমাকে এখনি বলে দিন।

কুটনী রমণী বলল, মাগো! নবী সহধর্মিনীই হয়েছ জীবনে ভাত কাপড়ে শান্তি তো কোন দিনই করলে না। উপরন্ত স্বামীর স্বভাব চরিত্রও ভাল নয়। তুমি নিজে আমার নিকট বল বা নাই বল, মনের ভিতরে কি দুঃখ ও অশান্তির জ্বালা পোয়াচ্ছ তা আমি ভালভাবেই উপলব্ধি করতেছি। এখন যত শীঘ্র সম্ভব তোমার ভালর জন্য তেমার নিজেরই ব্যবস্থা নেয়া উচিত। সে ব্যবস্থা হিসেবেই আজ রাতে যখন তোমার স্বামী গভীর ঘুমে অচেতন হবে তখন তুমি তাঁর হাত-পা রশি দিয়ে শক্রভাবে বেধে ফেলবে এবং বাদশাহর দরবারে খবর দিবে। বাদশাহর লোকজন এসে এ অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাবে। আর বাদশাহ তোমার এ কাজের জন্য তোমাকে নিজের বেগমরূপে বরণ করে নিবেন। এখন তুমি চিন্তা করে দেখ, তুমি এ কাজ করতে পারবে কি না? যদি পার তবে তুমি বাকী জীবন বাদশাহর রাণী রূপে পরম সুখে কাটাতে পারবে। আমি তো বুঝি বোনঝী। তোমার জন্য এ ব্যবস্থা এখনই গ্রহন করা উচিত। তোমার ঐ অসৎ স্বামীকে ধরে থেকে কোন লাভ নেই। ভবিষ্যৎ যেমন অন্ধকার তেমনই বিপদজনকও বটে।

কুটনী রমণী কথা দ্বারা নবীপত্নী মন পূর্বেই দুর্বল করে নিয়েছিল। তিনি তার কথায় প্রতারিত হয়ে কুটনী রমণীকে নিজের পরম শুভাকাঙ্খিনী ভাবল। সুতরাং তিনি বললেন, হ্যাঁ, খালা আমি আপনার কথামত কাজ করতে পারব।

ঐ দিনই রাতেই হযরত শামাউন (আঃ) নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লে তাঁর স্ত্রী একটি শক্ত রশি দিয়ে তাঁর হাত-পা শক্ত করে বেঁধে ফেললেন। কিছুক্ষণ পরই

www.pathagar.com

তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হলে তিনি নড়াচড়া দিয়ে উঠলেন। আর তাঁর নড়াচড়াতে রশি ছিড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল।

অতঃপর চক্ষু খুলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঘুমের মধ্যে আমাকে এভাবে বেঁধেছিল কে বলতে পার? তাঁর স্ত্রী বললেন, আমিই আপনাকে এভাবে বেঁধে ছিলাম।

হযরত শামাউন (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন কেন?

স্ত্রী বললেন, প্রতিদিন আপনি যেভাবে দ্বীন প্রচারে উদ্দেশ্যে কাফিরদের মাঝে থাকেন, তাতে আমাকে খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতে হয়। কারণ মুক্ত অবস্থায় আপনার সাথে শত্রুগণ কোনরূপ এটে উঠতে না পেরে আপনাকে যদি কোনরূপ বেঁধে ফেলে তখন আপনার কি অবস্থা হবে। এ দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য একটু পরীক্ষা করে দেখলাম, আপনি শক্তির বলে আল্লাহর রহমতে বন্ধন মুক্ত হতে পারেন কিনা। না বন্ধন অবস্থায় বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়েন।

হযরত শামাউন (আঃ) তাঁর স্ত্রীকে বললেন, এ ব্যাপারে তুমি একটুকুও চিন্তা করিও না। কাফিররা আমাকে যত শক্ত রশি দিয়েই আমাকে বাঁধুক না কেন, আমি আল্লাহ পাকের অসীম অনুগ্রহে অনায়াসে তা ছিন্ন করে মুক্ত হতে পারব।

পরদিন অবস্থা জনার উদ্দেশ্যে ঐ বৃদ্ধা রমণী আবার নবী শামাউন (আঃ)-এর বাড়ির ভিতরে এসে হাজির হল এবং নবী পত্নীর নিকট সমস্ত ঘটনা শুনে বলল, বল কি বোনঝী। অবশ্য এরকম একটা সন্দেহের মধ্যে আমি ছিলাম। যেহেতু আগে থেকেই জানতাম যে, লোকটির সাথে কেউ কখনও মল্লযুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেনি। সে সন্দেহের বশে আজ আমি একটি শক্ত লৌহ শিকল নিয়ে এসেছি। পুনরায় ঘুমের মধ্যে তাকে যদি এ শিকল দ্বারা বেঁধে ফেলতে পার; তাহলে অবশ্যই তোমার কার্য সিদ্ধি হবে। তোমার স্বামী যত শক্তিরই অধিকারী হোক না কেন, এ লোহার শিকল ছিন্ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

নবী পত্নী আজও ঠিক গত রাতের মত স্বামীকে তাঁর ঘুমের ঘোরে লৌহ শিকল দ্বারা মজবুতভাবে বেঁধে ফেললেন।

নিদ্রা ভঙ্গ হবার পর হযরত শামাউন (আঃ) যখন দেখলেন যে, তাঁর হাত-পা এবং সর্বাঙ্গ লৌহ শিকলে বাঁধা। তখন তিনি তাঁর স্বীয় স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আজ আবার আমাকে এভাবে কে বেঁধে রেখেছে বলতে পার কি? জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজ হাত-পায়ে একটু ঝাড়া দিবার চেষ্টা করলেন আর সাথে সাথেই উক্ত লৌহ শিকল ছিড়ে টুকরা টুকরা হয়ে গেল। এ অবস্থা

www.pathagar.com

দেখে হযরত শামাউন (আঃ) এর স্ত্রী বেশ কিছুটা খুশির ভাব প্রকাশ করে বললেন, আজও আমিই আপনাকে শিকল দ্বারা বেঁধে ছিলাম। মনে মনে ভাবলাম আমার স্বামী রশি ছিড়ে ফেলতে পারলেও শত্রুগণ যদি তাঁকে লৌহ শিকল দ্বারা বেঁধে ফেলে তবে তো সে শিকল ছিন্ন করে বাধন মুক্ত হতে পারবে না। আমার মনের এ দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য আজ আমি লৌহ শিকল দ্বারা বেঁধে পরীক্ষা করলাম। এখন আমি স্বচক্ষে যা দেখলাম, তাতে আমার মনের চিন্তা অনেকটা দূর হয়ে গেল। এবার আমি আল্লাহর অনুগ্রহে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারলাম।

হযরত শামাউন (আঃ) বললেন, শুন প্রিয়তমা! আল্লাহ পাকের রহমতে শত্রুগণ আমাকে কোন কিছু দিয়েই বেঁধে রাখতে পারবে না। সুতরাং এ বিষয় তোমার কোনরূপ চিন্তাভাবনা করা সম্পূর্ণ অহেতুক। অবশ্য এমন এক বস্তু রয়েছে যা দিয়ে কেউ আমাকে বাঁধতে পারলে সে বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এ বিষয়টা কেউ জানে না।

এ কথা শুনামাত্র নবীপত্নী স্বামীকে বললেন, কি বস্তুটি প্রিয়! আমার নিকট একটু বলুন।

নবী (আঃ) বললেন, তা কেউই জানে না তোমারও জানার দরকার নেই।

এতে নবীপত্নী অত্যন্ত দুঃখিত হবার ভাব দেখিয়ে বললেন, কেন আমার জানার দরকার নেই। তাহলে কি আপনি আমাকে অবিশ্বাস করেন?

তখন হযরত শামাউন (আঃ) স্ত্রীর অসন্তুষ্টি এবং মনোবেদনার ভাব লক্ষ্য করে বললেন, তুমি যখন একান্তই বিষয়টি জানতে চাচ্ছ, তখন তোমাকে বলতেছি, কিন্তু খুব সাবধান, কোনরূপে যেন তা কোন শত্রুর নিকট প্রকাশ না পায়। আমার মাথার কয়েকটি কেশ বা আমার শরীরের কয়েকটি পশম দ্বারা আমার হাত-পা বাঁধতে পারলে আমার এমন কোন সাধ্য নেই যে, আমি তা কোনরূপে খুলতে পারি। গোপন বিষয়টি এভাবে নবীপত্মীর অতি সহজেই নবীর নিকট হতে জেনে লইলেন।

রাত্রে যখন নবী (আঃ) নিদ্রামগ্ন হলেন, তখন তাঁর স্ত্রী উঠে স্বামীর মাথা চুলকিয়ে দেবার বাহানা করে তাঁর মাথা হতে ছয়টি কেশ উৎপাটন করলেন এবং তার তিনটি দ্বারা তাঁর দু-পা ও তিনটি দ্বারা দু'হাত শক্তভাবে বেঁধে বাদশাহর লোকজনের নিকট খবর পাঠালেন। এদিকে হযরত শামাউন (আঃ) জেগে উঠে যখন নিজের হাত পা ও তাঁর নিজের কেশ দ্বারা বাঁধা অবস্থায় দেখলেন, তখন তাঁর এ কথা বুঝার বাকী রইল না যে, এটা তাঁর একমাত্র স্ত্রীরই কাজ। কেননা স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ এ গোপন রহস্যটি জানত না। তিনি স্ত্রীকে ডাকতে লাগলেন

www.pathagar.com

কিন্তু তিনি তখন আর ঘরে ছিলেন না। তিনি স্বামীকে এভাবে বেঁধে রেখে নিজেই বাদশাহর লোকজনকে এ খবর জানাতে চলে গেলেন। একটু পরেই বাদশাহর লোকজন হযরত শামাউন (আঃ) কে এ অবস্থায় দেখে খুব খুশি হল এবং তখন তাঁর উপর নানারূপ অত্যাচার এবং নির্যাতন চালাতে শুরু করল। পাপীষ্ঠগণ এবার সুযোগ পেয়ে হযরত শামাউন (আঃ) এর হাত-পা, চক্ষু, কর্ণ কেটে ফেলল। তাঁর দেহে একেবারে অসার হয়ে গেল। অতঃপর বাদশাহ হুকুম করল যে, তোমরা শামাউনকে হত্যা করে তাঁর লাশ নদীতে ফেলে দাও। সাথে সাথে বাদশাহর নির্দেশ পালিত হল।

হযরত শামাউন (আঃ) পাপীদের দ্বারা নদীতে নিক্ষিপ্ত হলেন বটে, কিন্তু তিনি নদীগর্ভে ডুবার পূর্বেই ফেরেস্তা জিব্রাঈল (আঃ) তাঁর কর্তিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও দেহ ধারণ করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যেখানে যা ছিল সেগুলো ঠিক ঠিক স্থানে বসিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশমত তাঁকে পুনর্জীবন দান করলেন। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! এবার আল্লাহ আপনাকে পূর্বাপেক্ষাও কয়েক গুণ বেশী শক্তি দান করেছেন। অতএব, এবার আপনি পাপাত্তা বাদশাহর দরবারে গিয়ে তার এবং তার পাপীষ্ঠ সহচর অনুচরদের প্রতি চরম আঘাত হানুন। আর তাদের বাড়িঘর, দালান কোঠা সমুলে ধ্বংস করে তাদের অন্যায় আচরনের যথোপযুক্ত প্রতিশোধ নিন।

হযরত শামাউন (আঃ) ফেরেস্তা জিব্রাইল (আঃ) এর পরামর্শ অনুযায়ী প্রথমেই পাপিষ্ট বাদশাহর সমুদ্র তীরের প্রমোদ ভবনটি এক ধাক্কায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। পাপিষ্ট কাফিরগণ দূর হতে দেখতে পেল যে, হযরত শামাউন (আঃ) পুনর্জীবিত হয়ে ক্ষুদিত সিংহ বিক্রমে রাজপ্রসাদ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন। তা দেখে ভয়ে ও ত্রাসে তাদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। এবং কাঁপতে কাঁপতে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

এমতাবস্থায় হযরত শামাউন (আঃ) রাজ প্রসাদের ভিতর ঢুকে তার স্তম্ভ উপড়ায়ে ফেলতে লাগলেন। কিছুক্ষনের মধ্যেই রাজ ভবনটি ভূমিতে ধ্বসে পড়ল। তৎপর নগরীর অন্যান্য দালান কোঠাগুলো একেক ধাক্কায় ভূমিস্মাৎ করতে লাগলেন। তাঁর এ প্রচণ্ড ধ্বংস লীলায় কেউ যে এসে বাধা প্রদান করবে এমন সাহস কারও হল না। স্বয়ং বাদশাহ অবশ্য একবার হুঙ্কার দিয়ে বলল, ওহে তোরা কে কোথায় আছ! হে প্রধান সেনাপতি! তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে শামাউনকে আক্রমন কর। কিন্তু তখন কে শুনে তার কথা। হযরত শামাউন (আঃ) এর ক্রিয়া কার্যের দৃশ্য দেখে প্রধান সেনাপতিসহ সকল সৈন্য আত্মগোপন

www.pathagar.com

করে ছিল। সুতরাং হযরত শামাউন (আঃ) এর সামনে একটি প্রাণীও এগিয়ে আসল না। একটু পরেই তিনি বাদশাহ্‌র কক্ষে পৌছে তাকে ধরে শূন্যে তুলে এক আছাড়েই তার জীবন লীলা সাঙ্গ করে দিলেন। অন্যান্য পাপীষ্ঠ কাফিরদল এদিকে সেদিকে পালানোর সময় যে তাঁর সামনে পড়ল তাকেই জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। যারা কোনরূপে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারল, তারা ভীতি ও আতঙ্কে নগর ছেড়ে বহু দূরে চলে গেল। এভাবে রাজধানী নগরীটি একেবারেই কাফিরমুক্ত হয়ে গেল। সেখানে তখন কেবল কিছু সংখ্যক দ্বীনদার লোকই রইল।

হযরত শামাউন (আঃ) অতঃপর তাঁর নিজ গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে এভাবে জীবিতাবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে তাঁর স্ত্রীর অন্তরাত্মা ভয়ে কেঁপে উঠল। তিনি তাঁর জীবনাবসান একেবারে আসন্ন মনে করলেন। হযরত শামাউন (আঃ) ও ইচ্ছা করলেন, তিনি তাঁকে ধরে শূণ্যে তুলে বাদশাহ্‌র মত একই আছাড়ে শেষ করে দিবেন। কিন্তু ঠিক এ মুহূর্তে হযরত জিব্রাঈল ফেরেস্তা এসে তাঁর নিকট বললেন, হে আল্লাহ্ পাকের নবী ধৈর্য ধারণ করুন। কেননা তিনি যে অপরাধ করেছেন তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তিনি নন। মুলতঃ তিনি অত্যন্ত ধার্মিক, খোদাভীরু, সরল এবং স্বামী সোহাগিনী রমণী ছিলেন। কিন্তু পাপিষ্ঠ বাদশাহ তাঁর সরলতার সুযোগ নিয়ে সুকৌশলে তাঁকে বিপথে চালিত করেছে। বিশেষতঃ নারীগণ অপরিপক্ক বুদ্ধি সম্পন্ন, তাই বাদশাহ্‌র ছলনা ও প্রতারণার জাল ছিন্ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। আপনি তাঁর এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করুন। মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাও এরূপ।

· ফেরেস্তা জিব্রাঈলের কথা শুনে হযরত শামাউন (আঃ) সংযম অবলম্বন করে স্বীয় স্ত্রীর অপরাধ ক্ষমা করলেন। কথিত আছে যে, এ ঘটনার পরেও হযরত শামাউন (আঃ) প্রায় পাঁচশত বছর জীবিত ছিলেন এবং বাকী জীবন উক্ত স্বীয় স্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেই অতিবাহিত করেছিলেন।

তাঁর সম্পর্কে আরও বর্ণিত আছে যে, সমগ্র জীবন তিনি দিনের বেলায় রোজা রাখতেন এবং রাত্র জেগে আল্লাহ্ পাকের ইবাদত করতেন। সর্বপরি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই কাফিরদের সাথে যুদ্ধ ও কলহে অতিবাহিত করতে হয়েছিল। নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি ও স্বস্তির মুখ তিনি কোনদিনই দেখেন নি। যার বিনিময়ে আল্লাহ্ তাঁকে অনেক নবীদের মধ্যে অধিক মর্যাদা দান করেছিলেন।

www.pathagar.com

হযরত ছালেহ (আঃ)

বংশ পরিচয়

হযরত ছালেহ (আঃ) ছামুদ সম্প্রদায়ের লোক। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য নবী হয়ে আগমন করেছিলেন। তাঁর বংশ পরম্পরা সম্পর্কে তাফসীরকারকদের একাধিক অভিমত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ হাফেজে হাদীস ইমাম বগবী (রহঃ) বলেন যে, হযরত ছালেহ (আঃ) এর বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ। হযরত ছালেহ (আঃ) এর পিতার নাম ওবায়েদ। পিতামহের নাম আসিব। আসিবের পিতার নাম মাসেহ। মাসেহের পিতার নাম ওবায়েদ। ওবায়েদের পিতার নাম হাদের। আর হাদের হল ছামুদের পুত্র। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ওহাব বিন মোনাব্বা হযরত ছালেহ (আঃ) এর বংশ পরক্রমা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন। হযরত ছালেহ (আঃ) এর পিতার নাম ওবায়েদ। পিতামহের নাম জাবের। আর জাবের হল ছামুদের পুত্র।

মোহাক্কেক ওলামাগণ বলেন যে, যদিও আল্লামা বগবী হযরত ওহাব বিন মোনব্বার অনেক পরের লোক। অধিকন্ত ওহাব বিন মোনাব্বা তৌরাত সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ। কিন্তু হযরত ছালেহ (আঃ) এর বংশ পরম্পরা সম্পর্কে বর্ণনায় তাঁর অভিমত অধিক শুদ্ধ। উভয়ের বর্ণনায় পরিস্কারভাবে উল্লেখ হয়েছে যে, ছামুদ হযরত ছালেহ (আঃ) উর্ধ্বতন বংশধর। তাঁর সম্প্রদায় ছামুদের নামেই প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। ছামুদ হতে উপরের দিকের বংশ পরম্পর নিম্নরূপ। ছামুদের পিতার নাম আমের। আমেরের পিতার নাম ইরাম। ইরাম হল সাম বিন নূহ (আঃ) এর পুত্র। উভয় বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ছালেহ (আঃ) হযরত নূহ (আঃ) এর বংশধর। আর ছামুদ সম্প্রদায় সাম বিন নূহের গোত্রের একটি শাখা। তাদেরকে দ্বিতীয় আদ সম্প্রদায়ও বলা হয়। প্রথম আদ সম্প্রদায়ের উপর আযাব অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত হুদ (আঃ) এর সাথে যারা আযাব হতে পরিত্রাণ পেয়েছিল পরবর্তী সময় তারাই দ্বিতীয় আদ সম্প্রদায়ের বা ছামুদ সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়েছে।

ছামুদ সম্প্রদায়ের বসতি কোথায় ছিল

ছামুদ সম্প্রদায় হেজর নামক স্থানে বসবাস করত। কুরআন শরীফে তাদেরকে 'আসহাবে হেজর' বলা হয়েছে। হেজাজ ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে ওয়াদিয়ে কুরা পর্যন্ত যে বিশাল প্রান্তর রয়েছে তাই ছামুদ সম্প্রদায়ের বাসস্থান ছিল। বর্তমানে এ স্থানটি 'ফাজজুন নাকা' নামে প্রসিদ্ধ। আদ সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

লোকেরা আরবের দক্ষিণ এলাকায় বসবাস করত। সে সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর পরিত্রানকৃত লোকেরা আরবের উত্তরে এ এলাকায় বসবাস শুরু করে। প্রকৃত পক্ষে পূর্ণ এলাকাটির নাম 'হেজর নয়। কোন কোন ঐতিহাসিকদের মতে এ বিস্তৃত এলাকার মধ্যে সতের শত শহর ও গ্রাম ছিল। তন্মধ্যে যে শহরটি সিরিয়ার নিকটবর্তী ছিল তার নাম 'হেজর'। আর যে শহরটি হেজাজের নিকটবর্তীছিল তার নাম 'ওয়াদিয়ে কুরা' আর অন্যান্য শহর ও গ্রাম এ দু শহরের মধ্যে অবস্থিত ছিল। এমনকি অত্র এলাকায় এখনও ছামুদ সম্প্রদায়ের বাড়ি ঘরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়।

ছামুদ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অবস্থা

পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর ন্যায় ছামুদ সম্প্রদায়ও মূর্তি পূজক ছিল। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাককে বাদ দিয়ে মূর্তি পূজা ও শিরকের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের সংশোধন ও হেদায়েতের জন্য আল্লাহ পাক হযরত ছালেহ (আঃ) কে প্রেরণ করলেন।

দ্বীনের প্রতি দাওয়াত

হযরত ছালেহ (আঃ) নবুয়ত প্রাপ্ত হওয়ার পর স্বীয় সম্প্রদায়কে শিরক ও মূর্তি পূজা ত্যাগ করে আল্লাহ্ পাকের ইবাদতের প্রতি আহ্বান করলেন। হযরত ছালেহ (আঃ) তাদেরকে বিভিন্নভাবে উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে সৎপথে আনয়ন করার চেষ্টা করেন। তিনি তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত নিয়ামতের উল্লেখ করেন এবং তাদের কৃত পাপের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ পাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার আহ্বান জানান।।

কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর নসিহত ও উপদেশ কবুল করে নিজেরা গোমরাহী হতে পত্রিাণ পেয়ে সৎ ও সঠিক পথ অবলম্বন করাতো দূরের কথা বরং তারা তাঁকে পথভ্রষ্ট বলে প্রমাণ করার পিছনে লেগে পড়ল। তারা বলতে লাগল যে, নবুয়তের দাবী করার পূর্বে হযরত ছালেহ্ (আঃ) এর মধ্যে উত্তম গুণাবলী ও তাঁর যোগ্যতা দেখে তারা আশা করছিল যে, তিনি তাদের সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিবেন। তারা হযরত ছালেহ (আঃ) কে সামনে রেখে পূর্ব পুরুষদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে যাবে। কিন্তু নবুয়তের দাবী করার পর তাদের সমস্ত আশা-ভরসা ভেসে গেল। কারণ এখনতো তিনি স্বীয় পিতৃপুরুষদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ পাকের ইবাদতের দিকে আহ্বান করতেছে। অধিকন্ত যে কোন মূল্যের বিনিময়ে তারা স্বীয় পিতৃপুরুষদের বাতিল

www.pathagar.com

উপাস্যদেরকে ত্যাগ করতে রাজী নয়। তাই তারা হযরত ছালেহ (আঃ) কে জবাব দিয়ে দিল যে, 'হে ছালেহ! নবুয়ত দাবীর পূর্বে তুমি আমাদের নিকট আশার স্থল হিসাবে পরিগণিত হতে। এখন তুমি আমাদেরকে এমন সব বস্তুর উপাসনা করতে নিষেধ করতেছ আমাদের পূর্ব পুরুষগণ যেগুলোর উপাসনা করত। আর যে দ্বীনের দিকে তুমি আমাদেরকে আহ্বান করতেছ আমরা তা সম্পর্কে খুব সন্দেহের মধ্যে রয়েছি। আর তা আমাদেরকে কিংকর্তব্য বিমুঢ় করে রেখেছে।

হযরত ছালেহ (আঃ) তার উত্তরে বললে, হে আমার সম্প্রদায়ের লোক! তোমারই বল যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ হতে উজ্জল প্রমাণসহ কায়েম থাকি এবং আল্লাহ্ পাক স্বীয় পক্ষ হতে আমাকে নবুয়ত প্রদান করে আমার প্রতি অনুগ্রহ করে থাকেন আর আমি যদি তাঁর অবাধ্য হয়ে যাই এবং তোমাদের কথামত দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ বর্জন করি তা হলে আল্লাহর আযাব হতে আমাকে কে বাঁচাবে? সুতরাং তোমরা আমাকে এরূপ খারাপ পরামর্শ হতে বিরত থাক।

আল্লাহর কুদরতী উটনী

হযরত ছালেহ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বার বার বুঝাচ্ছেন এবং উপদেশ দিতে থাকেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের লোক তারা কোন অবস্থায়ই তাঁর উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করে নি। বরং তাঁর বিরোধিতায় আরও উঠে পড়ে লাগল এং কিভাবে তাঁকে তর্কবিতর্কের মাধ্যমে পরাজিত করে লজ্জা দেয়া যায় এবং সত্যের প্রচারের এবং প্রসারের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যায় এ ব্যাপারে বার বার প্রয়াস চালায়। যদিও তখন পর্যন্ত সম্প্রদায়ের মাত্র কয়েকজন দুর্বল ও অসহায় লোক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনে মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রদায়ের বাতিল মতামত পরিত্যাগ করে নি। আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত সুখ শান্তি ও ধন সম্পদের মধ্যে ডুবে থেকেও আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায় করে নি। বরং গর্ভ ও অহংকারে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছে। বার বার হযরত ছালেহ (আঃ) এর নবুয়ত ও রিসালত অস্বীকার করেছে। অবশেষে তাঁর নবুয়তের প্রতি চ্যালেঞ্জ করে বসেছে। তাঁর নবুয়তের সত্যতার উপর প্রমাণ আনার দাবী করেছে।

হযরত ছালেহ (আঃ) স্বীয় নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ পেশ করতে সম্মত হলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তারা কি ধরনের প্রমাণ দেখতে চায়। হেজর শহরের উপকণ্ঠে একটি বড় পাথর খন্ড ছিল। সে পাথরটির নাম ছিল

www.pathagar.com

'ফাতেবা'। তারা বলল যে, তিনি যেন মোজেযা হিসাবে উক্ত পাথর হতে দশ মাসের গর্ববতী একটি উটনী বের করে আনেন। আর উটনী বের হওয়ার সাথে সাথে যেন এটার গর্ভ হতে একটি বাচ্চা জন্ম নেয়। হযরত ছালেহ (আঃ) তাদের থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন যে, যদি আল্লাহ্ পাক তাদের দাবী অনুযায়ী মোজেযা প্রকাশ করেন তা হলে তারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনবেন কি না? তারা সকলে প্রতিজ্ঞা করল যে, যদি আল্লাহ্ পাক তাদের শর্ত মোতাবেক মোজেযা প্রকাশ করেন তা হলে তারা সকলেই ঈমান গ্রহণ করবে। তাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে হযরত ছালেহ (আঃ) নামাযে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নামাযান্তে আল্লাহ্ পাকের নিকট দোয়া করলেন। তিনি দোয়া করা অবস্থায়ই পাথরটি নড়ে উঠল। পাথরটি ফেটে দশ মাসের গর্ভবতী এক উটনী বের হয়ে আসল। আর সাথে সাথে উটনীর একটি বাচ্চা জন্ম নিয়ে উটনীর চারপাশে ঘুরতে লাগল।

হযরত ছালেহ (আঃ)এর এ মোজেযা দেখে ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রধান জুনদা বিন আমর ও তার সঙ্গী সাথীরা সাথে সাথে আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান গ্রহণ করল। তখন অন্যান্যরাও আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান গ্রহণ করার ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু জওয়াব বিন আমর বিন সেবীদ, ছামুদ সম্প্রদায়ের মূর্তি প্রস্তুতকারক আল হাবাব এবং তাদের গনকঠাকুর রিবাব বিন চার বিন জালহাম প্রভৃতিরা অবশিষ্ট লোকদিগকে ঈমান গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখল। অতঃপর হযরত ছালেহ (আঃ) সম্প্রদায়ের লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আমার নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ তোমাদের নিকট এক উজ্জল প্রমাণ এসেছে। তা হল আল্লাহ্ পাকের এ উটনী। সুতরাং তোমরা তাকে আল্লাহ্ পাকের জমীনে ছেড়ে দাও। যেখান হতে এর ইচ্ছা ঘাস খাবে। আর তোমরা কোন খারাপ নিয়তে এর গায়ে স্পর্শও করবে না। যদি এরূপ কিছু কর তা হলে আল্লাহর গজব তোমাদেরকে ঘেরাও করবে।

হেজর শহরে একটি কুপ ছিল। ঐ কুপের পানিই শহরবাসী পান করত। কিন্তু আল্লাহর প্রেরিত সে কুদরতী উটনী সে কুপের পানি পান করলে কুপের সমস্ত পানি শেষ হয়ে যেত। সম্প্রদায়ের লোকেরা কুপে অবশিষ্ট কোন পানিই পেত না। সুতরাং সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য এটা মুসকিল হয়ে পড়ছিল। যদিও সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই ঈমান গ্রহণ করে নেই। কিন্তু ভয়ে উটনী সম্পর্কে কোন কথা বলত না। হযরত ছালেহ (আঃ) বুঝতে পারলেন যে, উটনীর পানি পান করা দ্বারা সম্প্রদায়ের লোকদের কষ্ট হচ্ছে। তাই তিনি আল্লাহ্ পাকের

www.pathagar.com

অনুমতি সাপেক্ষে এ সম্বন্ধে ফয়সালা করলেন যে, একদিন উটনী কূপের পানি পান করবে সেদিন সম্প্রদায়ের লোকেরা কূপের পানি পান করতে পারবে না। আর একদিন সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐ কূপের পানি পান করবে সেদিন উটনী পানি পান করবে না।

নির্ধারিত পালাক্রমে পানি পান শুরু হল। একদিন উটনী ও তার বাচ্চা পানি পান করত আর দ্বিতীয় দিন সম্প্রদায়ের লোকজন ও তাদের পশুগুলি পানি পান করত। কিন্তু যেদিন উটনী পানি পান করত সেদিন সম্প্রদায়ের লোকজন পানির পরিবর্তে উটনী হতে দুধ দোহন করে নিত। তারা নিজদের ইচ্ছেমত যে পরিমাণ দুধ দোহন করতে চাইত সে পরিমানই দুধ দোহন করে নিতে পারত। এমনকি পূর্ণ সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকের সর্ব প্রকার দুধের প্রয়োজন উটনীর দুধের দ্বারাই মিটে যেত।

অতঃপর হযরত ছালেহ (আঃ) স্বীয় ঐদ্ধত্য ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ পাকের আযাব হতে বাচানোর উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করায়ে দিতেছেন যাতে তারা আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী হতে ফিরে আসে।

ছামুদ সম্প্রদায়ের লোকগণ খুব সম্পদশালী ও আরাম প্রিয় এবং শিল্প কর্মে খুব পটু ছিল। তাই তারা গ্রীষ্মকালে নরম যমীনের উপর ঘর নির্মাণ করে তথায় বসবাস করত। আর শীতকালে পাহাড়ের পাথর কেটে ঘর প্রস্তুত করে তথায় দিন যাপন করত। যদিও তারা উটনীর পানি পান করার পালা মেনে নিয়েছেল। কিন্তু হযরত ছালেহ (আঃ)এর বিরোধিতা পরিত্যাগ করে নি বরং যারা ঈমান গ্রহণ করেছিল তাদেরকে ঈমানের পথ হতে সরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন পন্থায় জর্জরিত করতেছিল। কখনও কখনও এমন আচরন করত যাদ্বারা ঈমানদারদের মনে দুর্বলতা দেখা দেয় এবং তাদের ঈমানের প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু তারা ঈমানদারদেরকে দুর্বল মনে করত। কিন্তু ঈমানদারগণ তাঁদের ঈমানে অটল ও অবিচল ছিল। যদিও তাঁরা সংখ্যায় খুবই কম ছিল। কিন্তু তাঁরা খুব ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে কাফেরদের মোকাবেলা করত।

হযরত ছালেহ (আঃ)এর সম্প্রদায়ের যে সকল নেতারা গর্ব ও অহংকারে মত্ত হয়ে গিয়েছিল তারা তাদের মধ্যে যারা ঈমান গ্রহণ করেছিল তাদিগকে দুর্বল মনে করত এবং বলতো তোমরা বিশ্বাস কর ছালেহ তাঁর প্রভুর পক্ষ হতে রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছে? ঈমানদার লোকেরা বলতো যে, নিশ্চয় তাঁকে যা সহ প্রেরণ করা হয়েছে আমরা তার প্রতি বিশ্বাস রাখি।

www.pathagar.com

ঈমানদারদের এরূপ উত্তরে কাফেরদের ঔদ্ধত্য আরও বেড়ে গেল। এমনকি তারা আল্লাহ পাকের প্রেরিত কুদরতী উটনী হত্যা করার পরিকল্পনা করল। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় এ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বাহ্যিক কারণ হিসাবে যা গ্রহণ করেছিল তা হল যে উটনী উক্ত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উপত্যকায় ঘাস খাওয়ার জন্য চড়ে বেড়াত। এটা এক রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করত আর অপর রাস্তা দিয়ে ফেরত আসত। এটা এমন এক দেহবিশিষ্ট ছিল যে, যখন এটা অন্যান্য জন্তুর নিকট দিয়ে চলত তখন অন্যান্য জন্তু এটাকে দেখে ভয়ে পালাত। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর তারা উটনীকে নিজেদের জন্য বিপদজনক বলে মনে করতে লাগল। তাই এটাকে তারা বাহ্যিক কারণ দেখায়ে উটনী হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করল।

ছামুদ সম্প্রদায়ে ওনায়যা বিনতে গনম বিন মুজলাম নাম্নী এক বুড়ী ছিল। তাকে উম্মে উসমানও বলা হত। সে কাফের ছিল এবং হযরত ছালেহ (আঃ)এর ঘোরতর শত্রু ছিল। সে প্রচুর সম্পদের অধিকারীনী ছিল। তার অতি রুপসী কয়েকটি কন্যা ছিল। সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা যাওয়ার বিন আমর ছিল তার স্বামী। সাদাকা বিনতে মাহইয়া বিন যুহায়র বিন মুখতার নাম্মী আন্য একজন পরমা সুন্দরী ধনাঢ্য নারী ছিল। প্রথমে যার সাথে তার বিবাহ হয়েছিল সে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

ওনায়যা ঘোষণা করে ছিল যে, সম্প্রদায়ের যে লোক এ উটনীকে হত্যা করতে পারবে সে তার যে কোন কন্যাকে বিবাহ করতে চায় তাকে সে সুযোগ দেয়া হবে। আর সাদাকা ঘোষণা দিল যে, সম্প্রদায়ের যে কেউ উটনীকে হত্যা করতে সক্ষম হবে সে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। সাদাকা প্রথমে আল হাবাব নামক সম্প্রদায়ের এক নেতার নিকট গিয়ে তার ইচ্ছা করল যে, সে যদি উটনী হত্যা করতে সক্ষম হয় তা হলে সে নিজেকে তার হাতে সোপর্দ করবে। কিন্তু আল হাবাবতা অস্বীকার করল। অবশেষে সাদাকা তার স্বীয় চাচাত ভাই মেসদাকে এ কার্যের জন্য আহবান করল। মেসদা তার প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করল। এদিকে ওনায়যা কেদার বিন সালেফকে এ কার্যের জন্য আহবান করল। কেদার বিন সালেফ অতি সুশ্রী, লাল বর্ণের খাট দেহবিশিষ্ট ব্যক্তি ছিল। অনেকের ধারণা যে, কেদার বিন সালেফের জন্ম অসৎ উপায়ে হয়েছে। যদিও সে সালেফের বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সেহবাদ

www.pathagar.com

নামক এক ব্যক্তির সন্তান। তার ঔরশ থেকেই জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু সালেফের স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে বলে তাকে সালেফের পুত্র বলা হত।

ওনায়যা তার নিকট প্রস্তাব পেশ করল যে, যদি কেদার উটনী হত্যা করতে সক্ষম হয় তা হলে ওনায়যা স্বীয় কন্যাদের থেকে যে কোন এক কন্যা তাকে দান করবে। কেদার বিন সালেফ তার প্রস্তাব কবুল করে মেসদাকে সাথে করে উটনী হত্যা করার জন্য চলল। পরে তাদের সাথে আরও সাতজন যোগ দিয়ে নয়জন হল । তারা সকলেই উক্ত সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোক ছিল। এভাবে সমস্ত কাফেররা তাদের কার্যে সহযোগিতা করল। তারা লক্ষ্য রাখল কখন উটনী পানি পান করে ফিরে আসে। কেদার বিন সালেফ পথের এক পার্শ্বে একটি পাথরের গা ঘেষে চুপ করে দাড়ায়ে রইল । আর মেসদা অন্য একটি পাথরের আড়ালে ওৎপেতে বসে রইল। যখন উটনী মেসদার নিকট দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে ওটার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল। তীর উটনীর পায়ে বিদ্ধ হল। এমতাবস্থায় ওনায়যা তার এক কন্যাকে কেদারের সম্মুখে আসার নির্দেশ দিল। তার এ কন্যাটি অতুলনীয় সুন্দরী ছিল। সে মন ভুলানো সুখশ্রী নিয়ে কেদারের সামনে উপস্থিত হওয়ার পর কেদার তাকে পাওয়ার আশায় তলোয়ার নিয়ে উটনীর উপর ঝাপায়ে পড়ল। তলোয়ারের আঘাতে উটনীর পায়ের নীচের অংশ কেটে গেল। উটনী খুব জোরে আওয়াজ করে মাটিতে পড়ে গেল। অতঃপর কেদার বর্শা দ্বারা উটনীকে হত্যা করল। এদিকে উটনীর বাচ্চা এ বিপদ দেখতে পেয়ে দৌড়ায়ে পাহাড়ে চলে গেল। পাহাড়ে গিয়ে একটি পাথরের উপর উঠল। তিনবার খুব জোরে আওয়াজ দেয়ার পর পাথরটি ফেটে গেল। আর উটনীর বাচ্চাটি ঐ পাথরের ফাটার ভিতর ঢুকে পড়ল। এভাবে উটনীর বাচ্চা লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে গেল।

হযরত ছালেহ (আঃ) উটনীর হত্যার খবর পেয়ে খুব দুঃখীত হলেন এবং সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদিগকে একস্থানে সমবেত দেখতে পেলেন। তিনি উটনী মৃত দেখে খুব কাঁদলেন। আর হযরত ছালেহ (আঃ) তথায়ই আল্লাহর হুকুমে বলে দিলেন যে, তিন দিন পর তোমাদের প্রতি আযাব অবতীর্ণ হবে। এটা আল্লাহ পাকের ওয়াদা। এটা অবশ্যই হবে। এটা না হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। যে সম্প্রদায়ের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, স্বভাব বিগড়ায়ে যায়, তাদিগকে কোন নছীহত ও সতর্কবাণী ফল দিতে পারে না। বরং তারা তার বাণীর প্রতি উপহাস ও ঠাট্রা করতে লাগল। আর বলতে লাগল যে, এ আযাব কিরূপ? কোথা হতে আসবে? এর আলামত কি? হযরত ছালেহ (আঃ) বললেন যে, আযাবের

www.pathagar.com

আলামত শুনে রাখ৷ আগামীকাল বৃহস্পতিবার তোমাদের চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করবে, নারী পুরুষ, বাচ্চা-বৃদ্ধ, কেউই-এটা হতে রক্ষা পাবে না।

অতঃপর শুক্রবারে তোমাদের সকলের চেহারা লাল বর্ণ হয়ে যাবে। আর শনিবার তোমাদের চেহারা ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করবে। এটাই তোমাদের শেষ দিন হিসাবে পরিগণিত হবে।

কিন্তু এ সম্প্রদায় এ আযাবের কথা শুনেও আল্লাহ্ পাকের নিকট গুনাহ্ মাফ চাওয়াতো দূরের কথা বরং হযরত ছালেহ (আঃ)কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তারা বলতেছে যে, যদি হযরত ছালেহ (আঃ) সত্যবাদী হন তা হলে তো অবশ্যই আমাদের প্রতি আযাব নেমে আসবে। সুতরাং আমরা ধ্বংস হওয়ার পূর্বে হযরত ছালেহ (আঃ)কে ধ্বংস করে ফেলব। আর যদি তিনি মিথ্যাবাদী হন তা হলে মিথ্যার শাস্তি স্বরূপ তাঁকে হত্যা করার জন্য পুনরায় নয়জন একত্রিত হল।

অতঃপর তারা হযরত ছালেহ (আঃ)কে হত্যা করার জন্য রাত্রে তাঁর ঘরে আসল। আল্লাহ্ পাক আকাশ হতে তাদের প্রতি পাথর বর্ষণ করলেন। আর পাথর বর্ষণের দ্বারা তাদেরকে চর্বিত ঘাসের ন্যায় করে দিলেন। তারা নির্ধারিত সময়ে সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট ফিরে না আসায় তারা অস্থির হয়ে পড়ল। অবশেষে হযরত ছালেহ (আঃ)এর বাড়ীতে এসে দেখল যে, তাদের নেতা নয়জনের মৃতদেহ ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা হযরত ছালেহ (আঃ)কে বলল যে, আপনি তাদিগকে হত্যা করেছেন। অতঃপর তারা হযরত ছালেহ (আঃ)কে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্যোগ নিল। কিন্তু হযরত ছালেহ (আঃ)এর বংশের লোকেরা তাদেরকে বাধা দিল। হযরত ছালেহ (আঃ)এর পক্ষে হাতে অস্ত্র ধারণ করল। আর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলল, আল্লাহ্ পাকের কসম! তাঁকে হত্যা করতে তোমাদিগকে কখনও সুযোগ দিব না। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিন দিনের মধ্যে অবশ্যই তোমাদের প্রতি আযাব নেমে আসবে। যদি সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী হয় তা হলে এখন তাঁকে কিছু করতে গেলে আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি অধিক অসন্তুষ্ট হবেন। সুতরাং আল্লাহ্ পাককে অধিক রাগান্বিত করিও না। আর যদি তিনি মিথ্যাবাদী হন তা হলে তোমরা তিন দিন পর যা ইচ্ছা তাই করিও। সম্প্রদায়ের লোকেরা এ কথার উপর নির্ভর করে ঐ রাত্রে ফিরে গেল।

ছামুদ সম্প্রদায়ের নেতারা পরস্পরে পরামর্শ করল যে ছালেহ তিনদিন পর আমাদিগকে ধ্বংস করে আমাদের হাত হতে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করতেছে। কিন্তু আমরা এটার পূর্বেই তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে হত্যা করে তাদের

www.pathagar.com

হাত হতে পরিত্রাণ পেতে চাই। হেজর শিহরের উপকণ্ঠে এক পাহাড়ের গুহায় হযরত ছালেহ (আঃ) একটি নামাযের ঘর তৈরী করে নিয়ে ছিলেন। তিনি তথায় নামায আদায় করে নিতেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা হযরত ছালেহ (আঃ)কে হত্যা করার জন্য পাহাড়ের গুহার দিকে চলল। তারা বলাবলি করতে লাগল যে, যখন তিনি নামায পড়ার জন্য এখানে আগমন করবে তখন আমরা তাঁকে হত্যা করব। তাঁকে হত্যা করে পরে তাঁর পরিবার পরিজন ও অনুসারীদিগকে হত্যা করব। এসব কথা বলাবলি করতে করতে তারা গুহার ভিতর প্রবেশ করল। এদিকে আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি বৃষ্টির ন্যায় পাথর বর্ষণ করলেন। তারা অবস্থা বেগতিক দেখে তথা হতে দৌড়ায়ে পলায়ন করতে চাইল। কিন্তু তা সম্ভব হল না। পাথরের আঘাতেই গুহার ভিতরেই মরে রইল। তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা জানতে পারল যে, তাদের সাথে কিরূপ আচরন করা হয়েছে।

অতঃপর পরের দিন বৃহস্পতিবার সকালে হযরত ছালেহ (আঃ)এর কথা মোতাবেক তাদের সকলের মুখমণ্ডলের বর্ণ হলুদ হয়ে গেল। এটা আযাবের প্রথম নিদর্শন। কিন্তু আযাবের এ নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পরও তারা সতর্ক হল না। আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান এনে নিজেদের অপরাধ হতে ফিরে আসে নেই। বরং হযরত ছালেহ (আঃ)এর প্রতি তাদের হিংসা ও গোস্বা আরও অধিক বৃদ্ধি পেল। তাই সম্প্রদায়ের সকলেই হযরত ছালেহ (আঃ)কে হত্যা করার সুযোগ সন্ধান করতে লাগল।

শুক্রবার সকালে ঘুম হতে জেগে সকলে নিজ নিজ মুখমণ্ডল লাল দেখতে পেল। আর তৃতীয় দিন অর্থাৎ শনিবার সকালে একে অপরের মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখতে পেল। অবশেষে সকলেই নিজেদের জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ল। এখন শুধু আযাবের অপেক্ষা। কেমন আযাব আসবে? কোন দিক হতে আসবে? কোন সময় আসবে? এভাবে শনিবার কেটে রাত্রিও শেষ হয়ে গেল। পরের দিন রবিবার সকালে যখন সূর্য উদিত হয়ে পূর্ণভাবে আলো বিকিরণ করতে ছিল তখন যমীর নিচের দিক হতে ভয়ানক ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। সম্প্রদায়ের সমস্তলোক জ্ঞান শুন্য হয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগল। এমতাবস্থায় আকাশ হতে এক বিকট আওয়াজ ধ্বণিত হল। ফলে সকলেই ঝড়ে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করল। সমস্ত এলাকা স্তব্ধ হয়ে গেল। মানুষের কোলাহল একমুহূর্তে থেমে গেল।

ছামুদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর হযরত ছালেহ (আঃ) চার হাজার স্বীয় অনুসারীদেরকে সাথে নিয়ে এ স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে চলে গিয়েছেন বলে

www.pathagar.com

তাফসীরকারকগণ অভিমত পেশ করেছেন। তবে তিনি কোথায় চলে গিয়েছেলেন এ সম্পর্কে ওলামাদের মতামত বিভিন্ন।

তফসীরে খাযেনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ছালেহ (আঃ) ফিলিস্তিনে রমলা নামক এলাকায় বসবাসের জন্য চলে গিয়েছিলেন। কেননা উক্ত এলাকা হেজর শহরের নিকটেই অবস্থিত। অধিকন্তু এটা শস্যশ্যামল ও ফল উৎপাদনের এলাকা। গৃহপালিত পশু চড়াবার উপযুক্ত ঘাস, ক্ষেত ও এদের পানি পান করানোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও রয়েছে। এজন্য অনেকের ধারনা হল যে, তিনি শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তিনে বসবাস করেছেন। কারও কারও মতে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর চার হাজার অনুসারীসহ ইয়ামেনের কাছে হাদ্রামাউত এলাকায় চলে যান। কারণ এটাই তাঁদের আসল বাসস্থান। সেখানে একটি কবর রয়েছে। অনেকে মনে করেন যে., এটাই হযরত ছালেহ (আঃ)এর কবর।

সাইয়েদ আলুসী (রহঃ) বলেন যে, ছামুদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর তিনি মক্কায় চলে যান এবং সেখানে বসবাস করেন। পবিত্র মক্কা শরীফেই তিনি ইন্তিকাল করেন। কাবা শরীফের পশ্চিম দিকে হরম শরীফের ভীতরেই তাঁর কবর রয়েছে।

www.pathagar.com

হযরত শোয়েব (আঃ)

বংশ পরিচয়

হযরত শোয়েব (আঃ) হযরত ছালেহ (আঃ) এর বংশোদ্ভুত নবী ছিলেন। অবশ্য তাঁকে হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহর (আঃ) এর বংশোদ্ভুত নবী বলেও বলা হয়ে থাকে। কেননা তিনি পারস্যের অন্তর্গত মাদইয়ান নগরীর নবী ছিলেন। মাদইয়ান নামকরণ হয়েছিল এভাবে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর এক পুত্রের নাম ছিল মাদইয়ান। আর সে মাদইয়ানের বংশোদ্ভুত নবী ছিলেন হযরত শোয়েব (আঃ)। এদিক বিচার করে হযরত শোয়েব (আঃ)কে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশোদ্ভুত নবী বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

হযরত শোয়েব (আঃ) এর পিতা ছিলেন ফাহমিল। ফাহমিলের পিতা ছিলেন এছজার। এছজারের পিতা ছিলেন মাদইয়ান এবং মাদইয়ান ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)এর পুত্র।

হযরত শোয়েব (আঃ) নবীদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সুললিত। তিনি ভাষাজ্ঞানেও যথেষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। নিজ দেশের ভাষা ব্যতীত অন্যান্য বহু দেশের ভাষায়ও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। অত্যন্ত বিশুদ্ধ ভাষায় তিনি ওয়াজ করতেন। এজন্য আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত শোয়েব (আঃ)কে খতীবুল উম্মত বা নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বক্তা নামে আখ্যাদান করেছিলেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত শোয়েব (আঃ)কে তাঁর নিজের কওমের মধ্যে ধর্ম প্রচার করতে পাঠায়েছিলেন। কারণ ঐ যমানায় তাথাকার লোকগণ বিভিন্ন গুনায় লিপ্ত হয়েছিল। একটি মারাত্মক অন্যায় কাজ করত তাদের মধ্যে বিক্রেতাগণ ক্রেতাগণকে মাপে কম দিয়ে তাদের নিকট হতে পুরাপুরি মূল্য আদায় করত। তা ছাড়া মাদইয়ানবাসীগণ দেশে জালমুদ্রা তৈরী করত। ঐ সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে তখন চুরি, ডাকাতি ও লুণ্ঠনাদি ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল। আর ধর্মের দিক দিয়ে কওমের লোকগণ প্রায় সকলেই দেব-দেবীর মূর্তিপূজা করত। আল্লাহ পাককে তারা মানত না। তারা আল্লাহ পাকের নাখুশী ও শাস্তির ভয়ও করত না। হযরত শোয়েব (আঃ) এ ধরনের অসৎ ও পাপচারী লোকদের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)এর ধর্ম প্রচার করতেন। তাদেরকে তিনি

www.pathagar.com

এরূপ নছিহত করতেন যে, তারা যেন মাল ক্রয়-বিক্রয় করার সময় কাউকে মাপে কম না দেয় । কেনান এটা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে কঠিন আযাব অবতীর্ণ হবার কারণ।

হযরত শোয়েব (আঃ)এর নসিহত ও হেদায়েতের ফলে বেশ কিছু সংখ্যক লোক সৎপথ অবলম্বন করে ধর্মকর্মে যথারীতি মনোনিবেশ করল। কিন্তু অধিক সংখ্যক লোকই তাদের কুপথ পত্যিাগ করল না। উপরন্তু অন্যান্য লোককে এরূপ বলতে লাগল, তোমরা কেউই শোয়েবের নিকটবর্তী হইওনা। সে যা বলে তার প্রতি আমল করিও না। আমাদের মাল ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে আমরা যেমন ইচ্ছা তেমন করি। তাতে তাঁর উপদেশ দেয়ার কি অধিকার? সে কি আমাদের কোন রাজা বাদশাহ যে আমাদেরকে তাঁর উপদেশ শুনতে হবে?

হযরত শোয়েব (আঃ) এ সকল কথা শুনেও তাদের প্রতি রাগ না হয়ে বরং বলতে লাগলেন দেখ, তোমরা হযরত নূহ (আঃ), কওমে আদ; হযরত ছালেহ (আঃ), হযরত হুদ (আঃ) এবং কওমে লুতের যমানার ঘটনাগুলির কথা স্মরণ কর যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে কি কঠিন গজব নাযিল হয়েছিল। এখনও সময় আছে, এতদিন যা করে আসছ, আল্লাহ্ পাকের দরবারে তওবা করে ক্ষমা ভিক্ষা করে ভবিষ্যতের জন্য পরিশুদ্ধ এবং বিপদমুক্ত হয়ে যাও। এখনও আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান এনে খাঁটি ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ কর।

হযরত শোয়েব (আঃ)এর এ সমস্ত উপদেশ তাদের শরীরে আগুন জালায়ে দিল। তারা তাঁকে ভয় দেখায়ে বলল যে, তোমাকে আমরা বার বার নিষেধ করেছি, এ ধরনের বাজে কথা নিয়ে আমাদের নিকট আসবে না। কিন্তু তুমি কিছুতেই বিরত হচ্ছ না। আবার তোমাকে সাবধান করে দিলাম। এরূপ বৃথা উপদেশ প্রদান করতে এসে তুমি অকালে তোমার প্রাণটি হারায়ো না। তাদের এ ধরনের কথা শুনে হযরত শোয়েব (আঃ) তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় একদা ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) তাশরীফ এনে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার অবাধ্য কওমের প্রতি আল্লাহ্ পাক শিঘ্রই গজব নাযিল করবেন। আপনি আপনার অনুসারী ও তাওহীদ পন্থী লোকগণকে নিয়ে এদেশ হতে অন্যত্র চলে যান।

হযরত জিব্রাইল (আঃ)এর পরামর্শানুযায়ী হযরত শোয়েব (আঃ) স্বীয় ধর্মভীরু পরিবার ও তাঁর ভক্ত অনুসারীদেরকে নিয়ে দেশ ত্যাগ করলেন। তা

www.pathagar.com

দেখে আল্লাহ্ পাকের অবাধ্যচারীগণ তাঁদেরকে উপহাস করতে করতে বলল, কি হে শোয়েব! আমাদেরকে নানারূপ মিথ্যা ভয়ভীতি দেখায়ে শেষ পর্যন্ত নিজেই লোকজন নিয়ে আমাদের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালায়ে যাচ্ছ?

হযরত শোয়েব (আঃ) জবাবে বললেন, আমি পলায়ন করতেছিনা বরং আল্লাহ্ পাকের নির্দেশেই দেশ ত্যাগ করতেছি। কেননা এদেশে শীঘ্রই আল্লাহ পাকের গজব এসে পড়বে। তাঁর জবাব শুনে বিধর্মীরা আরও বেশী পরিমাণে বিদ্রুপ ও উপহাস করে হাসাহাসি ও করতালি দিয়ে বলাবলি করতে লাগল যে, দেখ শোয়েব এখনও আমাদেরকে মিথ্যা গজবের ভয় দেখাচ্ছ।

হযরত শোয়েব (আঃ) তাদের কথায় কোন জবাব না দিয়ে তাঁর লোকজন নিয়ে তিনি উক্ত শহর হতে সামান্য দূরে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন, তাঁর সাথে সর্বমোট এক হাজার সাতশত লোক ছিল।

হযরত শোয়েব (আঃ) যেদিন দেশ ত্যাগ করলেন সেদিনগত রাত্রটি কোন রকম কাটালেন। পরের ভোরেই আল্লাহ্ পাকের গজব এসে উপস্থিত হল। দোজখ হতে আগুনের কিছু তাপ ফেরেশতাগণ ঐ দেশে পৌঁছালেন, তাতে সারাদেশ আগুনের মত উত্তপ্ত হয়ে গেল। ঘর-বাড়ী, পথ-ঘাট, মাঠ-প্রান্তর সবই ভীষণ উত্তাপে মানুষ দাড়াবার অযোগ্য হয়ে পড়ল। লোকগণ আগুনে উত্তাপে ঘরে টিকতে না পেরে দৌড়ে ঘরের বাইরে বের হয়ে মাঠে গেল। মাঠেও একই অবস্থা, বৃক্ষলতা পরিপূর্ণ। বাগানের অবস্থাও তদ্রুপ। মাটির উপর পা রাখা যায় না। ফোস্কা পড়ে যায়। বৃক্ষ লতার উপর হাত রাখলে হাত পুড়ে যায়। নদী–নালা, পুকুর–কূপের পানি গরমে টগবগ করে ফুটতে লাগল। বহু লোক পাগলের ন্যায় দিশেহারা হয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে শেষ পর্যন্ত যমিনে উপরে পড়ে প্রাণ হারাতে লাগল। এমনি অবস্থায় হঠাৎ আকাশে কাল মেঘের আবির্ভাব হল। সবদিকেই মেঘ দেখা গেল। লোকগণ মনে করল যে, এ মেঘের নীচে আরাম মিলবে ও শীঘ্রই বৃষ্টি নেমে দেশ শীতল হয়ে যাবে। এরূপ মনে করে বিধর্মীগণ দৌড়ায়ে ঐ মেঘের ছায়ায় আশ্রয় নিতে লাগল। তাতে তারা আরও বিপদগ্রস্থ হল। তাতে তারা মরে যেতে লাগল।

এমনি অবস্থায় ফেরেশতা জিব্রাঈল এসে এমন ভীষন আওয়াজ দিলেন যে, তাতে সমস্ত লোকজন মৃত্যু মুখে পতিত হল।

www.pathagar.com

এভাবে অল্পক্ষণের মধ্যেই সমগ্র এলাকাটি প্রাণশূন্য একটি নির্জন মরুভূমিতে পরিণত হয়ে গেল।

আল্লাহ্ পাকের গজব সমাপ্তির পর হযরত শোয়েব (আঃ) আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্ পাক! আমি এখন এখানে বসবাস করব, না শহরে চলে যাব? আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে নির্দেশ হল, হে শোয়েব! তুমি এখন তোমার অনুসারীদেরকে নিয়ে শহরে চলে যাও।

হযরত শোয়েব (আঃ) আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে শহরে ফিরে এসে দেখতে পেলেন যে, তিনি তাঁর যে সকল মুমিন উম্মতদিগকে সাথে নিয়ে শহরের বাইরে গিয়েছিলেন তাদের ঘর-বাড়ী সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রয়েছে। কেবলমাত্র আল্লাহ্র অবাধ্য বিধর্মী লোকদের ঘরবাড়ীগুলি পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে।

অতঃপর মুমিন উম্মতগণ তাঁদের নিজ নিজ ঘর-বাড়ীতে বসবাস শুরু করলেন। কিছুদিনের মধ্যে ধবংস প্রাপ্ত মাদইয়ান নগরী আবার সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

এ ভীষণ ধ্বংস কাণ্ডের পর হযরত শোয়েব (আঃ) তাঁর কওমের মধ্যে পুনরায় বার বছর ধর্ম প্রচার করে ছিলেন। তাঁর কওমটি এভাবে ধবংস হয়ে যাওয়ার ফলে মাঝে মাঝে প্রায়ই তিনি আল্লাহ্ পাকের দরবারে খুব করে কান্নকাটি করতেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চক্ষু দু'টি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

একদা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এসে বললেন, হে আল্লাহ্ পাকের নবী! আপনি কেন এত কান্নাকাটি করতেছেন? যদি আপনি আপনার চক্ষের মায়ায় কান্নাকাটি করেন, তবে আল্লাহ্ পাক তা ভাল করে দিবেন। আর যদি অন্য কোন কারণে কান্নাকাটি করে থাকেন তা হলে আল্লাহ্ পাক তাও পুরা করে দিবেন। আর যদি দোজখের ভয়ে কান্নাকাটি করে থাকেন, তবে কান্নাকাটি বন্ধ করুন। কেননা আল্লাহ্ পাক আপনার জন্য দোজখ হারাম করে দিয়েছেন। আর যদি আপনি দুনিয়াবী কোন কারণে কান্নাকাটি করে থাকেন, তবে কান্নাকাটি বন্ধ করুন। কেননা আপনার যে কোন আকাঙ্খা আল্লাহ্ পাক পূরণ করে দিবেন।

হযরত শোয়েব (আঃ) বললেন, ভাই জিব্রাঈল! ওসব কিছুই আমি চাই না। আমি শুধু আল্লাহ্ পাকের দীদার কামনা করি। আল্লাহ্ পাক যেন আমার এ বাসনা পূরণ করেন।

ফেরেশতা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরত শোয়েব (আঃ)এর এ আকাঙ্খার কথা আল্লাহ্ পাকের দরবারে পেশ করলে আল্লাহ্ পাক তাঁকে বললেন, জিব্রাঈল!

www.pathagar.com

তুমি শোয়েবকে জানায়ে দাও, রোজ কিয়ামতে অবশ্যই আমি তাঁর বাসনা পুর্ণ করব।

ইন্তেকাল

ফেরেশতা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ পাকের এ ওয়াদার কথা হযরত শোয়েব (আঃ)কে জানায়ে দিলেন। তা শুনে হযরত শোয়েব (আঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাঁর মনের চিন্তা দুর করলেন।

এরপর হযরত মুসা (আঃ) হযরত শোয়েব (আঃ) এর নিকট আগমন করে কিছুদিন তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করে বিদায় হয়ে গেলেন।

কথিত আছে যে, হযরত শোয়েব (আঃ) অন্ধ অবস্থায় বার বছর জীবিত ছিলেন। তিনি দু'শত বিশ বছর জীবিত ছিলেন। হযরত মূসা (আঃ) তাঁর নিকট হতে বিদায় হবার পর সাত বছর চার মাস জীবিত ছিলেন। কোন কোন তাফসীরকারকদের মতে মূসা (আঃ)এর নবুয়ত লাভের চার বছর পর হযরত শোয়েব (আঃ) পরলোক গমন করেন।

তাঁর দাফণ কার্য সমাধা হয়েছিল শাম এর কোন এক স্থানে।

www.pathagar.com

হযরত আছিয়া

হযরত আছিয়ার পূর্বপুরুষ

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বারবার একটি প্রাচীন বংশের নাম উল্লেখ করেছেন। সে বংশের নাম বনী ইসরাইল। আমরা যে মহীয়সী রমণীর জীবন ঘটনা লিখতে যাচ্ছি তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন এ বংশেরই লোক। অতি প্রসিদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী এ বংশ হতে দুনিয়াতে বহু নবী ও রাসূলের উদ্ভব হয়েছিল। মহান নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন এ বংশেরই আদি পুরুষ। তাঁর প্রথমা পত্নী বিবি ছারার গর্ভজাত পুত্র ছিলেন নবী এসহাক (আঃ)। তাঁর পুত্র ছিলেন নবী ইয়াকুব (আঃ)। এ ইয়াকুব (আঃ)-এর অপর নাম ছিল ইসরাইল (আঃ) এবং এ ইসরাইল (আঃ) এর বংশধরগণই দুনিয়াতে বনী ইসরাইল নামে পরিচিত। বিবি আছিয়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন মিশর দেশে। কিন্তু তাঁর পুর্বপুরুষ নবী ইয়াকুব (আঃ) ছিলেন কেনানের অধিবাসী। তবে নবী ইয়াকুব বা ইসরাইলের বংশ বিস্তার মিশরে ঘটেছিল।

হযরত আছিয়ার জন্মলাভ

যে সময়ের কথা বলতে যাচ্ছি, তখন মিশর রাজ্যে মোজাহাম নামে বনী ইসরাইল বংশে জনৈক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শিক্ষা-দীক্ষা, চরিত্র এবং জ্ঞান-বুদ্ধি সর্ববিষয়ে দেশের ভিতরে যোগ্য এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। খোদার অসীম কৃপায় তাঁর পত্নীও যেমন বিদূষী তেমন সতী সাধ্বী ও বুদ্ধিমতি রমণী ছিলেন। এরা কেবল পার্থিব বিষয় ও বুদ্ধিতেই নয় ধর্ম-কর্মেও অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের লোকগণ এ দু' ব্যক্তিকে যারপর নেই মান্য করত। কেবলমাত্র তারাই নয় পরম শত্রু কিবতী লোকেরাও এ দু' ব্যক্তিকে অতিশয় মান্য এবং শ্রদ্ধা করত। আর্থিক অবস্থা এদের মোটামুটি ভালই ছিল। সুতরাং এ দম্পতি যুগল খোশ হালেই জীবন-যাপন করছিলেন। সর্বোপরি এদের বৈশিষ্ট ছিল এ যে, মোজাহাম ছিলেন স্বয়ং হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জনৈক বৈমাতৃয় ভ্রাতা 'লেবির' বংশোদ্ভূত লোক এবং তাঁর পত্নীও ছিলেন ইউসুফ (আঃ) এর অন্যতম ভ্রাতার বংশোদ্ভূতা মহিলা। এ কারণে তাঁদের উভয়ের মিশরে যথেষ্ট প্রতি বৈরীভাব প্রদর্শন করিলেও এ দম্পতির প্রতি তেমন খারাপ আচরণ কখনই করত না; বরং কিছুটা সম্ভ্রম করে চলত।

দম্পতি যুগলের বিবাহের পরে বেশ কিকছুদিন অতিবাহিত হল কিন্তু এদের কোন সন্তান সন্ততি ভূমিষ্ঠ হল না। এতে তাঁরা উভয়ে প্রথম দিকে তেমন অশান্তি

www.pathagar.com

ভোগ না করলেও কিছুদিন পরেই তাঁদের মানসিক অশান্তির বিকাশ ঘটল। তাঁদের পরিবারে সুখের অভাব নেই। সমাজে তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব, মান-সম্মান সকলই বিদ্যমান কিন্তু একটি সন্তানের অভাব তাঁদেরকে পীড়া দিতে আরম্ভ করল।

এ অভাবের কারণ যে কে স্বামী-স্ত্রীর কার দোষে যে তাঁরা একটি সন্তান লাভ করছেন না; তা নিয়ে উভয়ের ভিতরে মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। মোজাহাম একদা পত্নীকে বললেন, "দেখ তোমার মত হতভাগিনীকে গৃহে এনে বোধ হয় আমার বংশই লোপ পেল। নতুবা এতদিন হয় বিবাহিত হলাম অথচ একটি সন্তানের মুখ আজ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। এজন্য মনের ভিতরে কত যে অশান্তি ও দুঃখ নিয়ে কাল কাটতেছি তা তুমি বুঝবে না। আমার মন কি বলছে, তা তুমি জান? তুমি না হয়ে আর কেউ যদি আমার পত্নী হত তবে হয়ত আল্লাহ নিশ্চয়ই এত দিনে আমাকে একটি সন্তান দান করতেন। "

স্বামীর নিকট এরূপ কথা শ্রবণ করে কোন রমণীরই নীরব হয়ে থাকা সম্ভব নয়। এরূপ কঠিন মন্তব্য অন্য যে কোন লোকের মুখে শুনে তা হজম করে নেয়া চলে কিন্তু স্বামীর মুখের এরূপ কথা নারীদের মনে ভীষণ আঘাত হানে। মোজাহাম পত্নীও মনে ব্যাথা পেলেন। ইচ্ছা হল, মুখের উপর বলে ফেলেন, "সন্তান না হওয়ার দুঃখ আমার হৃদয়েও সামান্য নহে। আপনার মত দুর্ভাগা পুরুষের গৃহে না এসে যদি অন্য কারও গৃহে যেতাম, হয়তবা এতদিনে নিশ্চয়ই আমি সন্তান লাভ করতাম।" কিন্তু সতী নারীগণ এরূপ কখনই বলে না। এটা তাদের বলার কথা নয়। তাই মনের এ কথা মনের ভিতরই চেপে রেখে নির্জীবভাবে মৃদুকণ্ঠে বললেন, "স্বামী! নিশ্চয়ই আমি ভাগ্য বিড়ম্বিতা নতুবা এরূপ হবে কেন? আপনি আর একটি বিবাহ করে অন্য স্ত্রী গৃহে আনুন।" কথাটা বললেন, কিন্তু মোজাহাম-পত্নীর কণ্ঠস্বরে মর্মবেদনার তীব্র দহন ফুটে উঠল। মোজাহাম তা স্পষ্টরূপেই অনুভব করলেন। পত্নীর এ হৃদয়ের আঘাত বুঝতে পেরে সহসা তাঁর হুঁশ হল, এ প্রকার কথার দ্বারা অবলা নারীকে ব্যথা দেয়া তাঁর ঠিক হয় নেই। জবাবে পত্নী যে কথা বললেন, তা তাঁর অন্তরের কথা নয়, তা নারীদের প্রচণ্ড অভিমানেরই বহিঃপ্রকাশ। অতএব তিনি তন্মুহূর্তে প্রিয় পত্নীর কণ্ঠের উপর হস্ত রেখে স্নিগ্ধস্বরে বললেন, "প্রিয়তমা! তোমার মত ভার্যা থাকতে অন্য নারীর পাণিগ্রহণ করা যে কোন নরের পক্ষে নির্বুদ্ধিতা। সন্তান দ্বারা কি লাভ হবে? আল্লাহর যদি ইচ্ছা না থাকে, সন্তানের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ কথা সত্য জানিও তোমার মত রমণী রত্নের স্বামী হয়ে সত্যই আমি ধন্য হয়েছি। এ

www.pathagar.com

সংসার আমার নিকট স্বর্গের মত মনে হচ্ছে। আমি একটু পূর্বে যে কথাটি বলেছি তাতে তোমার মনে ব্যথা পাইও না। ও কথা আমার হৃদয়ের কথা নয়, কেবল মাত্র তোমার সাথে রহস্যচ্ছলে বলছিলাম।

স্বামীর এরূপ অকপট সান্তনা এবং প্রবোধদানে মুহূর্তে তাঁর পত্নীর মন হালকা হয়ে গেল। দু' চোখে তাঁর দু'ফোটা অশ্রু মুক্তার মত চিক চিক করে উঠল। মোজাহাম তা স্বীয় হস্তে পরম যত্নে মুছে দিলেন।

এ ঘটনার কিছুদিন পর একদা রাত্রে মোজাহাম-পত্নী স্বামী সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, ওগো! আপনার কাছে একটি সংবাদ দিতে আসছি।

মোজাহাম বললেন, এমন কি সংবাদ প্রিয়তমা!

পত্নী কথাটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সহসা মুখে তা' বেঁধে গেল। মোজাহাম অতি উৎসুক চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাই পত্নী আবার অনেক কষ্টে চোখের দৃষ্টি আনত করে অস্ফুট স্বরে বললেন, "এ মাসে আমার যে রক্তঃস্রাব হল না। শরীরও কেমন যেন ভার বোধ হচ্ছে।" এটা যে কিসের ইঙ্গিত মোজাহাম তা বুঝতে পেরে স্মিত হাস্যে বললেন, তবে এতদিনে আল্লাহ হয়ত আমাদের প্রতি দয়া করলেন। এবার লজ্জা পেয়ে পত্নীর দৃষ্টি আরও বেশী আনত হয়ে পড়ল।

দেখতে দেখতে নয় মাস অতীত হয়ে গেল। মোজাহাম পত্নী এখন দশম মাসের অন্তঃসত্ত্বা। গৃহের কাজ-কর্ম কিছুই করেন না। অধিকাংশ সময় তিনি শয্যায় কাটিয়ে দেন। কর্মব্যস্ত মোজাহামও বেশী পত্নীর কাছে আসতে পারেন না। একদা তাঁর কাজকর্মের অবসরে তিনি পত্নীর শয্যার পার্শ্বে এসে বসলেন এবং পত্নীর কাছে তাঁর শারীরিক কুশল বার্তা জিজ্ঞেস করলেন।

পত্নী বললেন, তাঁর দেহ অতিশয় দুর্বল বোধ হচ্ছে এবং অত্যন্ত ভয় হচ্ছে। মোজাহাম তাঁকে নির্ভয় এবং সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, প্রিয়তমা! একটি বিষয় আমার কেবলই ভাবনা হচ্ছে তা কি বলতে পার?

পত্নী বললেন, তা কি বলুন না শুনি?

মোজাহাম বললেন, যদি আল্লাহ্ আমাদের কন্যা দান করেন তবে যে ভীষণ বিপদের কথা। কিবতবীগণের আচরণ তো দেখতেই পাচ্ছ!

পত্নী এর জবাবে বললেন, এরূপ চিন্তা সর্বক্ষণ আমার মনেও উদয় হচ্ছে এবং সেজন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের পুত্র সন্তান দান করেন। মোজাহাম বললেন, দিবা নিশি এ একই প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে আমিও জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

কিন্তু সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার মর্জী তাঁর বান্দাগণের বাসনা ও কামনার ঠিক অনুরূপ হয় না। অবুঝ মানুষগণ এমতস্থলে বিরূপ ব্যাখ্যা করে। নিরাশ হয়ে পড়ে। কেউবা হয়ত মর্ম বেদনায় অস্থির হয়ে যায়। কিন্তু মর্জী তার ভিতরে গূঢ় রহস্য থাকে। বাহ্য দৃষ্টি দ্বারা সমূহ ক্ষেত্রে উহাকে বান্দার অনুকূল রূপে মনে না হলেও উহার যে প্রয়োজন আছে, উহার ভিতরে আল্লাহ তায়ালার কোন যে গোপন উদ্দেশ্য আছে তা অজ্ঞ মানুষগণ যথাস্থানে অনুভব করে। মোজাহাম দম্পতি ঠিক এমন একটি ঘটনার শিকার হলেন। তাঁদের মনের বাসনা পূর্ণ হল না। তাঁদের একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হল কিন্তু পুত্র হল না। তাঁরা একটি কন্যা সন্তান লাভ করলেন।

এতে প্রথমতঃ তাঁদের মন দমে গেলেও স্বামী-স্ত্রী দু-জনই ধার্মিক এবং জ্ঞানী ছিলেন। তাই আল্লাহর এ দানকে তাঁরা অবহেলা করা পাপ মনে করলেন এবং মনের কালিমা ঝেড়ে মুছে অচিরেই শিশু কন্যার প্রতি স্নেহশীল হলেন।

বাল্য জীবন

মোজাহাম দম্পতিকে আল্লাহ তায়ালা পুত্র দান করলেন না ঠিকই, তবে যে অপূর্ব সুন্দরী কন্যাটিকে দিলেন, তা দেখে তার জনক-জননীর চক্ষু জুড়িয়ে গেল। এমন সুন্দর শিশু কেউ কোনদিন দেখে নেই, কেউ কোনদিন কল্পনাও করে নেই। শিশুর গঠন ও সৌন্দর্যের কথা পাড়া-প্রতিবেশীগণ শুনতে পেয়ে দেখার জন্য ছুটে আসল। দেখে সকলেই বলল, শিশুর জনক-জননী সত্যই ভাগ্যবান। সাত পুরুষের পুণ্যের ফলেই এমন সন্তান হয়। বেশী সন্তানের প্রয়োজন কি, একটি সন্তান লাভ করেই এদের জীবন ধন্য হয়েছে।

দিন যেতে লাগল। একটু একটু করে কন্যা আছিয়াও বড় হতে লাগলেন। পিতা ধার্মিক তদুপরি বিদ্বান। মাতাও বিদুষী এবং বুদ্ধিমতী ও পরম ধার্মিকা। অতএব তাঁদের একমাত্র আদরের সন্তানকে তাঁরা মনের মত গড়ে তুলতে লাগলেন। কন্যার মুখে বাক্যস্ফুরণ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মাতা পিতা দু'জনেই তাঁকে শিক্ষা দীক্ষা প্রদান আরম্ভ করে দিলেন। শিক্ষা দানের ভার নিলেন জনক এবং চরিত্র গঠনের দায়িত্ব নিলেন জননী। ফলে দু'জনের চেষ্টা যত্নে বালিকা আছিয়া শিক্ষা-দীক্ষা, চরিত্র এবং জ্ঞান বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধার্মিক পিতা ও ধার্মিকা মাতার তত্ত্বাবধানে তিনি ধর্মজ্ঞানেও বিভুষিতা হলেন। পিতা মোজাহাম তাঁকে বাল্যকালেই কয়েকখানি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়ে ধর্ম বিষয়ে গভীর জ্ঞান দান করলেন। ফলে অতি অল্প বয়সেই তিনি ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্টা হয়ে পড়লেন।

www.pathagar.com

বালিকা আছিয়ার সৌন্দর্য এবং রূপের প্রচার পূর্বেই হয়েছিল। এবার তাঁর গুণের সুনামও দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। কন্যা-গর্বে এবার তাঁর জনক জননীর বক্ষ ভরে গেল।

কাবুসের পরিচয়

বিবি আছিয়ার জন্মের প্রায় সাত আট বছর পূর্বের কথা। মিশরে তখন অতি ধনবান জনৈক কৃষক বাস করছিল। তার অপরিমিত জমি-ক্ষেত, গোলা ভরা শস্য এবং আস্তাবলে বহু সংখ্যক গো-মহিষ ছিল। দিবানিশি তার যমিনে ও খামারে অসংখ্য লোক কাজ-করত। সে সময় তদঞ্চলে তার মত অত বড় কৃষক আর কেউই ছিল না। কৃষি কার্য দ্বারা প্রতি বছর তার গৃহে অফুরন্ত ফসল উঠত। এটা সে মৌসুমে বিক্রয় না করে গোলাজাত করে রাখত এবং দেশে ফসলের দুর্মূল্য দেখা দিলে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করে অজস্র অর্থ উপার্জন করত। এভাবে সে দেশের জনৈক শ্রেষ্ঠ ধনীতে পরিণত হয়েছিল। উপার্জিত অর্থ সে আবার গচ্ছিত না রেখে উহা দ্বারা লগ্নী কারবার করত। দেশের আপামর ধনী-দরিদ্র প্রায় সকলকেই সে ব্যবসা-বাণিজ্যে বা অন্য ব্যাপারে অর্থদ্বারা সাহায্য করে তাদের নিকট হতে প্রতি বছরে বা মাসে মাসে সুদ হিসাবেও অনেক অর্থ উপার্জন করত। এভাবের অর্থের জোরে দেশের ভিতরে তার প্রতি-পত্তিও জন্মেছিল যথেষ্ট; কাজেই ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক লোকগণ তাকে সমীহ্ করে চলত।

বিবি আছিয়ার জন্মের প্রায় সাত আট বছর পূর্বে এ ধনবান কৃষকের একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হল। পুত্রটি লাভ করে সে অত্যন্ত খুশী হল এবং এ খুশীর আবেগে এ উপলক্ষে কিছু অর্থব্যয়ের মনস্ত করল। কতিপয় ঘনিষ্ট বন্ধু-বান্ধবের সাথে পরামর্শ করে স্বগ্রাম এবং চতুস্পার্শ্বস্থ্ দু' চার গ্রামের সকল লোককে নিমন্ত্রণ করা হল। এক নির্দিষ্ট তারিখে মহা ধুমধামে বিরাট একটি ভোজ-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। লোকেরা পরম তৃপ্তিতে ভোজন করে যে যার গৃহে ফিরে গেল। এ ভোজ উৎসবের দ্বারা ঐ কৃষকের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি পূর্বাপেক্ষাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল।

কৃষক ছিল কিবতী বংশীয় লোক। তবু সে তার ভোজ-অনুষ্ঠানে কিবতী এবং বনী ইসরাইলদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করেছিল। আর বনী ইসরাইল লোকগণও ইহা গ্রহণ করে ভোজনক্রিয়ায় শরীক হয়েছিল।

যে শিশুর জন্মোপলক্ষে ভোজ-অনুষ্ঠান করা হয়েছিল, তার নাম রাখা হল কাবুস। কাবুস দিন দিন বড় হতে লাগল। কাবুসের দৈহিক গঠন-আকৃতি এবং চেহারা অতীব উত্তম ছিল।

www.pathagar.com

কাবুসের সঙ্গ দোষ

কাবুসের পিতা ধনী কৃষকটি হৃদয়ে অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্খা পোষণ করছিল। অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞান বুদ্ধিরও অভাব রইল না। বনী ইসরাইলদের মান সন্মান এবং সুনাম দেখে তার মনে ঐরূপ যশ লাভ করার ইচ্ছা জেগেছিল। মনে মনে সে বনী ইসরাইলদের প্রতি কিছুটা ঈর্ষান্বিতও ছিল।

তার মনের উচ্চাকাঙ্খাকে সফল করে তোলার জন্য সে পুত্র কাবুসকে উচ্চ শিক্ষা দান করার জন্য বদ্ধপরিকর হল। নিজে সে তেমন লেখা পড়া না জানলেও পুত্রের শিক্ষার জন্য কতিপয় শিক্ষক নিযুক্ত করল এবং তাদের জন্য সে বহু অর্থ খরচ করতে আরম্ভ করল। শিক্ষকগণ কাবুসকে বিদ্যা শিখাবার জন্য যারপরনেই চেষ্টা করতে লাগলেন। এদের চেষ্টায় কৈশরে কাবুস কিছু শিক্ষা প্রাপ্তও হল। কিন্তু অচিরেই এক প্রবল বাধা এসে উপস্থিত হল যাতে তার শিক্ষা-দীক্ষা পণ্ড হয়ে গেল।

ধনী কৃষকের একমাত্র আদরের ধন কাবুসকে পিতা আহ্লাদ দিয়ে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। কাজেই বালক হলেও তার হস্তে সর্বদা পিতা অনেক অর্থ দিত। সে আপন ইচ্ছানুযায়ী উহা যথায় তথায় খরচ করত। ফলে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী শীঘ্রই তার অনেক বন্ধু জুটে গেল। যার নিকট অর্থ থাকে তার বন্ধু-বান্ধবের অভাব থাকে না। তারা আপনা হতে এসে জুটে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে স্বার্থপর ও দুশ্চরিত্র বন্ধুদেরই আবির্ভাব ঘটে বেশি। কাবুসের শিক্ষকগণ অবস্থা দেখে তার পিতাকে কাবুসের ব্যাপারে হস্ত কিছুটা সঙ্কুচিত করতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সে তাঁদের এ পরামর্শ গ্রহণ না করে পূর্বের মতই পুত্রের হাতে ব্যয়ের সুযোগ রেখে দিল। ফলে দেশের দুশ্চরিত্র ও লম্পট বালক এবং যুবকগণ তার নিকটে এসে ভিড় জমিয়ে দিল। তারা তাকে প্রতি মুহূর্তে অসৎকার্য ও অন্যায় আচরণে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল এবং আপাতমধুর বাক্যে ভুলিয়ে তাকে কুপথের দিকে নিয়ে চলল। এখন আর তার শিক্ষা বা শিক্ষকদের উপদেশাদির দিকে মনোযোগ রইল না। এতে তাঁরা তার সাথে কঠোর আচরণ করতে চাইলে সে তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার আরম্ভ করল।

শিক্ষকগণ দেখলেন, আর কাবুসের শিক্ষকতা করা চলবে না। অতএব তারা পিতার নিকট অবস্থা জানিয়ে বিদায় হয়ে গেলেন।

পিতার তখন শিক্ষকদের পরামর্শের কথা স্মরণ পড়ায় সে আফসুস করল যে, হায়! যদি তাদের কথামত পূর্ব হতে ব্যবস্থা করতাম তবে এরূপ ঘটত না। কিন্তু সুযোগ হারিয়ে পরে আফসুস দ্বারা কি লাভ হবে? পিতা পুত্রের সংশোধনের আর কোন পথ দেখল না।

www.pathagar.com

কাবুসের চরম অধঃপতন

কাবুস এতদিনে কৈশর অতিক্রম করতঃ যৌবনে পদার্পণ করছে। অসৎ বন্ধু-বান্ধব তার পূর্বাপেক্ষাও বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবারে তার ক্ষমতাও বেড়ে গিয়েছে। বৃদ্ধ জনক যুবক পুত্রের সাথে এখন আর তেমন জোর খাটাতে পারছে না। অতএব কাবুসের হাতে এখন আরও বেশী অর্থাগমের সুযোগ জুটছে। এ অর্থের দ্বারা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সে যা ইচ্ছে তাই করছে। মদ্যপান ও ব্যভিচার এখন তার নিত্যকার পেশা হয়ে পড়ছে। দেশের জনসাধারনের প্রতি কাবুসের পিতার দুর্জয় প্রভাব; সুতরাং তার পুত্রের এ যথেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করবে এমন কেউই নেই। দরিদ্র ও দুর্বল নাগরিকগণ মাতা, ভগ্নি ও স্ত্রীগণকে নিয়ে কাবুসের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। কোনদিন কার গৃহে অসৎ সঙ্গিগণসহ হানা দিয়ে সে কার সর্বনাশ ঘটাবে তার ইয়াত্তা নেই। বিশেষতঃ যাদের গৃহে সুন্দরী নারী বিদ্যমান তাদের আর ভাবনার শেষ নেই। কারণ ইতমধ্যেই সে দেশের অসংখ্য সুন্দরী যুবতীর সতীত্ব নাশ করেছে। তাকে কেউই বাধা দিতে পারে নেই যেহেতু দেশের সকল গুণ্ডা বদমায়েশগণকে অর্থের দ্বারা দলে ভিড়ায়ে নিয়েছে। তাদেরকে সকলেই মনে প্রাণে ভয় করে। তারা না ঘটাতে পারে এমন কিছুই নেই।

পুত্রের এহেন স্বভাবের ফলে পিতারও কিছুটা সঙ্কট দেখা দিল। সে লোকটি তেমন মন্দ ছিল না। স্বভাব চরিত্র ভালই ছিল। তাছাড়া নিজের বিপুল অর্থ সম্পদ দ্বারা বিভিন্ন প্রকারে লোকের সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়ে নিয়েছিল। কিন্তু তার পুত্রের এরূপ হীন আচরণে ক্রমে ক্রমে লোকগণ তার সাথে সংশ্রব কমিয়ে দিল।

তাদের ধারণা ছিল যে, পিতার কঠিন শাসন থাকলে কিছুতেই পুত্র এরূপ দুরাচার হয় না। শাসন না করে পিতাই তাকে এরূপ বানিয়েছে। অতএব তার পিতাও মোটেই ভাল লোক নয়।

ক্রমে ক্রমে লোকগণ তার নিকট গমনাগমন বন্ধ করে দিল। যারা তার নিকট হতে অর্থ নিয়ে ব্যবসা করতেছিল তাদের কেউ কেউ অর্থ উঠিয়ে দিল। অর্থ এবং যশ লোভী কাবুস জনক এ অবস্থায় প্রমাদ গণল এবং তার অন্তরঙ্গ সুহৃদগণকে ডেকে নিয়ে এ সমস্যার প্রতিকারের পরামর্শ চাইল।

প্রতিকারের উপায় স্থির

সুহৃদজনেরা সকলেই একবাক্যে বলল যে, তোমার এ সমস্যার কারণ হল তোমার পুত্রের অসৎ স্বভাব। সে-ই তো যত অনিষ্টের মূল। দেখ কিভাবে তার অসৎ স্বভাব পরিবর্তন করা যায়। তা না হলে সমাজে তোমার যতটুকু প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল, অবশ্যই তা নষ্ট হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

অতঃপর তারা এমন একটি উপায় উদ্ভাবনের পরামর্শে বসে গেল যা দ্বারা কাবুসের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। কেউ বলল, যে সকল দুশ্চরিত্র যুবকগুলি তার নিকট আসে, তাদের অভিভাবগণকে বলা হোক তারা যেন আপন আপন সন্তানদিগকে শায়েস্তা করে রাখে, যেন তারা কেউ কাবুসের কাছে না আসতে পারে। আবার এর জবাব স্বরূপ অন্য কেউ বলল যে, এ ব্যবস্থায় লাভ হবে না। কারণ এখন ওদের প্রতি গার্জিয়ানদের কোন হাত নেই। যদি তাই থাকত তবে কাবুসও তার পিতার অবাধ্য হতে পারত না।

একজন বলল, কাবুসকে এখন টাকা পয়সা দেয়া বন্ধ করে দাও যাতে তার হস্তে একটি পয়সাও ব্যয় না করতে পারে। এমন ব্যবস্থা করলে দেখবে আপনা হতে সে শায়েস্তা হয়ে যাবে।

কাবুসের পিতা বলল, যদি তাই পারতাম তবে আর তোমাদের ডাকছি কেন? এখন সে আমার কোন তোয়াক্কাই করে না। অর্থের প্রয়োজন হলে আপন ইচ্ছেনুযায়ী ফসল বেচে বা মক্কেলদের নিকট হতে আদায় করে যখন তখন যা ইচ্ছা উঠিয়ে দেয়। এতে বাধা দান করলে মারমুখী হয়ে উঠে।

এ কথা শুনে জনৈক বিজ্ঞ ও স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বলল– তোমাদের এ সকল বুদ্ধি কাজে আসবে না। কাবুসের পিতা! তুমি আমার একটি পরামর্শ গ্রহণ কর! অদৃষ্ট ভাল হলে হয়ত তাতে ফল দর্শিবে। দেখা যাচ্ছে তোমার পুত্র এখন মদ্য এবং ব্যভিচারেই বেশী অভ্যস্ত। মদ্যপান তার নিজস্ব ব্যাপার। এতে অপরের কিছু আসে যায় না কিন্তু ব্যভিচার দ্বারা সে অপরেরও সর্বনাশ ঘটায়। অতএব আপাততঃ তার এ কাজটিকে বন্ধ করতে পারলেই হয়। এজন্য আমার মনে হচ্ছে দেশের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী পাত্রী তাকে বিবাহ করায়ে দিলে তার এ স্বভাব হয়ত দুর হতে পারে।

কাবুসের পিতার নিকট এ পরামর্শ উত্তম মনে হল। অন্যান্য লোকগণও এটা পছন্দ করল। অতএব সকলেই এ সিদ্ধান্তের পরে পরামর্শ-সভা ভঙ্গ করল যে, কাবুসের পিতা পুত্র কাবুসকে শীঘ্রই এক অতি সুন্দরী পাত্রী বিবাহ করায়ে দিবে।

আছিয়ার যৌবনাগমন

আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছানুক্রমে বিবি আছিয়া তাঁর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেই এমন সৌন্দর্য লাভ করছিলেন যে, তিনি ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকগণকে সে অপূর্ব সৌন্দর্য দ্বারা তাক লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর দিনদিন তাঁর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য-রাশিও একই গতিতে বর্দ্ধিত হয়ে চলল। এখন যৌবন আগমনে তার সে অফুরন্ত সৌন্দর্যরাশি উজ্জ্বল চন্দ্রকেও হার মানায়ে দেয়।

www.pathagar.com

একদিকে তার এ অনুপম সৌন্দর্য, তার সাথে উচ্চস্তরের শিক্ষা-দীক্ষা, অপরিমেয় জ্ঞান-বুদ্ধি, পূতঃ পবিত্র স্বভাব-চরিত্র এবং নির্ভেজাল ধর্ম-কর্ম মিলিত হয়ে বিবি আছিয়াকে সারা মিশর রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠা রমণীতে পরিণত করল। তাঁর এ সুখ্যাতি সারা মিশর রাজ্যের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল।

আছিয়ার এ খ্যাতি তাঁর জনক-জননীর কাছে একদিকে যত খুশী ও গর্বের কারণ হল অন্যদিকে তত বিপদাশঙ্কা এবং দুঃখ ও চিন্তারও হেতু হয়ে দেখা দিল। সুখ ও গর্বের কারণ– এমন দুর্লভ কন্যা রত্নের জনক-জননী তাঁরা; কিন্তু বিপদাশঙ্কা, চিন্তা এবং দুঃখের কারণ এ যে, কিবতীগণের দুর্ব্যবহার তাঁরা যত্র-তত্র প্রত্যক্ষ করতেছেন। বিশেষতঃ সুন্দরী কন্যাদের মাতাপিতাগণ যেভাবে তাদের কাছে অপদস্থ এবং নাযেহাল হন তা দেখে শুনে তাদের মনে কোন প্রকারেই স্বস্তি থকতে পারে না। তদুপরি সম্প্রতি কাবুস এবং তার দুশ্চরিত্র সঙ্গীদের কথা শ্রবণ করে তারা অধিকতর চিন্তিত এবং শঙ্কিত ভাবে দিন কাটাচ্ছেন। অবশ্য কাবুসের এখনও তাদের গ্রামে আনা-গোনা আরম্ভ হয় নেই কিন্তু কন্যা আছিয়ার কথা কাবুসের দিক হতেও যে বিপদ আসতে পারে এ ভয়ে তারা আরও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন।

আল্লাহর লীলা সর্বত্রই একই ভাবে গভীর রহস্যময়। দুনিয়ার কাকেও তিনি নিরবিচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তি প্রদান করেন নেই। একদিক দিয়ে হয়ত কাউকে অফুরন্ত শান্তি-তৃপ্তি প্রদান করে আর একদিকে এমন অবস্থা ঘটিয়ে দেন যাতে তার অশান্তি ও অতৃপ্তির জ্বালা পোহাতে হয়। এটা দুনিয়ার চিরন্তন রীতি। অস্থায়ী পার্থিব জীবনের বৈশিষ্ট্যই এটা। নিরঙ্কুস শান্তি ও নিরুদ্বিগ্নতা পারলৌকিক বস্তু। অতএব উহা পরকালে মিলবে, এ জগতে নয়।

বিবি আছিয়ার পিতা মোজাহামও এ চিরনতন রীতির শিকার হলেন। এতদিন তিনি পরম সুখ ও শান্তির মাঝে মনে মনে যে বিপদাশঙ্কায় উদ্বিগ্ন ছিলেন এবার সে বিপদই তাঁর সম্মুখে হাজির হল। অবশ্য তাঁর ধারণার সাথে তার বাস্তবরূপের কিছুটা ব্যবধান দেখা গেল।

কন্যা আছিয়ার যৌবন আসার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্থান হতে পাণি প্রার্থীদের প্রস্তাব আসতে লাগল; কিন্তু সত্যি বলতে কি আছিয়ার মত যোগ্য পাত্রীর উপযুক্ত প্রস্তাব কোনটিই ছিল না। তাই পিতা মোজাহাম একে একে প্রস্তাবগুলি বাতিল করে দিলেন। ঠিক এমনি সময় জনৈক ঘটক তাঁর সকাশে নতুন একটি প্রস্তাব নিয়ে আসল।

www.pathagar.com

কাবুসের বিবাহ প্রস্তাব

পাঠকগণ অবশ্য ভুলে যান নেই যে, কাবুসের অসৎ স্বভাব দূরীকরণার্থে তার জনক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল- তাকে দেশের এক সুন্দরী পাত্রী বিবাহ করিয়ে দিবে। বনি ইসরাইল-কন্যা বিবি আছিয়ার কথা তার কানেও পৌঁছে ছিল। অতএব সে দু' কারণেই তাঁকে তার পুত্র বধুরূপে গৃহে আনতে উৎসুক হয়ে পড়ল। একটি কারণ এ যে, আছিয়া দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী আবার তেমনি বুদ্ধিমতি। অতএব তাঁকে বধুরূপে প্রাপ্ত হলে পুত্রের যে বদ অভ্যাস, তা দূর হবার আশা করা যায়।

দ্বিতীয় কারণ এ যে, তার নিজের চিরদিনকার উচ্চাকাঙ্খা সফল হতে পারে। বনি ইসরাইলগণ তাদের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক বা আত্মীয়তা স্থাপনে কোনদিন রাজী নহে, তবে যদি কোনরূপে সে তার গৃহে তাঁর কন্যা আনতে সমর্থ হয় তা হলে সমাজে তার মর্যাদা এবং প্রতিপত্তি অধিক বেড়ে যাবে। সুতরাং আর বিলম্ব না করে জনৈক ঘটক ডেকে কাবুসের বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে বিবি আছিয়ার পিতা মোজাহামের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিল। মোজাহাম সে দিন গৃহ হতে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে বাজারে গমন করেছিলেন। কাবুসের বিবাহ প্রস্তাব-বাহী ঘটকের সাথে পথিমধ্য মোজহামের বাজারেই সাক্ষাত হয়ে গেল।

ঘটক প্রথমে আনুষ্ঠানিক সম্ভাষণাদির পর মোজাহামকে বলল, জনাব! আমি আপনার কাছে বিশেষ একটি সংবাদ নিয়ে এসেছি, অনুমতি দিলে প্রকাশ করতে পারি।

মোজাহাম বললেন, কি এমন সংবাদ তা খুলে বল না? এবার ঘটক তার আগমনের কারণ ব্যক্ত করে বলতে আরম্ভ করল, জনাব, আপনি কাবুস নামক ছেলেটির কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। অবশ্য এ কথা সত্য যে, দেশে তার দুর্ণামটাই প্রচার হয়েছে। কিন্তু জানবেন, যার ভিতর মন্দ আছে তার ভিতর ভালও রয়েছে। ছেলেটির জ্ঞান বুদ্ধির অভাব নেই। লেখা-পড়াও কিছু জানে। তবে কতিপয় বখাটে এবং বদমাশ ছেলের পাল্লায় পড়ে সামান্য এদিক সেদিক ঘুরাফিরা করে। আসলে কিন্তু লোকগণ তাকে যত বেশী খারাপ বলে ভাবে ততটা মন্দ সে মোটেই নয়। ঐ কু-ছেলেগুলির সংসর্গ ত্যাগ করলেই সে দেশের একটি উত্তম ছেলেরূপে গণ্য হবে তাতে সন্দেহ নেই। এজন্যই তার জনক এখন এর একটি উপায় খুজতেছেন। তিনি নিশ্চিত যে, একটি উত্তম পাত্রী বিবাহ করিয়ে দিলে পুত্র কাবুস সত্যই পথে আসবে। তাঁর এ ধারণার সাথে আমরাও একমত। আর তজ্জন্যই তিনি আমাকে আপনার নিকটে প্রেরণ করেছেন। আপনার আছিয়া নাম্নী একটি শিক্ষিতা এবং সর্বগুণান্বিতা দুহিতা বর্তমান। কাবুসের পক্ষ হতে আপনার সে কন্যার বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি।

www.pathagar.com

ঘটকের মূল বক্তব্য শ্রবণ করে সহসা মোজাহাম যেন কেঁপে উঠলেন। মুহূর্তে তাঁর অন্তরে যেন কিসের আতঙ্ক উপস্থিত হল। মুখ মণ্ডলের স্বাভাবিকতা বিলীন হয়ে গেল।

অতি বিচক্ষণ এবং সজাগ ঘটকের তা দৃষ্টি এড়াল না। সুতরাং সে মোজাহাম কিছু বলার আগেই আবার তার বক্তব্য আরম্ভ করে দিল। দেখুন! কাবুসের পিতা সমাজের যথেষ্ট মান্য-গণ্য এবং প্রতিপত্তিশালী লোক। তার অপরিমিত ধন সম্পদ, ভূমি-ক্ষেত ও পুশুপালনের কথা দেশের সবাই জানে। তার তুল্য ধনি ব্যক্তি এ অঞ্চলে আর কেউ আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। যদি তার সাথে আত্মীয়তা সূত্রে আপনি আবদ্ধ হন তবে তার ঐ অর্থের দ্বারা আপনিও নানাভাবে উপকৃত হবেন। এরূপ ইঙ্গিত দিয়েই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। যদি প্রয়োজন মনে করেন তবে সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বাহ্নেই এরূপ কোন পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। তিনিও তাতে সন্তুষ্টচিত্তে রাজী থাকবেন। আমার বিবেচনায় আপনার এ সুবর্ণ সুযোগটি গ্রহণ করা উচিত।

ঘটকের শেষের এ প্রলোভনসুলভ বাক্য সমূহ মোজাহামের কর্ণেই পৌঁছে ছিল কিনা সন্দেহ ; যেহেতু তিনি ঘটকের মুখে মূল বক্তব্য শ্রবণ করে জড় পাথরের মত দশাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি সমস্ত ভাবনা চিন্তা এবং ধারণা-খেয়াল বিস্মৃত হয়ে মনে মনে শুধু একটি কথাই বার বার ওলট-পালট করছিলেন যে, তাঁর কন্যা আছিয়ার জন্য কাবুসের মত পাত্রের পক্ষ হতে বিবাহ প্রস্তাব আসল এবং তা' তার নিজের কানেই শুনতে হল? এমন যোগ্য কন্যার বর হবার উপযুক্ত পাত্র তো সারা মিশর খুঁজেও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। সেক্ষেত্রে এমন একটি লম্পট এবং দুশ্চরিত্রে যুবকের কাছে সে কন্যাকে বিবাহ দেয়ার কথা মনে কল্পনাও তো করা মুশকিল।

তাঁর মুখ হতে কোন জবাব বের হল না। তিনি নীরব হয়ে শুধু ভাবতেই লাগলেন। ঘটক কোন জবাব না পেয়ে এক দৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অবশেষে বলল, জনাব! এত ভাবছেন কি? এ প্রস্তাব আপনার পক্ষে হানিকর নয়। কাবুসের সাথে সম্পর্ক করতে যে কোন লোকই আগ্রহ করবে। যদিও সে আপনাদের গোত্রের লোক নহে তবু একথা সত্য যে, কাবুসের পিতার চরিত্র উত্তম এবং গুণ-গরিমার অভাব নেই। অতএব এ সম্পর্কে কেউই আপনাকে অবজ্ঞা করতে পারবে না। তারপর কাবুসের নিজের স্বভাবে যে সব ত্রুটি রয়েছে বুদ্ধিমতি ও গুণবতী স্ত্রীর প্রভাবে অচিরেই তা দূরীভূত হবে।

www.pathagar.com

এবার মোজাহাম বললেন, দেখ! তুমি যত কিছুই বল না কেন, আমি পিতা হয়ে আমার কন্যা আছিয়ার মত পাত্রীকে কাবুসের মত একটি পাত্রের কাছে সমর্পণ করতে পারি না। ইহা আমার জন্য আমানতের খেয়ানত স্বরূপ হবে। তুমি গিয়ে কাবুসের পিতার নিকট জানিয়ে দাও আমি তার এ প্রস্তাবটিকে রক্ষা করতে সক্ষম নই।

এতরকম বলে কয়েও ঘটক যখন মোজাহামকে সম্মত করাতে পারল না তখন আর তার করার কিছু ছিল না। অতএব সে তার নিকট হতে বিদায় হয়ে কাবুসের পিতার নিকট গমন করল এবং মোজহামের অসম্মতির কথা জানিয়ে দিল।

কাবুসের পিতা এ অসম্মতিকে তার নিজের জন্য অপমানকর বলে মনে করল ও মনে মনে মোজহামের প্রতি ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধহয়ে উঠল। সে প্রতিজ্ঞা করল, ছলে বলে যেভাবেই হোক মোজাহাম-কন্যাকে কাবুসের বধুরূপে গৃহে এনে মোজহামের এ গর্ব চূর্ণ করে দিব।

স্বামী-স্ত্রীতে কথোপকথন

ঘটক বিদায় হলে মোজাহামও বাজার হতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। স্ত্রী তাঁর মলিন বদন লক্ষ্য করে বললেন, আপনার শরীর অসুস্থ বোধ করছেন কি, না কোনরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন? আপনার চেহারা যে অত্যন্ত মলিন দেখাচ্ছে।

মোজাহাম বললেন, প্রিয়তমা! শরীর অসুস্থ হয় নেই তবে আজ একটি এমন ব্যাপার ঘটেছে যা সত্যই অতি দুশ্চিন্তার কারণ।

শুনে মোজাহাম পত্নী উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন, কি এমন ব্যাপার প্রিয়তম? আমার নিকট শীঘ্র প্রকাশ করুন না শুনা পর্যন্ত আমার পরাণ সুস্থির হবে না।

মোজাহাম বললেন, অমুক গ্রামের কাবুস নামক যে লম্পট ছেলের কথা শুনেছ, তার পিতা সে পুত্রের জন্য আমাদের আছিয়ার উদ্দেশ্যে পয়গাম পাঠিয়েছে।

এরূপ ভয়ানক খবর শুনার জন্য মোজাহাম পত্নী প্রস্তুত ছিলেন না; সুতরাং তাঁর স্বামীর নিকটে এ সংবাদ শুনামাত্র মুহূর্তে চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি উৎকণ্ঠিত স্বরে স্বামীর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তার কি জবাব দিয়েছেন?

স্বমী বললেন, আমি এ প্রস্তাবে সম্মত নহি জানিয়ে দিয়েছি।

স্ত্রী বললেন ঠিক জবাবই দিয়েছেন। আমরা আমাদের প্রাণের পুত্তলিকে সে হতভাগা অসৎ ছেলের নিকট সমর্পণ করব কেমন করে? তা কিছুতেই সম্ভব নহে। দরকার হয় চিরকাল কন্যা অবিবাহিত থাকবে। তবু অমন পাত্রে কাছে দান করা চলে না।

www.pathagar.com

মোজাহাম বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ, যদি উত্তম পাত্র না জোটে আছিয়ার বিবাহের প্রয়োজন নেই তবুও অপাত্রে অর্পণ করতঃ ইহ-পরকাল বিনষ্ট করব না। তবে ভাবছি কি জান? ওদের কাছে ন্যায় অন্যায়ের বিবেচনা নেই; কোন অঘটন ঘটিয়ে ফেলে বলা তো যায় না।

এ আশঙ্কা পত্নীর মনেও ছিল। অতএব তিনি নিম্নস্বরে বললেন, চলুন আমরা এ দেশ ছেড়ে কেনান চলে যাই।

মোজাহাম বললেন, দেখ প্রিয়তমা! দেশ ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই, সর্বত্রই আল্লাহ আছেন। অদৃষ্টে যা' আছে ঘটবেই; আমরা মিশরেই থাকব। তুমি উদ্বিগ্ন হইও না, আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করতে থাক। তিনি স্বীয় পত্নীকে এভাবে প্রবোধ দিলেন কিন্তু আসলে নিজের মনের উৎকণ্ঠাকেই দূর করতে সক্ষম হলেন না। তখন হতে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই এক আসন্ন বিপদাশংকায় অতি চিন্তিতভাবে কালক্ষেপন করতে লাগলেন।

কাবুসের বিবাহের তৎপরতা শুরু

কাবুসের পিতা বসে থাকার মানুষ নয়। সে তার প্রতিজ্ঞা সফল করে তুলতে সক্রীয়ভাবে তৎপর হয়ে উঠল। এদিকে তার কিবতী বংশীয় প্রভাবশালী বন্ধুগণকে ডেকে বলল, আমি বনি ইসরাইলের মোজাহাম-কন্যা আছিয়া নামক পাত্রীটিকে স্বীয় পুত্রের জন্য গৃহ বধুরূপে আনতে চাইলাম। ঘটকের কাছে শুনলাম, মোজাহাম এ প্রস্তাবে সম্মত নহে। এ অসম্মতি প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমস্ত কিবতীদেরই অপমান বটে। তোমরা কি বল?

সকলে বলল, সে কথা সত্য; এখন তবে কি করতে চাও? কাবুসের পিতা জবাবে বলল, আমি পণ করেছি আছিয়াকে আমি যেভাবেই হয় পুত্রের জন্য আনবই। দরকার হয় তজ্জন্য তাঁর পিতার সাথে কঠোরতা প্রদর্শনেও পিছপা হব না। তোমরা এতে একমত কি না?

সকলে বলল, এ ব্যাপারে আমরা সবাই তোমার মতকে সমর্থন করি। বনি ইসরাইলদের আস্পর্দ্ধাকে নির্মূল করা একান্তই প্রযোজন। গুটি কতক লোক এ বিদেশে এসে এখানকার লোকের সাথে বড়াই করবে এটা সহ্যের বাইরে। তুমি কার্য সাধন কর, আমরা তোমার সঙ্গে থাকব।

কিবতী সরদারদের প্ররোচনায় কাবুসের পিতার সাহস এবং উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। তখন তখনই সে প্রভাবশালী তিন ব্যক্তিকে নির্দেশ দিল, তোমরা একত্রে গিয়ে মোজাহামকে বলবে, আজ হতে সাত দিনের মধ্যে সে যদি আপনা হতে আছিয়াকে কাবুসের সাথে বিবাহ না দেয় তার পর দিন তার উপর ভীষণ

www.pathagar.com

বিপদ নেমে আসবে। আছিয়াকে তার গৃহ হতে ছিনিয়ে তো আনা হবেই ; উপরন্তু তাঁর ঘর দরজায় আগুন লাগিয়ে সমস্ত কিছু ভস্ম করে দিব। তাতেও তাঁর মুক্তি মিলবে না। তার উপরে দৈহিক নির্যাতনও করা হবে।

ঐ লোকগণ যথাসময়ে এ সাবধান বাণী মোজাহামকে জানিয়ে আসল। এদিকে কাবুসের পিতা কতিপয় বনি ইসরাইল বংশীয় ব্যক্তিকে তাঁর বাড়ীতে আহ্বান করল। তারা উপস্থিত হলে বলল, দেখুন! আমরা আপনাদের সাথে ক্রিয়া কর্ম ও আত্মীয়তার বন্ধন দ্বারা সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই। আপনারাই তাতে প্রতিবন্ধক হয়ে আমাদের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করেন, যার ফলে এ দু' সম্প্রদায়ের মধ্যে মিত্রতার ভাব সৃষ্টি হচ্ছে না। এজন্য আমরা মোটেই দায়ী নই। এ অবস্থার কারণ কেবল আপানারাই। সাম্প্রতিক ঘটনা দেখুন। আমার পুত্র কাবুসের পক্ষ হতে মোজাহাম কন্যা আছিয়ার উদ্দেশ্যে বিবাহ প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে তা অবজ্ঞার সাথে প্রত্যাখ্যান করছে। এতে কিবতী সম্প্রদায়ের লোক তাঁর উপরে ভীষণ রকম চটে গিয়েছে। এ ঘটনার পরিণতি কি যে মারাত্মক আকার ধারণ করবে আমি তা জানি না; যতদূর মনে হয় অতি শীঘ্রই মোজাহাম এক চরম বিপদে পতিত হবে। আপনারা তাঁকে বুঝিয়ে বলুন, তিনি ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা করে যেন নিজের মতের পরিবর্তন করেন। তাতে কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ হবে না। এতে আমার দ্বারাই তাঁর বহুবিধ উপকার ও সাহায্য মিলবে।

কিন্তু সে যতই বলুক তার পুত্র কাবুসের চরিত্রের কথা বনি ইসরাইলদের কারও কাছেই অজানা নয়। কাজেই আছিয়ার মত কন্যারত্ন তার নিকট অর্পণ করা কোন পিতার পক্ষে সম্ভব নহে এ কথা তারা জানতেন। সুতরাং কেউই তার এ প্রস্তাবে সায় যোগাতে পারল না। কয়েকজনের ইচ্ছা হল, কাবুসের পিতার মুখের উপরেই প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তাও হয়ে উঠল না। যেহেতু সে অন্যান্য কিবতীদের ন্যায় ইতপূর্বে তাদের সাথে অসৎ আচরন দেখায়নি। তদুপরি অনেকেই তার নিকট হতে অর্থ নিয়ে ব্যবসা করতেছেন। কেউবা বিভিন্ন রকম ধার-কর্জ গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া মাত্র কয়দিন পুর্বে তার বাড়ীতে প্রত্যকেই জিয়াফত খেয়ে গিয়েছেন। এ সব বিভিন্ন কারণেই তারা কাবুসের পিতার নিকট দুর্বল ছিলেন। তাই তার মুখের উপরে এ ধরনের প্রতিবাদ করা কারও দ্বারাই হয়ে উঠল না; উপরন্তু কাবুসের পিতা সে কথাও বলল যে, দেখুন! আমি আপনাদের কারও শত্রু নহি। বরং যতদূর সম্ভব সকলেরই সাথে মিত্রের মত ব্যবহার করতেছি। যতটুকু পারি আপনাদিগকে উপকারও করতেছি। অতএব আশা করি যাতে আমার এ কার্যটি সম্পন্ন হতে পারে আপনারা তার চেষ্টায় কোন

www.pathagar.com

ত্রুটি করবেন না।

এ কথায় বনি ইসরাইলগণ আরও বেশী দুর্বল হলেন। এবার তাদের মধ্য হতে অনেকেই বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমরা যেভাবেই হয় মোজাহামকে রাজী করিয়ে তাঁর কন্যাকে কাবুসের সাথে বিবাহ দিয়ে দিব।

কাবুসের পিতা এ কথাটিই তাদের মুখে শুনতে চাচ্ছিল। এবার সে খুশী হয়ে তাদিগকে যাবার অনুমতি দিল।

বনি ইসরাইলগণ যাবার পথে সকলে মিলে এ সিদ্ধান্তে আসলেন যে, তারা কাবুসের পিতার ইচ্ছায় বাধ সাধিবেন না বরং মোজাহামকে এখনি পরামর্শ দিয়ে যাবেন, যেন তিনি আছিয়াকে কাবুসের কাছে বিবাহ প্রদান করেন। তা না হলে কাবুসের পিতা তাদের প্রতি বিরাগ হতে পারে এবং তাতে তারা নানা প্রকার বিপদাপন্ন হবেন।

এরূপ পরামর্শের পরে সত্যই তারা মোজাহামের গৃহে গমন করলেন এবং তাঁকে অনেক রকম বুঝিয়ে শুনিয়ে কাবুসের কাছে কন্যাদানের পরামর্শ দিলেন।

মোজাহাম এবার বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করলেন যে, কাবুসের পিতা তাঁর স্বগোত্রীয় লোকগণকে যেভাবেই হোক হস্তগত করেছে এবং তজ্জন্যই তারা তাঁকে এ পরামর্শ দিল। একদিকে কিবতীগণের ভীতি প্রদর্শন, অন্যদিকে স্বগোত্রীয়দের অনুরোধ ও পরামর্শ দান; দু'দিক হতে তাঁর উপরে এরূপ চাপ সৃষ্টি করতঃ কাবুসের পিতা আপন উদ্দেশ্য সাধন করতে চাহে।

মোজাহাম চিন্তা করে এ সঙ্কট হতে পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় দেখলেন না। তাঁর নিকট তখন চারদিক যেন অন্ধকার হয়ে আসল। কি করবেন তিনি ভেবেই পেলেন না। নিজের সন্তান তিনি বাপ হয়ে কেমন করে নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করবেন? নির্জীবের মত তিনি বসে শুধুই ভাবতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর পত্নী এসে বনি ইসরাইলদের কথা শ্রবণ করে তিনিও চুপ হয়ে বসে রইলেন। আর কারও মুখেই কোন কথা সরল না। দু'টি জীবন্ত প্রাণ যেন মৃতের মত হয়ে পড়ল।

আত্মাহুতির ইচ্ছা প্রকাশ

আছিয়া এখন বালিকা নহেন। তিনি যৌবনে পদার্পণ করছেন বেশ কিছুদিন হয়। সকল কিছুই উত্তমরূপে বুঝতেছেন। তাঁকে নিয়েই তাঁর জনক-জননী যে এত বিপদাপন্ন তা তিনি স্পষ্টরূপেই উপলব্ধি করলেন। কিছুদিন হয় কিবতীগ তাঁর পিতাকে যেভাবে শাসিয়ে গেল, তাছাড়া অদ্য বনি ইসরাইলগণ পিতাকে যে পরামর্শ দিলেন তা সমস্তই তিনি স্বকর্ণে শুনেছেন। তাতে তাঁর বুঝতে কিছুই

www.pathagar.com

বাকী রইল না যে, তাঁকে কাবুসের কাছে যদি বিবাহ্ না দেয়া হয় তবে তার ফল হবে মারাত্মক। তখন তাঁর জনক-জননীর মান সম্মান বিনষ্ট হবে এবং নিজেও ভীষণ ভাবে অপদস্থ হয়ে পড়বে। অতএব এখন আর নীরব হয়ে বসে থাকলে চলে না ভেবে আছিয়া তখনই তাঁর সংকল্প স্থির করে ফেললেন এবং পিতার সমীপে উপস্থিত হয়ে অতি বিনীত ও করুণ কণ্ঠে বললেন, পিতা! আপনার কোন চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আমাকে নিয়ে আর মোটেই ভাববেন না। আমি আপনাদের ও আমার হিতোদ্দেশ্যে যথা কর্তব্য স্থির করেছি। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি কাবুসকে স্বীয় স্বামীরূপে বরণ করে লই। এতে সকল সমস্যা ঘুচে যাবে। আপনাদেরও মনের শান্তি ফিরে আসবে।

আছিয়ার মুখে এ অভাবিত কথা শ্রবণ করে তাঁর জননী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বললেন, বাছা! তোর মুখে আজ এরূপ কথা শুনতে হল। মনে হয় আমাদের অপেক্ষা দুনিয়াতে বেশী দুঃখী আর কেউ নেই। তোকে গর্ভে ধারণ করে নিজেকে সার্থক এবং ধন্য ভেবেছিলাম। আনন্দে, গর্বে বুক ভরে উঠেছিল। ভেবেছিলাম এমন কন্যা আল্লাহ্ তা'য়ালা অন্য কাউকেও দেন নি। আমাদের উপর তিনি হয়ত অসীম খুশী বলেই এ নেয়ামত দান করেছেন। কিন্তু কই এখন যে তা ভুল বলেই মনে হচ্ছে। নতুবা আমরা এমন বিপদাপন্ন হব কেন? পিতা ও মাতার কর্তব্য এবং দায়িত্ব স্বীয় সন্তানের নিরাপত্তা ও কল্যাণ কামনা করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা; কিন্তু আমরা এমনই অক্ষম যে, তেমন কিছুই করতে পারলাম না। এটা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি থাকতে পারে? আমাদের উপরে আল্লাহ্ তা'য়ালা খুশী থাকলে কোনক্রমেই এরূপ হত না। জানি না তাঁর দরবারে কোন অন্যায় করেছি, কোন মহাপাপে তিনি আমাদের প্রতি নারাজ হয়েছেন আর তন্নিমিত্ত আমাদের এ দুর্দশা ঘটেছে। এভাবে কেঁদে কেঁদে মোজাহাম পত্নী বিলাপ করতে লাগলেন।

মোজাহাম তখন ভগ্নকণ্ঠে পত্নীকে বললেন, আছিয়ার মাতা! আফসুস করিও না, আল্লাহর ইচ্ছার উপরে নিজেদের সব মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর কর। আমরা কিছুই বুঝি না, কিছুই জানি না, আল্লাহর প্রতিটি কাজের মধ্যে নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে। তিনি কোন উদ্দেশ্যে কি করেন তা' কেবল তিনিই বলতে পারেন। বাহ্যতঃ যাহা মানুষের কাছে অশুভ কিংবা যা' অকল্যাণকর রূপে অনুমিত হয় তারই ভিতরে হয়ত অসীম মঙ্গল রয়েছে। আছিয়ার মঙ্গল বিধান করা, তাকে উপযুক্ত পাত্রের কাছে সমর্পণ করা আমাদের এক মহা দায়িত্ব বটে, তবে অবস্থার গতি যা দেখছি তা'তে মনে হয় আমরা সে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হব না। তা

www.pathagar.com

যদি আল্লাহ তা'য়ালার মর্জী হয়ে থাকে আমাদের কি করার আছে বল? আছিয়া অবস্থা বুঝে নিয়েই আত্মাহুতির পথ বেছে নিতে চায়। তা যে আমার অন্তরে কত বেদনাদায়ক ঘটনা তা তুমি ভাল ভাবেই বুঝতেছ। কিন্তু তাঁকে বাধা দান করব না। আল্লাহ আমাদিগকে যে দিকে চালিত করবেন আমরা তাঁর উপরে ভরসা করে সে দিকেই চালিত হতে থাকব, অদৃষ্টের লিখা নিশ্চয় ঘটবে, উহা কোনরূপে খণ্ডন হবে না।

স্বামীর এ নৈরাশ্যব্যঞ্জক এবং দুর্বলোজিত বাক্য শুনে আছিয়ার মাতা হৃদয়ে বড়ই আঘাত পেলেন। তিনি কোন প্রকারেই মনকে প্রবোধ দিতে পারলেন না। তাই এক গুণবতী নারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি মনের দুঃখে বলে ফেললেন, আছিয়ার এরূপ আত্মাহুতিদানের পূর্বে হে আল্লাহ আমাদেরে তুমি দুনিয়া হতে তুলে নিয়ে যাও! এ কথা আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার নির্দশন নয়, এটা একান্ত বিক্ষুব্ধ মনের চরম ক্ষেদোক্তি। এটা আল্লাহর প্রতি অভিযান স্বরূপ। অতএব মোজাহাম তাঁর পত্নীকে ধমকের সাথে বললেন, এ তুমি কি বলতেছ? আল্লাহ এতে নারাজ হতে পারেন। আর কখনও এরূপ বাক্য মুখে আনিও না। স্বামীর কথায় তিনি নীরব হয়ে রইলেন; কিন্তু তাঁর দু চক্ষে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আছিয়ার পরিণয়

কিছুদিন পরের ঘটনা, একদা পাত্রপক্ষের লোকজন এসে আছিয়ার বিবাহের তারিখ ধার্য্য করে গেল। আছিয়ার পিতা ভগ্ন-হৃদয় নিয়ে যথাসম্ভব কন্যা বিবাহের আয়োজন করলেন। আছিয়ার মাতা ভাবতে ভাবতে দুশ্চিন্তায় পীড়িত হয়ে শয্যা গ্রহণ করছেন। সুতরাং এ কন্যার বিবাহে তাঁর কিছুই করার ছিল না। করার মত সামর্থও ছিল না। একদিকে এ চরম অবাঞ্ছিত বিবাহ ও অন্যদিকে পত্নীর ভয়ানক পীড়িতাবস্থা মোজাহামকে যে কতদূর বিমর্ষ করে তুলেছিল তা সহজেই অনুমান করা চলে। তবু যন্ত্রচালিত চাকার মতই তিনি দায় পড়ে সম্মুখে চলেছিলেন ও একে এক সকল কার্য সম্পন্ন করতেছিলেন।

অতঃপর নির্দিষ্ট তারিখটা উপস্থিত হল। পাত্র পক্ষীয় মেহমানগণ মোজাহাম গৃহে আগমন করল। এক নিরানন্দ থমথমে পরিবেশে আছিয়ার বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়ে গেল।

পাত্র কাবুসের পিতা জ্ঞানী লোক ছিল। তাই মোজাহাম গৃহের অবস্থা বুঝতে তার বাকী রইল না। সুতরাং সে উদ্যোগী হয়ে নিজেই বলল, প্রিয় ভাই মোজাহাম! এতদিন আমাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না; বরং আমরা দু'টি সম্প্রদায়ের লোক পরস্পরের প্রতি শত্রুতাভাব পোষণ করতাম। আজ হতে

www.pathagar.com

আপনার আমার মধ্যে আত্মীয়তা সৃষ্টি হল। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন যেন এ ঘটনার মধ্য দিয়েই আমাদের দু' গোত্রের মাঝে বিদ্বেষ ভাব দূর হয়ে মৈত্রী ও প্রীতির সূচনা ঘটতে পারে। আর আমি জানি যে, আমার অযোগ্য পুত্রের কাছে আপনার অতি আদরের গুণান্বিতা কন্যা প্রদানে মনে বড় ব্যথা পেয়েছেন। তা দূর করার চেষ্টা করুন! জানবেন, ভালর সংস্পর্শে এসে মন্দও ভাল হয়; উত্তমের সংসর্গের ফলে বহুকাল বহু অধমেরা উত্তম রূপ লাভ করেছে। এটা একদিকে যেমন অধম জনের সার্থকতা, অন্যদিকে এটা উত্তমজনের দান এবং মহত্বের পরিচয়। অতএব এবার আপনার কাছে দাবী এ যে, এখন হতে আপনার হাতে আমার অযোগ্য পুত্রটিকে তুলে দিলাম। তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে তার কল্যাণার্থে চেষ্টা করুন।

কাবুসের পিতার এ আন্তরিকতাপূর্ণ বিজ্ঞ জনোচিত কথাগুলো শ্রবণ করে মোজাহামে মনের ভাব অনেকাংশে লাঘব হল। তিনি জবাবে কেবল এতটুকু বললেন, আল্লাহ্ আমাদের সহায় থাকুন।

স্বামীগৃহে আছিয়া

বিবি আছিয়া তাঁর পিতা ও মাতার নিকট হতে বিদায় নিয়ে স্বামীর গৃহে চলে আসলেন। এবার তাঁর জীবন নাটকে নূতন অঙ্কের শুরু হল। এতদিন তিনি মাতৃ-পিতৃ আশ্রয়ে থেকে তাঁদের কোলে পরম আদরে পালিত হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁকে একান্ত যত্নে মনের মতন শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করতঃ সর্ব বিষয় পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। কাজেই তাঁকে স্বামীর গৃহের নতুন পরিবেশেও তেমন অধিক অপ্রস্তত হতে হল না। নতুন অবস্থায় দু' চারদিন সামান্য কিছুটা জড়তার ভাব থাকলেও তা অতি শীঘ্রই দুর হয়ে গেল। তিনি অচিরেই স্বীয় দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনে সক্রিয় হয়ে উঠলেন এবং বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা ও যত্ন মন-প্রাণ দিয়ে আরম্ভ করলেন। তাদের কাছে মনে হল, তারা খোদার কৃপায় স্বর্গীয় হুরী গৃহে পেয়েছেন। এমন গুণ ও জ্ঞান যে কোন নারীর থাকতে পারে তা তাদের কল্পনায়ও ছিল না। অতএব তারা দু'জনেই দিবানিশি শুধু আছিয়ার উদ্দেশ্যে দোয়া করতেন আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন, ওহে করুণাময়! তুমি এ নারীটির সুখ্যাতি সারা জগৎ ব্যাপি প্রচার করে দাও। আছিয়ার শ্বশুর-শাশুড়ীর এ অকৃপণ দোয়া সত্যিই বুঝি আল্লাহ্ কবুল করেছিলেন। আর তার ফলেই তাঁর কীর্তির খ্যাতি আজ জগদ্বাসীর মুখে মুখে শুনা যায়।

কাবুসের পিতা বলেছিল যে, উত্তমের সংসর্গের ফলে বহু অধমেরা উত্তম রূপ লাভ করে থাকে। কথাটি কাবুস সম্পর্কেও বুঝি সত্য হতে চলল। বিবি

www.pathagar.com

আছিয়াকে গৃহে আনার পর হতেই কাবুসের স্বভাব পরিবর্তিত হতে লাগল। সে এখন তার লম্পট বান্ধবদের সাথে আড্ডা না জমিয়ে দিনের অধিক সময় স্ত্রী আছিয়ার কাছে কাটিয়ে দেয়। ফলে কাবুসের স্ত্রী গুণের প্রভাব একটু একটু তার ভিতরও প্রবেশ করতে লাগল। কাবুসের পিতা-মাতা এবং পাড়া-প্রতিবেশীগণ এটা লক্ষ্য করে পরম আনন্দ লাভ করলেন। আর এটা যে কেবল কাবুসের এ গুণান্বিতা বধুটিরই চেষ্টার ফল তা বুঝতে পেরে সকলেই তাঁকে ধন্য ধন্য করে উঠল; এবং কাবুসের পিতা-মাতা পুত্র বধুর উদ্দেশ্যে আরও বেশী আশীর্বাদ করতে আরম্ভ করল।

বিবি আছিয়া জানতেন যে, স্বামী গুণী হোক, নির্গুণ হোক, যোগ্য কিংবা অযোগ্য হোক, সে পত্নীর কাছে সর্বাবস্থায় মান্যজন। তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা, সেবা যত্ন দ্বারা তার হৃদয় তুষ্ট করে তোলা, প্রাণ দিয়ে তাকে ভালবাসা এবং তার হিতোদ্দেশ্যে সদা সর্বদা রত থাকাই সতী সাধ্বী এবং উত্তম নারীর কর্তব্য। অতএব তিনি স্বামীর গৃহে আগমন অবধি এ কর্তব্য মন-প্রাণ দিয়ে পালন করতেন। স্বামী তাঁর অযোগ্য একথা একবারও তাঁর মনে উঠত না এবং কখনও ভুলেও তাকে অবজ্ঞা কিংবা অবহেলা করতেন না। সাধ্বী নারীর এ ধরনের সাধনা ও ত্যাগের ফলে কাবুসের অবস্থা পরিবর্তিত হল। কিছুদিনের মধ্যে সত্যিই সে এক উত্তম যুবক হয়ে গেল। ফলে তার আত্মীয়-এগানা ও পাড়া-প্রতিবেশীগণ সকলেই খুশি হল; কিন্তু কেবল সে সব দুশ্চরিত্র যুবক কয়টি কাবুসের এ পরিবর্তনে খুশি হল না– যারা তাকে ধ্বংসের পথে টেনে নামিয়েছিল। কারণ তারা কাবুসকে সঙ্গে পেয়ে এতদিন তাদের দুষ্কার্য সাধনে যে সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিল এখন সে সুযোগ আর নেই। কাবুসের দল সদা সর্বদা ব্যাভিচার চালিয়েছিল। কাবুস ব্যতীত আর কারও কাছে তেমন অর্থ নেই। কাজেই তাদের এ সমস্ত বদভ্যাসগুলো ব্যহত হয়ে পড়ল। অথচ এ অভ্যাসগুলো এমনই মারাত্মক যে, একবার তাতে লিপ্ত হলে পরিত্যাগ করা প্রায় অসাধ্য কাজ। এ জন্যই কাবুসের এ বর্তমান অবস্থা উপরোক্ত লম্পটদের গাত্রদাহের কারণ হয়ে পড়ল।

সুতরাং তারা অল্পতেই দমে না গিয়ে কিভাবে আবার কাবুসকে তাদের সঙ্গী করতে পারে সে চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করল।

কাবুসের চরম অধঃপতন

হামান নামক একটি যুবক এ লম্পটদের সরদার ছিল। সে তার এ দলটির মনে সর্বপ্রকার সাহস এবং উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছিল। সে বলল, তোমরা কেউই

www.pathagar.com

নিরাশ হওনা। একটু অপেক্ষা কর, দেখবে কাবুস আবার আমাদের দলে ভিড়ে গিয়েছে। এখন তোমরা কেবল একটুখানি ধৈর্য্য ধরে আমার পরামর্শ মত কাজ চালিয়ে যাও। দেখবে অচিরেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

হামানের চেলাগণ বলল, আমাদের কি করতে হবে বল!

হামান বলল, তোমরা আশা না হারিয়ে কাবুসের কাছে যাতায়াত করা বলবৎ রাখ এবং তার মতি গতি ও লক্ষণাদি লক্ষ্য করতে থাক। এখনি তার নিকট কোন কিছু বল না। যা কিছু বলতে হয় আমিই বলব। হামানকে প্রত্যেকে তারা বুদ্ধির ভাণ্ডার স্বরূপ মনে করত; সুতরাং আর দ্বিরুক্তি না করে তার কথায়ই রাজী হল।

অতএব কিছুদিন বন্ধ থাকার পর কাবুসের কাছে পুনঃ তাদের আনাগোনা আরম্ভ হয়ে গেল। এখন তারা কাবুসের নিকট গমন করে পূর্বের ন্যায় অসৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় না। বরং কাবুসের কাছে কিছু ভাল কথা শ্রবণ করার আগ্রহ দেখাতে থাকে। এতে কাবুসের মনে তাদের প্রতি যে ঘৃণার ভাব জন্মেছিল ক্রমে ক্রমে তা দূর হয়ে গেল। এখন সে তাদের প্রতি বেশ ভাল ধারণাই পোষণ করতে লাগল এবং মাঝে মাঝে এরূপভাবে তার নিকট গমনাগমন করার জন্য অনুরোধও করল। কিন্তু তাদের মনে যে ভীষণ দুরভিসন্ধি ছিল, সে তা বুঝল না।

এভাবে তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বন্ধু হামানও তার নিকট যাতায়াত করে এবং তার মনের ভাব ও গতি অনুযায়ী আলাপ আলোচনাও করতে থাকে। এরূপভাবে ক্রমে ক্রমে পুনঃ তাদের মাঝে অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল।

এতদিন হামান এ সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। এখন সে কাবুসের সাথে বিভিন্ন সময় তাদের উভয়ের ব্যক্তিগত আলাপালোচনাও আরম্ভ করে দিল। একদা কথায় কথায় সে কাবুসকে বলিল, বন্ধু! তুমি নারী চরিত্র সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে থাক ?

কাবুস বলল, নারীরা ছলনাময়ী। তাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করা কঠিন ব্যাপার; তবে এটা সত্য যে, সতী সাধ্বী রমণীগণ তাদের পতির জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে।

জবাবে হামান হেসে বলল, যেমন তোমার পত্নী আছিয়া তোমার জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ বিসর্জন করতে পারে তাই না ?

কাবুস বলল, তাতো পারেই বৈ কি, তাতের আমার সন্দেহ নেই।

হামান বলল, এজন্যই তো আমরা বলি যে, তোমার অনুরূপ ধন্য পুরুষ জগতে বিরল। কিন্তু তোমার জ্ঞানের প্রশংসা করতেই হয় যে, তুমি রমণী

www.pathagar.com

জাতির আসল রূপটির খবর রাখ; আর তজ্জন্যই বলল যে, নারীরা ছলনাময়ী, এটা অত্যন্ত সত্য কথা। এ কারণেই কি ভেবে থাকি জান ? আমি মনে করি নারীরা যতই সাধ্বী ও পুণ্যবতী হোক, তাদের চরিত্রে বিশ্বাস করা জ্ঞানের পরিচয় নয়। যেহেতু তাদের হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রবেশ করে আসল রূপটি অবহিত হওয়া পুরুষের কাজ নয়; কেননা পুরুষ চঞ্চলমনা, সরল হৃদয়ের অধিকারী। বাহ্যিকরূপে সে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। ধৈর্য্য ধরে ভিতরে প্রবেশ করার অবসর তার নেই। এজন্যই দেখি অনেক পুরুষ নারীদের কাছে একান্ত করুণ ভাবে প্রতারিত হয়।

নারী চরিত্র বিশ্লেষণের এ কথাগুলো কাবুসের কাছে যুক্তিপূর্ণ মনে হলেও কাবুসের কাছে এটা বড় তিক্ত এবং রুক্ষ বোধ হচ্ছিল; যেহেতু তার অন্তরে শুধু একটি কথা কেবলই উদয় হচ্ছিল, তা এই যে, তার পত্নী আছিয়াও যে রমণী জাতির একজন; সুতরাং সে হামানকে বলল, বন্ধু! তোমার এ কথা রেখে দাও। যে পুরুষ নারীর কাছে প্রতারিত হয় সে হোক, আমরা তো আর প্রতারিত নই।

ধূর্ত হামান কাবুসের ভাবটি বুঝে নিয়ে নীরব হয়ে গেল। সে আর কোন কথাই বলল না। কিন্তু মনে তার এ বিশ্বাস জন্মিল যে, যে ঔষধ আজ সে প্রয়োগ করল, ধীরে ধীরে এতেই কাজ করবে।

হামানের এ ধারণাটি নির্ভুল ছিল। ঐ দিনটির পর হতে কাবুসের মনে সদা সর্বদা একটি ভাবনা ভেসেই থাকে "নারীরা ধার্মিকা হতে পারে, সাধ্বী হতে পারে, আবার তারা ভ্রষ্টাও তো হয়।"

কিছুদিন পরে আবার একদা কাবুসের কাছে হামান আসল এবং দু' বন্ধুর মাঝে কথোপকথন আরম্ভ হল। অনেক আলাপ আলোচনার পর হামান যখন উঠে রওয়ানা হল, তখন কাবুস বলল, বন্ধু! একটু অপেক্ষা কর! তোমার সাথে আরও কথা আছে।

হামান বলল, এত কথার পরেও আবার কি কথা রইল বন্ধু!

কাবুস বলল, তোমার সে দিনকার কথা– যা তুমি বলে চলেছিলে; অর্থাৎ নারী চরিত্রের বিষয় বস্তুটা। তোমার সে দিনকার কথাগুলো আমার অন্তরে একটি প্রশ্নের উদয় ঘটিয়েছে, তা এই যে, নারী যত সাধ্বীই হোক না কেন, সে ঘটনাচক্রে পুরুষের মত বিপথে যেতে পারে কি না ?

কাবুস কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ হতে যেন তা হামান লুফে নিল। সে কাবুসের মুখে এ জাতীয় বাক্যেরই কামনা করেছিল। সুতরাং এরূপ সুবর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হয়ে কাবুসের কথার জবাবে বলল, বন্ধু! তুমি এ সাধ্বীপনা বা

www.pathagar.com

সতীত্ব কথাটি একেবারেই ভুলে যাও। তা শুধু মানুষের একটি বানানো কথা ছাড়া আর কিছু নয়। নারীদের সতীত্ব বলে কোন বস্তুই নেই। তুমি কি আমাদের পুরাতন স্মৃতিগুলো সব ভুলে গিয়েছ ? কত নারীকেই না আমরা দেখলাম। তাদের কেউ কেউ তো এমনও ছিল যে, দেশের সকলে অত্যন্ত সাধ্বী ও পবিত্র বলে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে তাদের নাম উচ্চারণ করত। কিন্তু আমরা সে সকল নারীর আসল খবর উদ্ধার করিনি কি ?

হামানের কথাগুলো শ্রোতা কাবুস অতি একাগ্র মনে শুনে চলছিল। আজ আর সে হামানকে বলতে বাধা দিল না। তাই হামানও অনেক কথাই বলে ফেলল। বলতে বলতে একবার সে বলে উঠল, বন্ধু কাবুস! মনে কর তোমার স্ত্রী সতী আছিয়া এখন তোমাকে ভিন্ন অন্য কারও চিন্তাও মনে স্থান দেয় না। কিন্তু রমণীদেরকে আমরা যেরূপ জেনেছি তার উপর ভিত্তি করে এ কথা কি বলা যায় না যে, এমনও হতে পারে যখন তোমার আছিয়ার মনে তোমার একটু ঠাঁইও মিলবে না। এমন অবস্থা হয় এবং অহরহ হচ্ছে। এটা দুনিয়ার নর ও নারীর চিরন্তন রীতি ও স্বাভাবিক প্রকৃতি। আর এ জন্যই আমি সার ভেবেছি দু'দণ্ডের সাধ্বীপনায় কোন লাভ নেই। যা মানুষের প্রকৃত স্বভাব তার হাতেই নিজেকে সঁপে দেব এবং তা দিয়েছিও। তুমিও তো এমন ছিলে; কিন্তু দুদিনের জন্য কেন যে এরূপ ভণ্ডামীপনা শুরু করেছ বুঝতে পারছি না।

আজ কাবুসের মনে পূর্বের মত জোরের অভাব ছিল। তদুপরি হামানের ক্ষুরধার কথাগুলো যে অপূর্ব যুক্তির সাথে সে বলে যাচ্ছিল তাতে কাবুস আজ তন্ময় হয়ে গেল। হামানের কথা আজ অন্তরে তার ভীষণ প্রভাব বিস্তার করল। ফলে পূর্বদিনের আলোচনা তার অন্তরে যে সামান্য ঘুন ধরিয়েছিল, আজকের আলোচনায় তথায় বিরাট গর্তের সৃষ্টি করল। সে যেন তার অজ্ঞাতসারেই বলে ফেলল, বন্ধু তোমার কথাই ঠিক। তুমি আজ আমার জ্ঞান চক্ষুর উন্মিলন ঘটিয়ে দিলে।

শুনে হামানের মনে আনন্দের উদয় হল কিন্তু সে বাইরে তা প্রকাশ না করে কাবুসকে বলল, বন্ধু! যা বললাম তা সত্য না হলে আমার কথার জবাব দাও।

কাবুস বলল, তুমি যা বললে কিছুই মিথ্যা নয়। এটা একেবারেই সত্য এবং খাঁটি।

পরিতাপের বিষয়, আজ হামানের কুট প্ররোচনার মাধ্যমে এভাবে হতভাগা কাবুসের অদৃষ্ট-চাকা পুনঃ বিপথে চালিত হল। কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে যে দুর্বৃত্ত যুবক ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছিল, পুণ্যশীলা আছিয়ার সংস্পর্শে এসে সে

www.pathagar.com

বাঁচার পথ পেয়েছিল; কিন্তু আজ সে পরম সতী ও সাধ্বী নারীর প্রতি অন্যায় আশংকা পোষণ করে হৃদয়ে পাপের প্রশ্রয় দিল। তাতে তার স্বভাবে আবার দৌবল্যের সূচনা ঘটল। এ সুযোগ প্রাপ্ত হয়ে পুরাতন দুষ্ট বন্ধুর দল আবার তাকে ঘিরে ধরল।

এবার সে পূর্বাপেক্ষাও দুর্দান্ত হয়ে উঠল। দুনিয়াতে এমন কোন কুকার্য নেই যাতে সে পুনঃ লিপ্ত হল না। তার কার্যে দেশের লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে ত্রাহি ত্রাহি করে উঠল। আছিয়া তাঁর জান-প্রাণ দিয়ে স্বামীকে সৎপথে রাখার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র ফলোদয় হল না। ফলে দুঃখে আছিয়ার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেল। তাঁর মনের শান্তি বিলুপ্ত হল। তিনি ভেবে পেলেন না যে, তাঁর কোন অপরাধের ফলে আল্লাহ্ তাঁকে এরূপ শাস্তি দিলেন। পূর্বে তিনি শুনেছিলেন, কাবুস অত্যন্ত অসৎ যুবক কিন্তু পরে তাঁর গৃহে এসে তো তাঁকে ভালই হয়েছিল। তারপর ক্রমান্বয়ে সে পুণ্য ও ধর্মের পথে অগ্রসর হচ্ছিল। হঠাৎ এমন কি ঘটল যে, আবার সে তার পূর্বের পথে ধাবিত হল? আছিয়া এর কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে দিবানিশি শুধু নীরবে অশ্রু ঝরিয়ে চললেন। বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ী পুত্রের পরিবর্তনে যারপরনেই খুশী হয়েছিল। আনন্দে বক্ষ পূর্ণ হয়েছিল। তাদের সে আনন্দও আর রইল না। পুত্রের এ বর্তমান অবস্থা দেখে তারা দুঃখে শোকে একেবারে নির্জীব হয়ে পড়ল। বিশেষতঃ সতী আছিয়ার চোখের অশ্রু দেখে তারা তাদের দুঃখের আঘাত কোন প্রকারেই সহ্য করতে পারছিল না। এ পুণ্যবতী পুত্রবধূটিকে সান্ত্বনা বা প্রবোধ দেবার মত কোন শক্তি বা ক্ষমতাই তাদের ছিল না।

সারা পরিবারে একটি ভয়াবহ বিষাদপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হল। একদিকে কাবুসের ভণ্ড অসভ্য বন্ধুদের নিয়ে দিবানিশি হৈ চৈ, অট্টহাসি ও পাপাচার; অন্যদিকে দুঃখিনী আছিয়ার তাপিত হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস এবং দুঃখ জর্জরিত বৃদ্ধ বৃদ্ধার নৈরাশ্যব্যঞ্জক কাতর চাহনী সংসারটিকে দুঃখের সাগরে পরিণত করল।

আছিয়ার ধনলাভ ও কাবুস বহিষ্কৃত

দুরাচার কাবুসের দুষ্কৃতিসমূহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ প্রভৃতি ভীষণ ও জঘন্য কার্যদ্বারা সে দেশের লোককে এমন ভাবে উত্যক্ত করে তুলল যে, তারা সকলে দেশ ছেড়ে পালাবার উপক্রম করল। দলে দলে লোকগণ এসে কাবুসের পিতার সমীপে এর একটি প্রতিকার কামনা করতে লাগল। কিন্তু সে বৃদ্ধ, অক্ষম ব্যক্তি। তার হাতে করার মত কিছু ছিল না। অবশ্য

www.pathagar.com

লোকদের এরূপ দুর্দশা দেখে দুঃখে ও লজ্জায় তাঁর মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছা হচ্ছিল। আর পাপিষ্ঠ পুত্রের প্রতি ক্রোধে ও নিষ্ফল আক্রোশে শুধু হাঁপিয়ে উঠছিল এবং দিবানিশি আল্লাহর কাছে তার জন্য শাস্তি কামনা করছিল।

শেষ পর্যন্ত তার মনের অবস্থা চরম আকার ধারণ করল। সে তার পুত্রের সাথে সম্পর্ক ত্যাগের ইচ্ছা করে মনে মনে এক সঙ্কল্প স্থির করল। অতঃপর তার অতিশয় নিকট আত্মীয়কে ডেকে সে বলল, তোমরা আমার পুত্রের ক্রিয়া কলাপ তো চক্ষেই দেখছ, তা আর বলতে হবে না। তার চরিত্র সংশোধনের আশায় দেশের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ও উত্তম পাত্রীকে তাকে বিবাহ করিয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও কোন লাভ হল না। সে যেমনটি ছিল, তেমনই রয়ে গেল; বরং পূর্বাপেক্ষাও এখন সে যেন অধিক নষ্ট হয়েছে। দিন রাত নিষ্পাপ বধুটির চোখে পানি ঝরতেছে তা দেখে এখন আর সহ্য হচ্ছে না। এককে সময় আল্লাহর কাছে বলি, হে প্রভু! তুমি এমন কুসন্তানকে আমার গৃহে কেন দিয়েছিলে? এটা অপেক্ষা নিঃসন্তান থাকা তো অনেক উত্তম ছিল।

যা হোক এখন আমার সিদ্ধান্ত এই যে, এহেন কুপুত্রের সাথে আমি আর কোন সংস্রব রাখব না। অদ্য হতে আমি তাকে ত্যাজ্য পুত্র বলে ঘোষণা করে দিলাম, তোমরা আমার এ ঘোষণা লিখে আমার হাতের দস্তখত রাখ এবং তোমরা এর স্বাক্ষী হয়ে থাক। আমার মৃত্যুর পরে আমার এ বিপুল ধন সম্পদ হতে সে এক কানা কড়িরও মালিক হবে না। এর সম্পূর্ণই এ মুহূর্তে আমি দুঃখিনী আছিয়ার নামে দান করতেছি। তোমরা সাক্ষী থেকে তাও লিখে নাও।

আত্মীয় ব্যক্তিগণ কিছু বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু কাবুসের পিতা সেদিকে কর্ণপাতও করল না। অতঃপর সত্য সত্যই সে লিখিতভাবে কাবুসকে ত্যাজ্য পুত্র ঘোষণা করে দিল এবং তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পূর্ণ ধন সম্পদ বিবি আছিয়ার নামে দানপত্র লিখে দিল।

শীঘ্রই একথা সকলের কাছে প্রচার হয়ে গেল; কাবুসও শুনতে পেল। কিন্তু সে যত অন্যায়ই করুক না কেন তার পিতা যে এমন ভীষণ কঠিন আচরণ প্রদর্শন করবে এটা সে কখনও কল্পনা করেনি। সে যেন প্রচণ্ড একটি আঘাত পেয়ে হঠাৎ বসে পড়ল– তার মনের অবস্থা এরূপ ঘটল। পিতা পত্নীর প্রতি বিক্ষুব্ধ অভিমানে সে কঠিন হয়ে গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, না আর সে পিতার জীবিতকালেও তার একটি কপর্দকও স্পর্শ করবে না। আর সে পিতার গৃহেও অবস্থান করবে না।

স্ত্রী আছিয়ার সাথে তার কোনরূপ সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল না পূর্ব হতেই; সুতরাং এ বিষয় আর তাঁর কাছেও জিজ্ঞাসাবাদ না করে সে বের হয়ে পড়ল।

www.pathagar.com

কাবুসের সৌভাগ্য

কাবুসের মত দুশ্চরিত্র এবং দুরন্ত যুবককে যে কোন আত্মীয় বা পাড়া প্রতিবেশীগণ আশ্রয় দিবে না এটা সে ভালভাবেই জানত। অতএব সে তার প্রধান বন্ধু এবং দুষ্কর্মের শ্রেষ্ঠ দোসর হামানের নিকট গিয়ে উপস্থিত হল এবং নিজের এ দুর্ঘটনার কথা ব্যক্ত করল।

হামান যদিও ভীষণ দুশ্চরিত্র ও অত্যন্ত অসৎ যুবক ছিল তবু সে কাবুসের বন্ধুত্ব এবং ঋণের মর্যাদা রক্ষায় বিমুখ হল না। সে কাবুসের এ সঙ্কটের কথা শ্রবণ করে বড়ই আফসোস করল এবং তাকে বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করতঃ বলল, বন্ধু কোনই পরোয়া নেই। আল্লাহর এ রাজ্য এতটুকু নহে। তুমি চিন্তা করিও না। নির্বিঘ্নে আমার বাড়িতে অবস্থান কর; এক ব্যবস্থা হবেই!

তাছাড়া কাবুসের কাছে অন্য কোনও পথও ছিল না। সুতরাং সে হামানের কাছেই থেকে গেল। হামানের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। কোনরূপে তার দিন চলত। অসুবিধা দেখা দিলে বন্ধু কাবুসের নিকট হতে পয়সা এনে তা দ্বারা কাজ চালাত। এবার সেই কাবুসই শূণ্য হাতে এসে তার উপর বোঝা হয়ে পড়ল। অতএব এভাবে বেশি দিন আর চলল না। তাদের উভয়ের শীঘ্রই খাদ্য সমস্যা দেখা দিল। এদের দলে এতদিন যে দুর্বৃত্ত যুবকেরা ছিল, কাবুসের দুর্দশার কথা শুনতে পেয়ে তারা সবাই কেটে পড়েছিল। এখন আর তারা তাদের চারপাশেও আসে না। অতএব তারা যে কারও নিকট হতে কিছু সাহায্য গ্রহণ করবে এমন ব্যক্তি পাওয়া গেল না। দেশে সামান্য ধার-কর্জের জন্য বহু চেষ্টা চলল। কিন্তু এ দুর্বৃত্ত যুবকদ্বয়কে কেহ একটি পয়সা দ্বারাও সাহায্য করল না। অবশেষে বাধ্য হয়ে তারা উভয়ে ভাগ্যান্বেষণে গৃহের বাইরে বের হয়ে পড়ল।

তারা দু তিন গ্রাম ঘুরেও কোনরূপ কিছু করতে পারল না। কারও নিকট কিছু সাহায্য বা কোন কাজ কর্ম মিলল না। কারণ ঐ সমস্ত গ্রামের লোকেরা সকলেই তাদেরকে চিনত। কাজেই তারা যার কাছেই উপস্থিত হত বিপদ ভেবে দু'এক কথায় বিদায় করে দিত। অবশেষে তারা ব্যর্থ হয়ে মিশরের প্রধান নগরীর পথ ধরল। একেতো ক্ষুধায় কাতর, তদুপরি দীর্ঘ রাস্তা ভ্রমণজনিত ক্লান্তি তাদের শরীর প্রায় অবশ করে ফেলেছিল। পা আর উঠতেছিল না। তবুও বসে থাকলে তো চলবে না, বাঁচতে হলে না চলে উপায় নেই। তাই সে ক্লান্ত দেহ নিয়েই মন্থর পদে সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে লাগল। ক্ষুধায় তখন তাদের পেটে আগুনের মত জ্বলতেছিল। চলৎশক্তি সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়ে এসেছিল। ঠিক এ মুহূর্তে

www.pathagar.com

পথের পাশে একটি তরমুজ ক্ষেত দেখতে পেয়ে তাদের মনে কিছু আশার সঞ্চার হল। ক্ষেতটি সুপক্ক তরমুজে পরিপূর্ণ ছিল। ক্ষেতের মালিক লোকজন নিয়ে ক্ষেতে পানি সেচ কাজে ব্যাপৃত ছিল। তার নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের দুরবস্থার কথা ব্যক্ত করে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য দু'টি তরমুজ ভিক্ষা চাইল। ক্ষেতের মালিক দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে তরমুজ খেতে দিল। তারা পেট ভরে তরমুজ খেয়ে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করল। অতঃপর তারা উক্ত কৃষকের কাছে কোন একটি কাজের জন্য অনুরোধ জানালে সে বলল যে, আমার ক্ষেত হতে তরমুজ নিয়ে প্রতিদিন বাজারে বিক্রয় করে দিলে এর মজুরী বাবদ আমি কিছু দিব। তা দ্বারা তোমাদের বেশ চলে যাবে। যদি ইচ্ছা হয় তবে এ কাজে নিযুক্ত হতে পার। তারা আর দ্বিরুক্তি না করে সে তরমুজ বিক্রয়ের কাজই আরম্ভ করল। এ কার্যের মজুরী দ্বারা দু' বন্ধুর কোন রকম দিন চলতে লাগল।

কাবুসের ভাগ্য প্রসন্ন ছিল এবং তার বুকেও সাহস ছিল। একদা সে দেখল, মিশরের বাদশাহ স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে রাজপথ দিয়ে যাচ্ছেন। তখন কাবুসের মাথায় তরমুজের বোঝা ছিল। সে তা নামিয়ে রেখে দ্রুতবেগে গিয়ে বাদশাহর অশ্বের সম্মুখে দণ্ডায়মান হল। বাদশাহ বললেন, তুমি কি চাও যুবক?

কাবুস বলল, জাঁহাপনা! আমি আপনার একটি হত ভাগ্যহীন প্রজা, সহায় সম্বল আমার কিছুই নেই। দু' বেলার অন্ন সংস্থান করব এমনও ব্যবস্থা নেই। আমার উপরে কৃপার দৃষ্টি প্রদান করুন।

বাদশাহ কাবুসের কথা শ্রবণ করে একবার তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করতঃ বললেন, আচ্ছা তোমাকে চাকুরী দিলাম। অদ্য হতে তুমি সরকারী গোরস্থানের প্রধান প্রহরি নিযুক্ত হলে। যাও যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালন করো।

প্রধান মন্ত্রী তার প্রতি খুশী হয়ে তাকে প্রধান নগর রক্ষক পদ দান করলেন। কাবুস তখন গোরস্থানের প্রহরি পদটি হামানের কাছে ন্যস্ত করল। এবার হামান তার কু-কার্যগুলো বর্জন করে চাকুরীতে মনোনিবেশ করল এবং তার অসৎ বুদ্ধি দ্বারা বেশ পয়সা উপার্জন আরম্ভ করল।

কাবুসের এবারের চাকুরীটি ছিল উচ্চস্তরের এবং এতে উপার্জন ছিল অনেক বেশী। সুতরাং সে কয়েক দিনেই বহু সম্পদের মালিক হল। অর্থ-সম্পদের সাথে সাথে তার খ্যাতি-সুনামেরও লালসা জেগেছিল। অতএব সে এ পদ লাভ করেই বহু জনকল্যাণমূলক কাজ আরম্ভ করল। তার কর্মকুলতা এবং যোগ্যতার অভাব ছিল না। কাজেই তার উপরে অর্পিত দায়িত্ব এবং কর্তব্যসমূহ সে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করত। এতে কিছুদিনের ভিতরেই সে মিশর রাজের দৃষ্টি

www.pathagar.com

আকর্ষণ করল এবং তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে পড়ল। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, কাবুসের কর্মদক্ষতাগুণে বাদশাহ তাকে বিশেষ যোগ্য এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে মনে করলেন ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহের পরামর্শ সভায়ও তাকে আহ্বান করতে লাগলেন।

কাবুসের বাদশাহী লাভ

ক্রমান্বয়ে অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হল যে, মিশরের বাদশাহ এখন নগর রক্ষক কাবুসকে দেশের জনৈক মন্ত্রীর ন্যায় মর্যাদা দিলেন। এমনকি খোদ প্রধান মন্ত্রী তাকে যথেষ্ঠ সম্মান করতে লাগলেন।

কাবুসের ভাগ্য ক্রমশঃ সুপ্রসন্ন হয়ে উঠতেছিল। অতএব পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলোও তার অনুকুল হয়ে উঠতেছিল। ইতিমধ্যে সহসা প্রধানমন্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। মিশররাজ সাথে সাথে কাবুসকে ডেকে প্রধান মন্ত্রীর পদে তাকে নিযুক্ত করে দিলেন।

এ পদে উন্নীত হয়ে কাবুস তার কর্মকুলতা গুণ সম্পূর্ণই কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করল। সে তার সুব্যবস্থার ফলে দেশের কৃষির উন্নতি, স্বাস্থ্য বিধি ব্যবস্থা, জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান এবং আর্থিক সচ্ছলতা প্রভৃতি ঘটিয়ে দিয়ে প্রজাবৃন্দের মন জয় করে ফেলল। সত্যি বলতে কি মিশরবাসীরা এরূপ প্রজাহিতৈষী মন্ত্রী বহুদিনেও দেখেনি। এতে তারা কাবুসের পরম ভক্ত এবং অনুরক্ত হয়ে পড়ল।

মিশরের বাদশাহ এখন নামে মাত্র শাসক হিসাবে সিংহাসে বসে রইলেন। দেশ পরিচালনার সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহ কাবুসের হাতেই ন্যস্ত হল। এ সময় কাবুসের অন্তর্নিহিত উচ্চাকাঙ্খা প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। অতএব সে এ প্রাপ্ত সুযোগকে সর্বোতভাবে কাজে লাগিয়ে দেশবাসীগণকে এমন বাধ্য করল যে, তারা এখন মিশর-রাজের বদলে কাবুস বাদশাহ হলেই যেন সন্তুষ্ট হয়।

ভাগ্য একেই বলে, ভাগ্যের জোরে কখনও মানুষ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে, আবার ভাগ্যের ফেরে মানুষ অবনতির নিম্নস্তরে নিপতিত হয়। কাবুস একটি কৃষকের ছেলে-দুরাচার, লম্পট, মদ্যপ, ব্যভিচারী, অথচ সৌভাগ্যের বলে সে আজ কোথায় উঠেছে! বরং তার বেলায় সৌভাগ্যের অগ্রগতি এখনও স্তব্দ হয়নি। এখনও ভাগ্য তাকে নিয়ে উর্দ্ধে উঠতে চায়। তেমন অনুকুল পরিবেশও সৃষ্টি হয়ে গেল। হঠাৎ মিশর রাজের রোগ দেখা দিল এবং মাত্র কয়েকটি দিন রোগ ভোগ করেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। মৃত্যুকালে তাঁর কতিপয় পুত্র, পৌত্র ছিল। কিন্তু তাদের রাজ সিংহাসন ভাগ্যে জুটল না। যেহেতু

www.pathagar.com

মৃত রাজার পাত্র-মিত্র এবং দেশের জনসাধারণ সকলেই ছিল কাবুস ভক্ত। অতএব তারা সকলে মিলে তাকেই রাজ সিংহাসনে বসিয়ে দিল। এভাবে কাবুস তার উচ্চাকাঙ্খার মূল লক্ষ্যে উপনীত হল।

এতদিন যদিও কাবুস মিশর রাজ্য নিজের হাতেই পরিচালনা করে আসছিল, তবু তার উপরে বাদশাই উপাধিধারী জনৈক ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল। এবার আর তাও রইল না। সে বাদশাহ এবার স্বয়ং কাবুস। এখন সে তার উচ্ছানুযায়ী যা খুশী তা করতে পারে তার উপরে প্রশ্ন করার কেউ নেই।

কাবুসের দোষের সাথে গুণেরও অভাব নেই। সে তার পূর্ব বন্ধু হামানের কথা সর্বক্ষণ মনে রেখেছে। এবার বাদশাহ হয়ে সর্বপ্রথম হামানকে তার প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করল। হামান এরূপ অভাবনীয় পদমর্যদা লাভে মনে মনে কাবুসের কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল।

বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা হামানেরও যথেষ্ঠ ছিল। তাই সে প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতঃ যথাযথভাবে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে চলল।

আল্লাহ তায়ালার লীলা-খেলা বুঝা মানুষের পক্ষে ভার। যে কাবুস ও হামান দুটি লম্পট যুবক মিশরের এক গণ্ডগ্রামে লাম্পট্য এবং দুষ্কৃতি দ্বারা মানুষের কাছে ছিল ঘৃণিত এবং বিরক্তির পাত্র, অদৃষ্টের জোরে তাদের একজন আজ মিশরের একচ্ছত্র রাজাধিরাজ আর অন্যজন তার ডান হাত প্রধান উজির।

উন্নতির উচ্চ মার্গে আরোহণ করে উভয়ই এবার ভীষণ গর্বিত হয়ে পড়ল। বহু প্রাচীনকালে মিশর রাজ্যে রামশিস নামে এক প্রবল পরাক্রমশালী বাদশাহ ছিলেন। কাবুস বাদশাহ হয়ে তাঁর নামের অনুকরণেই রামশিস নাম ধারণ করে নিজেকে দ্বিতীয় রামশিস নামে প্রচার করে দিল। পূর্বে মিশরের সকল শাসকগণই ফেরাউন নামে অভিহিত ছিল। সে হিসাবে কাবুস ওরফে দ্বিতীয় রামশিসও সেই একই খেতাবে ভূষিত হল। ফেরাউনগণের মধ্যে এর নামের প্রসিদ্ধি সর্বাপেক্ষা বেশী। এ প্রসিদ্ধি ঘটিয়েছে তার কুকর্মের দ্বারা, কোন সৎকার্য দ্বারা নয়। সেই কুকর্মের কাহিনী স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন। আর এ কারণেই ফেরাউন সারা জগৎ ব্যাপি পরিচিত হয়েছে। এখনও তার সে নাম লোকদের মুখে মুখে আছে। মনে হয় যতদিন জগৎ থাকবে ততদিন লোকগণ তার নাম ভুলবে না।

কাবুস গৃহত্যাগ করার কিছুদিন পরেই তার বৃদ্ধ শোকাতুর পিতা মৃত্যুবরণ করে। আর তারও কিছুদিন পরে তার পুত্রশোকাভিভুতা জননীও সেই একই পথের পথিক হয়।

www.pathagar.com

অতঃপর এখন এ পরিবারে একাকিনী আছিয়া ব্যতীত আর কেউ রইল না। আছিয়া তাঁর শ্বশুর প্রদত্ত বিপুল অর্থ এবং জায়গা জমির মালিক হয়ে ভাবছিলেন, তিনি ঐ সম্পদ দ্বারা কি করবেন! সতী সাধ্বী নারীদের প্রধান সম্পদ তার পতী। যার সে সম্পদ নেই তার নিকট অতুল ঐশ্বর্য, জায়গা জমী, বাড়ী সব কিছুই অসার। বাইরে সে সম্পদশালিনী বটে, কিন্তু ভিতরে সে রিক্তা। মন তার শূন্য। সুখ বা শান্তির লেশমাত্র তার নেই।

বিবি আছিয়ার স্বামী থেকেও তিনি স্বামীহারা, তাই তাঁর মনও অবিকল তদ্রূপ। দুনিয়াতে সুখ বলতে কি বস্তু বুঝায় তা তাঁর জানা নেই। অতুল সম্পদ দ্বারা তাঁর কি প্রয়োজন আছে? তিনি কি করবেন এ অর্থ দ্বারা? কে ভোগ করবে এ সম্পদ। এ অর্থ তাঁর নিকট সুখ ও শান্তির স্থলে দুঃখ ও বিরক্তির কারণ হয়ে পড়ল। এটা তাঁর উপরে অনাহুত এক বোঝার তুল্য মনে হতে লাগল। তিনি মনে করলেন, এ বোঝা মাথার উপর হতে ঝেড়ে ফেলে ভারমুক্ত হবেন। আর যদি এর উছিলায় নিঃস্ব গরীবদের কিছু উপকার হয় তবে তা সাধন করে পূণ্যার্জনের চেষ্টা করবেন।

সে সময় তাঁর স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের বনী ইসরাইল অধিবাসীগণ অতি অভাব-অনটনে কাটাতেছিলেন। তাদের দুরবস্থা দেখে তাঁর মন অতিশয় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি স্থির করলেন তাঁর সম্পদরাশি তাদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে ঐ সঙ্কট দূর করবেন। মনে মনে এ প্রতিজ্ঞা করে একদা বনী ইসরাইলগণকে নিজের বাড়ীতে দাওয়াত দিলেন। দাওয়াত পেয়ে তারা তাঁর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তখন সকলকে তাঁর দাওয়াতের কারণ জানিয়ে প্রত্যেককেই যোগ্যানুরূপ অর্থ এবং জায়গা জমী দান করলেন। নিজে তিনি কোনরূপে জীবন যাপন করতে পারেন এ পরিমাণ অর্থ রেখে বাকী সমস্তই বিলিয়ে দিলেন।

বনী ইসরাইলগণ তাঁর এ অভাবিত দানে যারপরনেই খুশী হয়ে তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে প্রাণ খুলে দোয়া করলেন। অতঃপর তারা তাঁর নিকট হতে বিদায় নিয়ে যে যার বাড়ীতে চলে গেলেন।

যতদিন আছিয়ার কাছে ধনের প্রাচুর্য ছিল ততদিন তিনি ইচ্ছা সত্ত্বেও মনের মত আল্লাহর উপাসনা করতে পারেন নি। পার্থিব বিষয়, আশায় ধন-সম্পদ মানুষকে বড়ই বিব্রত রাখে। নিরিবিলি ভাবে ও একাগ্র মনে আল্লাহর কাজে বাধা জন্মিয়ে থাকে। এ জাতীয় বিপদে লিপ্ত আছিয়াও হয়েছিলেন। সুতরাং ধনের ঝঞ্ঝাট মুক্ত হয়ে তিনি এ বিপদ হতে রেহাই পেয়ে গেলেন। এবার তিনি

www.pathagar.com

নিরুদ্বিগ্ন হৃদয় নিয়ে প্রভুর ধ্যানে নিবিষ্ট হতে পারলেন। উদ্বেগ এবং অশান্তি তাঁর না ছিল এমন নহে। স্বামীর কীর্তি তাঁর হৃদয়ে তুষের অনল জ্বালিয়ে রেখেছিল। সে অনল তাঁর মর্মস্থলে রয়ে জ্বলতেছিল। এটা অপেক্ষা তীব্র অশান্তি নারীদের আর নেই। তবে এ অশান্তির স্বরূপ ভিন্ন। এটা নারীকে কখনও আল্লাহর পথ ভুলিয়ে দেয় না; বরং এটা বেশী পরিমাণে প্রভু-স্মরণের সহায় হয়ে থাকে। বিবি আছিয়ার তা-ই হল। তিনি তাঁর ব্যথিত হৃদয় নিয়ে দিবানিশি শুধু প্রভুর আরাধনা করতে লাগলেন। ক্রন্দন, প্রার্থনা ও উপাসনা ছাড়া সংসারে তাঁর আর কোন কাজ রইল না।

ফেরাউনের পত্নী স্মরণ

ফেরাউন এখন মিশরের রাজ তখতে বসে প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করছে। তার সুশাসন এবং কর্মকুলতা প্রজাবৃন্দকে সুখের সাগরে ভাসিয়ে তুলছে। খুশীতে সমগ্র প্রজার মুখে রাজার গুণ-কীর্তন এবং প্রশংসা বাণী ঘোষিত হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তার যোগ্যতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবে যে অবস্থা ঘটে থাকে অতি শীঘ্রই মিশর রাজেরও সে অবস্থা হল। সে ভীষণভাবে আত্মাভিমানী হয়ে পড়ল। একদা সে কথায় কথায় মন্ত্রী হামানকে বলল, হামান! এখন সারা দুনিয়ায় আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। মিশর রাজ্যের প্রতি ঘরে ঘরে আমার নামের চর্চা হচ্ছে; কিন্তু দেখ কি আশ্চর্য! পত্নী আছিয়ার নিকট হতে কোন সাড়া পাচ্ছি না। সে কি এসব কিছুর খোঁজই রাখছে না? না দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছে? বেঁচে থাকলে মিশরের এ সম্রাট-পত্নীর আসনে এসে অধিষ্টিত হবার লোভ কিরূপে না হয়ে পারে?

হামান তার মন্ত্রী সুলভ জবাবে বলল, দেখুন বাদশাহ! আছিয়ার সাথে আপনি যেরূপ ব্যবহার করেছিলেন, তাতে তার পক্ষে সম্ভব নয় এখন এসে মিশর রাজের বেগমের আসন অলঙ্কৃত করা। যেহেতু একথা তার মনে উদয় হতে পারে যে, এখন আমাকে মিশর অধিপতি কোনক্রমেই গ্রহণ করবে না। সুতরাং তার পক্ষ হতে সাড়া না পাওয়াতে কোন বৈচিত্র নেই।

বাদশাহ বলল, সে সত্য কথা বটে, ইচ্ছা করলে মিশর অধিপতি এ মুহূর্তে দুনিয়ার কোন নারীকে বিবাহ করতে না পারে? পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ খ্যাতিশীলা ও সুন্দরী রাজদুহিতারা এখন আমার পত্নী হতে পারলে আপনাদেরকে ধন্য ভাববে। আছিয়া তো এক নগণ্যা রমণী। তবু ভাবতেছি কি জান? জীবনের প্রথম লগ্নে যার সাথে পরিণয়াবদ্ধ হয়ে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলাম, সে যদি এসে আপনা হতে ধরা দেয় তবে অন্য নারীতে প্রয়োজনই বা কি!

www.pathagar.com

চতুর হামান বুঝতে পারল যে, আছিয়ার প্রতি বাদশাহর আকর্ষণ এখনও বিদ্যমান। বাইরে সে যত যা কিছুই বলুক না কেন, আছিয়াকে ছাড়া তার জীবনে শান্তি আসবে না। অতএব তার মন্ত্রী হিসেবে এক বড় দায়িত্ব বিবি আছিয়াকে রাজ অন্তঃপুরে হাযির করে দেয়া। মনে সে এরূপ কল্পনা করে বাদশাহকে বলল, জনাব! বিবি আছিয়ার প্রতি কোনরূপ অন্যায় ধারণা করা যুক্তিযুক্ত নয়। সে যে অন্তরে গর্বের ভাব পোষণ করে আপনার সকাশে উপস্থিত হচ্ছে না সে কথা বিশ্বাস করা যায় না। তবে এমন হতে পারে যে, নারীর চিরদিনকার অভিমান বলে সে আপনার কাছে হাযির হচ্ছে না। নারী যত ক্ষুদ্রাদপী ক্ষুদ্রই হোক সে কখনও পুরুষের কাছে পরাজয় মানে না। এটা নারী ধর্মের চিরন্তন রীতি। এটা তাদের অপরাধ নয়। সুতরাং আমি অনুরোধ করছি আপনি উদ্যোগী হয়ে আছিয়া বেগমকে রাজ-অন্তঃপুরে আনয়ন করুন।

ফেরাউন বলল, হামান! মিশরের বাদশাহ স্বয়ং একটি রমণীর কাছে এত নতি স্বীকার করবে, আর সে রমণী তার মস্তক উর্ধে তুলে রেখে বিজয়িনী বেশে মহলে এসে প্রবেশ করবে; তুমি আমাকে এ পরামর্শই দিচ্ছ?

এবার মন্ত্রী হামান মৃদু হেসে বলল, বন্ধু! স্বীয় ভার্যার কাছে এরূপ নতি স্বীকার করলে আপনার কোন হানি নেই। এটা সকলেই করে। তারপর যদি এটা আপনার মনে একান্তই বাধে তবে না হয়ে যে কোন প্রকারে আমিই এ কাজ সমাধা করে দিব। আপনার কোন কিছু ভাবতে হবে না।

ফেরাউন বলল, হামান! মিশর রাজের মান-সম্মান অক্ষুণ্ন রেখে যা খুশী তোমার তাই করতে পার কিন্তু স্মরণ রাখিও ব্যক্তিত্বের হানি ঘটিয়ে কোন কিছু করো না।

হামান বলল, জাঁহাপনা! মিশর অধিপতির প্রধানমন্ত্রী আমি, আপনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত থাকুন এতটুকু দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ নিশ্চয়ই আমার আছে।

অতঃপর সে বিবি আছিয়ার প্রতি শাহী ফরমান লিখে তাতে বাদশাহর দ্বারা দস্তখত দিয়ে তা উপযুক্ত লোক মারফত রাজকীয় পরিবেশে আছিয়ার সমীপে পাঠিয়ে দিল। ফরমানে লেখা ছিল–

পত্নী আছিয়া! অতীত বিচ্ছেদকালের কথা ভুলে গিয়ে এখন বর্তমানকে স্বীকার করে নাও। সম্প্রতি তোমার প্রতি আমার নির্দেশ এই যে, আমি তোমাকে আনার জন্য বাহক পাঠিয়ে দিলাম। তুমি অগৌণে চলে আস।

www.pathagar.com

আছিয়ার স্বামীর নির্দেশ পালন

যথাসময় ফেরাউনের পত্র নিয়ে বাহক এসে আছিয়ার কাছে উপস্থিত হল। আছিয়া পত্র পেয়ে পরম ভক্তির সাথে তা চোখে মুখে স্পর্শ করালেন। অতঃপর তিনি মহা ভাবনার মাঝে নিপতিত হলেন যে, এখন তিনি কি করবেন! স্বামী বর্তমানে মিশর দেশের অধিপতি। তার সকাশে গমন করলে বিরাট প্রাসাদভবনে শত সহস্র দাসী পরিবেষ্টিত হয়ে মহাড়ম্বরে কাল কাটাতে হবে। বহু পার্থিব ঝামেলা ও দায়িত্ব তাঁর মাথায় চেপে বসবে। এর ভিতরে আল্লাহর উপাসনা ও ধ্যান ধারণায় লিপ্ত হবার সময় মিলবে কি?

সাথে সাথে এ চিন্তাও তাঁকে ব্যাকুল করে তুলল যে, স্বামীর নির্দেশ তাঁকে পালন করতেই হবে। স্বামী নারীদের পরম শ্রদ্ধেয় জন। স্বামীর খুশী ও সন্তুষ্টিই নারীদের মুক্তিলাভের প্রধান উপায়। স্বামী জ্ঞানী, অজ্ঞান, ধার্মিক, অধার্মিক যাই হোকন না কেন তা বিচারের অধিকার নারীদের নেই। নারীগণ শুধু স্বামীর আদেশ মেনে চলবে, তা যতই কঠিন কিংবা রুচিবিরুদ্ধ হোক। ক্রমে এ চিন্তাই তাঁর হৃদয়ে প্রবল হয়ে উঠল। যদিও বা তিনি পার্থিব ঝঞ্ঝাট এড়াতে গিয়ে শ্বশুর প্রদত্তনরাশি সব নিঃস্ব লোকদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছিলেন আর ঠিক সে একই উদ্দেশ্যে বাদশাহ স্বামীর সকাশে যেতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন, তবু তাঁর মনে স্বামীর আদেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা বড় হয়ে দেখা দিল; এবং তা সকল দ্বিধা সঙ্কোচ ও ভাবনা চিন্তার অবসান ঘটিয়ে দিল। তখন আর তিনি বিলম্ব না করে স্বামী সন্নিধানে যাত্রার উদ্দেশ্যে প্রস্তত হয়ে গেলেন। অতঃপর যথাসময়ে আগন্তকগণের সাথে গিয়ে স্বামী সন্নিধানে উপস্থিত হলেন। এভাবে বহুদিন পরে আবার উভয়ের মিল ঘটল।

আছিয়ার মনোভাব

বিবি আছিয়ার রাজমহলে আগমন অবধি ফেরাউনের সাথে তাঁর দাম্পত্য জীবন বেশ সুখেই চলতেছিল। যুগল স্বামী স্ত্রীকে কোন দিক দিয়ে পারিবারিক অশান্তি ছিল না।

বিবি আছিয়ার আগমন ঘটেছে বহুদিন হয়। তাঁর ধর্ম কর্ম এবং দৈনন্দিন উপাসনা অর্চনা ঠিকমতই চলতেছে। অবশ্য এ কাজগুলো তিনি গোপনে করেন। কারণ তাঁর স্বামী ধর্মকর্ম নিজে তো করতেনই না; এগুলো তাঁর পত্নী করুক এটাও তিনি পছন্দ করতেন না। সুতরাং অযথা স্বামীর সাথে ঝগড়া না বাঁধিয়ে তিনি ব্যক্তিগত ধর্ম-আচার এমন অবস্থায় সম্পন্ন করতেন যাতে তাঁর স্বামী ফেরাউন এটা কোনরূপে জানতে না পারে। কিন্তু যখন ফেরাউন তার সাহসের

www.pathagar.com

সীমা অসম্ভবরূপে বাড়িয়ে ফেলে নিজেকে স্বয়ং খোদা বলে ঘোষণা করল, তখন আছিয়া তাঁর মনের স্বস্তি হারিয়ে ফেলে অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁর হৃদয়-মধ্যে হায় হায় করে উঠল; স্বামী একি করলেন! তিনি যে অচিরেই আল্লাহ্ তায়ালার ভীষণ গজবে পতিত হয়ে নিজেতো ধ্বংস হবেই; সাথে সাথে মিশরের এ অসংখ্য নির্বোধ লোকগুলোরও ধ্বংস সাধন করবে।

দুঃখে চিন্তায় আছিয়া ভাবতে ভাবতে স্থির করলেন যে, না! নীরব হয়ে বসে থাকলে চলবে না। যে কোন উপায় কেঁদে কেঁদে অনুরোধ দ্বারা কিংবা তাঁকে বুঝিয়ে শুনিয়ে এ ভয়ঙ্কর ধ্বংসের পথ হতে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করবেন। স্বামীর মৃত্যু চিন্তা সহ্য করা যায় না। তাঁকে ধ্বংসের পথে চলতে দেখে নিশ্চুপ থাকা চলে না। একদা আছিয়া নিজের শয়ন কক্ষে বসে এ বিষয়ই চিন্তামগ্ন ছিলেন। সহসা সেখানে মিশরাধিপতি ফেরাউন বলল, আছিয়া! তোমার সুন্দর বদনখানায় এমন মলিন চিহ্ন কেন ফুটছে বল তো? তুমি কি জান না আমার এ বিশাল রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য, অফুরন্ত যশ গৌরব একদিকে আর তোমার ঐ অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত বদনখানার স্নিগ্ধ হাস্য রেখাটুকু আর একদিকে। তোমার ও বদনখানায় হাসি না দেখলে আমার নিকট ঐগুলো সব মিথ্যা হয়ে যায়। আমার হৃদয় মধ্যে কঠিন বেদনার সঞ্চার হয়। মনের শান্তি একবারে লোপ পেয়ে থাকে। বল প্রিয়তমা! তোমার অন্তরে কোন দুঃখ জাগিয়েছে? বিশ্বাস কর তোমার সে দুঃখ মোচন করতে যদি আমার এ রাজ্য, সম্পদ সমস্ত কিছু বিলিয়ে দিতে হয় তবু আমি তাতে পিছ পা হব না।

আছিয়া বললেন, প্রিয় স্বামী! আমি জানি আমাকে আপনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন, আমার খুশীর জন্য আপনি সকল কিছুই করতে চান তাও আমি বিশ্বাস করি। আর সেই বিশ্বাসের জোরেই আজ আপনার কাছে বলছি, প্রিয়তম! সত্যিই আপনি আমার হৃদয়ের দুঃখ দুর করবেন কি?

ফেরাউন বলল, প্রিয়তমা! এ তুমি কোন ধরণের কথা বলতেছ আমি যে কিছুই বুঝি না। কোন লোক কি তোমাকে কুব্যবহার দ্বারা অপমান করছে, না কোন কথা বা কাজের দ্বারা তোমার অন্তরে আঘাত দিয়েছে? যদি তা হয় শীঘ্র প্রকাশ কর। সে যে কোন ব্যক্তি হোক না কেন তাকে আমি চরম শাস্তি প্রদান করতঃ তোমার সন্তুষ্টি বিধান করব। আছিয়া বললেন, স্বামী! না, আমাকে কেউ অপমান করে নেই, তবু আমি বড় দুঃখিনী। কেন তা শুনবেন? তবে শুনুন, প্রিয়তম! প্রকৃত সাধ্বী নারীরা স্বামীর বিপদ দেখতে পেলে চিন্তিতা না হয়ে পারে না। সে সময় তাদের মন কোন কিছুতেই প্রফুল্ল থাকে না এবং বদনেও কোনরূপ

www.pathagar.com

হাস্য ফুটে উঠে না। আমার অবস্থাও তদ্রূপ হয়েছে। আমাকে আপনি প্রফুল্ল দেখবেন কি করে?

ফেরাউন আছিয়ার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে বলল, আছিয়া! তুমি প্রকাশ করে বল, তোমার স্বামীর কি বিপদ দেখতেছ?

আছিয়া বললেন, স্বামী! আপনি মহা জ্ঞানী ও বিচক্ষণ লোক, আপনি না বুঝেন এমন নহে। তবু সকল কিছুই বুঝে-শুনে কেন যে এমন বিপদের পথে পা বাড়াচ্ছেন আমি বুঝতেছি না।

ফেরাউন বলল প্রিয়তমা! কথাটি খুলে বল। তোমার ইঙ্গিত আমার নিকট পরিষ্কার হচ্ছে না। কথার মধ্যে জড়তা রেখোও না।

আছিয়া এবার পরম সাহসে ভর করে বলতে আরম্ভ করলেন, স্বামী! আপনি স্বীয় অসীম ক্ষমতা ও অদৃষ্টের জোরে আজ এক বিশাল সাম্রাজ্যের মহাপরাক্রম সম্রাট। অফুরন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী। অক্ষৌহিনী সৈন্য সামন্ত ও শত সহস্র দাস দাসী আপনার নির্দেশ পালনে রত। দেশের কোটি কোটি প্রজা আপনার একান্ত বাধ্যগত ও আপনার প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল। তাছাড়া পারিবারিক জীবনেও আপনি অতিশয় সুখী। আপনার স্ত্রী আপনার একান্ত অনুগত। আপনার অতুলনীয় যশ গৌরব সারা দুনিয়ায় বিস্তৃত। এ সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য দ্বারা আপনি যে অপূর্ব শান্তিময় জীবন যাপন করছেন তেমন জীবন এ দুনিয়াতে আর কয়জনে লাভ করেছে? আপনার ন্যায় সুখী, তৃপ্ত মানব দুনিয়াতে আর কেউ আছে বলেই তো মনে হচ্ছে না।

এ সময় হঠাৎ ফেরাউন বলে উঠল, হ্যাঁ মহিষী! তুমি সত্যই বলেছ, আমি ত্রিজগতে অদ্বিতীয় সুখী। কিন্তু আমাকে তৃপ্ত বলতেছ? না আমি মোটেই তৃপ্ত নই। আমার আকাংখা কি দুনিয়ার সমস্ত লোক আমাকে সারা জগতের অধিপতি রূপে স্বীকার না করবে ততদিনে আমার হৃদয় তৃপ্ত হবে না।

আছিয়া বললেন, স্বামী! তা আপনার পক্ষে অসাধ্য কার্য নয়। চেষ্টা করলে হয়ত দুনিয়ার সমস্ত রাজা-বাদশাগণই আপনার অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হবে। আর সারা দুনিয়া দখল করে দিগ্বিজয়ী মহাবীর নামে আখ্যায়িত হওয়া কোনরূপ অবৈধ কাজও নহে। কিন্তু আপনি যে পথে পা বাড়াচ্ছেন, সে পথে অগ্রসর হবার পূর্বে আপনাকে এ বিষয় পুনর্বিবেচনার জন্য নিবেদন করছি। যদি না করেন তবে, আমি মনে হয় নিশ্চয় দুঃখে আঘাতে প্রাণ ত্যাগ করব।

ফেরাউন বলল, আছিয়া! তোমার এ কথার তাৎপর্য এখনও আমার নিকট উদঘাটিত হল না। তুমি কি বলতে চাও সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে বল।

www.pathagar.com

আছিয়া বললেন, প্রিয় স্বামী! আপনি নিশ্চয়ই জানেন এ পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মানব, দানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সমস্ত কিছুকে যিনি সৃষ্টি করছেন, তিনি মহা শক্তিমান আল্লাহ তায়ালা। এটা মানুষের অসাধ্য কাজ। মানুষ যত বেশী ক্ষমতার অধিকারী হউক না কেন, ক্ষুদ্র একটি পতঙ্গ সৃষ্টি করতেও সক্ষম নহে। আল্লাহ স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টি; সুতরাং মানুষ অসীম ক্ষমতা লাভ করলেও আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতার কাছে তা অতি নগণ্য ও সামান্য। দুনিয়ার সমস্ত শক্তিমান মানুষ কেবল আল্লাহ তায়ালার ইঙ্গিতেই ঘুরতেছে। মানুষ যত দীর্ঘ জীবিই হউক না কেন তারা মরণশীল। আল্লাহর ইঙ্গিতক্রমে একদা তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে অথচ প্রভু আল্লাহ তায়ালা অনাদি, অনন্ত, চির অমর; তাঁর মৃত্যু বা জড়তা নেই। তিনি ভূত ভবিষ্যৎ, বর্তমানের খবর রাখেন। মানুষ মহাজ্ঞান লাভ করলেও ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত তা কিছুই জানে না। এমত ক্ষেত্রে কোন জ্ঞানী মানুষের উচিৎ নয় কোনরূপে আল্লাহর শক্তির সাথে সমকক্ষতা করা। জাঁহাপনা! আপনার জ্ঞানের অভাব নেই। তবে আপনার কোনরূপ অমঙ্গল আশংকা দেখা দিলে তা আপনাকে অবহিত করা আমার প্রধান কর্তব্য বলে মনে করি। আর তজ্জন্যই আপনার কাছে আমার এ করুণ মিনতি, আপনি একবার অন্ততঃ ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করে দেখুন, আপনার জন্য খোদাই দাবী করা ঠিক হয়েছে কি না? আমার কেবলই ভয় হচ্ছে আপনার এ অসঙ্গত খোদাই দাবীর ফলে না জানি স্বয়ং স্রষ্টা আপনার কোন অমঙ্গল ঘটায়ে বসেন। এ আশংকায় আমার মনের শান্তি ও সুখ সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়েছে। সুতরাং আমি বার বার আপনার কাছে এ ভিক্ষা জানাই, হে প্রিয় স্বামী! আপনি আপনার ঐ অলক্ষুণে দাবী প্রত্যাহার করতঃ আমার হৃদয়ের শান্তি ফিরিয়ে আনুন।

আছিয়ার কথা শ্রবণ করে ফেরাউনের মনে করুণার উদ্রেক হল না বরং সে বিস্ময় বিস্ফরিত চোখে আছিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, আছিয়া! লোকে প্রবাদ বাক্য বলে "স্বামী যত বড় ইউক সে তার পত্নীর কাছে তত বড় নয়।" কথাটি পরম সত্য তা' আজ আমার নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল। সারা মিশর রাজ্যের কোটি কোটি লোক তোমার স্বামীকে স্বয়ং আল্লাহ বলে মেনে নিয়েছে অথচ তুমি কিনা এখনও এক অদৃশ্য খোদার ভাবনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছ। আর তার দ্বারা আমার কোন অমঙ্গল সাধিত হবে একথা তুমি না বলে অন্য কেউ বললে এতক্ষণে তার জীবনের খেলা সাঙ্গ করে দিতাম। কিন্তু তোমার ব্যাপারে আমি কিছুটা দুর্বল; তাই রক্ষা পেয়ে গেলে। বলতে বলতে ফেরাউন যেন ক্রোধান্বিত

www.pathagar.com

হয়ে উঠছিল। সুতরাং সে আরক্ত বচনে আবার আছিয়াকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি অবলা রমণী বলে তোমার এ প্রথম অপরাধ আমি ক্ষমা করলাম; কিন্তু সাবধান করেছি, আর কখনও তোমার মুখে যেন এরূপ কথা না শুনি। বরং তোমার প্রতি তোমার স্বামীর নির্দেশ এ যে, সকলে যেরূপ তাকে আল্লাহ বলে মানছে, তুমিও এখন হতে নির্বিবাদে তাকে স্বীয় উপাস্য বলে স্বীকার করে লও। জানিও এতেই তোমার কল্যাণ নিহিত। নতুবা নিজের অমঙ্গল ডেকে আনবে।

ফেরাউনের এ স্পর্দ্ধিত ও চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্য শুনে আছিয়া কোন প্রত্যুত্তর করলেন না, কিন্তু দর দর বেগে তাঁর চক্ষু হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আছিয়ার দুঃখ

বিবি আছিয়ার দুঃখের আর সীমা নেই। তিনি পরম ধার্মিকা নারী, বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহর প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি আল্লাহর একান্ত অনুগত দাসী। অথচ স্বামী তাঁর সে আল্লাহরই ঘোর বিদ্রোহী বান্দা; এমন কি নিজেই সে খোদ খোদাইত্বের দাবীদার। এটা অপেক্ষা আছিয়ার আর অস্বস্তি ও দুঃখের বিষয় কি থাকতে পারে? কিন্তু এতেই শেষ নহে। আছিয়া বনী ইসরাইল বংশীয়া নারী। আর সে বংশীয় লোকদেরই প্রতি চলেছে নিষ্ঠুর স্বামীর অমানুষিক অত্যাচার-যাতে তারা নিদারুণ ভাবে পিষ্ট হতেছে। এ দৃশ্য দেখতে দেখতে আছিয়ার মনে দুঃখের দহন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। কিন্তু তিনি যে অক্ষমা নারী। প্রতিরোধের কোন উপায় ছিল না। এ বিষয় কিছু স্বামীর নিকট প্রকাশ করবে তেমনও সাধ্য নেই। স্বামীর নির্দেশ ছিল, বনী ইসরাইলদের পক্ষে যে কেউ সুপারিশ করবে, তারও বিপদ ঘনিয়ে আসবে। কিন্তু ভয় ও আতংক যতই থাকুক সুশীলা নারীর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। বনী ইসরাইলদের কোন অপরাধ নেই, তারা দুষ্কৃতিকারী বা দুরাচার নয়, তাদের স্বভাব চরিত্রে কোন দোষ নেই, বরং সুসভ্য এবং ভদ্র মানুষ তারা। দেশ এবং দেশের শাসন নীতির প্রতি তাদের আনুগত্যেরও এতটুকু অভাব নেই, তাঁদের দোষ শুধু এ যে, তারা বাদশাহর অন্যায় খোদাই দাবীকে মেনে নিতে পারে নেই। তাকে তাঁরা খোদার সৃষ্ট মানুষ বলে মনে করছে। আর সর্বস্রষ্টা বিশ্ব প্রভুর উপাসনা করা ন্যায় ভাবছে। এরূপ একটি নির্দোষ সম্প্রদায়ের উপরে স্বামী ফেরাউনের অবিচারে আছিয়ার মনে দুর্বিসহ যাতনার সৃষ্টি হয়ে এবার তা প্রকাশ পাবার উপক্রম হল।

একদা বাদশাহ ফেরাউন আছিয়ার সাথে সাক্ষাত করতে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে শ্লেষের সাথে বলল, আছিয়া! তোমার জ্ঞানী-বান্ধব এবং আমার শত্রু বনী

www.pathagar.com

ইসরাইলগণ দিন দিন যেরূপ আমার অবাধ্য হয়ে উঠছে তাতে আমার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা আর সম্ভব নয়। এবার আমার সিদ্ধান্ত এ যে, মিশর ভুমিতে আর তাদের অস্তিত্ব রাখব না। সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে ফেলব।

আছিয়া নীরব হয়ে রইলেন। ফেরাউন বলল, তুমি আমার এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালে তো?

এবার আছিয়া নীরব না থেকে অত্যন্ত ধীর এবং স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, স্বামী! তাদের নির্মূল না করে মিশর হতে বের করে দিন; অযথা এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ দ্বারা জগতে আপনি দুর্ণাম কুড়াবেন কেন?

ফেরাউন বলল, আছিয়া! তুমি কি বলতে চাও আমার এমন ভীষণ শত্রু যারা, তাদের সাথে যোগ্যনুরূপ ব্যবহার না করতঃ দুর্বল আচরণ দ্বারা তাদিগকে প্রশ্রয় দান করব? আর তারা নির্বিঘ্নে মিশর হতে বের হয়ে বিদেশে আমার দুর্ণাম ছড়িয়ে দিবে?

আছিয়া বললেন, তাঁরা দুর্ণাম ছড়াবে কেন? তাঁরা এদেশ হতে কোনরূপ প্রাণ ও মান নিয়ে চলে যেতে পারলে অন্য কোথাও গিয়ে ভরণ-পোষণ জুটুক কিংবা নাইবা জুটুক স্বস্তির মুখ দেখতে পাবে। এটাই তাঁদের যথেষ্ট! তখন তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই যে যার নিজ নিজ কর্তব্য কার্যে মগ্ন হবে। আপনার দুর্ণাম রটাবার তাঁদের অবসর কোথায়? আর তাতে তাঁদের লাভই বা কি হবে?

আছিয়া প্রদত্ত এ উত্তর ফেরাউনের কাছে মোটেই সুখের ও তৃপ্তিকর হল না। সে যেন এতে বনী ইসরাইলদের প্রতি আছিয়ার প্রচ্ছন্ন গভীর প্রাণের টান অনুভব করল এবং এতে তার প্রতি আছিয়ার যথেষ্ট ঔদাসিন্যের ভাব ফুটে উঠল। সুতরাং ফেরাউনের মনের অবস্থা মুহূর্তে ভীষণ আকার ধারণ করে সে বিবি আছিয়ার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ল এবং তাঁকে বলল, তা হলে দেখা যাচ্ছে তুমি তোমার গোত্রীয় লোকদের প্রতি প্রাণের মায়ায় এতই বিভোর যে, তাদের নিরাপত্তার খাতিরে আমার হিত-অহিতের প্রতি লক্ষ্য রাখারও কোন প্রয়োজন দেখছ না। আচ্ছা তোমার জ্ঞাতী বান্ধবদিগকে রক্ষা করে রাখিও। আমি এতদিন ওদের প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা রেখেছিলাম অদ্য হতে তা অপেক্ষাও শত সহস্রগুণ কঠিন দণ্ড প্রদান করব।

হঠাৎ স্বামীর এরূপ উগ্রমূর্তি এবং ক্রুদ্ধাবস্থা দেখে আছিয়া বিস্ময় বোধ করলেন এবং শান্ত কণ্ঠে তাকে বললেন, স্বামী! আমি আপনার হিত-অহিতের দিকে লক্ষ্য রাখব না তবে কিসের প্রতি লক্ষ্য রাখব? সাধ্বী নারীর কর্তব্যই তো শুধু স্বামীর হিত ও মঙ্গল কামনা করা; আর তজ্জন্যই তো আপনার কাছে আজ এ প্রার্থনা পেশ করেছি।

www.pathagar.com

আছিয়া অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে এ কথা বললেন; কিন্তু ফেরাউনের ক্রোধ এবং উগ্রতা তখন সপ্তমে চড়ছে; কাজেই সে আছিয়ার এ কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করল না। সে শুধু বলল, রেখে দাও তুমি তোমার এ সমস্ত ন্যাকামীপনা। আমাকে হয়ত তুমি এখন পর্যন্ত মোটেই চিন নেই। এবার আমাকে চিনার সুযোগ দিব। এ বলে ফেরাউন সবেগে বিবি আছিয়ার কক্ষ হতে বের হয়ে গেল।

স্বামীর মেজাজ ও স্বভাবের পরিচয় বিবি আছিয়া বেশ উত্তম রূপেই জানতেন। "তাতেও নাকি এখনও তাকে চিনা হয় নি" একথা এবং তার রুক্ষ আচরণ বিবি আছিয়ার মনে ভীষন আঘাত দিল; কিন্তু তা বলে তিনি স্বামীর উপরে ক্রুদ্ধ বা বেজার হলেন না বা তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে বদ দোয়াও করলেন না। তাঁর হৃদয় জুড়ে দুঃখের তুফান বয়েছিল। এতটুকু সুখ বা শান্তির নাম পর্যন্ত তাঁর অন্তরে ছিল না। আর এটার জন্য স্বামী ফেরাউনই একমাত্র দায়ী ছিল। তবু ধৈর্যের প্রতিমূর্তি আছিয়া তাতে ভেঙ্গে পড়লেন না; বরং তিনি দু' হাত তুলে প্রভুর সমীপে মুনাজাত করলেন, "হে বিশ্ব-পালক! তুমি আমার স্বামীর স্বভাব পরিবর্তন কর, তোমার অফুরন্ত কৃপা গুণে তার সুমতি এনে দাও।"

আছিয়ার প্রার্থনা

ফেরাউনের চরম খোদাদ্রোহিতা এবং জঘন্যতম কার্যকলাপ দেখা সত্ত্বেও আছিয়া তার সম্পর্কে হতাশ হলেন না। তাঁর হৃদয়ে এখনও বাসনা এ যে, আল্লাহ্ অসীম কৃপাময়। তিনি ইচ্ছা করলে সকল কিছুই করতে পারেন। তবে তাঁর স্বামীকেই বা তিনি হেদায়াত করবেন না কেন? এ আকাঙ্খায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি গভীর নিশিথে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করেন, হে পরম করুণাময়! তুমি আমার স্বামীকে সুমতি প্রদান কর। হে অন্তর্যামী প্রভু! তুমি আমার স্বামীর কল্যাণ সাধন করে আমার তাপিত হৃদয় শীতল কর। ওহে বিশ্বনিয়ন্তা মহাসম্রাট! তুমি আমাকে অবলা রমণী করে দুনিয়ায় পাঠায়েছ। তুমি উত্তমরূপে জান, তোমার পরেই আমার হৃদয়ে আমার স্বামীর আসন। স্বামীকে মন-প্রাণ দিয়ে আমি ভক্তি শ্রদ্ধা করি, অন্তর দিয়ে ভালবাসি। এটাই নারীর ধর্ম প্রভু! কিন্তু আমার হৃদয় জুড়িয়ে দুঃখের বন্যা বইছে এজন্য যে, আমার স্বামীর ভ্রান্তি ঘটে সে তোমারই সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ন হয়েছে। সে তোমার এ সৃষ্টি জগতের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র একটি জীব; অথচ সে নিজেকেই নিজে স্রষ্টা বলে ঘোষণা করে নিজের ধ্বংসের সঙ্গে রাজ্যের অসংখ্য লোকের ধ্বংস ডেকে এনেছে। এজন্য তোমার দরবারে আমি অতিশয় লজ্জিত। তোমার নিকট কোন কিছু যে প্রার্থনা করব এমনও সাহস নেই। সকলই তুমি দেখছ। তবু কি করব, রমণী হয়ে স্বামীর অকল্যাণ

www.pathagar.com

দেখা কেনো রূপেই যে সম্ভব নয়; তাই সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে তোমার পবিত্র দরবারে আমি হাত উঠায়েছি, প্রভু! তুমি আমার অবুঝ স্বামীকে জ্ঞানের আলোকে বিতরণ কর। তার ভ্রমান্ধতা মোচন করে তাকে পাপের পঙ্কিল গর্ত হতে উদ্ধার করে তোল।

হে রহমানুর রাহীম–করুণার আধার! তোমার এ নামটির গুণে আমার স্বামীর প্রতি অনুগ্রহ কর। তার হৃদয় মধ্যে ধর্মের আলোক জ্বালিয়ে দিয়ে তাকে সরল সঠিক পথ চিনিয়ে নিবার তাওফীক দাও। সে আমার মনের বেদনা বুঝতে পারুক, তার মনের অন্যায় মোহ ভেঙ্গে যাক, সে তোমার উপরে আকৃষ্ট হয়ে পড়ুক এবং তোমার উপাসানার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতঃ নিজেকে তোমার বন্দীগীর মাঝে উৎসর্গ করুক। আমি তাকে নিয়ে একই সঙ্গে মনের আনন্দে তোমার অর্চনায় মগ্ন হয়ে থাকি।

প্রভু! তোমার অগোচরে কোন কিছু নেই। তুমি তোমার এ দাসীর অবস্থা সবই তো দেখতেছ, যখন তোমার নামের মহিমা কীর্তন করতে নিমগ্ন হই, তখন স্বামীর অপকীর্তির কথা হৃদয়–মধ্যে ভেসে উঠে দুঃখের আগুনে অন্তর-মন উত্তপ্ত হয়ে উঠে। তাতে তোমার নাম স্মরণেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। জানি না আমার এ ত্রুটি তোমার নিকটে ক্ষমার যোগ্য কিনা; তবে প্রভু হে! তোমার অজানা নয় যে, আমার এ ত্রুটি-অপরাধ ইচ্ছাকৃত নয়। শুধু স্বামীর কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে এ অপরাধ করছি। তুমি আমার এ ত্রুটির মূল কারণটিকে নির্মূল কর। আমার স্বামীর অবস্থা সংশোধন কর।

হে মহামহিম গাফুরুর রাহীম! তোমার এ নামের কৃপায় তুমি স্বামীর অপরাধরাশি মোচন করে তার কল্যাণ সাধন কর। তার উপর হতে তোমার ভীষণ গজবের বালা উঠায়ে নিয়ে যাও।

হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু! তুমি তোমার এ দাসীর প্রতি যে অকৃপন দান প্রদর্শন করেছ তাতে তোমার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। এতবড় বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞীর আসন আমি তোমার কৃপায়ই লাভ করেছি। আমার পার্থিব ভোগ-বিলাস, সুখ-শান্তি, ঐশ্বর্য-সম্পদের কোন অপ্রাচুর্য নেই। দিবানিশি শত সহস্র দাসী আমার হুকুম তামীল করতে মোতায়েন। দুনিয়াতে এ সৌভাগ্য কয়জন নারী লাভ করছে? কিন্তু হে প্রভু! তুমি আমাকে এসব কিছু দান করেও আমাকে প্রকৃত সুখ এতটুকু দাও নেই। মনে হয় তুমি আমাকে এ জগতে সর্বপেক্ষা দুঃখিনী করে পাঠিয়েছ। এ সমস্তের পরিবর্তে যদি আমি এক অতি কাঙ্গাল ধার্মিক লোকের গৃহিনী হতাম এবং নিশ্চিন্তায় ও স্বাধীনভাবে তোমার গুণ গানে রত হতে

www.pathagar.com

পারতাম তবে তাই আমার ভাল ছিল। প্রকৃত সুখী আমি তখনই হতে পারতাম। এজন্যই মনে হচ্ছে তুমি আমাকে সকল কিছু দান করেও কিছুই দাও নেই বঞ্চিত করে রেখেছ।

ওহে প্রভু! তোমারই তো বাণী এ যে, মানুষ তার ইচ্ছানুযায়ী কিছুই করতে সক্ষম নয়। শুধু তোমারই মর্জী মাফিক সে কলের পুতুলের মত নড়াচড়া করছে। যদি তাই হয় প্রভু! তবে আমার স্বামীর প্রতি সুদৃষ্টি বর্ষণ কর! তার মনের যত বৃথা অহমিকা-গর্ব, বড়াই অন্তর্হিত কর তোমার নূরের আলোক দ্বারা তাঁর অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরটিকে আলোকিত কর।

একদিন নয়, দু' দিন নয় প্রতিটি রজনী বিনিদ্র থেকে আছিয়া চোখের পানিতে বুক ভিজিয়ে মহাপ্রভুর কাছে তিনি এভাবে প্রার্থনা করতে থাকেন।

নিশীথ রাত্রির প্রার্থনা স্বামী ফেরাউনের কর্ণগোচর হয় তবে আছিয়াকে শাস্তি স্বরূপ অসহ্য নির্যাতনের শিকার হতে হয়। অবশ্য তিনি সে জন্য পরোয়া করেন না। তাঁর এরূপ প্রার্থনা ও করুণ আবেদন চলতেই থাকে। সাথে সাথে তিনি স্বামীর কল্যাণের জন্য সুযোগ পেলে প্রকাশ্যেও তাকে উপদেশ দান করেন।

স্বামীকে উপদেশ দান

একদা আছিয়া তাঁর কক্ষে আরাম কেদারায় বসে স্বীয় চুল আঁচড়াতেছিলেন। তাঁর মনে কোনরূপ শান্তি ছিল না। স্বামীর অধর্মাচারণ, তাঁর নিজের প্রতি স্বামীর অসহ্য নির্যাতন তাছাড়া নির্দোষ হতভাগ্য বনী ইসরাইলদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার প্রভৃতি তাঁর মনটিকে একবারে বিষাক্ত করে তুলেছিল। তিনি চক্ষের পানি বইয়ে ক্রন্দন করছিলেন। এখন তিনি দিবানিশি প্রায় চব্বিশ ঘন্টাই এভাবে ক্রন্দন করেন। রাত্রে শয্যায় শায়িত হয়ে চক্ষু মুদে শুধু কেঁদেই রাত্রি ভোর করে দেন! নিদ্রা তাঁর নিকট হতে বিদায় নিয়েছে অনেক পূর্বে। দিবা ভাগে তাঁর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজগুলি করতে বসেও তিনি কাঁদেন। ক্রন্দন ছাড়া তাঁর অন্য কোন সম্বল নেই। ইবাদত করতে বসে তিনি এত অধিক ক্রন্দন করেন, যাতে মনে হয় তিনি দুনিয়াতে বুঝি শুধু কাঁদতেই এসেছিলেন। কাঁদার কারণগুলো উপরে যা উল্লেখ করলাম তা তো ছিলই কিন্তু সর্বপ্রধান কারণ তাঁর স্বামীর ভয়াবহ পরিণামের ভাবনা।

তিনি প্রতি মুহূর্তে যেন চোখে দেখেন যে, তাঁর স্বামীর উপরে আল্লাহ্ তায়ালা ভীষণ আযাব প্রয়োগ করছেন এবং স্বামী তাতে অসহ্য হয়ে মর্মস্পর্শীভাবে চিৎকার করছেন, "আছিয়া আমাকে রক্ষা কর! আমাকে রক্ষা কর!"

www.pathagar.com

আছিয়া চুল আঁচড়াবার হঠাৎ তাঁর হস্ত হতে চিরণীখানা নীচে পড়ে গেল। তিনি "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বলে চিরণী খানা উঠিয়ে নিলেন।

ওদিকে ফেরাউন কিছুটা বিশ্রামের উদ্দেশ্যে এ মুহূর্তে আছিয়ার কক্ষে প্রবেশ করল। গত কিছুদিন যাবত তার মনের অবস্থা খুব ভাল নয়। চারদিকে সে যেন কিসের একটা অশুভ লক্ষণ অনুভব করেছিল। মুছাকে নিয়েই তার অধিক ভাবনা ছিল। যাকে নদীর বক্ষ হতে কুড়ায়ে এনে শাহী মহলের মাঝে রেখে রাজপুত্রের মত পালন করে বড় করা হল এখন সে মুছাই তার বিরুদ্ধ হয়েছে। এখন মুছাই তার খোদাই দাবীকে সমর্থন করছে না বরং মনে হতেছে যেন ভিতরে ভিতরে তার সহচর ও সভাসদগনের অনেক লোককেই সে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। এতদিন যে সকল কর্মচারীগণ তাকে প্রকৃতই খোদা মান্য করে তার নির্দেশাবলী অবনত মস্তকে পালন করেছে এখন তারা অনেকেই যেন তার নির্দেশ পালন করতে নানা রকমের প্রশ্ন তুলছে। এটা মুছারই প্ররোচনা ছাড়া আর কিছু নয়। শেষ পর্যন্ত না জানি মুছাই তার ধ্বংস ডেকে আনে! মুছাকে তার দস্তুর মত ভয় হচ্ছে। অথচ মুশকিল এ যে, এ কথা কারও নিকট প্রকাশ করা চলে না। তা হলে লোকে ভেবেই বা কি, নিজেকে স্বয়ং আল্লাহ বলে প্রচার করে শেষে একটি যুবকের ভয়ে এত সন্ত্রস্ত? তবে সে আল্লাহর শক্তি কতটুকু? ইতিমধ্যে মুছার (আ) আচরণে অতিষ্ট হয়ে কয়েকদিনই সে মুছার জীবন বিনাশ করতে উদ্যোগী হয়েছিল; কিন্তু আছিয়া তাকে বারণ করে মুছার (আ) জীবন রক্ষা করেছেন ; বরং আছিয়া অপেক্ষাও তার নিজের কতিপয় সভাসদ এখন মুছার অনুকূলে বেশী কথা বলে। মুছার বিষয় কিছু বললেই তারা অসন্তোষ হয়ে উঠে। ওদের প্রতি কোন প্রতিশোধ নেয়াও সম্ভব নয়। যেহেতু তাতে বিদ্রোহের আগুন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ফেরাউনের মনে এ সমস্ত অশুভ চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে তাকে অতিশয় উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল এবং তার মনের শান্তি লুপ্ত হতে চলছিল। তাই বাহিরের কর্ম-কোলাহল পরিবেশ হতে সে অন্তঃপুরে বিবি আছিয়ার নিরিবিলি পরিবেশকে তুলনামূলক উত্তম মনে করে তাঁর নিকট পূর্বাপেক্ষা একটু বেশী যাতয়াত করত।

আজ সে যেই মুহূর্তে আছিয়ার কক্ষে প্রবেশ করল সঙ্গে সঙ্গে আছিয়ার মুখে উল্লেখিত বাক্যটি শ্রবণ করে তার হৃদয় আগুনের মত জলে উঠল। সে বলল, আছিয়া! তুমি এখনও এসব কি বলছ? তোমার স্পর্দ্ধায় বিস্মিত হতে হয়। যে সময় মিশরের প্রায় প্রতিটি মানুষ আমাকে আল্লাহ বলে স্বীকার করে আমার মূর্তি প্রতি গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করতঃ আমাকে আল্লাহ রূপে পূজা করছে, তখন তুমি

www.pathagar.com

আমার নিজের বেগম হয়ে আমাকে এরূপ অবজ্ঞা করতঃ কল্পিত খোদার নাম উচ্চারণ করছ। এটা অপেক্ষা অপরাধ আর নেই। তোমাকে আবার আমি সাবধান করছি, ভবিষ্যতে যদি কোন দিন এ নাম তোমার মুখে শুনা যায় তবে তোমাকে যে কঠোর শাস্তি গ্রহণ করতে হবে তা কোন দিন তুমি ভাবতেও পার নেই।

আছিয়াকে এরূপ ধমক দিবার সময় তার চক্ষুদ্বয় আরক্ত হয়ে উঠল এবং ক্রোধে সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগল।

স্বামীর বাক্য শ্রবণ করে আছিয়া তাঁর অশ্রুসিক্ত চক্ষুদ্বয় উপরে তুলে স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন এবং অত্যন্ত ধীরভাবে বলতে আরম্ভ করলেন, প্রাণ-প্রিয়তম স্বামী! আপনি বিশ্বাস করুন দুনিয়াতে আমি সর্বাপেক্ষা আপনাকেই বেশী ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করে থাকি। আপনাকে আমি হৃদয়ের মাঝে এমন আসনে বসিয়ে রেখেছি যে আসনে আর অন্য কারও কোন অধিকার নেই। কিন্তু তবুও আমাকে সত্য কথাটি বলা প্রয়োজন যে, আমার হৃদয় নিবিড়ে এমন একটি স্থান রয়েছে যা সকল কিছুর উর্ধে, সে স্থানটিতে সদা বিরাজিত তিনি যিনি আমার নিকটে আপনার অপেক্ষাও বেশী ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। তিনিই আমার প্রভু। তিনি আপনারও প্রভু এবং সারা জাহানেরও প্রভু। তিনিই সারা জগতের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা,পালনকর্তা, জীবন-মৃত্যুর মালিক। তিনি দুনিয়ার সমগ্র সম্রাটগণের সম্রাট ও সমস্ত প্রভুগণের প্রভু।

তাঁরই ইঙ্গিতে আকাশে চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্ত ঘটে। তাঁরই ইঙ্গিতে দিবারাত্রের আবির্ভাব ও তিরোধান ঘটে। তাঁরই ইঙ্গিতে সাগর ও নদে ভাঁটা জোয়ার সৃষ্টি হয়। জগতের যত প্রাণীকুল আছে তাঁরই দয়ায় তারা পানাহার করে, আরাম-আয়েশ ও সুখ লাভ করে। আবার তাঁরই ইশারায় তারা দুঃখ-অশান্তি ও মৃত্যু-বরণ করে। তিনি মহাশক্তিমান অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তায়ালা।

হে স্বামী! আপনিই ভেবে দেখুন, আপনাকে আমি স্বামী হিসাবে হৃদয়ের সর্বোচ্চ আসনে বসিয়েও সে অদ্বিতীয় লা-শরীক আল্লাহর আসনে কোনরূপে কল্পনা করতে পারি কি না।

স্বামী! আপনি যত বেশী ক্ষমতাশালী ও প্রতাপান্বিতই হউন না কেন মহাপ্রভু আল্লাহ্ তায়ালার অতুলনীয় ক্ষমতা ও প্রতাপের কাছে আপনার ক্ষমতা ও বল অতিশয় তুচ্ছ এবং যারপরনেই ক্ষুদ্র। আপনি তাঁরই এক ক্ষুদ্র সৃষ্টজীব-সীমিত শক্তির অধিকারী। আপনি মহাশক্তিমান হতে পারেন কিন্তু সর্বশক্তিমান নয়। আপনি মহাজ্ঞানী হতে পারেন কিন্তু সর্বজ্ঞ নয়। তা সে মহাপ্রভু আল্লাহ্ তায়ালা। তাঁর অসীম যোগ্যতার সম্মুখে আপনার যোগ্যতার মূল্য কানাকড়িও নয়। আপনার

www.pathagar.com

মনে সুখ, দুঃখ, চিন্তা, শোক, আতঙ্ক আছে কিন্তু তিনি এ সকলের উর্ধে। আপনি জন্মলাভ করেছেন, আপনার পিতা ও মাতার উছিলায়। তিনি কারও উছিলায় কিংবা সাহায্য দ্বারা জন্মগ্রহণ করেন নেই। আপনি বহু ব্যাপারেই অন্যের কাছে মুখাপেক্ষী অথচ তিনি বেনেয়াজ (স্বয়ং স্বাবলম্বী)। এমতক্ষেত্রে আপনার পক্ষে শোভনীয় নয় তাঁর সাথে সমকক্ষতা করা কিংবা তাঁকে অস্বীকার করতঃ নিজেকে তাঁর স্থানে কল্পনা করতে যাওয়া।

স্বামী! আপনার এ অশোভন আস্পর্দ্ধার ফল অতি ভয়াবহ। অতি অমঙ্গলজনক। আমি দিবানিশি শুধু আপনার সে অমঙ্গল আশঙ্কাতেই চিন্তিত থাকি। সে ভাবনাতেই আমার হৃদয় জুড়ে অহরহ শুধু দুঃখ ও অশান্তির আগুন জ্বলছে। অতএব হে প্রিয়তম! আমার একান্ত মিনতি এ যে, আপনি সে সকল কাজে মহাপ্রভুর শাস্তি কিংবা অভিশাপ আসার সম্ভাবনা আছে; সে সমস্ত কার্যগুলি বর্জন করুন এবং পরিবর্তে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের রাস্তা ধরে চলতে থাকুন।

অদ্য ফেরাউন তার স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করেছিল তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ খোশালাপ করতঃ মনের বর্তমান অশান্তিকে একটু লাঘব করতে। কিন্তু তার বদলে আছিয়ার মুখে এ অনভিপ্রেত উপদেশ সমূহ শ্রবণ করে তার মনের অশান্তি শতগুণে বেড়ে গেল। সে আর একমুহূর্ত সেখানে অপেক্ষা না করে ক্রোধে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করতে করতে বের হয়ে গেল। যাবার সময় সে বলে গেল, আমাকে উপদেশ দান করছ? সাহসের সীমা দেখছি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। আচ্ছা অপেক্ষা কর শীঘ্রই আমি মজা দেখাচ্ছি। বুঝতে পারবে এ দুঃসাহসের পরিণাম কত মারাত্মক হয়। ফেরাউন এরূপ ক্রোধান্বিত ভাবে আছিয়ার কক্ষ হতে বের হয়ে সোজা দরবার কক্ষে চলে গেল। দরবারে গিয়ে সমস্ত সভাসদগণকে বের করে দিয়ে একা হামানকে নিয়ে সে পরামর্শে বসল। ফেরাউন বলল, হামান! বেগমের আস্পর্দ্ধা যেরূপ সীমাতিক্রম করছে তাতে এখন আর আমার পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করা সম্ভব নয়। তাঁকে কঠোর শাস্তি প্রদান করব। তুমি বল, কোন শ্রেণীর শাস্তি দ্বারা উত্তম ফল লাভ হবে?

হামান বলল, জাঁহাপনা! বেগমের প্রতি শাস্তি প্রয়োগের আমি পক্ষপাতী নই। মূলে তিনি তো তেমন দোষীও নন্। যত ঝামেলা বাঁধিয়ে তুলছে তাঁর পালকপুত্র মুছা (আঃ)। মুছাই (আঃ) তাঁকে নানা রকমের পরামর্শ দ্বারা আপনার অবাধ্য করেছে। নতুবা শুনা যায় এখন বেগম সাহেবা আপনার সম্মুখেই নাকি নিরাকার আল্লাহর কথা বলে থাকেন। আপনার গৃহে মুছা আসার পূর্বে তো কখনও এমন ঘটনা ঘটে নেই!

www.pathagar.com

ফেরাঁউন বলল, সত্য উজীর। আজই বেগম আমার সামনে বসে আমাকেই তাঁর সে আল্লাহর বশ্যতা স্বীকার করতে উপদেশ দিল। এটা অপেক্ষা ধৃষ্ঠতা আর কি হতে পারে?

হামান বলল, এটা মুছারই (আঃ) কুপরামর্শ ও প্ররোচনার ফল। বেগম এজন্য দোষী নন। তিনি অবলা রমণী। মুছাকে তিনি স্বীয় প্রাণাপেক্ষা অধিক স্নেহ করেন বলে মুছার পরামর্শও রক্ষা করে থাকেন। আর এ সুযোগে মুছাও তাঁকে আপনার প্রতি বিরূপ করতঃ সে অদৃশ্য খোদার প্রতি আকৃষ্ট করে ফেলেছে। কাজেই শাস্তি মুছারই পাওয়া প্রয়োজন, বেগমের নয়।

হামানের এ যুক্তি বাদশাহর খুবই মনোপুত হল এবং মুছাকে এজন্য কঠোর শাস্তি দানের মনস্থ করল। স্বীয় পত্নীর প্রতি ক্রোধ অনেকটা লাঘব হয়ে গেল। তবে বেগমের কাছে তার যাতায়াত পূর্বাপেক্ষা অনেকটা কমে গেল।

এটার বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা, একদা ফেরাউন বেগম আছিয়াকে নিয়ে নীল নদী তীরস্থ ফুল বাগিচায় ভ্রমণোপলক্ষে গেল। সেখানে সে বেগমের সাথে নানা রকমের গল্পগুজব আরম্ভ করল। কিন্তু ফেরাউন যত রকমের গল্প গুজবই করুকনা কেন, বিবি আছিয়ার মনে সর্বক্ষণই একই চিন্তা বিরাজ করছিল। তিনি তাঁর স্বামীকে কি ভাবে ভ্রান্তি হতে উদ্ধার করতঃ মুক্তির পথে আনবেন, তাঁর অন্তরে শুধু ঘুরে ফিরে সে বিষয়টিই পাক খাচ্ছিল।

ভ্রমণ করতে করতে সহসা তাদের উভয়ের দৃষ্টি নীল নদের একটি নতুন চরের প্রতি পতিত হল। আছিয়া তাঁর স্বামীকে বললেন, প্রিয়তম! ঐ দেখুন নদীর মধ্যে একটি নতুন চরের সৃষ্টি হয়েছে। ওটা শুধুই বালুকার স্তুপ। এখন পর্যন্ত ঐখানে কোন গাছপালা বা তৃণলতা উৎপন্ন হয় নেই। আচ্ছা আপনার কি এমন শক্তি আছে যে, ঐখানে কোন বীজ বপন ব্যতীত একটি বৃক্ষ বা তৃণের সৃষ্টি ঘটাতে পারেন? নিশ্চয়ই তা পারবেন না। কোন মানুষেরই পক্ষে তা সম্ভব নয়। অথচ বিশ্বস্রষ্টা পরম প্রভু ইচ্ছা করলে ঐ চরের বুকে যে কোন শ্রেণীর বৃক্ষ, গুল্ম বীজ ব্যতীতই উৎপন্ন করতে পারেন। কেননা তিনি যে অসীম ক্ষমতার আধার সর্বশক্তিমান। ভেবে দেখুন! এ জন্যই কোন মানুষের উচিত নয় তাকে নিজেকে আল্লাহ বলে প্রচার করা, আল্লাহ কেবল তিনিই যিনি সকল কিছুকে সর্বাবস্থায় সৃষ্টিতে সক্ষম। আছিয়া একটি ক্ষুদ্র কীটের প্রতি ফেরাউনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ আবার বললেন, স্বামী! আপনি কি এ ক্ষুদ্র কীটের অনুরূপ একটি জীবও সৃষ্টি করতে পারেন? অথবা এর মৃত্যু ঘটিলে একে বাঁচিয়ে তুলতে সক্ষম হন? নিশ্চয়ই তা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু আপনি নিজেকে সবার খোদা বলে যে দাবী

www.pathagar.com

করছেন সে দাবী কেমন করে মানা যেতে পারে?

আছিয়ার এ অপ্রাসঙ্গিক বাক্য শুনে ফেরাউনের মাথা এক পলকেই গরম হয়ে উঠল। তার এ প্রমোদ ভ্রমণ মিথ্যা হয়ে গেল। আছিয়ার এ ধরণের কথাবার্তাগুলোকে সে সহ্যই করতে পারত না। মুহূর্তে সে বিরক্ত এবং ক্রোধে অধীর হয়ে প্রমোদ উদ্যান হতে বের হয়ে গেল। ক্রোধের আধিক্যে তার মুখ হতে কোন কথাই উচ্চারিত হল না। তবে বেগম অপেক্ষা মুছার উপরে সে ক্রোধ হল আরও বেশী। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আর কোন কথা নয়, আর কোনরূপ ক্ষমা নয়, মুছাকে সে এবার আশা, আকাঙ্খা, যশ, গৌরব সমস্ত কিছু বরবাদ করে দিবে। মুছাকে বিনাশ করার পরে যদি দেখা যায়, আছিয়া তখনও পথে আসে নেই তা হলে তখন আছিয়াকেও পৃথিবী হতে বিদায় করে দেবে।

পালিয়ে বাঁচব? তেমন কাপুরুষ আমি নই। আমি ন্যায়ের পক্ষে আছি। প্রয়োজন হয় সত্যের উপরে সুদৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তবু পালিয়ে যাব না। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমার উপরে যে কোন কঠিন বিপদ আসুক বীরের মত তার সামনে বক্ষ পেতে দিব। অদৃষ্টে যা লিখা আছে, তা তো ঘটবেই, সেজন্য পরোয়া করব আমি আপনার এত ভীরু ছেলে নই। আম্মা! আমি আপনাকে ফেলে রেখে অন্য কোথাও যাব না।

আছিয়া বললেন, বাবা! তোমার এ কথা বীরোচিত বটে কিন্তু এতে বুদ্ধিমত্তা নেই। সাপের মত জীবকে কখনও বিশ্বাস করবে না। তার নিকট হতে নিজেকে সদয় বাঁচিয়ে রাখতে হয়। নতুবা যখন তখন বিপদ ঘটতে পারে। কাজেই তোমাকে আমার এ নির্দেশ মেনে নিয়ে মিশর রাজ্য ছেড়ে যেতেই হবে। স্মরণ রাখবে, নিষ্ঠুর অত্যাচারী ন্যায়-অন্যায় মেনে চলে না। তারা যা ইচ্ছা তা করে বসতে পারে। তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তুমি আমাকে যেমন রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। তেমন নিজেও বিপদ হতে রক্ষা পাবে না। মুছা! আমি নিজের বিষয় মোটেও ভাবি না, শুধু তোমাকে নিয়ে দিনরাত আমি উদ্বিগ্ন আছি। এটার কারণ এই যে, আমি যদি জগৎ হতে বিদায় গ্রহণও করি তবে তাতে কোনই ক্ষতি নেই। তাতে কারও ক্ষতি হবে না বরং আমার মত হাজার হাজার নারী বিনাশ হলেও তাতে জগৎবাসীর কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু তোমার সামান্য অকল্যাণও ঘটতে দেয়া যেতে পারে না। মুছা! বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা আমি উত্তম রূপে বুঝেছি যে, আল্লাহ তোমাকে একটি বিরাট ও মহান কর্তব্য সাধন উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। কিন্তু তোমার সে কর্তব্য এখনও সম্পন্ন করা হয় নেই। তাই স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। আত্মবিসর্জন করা তোমার

www.pathagar.com

জন্য অপরাধ স্বরূপ। তাই আমি বলছি তুমি এখন এ মুহূর্তে এস্থান হতে প্রস্থান কর এবং অন্যত্র গিয়ে মানব সমাজে স্রষ্টার বাণী প্রচার কর। আমি করুণাময় আল্লাহর কাছে আশীর্বাদ করি যেন তুমি এ কর্তব্য সাধনে সফলতা লাভ কর।

মুছা! তুমি আমার জন্য এতটুকু ভাবিও না, আমাকে দয়াময় প্রভু যতটুকু মনোবল দিয়েছেন তাতে বাদশাহ আমাকে যত কঠোর সাজাই প্রদান করুক, প্রভুর নাম স্মরণ করে তা সহ্য করতে পারব। যদি মৃত্যু বরণ করতেও হয় হাসতে হাসতে তা বরণ করে নিব। মৃত্যুকে আমি পরোয়া করি না যদি দয়াময় প্রভু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে ঈমান রাখার তৌফিক দেন।

অতঃপর আর হযরত মুছা (আঃ) আছিয়ার নির্দেশের প্রতিবাদ করলেন না। তিনি মাতা আছিয়ার নিকট হতে দোয়া ও বিদায় নিয়ে রাত্রির অন্ধকারেই শাহী মহল হতে বের হয়ে পড়লেন। বিবি আছিয়া তাঁকে কতগুলি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে বললেন, বাছা! এগুলি তোমার পাথেয় ও বিদেশের সম্বল। এটা গ্রহণ কর। মুছা (আঃ) জননী আছিয়ার এ শেষ দান একান্ত আগ্রহের সাথে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। বিবি আছিয়া এভাবে মুছা (আঃ)কে বিদায় দিয়ে কিছুক্ষণ তাঁর গমন পথের পানে ছলছল চোখে চেয়ে থেকে অবশেষে একটি বুক ফাটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আল্লাহর কাছে বললেন, হে মাবুদ! আত্মীয় বান্ধবহীন তোমার বান্দাটিকে তোমার হাতেই সমর্পণ করলাম। তুমি এর সর্বাঙ্গীর বিধান করিও।

আছিয়া কারাগারে

পরদিন প্রত্যুষে ফেরাউনের নির্দেশে মুছা(আঃ)কে পাকড়াও করার জন্য শাহী মহলে কতিপয় সসস্ত্র লোক এসে উপস্থিত হল। তারা মুছার (আঃ) শয়ন কক্ষে মুছা (আঃ)কে দেখতে না পেয়ে রাজমহলের সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে কোথাও না পেয়ে বাদশাহর কাছে গিয়ে বলল, তাঁকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

ফেরাউনের বুঝতে বাকী রইল না যে, এটা বিবি আছিয়ার কাজ। নিশ্চয়ই সে-ই মুছাকে কোথাও গোপন করেছে কিংবা বাইরে সরিয়ে দিয়েছে। তখন মুছা (আঃ)কে খুঁজে বের করার জন্য রাজ্যের সর্বত্র লোক নিযুক্ত হল। দেশের সীমান্তে সার্বক্ষণিক কঠোর প্রহরা পুর্ব হতেই ছিল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে মুছা (আঃ) জনৈক কিবতীর ছদ্মবেশে নির্বিঘ্নেই মিশর সীমান্ত অতিক্রম করে মাদায়েনে গিয়ে পৌছলেন।

মিশরের কোনোখানে মুছাকে না পাওয়ার ফলে ফেরাউনের ক্রোধের শিকার হলেন বিবি আছিয়া। ফেরাউন তাঁর উপর এমনিই ক্রুদ্ধ ছিল; এবার সে তাঁর উপর আরও বেশী ক্রুদ্ধ হল। ঠিক এমনি সময়ে একদা রাত্রে ফেরাউন শুনল,

www.pathagar.com

আছিয়া তাঁর কক্ষে বসে তাঁর প্রভুর কাছে মুনাজাত করছে, দয়াময়! তুমি মুছা (আঃ)কে তাঁর অভীষ্ট সাধনে সফল করে দিও এবং সর্বরকম বিপদ-আপদ ও প্রতিবন্ধকতা হতে রক্ষা করিও। আর আমার স্বামীর মিথ্যা দর্প চূর্ণ করতঃ দেশের দুর্বল মানুষদিগকে তোমার সত্য সঠিক পথে ফিরায়ে আনিও।

আছিয়ার এ গোপন মুনাজাত শ্রবণ করে ফেরাউন আর ধৈর্য রাখতে পারল না। সে উগ্রমুর্তি ধারণ করতঃ তম্মহূর্তে আছিয়ার গৃহে প্রবেশ করতঃ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, আছিয়া! এ শেষবার। একবার নয়, দুবার নয়, বার বার আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করছি। বার বার আমি সাবধান করছি তুমি ঐ নাম আর মুখে এনোও না। অথচ আমার কথায় তুমি ভ্রুক্ষেপ করছ না। আমার নির্দেশের কোন মূল্যই তুমি দিচ্ছ না। তুমি আমার গৃহে অবস্থান করে আমার অন্নে পালিত হয়ে আমাকে এরূপ অপমান করার সাহস ও স্পর্দ্ধা কার নিকট হতে লাভ করেছ, এবার আমি তা দেখব। দেখব এবার তোমাকে আমার শাস্তি হতে কে এসে রক্ষা করে। একা তোমাকেই নয় তোমার সাথে আমার অবাধ্য সন্তানকেও অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ করে তিলে তিলে সাজা ভোগিয়ে মারব। তখন বুঝবে ফেরাউনের নির্দেশ রক্ষা করার মূল্য কত অধিক।

এভাবে তর্জন গর্জন করে ফেরাউন বের হয়ে গেল। রাত্র অতীত হবার পর প্রত্যুষেই সে তার কতিপয় অনুচরকে আদেশ করল, তোমরা আমার অবাধ্য বেগমকে বন্দী করতঃ কারাভ্যন্তরস্থ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রেখে দাও।

অনুচরগণ বাদশাহর আদেশে শিহরিয়ে উঠল। তারা সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। বিবি আছিয়ার মত সাধ্বী মহিলা মত উত্তম লোকদের প্রতি বাদশাহর এমন নিষ্ঠুর শাস্তির আদেশ তাদের ধারণারও অগোচর ছিল। তারা যে যেখানে ছিল দাঁড়িয়ে রইল। একপদও নড়ল না। ফেরাউন এবার তাদের প্রতি সগর্জনে ধমক দিয়ে বলে উঠল, আমার নির্দেশ পালনে এত বিলম্ব কেন? যদি তোমাদের প্রাণের মমতা থাকে এ মুহূর্তে আদেশ পালন কর। অনুচরবৃন্দ এবার বাধ্য হয়ে বিবি আছিয়া অন্ধকার কারাগৃহের সর্বনিকৃষ্ট কক্ষ মধ্যে বন্দী করে বাইর হতে উহা তালাবদ্ধ করে দিল। অতঃপর ফেরাউনের নির্দেশে তাঁরা কক্ষ মধ্যে ভীষণ দুর্গন্ধময় ময়লা এবং গলিত মৃত্যু দেহসমূহ রেখে আসল। তা ছাড়া বন্দীগণের খাদ্য পানীয় বন্ধ করে দেয়া হল। ফলে ক্ষুধা তৃষ্ণার যন্ত্রণার সাথে অসহ্যকর দুর্গন্ধের জ্বালা মিলিত হয়ে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত হল। খালি পেটে উগ্র দুর্গন্ধে উম্মত্ত প্রায় হয়ে বার বার বমি করতে আরম্ভ করলেন। বমির সাথে ভিতর হতে নাড়ীভুঁড়িগুলো বের হয়ে আসার উপক্রম হল। এভাবে কঠোর সাজার মধ্য দিয়ে প্রায় দু'টি সপ্তাহ কেটে গেল। তারপর একদা বাদশাহর মন্ত্রী হামান এসে

www.pathagar.com

বন্দীগণকে বাইরে এনে বিবি আছিয়াকে বলল, বেগম আপনি আমাদের পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রী। যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ও বিদূষী মহিলা! আপনাকে উপদেশ দিতে পারি তেমন যোগ্যতা আমার নেই। তবে আপনার এ দুরবস্থায় ব্যাকুল হয়ে আপনার সমীপে আমি অনুরোধ জানাতে ছুটে এসেছি। তা এই যে, আপনার স্বামী নিজেকে স্বয়ং খোদা বলে দাবী করছে। রাজ্যের প্রজাবৃন্দ তার সে দাবী স্বীকার করে তার উপাসনাদিও করছে। এমতাবস্থায় আপনি তার বেগম হয়ে যদি তার সে দাবী অমান্য করে তবে এটা অপেক্ষা তার পক্ষে অপমান এবং অশান্তির আর কি থাকতে পারে? অন্ততঃ তার এ অপমান এবং মনের অশান্তি মোচন করতে আপনারা তার মনের বাসনা পূর্ন করুন। তাকে খোদা বলে স্বীকার করুন। বিশেষতঃ নারীর ধর্ম স্বামীর সন্তোষ বিধান করা! তা' করতে গিয়ে কোন কাজে যদি নিজের বিবেক অবাধ্যও হয়, আমি বলছি তবু তা করা উচিত। এমত ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়ের সমস্ত দায়িত্ব স্বামীর উপরই বর্তিয়ে থাকে। কেননা নারীগণ স্বামীর অধীন, স্বমীর অনুগত দাসীর তুল্য। তাদের নিজেদের কোন স্বাধীনতা নেই। আপনি একবার ভেবে দেখুন, যদি তাই থাকত তবে আজ আপনার এরূপ দুর্ভোগ পোহাবার প্রয়োজন হত না। আমার এ কথাগুলো আপনি নিজেও বুঝেন এর কিছুই আপনার অজানা নয়। আর তজ্জন্যই আমি আপনাকে পুনরায় বলছি আপনি অযথা স্বেচ্ছায় এরূপ ভীষণ কষ্ট ভোগ না করে স্বামীর ইচ্ছা পূরণ করুন এবং পুনরায় সে সুখ-নিকেতন অন্দর মহলে ফিরে যান।

মন্ত্রী হামানের এ অনুরোধের জবাবে আছিয়া বললেন, উজীর হামান! তুমি এরূপ অনুরোধ আর কখনও আমার সম্মুখে উচ্চারণ করিও না। জানিও আমার প্রাণের জন্য একটুকু মায়া নেই। তোমরা আমাকে যত কঠোর শাস্তি দিতে পার দিয়ে যাও। আমরা তোমার বাদশাহের অন্যায় দাবী ও পাপ বাসনাকে কিছুতেই মানব না। তুমি অযথা এখানে বিলম্ব না করে চলে যেতে পার।

এ কথা শুনে উজীর হামান নিরাশ হয়ে চলে গেল। গিয়ে বাদশাহর কাছে বেগমের এ দৃঢ়তার কথা জ্ঞাপন করল।

আছিয়ার কঠোর পরীক্ষা শুরু

বাদশাহ দেখল, আছিয়ার স্পর্ধা এখনও কমে নেই। সে এখনও সোজা হয় নেই। এতে বাদশাহর মনের জেদ বৃদ্ধি হল। যেভাবেই হয় পত্নী ও পুত্রগণকে তার নিকট নতি স্বীকারে বাধ্য করতে সে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। কারা প্রহরিগণকে আদেশ করল, তোমরা প্রতিদিন গিয়ে আছিয়াকে দীর্ঘ সময় চাবুক দ্বারা প্রচণ্ড বেগে প্রহার করবে ও রাত্রে যাতে মেঝের উপরে শুইতে না পারে

www.pathagar.com

তজ্জন্য তাঁর দু' হস্তে রশি বেঁধে ছাদের সাথে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখবে যেন নিচে ভূমির সাথে স্পর্শ না করে।

বাদশাহর এ নিষ্ঠুর আদেশ পালিত হতে লাগল। প্রহরিদের নিদারুণ শাস্তি প্রদান ও প্রহারের আঘাতে আছিয়ার বুক ফাটা চিৎকার আরম্ভ করল; কিন্তু কোন স্থান হতে একটি লোক এসে তাঁর এ ভীষণ কষ্ট হতে উদ্ধার করল না। তবু আল্লাহর কি অপূর্ব মর্জী! তিনি এ অসহ্যকর শাস্তির মাঝেও তাঁর ঈমান মজবুত রাখল। তাঁর মনে এতটুকু মাত্র দুর্বলতা দেখা দিল না। বিবি আছিয়াকে স্বামীর আদেশে কারাকক্ষের মেঝের উপরে শোইয়ে তার বক্ষের উপরে ভারী পাথর দেয়া হতে লাগল তাতে তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসত। কিন্তু একেও তিনি কোন কষ্ট বলেই বোধ করতেন না।

আছিয়া বললেন, এ ক্রন্দনের কথা তোমাদেরে কি বলব, আমি নিজের কষ্ট এ অকথ্য নির্যাতনে কাঁদছি না কিন্তু আমার অন্তরে সদা সর্বদা যে ভীষণ দুঃখের আগুন জলছে তাতেই কখনও কখনও আমাকে এরূপ কাঁদিয়ে ফেলে। সে দুঃখ যে কি ভয়াবহ, বললে তোমরাও তা বুঝতে পারবে। আমার সে দুঃখ এই যে, আমার সংসারে আমি পাপ পথ হতে ফিরায়ে আনতে পারলাম না; মৃত্যুর পূর্বে তাকে সৎপথের উপরে দেখে যেতে পারলাম না। তার এ পাপ কাহিনী শুনে জগতের লোক অনন্তকাল ধরে তাকে ধিক্কার দিবে। আর পরকালে তাকে এ মহাপাপের বদলে চিরকাল ধরে জাহান্নামের অনলে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হতে হবে। এটা যে আমার কত বড় ব্যথা তা আমি তোমাদেরে বলে বুঝাতে পারব না।

তাঁর কথা শ্রবণ করে তারা বলল, এজন্য এরূপ দুাঃখ করে কি লাভ হবে? জগতে এসে যে যেমন কার্য করবে ইহকালে পরকালে সে তেমন প্রতিফল ভোগ করবে। যার অদৃষ্ট লিপিতে যা লিখা আছে তা নিশ্চয়ই ঘটবে। সে জন্য আফসুস করা বৃথা।

ফেরাউন তার পত্নী এবং পুত্রদের প্রতি ক্রোধ যতই হয়ে থাকুক তাঁদিগকে প্রাণে হত্যা করা তার অভিপ্রেত ছিল না। তা থাকলে অনেক পূর্বেই তাদের প্রাণ হরণ করতে পারত। তার জেদী মনের আকাংখা ছিল, সে অসহনীয় নির্যাতন চালিয়ে এবং প্রাণনাশের আতংক সৃষ্টি করে তাদের নিকট হতে নিজের দাবীর স্বীকৃতি আদায় করবে এবং এ ভাবে তাদিগকে জব্দ করতঃ নিজের মনকে তৃপ্ত করে তুলবে! এ আশায় সে ব্যর্থ হয়েও সম্পূর্ণরূপে হাল ছাড়ল না। সে মন্ত্রী হামানকে নির্দেশ দিল, প্রতিদিন একবার গিয়ে সে যেন আছিয়ার মত পরিবর্তনের চেষ্টা করতে থাকে।

www.pathagar.com

হামান বাদশাহর নির্দেশানুযায়ী প্রতিদিনই একবার করে কারাগারে গেল এবং বিবি আছিয়াকে বাইরে এনে নানাভাবে তাঁকে বুঝিয়ে শুনিয়ে উদ্দেশ্য সাধন করার চেষ্টা করে দেখল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বিবি আছিয়া অচল অটলই রইলেন। অবশেষে একদিন স্বয়ং বাদশাহকে সহ হামান কারা প্রাচীরের ভিতরে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট কক্ষ হতে আছিয়াকে বাইরে আনল এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, মাননীয়া বেগম সাহেবা! বহুদিন আপনার কাছে আগমন করেছি এবং অনেক কথাই বলেছি, আজ শেষদিন আমি আপনার কাছে সে একই উদ্দেশ্য নিয়ে হাজির হয়েছি। জানি আপনি আমার অপেক্ষা অনেক বুদ্ধিমতি; যথেষ্ট বিচক্ষণা। তবু আজ আবার আপনাকে আমি দু'টি কথা বলতে ইচ্ছা করি। এ জন্য আমার ধৃষ্ঠতা ক্ষমা করবেন। দেখুন! পত্নীর নিকটে স্বামী অসীম শ্রদ্ধার পাত্র। স্বামীর যে কোন নির্দেশ পালন করাই পত্নীর কাজ এবং তাঁর এমন কোন কাজ করা উচিত নয় যাতে স্বামীর হৃদয়ে আঘাত লাগতে পারে। আপনার স্বামীকে আল্লাহ বলে মানলেই যখন তিনি খুশী হন তখন তা আপনার নিশ্চয় মানা উচিত। যাকে দেশের প্রতিটি লোকই আল্লাহ বলে মানছে তাকে আপনি আল্লাহ স্বীকার করতে আপত্তি কেন? আপনি চোখের সামনেই দেখছেন শুধু আপনার কারণেই আপনি কঠোর শাস্তি ভোগ করছেন। আপনার মত পরিবর্তন করলে সাথে সাথে এরাও আপনার পথ ধরত।

অতএব আপনাকে আমি পুনঃ অনুরোধ করছি আপনি আপনার মত পরিবর্তন করতঃ নিজের কষ্ট মোচন করুন এবং আপনার সন্তানদেরও জীবন রক্ষা করুন।

আছিয়া বললেন, মন্ত্রী হামান! আমি পূর্বেও বলেছি এখনও বলছি আমি বাদশাহকে আমার স্বামী ও রাজ্যের শাসক হিসেবে একান্ত শ্রদ্ধা করি এবং প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি। জীবনে যতক্ষণ আমি বেঁচে থাকব ততক্ষণই তা করব। কিন্তু তা' বলে তাকে স্বয়ং প্রভুর আসনে কখনও প্রতিষ্ঠিত করতে পারব না। মানুষ কখনও স্রষ্টা হতে পারে না। এ জাজ্জল্যমান মিথ্যাকে আমি কিছুতেই স্বীকার করব না। এ জন্য তোমরা আমাকে বলিও না। আমি বিশ্বস্রষ্টা মহাপ্রভুর উপাসনা করি। যতক্ষণ বেঁচে থাকব, মনে প্রাণে তা করব। কোন ব্যবস্থাই আমাকে এ পথ হতে ফিরাতে পারবে না।

আছিয়ার স্বামী ফেরাউনও নিকটে উপস্থিত ছিল। তাকে লক্ষ্য করে আছিয়া বললেন, স্বামী! আপনি যাই ভাবুন না কেন প্রাণের ভয় আমি এক বিন্দুও করি না। আপনার ব্যবহারও আমাকে টলাতে পারবে না। আপনার এ অন্যায় হতে

www.pathagar.com

যদি আপনি বিরত না হন তবে অচিরেই আপনার প্রতি আল্লাহর গজব নেমে আসবে। আপনি কোনক্রমেই সে গজব হতে রেহাই পাবেন না। তাই আমি এখনও আপনার পদে অনুরোধ করছি, নিজের হিত ও স্বার্থের কথা ভেবেই আপনি এখনও সত্য-সঠিক পথে ফিরে আসুন।

আছিয়ার এ দৃঢ়বাক্য শুনেও মন্ত্রী হামান আর একটিবার চেষ্টা করে দেখল। সে বলল, বেগম সাহেবা! আপনি একটি বারের জন্য বাদশাহকে আল্লাহ বলে স্বীকার করে লন। পরিবর্তে আমরা আপনার জন্য বাদশাহর সিংহাসনের পার্শ্বে রত্নের এক তখ্ত বানিয়ে দেই। আপনি তাতে আসীন হয়ে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করুন। তাছাড়া মিশরের প্রতিটি গৃহে গৃহে আমরা আপনার সুবর্ণ মূর্তি তৈরী করে প্রজাগণকে আপনার উদ্দেশ্যে পূজা করার নির্দেশ দান করি।

আছিয়া বললেন, মন্ত্রী! এমন পাপোক্তি আর মুখে আনিও না। এবং এরূপ প্রলোভনও আমাকে দেখাইও না; বরং তুমি তোমাদের বাদশাহর মন পরিবর্তন করার জন্য চেষ্টা করে দেখ। নতুবা ধ্বংস অনিবার্য্য তা কোন শক্তিই ফিরায়ে রাখতে সক্ষম হবে না।

বাদশাহ এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরে আছিয়ার কথা শ্রবণ করেছিল। এবার তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। সে বলল, হামান! তুমি এখান হতে চল, আছিয়ার বাক্য আমার সহ্য হচ্ছে না, সে এখনও তার পূর্বের জেদ নিয়েই আছে। এবার তাকে আমার শিক্ষা না দিয়ে গত্যন্তর নেই। এবার সে দেখুক তার জেদ কত দৃঢ় এবং মিশরাধিপতি ফেরাউনের শক্তি বা কত প্রবল। আমি তাঁর এবং তাঁর পুত্রদিগের এমন ভীষণ শাস্তির দ্বারা প্রাণ সংহার করব যা দুনিয়াতে কেউ কোন দিন দেখে নেই; কেউ কোন দিন শ্রবণও করে নেই। তুমি একটি বৃহৎ ডেকচিতে তেল ভর্তি করতঃ উত্তপ্ত কর। অতপর আমি সেই অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত তেলের ভিতরে আছিয়াকে নিক্ষেপ করতঃ তাঁর চরম শাস্তি দান করব।

আছিয়ার সম্মুখে এ কথা বলে বাদশাহ সেখান হতে মন্ত্রীকে নিয়ে চলে গেল। বাদশাহর সিদ্ধান্তে কেউ প্রতিবাদ করার নেই। মন্ত্রী হামান অনুচরগণের দ্বারা ডেকচিতে তেল ভর্তি করতঃ তা উত্তপ্ত করতে আরম্ভ করল।

ফেরাউনের এ পৈশাচিক সিদ্ধান্তের কথা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই শুনল। আছিয়ার মত দয়াবতী ও গুণান্বিতা মহিলা তারা কোন দিন দেখে নেই। তিনি ছিলেন দেশের সমস্ত গরীব ও দুঃখী কাঙ্গালদের কাছে সাক্ষাত জননীর মত। তাঁর স্নেহ ও দয়া লাভ করে নেই দেশে এমন মানুষ বিরল ছিল। তারা সে আছিয়ার

www.pathagar.com

মত রমণী এ ভয়াবহ পরিণতির কথা শুনে শিহরিয়ে উঠল। কিন্তু বাদশাহর এ সিদ্ধান্তের সমালোচনা বা এটার প্রতিবাদ করার মত কেউ সমগ্র মিশরেও ছিল না। অতএব লোকগণ শুধু স্তব্ধ হয়ে রইল। তবে আছিয়ার অনেক শুভাকাংখী তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল, দেখুন! আমরা অজ্ঞান, অধম, আপনাকে কোন পরামর্শ দেই তেমন যোগ্য নই তবে এতটুকু বুঝতেছি, যদি আপনি বাদশাহর মন এতটুকু যুগিয়ে চলতেন তা হলে আপনার প্রাণ রক্ষা পেতে পারত। আপনার নিজের প্রাণের জন্য মায়া না থাকলেও এ প্রাণ কয়টিকে রক্ষা করতে বাদশাহকে আপনি খুশী করুন।

কোন কোন লোক বলল, হে বেগম! আপনি অন্তর দ্বারা বাদশাহকে খোদা না মানলেও অন্ততঃ তাকে মুখে একবার খোদা বলুন। তবু হয়ত বাদশাহ আপনার প্রতি খুশী হয়ে আপনার এবং আপনার সন্তানগণের উপরে অনুকম্পা প্রদর্শন করবেন। তাতে আপনার জীবন রক্ষা হবে।

এ সময় মন্ত্রী হামান একবার আছিয়ার নিকটবর্তী হয়ে বলল, বেগম! শেষ মুহূর্তে সমুপস্থিত, এখনও সময় আছে, একবার ভেবে দেখুন আপনার মত পরিবর্তন করবেন কি না, আমি আপনাকে এখনও অনুরোধ করছি। আপনি একবারের জন্য বাদশাহকে আল্লাহ্ বলে নিজের অমূল্য জীবন বাঁচিয়ে রাখুন।

মন্ত্রীর অনুরোধের জবাবে আছিয়া অত্যন্ত ধীর এবং শান্তস্বরে বললেন, হামান! তুমি বারবার আমাকে একই অনুরোধ করিও না। মিথ্যাকে আমি কোন প্রকারেই সত্য বলে স্বীকার করতে পারব না। এ বলে সে দু হাত উঠিয়ে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করতে লাগলেন, হে মাবুদ! তোমাকে জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছি, তুমি আমার স্বামীর ভুল ভঙ্গ করে ও তার অহমিকা চূর্ণ করে তাকে তোমার পথের পথিক বানিয়ে দাও।

ফেরাউন নিকটেই উপবিষ্ট ছিল, সে হামানকে বলল, হামান! তুমি ওকে এখনও কিসের জন্য অনুরোধ কর? ওর কোন কথাই আমার সহ্য হচ্ছে না। ঐ দেখ সে এ মুহূর্তেও কেমন উক্তি করছে! তুমি আর বৃথা সময় নষ্ট না করে কর্তব্য সাধন কর। তখন হামান নির্দিষ্ট অনুচরগণকে নির্দেশ দিল। এ মুহূর্তে আবার হামান তাঁকে একবার লক্ষ্য করে বলল, মাননীয়া বেগম সাহেবা! আমি বাদশাহর পক্ষ হতে আর একবার আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনি একবার অন্ততঃ বাদশাহকে খোদা বলে স্বীকার করুন, অনর্থক জেদ করা কিছুতেই ভাল নয়। আপনাকে এ শেষ অনুরোধ– আপনি আপনার স্বামীর আশা আকাংখা পূর্ণ

www.pathagar.com

করুন। আমরা সকলেই আপনার একান্ত হিতাকাংখী বলে পুনঃ পুনঃ আপনাকে এ একই অনুরোধ করছি।

আছিয়া এর জবাবে বললেন, হামান! তোমাকে এজন্য ধন্যবাদ জানাই কিন্তু তুমি যতই বল না কেন আমার সে একই কথা আমি সত্যকে বিসর্জন দিয়ে মিথ্যাকে কোন প্রকারেই স্বীকার করতে পারব না। এ অনুরোধ তুমি আর একবারও আমাকে করিও না; বরং আমি তোমাকে আমার শেষ অনুরোধ করছি, তুমি বাদশাহর প্রধান উজির হিসাবে তাকে সুপরামর্শ দাও যেন তিনি আর বিলম্ব না করে পাপ বর্জন করেন এবং পূর্বকৃত পাপরাশির জন্য দয়াময় আল্লাহর সমীপে মার্জনা ভিক্ষা করেন।

আছিয়ার এ শেষ বাক্যটি ফেরাউনের কানে পৌঁছেবা মাত্র সে আবার গর্জিয়া উঠল। সে হামানকে বলল, হামান! তুমি রেখে দাও তোমার অনুরোধ উপরোধ। যে নিজের ধ্বংস ডেকে আনতে চায় তার কল্যাণ করা যায় না। এখনও তাঁর স্পর্ধা এবং ধৃষ্ঠতার মাত্রা দেখছ কি? আমি আর সহ্য করব না এ মুহূর্তে এর কঠোর প্রতিফল তাঁকে ভোগ করাব। তাঁকে তাঁর সন্তানদের মত উত্তপ্ত তেলে নিক্ষেপ করব না। তাতে মুহূর্তে জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে সে প্রাপ্য শাস্তি উত্তমরূপে ভোগ করবে না। তাঁকে আমি তিলে তিলে নিষ্পেষিত করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিব যেন এরূপ জেদের প্রতিফল কি ভয়াবহ তা উত্তমরূপে উপলব্ধি করতে পারে।

অতঃপর বাদশাহর হুকুমে একটি ভীষণ পেষণ-যন্ত্র উপস্থিত করা হল। তারপর নির্দয় জল্লাদের প্রতি নির্দেশ হল, আছিয়াকে এ যন্ত্রের ভিতরে নিক্ষেপ কর। আদেশ মাত্র মুহূর্তে তা প্রতিপালিত হবার সাথে সাথেই পেষণ-যন্ত্র প্রচণ্ডভাবে আছিয়ার সর্বদেহ খিঁচিয়ে ধরল এবং ধীরে ধীরে তার বেগ বৃদ্ধি পেতে লাগল। ফলে আছিয়ার সারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কুঁকরিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেল। তীব্র যন্ত্রণায় মুখের দৃশ্য বিবর্ণ হয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে তাঁর শ্বাস যন্ত্রের ক্রিয়া স্তিমিত হয়ে আসল। তখন তাঁর আর শ্বাস-প্রশ্বাস করার মত শক্তি রইল না। শ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম হল। এ সময়ও দেখা গেল অতি অস্পট আওয়াজে ওষ্ঠ নাড়িয়ে তিনি কি যেন বলছেন। এটা দেখে ফেরাউন তাঁর নিকটে এসে অবনত হয়ে শুনল, আছিয়া তাঁর প্রাণ পাখীটি শূন্যে উড়ে যাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেও বলছেন,হে করুণাময়! তুমি আমার প্রিয়তম অবুঝ স্বামীকে সুমতি প্রদান কর। তার এ ভ্রান্ত মোহকে ভেঙ্গে দিয়ে তাকে মুক্তির পথ প্রদর্শন কর। বলতে বলতে তাঁর ওষ্ঠদ্বয়ের স্পন্দনটুকু স্তব্ধ হয়ে গেল।

www.pathagar.com

আবরাহা কর্তৃক কা'বা গৃহ ধ্বংসের পরিকল্পনা

ঘটনার বর্ণনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম গ্রহণের পূর্বে তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন কোরায়েশদের তথা মক্কা এলাকার একচ্ছত্র নেতা। তিনি কা'বা গৃহেরও প্রধান সেবক ছিলেন। যখন কা'বা গৃহে ছিল অসংখ্য দেবীর মূর্তি। দেশ বিদেশের অসংখ্য মানুষ এখানে জমায়েত হয়ে দেবদেবীর পূজা অর্চনা করত। এত বড় এবাদাতখানা তখনকার দিনে পৃথিবীতে আর ছিল না। এ কা'বা গৃহকে উপলক্ষ করে বছরে দুবার এখানে মেলা বসত। সে মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হত। দেশ বিদেশ থেকে রাজা বাদশা আমির ওমরাগণ ও হাজার হাজার সাধারণ মানুষ পুণ্যের আসায় এ মেলায় হাজির হত। আবদুল মোত্তালেব ছিলেন এ সমস্ত অনুষ্ঠানাদীর পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী। দেশ বিশী রাজা বাদশাগণ এখানে এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করা ও তার দোয়া নেয়া অত্যন্ত সওয়াবের কার্য বলে মনে করত। তাই মেলার সময় আবদুল মোত্তালেবের চতুপার্শে অসংখ্য মানুষের ভিড় থাকত। তারা টাকা পয়সা, ফলমূল ও কাপড় চোপড় ইত্যাদি হাদিয়া হিসেবে তাকে প্রদান করত।

ইয়েমেন দেশের শাসক আবরাহা আশরাফ ছিল তখনকার প্রতিষ্ঠিত রাজাদের মধ্যে অন্যতম। সে ছিল উচ্চাভিলাসী। সে প্রতি বছর মক্কার মেলায় এসে বিরাট জাক জমক, আনন্দ উৎসব দেখে ও মক্কাবাসীদের অর্থনৈতিক সুযোগ লাভ এবং মর্যাদা অধিকারের কথা ভেবে বে-শামাল হয়ে পড়ল। মক্কায় না আছে কোন রাজা বাদশাহর অবস্থান না আছে ধন দৌলতের প্রাচুর্য। শুধু একজন সাধারণ সর্দারের নেতৃত্বে এত বড় জন সমাবেশ ও এত মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভের পদ্ধতিটা তার নিকট খুবই অসহনীয় হয়ে পড়ল। তাই সে দীর্ঘ দিন ধরে তার দেশে এ ধরনের এক এবাদতখানা তৈরি করে সমাবেশ সৃষ্টির কথা ভাবতে ছিল। দেশে এক মনোরম শহরে কা'বা ঘরের ন্যায় একখানা এবাদাতগাহ তৈরি করল এবং বছরে একবার মেলা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করল। অতঃপর সে দেশ বিদেশে তার এবাদতের মর্যাদা সম্বন্ধে ফলাউ করে অনেক কথা জানিয়ে দিল। নির্দিষ্ট একটি তারিখে মেলা বসার কথাও প্রচার করতে আরম্ভ করল। বিদেশী রাজা বাদশাও আমির ওমরাগণকে দাওয়াত দিল। মক্কা এলাকায় এ প্রচার কার্য খুবই জোরদার করল।

www.pathagar.com

প্রথম বছর আবরাহার এবাদতগাহ্ ও মেলা দর্শনের নিমেত্ত মানুষের মনে উৎসাহের সৃষ্টি হল। তাই নির্দিষ্ট তারিখে আবরাহার মেলায় বহুলোক জমায়েত হল। কিন্তু হাদিয়া তোহফা প্রদানের কোন নমুনা পরিলাক্ষিত হল না। আবরাহা জনসমাবেশ দেখে খুব খুশী হল। সে মনে মনে ভাবল ক্রমে ক্রমে তার এবাদাতগাহ্ জনসমর্থন লাভ করবে এবং আগামীতে আরো জনসমাবেশ হবে। পরে হাদিয়া তোহফাও আসবে।

দ্বিতীয় বছর সেখানে আর তেমন লোক জনের উপস্থিতি দেখা গেল না। তাই আবরাহা এটাকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে সকল রকম প্রচেষ্টা আরম্ভ করল। সেখানে জন সাধারণের সুযোগ সুবিধার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করল। অনেক অট্টালিকা নির্মাণ করল। সর্ব সাধারণের আপ্যায়নের ভাল ব্যবস্থা করা হল। দেশ বিদেশী আমির ওমরাদের জন্য বিভিন্ন রকম বিলাস বহুল বাসস্থান তৈরি করা হল। আরো অনেক রকম প্রলোভন জাতীয় ব্যবস্থাদী সম্পন্ন করা হল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তৃতীয় বছর জন সমাগম আরো কম হল। তখন আবরাহা খুবই নিরুৎসাহ হল। এবাদতগাহের অনেক কর্মচারী বিদায় হয়ে গেল।

এ সময় একজন কোরায়েশ বংশীয় লোক এসে নিজের পরিচয় গোপন করে আবরাহার নিকট তার এবাদাতগাহের খেদমতগার হিসেবে থাকার আবেদন জানাল। আবরাহা তার বেতন ভাতা সম্বন্ধে পশ্ন করলে সে জানাল তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হলেই চলবে। সে একমাত্র পরকালের মুক্তির জন্য এখানে বসবাসের নিয়ত করে এসেছে। আবরাহা দেখল এতটা মন প্রাণ নিয়ে আসা লোকটিকে ফিরিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। তাই তাকে সেখানের ঝাড়ুদার হিসেবে নিযুক্ত করল।

লোকটি নিয়মিত এবাদাতগাহের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব পালন করে এবং আবরাহার ব্যক্তিগত খেদমতেও বেশ সময় দান করে। এভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হবার পরে লোকটি সেখানে বেশ বিশ্বস্ততা অর্জন করল। তখন তার নিকট এবাদাতগাহের চাবি প্রদান করা হল। লোকটি প্রকাশ্যে একজন নিষ্ঠাবান ও ধার্মিক হিসেবে চিহ্নিত হল।

দীর্ঘ দিন এভাবে অতিবাহিত হবার পর একদা রাত্রিবেলায় লোকটি এবাদাতগাহে ঢুকে দেবে-দেবীদেরকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গুড়িয়ে দিল এবং দেবীদেরকে যে সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করান হয়েছিল, তা জমা করে থলে ভর্ত্তি করল। অতপর মলত্যাগ করে সর্বোত্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে রাতের অন্ধকারে পলায়ন করল।

www.pathagar.com

পরের দিন এবাদাতগাহের অন্যান্য সেবকেরা এসে প্রধান সেবককে দেখল না এবং এবাদাতগাহের মূর্তিদের অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে গেল। তারা সংগে সংগে আবরাহা বাদশাহকে জানাল। আবরাহা নিজে এবাদাতগাহে এসে অবস্থা দেখে ভীষণ ক্রুদ্ধ হল এবং প্রধান সেবককে খুঁজে বের করার জন্য লোক লাগিয়ে দিল। দিন ভর তারা সর্বত্র খোঁজ খবর নিল। কিন্তু খাদেমকে কোথাও পাওয়া গেল না। সন্ধ্যা বেলা সমস্ত লোকজনেরা এসে বাদশাহর নিকট খাদেমের খোঁজ পাওয়া গেল না বলে জানাল। আবরাহা বাদশাহ তখন চিন্তা ভাবনা করে দেখল এ কাজ মক্কাবাসীদের ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি বই অন্য কিছু নয়। তাই সে ক্রুদ্ধ মেজাজে ঘোষণা দিল অচিরে মক্কার কাবাগৃহ ধ্বংস করতে হবে।

পরের দিন বাদশাহ সেনাবাহিনী প্রধানকে খবর দিয়ে বলল, তুমি তোমার সৈন্য সামন্তসহ ৩ দিনের মধ্যে প্রস্তুতি নাও। চতুর্থ দিনে আমরা মক্কার কা'বা গৃহ ধ্বংস করার অভিযান শুরু করব। খাদ্য-খাদক ও অস্ত্রশস্ত্র সম্পূর্ণ যোগাড় করে কমপক্ষে একলাখ সৈন্য নিয়ে আমরা এ অভিযানে অবতীর্ণ হব। যতগুলি হাতী আমার রাজ্যে আছে তা আগামী দিনের মধ্যে সংগ্রহ কর এবং তাতে আমার মন্ত্রী পরিষদ ও সশস্ত্রবাহিনী থাকবে। বাকি সৈন্যদের সকলে যেন অশ্বারোহী সৈন্য দলের সদস্য হয়। পদাতিক বা নৌবাহিনীর সৈন্যদেরকে এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হবে না। বাদশাহর আদেশ শুনে প্রধান সেনাপতি জি হুযূর বলে চলে গেল। সৈন্যদের মাঝে গিয়ে বাদশাহর হুকুম অনুসারে যোগ্য সেনাদেরকে বেছে নিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মের এক মাস একুশ দিন পূর্বে আবরাহা সসৈন্যে কা'বা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। বিরাট হাতীর বহর সম্মুখে, পিছনে অশ্বারোহী সৈন্য ব্যাটেলিয়ন। তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মোট সাত হাজার। পথিমধ্যে তার নিজস্ব কতক লোকে এ অভিযানে অগ্রসর না হবার জন্য অনুরোধ করল। আবরাহা এ সমস্ত বাধা দানকারীদেরকে হত্যা করল। তার মেজাজ ছিল তখন অত্যন্ত ক্ষিপ্ত। তাই তার কাজে বাধা দানকারী লোকেরা তার নিজস্ব হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে রেহাই দেয় নি।

আবরাহা সেনাবাহিনী নিয়ে দ্রুত মক্কা নগরীতে পৌঁছল এবং কা'বা গৃহের অনতি দূরে শিবির স্থাপন করে শত্রু দলের প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করার আশায় রইল। কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। অতপর দিনের শেষে কোরাশদের একজন দূত এসে আবরাহাকে জানাল যে, মক্কার সর্বজন পূজ্য নেতা আবদুল মোত্তালেব তার সংগে দেখা করতে আগ্রহী। আবরাহা এ খবর শুনে ভাবল, হয়ত তাকে তার অভিযানের তৎপরতা বন্ধ করার অনুরোধ নিয়ে আব্দুল মোত্তালেব

www.pathagar.com

তার নিকট দেখা করতে চাচ্ছে। আবরাহা এ বিষয় খুব গুরুত্ব সহকারে না ভেবে দূতকে বলে দিল, হ্যাঁ, তাকে এখানে আসতে বল। দূত ফিরে এসে আব্দুল মোত্তালেবকে আবরাহার মন্তব্য জানাল। আব্দুল মোতালেব তখন দূতকেসহ রওয়ানা করলেন। দূত বলল, হুযূর! আপনি মক্কার সর্বজন পূজ্য নেতা। আপনি আজকে যে শক্তিশালী বাদশাহর সংগে দেখা করতে যাচ্ছেন তাকে আপনার সংগে অন্তত দু'এক হাজার লোক থাকা উচিত। আপনি একাকী গেলে খুবই হালকা দেখায়। আব্দুল মোত্তালেব বললেন, আমি কা'বা গৃহ রক্ষার কোন প্রস্তাব নিয়ে তার নিকট যাচ্ছি না। আমি তার দেশের কতিপয় লোকের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পেশ করার জন্য যাচ্ছি। অতএব এ ক্ষেত্রে আমার একাকী যাওয়াই বাঞ্ছণীয়। দূত আর তার প্রতিবাদ না করে তার সঙ্গে চলল।

কিছুক্ষণের মধ্যে তারা গিয়ে আবরাহার বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন হল। আব্দুল মোত্তালেবকে তারা একাকী দেখে অবাক হল এবং অতি সহজেই আবরাহার সম্মুখে নিয়ে তাঁকে হাজির করল। আবরাহা প্রথমে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি উদ্দেশ্যে আমার নিকট এসেছেন? আব্দুল মোত্তালেব বললেন, আমি আপনার দরবারে একটি নালিশ পেশ করার জন্য এসেছি। গত বছর আপনার দেশের কতক লোক কা'বা জিয়ারতের নাম দিয়ে এখানে এসে আমাদের দেশ থেকে চুরি করে একশত উট নিয়ে গেছে। এতে আমার দেশের অনেক লোক খুবই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এখন আমি সে উটগুলি ফেরত পাওয়ার জন্য আপনার নিকট আবেদন করছি। আবরাহা আব্দুল মোত্তালেবের কথা শুনে বলল, আপনার আর কিছু বলার আছে? আব্দুল মোত্তালেব বললেন, না আমার আর কিছু বলার নেই।

আবরাহা বলল, আমি রাজধানীতে ফিরে আপনার একশত উট ফেরত দিবার ব্যবস্থা করব। আজকে আপনার আগমন সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল আপনি আমাকে কা'বা গৃহ ধ্বংস করার পরিকল্পনা বন্ধ করার অনুরোধ করবেন। আব্দুল মোত্তালেব বললেন, কা'বা আল্লাহ তা'য়ালার গৃহ। তা রক্ষার জন্য তিনিই যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সে বিষয় আমরা অযথা ভেবে চিন্তে কেন হয়রান হব। এ গৃহ যদি সঠিক আল্লাহ তা'য়ালার হয়ে থাকে তবে তা রক্ষার ব্যবস্থাও তিনি করবেন। আর যদি এ গৃহ আল্লাহ তা'য়ালার না হয়ে থাকে তবে ধ্বংস হলে তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। এ বিষয় অযথা বাক্য ব্যয় করে আপনার সময় নষ্ট করব না। তাই সংক্ষেপে আব্দুল মোত্তালেবকে বিদায় করল।

আব্দুল মোত্তালেব সেখান থেকে ফিরে এসে কা'বার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, হে রহমানুর রহিম! যদিও আজকে কা'বা গৃহে মুর্তি রেখে অপবিত্র করা

www.pathagar.com

হয়েছে,তবুও এ গৃহ তোমার। তোমারই এক দোস্ত তোমার নির্দেশক্রমে এ ঘরের নির্মাণ কার্য সমাধা করেছেন। সে থেকে মানুষ এ ঘরকে পবিত্র বলে জানে এবং একে উপলক্ষ করে এবাদাত বন্দেগী করে থাকে। আজকে এ ঘর এক বিরাট হুমকির সম্মুখীন। আমাদের এমন কোন শক্তি নেই যা দ্বারা বিশাল শত্রু বাহিনীর মোকাবেলা করে এ ঘরকে রক্ষা করব। অতএব তুমি তোমার অসীম কুদরত দ্বারা পবিত্র ঘরকে রক্ষা কর। এ দোয়া করে তিনি চক্ষের দু ফোটা পানি ফেললেন। আব্দুল মোত্তালেবের এ দোয়া আরশে আজীম পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

ওদিকে আবরাহা তার সৈন্যদলকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য হুকুম দিল। সৈন্যরা প্রস্তুত হয়ে তাদের হস্তি ও অশ্ব সম্মুখে পরিচালনার উদ্যোগ নিল। কিন্তু হস্তি ও অশ্বগুলি সম্মুখ দিকে অগ্রসর হল না। তখন ওদেরকে লোহার রড দ্বারা প্রহার করা হল। পশুগুলি প্রহারের যাতনা সহ্য করতে না পেরে এদিক সেদিক দৌড়াতে আরম্ভ করল। সেনাবাহিনী প্রধান বাহন পশু নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতে কিছু হল না। ওরা এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে আরম্ভ করল। এভাবে দীর্ঘ সময় চেষ্টা করার পরে বাদশাহ আবরাহা সৈন্যদেরকে হুকুম দিল সোনাবাহিনীর সকল লোকেরা পায়ে হেঁটে কা'বা গৃহেরে নিকট যায়। এ উদ্যোগ নিয়ে যখন তারা পথ চলতে আরম্ভ করল তখন দেখা গেল আকাশের উত্তর দিক থেকে কাল হয়ে এক বিরাট মেঘমালা দ্রুত এদিকে আসছে। এ দৃশ্য দেখে অনেক সৈন্য ভীত হল। অনেকে আসমানী গজব আসছে বলে ধারণা করল। এর মধ্যে মেঘমালা সোনাবাহিনীর মাথার উপর এসে গেল। ক্ষণিকের মধ্যে আকাশ থেকে বৃষ্টির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর বর্ষিত হতে আরম্ভ করল। বিক্ষিপ্তভাবে আকাশ থেকে এত পাথর বর্ষণ আরম্ভ হল যাতে সোনাবাহিনীর কেউ পাথর থেকে রেহাই পেল না। পাথরগুলি ছিল অতি ক্ষুদ্র কিন্তু সেগুলি এত শক্তিশালী ছিল যে, সেনাদের মাথায় পড়ে শরীর ভেদ করে গুহ্যদ্বার থেকে বেড়িয়ে যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করতে থাকে। আবরাহা এ কঠিন অবস্থা দেখে দ্রুত ছুটে গিয়ে এক মক্কাবাসীর ঘরে আশ্রয় নিল, হাতী ও অশ্বগুলি পূর্বেই ছুটে গিয়ে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নিয়েছিল।

আকাশে যে মেঘমালা দেখা গিয়েছিল সেটা প্রকৃত পক্ষে মেঘ ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক প্রকার পাখির ঝাঁক। সমুদ্র থেকে এ পাখিগুলি মুখে ও দু'পায়ে তিন টুকরা ক্ষুদ্র পাথর নিয়ে আবরাহার সৈন্যদেরকে আক্রমণ করেছিল। এ পাখির নাম ছিল আবাবিল। এর ছিল আল্লাহ তা'য়ালার খাস সেনাবাহিনী। কা'বাগৃহ রক্ষার নিমিত্ত আল্লাহ তা'য়ালার কোন শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রেরণ করার

www.pathagar.com

প্রয়োজন হয়নি। অতি ক্ষুদ্র পাখি দ্বারা আবরাহার বিশাল সেনাবাহিনীকে চিবান মাছের ন্যায় ধুলিস্যাত করে দেয়া হয়েছিল।

কুরআনুল কারীম সূরা আল-ফীলে এ সত্যটিকে অলৌকিক বর্ণনা পদ্ধতির সাথে উল্লেখ করেছে–

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيْلِ ـ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ـ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ ـ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ـ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ ـ

অর্থ ঃ (হে নবী!) আপনি কি দেখেন নি, আপনার প্রতিপালক হস্তীওয়ালাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন, তিনি কি তাদের কৌশল ব্যার্থ করে দেননি? এবং তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন– সে পাখিরা তাদের উপর প্রস্তরসমূহ নিক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি ওদেরকে ভক্ষিত (ও চর্বিত) ভূষির মত করে দিলেন। (সূরা ফীল)

পাখির সংখ্যা সম্বন্ধে কোন তথ্য জানা যায় না। তবে পাখিগুলি ছিল এক নতুন জাতের। এ ধরনের পাখি কেউ কোনদিন দেখে নি এবং আকাশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে এর কত লক্ষ কোটি এসে ছিল তা কারো জানা ছিল না। এক একজন সৈন্যের শরীরে একাধিক পাথর বর্ষিত হয়ে ছিল। কোন পাথর কারো শরীরের মধ্যে আটকে ছিল না। সব পাথর শরীরের যেখানে পড়েছে সেখান থেকে শরীর ভেদ করে বেরিয়ে গেছে।

কতিপয় লিখকদের বর্ণনা মতে জানা যায়, আবরাহার বাহন হস্তি অশ্বগুলি পাথরের আঘাত থেকে রেহাই পায় নি। সেগুলিও মানুষের ন্যায় ওখানে মৃত্যু বরণ করেছে।

সর্বশেষে আবরাহা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় যে ঘরে অবস্থান করছিল হঠাৎ সেখানে একটি পাখি ঢুকে তার মাথার উপর তিন টুকরা পাথর নিক্ষেপ করে চলে যায়। অভিশপ্ত আবরাহা সে পাথরের আঘাতে সেখানেই মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু বরণ করে।

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ (স)

জন্মের পূর্বে আরবদের সমাজিক অবস্থা

সায়লে আরেমের পর ইয়ামেনের বাসিন্দাগণ বিভিন্ন দেশে ছড়ায়ে পড়ে। তাদের একটি শাখা ইরাকের হিরায় উপনিবেশ স্থাপন করল। অপর একটি শাখা সিরিয়ায় চলে গেল। প্রথম শাখাটি বনু লখম এবং দ্বিতীয় শাখাটি বনু গাচ্ছান নামে বিখ্যাত হয়েছে। ইয়ারেব কাহতানের আওলাদগণ মক্কায় এবং ইয়াছরেব মদীনায় বসতী স্থাপন করে। এ কারণে ইয়ারেবের নামানুসারে মক্কাকে আরব এবং ইয়াছরেবের নামানুসারে মদীনাকে ইয়াছরেব বলা হত। ইয়ামেনের লোকদের দ্বারাই মক্কা মদীনা তথা আরবদেশ আবাদ হল। কালক্রমে তাদের চরিত্রের চরম অবনতি ঘটেছে। সমগ্র আরবদেশে শিরক বিরাজ করতেছিল। অসংখ্য দেব-দেবীর পূঁজা প্রচলিত হল। অবশ্য তারা সৃষ্টি কর্তাকে স্বীকার করত। জ্বীন-ফেরেশতা এবং বহু প্রস্তর নির্মিত মুর্তির পূঁজা এ উদ্দেশ্যে করত যেন তাদিগকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করায়ে দেয়। পবিত্র কা'বা গৃহেই ৩৬০টি দেবতা ছিল। এক বসর ৩৬০ দিন। এক এক দিনের জন্য এক এক দেবতার পূজা করত। এ ছাড়াও অসংখ্য কল্পিত মাবুদের উপাসনা করত। কিছু সংখ্যাক লোক তারকারও পূঁজা করত। তাদের দেবতার সমূহের মধ্যে লাত, উজ্জা, মানাত, হুবাল ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ছিল। মুশরেকগণ ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যায়িত করত। গণকের কথার উপর পূর্ণ আস্থা রাখত। গণকগণ কিছু জ্বীন হাসিল করে তাদের মাধ্যমে বহু কল্পিত মিথ্যা ভবিষ্যতবাণী করে জনসাধারণ হতে বহু অর্থ উপার্জন করত। এভাবে মানুষকে ধোকা দিয়ে টাকা পয়সা লুট করাই ছিল তাদের পেশা।

দারিদ্রের ভয়ে অযথা পরের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে জীবিত মেয়েকে দাফন করে দেয়া কিছু সংখ্যক আরবের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মদ্য পান, জুয়া, রাহাজানি ও ব্যভিচার তাদের গর্বের বিষয় ছিল।

নতুন বিবাহ করলে, নতুন স্ত্রীকে প্রথম এক সপ্তাহ মহল্লার সরদারের নিকট রাখতে হত। নতুন স্ত্রীকে এক সপ্তাহ ব্যবহার করার পর স্বামীর নিকট হস্তান্তর করত। উলংগ অবস্থায় আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করত। মক্কার শ্রেষ্ঠ বংশ কুরাইশ বংশের লোকেরাও এ স্বভাব হতে মুক্ত ছিল না।

মেয়েদেরকে পিতার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত রাখত। তারা কোন প্রকার ওয়ারিশ হত না, নারীদের কোন মর্যদা তদের নিকট ছিল না। কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে তারা অত্যন্ত লজ্জাবোধ করত। তাই জন্ম গ্রহণের সাথে সাথে পিতা

www.pathagar.com

নিজ হাতে ঐ কন্যাকে জীবিত কবর দিত। এভাবে আরবের মরু প্রান্তরে যে কত অসহায় শিশুর ক্রন্দন মিসে আছে, তা কে বলতে পারে। এ ধরনের কত যে ঘৃন্য প্রথা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তার কোন ইয়াত্তা নেই। কথায় কথায় যুদ্ধ বেধে যেত। পূর্ব পুরুষদের শত্রুতার প্রতিশোধ নেয়ার এক অপূর্ব হিংসাত্মক চেতনা ছিল তাদের মধ্যে। সাধারণ বিষয় নিয়ে দু'গোত্রের দু'ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া কথা কাটাকাটি হলে তা সম্পূর্ণ গোত্রের ঝগড়া বলে বিবেচিত হত এবং উভয় গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যেত। বংশানুক্রমে এ যুদ্ধ চলতে থাকত। এ সকল যুদ্ধকে আরব ঐতিহাসিকগণ "আইয়্যামুল আরব" নামে অভিহিত করেছেন। আরববাসীদের এহেন সামাজিক অবস্থার সময় শেষ নবী হযরত মেহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আগমণ করেন।

পবিত্র কুরআনে পাকে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

অর্থ ঃ অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (স(-এর জীবনের মধ্যে রয়েছে সুন্দর ও উৎকৃষ্ট আদর্শ।

কুরআনুল কারীমের এর নিম্নোক্ত আয়াতটি এ সুসংবাদ বহন করছে–

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ـ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ـ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ـ

অর্থ ঃ আর (সে সময়টিকে স্মরণ করুন) যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গিকার নিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু প্রদান করেছি তার শপথ, আর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আগমন করবেন, তখন তোমরা অবশ্যই তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এ সম্পর্কে আমার প্রতিশ্রুতি কি তোমরা গ্রহণ করলে? তখন তাঁরা সকলে বললেন, নিঃসন্দেহে আমরা এটা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। (সূরা আলে ইমরান : ১১)

www.pathagar.com

জন্মের পূর্বে জমজম কূপের পুনঃখনন

যুগ যুগ ধরে জমজম কূপ অনাবাদ অবস্থায় পড়েছিল। যার কোন নিশানা মানুষের জানা ছিল না। এ কূপটি হযরত আদম (আ) এরও বহু পূর্বে পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ কোন কোন ঐতিহাসিকদের মতে হযরত আদম (আ) এর জন্য আল্লাহ পাক এ কূপ প্রকাশ করেছিলেন। পরে হযরত ইসমাইল (আ) এর জন্যও প্রকাশ করেছিলেন। সৃষ্টি রহস্য আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না। প্রতিটি ধুলি কনাও অনন্ত রহস্যের ভাণ্ডার। পবিত্র জমজম কূপের ব্যপারও তাই। হযরত ইব্রাহীম (আ) যখন বিবি হাজেরা ও সদ্যজাত পুত্র হযরত ইসমাইল (আ) কে জনমানব শূন্য মক্কার বালুকারাশিতে গাছপালা বিহীন মরু প্রান্তরে নীল আকাশের নীচে রেখে যান তখন দুগ্ধপোষ্য শিশুর করুন ক্রন্দনে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে আল্লাহর আদেশে হযরত জিব্রাইল (আ) হযরত ইসমাইল (আ) এর পায়ের নীচে ঐ কূপের প্রকাশ করেন।

ইয়ামনের জারহাস কওম একবার শাম দেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় মক্কার মরু অঞ্চলে পাখি উড়তেছে দেখে সেদিকে অগ্রসর হল। সেখানে যাওয়ার পর তারা অতি উত্তম পানির সন্ধান পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হল। বিবি হাজেরার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তারা জমজম কূপের আশপাশে বসবাস আরম্ভ করল। পরে জারহাস কবিলার জনৈকা মহিলার সাথে ইসমাইলের বিবাহ হয়। কালক্রমে সেই জারহাস কবিলা খানায়ে কা'বার সাথে খুব বেয়াদবী করে। এর খেদমতে উদাসীন হয়ে যায়। পবিত্র কা'বা গৃহের সন্মানের কথা ভুলে অবজ্ঞার দৃষ্টিতের দেখতে লাগল। কিন্তু তাদের সরদার মেজাজ অথবা ওমর বিন হারেস খানায়ে কা'বার ইজ্জত ও হুরমত সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং এর বেহুরমতি ও বেয়াদবীর পরিণাম কত জগন্য তাও তার পুরাপুরি জানা ছিল।

তাই তিনি জারহাস কবিলাকে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। কিন্তু তারা তা আদৌ কর্ণপাত করল না। তাই আল্লাহ পাকের আজাব ও গজবের ভয়ে তিনি কওম হতে সরে যাওয়া অপরিহার্য মনে করলেন।

কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে একটি গর্ত ছিল। কা'বা গৃহের জন্য হাদিয়া স্বরূপ যে সব মুল্যবান বস্তু আসত ঐ সব দ্রব্যাদি তাতে সংরক্ষিত হত। কা'বার খাজানা নামে তা পরিচিত ছিল। তাতে দু'টি স্বর্ণের হরিণী, অনেক মূল্যবান তরবারী, বর্ম ও অন্যান্য বহু জিনিষ ছিল। এ সমস্ত জিনিষ লুণ্ঠিত হয়ে যাওয়ার আশংকায়

www.pathagar.com

মেজাজ ঐ সব জিনিষ রাত্রে শুষ্ক জমজম কূপটি খনন করে তাতে পুতে রাখেন। তারপর তিনি ঐ দেশ ছেড়ে চলে যান। কওমে জারহাসের উপর আল্লাহ পাকের আযাব নাযিল হয়ে গেল। মেজাজ সরদার দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কিছু দিন পরেই খোজায়া নামক এক শক্তিশালী কওম মক্কার উপর হামলা চালায় এবং মারাত্মক আঘাত হেনে দুর্দান্ত জারহাস কবিলাকে হেরেম শরীফ হতে বহিস্কৃত ও বিতাড়িত করে দেয়। এ সময় হতে প্রায় পাঁচশত বসর অর্থাৎ আবদুল মুত্তালিবের যুগ পর্যন্ত। কূপটি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন ও অজ্ঞাত অবস্থায় ছিল। দীর্ঘকাল পর জমজম কূপের পুনঃখননের সৌভাগ্য আবদুল মুত্তালিবই অর্জন করেছিলেন।

আবদুল মুত্তালিব ছিলেন হাশেমের পুত্র এবং হাশেম ছিলেন আবদে মন্নাফের পুত্র। আবদুল মুত্তালিবের প্রকৃত নাম ছিল শায়বা। আবদুল মুত্তালিব নাম হওয়ার কারণ এই যে, আবদে মন্নাফের ছয় পুত্র ছিল। তন্মমধ্যে হাশেম সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান ও জনপ্রিয় ছিলেন। হজ্জের মৌসুমে তিনি হাজীদের পানি সরবরাহ ও অভ্যর্থনা করতেন, ব্যবসা বাণিজ্যে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করতেন। এজন্য দেশ বিদেশেও তাঁর নাম খুব ছড়ায়ে পড়ল। এভাবে একবার ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম যাওয়ার সময় মদীনার তখনকার ইয়াছরেবের বনী নাজ্জার গোত্রের সালমা নাম্নী জনৈকা লাবন্যময়ী তরুনীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। সালমার গর্ভে হাশেমের এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয়েছিল শায়বা। হাশেম শামের পথে গোজ্জা নামক স্থানে এন্তেকাল করেন। এদিকে তাঁর মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁর সন্তানের খবর তাঁর ভাই বোনদের নিকট পৌছে নি। অবশেষে আট বছর পর তাঁর ভ্রাতা মুত্তালিব শায়বার সংবাদ পেলেন।

অতঃপর তিনি মদীনায় গিয়ে শায়বাকে সাথে নিয়ে আসেন এবং তাঁর লালন পালন করেন। এ জন্য শায়বাকে মানুষ আবদুল মুত্তালিব বলত। আবদুল মুত্তালিবের মধ্যে আমানত ছিল প্রতীক্ষিত নূরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ দুলাল। মিল্লাতে ইব্রাহীমিয়াকে পুনঃরায় ধরনী বুকে জিন্দা করবেন তিনি। কুদরতের অপার মহীমাকে বুঝতে পারে। সেই অনাগত নব অতিথির অভিনন্দনের জন্য বুঝি বাহুকালের চাপা পড়া স্বচ্ছ শীতল জমজম কূপের পুনরুদ্ধার হবে। আদি পিতা ইসমাইলের ন্যায় তিনিও জনশূন্য মরুবক্ষে পান করবেন সেই বেহেশতী শওগাত আল্লাহর নেয়ামত এবং আপন উম্মতের জন্য রেখে যাবেন যুগে যুগে আল্লাহর সেই অফুরন্ত নেয়ামত। কালের অতলে অজ্ঞাত এ জমজম কুপের পুনরুদ্ধার আবদুল মুত্তালিবের জীবনের এক বিরাট ঐতিহাসিক ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

www.pathagar.com

জমজম কূপ উদ্ধারে আবদুল মুত্তালিবের স্বপ্ন জমজম কূপ পুনঃখননের ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা করেছেন। অধিক বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা এই যে, আবদুল মুত্তালিব যখন মক্কার শাসনভার হাতে নিলেন, তখন বলা হচ্ছে, হে আবদুল মুত্তালিব! তোমার আদি পিতা ইসমাইলের জমজম কূপ পুনরুদ্ধার কর, যা মেজাজ বা আমর বিন হারেস নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। আবদুল মুত্তালিব এ স্বপ্ন দেখে হঠাৎ জাগ্রত হয়ে যান এবং ভাবতে লাগলেন কোথায় সেই জমজম কূপ কিভাবে তার সন্ধান পাওয়া যাবে।

এ চিন্তাভাবনায় চতুর্দিকে ঘুরাফিরা করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর অন্তরে এলহাম হল যে, সাফা ও মারওয়ার যে দু'টি মূর্তি আছে একটির নাম এছাপ এবং অপরটির নাম নায়েলা। এ দু'টির মূর্তির মাঝামাঝি স্থানে জমজম কূপ। তখন আবদুল মুত্তালিবের মাত্র একটি পুত্র সন্তান ছিল। যার নাম ছিল হারেছ। তিনি পুত্র হারেছকে সাথে নিয়ে গন্তব্য স্থানে যান। কিন্তু নিশ্চিহ্ন কূপের সন্ধান লাভ করা এবং তা খনন করা খুব সহজ কাজ ছিল না। তাই তিনি কুরাইশগণের নিকট প্রার্থনা করলেন কিন্তু তারা তখন এটাকে একটি অবাস্তব ও অসম্ভব কাজ মনে করে তাঁর সহযোগিতা করতে অসম্মতি প্রকাশ করল। আবদুল মুত্তালিব তখন আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন। হে আল্লাহ! যদি আপনি আমাকে দশটি ছেলে দান করতেন তা হলে আমি এখন আপনার আদেশ পালন করার জন্য কুরাইশদের সহযোগিতা ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতাম না এবং যে কোন জনহীতকর কাজে আমি স্বয়ং সম্পন্ন হতাম। হে রাব্বুল আলামীন! আপনি যদি আমাকে দশটি ছেলে দান করেন তা হলে একটি ছেলে আপনার নামে কুরবানী করে দিব।

আবদুল মুত্তালিব নিরুপায় হয়ে হারেছকে নিয়েই ঐ কূপ খনন করতে লাগলেন। যখন দৃঢ় মনোবলে আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে আল্লাহ পাকের আদেশ পালনে ব্রত হলেন, গায়েবী সাহায্য তাঁর সাথী হয়ে গেল, পিতা পুত্রের যৌথ প্রচেষ্ঠায় কিছু মাটি খনন করার পরই ঐ সকল অস্ত্র ও স্বর্ণের হরিণী দেখতে পেলেন যা ওটাতে পুতে রাখা হয়েছিল। এতে তাঁর অন্তরে পূর্ণ আশার সঞ্চার হল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জমজমের পানি সবেগে উপরের দিকে উঠতে লাগল। এভাবে তিনি জমজম কূপের পুনরুদ্ধারের সৌভাগ্য অর্জন করলেন। আবদুল মুত্তালিব অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করলেন। এ ঘটনায় আবদুল মুত্তালিবের সম্মান বহুগুনে বৃদ্ধি পেল। কেয়ামত পর্যন্ত সারা বিশ্বের মানব জাতির উপর অক্ষয় গৌরবের

www.pathagar.com

অধিকারী হয়ে গেলেন। এরপর আল্লাহ পাক আবদুল মুত্তালিবকে একে একে দশটি পুত্র সন্তান দান করলেন। যাদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ ছিলেন আবদুল্লাহ, যার মধ্যে ছিল নূরে মোহাম্মদীর ঝলক। তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ ও বাহাদুর ছিলেন।

একদিন আবদুল মুত্তালিব কা'বা গৃহের আঙ্গিনায় নিদ্রা যাচ্ছিলেন। এমন সময় স্বপ্নে দেখেন কেউ তাঁকে বলতেছেন, হে মুত্তালিব! পবিত্র কা'বা গৃহের মালিকের জন্য তোমার মান্নত আদায় কর। আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুরান মান্নতের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। স্বপ্ন দেখার পর তিনি সকালে একটি দুম্বা জবেহ্ করে কুরবানী দিলেন এবং মিসকিনদেরকে খাওয়ায়ে দিলেন। কিন্তু পরবর্তী রাত্রে পুনরায় স্বপ্নে দেখেন, এটা হতে উত্তম প্রাণী কুরবানী করার পরদিন সকালে একটি গরু কুরবানী করে দিলেন। কিন্তু পরের রাত্রে পুনারায় অনুরূপ স্বপ্ন দেখেন এবং একটি উট কুরবানী করে দেন। কিন্তু তাতেও হল না। চতুর্থ রাত্রেও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেন। তখন তিনি নিদ্রাবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেন আপনি বলে দিন, আমি কোন জিনিষ কুরবানী দিলে কা'বা ঘরের মালিক সন্তুষ্ট হবেন, ঐ ব্যক্তি উত্তর দিল। তোমার পুত্রকে কুরবানী কর, যা তুমি মান্নত করেছিলে। এ স্বপ্ন দেখার পর আবদুল মুত্তালিব খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সকাল বেলা পুত্রদেরকে ডেকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত খুলে বললেন। পুত্রগণ সকলেই সন্তুষ্ট চিত্তে আদি পিতা ইসমাইলের ন্যায় পিতার ছুরিতে জবেহ্ হওয়ার জন্য অপ্রত্যাশিত আগ্রহ ও সম্মতি প্রকাশ করল। পিতার প্রতি পুত্রদের অগাধ ভক্তি দেখে আবদুল মুত্তালিব খুবই আনন্দ লাভ করলেন। তিনি লটারী দিলেন। তাতে আবদুল্লাহর নাম আসল।

আবদুল্লাহ হযরত ইসমাইল (আ) এর ন্যায় পিতার ছুরির নীচে গলা পেতে দিলেন। আবদুল মুত্তালিবও আল্লাহর এশকে পাগল হয়ে গেলেন এবং পুত্রকে কুরবানী দেয়ার প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহর কোমল চেহারা সমগ্র আরববাসীকে পূর্ব হতেই মুগ্ধ করে রেখেছিল।

সকলের অন্তরে তাঁর স্নেহ ও মহাব্বতের অগ্নি প্রজ্জলিত করেছিল। সারাদেশে চিৎকার উঠল। চতুর্দিক হতে দলে দলে লোক এসে আবদুল মুত্তালিবকে বাধা দিতে লাগল। বিশেষ করে আবদুল্লাহর মাতৃকুল বনী মাখজুম কিছুতেই ছুরি চালাতে দিলেন না। আবদুল মুত্তালিব এখন নিরুপায় হয়ে গেলেন। তাদিগকে প্রশ্ন করলেন, এখন আমার মান্নত আদায় করার কি ব্যবস্থা হবে? তারা বলল, আমাদের এলাকার একজন গনক মহিলা আছে। তার নিকট চলুন আবদুল মুত্তালিব সে মহিলার নিকট গিয়ে আদি অন্ত সমস্ত ঘটনা বললেন।

www.pathagar.com

তখন ঐ মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস কর আপনাদের মধ্যে যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে তা হলে তার বিনিময় কি দিয়ে আদায় করে থাকেন। আবদুল মুত্তালিব বললেন, আমরা এক হত্যার বদলে দশটি উট দিয়ে থাকি। স্ত্রী লোকটি বললেন, তা হলে দশটি উট এবং আবদুল্লাহর মধ্যে লটারী দিবেন। যদি উটের নাম উঠে তা হলে দশটি উট কুরবানী করে দিবেন। আর যদি আবদুল্লাহর নাম উঠে তা হলে আরও দশটি উট যোগ করে লটারী দিবেন। যে পর্যন্ত উটের নাম লটারীতে না উঠবে সে পর্যন্ত দশটি করে উট যোগ করতে থাকবেন।

এ পরামর্শ অনুযায়ী তারা গৃহে ফিরার পর উট ও আবদুল্লাহর মধ্যে লটারী দিতে আরম্ভ করলেন। পরিশেষে যখন দশবার দশ দশটি উট যোগ করে মোট একশত উট ও আবদুল্লাহর মধ্যে লটারী দেয়া হল তখন উটের নাম উঠল। আবদুল মুত্তালিব একশত উট জবেহ করে মিসকিনদের মধ্যে বিলায়ে দেন এবং পুত্র আবদুল্লাহকে নিয়ে আনন্দের সাথে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সে হতে একটি খুনের বদল একশত উট স্থির করা হল এবং ইসলাম ধর্ম আসার পরও এ প্রথা বলবৎ ছিল। এ কারণেই আবদুল্লাহকে জবীহুল্লাহ বলা হয় এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন, 'আনা ইবনুজ জাবীহাইন্ অর্থাৎ আমি জবেহ হওয়া দু'ব্যক্তির পুত্র। একজন হযরত ইসমাইল (আ) এবং অপরজন আবদুল্লাহ।

আবদুল্লাহর সাথে আমেনার বিবাহ

আবদুল্লহ অত্যন্ত সুপুরুষ, সুশ্রী ও অসীম সাহসের অধিকারী ছিলেন এবং খাতামুন্নাবীয়িনের নূর মোবারক আবদুল্লাহর ললাটে সোভা পাচ্ছিল। তাঁর চেহারা মোবারক দর্শনে যে কোন দর্শক তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে যেত। তাই তিনি রাস্তায় বের হওয়ার সময় চেহারা ঢেকে বের হতেন। ইহুদীগণ তাওরাত কিতাবের ইঙ্গিতে বুঝতে পারলেন যে, শেষ নবী আগমণের সময় অতি নিকটবর্তী এবং তার নিদর্শন আবদুল্লাহর মধ্যে বিরাজ করতেছে দেখে ইহুদীগণ আবদুল্লাহর ঘোর শত্রু হয়ে দাড়াল। কারণ চিরকালের জন্য তাদের নিকট হতে নবুয়াত চলে যাবে। তাদের সরদারী থাকবে না। তাই তারা যে কোন উপায়ে আবদুল্লাহকে হত্যা করার ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করল। একদিন আবদুল্লাহ জঙ্গলে শিকার করতে যান। ইহুদীগণ এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে জঙ্গলে গিয়ে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা চালাল। পিছন দিক হতে হযরত আবদুল্লাহকে তরবারী দ্বারা আঘাত করল। কিন্তু গায়েবী সাহায্য আবদুল্লাহর সঙ্গী হল। কতেক অদৃশ্য অশ্বারোহী ইহুদীদের তরবারীকে প্রতিহত করে দিল।

www.pathagar.com

এভাবে বহু চেষ্টা করার পরও তারা হযরত আবদুল্লাহর দেহে তরবারী স্পর্শ করাতে পারল না। তারা যেদিক হতেই আক্রমণ চালাত। গায়েবী ফেরেস্তাগণ সেদিক থেকেই তাদেরকে প্রতিহত করত। তাই তারা বিফল মনরথে ফিরে গেল। ওহাব বিন মুনাফও ঘটনাচক্রে সেই জঙ্গলে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি দূর হতে এসব ঘটনা স্বচক্ষে দেখতে পান এবং যে সকল আশ্বারোহী আবদুল্লাহর সাহায্যে উপস্থিত হয়েছিল। 'ওহাব তাদিগকে প্রকাশ্য দৃষ্টিতে দেখতে পান। তিনি বাড়ী ফিরে এ ঘটনা তাঁর স্ত্রীকে জানায়ে বললেন।' আমি আমার কন্যা আমেনার জন্য আবদুল্লাহর চেয়ে উত্তম স্বামী আছে বলে মনে করি না। তোমার কি অভিমত? স্ত্রী পূর্বেই আবদুল্লাহর যশ ও খ্যাতি শুনেছে। তাই মুহূর্তের মধ্যে স্বামীর কথায় সম্মত হয়ে গেল। ওহাব আবদুল মুত্তালিবও সাদরে এ প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হন। আবদুল মুত্তালিবও সাদরে এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং আমেনা ও আবদুল্লাহর মধ্যে বিবাহ হয়ে গেল। বিবাহে আবদূল মুত্তালিবই খুৎবাহ পাঠ করেন।

মাতৃগর্ভে মহানবী (স)

হযরত আমেনার গর্ভে যখন মহামানব সৃষ্টির স্তর পার হচ্ছেন তখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূর আবদুল্লাহর পৃষ্ঠদেশ হতে মাতা আমেনার গর্ভে স্থান পেল। তখন এক রাত্রে আমেনা স্বপ্নে দেখেন, তাঁকে সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে, তুমি শ্রেষ্ঠ মানব, কুল মাখলুকাতের সরদারকে গর্ভে ধারণ করেছ। আসমান জমিনের অধিবাসী কর্তৃক তিনি প্রশংসিত। গর্ভাবস্থায় হযরত আমেনা একটি নূর দেখেন যার আলোতে তিনি বসরা ও সিরিয়ার রাজ প্রসাদ দেখতে পান।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত আমেনা বলেন, 'আমি গর্ভাবস্থায় অন্যান্য গর্ভবতী রমণীর ন্যায় কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করি নি এবং বাহ্যিকভাবে গর্ভের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নি। যখন গর্ভের ছয় মাস অতিবাহিত হল তখন আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া প্রেরণ করেন। এ সফরে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিতা আবদুল্লাহ মদীনা তৈয়্যেবায় ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেরই তাঁকে দাফন করা হয়।

মার্তৃগর্ভে থাকাকালীন মাতা আমেনা অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখতে পান। তিনি কোন কূয়া হতে পানি উঠাতে গেলে পানি কূয়ার মুখে এসে যেত। রোদ্রে ভ্রমণ করতে লাগলে নূরানী আরব তাঁকে ছায়া প্রদান করত। ভূমিষ্ঠ হবার সময় নিকটবর্তী হলে হযরত আমেনা আর একটি নূর দেখতে পান। ঐ সময় সারা

www.pathagar.com

আরব দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে শিকার হয়ে দেশে হাহাকার সৃষ্টি হয়েছিল। মহানবীর বরকতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়ে মরুবক্ষ শীতল হয়ে উঠল। তাদের দৈন্য দূর হল।

বেলাদত শরীফ

মাতা আমেনা বলেন, গর্ভের নয় মাস পূর্ণ হওয়ার পর প্রসব ব্যথা আরম্ভ হল। আমি দেখতে পেলাম আকাশের তারকারাজি এত নিকটবর্তী হয়েছে মনে হয় যেন আমার মাথার উপর ছুটে পড়বে। কিছুক্ষণ পরেই বহু প্রতীক্ষিত নূর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধরনী কোলে পদার্পন করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে আবরাহা বাদশাহের হস্তী-বাহিনী ধ্বংস হওয়ার পঞ্চাশ দিন পরে এবং আদম (আ) এর ছয় হাজার একশত তেন বসর পরে রবিউল আউয়াল চাঁদের বার তারিখ সোমবার মোতাবেক ২৯ আগস্ট ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ ছোবহে- ছাদেকের সময় দোজাহানের সরদার মাতৃগর্ভ হতে ধরনী ধূলায় আগমন করেন।

রাসূলুল্লাহ (স) আরব দেশের সম্মানিত কোরাইশ গোত্রের সর্বাপেক্ষা মর্যাদাশীল শাখা বনু হাশেমে তাঁর জন্ম হয়। কুরআনুল কারীম আরববাসীদেরকে সম্বোধন করে বহু স্থানে তাঁর আরবি বংশদ্ভুত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছে।

هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْاُمِّيّنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ -

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ তায়ালা) সে সত্তা যিনি নিরক্ষর উম্মী লোকদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং তাদেরকে (মন্দ স্বভাব থেকে) পবিত্র করে থাকেন, আর তাদেরকে আল কিতাব তথা আল কুরআন এবং হেকমত শিক্ষা দিয়ে থাকেন। (সূরা জুমুআহ : ২)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ -

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে, তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল আগমন করেছেন। (সূরা তাওবা)

اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ -

অর্থ ঃ যখন আল্লাহ তাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন যিনি বংশের দিক দিয়ে তাদেরই মধ্য হতে। (সূরা আলে ইমরান)

www.pathagar.com

শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দেছে দেহ্লবী (র) মাদারেছুন নবুয়াতে উল্লেখ করেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিক নিয়মেই জন্ম গ্রহণ করেন। মাতা আমেনার নেফাস হয় নি। শরীর নাপাক হয় নি। তিনি নাভী কাটা ও খাতনা করা অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেন। জন্ম হয়েই সেজদায় পড়েন।

মাতা আমেনা হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে একটি নূর আমার দেহ হতে বের হয়ে গেল। যার প্রখর জ্যোতি সারা ঘর আলোকিত করে ফেলল এবং সে নূর আকাশের দিকে উচ্ছ্বসিত হল। মাশরেক ও মাগরেব সব আলোকিত হয়ে গেল। যার আলোতে আমি শাম, বসরা ও রোমের রাজ প্রসাদ দেখতে পাই।

ফাতেমা বিনতে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় খানায়ে কা'বাকে নূরে পরিপূর্ণ দেখতে পেলাম এবং আকাশের তারকারাজি জমিনের খুব নিকটবর্তী হয়ে যায়। হযরত আবদুল রহমান বিন আউফের মাতা বর্ণনা করেন, 'আমি সে রাত্রে এমন একটি নূর দেখতে পাই যার আলোতে মাশরেক মাগরেব আলোকিত হয়ে গিয়েছে। হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত আছে যে, সে রাতে কা'বার মুর্তিগুলি মাথা নিচু করে জমীনে পড়ে গিয়েছে। মারাত্মক ভূমিকম্প হয়ে পারস্যের বাদশাহ নওশেরওয়ার রাজপ্রসাদের চৌদ্দটি চুড়া ভেঙ্গে পড়েছে এবং তাদের এক হাজার বছর যাবত প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হয়ে গিয়েছে। মক্কার ইহুদীগণ দেখতে পেল হযরত ইয়াহইয়ার যে কম্বলটি তাদের নিকটি সুরক্ষিত ছিল তা সম্পূর্ণ তাজা রক্তে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে। তারা দৌড়ায়ে কোরাইশগণের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আজ রাতে তোমাদের মধ্যে কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে কি? তারা বলল, হ্যাঁ। আবদুল্লাহর ঘরে একটি সন্তান জন্ম নিয়েছে। তারা সেখানে গিয়ে ঐ সন্তানের মধ্যে নবুয়তের মোহর দেখতে পেয়ে বলল, আজ হতে নবুয়ত বনী ইসরাইল হতে চির বিদায় নিয়েছে। হযরত ইয়াহইয়ার কম্বলটি রক্তাক্ত হওয়া ছিল তার লক্ষণ।

মোটকথা সৃষ্টির সেরা পেয়ারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধরনীতে আবির্ভূত হলেন। যার অপেক্ষায় যুগ যুগান্তর হতে সারা বিশ্ব প্রতীক্ষা করতেছিল। তাঁর আগমনে সৃষ্টির স্তরে স্তরে উঠল আনন্দের হিল্লোল। ধন্য হল ধরনী, যার কারণে ও যার নূরে আসমান জমিন কুল মাখলূকাত সৃষ্টি। আজ তিনি আসলেন। তাই তাঁকে কুল মাখলুকাত জানায় লক্ষ কোটি সালাম। জানাল তাঁকে মনভরা অভিনন্দন। আকাশের তারকারাজি, চন্দ্র-সূর্য, ফেরেশতাকুল, জান্নাতের হুর ও গেলমান জান্নাতী রমনী আছিয়া, মরিয়ম এবং পৃথিবীর কুল

www.pathagar.com

সৃষ্টি জানাল তাঁকে অশেষ মোবারকবাদ, ভাষাহীন পশু, প্রাণহীন পাথরের কণ্ঠেও সেদিন ভাষা ফুটল।

বিবি হালিমার কোলে

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সাত দিন মাতা আমেনার দুধ পান করেন। তারপর আটদিন ছুয়াইবার দুধ পান করেন। এ ছুয়াইবা আবু লাহাবের দাসী ছিল। মহানবীর জন্মের সংবাদ নিয়ে সর্ব প্রথম সে আবু লাহাবের নিকট পৌছে দিল। আবু লাহাব হামজাকেও কিছুদিন দুধ পান করিয়েছিলেন। তাই হযরত হামজা (রা) মহানবীর চাচা হলেও এ সম্পর্কে তাঁর দুধ ভাই। ছুয়াইবার পর খাওলা বিনতে মুনজের তার পর আরো তিন জন মহিলা তাঁকে দুধ পান করান। এভাবে একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর বিবি হালিমার কোলে আসেন। তৎকালীন সম্মানী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ শহরের পার্শ্ববর্তী মহল্লার নিজ নিজ সন্তানকে প্রতিপালন করা পছন্দ করতেন। কারণ শহরের লোকদের তুলনায় গ্রামবাসীদের ভাষায় অনেক বালাগত পাওয়া যায় তাদের ভাষা শুদ্ধ ও মধুর ছিল। তাই সদ্যজাত শিশুকে সকল গ্রামাঞ্চলে বা শহরতলীতে প্রতিপালন করার উদ্দেশ্য ছিল তাদিগকে শুদ্ধ ও সুমধুর ভাষা শিক্ষা দেয়া।

চিরন্তন প্রথা অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলের ধাত্রীগণ, সম্ভ্রান্ত ও শরীফ পরিবারের সন্তান পাওয়ার আশায় মক্কা শহরে আগমন করল। এ ছিলছিলায়, তায়েফের বনু ছায়াদের একদল ধাত্রী মক্কায় এসে শিশুর সন্ধানে বের হয়ে পড়ল। এতিম শিশু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেউই গ্রহন করল না। কারণ পিতৃহীন শিশুর লালনপালনের খুব বেশী বিনিময় লাভের আশা নেই।

বিবি হালিমা ছাদিয়া একটি দুর্বল গাধার উপর উপবিস্ট ছিলেন। তাঁর সওয়ারী মন্থর গতিতে মক্কায় পৌছতে অনেক বিলম্ব হয়ে গেল। যখন অপরাপর ধাত্রীগণ শিশু সন্তান নিয়ে বাড়ী ফিরতেছে তখন হালিমার উটনী মাত্র মক্কায় পৌছেছে। ধনী লোকদের সন্তান সবই তারা নিয়ে গিয়েছে, বিবি হালিমা কোন সন্তান পেলেন না। খালি হাতে ফিরে যাওয়াও ভাল মনে করলেন না। তাই এতিম শিশু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রহণ করলেন। বিবি হালিমা যখন বালক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা দেখলেন খোদা প্রদত্ত নূর এবং ঐশ্বরিক রূপ তাঁর চেহারায় দেখতে পেয়ে শিশু মুহাম্মদের জন্য তিনি দেওয়ানা হয়ে যান। এক দৃষ্টিতে হালিমা ও তাঁর স্বামীর অন্তরকে কেড়ে নিল। হালিমা যখন তাঁকে বুকের সাথে মিলালেন, তখন

www.pathagar.com

বিবি হালিমার স্তনে প্রচুর দুধের সঞ্চার হল। হযরত আমেনা হতে অনুমতি নিয়ে বিবি হালিমা বিদায় নিলেন। হালিমার সঙ্গী ধাত্রীগণ বহু পূর্বেই রওয়ানা হয়ে চলে গিয়েছিল এবং তাদের সওয়ারীও খুব দ্রুতগামী ছিল। বিবি হালিমার গাধাটি অতিশয় দুর্বল ছিল। বহু দুররা লাগায়ে ওটাকে চালাতে হয়েছে। যখন হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে বিবি হালিমা তাতে আরোহন করলেন, তখন ওটা এত দ্রুত চলতে লাগল যে,সকলেই অবাক হয়ে গেল। তাঁর বহু পূর্বে রওয়ানা দেয়া সওয়ারী সমূহকে পিছনে ফেলে সকলের পূর্বে ঘরে পৌছলেন।

হালিমার উটনীর শুস্ক স্তন দুধে ভরে উটল, তাঁর ক্ষীন বকরীগুলি সবল হয়ে গেল। বিবি হালিমার উট বকরীগুলি প্রত্যেক দিন পেট ভরে বাড়ী ফিরে। অন্যান্য লোকজন বলতে লাগল হালিমার প্রাণীগুলি যেখানে চারণ করে আমাদের প্রাণীগুলিও সেখানে দিতে হবে। কিন্তু দেখা গেল একই সয়দানে ঘাস খাওয়ায়েও অন্যান্যদের প্রাণী হালিমার প্রাণীর ন্যায় পেট ভরে আসে না। শিশু মুহাম্মদ শুধু এক স্তনের দুধ পান করতেন। অপর স্তন তাঁর দুধ ভাই আবদুল্লাহর জন্য রাখত।

এ সকল ঘটনায় তাদের বিশ্বাস হল যে, নবাগত শিশুটির বরকতেই এরূপ হচ্ছে। তায়েফেও তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ ছিল। মহানবীর বরকতে তাও দুর হয়ে গেল। তিনি দুধ পান করার বয়সেও কোন সময় উলঙ্গ হন নি। কাপড়েও পেশাব পাযখানা করেন নি। হযরত হালিমা সর্বদাই তাঁকে দৃষ্টির আওতায় রাখতেন। চোখের আড়ালে যেতে দিতেন না।

শায়মা নাম্মী হালিমার এক কন্যা ছিল। একদিন শায়মার সঙ্গে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারণ ভূমিতে চলে যান। হযরত হালিমা তাঁকে কিছুক্ষণ না দেখতে পেয়ে অত্যন্ত অস্থির ও অতিশয় চঞ্চল হয়ে উঠলেন এবং পুত্র মুহাম্মদের অনুসন্ধানে তৎক্ষনাত বের হলেন। শায়মার সংগে দ্বিপ্রহরের প্রখর রোদ্রে খোলা আকাশের নীচে তপ্ত বালুকা রাশির উপর দেখতে পান বালক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তিনি শায়মাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কেন এ প্রখর রোদ্রের মধ্যে তাঁকে এনেছ? শায়মা উত্তরে বলল, ওহে আম্মাজান! আমার কোরাইশী ভাইকে রোদ্রে স্পর্শ করতে পারে নেই। আমি দেখতে পেয়েছি তাঁর মাথার উপর এক খণ্ড মেঘ এসে তাঁকে ছায়া প্রদান করছে। তিনি যখন চলতেন মেঘখণ্ড তাঁর সাথে চলত এবং তিনি যখন দাড়াতেন মেঘখণ্ডও দাড়ায়ে যেত।

www.pathagar.com

বক্ষ বিদারণ

হালিমার নিকট হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু' বসর রইলেন। যখন দু' বসর অতিবাহিত হল একদিন তাঁর দুধ ভাইয়ের সাথে তিনি ময়দানে মেষ চরাতে যান। তিনি পশুগুলির মধ্যে ঘুরা ফেরা করছেন,এমন সময় দু'জন ফিরিশতা এসে তাঁকে শোয়ায়ে ফেলল এবং তাঁর বক্ষ-বিদারণ করল। তাঁর দুধ ভাই আবদুল্লাহ দৌড়ায়ে বাড়ীতে গেল এবং মাতা পিতাকে বলল, আজ আমার দুধ ভাইকে দু'জন সাদা পোষাক পরিহিত অপরিচিত ব্যক্তি এসে মাটিতে শোয়ায়ে তাঁর বক্ষ বিদারন করেছে। তাঁকে ঐ অবস্থায় রেখে এসেছি।

বিবি হালিমা এবং তাঁর স্বামী হারেছ বিন আবদুল উজ্জা অধির হয়ে ছুটে গেলেন। দেখতে পান বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীত অবস্থায় দণ্ডায়মান আছেন। হযরত হালিমা তাঁকে টেনে কোলে তুলে নিলেন এবং ঘটনা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, দু'ব্যক্তি এসে আমার বক্ষ ফেড়ে ভিতর হতে কি যেন বের করে নিয়েছে। আবার আমার বুক সেলাই করে দিয়েছে। এতে হযরত হালিমা ও তাঁর স্বামী ভীত হয়ে গেলেন এবং তাঁর উপর জ্বীনের আছর হয়েছে বলে আশংকা করতে লাগলেন।

তাই স্বামী হারেছ বলল, কোন দুর্ঘটনা ঘটার পূর্বেই তাঁকে তাঁর মাতার নিকট পৌছায়ে দেয়া দরকার। এ বলে তাঁরা নবীজীকে তাঁর মাতার নিকট নিয়ে যান। মাতা আমেনা আশ্চর্য হয়ে বললেন, তোমরা তাঁকে রাখার অনেক আগ্রহ দেখায়েছ। এখন এত তাড়াতাড়ি কেন নিয়ে আসছ? তাঁরা ঘটনা খুলে বলল। হযরত আমেনা জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আমার ছেলের উপর জ্বীনের আছর হয়েছে বলে আশংকা কর? তাঁরা বলল, হ্যাঁ। হযরত আমেনা বললেন, কখনও নয়। আমার ছেলের উপর জ্বীনের কোন আছর হতে পারে না। তারপর তিনি গর্ভকালীন অলৌকিক ঘটনাবলী তাঁদিগকে শুনালেন। হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'বিবি হালিমার নিকট থাকা অবস্থায় দু' বছর বয়সে যখন প্রথম বক্ষ বিদারন হল তখন একজন ফেরেশতা অপরজনকে বলল, মুহাম্মদকে তাঁর উম্মতের দশ ব্যক্তির সঙ্গে ওজন কর। যখন ওজন করা হল তখন আমার ওজন বেশী হল। এভাবে একশত জনের সাথে ওজন করা হলেও আমার ওজন ভারী হয়েছে।" তখন ঐ ফেরেশতা বলল, তাঁকে ছেড়ে দাও, তাঁর মূল্য আল্লাহর দরবারে এত অধিক যে, যদি সমস্ত উম্মতের সাথে তুলনরা কর তা হলেও তাঁর ওজন বেশী হবে। এ ঘটনার মধ্যে তিনি নবী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

www.pathagar.com

গৌরবের সাথে বলতেন, আমি তোমাদের সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ ভাষী, আমি কোরাইশী, আমি বনু ছায়াদ কবিলার দুগ্ধপোষ্য শিশু।

হযরত হালিমা একবার মাহনবীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মদীনায় আসলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে মা মা বলে ডাকতে আরম্ভ করলেন। নবুয়্যত প্রাপ্তির পর হালিমা তাঁর স্বামী হারেছ এবং দু' কন্যা সকলে মুসলমান হয়ে ছিলেন।

দ্বিতীয়বার বক্ষ বিদারণ

দ্বিতীয়বার বক্ষ বিদারাণ হয়েছে নবীজীর দশ বছর বয়সের সময়। তিনি এক ময়দানে চলতেছিলেন এমন সময় দু'জন ফিরেশতা এসে তাঁকে শোয়ায়ে ফেলেন। তাঁর পেট ফেড়ে সোনার পেয়ালায় আনিত পানি দ্বারা একজন তাঁর পেটের অভ্যন্তরভাগ ধুয়ে পরিষ্কার করলেন এবং অপরজনকে বললেন, তাঁর কলব হতে হিংসা বিদ্বেষ ও ঘৃন্য স্বভাব বের করে ফেল। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,'তাঁরা এবারেও আমার কলব হতে কিছু জমাট রক্ত বের করে ফেলেন এবং তার মধ্যে তৈলাক্ত পদার্থ রেখে তার উপর এক প্রকার চুর্ন ছিটায়ে দেন। তাঁর অন্তরে দয়া ও স্নেহ ঢেলে দেয়া হল।

অতঃপর আমার বৃদ্ধাঙ্গুলী ধরে তাঁরা বললেন, 'আপনি শান্তিতে থাকুন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,তখন হতে আমার অন্তরে আল্লাহর মাখলুকের জন্য এক অপূর্ব দয়া ও স্নেহ অনুভব করতে লাগলাম।

যে দু'জন ফেরেশতা এসেছিলেন তাঁদের একজন ছিলেন হযরত জিব্রাঈল (আ) এবং অপরজন হযরত মিকাঈল (আ)। নবীজী বলেন, তাঁদের চেহারার ন্যায় নূরানী চেহারা এবং এত খোশবুদার আমি আর দেখি নি।

তৃতীয়বার বক্ষ বিদারণ

নবুয়তের সময় যখন সন্নিকটে তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেই অধিক ভালবাসতে লাগলেন। নির্জনে থাকা তাঁর নিকট অপেক্ষাকৃত প্রিয় ছিল। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর উত্তীর্ণ হল। সুদীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত ভাল স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। স্বপ্নের কারণে তাঁর অন্তরে এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হল।

সে সময় হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরা পর্বতের গুহায় এক একবার এক সপ্তাহ দু'সপ্তাহের খাদ্য নিয়ে এ'তেকাফে চলে যেতেন।

www.pathagar.com

মাঝে মাঝে বিবি খাদিজা (রা) তাঁকে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য পৌছায়ে দিতেন। তিনি এক রমজান মাসের এ'তেকাফে হেরা পর্বতের গুহায় অবস্থান করতে লাগলেন। সেই রমজান মাসেই পর্বত গুহায় হযরত জিব্রাঈল (আ) ও মিকাঈল (আ) এসে তাঁর বক্ষ বিদারণ করলেন এবং জমজম পানি দ্বারা কলবকে ধুইয়ে কি একটা জিনিষ বের করে ফেললেন এবং একটি সোনালী প্লেটে করে আনীত কি এক জিনিষ কলবে রেখে তা স্ব স্থানে সংযোজন করে দেন। তিনি বলেন, 'পরে আমাকে উপুড় করে শোয়ায়ে আমার পৃষ্ঠদেশে মোহর মেরে দিলেন'। রমজানের ২৭ তারিখ সোমবার ফজরের সময় প্রথম অহি নাযিল হয়।

চতুর্থবার বক্ষ বিদারণ

চতুর্থ বারের বক্ষ বিদারণ মে'রাজের রাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ৫২ বছর বয়সে মতান্তরে ৪৭ বছর বয়সে হয়েছিল। হযরত জিব্রাঈল (আ) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উম্মে হানী (রা) এর ঘর হতে তুলে নিয়ে হাতীমে কা'বার মধ্যে শোয়ায়ে তাঁর বক্ষ বিদারণ বা শককে ছদর করেন। বেহেশত হতে একটি স্বর্ণের বর্তন হেকমত ও নূরে ঈমানের দ্বারা পরিপূর্ণ করে নিয়ে আসছিলেন। জমজমের পানি দ্বারা ছীনা মোবারক ধৌত করার পর সোনালী প্লেটে রক্ষিত হেকমত ও ঈমান কলবের মধ্যে ঢুকায়ে পেট সেলাই করে দেন। যেহেতু তিনি আলমে-বালার সফরে রওয়ানা হয়েছেন। সেখানে বহু অস্বাভাবিক বিষয় বস্তু দেখতে পাবেন। যথা আলমে মালাকুত, আলমে জাব্বারুত,আলমে লাহুত, রাফরাফ, জিব্রাঈলের প্রকৃত রূপ ও গঠন, আল্লাহ পাকের নূর, আরশ, কুরছী ইত্যাদি। এ সমস্ত রাজ্যের পরিভ্রমনের শক্তি, বিভিন্ন তাজাল্লীয়াতের ঝলসানো সুতীর জ্যোতি সমুহের দর্শন শক্তি, আধ্যাত্মিক জগতের নিগূঢ় তত্ব ও মহান নিদর্শন সমূহ উপলব্ধি করার ক্ষমতা এবং রাব্বুল আলামীনের খাছ নূর ও তাজাল্লী দর্শনের ক্ষমতা ও শক্তি সঞ্চার করাই ছিল মে'রাজ রজনীতে বক্ষ বিদারণের উদ্দেশ্য। তা ছিল তাঁর জন্য এক বিশেষ নেয়ামত এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য। কারণ অপরাপর নবীগণের এক একজনকে আল্লাহ পাক এক এক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। যথা-হযরত ইব্রাহীমকে খলীলুল্লাহ, হযরত মুসাকে কালিমুল্লাহ, হযরত দাউদ (আ)কে সুমধুর কণ্ঠস্বর এবং লৌহ ও পাহাড়কে তাঁর জন্য নম্র ও বাধ্য করেছেন।

হযরত সোলাইমান (আ) সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব দান ও বাতাসকে তাঁর বাধ্যগত করেছেন। কিন্তু ছরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিছবানী ও দৃশ্য জগতের নেয়ামতের তুলনায় অদৃশ্য ও রুহানী জগতের নেয়ামত

www.pathagar.com

অধিক পরিমানে দান করেছেন এবং তাই যখন পেয়ারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন। হে আল্লাহ! আপনি এক এক নবীর জন্য এক এক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। কিন্তু আমার জন্য কি বৈশিষ্ট্য রেখেছেন? তখন উত্তরে আল্লাহ পাক সূরায়ে 'আলাম নাশরাহলাকা' অবতীর্ণ করেন। এ সূরাতে তিনটি বিশেষ আধ্যাত্মিক নেয়ামতের বর্ণনা দিয়েছেন, ১. শরহে ছদর ২. তাঁর পৃষ্টদেশ ভগ্নকারী নবুয়তের দায়িত্ব পালনের গুরুভার অপসারণ। ৩.তাঁর প্রশংসা ও সুনাম অর্থাৎ তাঁর জিকিরকে বুলন্দ বা উচ্ছসিত করা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরখাস্তের উত্তরে আল্লাহ পাক তাঁকে জানায়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর বক্ষ সম্প্রসারণ করেছেন। এটাই যাবতীয় কালামাতের ও বৈশিষ্ট্যের মূল খাজিনা। এ নেয়ামতের ফলে একদিকে যেমন তিনি পৃষ্ঠ ভঙ্গকারী গুরুভার হতে নিষ্কৃতি লাভ করেছেন। অপর দিকে আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবের শান ও তাঁর মর্যাদা এবং তাঁর জিকের এবং স্বরণ কে বুলন্দ করে দিয়েছেন। আজানে একামতে, তাশাহুদে, দোয়া মুনাজাত ইত্যাদিতে আল্লাহর নামের সাথে সাথে তাঁর হাবীবের নামও অবশ্যই থাকতে হয়।

মাতৃ বিয়োগ

যখন নবীজীর বয়স ছয় বছর তখন তাঁর মাতা হযরত আমেনা (রা) শিশু মুহাম্মদকে নিয়ে স্বামী আবদুল্লাহর কবর জেয়ারতের উদ্ধেশ্যে মদীনায় গমন করেন। ধাত্রী উম্মে আইমানকে তিনি সাথে নিয়ে যান। মাসাধিক কাল সেখানে অবস্থান করার পর ফেরার পথে মোকামে আবাওয়া নামক স্থানে পৌছলে মাতা আমেনা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। জীবনের আশা ত্যাগ করেন। মুমুর্ষ অবস্থায় পৌছে যান। এতীম শিশু মুমুর্ষ জননীর শিহরে বসে আছেন। মাতা আমেনা বালক মুহাম্মদের কোমল চেহারার প্রতি তাকায়ে ব্যথিত অন্তরে এবং বিদীর্ণ বক্ষে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। পরিশেষে নীল আকাশের নিঃসঙ্গ শামিয়ানা তরে এতীম শিশুকে একাকী ফেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى . وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى . وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنٰى .

অর্থ ঃ (হে নবী!) তিনি (আল্লাহ) কি আপনাকে এতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি আপনাকে (স্বীয় রহমতের ক্রোড়ে) আশ্রয় প্রদান করেননি। আর

www.pathagar.com

তিনি আপনাকে কি অজ্ঞ অবস্থায় পাননি? অতঃপর আপনাকে পথের নির্দেশ দিলেন। আর তিনি আপনাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেলেন। অতঃপর আপনাকে অভাবমুক্ত করলেন।

হযরত আবু ক্বাতাদাহ (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াতগুলোতে বিস্ময়কর অলৌকিক বর্ণনা পদ্ধতির সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র জীবনের সব উন্নতির ধাপসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। তোমরা মনে করেছ যে, فاوى শব্দের অর্থ– বিশ্বপালক আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দুনিয়াতে বেঁচে থাকার উপলক্ষ্য করে দিয়েছেন, কিংবা তাঁকে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় থাকতে দেননি। এটাও ঠিক। কিন্তু আল্লাহর এ বাণীটির আসল প্রাণবস্তু হল, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র ব্যক্তিত্বকে সর্বপ্রকার পার্থিব কারণ ও উপলক্ষ হতে অভাবমুক্ত রেখে স্বীয় রহমতের ক্রোড়ে তুলে নিয়েছেন এবং তাঁর প্রতিপালন ও পরিবর্তনকে নিছক নিজের লালন-পালনাধীনে পূর্ণতা দান করেছেন, (তাফসীরে ইবনে কাছীর।)

আর ووجدك ضالا فهدى আয়াতের তাফসীরকে স্বয়ং কুরআনুল কারীম অন্যত্র স্পষ্টরূপে বর্ণনা দিয়েছেন–

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ـ

অর্থ ঃ আর এভাবে আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ (অথচ এর পূর্বে) আপনি জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান কি? কিন্তু আমি একে নূর (আলো) বানিয়ে দিয়েছি। যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা এটার দ্বারা হেদায়ত দান করি। (সূরা শূরা : ৫২)

হযরত আমেনাকে আবাওয়াতেই দাফন করা হল। ধাত্রী উম্মে আইমানের সাথে বালক মুহাম্মদ মক্কায় পৌছলেন।

দাদা আবদুল মুত্তালিবের প্রতিপালনে

মাতা পিতা হারা এতীম শিশু মুহাম্মদের করুন অবস্থা দেখে আবদুল মুত্তালিবের হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। তিনি তাঁর লালন পালনের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। তাঁতে অত্যন্ত স্নেহ করতে লাগলেন। আবদুল মুত্তালিব তখন বৃদ্ধাবস্থায় পৌছে গিয়েছেন। দু'বছর পর অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা এর

www.pathagar.com

আট বছর বয়সে আবদুল মুত্তালিব ১২০ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। আট বছরের শিশু মাতা-পিতা হারা এাবং সর্বশেষ আশ্রয় দাদা হারা হয়ে দাদার লাশের পিছনে পিছনে মর্মভেদী বেদনায় কেঁদে কেঁদে চলেন। আবদুল মুত্তালিব মৃত্যুর প্রাক্কালে তাঁর পুত্র আবু তালেবকে ডেকে এনে প্রিয় পৌত্র বালক মুহাম্মদকে আবু তালেবের হাতে তুলে দেন। তাঁর যথাযথ আদর যত্ন এবং তত্তাবধানের জন্য আবু তালেবকে বিশেষভাবে অছিয়ত করে যান। আবু তালেব পিতার অছিয়ত পুঙ্খানুপুঙ্খনুরূপে পালন করেন এবং স্বীয় এতীম ভ্রাতুস্পুত্রকে আপন ছেলে হতেও অধিক আদর যত্নে লালন পালন করেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত ভাতিজাকে এক মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল করেননি।

আবু তালিবের যত্নে এতীম ভাতিজা

আব্দুল মুত্তালিবের দশ ছেলে ছিল। আবু তালেব ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতা আব্দুল্লাহ সহোদর ভাই ছিলেন। স্নেহময় চাচা আবু তালেবের পিতৃতুল্য স্নেহ মমতা ও আদর যত্নের মধ্যে এতীম শিশুর লালন পালন হতে লাগল। আবু তালেব পুত্রের চেয়ে অধিক প্রিয় ভাতিজার প্রতি সর্বদা তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন। শয়নকালে ও বেড়াবার সময় সঙ্গে রাখতেন। হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেড়া ও বকরী চরাতেন। সে যুগে মেষ ও বকরী চরান কোন প্রকার অপমানজনক কাজ বলে মনে করা হত না। বরং বিত্তশালী ও সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরাও তা অতি গর্বের সাথে করত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ গর্ববোধ করতেন। অধিকন্তু নবী হওয়ার পরও তিনি এ পেশাকে অত্যন্ত ভাল বাসতেন এবং তিনি বলতেন, প্রত্যেক নবীই বকরী চরায়েছেন। মহানবীর অজস্র বরকত আবু তালেব ও মক্কাবাসী দেখতে পান। দেশে যে কোন বিপদ আসলে তারা আবু তালেবের নিকট দৌড়িয়ে যেত। আবু তালেব তার ভাতিজাকে অছিলা করে যখন প্রার্থনা করত সঙ্গে সঙ্গে বিপদ দূর হয়ে যেত।

একবার আরবে অনাবৃষ্টির জন্য ভীষণ অভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা গেল। সকলে আবু তালেবের নিকট যেয়ে বলল, আপনি বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করুন। আবু তালেব স্বীয় ভাতিজা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে নিয়ে খানায়ে কা'বায় পৌছলেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পৃষ্ঠদেশ পবিত্র কা'বাগৃহের প্রাচীরের সাথে লাগিয়ে আঙ্গুলের দ্বারা আকাশের দিকে ইশারা

www.pathagar.com

করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেঘশূন্য নির্মল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং প্রবল বৃষ্টিপাত মক্কার মরু অঞ্চল প্লাবিত হয়ে গেল।

সিরিয়ায় জনৈক পাদরীর সাক্ষাৎ

নবীজীর বার বসর বয়সে আবু তালেব ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম দেশের (সিরিয়ার) সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল। সফর একটি নিতান্ত কষ্টদায়ক কার্য বিধায় আবু তালেব ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে না নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যাওয়ার সময় যখন ঘর হতে বের হলেন, তখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচাকে জড়িয়ে ধরে স্নেহশক্তি কণ্ঠে বলতে লাগলেন, ওহে চাচাজান! আমি আপনার স্নেহ কোলে থেকে মাতা পিতার স্নেহকে ভুলে গিয়েছি। আমি, মা হারা, বাপ হারা, দাদা হারা হয়ে আপনার স্নেহ যত্নে ছিলাম, এখন আমাকে আপনি কার নিকট রেখে যান। আমি আপনাকে ছাড়া কি করে থাকব। ভাতিজার ক্রন্দনে আবু তালেবের প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি ভাতিজাকে সঙ্গে নিয়ে যান। আবু তালেব তাঁকে নিয়ে সিরিয়ার পথে বসরা শহরে অবতরণ করলেন। সেখানে বুহায়রা পাদরীর সঙ্গে দেখা হল। পাদরী দূর হতে লক্ষ্য করে দেখল, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথার উপর একখণ্ড মেঘ ছায়া প্রদান করে আসতেছে। যখন তিনি কাফেলা সহকারে একটি বৃক্ষের নীচে বসলেন তখন গাছের ডালাগুলি জড় হয়ে তাঁকে ছায়া দিচ্ছে এবং তাঁর প্রতি নত হয়ে আছে। এটা দেখে পাদ্রী বলল, হে আবু তালেব! আপনি তাঁকে নিয়ে সিরিয়া যাবেন না। তিনি শেষ জামানার পয়গম্বর। কারণ সেখানে অনেক ইহুদী আছে। তারা তাঁর পরিচয় পেলে, তাঁর প্রতি নির্যাতন চালাবে। আপনি তাঁকে নিয়ে স্বদেশে ফেরৎ যান। বুহায়রা একটি ভোজসভায় আয়োজন করে কাফেলার সকলকে দাওয়াত করল এবং নবীজীকে অনেক প্রকার প্রশ্ন করল। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরেই সে তাঁর নবুয়তের প্রমাণ দেখতে পেল এবং তাঁর পৃষ্ঠদেশে মোহরে নবুয়াত দেখতে পান। চাচা আবু তালেব অতি অল্প সময়ের মধ্যে তেজারতের কাজ সম্পন্ন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

হিলফুল ফুজুল

হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স যখন ১৬ বসর তখন হিলফুল ফুজুল সংঘটিত হয়। হিলফুল ফুজুলের সারমর্ম ছিল যে, কুরাইশ, মক্কাবাসী এবং মক্কায় আগমনকারী সকল মানুষের রক্ষা ও জালেমকে দমন করা, মজলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করা ইত্যাদির দায়িত্ব অত্র চুক্তি

www.pathagar.com

সম্পাদনকারীদের উপর ন্যস্ত থাকবে। হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ চুক্তির সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বস্তুত এ হলফনামা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি বাস্তব পদক্ষেপ ছিল। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়াতের পরেও এ হলফনামার প্রশংসা হিসাবে বলেছেন, ঐ সময় আমি জুদরানের গৃহে উপস্থিত ছিলাম। এখনও যদি কেউ আমাকে ঐ ধরনের অংগীকারের জন্য ডাক দেয় আমি তাতে সাড়া দিব এবং আরবের প্রিয় মাল লালবর্ণের গর্দভও আমি তার বিনিময়ে গ্রহণ করব না।

আল আমীন উপাধি

মক্কা শরীফের বতনে নখলা ও তায়েফের মাঝামাঝি একটি শহর ছিল যার নাম ছিল ফাত্ক। সে শহরের নিকট একটি বিশাল প্রান্তে বসরে একবার মেলা বসত। যেখানে দূর দূরান্তের লোকজন আগমন করত। ঐ বাজারের নাম ছিল ছুক্বে ওকাজ। সে বাজারে ব্যবসায়ীক মালামাল বেচা-কেনা হত এবং প্রত্যেক গোত্র কবিতার মাধ্যমে তাদের পূর্ব পুরুষের গুণ গরিমা বর্ণনা করে অন্য গোত্রের উপর গর্ব করত। তাতে কোন কোন সময় দুই কবীলার মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যেত। যা দীর্ঘকাল পর্যন্ত চালু থাকত এবং বহু লোক প্রাণ হারাত। এ সকল যুদ্ধ হরবুল ফূজ্জার নামে পরিচিত। যার একটি যুদ্ধ কোরাইশ ও বনু হাওয়াজেনের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। তখন নবীজীর বয়স ১২/১৪ বসর ছিল। তিনি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে যুদ্ধের অস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী চাচাকে পরিবেশন করে দেন। তাতে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন এবং তিনিও কা'বার একজন রক্ষক হয়ে প্রমাণ করলেন। তাঁর সততা, আমানতদারী, বাহাদূরী, কওমের হিতাকাংখি দেখে সকলে তাঁকে ঐ যুদ্ধেই 'আল আমীন' খেতাব প্রদান করল।

বাণিজ্যিক সফর

আব্দুল মুত্তালেবের বংশধরগণ সারা আরবে অত্যন্ত সম্মানী ও বিত্তশালী বলে বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু তাদের অর্থ সম্পদ আমীরানা চলাফেরার মুকাবেলায় যথেষ্ট ছিল না। তাই বেশ কিছুকাল পূর্ব হতে তাদের মধ্যে আর্থিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে আবু তালেবের পরিবারে অধিক লোক সংখ্যা হওয়ায় তাঁর আর্থিক অবস্থা তুলনামূলক দুর্বল ছিল।

চাচার আর্থিক দুর্বলতা দেখে নবীজী ভাবতেন কিভাবে চাচার উপকার করা যায়। বিবি খাদীজা নামক জনৈকা বিধবা মহিলা তৎকালীন মক্কার শ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন। তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

www.pathagar.com

আমানতদারীর কথা শুনে তাঁকে তাঁর মাল নিয়ে সিরিয়া যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। নবীজী এটাকে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। বিবি খাদীজা তাঁর গোলাম মাইছারাকে সঙ্গে নিয়ে নবীজীকে তাঁর তেজারতের মাল সহকারে সিরিয়ায় প্রেরণ করলেন। যাওয়ার পথে বসরার নিকট নছতুর পাদ্রীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। নছতুর পাদ্রী তাঁর দৈহিক গঠন ও চেহারার রূপ দেখে তাঁকে পরীক্ষা নিরিক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ নবীজীর দেহের বিভিন্ন অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে চিৎকার করে বলে উঠল, ওহে দেখ! তিনি শেষ যামানার পয়গাম্বর। তিনি যে বৃক্ষের নিচে বসা আছে এ বৃক্ষটি অত্যন্ত মুবারক। তার নীচে নবী ব্যতীত অন্য কেউ বসবে না।

নছতুর সাহেব গোলাম মাইছারাকে নবীজীর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে মাইছারা বলল, তিনি হেরেম শরীফের অধিবাসী কোরাইশ বংশের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। পাদ্রী বললেন, যদি আমি তাঁর নবুয়াতের যামানা পাই তা হলে অবশ্যই আমি তাঁর উপর ঈমান আনব।

অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিরিয়া গমন করেন এবং অধিক পরিমাণে লাভ করে দেশে ফিরেন। বিবি খাদীজা তাঁর সুউচ্চ প্রাসাদে বসে কাফেলার আগমনের অপেক্ষা করতেছিলেন। সিরিয়ার পথে সর্বদা দৃষ্টি রাখতেন। নবীজী যখন প্রখর রৌদ্রের মধ্যে মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছেন তখন বিবি খাদীজা দেখতে পেলেন একখণ্ড মেঘ তাঁকে ছায়া প্রদান করতেছে। তিনি খাদীজার গৃহে প্রবেশ করা পর্যন্ত মেঘখণ্ড তাঁর মাথার উপর বিরাজমান ছিল। তারপর যখন গৃহে প্রবেশ করে খাদিজার নিকট তাঁর বাণিজ্য পণ্য পেশ করলেন তখন খাদীজা দেখতে পেলেন অন্যান্যবারের চেয়ে এবার অনেক বেশী লাভ হয়েছে। তা একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতে। তিনি বুঝতে পারলেন এ এতীম মুহাম্মদ একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি মাইছারাকে সফরের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। মাইছারা নছতুর পাদ্রীর কথা তাঁকে জানালেন এবং বললেন, মুহাম্মদকে দু'জন ফেরেশতা পথিমধ্যে ছায়া দান করে এসেছে যা আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

বিবি খাদীজা আরবের একজন উচ্চ বংশীয় মহীয়সী মহিলা ছিলেন। তিনি ছিলেন অতিশয় বুদ্ধিমতী, দূরদর্শীনী, বিপুল সম্পদের অধিকারিনী। তিনি পূর্ব হতে জানতেন যে, এ উম্মতের মধ্যে একজন নবীর আবির্ভাব হবে। সকলেই সেই শুভ মুহূর্তের অপেক্ষায় আছে। তিনি তাঁর চাচাত ভাই ওরকা বিন নওফলকে এসব ঘটনা শুনালেন। ওরাকা তওরাত কিতাবের একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি

www.pathagar.com

খাদীজাকে বললেন, যদি তোমার বর্ণনা সত্য হয় তা হলে বিশ্বাস রাখ যে, তিনিই শেষ যামানার পয়গম্বর। যার সম্বন্ধে ভবিষ্যত বাণী করেছেন হযরত মুসা (আঃ) এবং যার সুসংবাদ দিয়েছেন হযরত ঈসা (আঃ)। বিবি খাদীজা বিধবা ছিলেন এবং তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বসর। তিনি হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বিবাহ বসার প্রস্তাব দেন।

চাচা আবু তালেবের নিকট এসে নবীজী সিরিয়ার ছফরে বিবি খাদীজার মালে ব্যবসা করে মজুরী বাবদ যা পেয়েছেন তা চাচার খেদমতে পেশ করলেন এবং খাদীজা যে প্রস্তাব দিয়েছেন তাও চাচার কর্ণগোচর করলেন। চাচা এ প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করলেন এবং বিবাহের তারিখ ধার্য করতঃ নির্দিষ্ট তারিখে বংশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে নিয়ে খাদীজার বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং তিনি নিজেই বিবাহের খুৎবা পাঠ করে শুভকার্য সমাধা করেন। চারশত স্বর্ণ মুদ্রা মোহর ধার্য করা হয়। নবীজীর বয়স তখন পঁচিশ বসর ছিল। বিবি খাদীজাই ছিলেন তাঁর জীবনের ও যৌবনের প্রথম সহধর্মিনী। খাদীজার জীবদ্দশায় অন্য কোন রমণীকে তিনি বিবাহ করেন নি। নবীজীর সমস্ত আওলাদ হযরত খাদীজার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেছেন। তৈয়ব, তাহের ও কাসেম বালেগ হওয়ার পূর্বেই এন্তেকাল করেছেন এবং রোকেয়া, জয়নব, ফাতেমা তাঁরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়াতের যামানা পেয়েছেন এবং মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তবে হযরত ইব্রাহীম মারিয়ায়ে কেবুতীয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

বিবি খাদীজার সঙ্গে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিবাহের মধ্যে আবু তালেব একটি উট জবেহ করে অলিমার জেয়াফত করেছিলেন। বিবি খাদীজা তাঁর সম্পূর্ণ সম্পদ নবীজীর হাতে তুলে দেন এবং পরবর্তীকালে তা ইসলামের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন।

কা'বাগৃহের সংস্কার

পবিত্র কা'বাগৃহ তখন ছাদবিহীন একটি ঘর ছিল। চারপার্শ্বের ভূমি হতে তা নীচু থাকায় চতুর্দিকে বৃষ্টির পানি ঘরের ভিতর প্রবেশ করত। এভাবে কা'বাগৃহের অনেক ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। অপরদিকে কা'বাগৃহের মধ্যে একটি গর্ত ছিল যেখানে মানুষের আমানতের মাল এবং কা'বাগৃহের হাদীয়া ইত্যাদি দাফন করে রাখা হত। একদা জনৈক দুওয়াইক নামক ব্যক্তি সেখান হতে বহু মূল্যবান বস্তু চুরি করে নিয়ে যায়। কোরাইশগণ তার হাত কেটে দিল এবং খানায়ে কাবাকে

www.pathagar.com

মজবুত করে নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। কিন্তু দু'টি বিষয় তাদের এ সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করতে অন্তরায় সৃষ্টি করে রেখেছেন।

একটি হল, তাদের নিকট উপযুক্ত আসবাবপত্রের অভাব এবং দ্বিতীয়টি হল, খানায়ে কা'বার ভিতরে যে গর্ত ছিল সে গর্তের মধ্যে একটি বৃহৎ বিষধর সর্প বাস করত। দিবাভাগে তা দেয়ালের উপর এসে রৌদ্র পোহাত। লোক দেখলে তা ফনা ধরে ফোঁস ফোঁস করত এবং দংশন করার চেষ্টা করত।

আল্লাহর পক্ষ হতে উভয় বাধাই দূর হয়ে গেল। সে সময় জিদ্দায় সওদাগরদের একটি বাণিজ্য জাহাজ বন্দরে আঘাত লেগে বিধ্বস্ত হয়। কোরাইশগণ ওলীদ বিন মুগীরাকে পাঠায়ে উক্ত জাহাজের তক্তা ক্রয় করে আনল। এভাবে প্রথম বাধাটি দূর হয়ে গেল।

এদিকে একদিন সর্পটি যখন রৌদ্র পোহাবার জন্য দেয়ালে উঠেছিল তখন একটি পাখী এসে তাকে ঠোঁ মেরে নিয়ে গেল। এভাবে দ্বিতীয় বাধাটিও দূর হয়ে গেল। কোরাইশগণ দেখল যখন তারা আল্লাহর ঘর পুনঃ নির্মাণের সংকল্প করল তখনই বাধাগুলি দূর হয়ে গেল। তাতে তাদের মনে আশার সঞ্চার হল। তারা আনন্দে বলতে লাগল, আল্লাহ আমাদের সংকল্পে রাজী আছেন। এখন প্রশ্ন হল আল্লাহর ঘর মেরামত করতে হল তা প্রথমে ভেঙ্গে ফেলতে হবে। কে তা ভাংগার সাহস করবে। আল্লাহর তরফ হতে কোন আযাব আসে কিনা এ ভয়ে কেউই সাহস করল না। অবশেষে ওলীদ বিন মুগীরা রাত্রে তা ভাংগতে উদ্যত হল। কোরাইশগণ সারা রাত্র অপেক্ষা করতেছিল যে, সকাল পর্যন্ত ওলীদ বেঁচে থাকে কিনা। সকাল বেলায় দেখল ওলীদ ছহীহ ছালামতে দেয়াল ভেঙ্গে অবসর হল। তাতে তাদের সাহস বাড়ল। তারা কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণ কাজ সমাধা করল। তবে খরচের অভাবে উত্তর পার্শ্বের দেয়াল কিছু ভিতরে এনে ঘরটি ছোট করে উঠাল এবং কিছু অংশ বাদ দিয়ে রাখল। যা বর্তমান হাতীম নামে পরিচিত।

কা'বা ঘরের বৃষ্টি হলে চতুর্দিকের পানি এসে কা'বা ঘরে ঢুকত তাই তারা ভিটা খুব উঁচু করে নির্মাণ করল। তাতে তাদের আর একটি উদ্দেশ্যও ছিল যে, সাধারণ লোক যেন ইচ্ছানুযায়ী তাতে প্রবেশ করতে না পারে। পরিশেষে হাজরে আসওয়াদ নিয়া ঝগড়া বাঁধল। কে তা তার স্বস্থানে রাখবে। প্রত্যেক গোত্রের সরদারই তার দাবীদার। কিন্তু পাথর একটি। অবশেষে কোরাইশের সরদার আবু উমাইয়া বলল, আগামীকাল ভোর বেলায় সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি এখানে উপস্থিত হবে তাকেই সালিশ নিযুক্ত করা হবে। তিনি যা ফয়সালা দিবেন সকলেই তা

www.pathagar.com

মেনে নিতে হবে। এ প্রস্তাব সকলে মেনে নিল। আল্লাহর মহিমা, পরদিন ভোরে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম উপস্থিত হলেন তিনিই ছিলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কোরাইশগণ তাঁকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হল। সকলেই বলল, আমরা তাঁর মিমাংসা বিনা দ্বিধায় মেনে নিব।

নবীজী ফয়সালা দিলেন একটি বড় চাদর আন। প্রত্যেক গোত্রের সরদারগণ ঐ চাদরের কোণ ধরবে। তাঁর মিমাংসা অনুযায়ী তারা এটা করল। তখন তিনি নিজ হাতে পাথরটি উঠায়ে চাদরে রাখলেন। তারা চাদরের চার কোণ ধরে তা যথা স্থানে নিয়ে গেল। তখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে পাথরটি উঠায়ে তা স্থাপন করলেন। এভাবে একটি বিরাট ঝগড়ার মিমাংসা হয়ে গেল। তাতে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে। আল্লাহর দ্বীনের বালাখানায় পূর্ণতার শেষ প্রান্ত তাঁর হাতে স্থাপিত হবে তা তারই ইঙ্গিত বহন করে।

মোটকথা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসাধারণ বুদ্ধির প্রভাবে আসন্ন মহাযুদ্ধের অগ্নিশিখা নির্বাপিত হল। নবীজীর বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বসর। খানায়ে কা'বার নির্মাণে নবীজীও সকলের সঙ্গে পাথর বহন করে আনতেন। কোরাইশগণ উলঙ্গ হয়ে পরনের কাপড় কাঁধে রেখে তার উপর পাথর বহন করত। কিন্তু তিনি শূন্যস্কন্ধে পাথর বহন করতেন তাতে তাঁর খুব কষ্ট হত। তা দেখে তাঁর চাচা আব্বাস বলল, তুমিও কাপড় খুলে কাঁধের উপর দাও। সে মুহূর্তে হযরত জিব্রাইল (আঃ) এসে তাঁকে বাধা দিলেন তিনি আর উলঙ্গ হলেন না। এভাবে তাঁর জাহেরী আব্রু ইজ্জতও সকলের উপর স্থান পেল।

জ্বিনদের গায়েবী সংবাদের সমাপ্তি

শেষ নবীর আগমন ও আবির্ভাবের কথা আহলে কেতাবগণ স্ব স্ব ধর্মগ্রন্থের মারফত পূর্ব হতে জানত। আরবের অপরাপর লোকগণের মধ্যেও কিছু লোক ভবিষ্যতবাণী করে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের পূর্বাভাস দিয়েছিল। জ্বিনের মারফত তার এ ধরনের কিছু ভবিষ্যতবাণী সম্পর্কে অবগত হত। জ্বিন জাতির নিয়ম ছিল তার একজনের কাঁধে আর একজন দাঁড়ায়ে আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যেত। আকাশের মধ্যে ফেরেশতাগণ মানুষের ভবিষ্যত ফয়সালা সম্বন্ধে যখন কোন আলোচনা করতেন তখন সর্ব উপরের জ্বিন তা কান পেতে শুনত এবং সে কথাটি তার নিম্নে জ্বিনকে অবগত করাত। এভাবে সর্ব নিম্নে দণ্ডায়মান জ্বিন সে কথাটি তার নিকট বসে থাকা গণকের কানে পৌঁছাত।

www.pathagar.com

যারা জ্বিন হাসিল করে থাকে তাদের নিকটই এ ধরনের জ্বিনদের আগমন হত। সে গণক ব্যক্তি একটি কথা যোগ করে মানুষকে শুনাত। তারা জ্বিনদেরকে বিভিন্ন নামে ডাকত। যে সকল জ্বিন ময়দানে জংগলে থেকে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতঃ পথচারীকে বিভ্রান্ত ও দিশাহারা করত, তাদেরকে গাওল বলত। যে সকল জ্বিন লোকালয়ে বাস করত তাদেরকে আমের এবং যারা শিশুদেরকে যন্ত্রণা দিত তাদেরকে রূহ বলত। যারা দুষ্ট প্রকৃতির ছিল তাদের নাম শয়তান এবং সর্বাধিক দুষ্ট ও মানবের ক্ষতি সাধনকারী জ্বিনগণকে ভূত বলত।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তারা আকাশে যেয়ে ফেরেশতাগণের আলোচনা হতে কিছু সংবাদ শ্রবণ করে অর্ধশ্রুত বা অস্পষ্টশ্রুত খবর ভবিষ্যত ভক্তদের নিকট বলতে পারত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যখন অহি নাযিল হওয়ার সময় নিকটবর্তী হল তখন আসমানে যাওয়ার পথ তাদের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেল। তারা আসমানের কথা চুরি করার উদ্দেশ্যে উপরে আরোহন করতে চাইলে ফেরেশতাগণ তাদেরকে উজ্জল নক্ষত্রের তেজপুঞ্জ নিক্ষেপ করতে থাকেন। যার ফলে কেউ বোধ শক্তিহীন বা বিকলাঙ্গ হয়ে যায়। সর্বপ্রথম যেদিন তাদের এ অবস্থা হল সে দিন তার বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। যাতে তার কারণ উদঘাটন করা যায়। এভাবে নছীবীন এলাকার একদল জ্বিন মক্কায় গমন করলে বতনে নখলা নামক স্থানে পৌঁছে দেখতে পেল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজে আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করতেন।

জিনদের আগমনের কথা জানিয়ে দেন এবং এ আয়াত নাযিল করেন—

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ - قَالُوْا يٰقَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ - يٰقَوْمَنَا اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ -

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আর যখন আমি একদল জ্বিনকে আপনার দিকে পরিচালিত করেছি যারা কুরআন শ্রবণ করতে লাগল, তারা যখন তাঁর কাছে হাজির হল (তখন তারা পরস্পরকে) বলল, তোমরা চুপ থাক। তারপর যখন তিলাওয়াত শেষ হল তখন তারা স্বীয় গোত্রের কাছে প্রত্যাবর্তন করে ভয় প্রদর্শন করতে লাগল। তারা বলল, হে আমাদের জাতি! নিশ্চয় আমরা এমন কিতাব শুনেছি যা হযরত মুসার ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল যা তার পূর্বেকার কিতাবকে সত্যায়িত করে, যা সত্য ও সরল পথের দিকে হিদায়াত করে। হে আমাদের জাতীর লোকেরা! তোমরা আল্লাহর আহ্বায়কের আহ্বানে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আন। তাহলে তিনি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব হতে মুক্তি দেবেন। (সূরা আহকাফ : ২৯-৩১)

হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের এক জমাতকে নিয়ে তবলীগের উদ্দেশ্যে ওকাজ বাজারে যাওয়ার সময় বতনে নখলাতে এক রাত্র অবস্থান করেছিলেন। তাই সেখানে ফজরের নামাজে তিনি ইমাম হয়ে যখন আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করতেছিলেন তখন উক্ত জ্বিনগণ পবিত্র কোরআনের আয়াত শ্রবণে বিমোহিত হয়ে বলল যে, আসমানের পথ রোধ হওয়ার একমাত্র কারণ তাই। তারা বুঝতে পারল সেদিন হতে আসমানী খবর সংগ্রহ করার পথ তাদের জন্য বন্ধ হয়ে গেল এভাবে জ্বিনের আসমানী সংবাদের পরিসমাপ্তি ঘটল। তারা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান আনল এবং ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করল। তাদের এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে সূরায়ে জ্বিন অবতীর্ণ হল। তাদের সংখ্যা ছিল নয়। ঐ রাত্রটি ইসলামের ইতিহাসে 'লাইলাতুল জ্বিন' নামে পরিচিত। তাদের আমন্ত্রণে পরবর্তী পর্যায়ে আরও তিনশত জ্বিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। এ সকল জ্বিনের বাসস্থান ছিল সিরিয়ার নছীবীন নামক স্থানে।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের প্রথম থেকেই শিরক হতে পবিত্র ছিলেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মকালে কা'বাগৃহে তিনশত মূর্তি ছিল। কোরাইশগণ এসব মূর্তির পূঁজা করত। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশের লোকই সে ঘরের মোতাওয়াল্লী ছিল। কিন্তু তাঁকে কোন সময় এ সব মূর্তির পূজা বা জাহেলিয়াতের কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করাতে পারে নি। তিনি কখনও ঐ জড়পিণ্ডগুলির নিকট যান নি।

www.pathagar.com

দেবেদেবীর নামে উৎসর্গকৃত খাদ্যদ্রব্য হতেও তিনি সর্বদা দূরে ছিলেন। একবার ঐ ধরনের খাদ্য তাঁর সামনে পেশ করা হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

এমনিভাবে জাহেলিয়াতের অন্যান্য কুসংস্কার হতেও তিনি সর্বদা দূরে থাকতেন। আরবের প্রথা ছিল তারা দিবসে কাজকর্ম করে রাত্রে একত্রিত হয়ে গল্প গুজব করত। নবীজী একবার এ ধরনের গল্প শুনার জন্য কোন এক স্থানে রওয়ানা দিলেন পথিমধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর আর সেখানে যাওয়া হল না।

এমনিভাবে একবার কোন বিবাহের দাওয়াতে রওয়ানা দেয়ার পর যখন তিনি কা'বাগৃহের বারিন্দায় পৌঁছলেন তখন তাঁর চোখে তন্দ্রাভাব এসে যায় এবং সকাল পর্যন্ত ঘুমাইয়ে থাকেন। যেহেতু তিনি ছিলেন আল্লাহ্ পাকের খাছ রহমতের তাই নবুয়তের পূর্ব হতেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সর্বপ্রকার গুনাহের কাজ হতে রক্ষা করেন। তাঁর প্রবৃত্তি ও প্রকৃতিকে এমনভাবে গঠন করেন যেন আসমানী অহী তথা শরীয়তের গুরুভার বহন করতে সক্ষম হয়। এ জন্য পাপের কলংক তাঁর জীবনের ত্রিসীমায় আসতে পারে নি।

নিজ হস্তে নির্মিত পাথরের মূর্তির সম্মুখে মস্তক অবনত করা যে মানবতা ও বিবেক বুদ্ধির অবমাননা এ সত্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়াতের পূর্বের অনেক সত্যান্বেষণকারীর অন্তরে জাগ্রত ছিল। তারা সত্য ধর্মের অনুসন্ধান করেও কোন সন্ধান পেল না। কেউ কেউ খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন করল। যেমন ওরাকা ও ওছমান। জায়েদ নামক জনৈক সত্যের অনুসন্ধানকারী মরণকালে বলেছিল, হে আল্লাহ! কিভাবে উপাসনা করলে তোমাকে পাওয়া যায় যদি জানতে পারতাম তা হলে আমি অবশ্যই সে পথ অবলম্বন করতাম।

ওহী লাভ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ ـ

অর্থ ঃ তিনি আমার উপর এ কুরআনের ওহী করেছেন, যেন এর দ্বারা তোমাদেরকে (অর্থাৎ আরববাসীকে) এবং তাদেরকে যাদের পর্যন্ত এর তালীম পৌছে যায়, (অর্থাৎ, সমগ্র মানব জাতীকে) অবিশ্বাস এবং মন্দ কার্যের প্রতিফল হতে ভয় দেখাই। (সূরা আনআম)

www.pathagar.com

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۔

অর্থ ঃ (হে নবী!) আমি আপনার প্রতি 'ওহী' নাযিল করেছি, যেমন নাযিল করেছিলাম নূহ ও তাঁর পরবর্তী নবীদের উপর। আর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইয়াকূবের সন্তানদের, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের উপর নাযিল করেছি। আর দাউদকে যাবুর দান করেছি, তাছাড়া অনেক রাসূল যাঁদের কথা পূর্বে বলেছি। আর অনেক রাসূল যাঁদের কথা আমি আপনাকে শুনাইনি। আর আল্লাহ মুসা (আ)-এর সাথে কথোপকথন করেছেন। সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারী রাসূল পাঠিয়েছি যেন রাসূল আগমনের (এবং ভাল ও মন্দ বলে দেওয়ার) পর মানুষের (আল্লাহর দরবারে পেশ করার মত এমন কোন) অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা : ১৬৩-১৬৫)

কুরআনুল কারীমে সত্যকে সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে স্থানে স্থানে ওহীকে নূর (আলো) শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ۔

অর্থ ঃ হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণ এসেছে। আর আমি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট নূর (আলো) (আল্লাহর ওহী কুরআনের আকারে) নাযিল করেছি। (সূরা আন নিসা : ১৭৪)

যখন নবীজীর বয়স চল্লিশ বসর হতে ছয়মাস কম তখন হতে তাঁর রেছালাতের প্রকাশ নিদর্শন পরিলক্ষিত হতে লাগল। তিনি লোক সমাজে অবস্থান করা তাঁর নিজেরই মনপুত হত না। তাই কয়েকদিনের খাদ্য সামগ্রী নিয়ে মক্কা

www.pathagar.com

হতে সাড়ে চার কিলোমিটার দূরে হেরা পর্বতের এক নির্জন গুহায় চলে যেতেন। সেখানে তিনি আল্লাহর ধ্যানেও জিকিরে মশগুল থাকতেন। এভাবে ছয়মাস অতিবাহিত করলেন।

কুরআনুল কারীম ওহীর বাহকের পরিচয় সূরায়ে ইউনুসের মধ্যে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ـ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ ـ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ـ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ـ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ـ

অর্থ ঃ আর আপনি বলে দিন– আল্লাহ্ সেরূপ অভিপ্রায় হলে আমি ও তোমাদেরকে এটা (কুরআন) শুনাতামই না এবং তিনিও তোমাদেরকে এ সম্বন্ধে অবহিত করতেন না, আমি এর পূর্বে তোমাদের মধ্যে তো জীবনের দীর্ঘ কাল অবস্থান করেছি, তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না? সে ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম কে আছে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে? নিঃসন্দেহে পাপচারী কখনো সফলকাম হয় না। (সূরা ইউনুস : ১৬-১৭)

আবু সুফিয়ানের জবাব শুনে হিরাক্লিয়ার বললেন–

وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ ـ

অর্থ ঃ আমি তোমাকে এটাও জিজ্ঞেস করেছি যে, এ লোকটির এ (নবুওয়তের) দাবীর পূর্বে তোমরা তাঁকে কখনো মিথ্যাবাদী পেয়েছো?' তুমি বলেছ– 'কখনই আমি বিশ্বাস করেছি যে, যে ব্যক্তি মানুষের উপর মিথ্যা বলতে পারে না, সে কখনো আল্লাহর উপর মিথ্যা বলতে পারে না। (বুখারী ১ম খণ্ড)

অতঃপর রবিউল আউয়ালের বার তারিখ সোমবারে ঐ হেরা পর্বতের গুহায় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সর্বপ্রথম ওহী নিয়ে উপস্থিত হন তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুহার বাইরে অবস্থান করেছিলেন। হঠাৎ আওয়াজ শুনতে লাগলেন, হে মুহাম্মদ! তিনি উপরে দৃষ্টি উঠায়ে কিছুই দেখলেন না। এভাবে

www.pathagar.com

তিনবার আওয়াজ হল কিন্তু কিছুই দেখলেন না। তিনি ভীত হয়ে গেলেন। হঠাৎ মানব আকৃতি ধারন করে সমারোহময় সবুজ লেবাছ পরিহিত নূরের তাজ শিরে ধারণ করে জ্যোতিময় নূরানী চেহারায় এক ফেরেশতা আবির্ভূত হন।

তিনিই হযরত জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, 'আপনি পড়ুন'। তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না। তখন জিব্রাইল (আঃ) তাঁকে বক্ষের সাথে জড়িয়ে ধরে ছেড়ে দেন এবং বলেন, 'পড়ুন'। নবীজী এবারও অনুরূপ উত্তর দিলেন। অতঃপর জিব্রাইল তাঁকে পুনরায় জড়িয়ে ধরলেন। এভাবে তিনবার জড়িয়ে ধরার পর তাঁর ছীনা প্রশস্ত হয়ে গেল।

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ -

অর্থ ঃ পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে 'আলাক্ব (জমাট রক্ত) হতে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন, এবং আপনার প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না। (সূরা ইক্বরা : ১-৪)

তিনি কিছুক্ষণ ভয়ে নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন। জিব্রাইলের চেহারার চতুর্দিক তিনি দেখতে পেলেন। কাঁপতে কাঁপতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তা ছিল প্রথম ওহী এবং নবুয়াতের বহিঃপ্রকাশ। তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বসর। আল্লাহর খাছ রহমতে হযরত জিব্রাইলের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়েজের সঞ্চার হল, যা অন্য কোন মানুষের ভাগ্যে জুটে নি। তিনবার হযরত জিব্রাইল (আঃ) তাঁকে বক্ষের সাথে মিশিয়ে সজোরে চাপ দেয়ার মাধ্যমেই জিব্রাইলের রূহ হতে সে ফয়েজ রূহে মোহাম্মাদীর মধ্যে পৌঁছিয়ে ছিল এবং বহু বেদনা ও কষ্টের মধ্যে নবীজী এ ফয়েজ গ্রহণ করেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে একবার একটি মূর্তির সামনে একটি গরু জবেহ করে উৎসর্গ করা হল। আমি সেখানে উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ জবাই করা গরুটি হতে পরিষ্কার শব্দ হতে লাগল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অনুরূপ আর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, শামদেশে ইবনুল হাইয়্যান নামক জনৈক ধর্মভীরু ইহুদী আলেম হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের বেশ কয়েক বসর পূর্বে মদীনায় আগমন করে হযরত

www.pathagar.com

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অপেক্ষায় বনু কোরায়জার মধ্যে অবস্থান করতে লাগলেন। বনু কোরায়জা মদীনার ইহুদী সম্প্রদায়। তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসল কিন্তু শেষ নবীর কোন প্রকার সন্ধান পেলেন না। তিনি ইহুদীগণকে ডেকে বললেন, তোমরা আমাকে মক্কায় নিয়ে যাও। শেষ নবীর আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী। যাঁর অপেক্ষায় আমি এ নগরীতে অবস্থান করতেছিলাম। তা তাঁর হিজরতের স্থান তোমরা তাঁকে পেলে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করিও। এমনিভাবে সৃষ্টির স্তরে স্তরে তাঁর নবুয়াত ও রেসালাতের প্রকাশ ও প্রচার হতে লাগল।

নবুয়ত প্রাপ্তি পর প্রায় তিন বসর যাবৎ ওহী বন্ধ থাকে। একদিন হঠাৎ মক্কার পথে চলাকালীন দেখতে পান ঐ ফেরেশতা যিনি হেরা পর্বতে আগমন করেছিলেন। আকাশ জমীনের মাঝখানে জগতজোড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ভীত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত খাদীজাকে বলেন, আমাকে চাদর দ্বারা ডেকে দেও। তিনি চাদর জড়িয়ে শুয়ে পড়েন। তাঁর শরীরে জ্বর এসে যায়। এমন সময় হযরত জিব্রাইল (আঃ) মানব আকৃতি ধারণ করে আল্লাহর ওহী নিয়ে উপস্থিত হন।

আট প্রকারে ওহী নাযিল হত। (১) স্বপ্নযোগে। (২) হযরত জিব্রাইল (আঃ) অদৃশ্যভাবে অন্তরে ওহীর সঞ্চার করতেন। (৩) হযরত জিব্রাইল (আঃ) মানুষের আকার ধারন করে ওহী নিয়ে আসতেন। (৪) ঘণ্টায় আওয়াজের ন্যায়। (৫) হযরত জিব্রাইল প্রকৃত রূপে ধারন করে ওহী নাযেল করতেন। (৬) আল্লাহ তা'আলা পর্দা উঠিয়ে দিয়ে সরাসরি যে ওহী দান করেছেন, অর্থাৎ মেরাজের রাতে। (৭) পর্দার আড়াল হতে আল্লাহর কথা বলা। (৮) অন্তরে এলকা ও এলহাম হওয়া।

কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় প্রথম তিন বসর যাবৎ হযরত ইসরাফীল (আঃ) ওহী নিয়ে আসতেন। পরে হযরত জিব্রাইল (আঃ) এ কাজের জন্য নির্ধারিত হলেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত পর্যন্ত জিব্রাইল (আঃ) তাঁর নিকট ২৪ (চব্বিশ) হাজার বার এসেছিলেন।

হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট এ জিব্রাইল (আঃ) ১২ (বার) বার এবং ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট ৪২ (বিয়াল্লিশ) বার এবং হযরত মুছা (আঃ)-এর নিকট চল্লিশ বার, হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট দশ বার নাযেল হয়েছিলেন। হযরত নূহ (আঃ)-এর নিকট পঞ্চাশ বার এবং ইদ্রীস (আঃ)-এর নিকট চার বার ওহী নিয়ে নাযিল হয়েছেন।

www.pathagar.com

হযরত খাদীজা (রাযিঃ) কোরাইশ বংশের একজন পুণ্যময়ী মহিয়সী মহাজ্ঞানী ধনী বিধবা মহিলা ছিলেন। তিনি বহু ধনরত্নের অধিকারীনী ছিলেন। ইতিপূর্বে তার দু' বিবাহ হয়েছিল। দ্বিতীয় স্বামী আবু এহালা খুব ধনী ছিল। তাঁর মৃত্যুতে হযরত খাদীজা ঐ সকল ধনসম্পদের মালিক হন। বহু তেজারতী মাল উত্তরাধিকারীনী সূত্র প্রাপ্ত হন।

এসব ধন সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের এবং ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য আমানতদার এবং বিশ্বস্ত মানুষের তাঁর বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কাতিমার নিকট মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম চরিত্র ও আমানতদারীর কথা শুনে তাঁর প্রতি খাদীজার অন্তর আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অতঃপর তেজারতী সফরে তাঁকে প্রেরণ করে অপ্রত্যাশিত মুনাফা এবং হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি গায়েবী সহানুভূতি স্বচক্ষে দেখার পর তাঁর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

হযরত খাদীজা তাঁর সমস্ত ধন সম্পদ দোজাহানের বাদশাহের চরনতলে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যে উৎসর্গ করে দেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হযরত খাদীজার মাল দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের অবর্ণনীয় সাহায্য হয়েছে। আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হয়ে একবার হযরত জিব্রাইল (আঃ)-এর মারফত বিবি খাদীজাকে সালাম প্রেরণ করেন।

বিবি খাদীজাতুল কোবরা (রাঃ) হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল দুঃখ দরদে তাঁকে সর্বদা সান্ত্বনা দিয়ে থাকতেন। নবীজী বলেন, বেহেশতের মাঝখানে মুক্তা নির্মিত একটি সুবৃহৎ প্রাসাদের সুসংবাদ খাদীজাকে দেয়ার জন্য আমি আল্লাহর তরফ হতে আদিষ্ট হয়েছি।

মে'রাজের রাত্রে হযরত জিব্রাইল (আঃ) আবির্ভূত হয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আল্লাহ পাক আপনাকে সালাম বলেছেন এবং তৌহীদের প্রতি মানুষকে আহবান করার আদেশ দিয়েছেন। অতঃপর আকাবার পেছনে উন্মুক্ত মাঠে নবীজীকে নিয়ে যান। সেখানে যেয়ে হযরত জিব্রাইল (আঃ) জমীনে পদাঘাত করেন। জিব্রাইলের পদাঘাতে সেখানে একটি ঝরণার সৃষ্টি হল। সেই ঝর্ণার পানি দ্বারা জিব্রাইল (আঃ) অযূ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অযূ শিক্ষা দেয়া। জিব্রাইলের অযূ দেখে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপভাবে অযূ করলেন। তারপর হযরত জিব্রাইল (আঃ) ইমাম হয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু' রাকাত নামাজ পড়ালেন এবং অদৃশ্য হয়ে

www.pathagar.com

যান। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহে প্রত্যাবর্তন করে খাদীজাকে উক্ত ঘটনা বললেন এবং অযূ ও নামাজ শিক্ষা দিয়ে খাদীজাকে নামাজ পড়ালেন।

হযরত খাদীজার সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী, হযরত হারেছ এবং অন্যান্য মুসলমানগণও নামাজ পড়লেন। এটাই ছিল ইসলামের প্রথম নামাজ। তখন দুই দু' রাকাত করে ফরজ ছিল। পরে ছফরের হালাতে দু' রাকাত আমল নামাজ বহাল থাকে এবং একামতের হালাতে দু রাকাত বৃদ্ধি করা হয়। মুকাতেল নামক জনৈক তাবেয়ীর বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় তখন সকাল ও বিকালে দু' রাকাত করে দু' ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়েছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে দু' ওয়াক্ত নামাজ ছিল। তাহাজ্জুদের নামাজও ফরজ হয়েছিল। তারপর মে'রাজের রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয় এবং পূর্বেকার নামাজ সমূহের ফরজিয়াত রহিত হয়ে যায়। মে'রাজের দিবসে হযরত জিব্রাইল (আঃ) এসে দু' দিন যাবৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজ শিক্ষা দেন। হেরেম শরীফে দাঁড়িয়ে জোহরের নামাজ হতে আরম্ভ করেন। জিব্রাইল ইমাম হন। প্রথম দিন ওয়াক্তের প্রথমভাগে এবং দ্বিতীয় দিন ওয়াক্তের শেষভাগে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন। অতঃপর বলেন, এ দু' সময়ের মধ্যেই প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্ত।

কাফেরদের ষড়যন্ত্র এবং শয়তানের উপস্থিতি

কাফেরগণের যখন জটিল কোন সমস্যা দেখা দিত তখন তারা দারুন্ নদ্ওয়াতে উপস্থিত হয়ে মত বিনিময়ের মাধ্যমে তার সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করত। এটা ছিল তাদের এসেম্বলী হল বা সংসদ ভবন। হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে তারা উক্ত ভবনে একত্রিত হল। বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনার পরও তারা কোন সমাধান বের করতে পারল না। এমন সময় একজন বৃদ্ধ লোক সেখানে উপস্থিত হল এবং তার বাড়ী নজদে বলে পরিচয় দিল। সকলে তাকে শায়েখে নজদী নামে আখ্যায়িত করল এবং তার নিকট পরামর্শ চাইল। বস্তুতঃ এ শায়েখ নজদী ছিল ইবলীছ শয়তান। সে বলল, তোমাদের একটি উপায়ই আছে যে, তোমরা যে কোনভাবে মুহাম্মদকে হত্যা করে ফেল। নচেৎ তোমাদের ধর্মকর্ম এবং ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারবা না। সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব গৃহীত হল এবং এটাও সিদ্ধান্ত হল যে, মুহাম্মদকে যে হত্যা করবে তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে।

www.pathagar.com

হযরত ওমর তখন সে মজলিশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখনও মুসলমান হন নি। ওমর বড় দুর্দান্ত সাহসী ছিলেন। তিনি বললেন, আমি মুহাম্মদের শির এনে দিব। এ বলে তিনি খোলা তরবারী নিয়ে রওয়ানা দিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) ক্রোধান্বিত অবস্থায় তরবারী নিয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করার জন্য রওয়ান দিলেন। পথে হযরত নোয়াইমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। হযরত নোয়াইম পূর্বেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ওমর তা জানতেন না। নোয়াইম ওমরের বংশেরই একজন লোক। তিনি হযরত ওমরের চলার গতি বিধি দেখে বুঝতে পারলেন ব্যাপার খুব জটিল। তাই হযরত ওমরের ক্রোধ পথেই ভাঙ্গন ধরুক এটাই তাঁর কাম্য ছিল। তিনি ওমরকে বললেন, ওমর! তুমি কোথায় যাও? ওমর বললেন, মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্য। সে কুরাইশের মধ্যে বিরাট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। তাদের মধ্যে ফেতনা ফাসাদও বিভেদ ছড়িয়েছে। পূর্ব-পুরুষগণকে নিন্দা করতেছে এবং আমাদের মাবুদকে গালি দিচ্ছে। এ সমস্ত অপমান আর সহ্য করব না। নোয়াইম বলল, প্রথমে তোমার ঘরের খবর লও। তোমার ভগ্নিপতি ছায়ীদ এবং তোমার ভগ্নি ফাতেমাও মুসলমান হয়ে গিয়েছে।

একথা শুনে ওমরের শিরায় শিরায় আগুন জ্বলে উঠল। উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে ভগ্নীর গৃহে প্রবেশ করল। ভগ্নি তখন আল্লাহর কালামের সূরায়ে তোয়াহা তেলাওয়াত করতেছিলেন। ওমরের আগমনের শব্দ শুনে সে কুরআন শরীফ বন্ধ করে ফেললেন এবং তা গোপন করে ফেললেন। ওমর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি পাঠ করতেছিলে? আমাকে বল। ফাতেমা বললেন, কিছুই না। ওমর বললেন, আমি শুনতে পেয়েছি তোমরা নাকি উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছ। এ কথা বলে ওমর তাঁর ভগ্নীপতিকে আক্রমণ করে প্রহার করতে আরম্ভ করলেন। ফাতেমা তাঁর স্বামীর উপর উপুড় হয়ে পড়ল এবং ওমরকে প্রহার বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু ওমর আরও অধিক পরিমাণে প্রহার করতে লাগলেন এবং ভগ্নীকেও প্রহার করলেন। ওমরের প্রচণ্ড আঘাতে ভগ্নী ও ভগ্নীপতি উভয়ের দেহ রক্ত ধারায় পরিণত হল। ওমরের নির্মম প্রহারে অতিষ্ঠ হয়ে ভগ্নী বলল, ওমর! আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। তুমি যত ইচ্ছা প্রহার করতে পার। কিন্তু আমরা ঈমান ছাড়তে পারব না। আমাদের অন্তরে ঈমানের আলো এত শক্তিশালী ও মজবুত হয়ে বসেছে যে, শত অত্যাচার ও আঘাত তিলমাত্র ঈমানকে স্থানচ্যুত করতে পাবে না। তুমি আমাদের দেহ হতে প্রাণ বের করতে পার কিন্তু অন্তর হতে ঈমান বের করতে পারবে না। ভগ্নির কথা শুনে ওমরের পাষাণ হৃদয়

www.pathagar.com

বিগলিত হয়ে গেল। তাদেরকেও প্রহার করা বন্ধ করল। একটু পরই ভগ্নীকে বললেন, তুমি যা পড়তেছিলে আমাকে তা দেখাও। ওমরের অন্তরে পবিত্র কুরআনের শব্দগুলো আছর করেছিল। ভগ্নি ওমরকে কুরআন দিতে অস্বীকার করলেন। বললেন, তুমি নাপাক, আল্লাহর কালাম পবিত্র লোক ছাড়া অন্য কেহ স্পর্শ করতে পারে না। যদি তুমি কুরআন দেখতে চাও তা হলে পাক পবিত্র হয়ে আস।

অতঃপর ওমর গোসল করে আসলেন। তারপর ভগ্নী তাঁর হাতে কুরআনের অংশগুলো তুলে দিলেন। ওমর সূরায়ে তোয়াহার আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে বলে উঠল 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। হযরত খাব্বাব ফাতেমার গৃহে লুকিয়ে ছিল। এ অবস্থা দেখে সে সামনে এসে বললেন, হে ওমর! হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া আল্লাহর দরবারে তোমার শানে কবুল হয়েছে।

আমি গতকাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দোয়া করতে শুনেছি। হে আল্লাহ! তুমি আবু জাহেল অথবা ওমরের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দাও। হে ওমর! তুমি আল্লাহকে ভয় কর। ওমর বললেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়ে চল। তিনি কোথায় আছেন? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ছাফা পর্বতের পাদদেশে হেরেমের এলাকায় জায়েদ বিন আরকামের ঘরে অবস্থান করতেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে সে গৃহের প্রতি ধাবিত হলেন। হযরত হামজা (রাঃ) ঐ গৃহের দরজায় দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন। ওমর (রাঃ)-এর আগমনে অনেকেই ভীত হয়ে গেল। গতরাত্রে দারুন্ নদওয়ায় মজলিসের ফায়সালা সম্বন্ধে তাঁরা অবগত ছিল। মনে করল, সে প্রস্তাব অনুযায়ী ওমর নবীজীকে শহীদ করার জন্য আসতেছে। হযরত হামজা (রাঃ) বললেন, যদি ওমর সৎ উদ্দেশ্যে এসে থাকে তা হলে ভাল কথা। আর যদি অসৎ উদ্দেশ্যে এসে থাকে তা হলে তাঁর তরবারী দিয়ে তাঁকে শেষ করে দিব।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওমরকে আসতে দাও, বাধা দিও না। হযরত ওমর (রাঃ) সরাসরি গৃহে প্রবেশ করে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী চেহারা দর্শনে আত্মহারা হয়ে দ্বিধাহীন ভাবে বলে উঠল, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।' হযরত ওমর (রাঃ)-এর কালেমা পড়ার সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল উঠল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশীতে নারায়ে তকবীর, আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সাহাবাগণও একই সঙ্গে নারায়ে তাকবীরের ধ্বনি দিলেন। সমবেত কণ্ঠে আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে সমগ্র আরব কেঁপে উঠল। আরবের পর্বতমালায় তার প্রতিধ্বনি উঠল। চতুর্দিকেই হর্ষধ্বনি আর হর্ষধ্বনি। হযরত ওমরের পূর্বে মাত্র উনচল্লিশ জন নর-নারী মুসলমান হয়েছিল। হযরত ওমর (রাঃ) সহ চল্লিশ জন হল। এ চল্লিশ জনের ধ্বনিতে সারা আরব মুখরিত হয়ে উঠল।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি কা'বার পর্দার আড়ালে একেবারে সন্নিকটে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। নবীজী (স) নামাযে আলহাক্কা সূরা তিলাওয়াত করছিলেন। তাঁর তিলাওয়াত শুনতে শুনতে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার মন পরিবর্তিত হচ্ছিল। তখন আমার মনে হল, কোরাইশরা ঠিকই বলেছে ইনি আসলে একজন উঁচু মানের কবি। ঠিক তখনই তিনি তিলাওয়াত করলেন-

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ـ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ـ

অর্থ ঃ যা কিছু দেখছ আর যা দেখছ না, এ সবের কসম! এ আমার রাসূল কর্তৃক প্রচারিত আমার বাণী, তা কবির কল্পনা নয়, কিন্তু তোমরা তাতে কমই বিশ্বাস করে থাক।

এবার ওমর (রা) ভাবনায় পড়লেন- ইনি নিশ্চয় কোন গণক হবেন, নতুবা আমার মনের কল্পনা জানতে পারলেন কি করে? আমার মনে এভাবের উদয় হতেই রাসূলুল্লাহ (স) তিলাওয়াত করলেন-

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ـ

অর্থ ঃ এ কোন গণকের উক্তি নয়, তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, উক্ত ঘটনার পরই ইসলাম আমার হৃদয়ে যথেষ্ট স্থান করে নেয়।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ নাটকীয় ব্যাপার নয়; বরং আগে থেকেই সংঘটিত কিছু ঘটনার ফল নাটকীয়ভাবে নোয়াইম বিন আবদুল্লাহ সংক্রান্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানগণ চুপে চুপে কুরআন পাঠ করত। ঈমান ও ইসলামকে গোপন রাখত। কাফেরদের ভয়ে প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করত না। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জীবনে মরণে আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, তা হলে আমরা কেন গোপনে আল্লাহর নাম নিব।

দ্বীনকে কেন গোপন রাখব? আল্লাহর ঘরে তারা মূর্তির নাম বুলন্দ করবে অথচ ঘরের মালিকের নাম আমরা গোপন রাখব। তা কখনও হতে পারে না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওমর আমরা সংখ্যায় কম। আমাদের উপর যে উৎপীড়ন ও নির্যাতন চলতেছে তা তোমার অজানা নেই। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমি কাফেরদের মজলিসে ঈমানের কালেমা বুলন্দ করব। এ বলে হযরত ওমর সোজা হেরেম শরীফে চলে যান। খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করতে লাগলেন, তাঁর উন্মুক্ত তরবারী এখনও পূর্বের অবস্থায়ই রয়ে গেছে। হযরত ওমর উচ্চঃস্বরে কালেমা পড়তে লাগলেন। আর কোরাইশ সরদারগণের নাম ধরে ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন। তোমাদের মধ্যে কে আছ আমাকে বাধা দিবার– আস, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি ঈমানের কালেমা পড়েছি। মুহাম্মদী দ্বীন কবুল করেছি। যদি কেউ তার স্ত্রীকে বিধবা করতে ইচ্ছা রাখ অথবা ছোট শিশুকে এতীম করতে চাও, তা হলে ওমরের সামনে আস।

আবু জাহেল, আবু লাহাব প্রমুখ কোরাইশ সরদারগণ চতুর্দিকে সমবেত হয়ে ওমরের মুখের পানে শুধু তাকিয়ে রইল। কারও সাহস হয় নি ওমরের কথার উত্তর দিতে।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ইসালামে এক নবযুগের সৃষ্টি করেছে। ইসলাম ধর্মে বিরাট বিপ্লব পয়দা হয়েছে। মুসলমানগণ আর গোপনে নামাজ পড়ত না। হক ও বাতেলের মধ্যে প্রকাশ্য সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন– হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার পর আসমান হতে হযরত জিব্রাইল (আঃ) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ওমরের ইসলামে আসমানের অধিবাসী ফেরেশতাগণ সুসংবাদ জ্ঞাপন করেছে।

www.pathagar.com

হযরত ইবন মাসউদ বলেছেন, হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পর হতে আমরা সর্বদাই সম্মানিত ছিলাম। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর আমরা প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করতাম। উচ্চকণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত এবং প্রকাশ্যে কা'বার চতুষ্পার্শ্বে দলবদ্ধ হয়ে তাওয়াফ করতাম। ইতিপূর্বে তার কোনটিই আমাদের জন্য সম্ভব ছিলনা।

সহীহ বোখারী শরীফে আছে, ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণে কাফেরদের মধ্যে এক মহা হাঙ্গামা দেখা দিল। আস বিন ওয়ায়েল জিজ্ঞেস করল, হাঙ্গামার কারণ কি? মানুষ বলল, ওমর ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই সকলে দিশাহারা হয়ে হাঙ্গামা করতেছে।

হযরত ওমর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেন, হে আল্লাহ রাসূল! আমার নিকট আপনার চেয়ে ঘৃণিত কোন বস্তু এ পৃথিবীতে আর কিছুই ছিল না। এখন আমার নিকট আপনার চেহারা হতে প্রিয় আসমানের নিচে জমীনের বুকে আর কিছু নেই।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

নবুয়াতের পঞ্চম বর্ষের ঘটনা। কাফেরগণের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। সাহাবাগণের উপর নির্মম ও নিষ্ঠুর অত্যাচারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রাণ কেঁদে উঠল। তাঁর মনোবেদনার অন্ত রইল না। তাই তিনি সাহাবাগণকে বললেন, আবিসিনিয়া রাজ্যের বাদশাহ নাজ্জাশী একজন ন্যায় বিচারক হৃদয়বান বাদশাহ। তিনি কারও প্রতি উৎপীড়ন করেন না। তোমরা কাফেরদের উৎপীড়ন হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইচ্ছা করলে সেখানে চলে যেতে পার। এ আদেশ পেয়ে সাহাবাদের একজমাত আবিসিনিয়ায় হিজরত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। হযরত আবু বকরও যেতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যেতে নিষেধ করেন।

মুসলমানের এ দলটি যখন বন্দরে উপস্থিত হলেন তখন দেখতে পেলেন, একটি বাণিজ্য জাহাজ আবিসিনিয়ার অভিমুখী যাত্রা করতেছে। জাহাজের পরিচালক বা নাবিকের সাথে আলাপ আলোচনা করে অতি সামান্য ভাড়ায় তাঁরা জাহাজে আরোহন করলেন। মাথা পিছু মাত্র পাঁচ দেরহাম। কোরাইশগণ সংবাদ পেয়ে বন্দরে ছুটে যায়। কিন্তু তখন জাহাজ বন্দর ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। এ ঘটনা নবুয়াতের পঞ্চম বর্ষে রজব মাসে হয়েছিল। তাই ছিল মুসলমানদের প্রথম হিজরত এবং এটা অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে হয়েছিল। যারা এ দলে

www.pathagar.com

আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন- হযরত ওসমান, হযরত যোবাইর, হযরত মুসআব, হযরত আব্দুর রহমান প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। আরও ছিলেন, হযরত আবু হোজায়ফা, হযরত আবু ছালমা, হযরত ওসমান বিন মাজউন, আমের বিন রাবেয়া, আবু ছাবরা, হাতেব, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ও হযরত হোছাইন (রাঃ)। মোট বারজন পুরুষ এবং তাঁদের সঙ্গে ছিলেন চারজন মহিলা। তাঁরা হচ্ছেন, হযরত ওসমানের স্ত্রী বিনতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত রোকেয়া, আবু হোজাফার স্ত্রী ছাহলা, আবু ছালমার স্ত্রী উম্মে ছালমা ও আমেরে স্ত্রী লায়লা।

তাঁদের পর হযরত জাফর ও অন্যান্য আরও কয়েকজন হিজরত করেন। সর্বমোট তিরাশি জন বয়স্ক পুরুষ হিজরত করেন।

মুসলমানগণকে সাদরে গ্রহণ খৃষ্টান রাজা নাজ্জাশীর

মুসলমানগণ হাবশায় তথা আবিসিনিয়ায় শান্তিতে জীবন যাপন করতে লাগলেন। মক্কার কাফেরগণ এ কথা শুনে হিংসার অনলে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল। তারা সেখান হতে মুসলমানগণকে বের করার চেষ্টা করতে লাগল। তারা আব্দুল্লাহ বিন রাবেয়া ও আমর বিন আসকে বহু হাদীয়া তোহফা দিয়ে নাজ্জাশীর দরবারে প্রেরন করল। তারা নাজ্জাশীর দরবারে যেয়ে বলল, আমাদের দেশের কিছু দুষ্কৃতকারী লোক জঘন্য ধরনের অপরাধ করে আপনার নিকট আশ্রয় নিয়েছে। দেশ হতে পলায়ন করে এসেছে। তারা আমাদের বাপ দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছে। আপনাদের ধর্মও অবলম্বন করে নি। নতুন এক অভিনব ধর্মের প্রচার করতেছে। অতএব তাদেরকে আমাদের হাতে ন্যস্ত করার জন্য আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। এদিকে কাফেরগণ চেষ্টা চালিয়েছে যেন মুসলমানগণ বাদশাহের নিকট কোন কথা বলার সুযোগ না পায়। বাদশাহ বললেন, আমি তাদের বক্তব্য না শুনে তাদেরকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করতে পারব না। তারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তোমাদের অভিযোগ সত্য হলে অবশ্যই ফেরৎ দিব।

বাদশাহ মুসলমানগণকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন্ ধর্মের প্রচার করতেছ? মুসলমানদের পক্ষ হতে হযরত জাফর বিন আবু তালেব বললেন, হে বাদশাহ নামদার! আমরা অন্ধযুগের মুর্খ জাতি ছিলাম। মূর্তি পূঁজা আমাদের ধর্ম, জুলুম অত্যাচার আমাদের কর্ম, চুরি ডাকাতি আমাদের পেশা, জেনা-ব্যভিচারী ও মদপান আমাদের ছিল নেশা।

www.pathagar.com

আল্লাহ আমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেন। তিনি জীবনের প্রথম হতে সত্য, ন্যায় পরায়নতা ও সরলতার মধ্যে সকলের নিকট ছিলেন প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত। তিনি আমাদেরকে এক আল্লাহর দিকে আহবান করেছেন। পাথর পূঁজা, মূর্তি পূঁজা অর্থাৎ গায়রুল্লাহর পূঁজা হতে বাধা প্রদান করেন। সত্য ও ন্যায়ের নির্দেশ দেন। হযরত জাফর ইসলামের নীতিমালা পেশ করে সূরায়ে মরিয়ামের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করেন। বাদশাহ হযরত মরিয়াম ও ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে কুরআনের সত্য বাণী শ্রবণ করে শিহরিয়া উঠলেন। তাঁর অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি বললেন, এ কালাম এবং ইঞ্জিল একই চেরাগের রৌশনী।

তিনি কোরাইশ সরদারগণকে ফিরিয়ে দেন এবং তাদের হস্তে মুসলমানগণকে ন্যস্ত করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। কাফেরগণ পরদিন পুনরায় দরবারে উপস্থিত হয়ে নাজ্জাশীকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, মুসলমানগণ হযরত ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে স্বীকার করে না। কিন্তু তাতেও নাজ্জাশীর মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে নি। বরং তিনি মুসলমানগণকে অভয় দিয়ে বললেন, তোমরা নিরাপদে এখানে বাস কর। পর্বত পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়েও আমি তোমাদেরকে বিদায় করব না। নাজ্জাশী একখানা কাগজে লিখলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি 'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল'। ঈসা ইবনে মরিয়াম আল্লাহর বান্দা, রূহ ও কালেমা, যাকে তিনি মরিয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন। এদিকে ঈসায়ীগণ নাজ্জাশীর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করে ফেলেছে। বাদশাহ কাগজটি জুব্বার মধ্যে লুকিয়ে রেখে তাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদের মধ্যে বাদশাহীর জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি নই? তারা বলল, হ্যাঁ। তারপর তিনি বললেন, আমার চরিত্র সম্বন্ধে কি তোমাদের জানা নেই? তারা বলল, হ্যাঁ। বাদশাহ বললেন, তাহলে তোমাদের অভিযোগ কি? তারা বলল, আপনি আমাদের ঈসায়ী ধর্মে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। আপনি ঈসাকে আল্লাহর বান্দা বলেছেন অথচ তিনি আল্লাহর পুত্র। বাদশাহ বললেন, আমার এ কাগজে তার অতিরিক্ত কিছু নেই। তোমরা তাতে রাজী আছ। তারা বলল, হ্যাঁ। তখন সকলে বিদায় হয়ে গেল। এ দিকে মুসলমানদের জন্য একটি নৌকা ঠিক করে রাখলেন এবং তাদেরকে বললেন, যখনই প্রয়োজন হয় আপনারা এ নৌকায় উঠে নিরাপদ স্থানে চলে যাবেন। তবে আমি যতকাল সিংহাসনে আছি ততদিন আপনাদের যাওয়ার প্রশ্ন আসবে না।

www.pathagar.com

হাবশী বাদশাহ নাজ্জাশীর এন্তেকালের পর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গায়েবী জানাজা পড়িয়েছিলেন। কারণ তিনি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। মুসলমানগণ সাত হিজরীতে খায়বারের যুদ্ধের সময় আবিসিনিয়া হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

আবু তালেবের উপত্যকায় বা শেয়াবে আবী তালেবের মুসলমানগণ অবরুদ্ধ কোরাইশগণ যখন দেখল, প্রবল বাধার মধ্য দিয়েও ইসলাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তেছে। দেশ ছেড়ে বিদেশে পর্যন্ত ইসলামের বাণী পৌছে গিয়েছে। হাবশায় যেয়ে মুসলমানগণ নিরাপদে বসবাস করতেছে। তাদের দূত নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছে। তখন তারা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত করল যে, মুসলমানগণকে উৎখাত করতে হলে তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বর্জন করতে হবে। তাদের নিকট কিছুই ক্রয় বিক্রয় করা যাবেনা। বের হতেও আমদানী করার সুযোগ বন্ধ করে দিতে হবে। তাদের সঙ্গে কথা-বার্তা, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পুর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বনী হাশেমের সাথেও অনুরূপ ব্যবহার করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুহাম্মদকে আমাদের হাতে কতল করার জন্য সোপর্দ না করবে। এ চুক্তিনামায় আরবের সমস্ত গোত্রের সরদারগণ স্বাক্ষরিত করে কা'বাগৃহে লটকিয়ে দেয়া হয়েছে। নবুয়তের সপ্তম বসরে মহররমের প্রথম তারিখে তা লিখিত হয়েছে। লিখক ছিল মানসুর বিন একরামা। এ আহাদ নামা লিখার অল্পদিন পরেই মনসুরের হাত অবশ হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য যারা এ চুক্তিনামায় শরীক ছিল এবং একমত ছিল তাদের সকলের উপর আল্লাহর অভিশাপ নাযিল হয়েছে। তাদের মধ্যে কারও ঈমান নছীব হয় নি। এ ঘটনার পর বনী হাশেম ও সমস্ত মুসলমান পর্যন্ত গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। পাহাড়ের একটি গুহায় কাফেরগণ তাদেরকে অবরোধ করল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা আবু তালেবও ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে সে গুহায় চলে যান। ঐ গুহাকে আবু তালেব উপত্যকা বা শেয়াবে আবী তালেব বলা হয়। সেখানে তিন বসর পর্যন্ত কালাতিপাত করেন। এই তিন বসরের মধ্যে মুসলমানগণের যেই দূরাবস্থা হয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। দুধের শিশুগণ যখন মায়ের স্তনে দুধের অভাবে চিৎকার করে উঠত তখন গুহার বাইরে পর্বতমালায় প্রতিধ্বনি উঠত। ইবন ছায়াদ তাবাকাতে বর্ণনা করেন, শিশুদের আর্তনাদে কাফেরের হৃদয়ও কেঁদে উঠত। আর পাষাণ হৃদয় কাফেরগণ ঐ ক্রন্দন শুনে আনন্দ উপভোগ করত। হযরত ছায়াদ বিন আক্কাস বলেছেন, এক রাত্রে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে এক টুকড়া শুকনা চামড়া ধুইয়ে

www.pathagar.com

আগুনে ভেজে পানিতে মিশ্রণ করতঃ ভক্ষণ করলাম। মরু এলাকার এক প্রকার বৃক্ষ তাল্‌হ নামে পরিচিত ঐ গাছের পাতা খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে হত। একবার হাকীম বিন হেজাম তাঁর ফুফু খাদীজা (রাঃ)-এর নিকট চুপে চুপে কিছু খাদ্য প্রেরণ করলেন কিন্তু পথে আবু জাহেলের সাক্ষাৎ হলে পরে সে তা কেড়ে নিল।

এভাবে অনেক কাফের ব্যক্তি নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনের জন্য কিছু পাঠাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হত। এভাবে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে মুসলমানগণ দিন কাটাতে লাগলেন। তিন বসর অতিবাহিত হওয়ার পর কাফেরগণের মধ্যে অনেকের অন্তরে দয়ার সঞ্চার হল। বনী হাশেমের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হাশেম আমেরী গোপনে কিছু খাদ্যদ্রব্য পাঠাত। একদিন সে জোহাইরকে বলল, তা কি উচিত হবে তুমি খাদ্যদ্রব্যে তুষ্ট এবং আমোদ প্রমোদ মত্ত থাকবে আর তোমার আত্মীয় বনী হাশেমের ভাগ্যে এক লোকমা খাদ্য জুটবে না? জোহাইর বলল, তা তো কখনও উচিত হয় না। অবশ্যই আমার প্রাণ কাঁদে। কিন্তু আমি একা কি করতে পারি। আমেরী বলল, আমিও তোমার সঙ্গি আছি। অতঃপর আবুল বোখতারী, ইবন হেশাম, জাময়া এবং মুতয়েমও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। সকলে মিলিয়ে চুক্তিপত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলল। তাদের মধ্যে সদাশয় ও সহৃদয় ব্যক্তিগণ বলতে লাগল, বনী হাশেম আমাদেরই আত্মীয়। আমরা আমোদ-প্রমোদ এবং পেট ভরে পানাহার করে জীবন যাপন করব আর তাদের ভাগ্যে একটি রুটিও জুটবে না, এটা কখনও হতে পারে না। তাঁরা সকলে মিলে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, এ চুক্তিনামা অবশ্যই ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

কোরাইশগণের সাথে পরদিন আলোচনা চালাবার জন্য জোহাইর সকলকে নিয়ে হেরেম শরীফে উপস্থিত হল। মক্কার সরদারগণ তাদের অভ্যাস অনুযায়ী হেরেম শরীফে এসে বসল। এমন সময় জোহাইরও উপস্থিত হয়ে তাওয়াফ করে কাফেরগণের নিকট এসে বসল। কোরাইশগণকে লক্ষ্য করে বলল, আমরা সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করব আর বনী হাশেম ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরবে তা আমরা সহ্য করব না। যতক্ষণ পর্যন্ত এ অত্যাচারমূলক চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন না করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হব না। এ কথা শুনে আবু জাহেল লাফিয়ে উঠল এবং বলল, খবরদার; কখনও তা করতে পারবে না। আবু জাহেলের প্রতিবাদ করে জাময়া দাঁড়িয়ে গেল। সে বলল, হে আবু জাহেল! তুমি যখন এ আহাদনামা লিখতে ছিলে তখন আমরা কেউ রাজী ছিলাম না। আবুল বোখতারী উঠে বলল, জাময়া যা বলেছে তা সম্পূর্ণ সত্য। সঙ্গে সঙ্গে মুতয়েম এবং ইবন হেশামও উঠে দাঁড়াল এবং জাময়ার সমর্থন করল।

www.pathagar.com

আবু জাহেল বুঝতে পারল, গতরাত্রে মিটিং করে তারা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমন সময় আবু তালেব উপস্থিত হল। সে বলল, হে আবু জাহেল! আমি গতরাত্রে মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি আহাদনামার সমস্ত লেখা পোকায় খেয়ে ফেলেছে। কেবলমাত্রা আল্লাহর নাম বাকী আছে। আবু জাহেল বলল, তা সম্পূর্ণ অবাস্তব কথা। আবু তালেব বলল, যদি এ কথা মিথ্যা হয় তা হলে আমি মুহাম্মাদকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করে দিব। আর যদি সত্য হয় তা হলে আমরা আর গুহায় থাকব না। এ কথার উপর কা'বা গৃহের দরজা খুলে দেখতে পেল, সত্যই আল্লাহর নাম ছাড়া বাকী সমস্ত আহাদনামা পোকায় খেয়ে ফেলেছে। তখন কাফেরগণ লজ্জিত হয়ে চলে গেল। এদিকে আবু তালেব বনী হাশেম এবং অন্যান্য মুসলমাগণকে নিয়ে পর্বত গুহা হতে বের হয়ে আসলেন।

আবু তালেব উপত্যকায় অবস্থান কালে হযরত আবু জর গেফারী (রাঃ) মদীনা হতে মক্কায় আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ উপদেশমূলক একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

শোক বর্ষ

নবুয়াতের দশম বর্ষে শাওয়াল মাসে শেয়াবে আবি তালেব হতে বনী হাশেমের মুক্তি হয়েছিল। আল্লাহর রাসূল এবং মুসলমানগণ সাময়িকভাবে কাফেরদের অত্যাচার হতে অব্যাহিত পেলেন। কিন্তু এ বসর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য জীবনের সবচেয়ে অধিক বেদনার বসর হয়ে দাঁড়াল। তাঁর জীবন সঙ্গিনী হযরত খাদীজা (রাঃ) এবং পরম হিতৈষী চাচা আবু তালেব উভয়ে চিরদিনের মত তাঁকে ছেড়ে যান।

উপত্যকা হতে বের হয়ে আসার পরই আবু তালেব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং জিন্দেগী হতে নিরাশ হয়ে যান। কোরাইশগণ মনে করল, আবু তালেব বিদায় হওয়ার পথে, যদি আমাদের মধ্যে এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে একটা মীমাংসা করে যেত অনেক ভাল হত। এ উদ্দেশ্যে কোরাইশ সরদারগণ আবু তালেবের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আবু তালেব! তুমি আমাদের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তোমার মৃত্যু সম্মুখীন। মুহাম্মদের সাথে আমাদের একটা মীমাংসা করে যাও। আমাদের এখন দাবী আর কিছু নয়। শুধু এ দাবী করতেছি যেন সে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু না বলে। আমরাও তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলব না। আবু তালেব নবীজীকে ডেকে উক্ত প্রস্তাব পেশ করলে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তাদের সকল প্রস্তাব মেনে নিব। আপনারা

www.pathagar.com

আমার একটি কথা রক্ষা করুন। সমগ্র আরব আযম আপনাদের পদানত হবে। আবু জাহেল বলল, হ্যাঁ। তা অবশ্যই করব। আপনার কথা কি বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনারা বলুন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। এ কথা শুনা মাত্র তারা চিৎকার করে উঠল এবং বলল, দেখ! মুহাম্মদ সমস্ত মাবুদকে এক মাবুদ করতে চায়-তা আমরা কখনও বরদাশত করতে পারি না। এ বলে তারা প্রস্থান করল।

আবু তালেবের অবস্থা ক্রমাগত মন্দের দিকে চলল। জীবনের শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালেবের শিহরে উপস্থিত হয়ে অতি করুন স্বরে নম্র ভাষায় তাকে বলতে লাগলেন, হে চাচা। আপনার জীবনের শেষ সময়। দুনিয়ার কাজ কারবার সব আপনার জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আখেরাতের কঠিন মঞ্জিল আপনার সম্মুখে আসতেছে যেখানে স্থায়ী সুখ-দুঃখের ব্যাপার। শয়তান এবং আপনার দুশমনগণ আপনাকে ঈমান হতে বিরত রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু আপনি আমার জীবনে যে উপকার করেছেন তার বিনিময়ে আপনার সামান্য উপকারও যদি করতে পারি তা হলে আমি নিজকে ধন্য মনে করব। আপনি দোজখের অগ্নিশিখায় জ্বলে পুড়ে মরবেন, দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করবেন, আমি তা দেখে কিভাবে মনকে প্রবোধ দিব? আপনি অন্ততঃ চুপে চুপে আমার কানে কানে একবার কালেমা পড়ুন। তা হলে আপনারা জন্য সুপারিশ করার সুযোগ লাভ করতে পারব। এমন সময় আবু জাহেল ও অন্যান্য সরদারগণ আবু তালেবকে দেখার জন্য উপস্থিত হল। তারা হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শুনে আবু তালেবকে বলল, খবরদার আবু তালেব; মৃত্যুকালে বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে বে-ঈমান হইও না। মুহাম্মদের কথায় ভুল কর না। আবু তালেব বলল, হে ভাতিজা! আমি এখন কালেমা পড়লে লোকজন বলবে আবু তালেব মরণকালে ভাতিজার নিকট হার মেনেছে। তাই আমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি। এ কথার পর আবু তালেবের প্রাণ বের হয়েছে। কুফরের উপরই আবু তালেবের মৃত্যু হয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যথিত অন্তরে সেখান হতে প্রস্থান করলেন এবং বললেন, হে চাচা! আপনি দুনিয়ায় আমার সঙ্গে সর্ব প্রকারে আশাতীত সদ্ব্যবহার করলেন কিন্তু আখেরাত হতে ষোল আনা পরিত্যক্ত রইলেন।

আবু তালেবের এন্তেকালে হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথার উপর যেন মুসীবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল। তাঁর একান্ত

www.pathagar.com

হিতৈষী, একমাত্র পার্থিব জগতের মেহেরবান চাচা আবু তালেব। তিনি তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্য সহানুভূতি করেছেন। আজ তাঁর ছায়া মাথার উপর হতে উঠে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত শোকাবিভূত হয়ে পড়েন। তখন তাঁর বয়স ছিল উনপঞ্চাশ বসর আট মাস এগার দিন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, কাফেরগণের মধ্যে সবচেয়ে কম আযাব আবু তালেবকে দেয়া হবে। দোজখে শুধু তাঁকে দু'টি আগুনের জুতা পরিধান করানো হবে এবং মাত্র দু'টি জুতার কারণেও তাঁর মাথার মগজ গরম পানির মত জোশ মেরে বের হবে।

আবু তালেবের মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যে মূসীবতের তরঙ্গ প্রবাহিত হতেছিল বিবি খাদীজা (রাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে অনেকটা লাঘব করেছিলেন। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই হযরত খাদীজা (রাঃ)ও চিরতরে দুনিয়া হতে বিদায় হয়ে যান। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তখন বিবি খাদীজার বয়স ছিল ৬৫ বসর। একই বসরে পর পর উভয় ডালা ভেঙ্গে যাওয়াতে মহানবীর অন্তরে কি যে, ব্যথা-বেদনার সঞ্চার হয়েছিল তা বর্ণনা করার ভাষা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। একটু চিন্তা করলেই ব্যাপারটা সাধারণ বোধগম্য হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর দ্বীনের জরুরী আহকাম প্রচার ছাড়া মানুষের সঙ্গে পার্থিব আলাপ আলোচনা ও চলাফেরা কিছু দিনের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন।

তাই ইসলামের ইতিহাসে এ বসরকে 'আম্মুল হুজন' বা শোক বর্ষ' বলা হয়।

মোটকথা একই বসর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরম মঙ্গলকামী, বিপদে আপদে পরম দরদী, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে হিতৈষী উভয় সঙ্গী পর্দার অন্তরালে প্রস্থান করলেন। মুসলমানদের চারিপার্শ্বে তখন কেবল বিপদ সংকেত আর মৃত্যুর বিভীষিকা।

তখন জানাজার নামাজের প্রথা ছিল না। মাকামে হাজুমে বিবি খাদীজাকে দাফন করা হল। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কবরে নামিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যথিত দেখে হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) তাঁর সান্ত্বনার জন্য নিজের ছয় বসর বয়স্কা শিশু কন্যা আয়েশাকে মহানবীর সাথে নেকাহ দেন। কিছুদিন পর হযরত ছাওদাকে বিবাহ করেন। কাফেরগণ এখন স্বাধীনভাবে মুসলমান ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নির্যাতন চালাতে লাগলেন। নির্মমভাবে

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অত্যাচার চালাল। আবু তালেবের মৃত্যুতে তাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গিয়েছিল।

এ বসর পারস্য সম্রাট ও রোমানদের মধ্যে এক বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। যুদ্ধে পারস্য সম্রাট জয়লাভ করেছে। এ সংবাদ মক্কায় পৌঁছলে, কাফেরগণ মুসলমানদের উপর ফখর করে বলতে লাগল। রুমীগণ আহলে কিতাব। তারা যেভাবে পরাজিত হয়েছে এমনিভাবে তোমরাও আহলে কেতাব অচিরেই আমাদের হাতে পরাজিত হবে। তাদের কথায় মুসলমানগণের ভঙ্গ হৃদয় আরও ভেঙ্গে গেল। কাটাঘায়ে যেন লবণের ছিটা দেয়া হল। আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে সূরায়ে রুমের কয়েকটি আয়াত নাযিল করে সুসংবাদ প্রদান করলেন। আগামী কয়েক বসরের (দশ বসরের) মধ্যেই পুনরায় রুমীগণ পারস্য সম্রাটের উপর অবশ্যই জয়লাভ করবেন। এ হিসাব অনুযায়ী জঙ্গে বদরের পর রুম ও ইরানের মধ্যে বিরাট সংঘর্ষ হয়। শেষ পক্ষে রুমীগণ বিরাট জয়লাভ করেন।

কাফেরগণের জুলুম অত্যাচার বহুগুণে বেড়ে গেল। ছাহাবায়ে কেরাম জোরে কুরআণ পাঠ করতে পারত না। হযরত সিদ্দিক আকবর (রাঃ) সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করতে লাগলেনু মুশরেকগণের ছেলেমেয়েগণ তাঁর চতুষ্পার্শ্বে জড় হয়ে যেত। কাফেরগণ বলল, তুমি হেরেম শরীফে নামাজ পড়তে পারবে না। বাধ্য হয়ে ঘরে নামাজ পড়তেন। কিন্তু চুপে চুপে নামাজ পড়া তাঁর মনে শান্তি লাগত না। তাই তিনি পুনরায় বায়তুল্লাহতে যেয়ে নামাজ আদায় করতে লাগলেন এবং উচ্চঃস্বরে কুরআন পাঠ করতেন। কোরাইশগণ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর উপর দুঃসহনীয় নির্যাতন চালাল। তিনি হিজরত করতে বাধ্য হলেন। পথে জনৈক বন্ধুর সাথে দেখা হল সে তাঁকে ফিরিয়ে আনল এবং কাফেরগণকে বলল, খবরদার! তোমরা এমন ব্যক্তিকে দেশ ছাড়া করো না। যে এতীম, অনাথ এবং বিধবাকে সর্বদা সাহায্য করে।

মোটকথা মুসলমানগণ অবর্ণনীয় দুঃখ দুদর্শার সম্মুখীন হয়ে পড়েন। অতিষ্ঠ হয়ে একদিন হযরত খাব্বাব (রাঃ) রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন, তাদের জন্য বদদোয়া করুন, যেন আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ছবর কর। তোমাদের পূর্বেও বহু লোক এমন গত হয়েছে, যাদের মাথার উপর করাত চলেছে, অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু তবুও তাঁরা আল্লাহর দ্বীন ও স্বীয় কর্তব্য হতে তিলমাত্র এদিক সেদিক হন নি। তোমরা জেনে রাখ, জুলুমের সময় সীমা শেষ হয়ে এসেছে।

www.pathagar.com

বেশী দিন বাকী নেই। তোমরা দেখতে পাবে ছানয়া হতে হাজরামাউত পর্যন্ত উটের পিঠে নির্ভয়ে লোকজন সওয়ার হয়ে চলাফেরা করবে। আল্লাহর ভয় ছাড়া অন্য কোন ভয় তাদের থাকবে না।

মক্কা এবং তায়েফে চরম সংকট

আবু তালেবের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন কোরাইশগণের শত্রুতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা মূর্তি পূঁজা বর্জন করা তো দূরের কথা বরং তৌহীদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠল এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পূর্বের চেয়ে অধিক পরিমাণে কষ্ট যাতনা দিতে লাগল, তখন হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় আজাদ করা গোলাম জায়েদ বিন হারেছাকে সঙ্গে নিয়ে মক্কার উপকণ্ঠে তাবলীগে ইসলামের জন্য রওয়ানা হয়ে যান। সর্বপ্রথম বনু বকরের নিকট উপস্থিত হয়ে দাওয়াতের কাজ আরম্ভ করেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্য সহানুভূতি করার পরিবর্তে তারা নানা প্রকার গালি গালাজ ও অসহনীয় কষ্ট যন্ত্রণা দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহতান কাউমের নিকট যেয়ে ইসলামের সৌন্দর্য্য ও তার নেক পরিণামের কথা তাদেরকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে বলেন। কিন্তু তারাও বনু বকরের ন্যায় পরিস্কার অস্বীকার করল। তারপর তিনি মক্কা হতে সাড়ে চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তায়েফে বনু ছাকীফের নিকট ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে চলে যান।

তায়েফবাসীগণ মুছাফের মেহমানের সম্মান করার পরিবর্তে অপমানজনক ব্যবহার করল। তাঁকে কিছুক্ষণ অবস্থান করে সফরের ক্লান্তি দূর করার সময়টুকুও দেয়া হল না। বরং তাঁকে অতি কর্কশ ভাষায় বলা হল যদি ভাল চাও তা হলে সত্ত্বর এ স্থান ত্যাগ কর। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নৈরাশ হয়ে দুঃখভরা হৃদয়ে ফিরে এলেন।

এদিকে তারা শহরের গুণ্ডাশ্রেণী ও ছেলেদেরকে লেলিয়ে দিল যেন পাথর মেরে তাঁকে শেষ করে দেয়া হয়। যখন তিনি শহর হতে বের হলেন তখন চতুর্দিকে শুধু বিপদ আর বিপদই দেখতে পান। যেদিকে তাকান সেদিকেই দুশমনের চেহারা দেখা যায়। চতুর্দিক হতে পাথরের বরিষণ শুরু হয়ে যায়। একদিক হতে পাথর এসে আঘাত হানলে তিনি অন্য দিকে যাওয়ার জন্য মুখ করেন তখন সেদিক হতেও অনুরূপ পাথরের বর্ষণ হতে থাকে। জায়েদ বিন

www.pathagar.com

হারেছা সাধ্য পরিমাণ তাঁকে রক্ষা করার চেষ্টা করলেন। নূর নবীর নূর বদনে পাথরের আঘাত যেন না পড়ে সে জন্য তিনি পাথরের সামনে নিজ দেহকে ঢাল স্বরূপ পেতে দেন। কিন্তু হবে কি? একদিক হতে পাথর আসলে কিছুটা সম্ভব হত। চতুর্দিক হতে পাথর বর্ষিতেছে। জায়েদের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল এবং তাঁর দেহকে অতিক্রম করে নূরবদনকে রক্তাক্ত করে ফেলল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্ব অঙ্গ জখম হয়ে গেল। তদুপরি জনৈক কাফেরের একটি প্রস্তর তাঁর পা মুবারকে ভীষণ আঘাত হানল। ফলে রক্তধারা ঝর্ণার ন্যায় প্রবাহিত হতে লাগল। জুতার মধ্যে রক্ত জমাট হয়ে গেল। তিনি একটি আঙ্গুর বাগানের ছায়ায় বসে পড়লেন। বাগানটি ছিল ওতবা ও শায়বার।

আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে মহান স্রষ্টার দরবারে মুনাজাত করলেন। হে বিশ্ব জাহানের মাবুদ! আমার দুর্বলতার অভিযোগ তুমি ব্যতীত কার নিকট করব? তুমি আমাকে কার হাতে সোপর্দ করতেছ? তুমি আমাকে শত্রুর শিকার বানিয়েও না। তুমি যদি আমার উপর অসন্তুষ্ট না হও তা হলে আমার কোন ভয় নেই। তোমার হেফাজত আমার জন্য যথেষ্ট। আমি তোমার জাতের নূরের আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি যেই নূরের দ্বারা যাবতীয় অন্ধকার রৌশনীতে পরিবর্তন হয়ে যায়। তুমি ব্যতীত আমার কোন শক্তি বা কোন সাহায্যকারী নেই।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্রন্দনে আকাশ জমীনের ফেরেশতাকুল কাঁদতে লাগল। তাঁর প্রতি অবিশ্রান্ত প্রস্তরাঘাতে তাঁর চলার ক্ষমতা শেষ হয়ে গিয়েছিল। অথচ তিনি আরবের মধ্যে সবচেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিলেন। আরবের শ্রেষ্ঠ পালোয়ান রোকানার মত বীরও তাঁর নিকট হার মানতে হয়েছিল। আজ নরপিচাশগণ তাঁকে নৃশংসভাবে প্রস্তরাঘাতের দ্বারা এতই দুর্বল করে ফেলে যার ফলে অবসন্ন দেহে তিনি কাঁকর-ধুলির মধ্যে বসে পড়েন। তাঁর করুন দৃশ্য দেখে আল্লাহর মাখলুকাতের স্তরে স্তরে ক্রন্দনের সঞ্চার হল না। বাগানের মালিক শায়বা তাঁর শোণিতাপ্লুত কদম মোবারক ও অবসন্ন দেহ দেখে তার পাষাণ হৃদয় কেঁদে উঠল। সে স্বীয় গোলাম আদ্দাছকে আদেশ করল এক থোপা আঙ্গুর তাঁকে প্রদান কর। গোলামটি খৃষ্টান ছিল। সে আঙ্গুর ছড়া নিয়ে যখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে দিলেন তখন তিনি 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে খেতে আরম্ভ করেন। আদ্দাছ বিস্‌মিল্লাহ শুনে বিস্মিত হল। কারণ আরবদেশের লোকেরা এ কথা বলে না। তাই তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার বাড়ী

www.pathagar.com

কোথায়? সে বলল, নিনুয়া দেশে এবং আমি খৃষ্টান ধর্মের একজন লোক। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিনুয়া হযরত ইউনুস (আঃ)-এর বস্তি। গোলাম জিজ্ঞেস করল, আপনি কি করে তাঁকে চিনেন? আল্লাহর রাসূল বললেন, তিনি আমার ভ্রাতা। আমিও নবী তিনিও নবী।

তা শুনে গোলামটি নবীজীর হাত চুম্বন করেন এবং পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। গোলামটি বলল, আমি তওরাত শরীফে শেষ নবীর যেই পরিচয় পেয়েছি ঐ সমস্ত গুণাগুণ আপনার মধ্যে নিঃসন্দেহে পাওয়া যাচ্ছে। আমি বহুদিন যাবৎ আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। 'আলহামদুলিল্লাহ' আল্লাহ পাক আমাকে সে দৌলত নসীব করেছেন।

এদিকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহাজারী করতেছিলেন অপরদিকে আল্লাহর আরশ জোশ মেরে উঠল। দুশমনের নৃশংস ব্যবহারে আল্লাহর গজব তাদের অতি নিকটে পৌঁছিয়া গেল। হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন এক খণ্ড মেঘমালা প্রকাশ হয়েছে। ঐ মেঘখণ্ড তাঁর দিকে ঘনিয়ে আসতেছে। তাতে হযরত জিব্রাইল (আঃ) ও পর্বতের জিম্মাদার ফেরেশতা উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) এসে রহমাতুললিল আলামীনের খেদমতে সালাম করে বললেন, আল্লাহ পাক আপনার প্রতি এ অনাচার আর সহ্য করতেছেন না। আমার সঙ্গে মালাকে জাবাল অর্থাৎ পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। আপনি আদেশ করলেই তায়েফের উভয় পার্শ্বের পাহাড় দু'টি তাদের উপর এসে তাদেরকে পিষে দেয়া হবে।

জঘন্যতম অপরাধী ও ঘোর দুশমন হতে প্রতিশোধ লওয়ার এবং তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করার মহান সুযোগ তিনি লাভ করলেন। কিন্তু অমানুষিক অত্যাচার, নির্মম ব্যবহার, কঠোর নির্যাতন ও অবিশ্রান্ত প্রস্তরাঘাতের পরও রাহমাতুললিল আলামীন যেই উত্তর দিয়েছিলেন তাতে ফেরেশতাকুল সরদার হযরত জিব্রাইল (আঃ) অতিশয় বিস্মিত হয়ে যান। উম্মতের দরদী নবী উত্তর করলেন, হে জিব্রাইল! আমাকে আল্লাহ পাক রহমত করে প্রেরণ করেছেন। আমার কওম আমাকে চিনতে পারে নি বলে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে আমি তাদের ধ্বংস কামনা করতে পারি না। তারা ধ্বংস হয়ে গেলে আমি কার নিকট আল্লাহর দ্বীন প্রচার করব? আমি তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ও তাদের হেদায়াত প্রার্থনা করি।

www.pathagar.com

তারা যদিও আমাকে চিনতে পারে নি হয়ত তাদের সন্তানের মধ্যে এমন লোক পয়দা হবে যারা আল্লাহর বন্দেগী করবে।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওহুদের দিবসে হতে অধিক মুসীবতের দিবস আপনার জীবনে এসেছে কি? তিনি উত্তর করলেন, আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিন দুর্যোগের দিবস ছিল তায়েফের দিবস।

তায়েফ হতে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পথে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতনে নাখরা নামক স্থানে অবস্থান করেন। তিনি সেখানে ফজরের নামাজ পড়ার সময় সিরিয়া এলাকার নসীবীন নামক স্থান হতে সাত জন জ্বীন এসে তাঁর কুরআন পাঠ শুনল। তিনি বাতনে নাখলায় দশ দিন অবস্থান করেছিলেন।

বাতনে নাখলায় দশ দিন অবস্থান করার পর মক্কার দিকে রওয়ানা দিলেন। হেরা গুহায় যেয়ে পুনরায় অবস্থান করেন এবং ভাবতে লাগলেন মক্কায় আমাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই আমরা কার নিকট যাব? কাফেরগণ আমাদেরকে আশ্রয় না দিলে আমরা কি করে সেখানে উঠব। তাই তিনি একজন লোক পাঠিয়ে মক্কাবাসীকে বললেন, যদি আমাকে তোমরা নিরাপত্তা প্রদান কর তা হলে মক্কায় আসব নচেৎ অন্যদিকে চলে যাব। এ প্রস্তাবে মক্কার কেউ সাড়া দিল না। শুধুমাত্র মুতয়েম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর করুন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁকে নিজ আশ্রয়ে হেরাগুহা হতে নিয়ে আসলেন এবং হেরেম শরীফে গিয়ে ঘোষণা দিলেন, আমি মুহাম্মদকে নিজ আশ্রয়ে এনেছি। আমি মুহাম্মদের দ্বীন গ্রহণ করে নি। কিন্তু আমি তাঁর সাহায্যকারী থাকব। যদি তেজ থাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা করে সে যেন আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকে। মৃতয়েমের এ ঘোষণায় কাফেরগণ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কেউ আর প্রকাশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কষ্ট দিবার সাহস করল না। তাই তিনি বিদেশী আগন্তুক লোকদের নিকট দ্বীন প্রচার করতে থাকেন। বিশেষ করে হজ্বের মৌসূমে।

মে'রাজের বিবরণ

মে'রাজের পূর্ব রাত্রে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও কয়েকজন লোকের সাথে উম্মে হানীর গৃহে শায়িত ছিলেন। হযরত জিব্রাইল, হযরত মিকাইল ও অপর একজন ফেরেশতা সে ঘরে উপস্থিত হলেন। একে

www.pathagar.com

অন্যকে বললেন, এ নিদ্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ ব্যক্তি? অপরজন বললেন, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তৃতীয় ফেরেশতা বললেন, তাঁকেই নিয়ে যাই। এ বলে তাঁরা অদৃশ্য হয়ে যান। পরদিন রাত্রে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বোখারী বর্ণনা অনুসারে) হাতীমে কাবার মধ্যে এবং (ওয়াকেদীর বর্ণনা অনুসারে) শোয়াবে আবি তালেবের মধ্যে এবং (তিবরানীর বর্ণনা অনুসারে) উম্মে হানীর ঘরে হযরত হামজা ও হযরত জাফরের মাঝখানে শায়িত ছিলেন। তাঁরা সকলেই নিদ্রিত হয়ে পড়লেন। গভীর রাত্রে হঠাৎ গৃহের ছাদ উন্মুক্ত হয়ে গেল। হযরত জিব্রাইল (আঃ) ঐ ঘরের ছাদ ফাড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়ে ছাদের উপর দিয়ে হাতীমে কাবাতে নিয়ে শয়ন করলেন।

নবুয়াতের দ্বাদশ বর্ষের সাতাশে রজব তারিখ অর্থাৎ ছাব্বিশ তারিখ দিবাগত সোমবার রাতে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছে। এটাই হাফেয আবদুল গণির অভিমত এবং এ অভিমত অনুসারেই আমল চলে আসছে। কারো কারো মতে হিজরতের এক বছর সতর মাস পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। ইমাম জুহরীর মতে এ ঘটনা নবুয়াতের পঞ্চম বর্ষে হয়েছিল মাওলানা আশেকে এলাহী কর্তৃক লিখিত তারিখে ইসলামে উল্লেখ করা হয়েছে তখন রাসূলুল্লাহ (স) এর বয়স ৫১ বছর ৮ মাস ২০ দিন। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সূরায়ে বণী ইসরাইলের মধ্যে এ মি'রাজের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেন–

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ـ

অর্থ ঃ পবিত্র সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাহকে রাতের সামান্য অংশে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্‌সা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন, যার চার পাশে আমি বরকত দান করেছি এবং এ জন্য যে, আমি তাকে আমার নিদর্শনসমূহের কিছু নিদর্শন দেখাব, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১)

মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। পবিত্র কুরআনে এ ভ্রমণকে 'ইসরা' বলা হয়েছে। ইসরা শব্দের অর্থ রাতে ভ্রমণ করান, আর 'লাইলাম' বলে রাসূলুল্লাহ (স) কে সমস্ত রাত নয়; বরং রাতের কিছু অংশেই ভ্রমণ করানো বুঝান হয়েছে। ইসরা রাতের ভ্রমণ, যা

www.pathagar.com

মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে– তা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। অতএব মি'রাজের এ অংশ অস্বীকার করা কুফরী। মাসজিদুল আকসা থেকে আসমান, আরশ প্রভৃতি ভ্রমণ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত; যে মি'রাজের এ অংশ অস্বীকার করবে সে ফাসেক বিদআতী বলে সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ মক্কা শরীফ হতে বায়তুল মুক্কাদাস পর্যন্ত এ অংশ ইসরা এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের পরে আসমান, আরশ প্রভৃতি ভ্রমণ মি'রাজ নামে অভিহিত হয়েছে। পরবর্তীকালে এ ভ্রমণ মি'রাজ বলেই অভিহিত হতে থাকে।

অতঃপর তাঁর সামনে শ্বেত বর্ণের একটি প্রাণী উপস্থিত করা হল। যা গাধা হতে উঁচু এবং খচ্চর হতে নীচু। ঐ প্রাণীটি বিদ্যুৎ গতিতে চলে বিধায় তাকে বোরাক বলা হয়। 'বোরাক' এক লাফে তার দৃষ্টিশক্তি পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারে। অতএব প্রথম আকাশ যা দৃষ্টির আওতায়, সে এক লাফে সেখানে পৌঁছতে পারে এবং সাত লাফে সাত আছমান অতিক্রম করার শক্তি রাখে।

আল্লাহর রাসূলকে আদেশ করা হল এ বোরাকে আরোহন করার জন্য। তিনি যখন বোরাকে আরোহন করত উদ্যত হলেন তখন বোরাক দুর্বিনীতভাবে দূরে সরে দাঁড়াল। হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন, হে বোরাক! তুমি জান কার সঙ্গে তুমি বেয়াদবী করতেছ? তিনি কুল মাখলুকাতের সরদার আল্লাহর হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর চেয়ে অধিকতর সম্মানী ব্যক্তি ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা আজ পর্যন্ত তোমার পৃষ্ঠে সওয়ার হয় নি। হযরত জিব্রাইলের কথা শ্রবণে বোরাক লজ্জিত হল এবং শান্তভাব ধারণ করল।

হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোরাকে ছাওয়ার হলেন। হযরত জিব্রাইল রেকাব ধরলেন এবং মিকাইল তার লেগাম ধরে সামনে অগ্রসর হতে আরম্ভ করেন। সর্বপ্রথম খেজুর গাছে ভরা একটি প্রান্তরে পৌঁছলেন। জিব্রাইল বললেন, এখানে অবতরন করুন এবং অযু করে দু' রাকাত নামাজ আদায় করুন। এটা আপনার হিজরতের স্থান। এ স্থানের নাম ইয়াছবের। অতঃপর বোরাকে ছওয়ার হয়ে সম্মুখে চললেন এবং সাদা রঙ্গের এক জমীনে পৌঁছলেন। জিব্রাইল (আঃ) বললেন, এখানে অবতরণ করুন এবং দু' রাকাত নামাজ পড়ুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করলেন। জিব্রাইল (আঃ) বললেন, আপনি এখন মাদইয়ানে নামাজ পড়েছেন। এখানেই তুরে ছীনা এবং মুবারক বৃক্ষ। যার মধ্যে হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর তাজাল্লী দেখেছিলেন এবং এখানেই আল্লাহর সাথে মূসার কথা হয়েছিল। তারপর সম্মুখে অগ্রসর

www.pathagar.com

হলেন। পুনরায় আর এক স্থানে যাওয়ার পর হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন, অবতরণ করুন এবং দু' রাকাত নামাজ পড়ুন। তিনি তাই করলেন।

অতঃপর জিব্রাইল বললেন, আপনি এখন বায়তুল-লাহামে (বেথেলহামে) নামাজ পড়েছেন। যা হযরত ঈসার (আঃ)-এর জন্মস্থান।

অতঃপর তিনি আলমে বরজখের কতিপয় আশ্চর্য ঘটনাবলী দেখতে পান। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে একজন বৃদ্ধা মহিলাকে রাস্তার উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পান। তিনি জিব্রাইলকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। জিব্রাইল (আঃ) বললেন, সম্মুখে অগ্রসর হউন। কিছুদূর পরে একজন বৃদ্ধ লোককে পথের এক পার্শ্বে দেখতে পান। সে বৃদ্ধ লোকটি তাঁকে ডাকতেছে। জিব্রাইল (আঃ) বললেন, চলুন, চলুন, সামনে চলুন। কিছু দূর যাওয়ার পর এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট তিনি উপস্থিত হলেন যারা তাঁকে দেখামাত্র এভাবে ছালাম করল-আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া আউয়ালু। আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া আখেরা। আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া হাশেরু। জিব্রাইল (আঃ) বললেন, তাদের ছালামের উত্তর প্রদান করুন।

পরিশেষে জিব্রাইল (আঃ) বললেন, বৃদ্ধা মহিলাটি ছিল দুনিয়া এবং বৃদ্ধ লোকটি ছিল ইবলীছ শয়তান। আর ঐ লোকগুলো হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূসা এবং হযরত ঈসা আলাইহিমুচ্ছালাম। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক কওমের নিকট উপস্থিত হলেন যারা একই দিনে শস্য বপন ও কর্তন করে। কর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাবস্থা ফিরে আসে। তিনি জিব্রাইলকে তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। জিব্রাইল (আঃ) বললেন, তারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারী। তাদের আমল সাতশতগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তারা যা ব্যয় করেন আল্লাহ তার উত্তম বিনিময় প্রদান করেন এবং তিনি উত্তম রিজিক প্রদানকারী। তারপর তিনি এমন এক সম্প্রদায় দেখতে পান, যাদের মাথা পাথর দিয়ে আঘাত করা হয়। ফলে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। পুনরায় আঘাত হানা হয়। এ অবস্থা অনবরত চলতে আছে।

হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন, তারা ঐ সমস্ত লোক যারা ফরজ নামাজ হতে বিমুখ হয়ে থাকে। তারপর এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছলেন যাদের লজ্জাস্থানের মধ্যে আগুনের রশি বাঁধা ছিল, তারা জন্তুর ন্যায় জাক্কুম এবং দোজখের পাথর ভক্ষণ করতেছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাইলকে তাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে জিব্রাইল বললেন, এ সম্প্রদায় যাকাত প্রদান করে না। অতঃপর এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হলেন

www.pathagar.com

যাদের সামনে দু'টি ডেক আছে। একটি ডেকে পঁচা গোশত এবং অপরটিতে পাক করা গোশত আছে। তারা পঁচা গলা গোশত ভক্ষণ করতেছে। জিব্রাইলকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বলেন, তারা ঐ ব্যক্তি যারা ঘরের পবিত্র স্ত্রী ছেড়ে অপরের অপবিত্র স্ত্রীর নিকট যেয়ে কাম প্রবৃত্তিতে চরিতার্থ করে। তারপর এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলেন যে বিরাট একটি লাকড়ীর বোঝা বেঁধে নিয়েছে যা সে বহন করতে পারে না। অথচ তার সঙ্গে আরও লাকড়ি এনে একত্রিত করতেছে। হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশ্নের জওয়াবে জিব্রাইল (আঃ) বলেন, সে ঐ ব্যক্তি যার উপর মানুষের অনেক হুকুম আছে যা সে আদায় করতে পারতেছেনা। তারপরও সে অন্যান্য লোকের হুকুম মাথায় উঠিয়ে নেয়।

অতঃপর এমন এক কওমকে অতিক্রম করেন যাদের জিহ্বা লোহার কাঁচি দ্বারা কর্তন করা হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। আবার কর্তন করে, এভাব চলতেছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তারা কে? জিব্রাইল বললেন, মানুষকে গোমরাহীতে নিক্ষেপকারী বক্তাগণ। তারপর একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরের নিকট পৌঁছলেন। সে প্রস্তর হতে একটি বিরাট আকারে বলদ গরু বের হয়ে আসল। তারপর সে তার ভেতরে প্রবেশ করতে চায়। কিন্তু পারতেছে না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তার রহস্য কি? জিব্রাইল (আঃ) উত্তর করলেন, তা ঐ ব্যক্তির অবস্থা যে চিন্তা ভাবনা না করে মুখ হতে এমন জঘন্য কথা বের করে যার উপর সে লজ্জিত হতে হয়। কিন্তু পরে তা আর ফিরিয়ে আনতে পারে না।

তারপর এমন এক প্রান্তরে পৌঁছলেন যেখানে অত্যন্ত মনমুগ্ধকর বায়ু এবং মেশক আম্বরের খোশবু প্রবাহিত হতে লাগল এবং একটি শব্দও তাঁর কর্ণে আসল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? জিব্রাইল (আঃ) বললেন, এটা বেহেশতের শব্দ ও তার সুগন্ধি। তারপর একটি ভয়াবহ প্রান্তরে পৌঁছলেন এবং বিকট শব্দ শুনতে পান। জিব্রাইল (আঃ) বললেন, এটা জাহান্নামের শব্দ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে ডান দিক হতে একজন লোক ডাক দিল আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম না। বাম দিক হতেও ডাক দিল সে দিকেও ভ্রুক্ষেপ করলাম না। আর একজন মহিলা আমাকে ডাক দিল তাতেও সারা দেই নি। জিব্রাইল বললেন, ডান দিকের আহবানকারী ইহুদী এবং বাম দিকের আহবানকারী খৃষ্টান এবং মহিলাটি দুনিয়া। আপনি যদি তাদের

www.pathagar.com

ডাকে সাড়া দিতেন তা হলে আপনার উম্মত যথাক্রমে ইহুদী, নাসারা ও দুনিয়াদার হয়ে যেত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একখানা কাষ্ঠদণ্ড অতিক্রম করেন। তার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় কাপড় বা বস্তু যা হউক তা ছিঁড়ে ফেলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? জিব্রাইল বললেন, আপনার উম্মতের ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে পথের উপর বসে ও রাহাজানী করে। তারপর তিনি এমন এক কওমকে দেখতে পেলেন যারা নিজেদের তাম্র নখের দ্বারা ছিনা ও মুখমণ্ডল আঁচড়াচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারা কে? জিব্রাইল উত্তর করলেন, তারা পরের গীবতকারী ও অপরের দোষত্রুটি অন্বেষণকারী।

তারপর তিনি এমন এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলেন যিনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেছেন। জিব্রাইল বললেন, ইনি হলেন হযরত ঈসা (আঃ)। তারপর হযরত মূসার সঙ্গে দেখা হল তিনি আল্লাহর দরবারে খুব দোয়া মুনাজাত করতেছেন। অতঃপর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে একটি নূর ও বহু চেরাগ দেখতে পেলেন। নূরটি একটি বৃক্ষের আকারে এবং চেরাগগুলি তার ফল স্বরূপ প্রকাশিত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? জিব্রাইল বললেন আপনার উর্ধতন পুরুষ ইব্রাহীমের বৃক্ষ। আপনি নিকটে গমন করুন। তিনি নিকটে যেয়ে দেখলেন, ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরগণ তার নীচে আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সালাম দিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সালামের উত্তর প্রদান করলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন, আপনি আজ রাত্রে আপনার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবেন। আপনার উম্মত সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা দুর্বল।

অন্য এক বর্ণনায় আছে হযরত মূসাকে একটি লাল মাটির কবরে নামাজ পড়তে দেখছেন। ইয়াজুজ মাজুজের নিকটও তাঁর গমন হয়েছে। তাদেরকে তিনি আল্লাহর এবাদতের প্রতি আহবান করলেন। কিন্তু তারা অগ্রাহ্য করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তারা নাফরমানদের সাথে দোজখে যাবে।

তারপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাছে উপস্থিত হন। বায়তুল মুকাদ্দাছের সামনে একটি পাথর আছে। যাকে ছাখারায়ে বায়তুল মুকাদ্দেছ বলে। ঐ পাথরের মধ্যে একটি ছিদ্র আছে। পূর্বেকার সমস্ত নবীগণ এ হালকা বা ছিদ্রতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সওয়ারী বেঁধেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.pathagar.com

দুনিয়ার প্রথা অনুযায়ী সে পাথরের হালকায় বোরাককে বাঁধলেন। সে হালকাটি যেস্থানে বিরাজমান আছে ঐ স্থানের নাম বাবে মুহাম্মদ হয়ে গিয়েছে। যদিও বোরাকটি বেহেশতের প্রাণী হওয়ার কারণে বাঁধার দরকার ছিল না তবুও তিন কারণে নবীজী বোরাক সেখানে বেঁধেছিলেন। সে তিন কারণের মধ্যে প্রধান কারণ এ যে, তিনি দুনিয়াকে শিক্ষা দিলেন যে দুনিয়া অছিলার ঘর বা দারুল আছবাব। এ জগতে প্রত্যেক কাজেই অছিলা অবলম্বন করতে হবে। অছিলা ছাড়া আল্লাহর অনুগ্রহ ও কার্যে সফলতা লাভ করা যাবে না। দু নম্বর কারণ এই যে, যদিও বোরাকটি জান্নাতী প্রাণী কিন্তু হতে পারে দুনিয়ায় আসতে এ জগতের স্বভাবে তার মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে। তিন নম্বর কারণ হল, সমস্ত আম্বিয়াগণের প্রথা হিসাবে এটা করা হয়েছে।

বোরাক বাঁধার পর হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি বেহেশতের হুর দেখার জন্য আপনার প্রভুর নিকট দরখাস্ত করেছিলেন কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। জিব্রাইল বললেন, ঐ দিকে তাকান। তিনি হুরানে জান্নাতের একজমাতকে দেখতে পেলেন। তাদের নিকট গমন করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কিসের জন্য সৃষ্ট হয়েছেন। তাঁরা বলল, আমরা পবিত্র ও অনুপমা। আমরা এমন লোকের সহধর্মিনী যারা পবিত্র। কখনও অপবিত্র হবে না। অনন্তকাল বেহেশতে অবস্থান করবেন। কখনও মৃত্যু বা সেখান হতে প্রস্থান হবে না। অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাসের ভিতরে গমন করেন। সেখানে সমস্ত নবীগণকে দেখতে পেলেন। আজান দেয়ার হল। দু'রাকাত নামাজ জমাতে আদায় করার আদেশ হল। সকলে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। কে ইমাম হবেন সে প্রতীক্ষায় আছেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত ধরে ইমামের মুসল্লায় বাড়িয়ে দেন এবং বললেন, আপনি ইমাম হয়ে নামাজ পড়িয়ে দেন। ঐ জমাতে মোট সাত কাতার হয়। প্রথম তিন কাতার রাসূলগণের এবং অবশিষ্ট কাতারগুলো নবীগণের ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরাবর পিছনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ), ডানদিকে হযরত ইসমাইল (আঃ) এবং বাম দিকে হযরত ইসহাক (আঃ) ছিলেন।

নামাজ শেষান্তে জিব্রাইল (আঃ) বললেন, সমস্ত নবী রাসূলগণ আপনার পিছনে নামাজ পড়েছে। এটা ছাড়া কতিপয় বিশেষ বিশেষ ফেরেশতাও এ জমাতে শরীক হন।

www.pathagar.com

একজন ফেরেশতার দিকে ইশারা করে হযরত জিব্রাইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইনি দোজখের দারোগা মালেক। তাঁকে সালাম করুন। তিনি সে দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু দোজখের দারোগাই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথম সালাম করলেন।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে দেখতে পেলেন তাঁর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত এবং আল্লাহর গজবের নিদর্শন তাঁর চেহারায় প্রস্ফুটিত। তিনি জীবনে কখনও হাসেন নি। যদি হাসতেন তা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হাসতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালকেও দেখতে পান। তার এক চক্ষু কানা।

তারপর সমস্ত পয়গম্বরগণ আল্লাহর প্রশংসা করে বক্তৃতা দিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, যাবতীয় প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে খলীল বানিয়েছেন এবং বিশাল রাজ্য দান করেছেন, আমাকে আদর্শ ও অনুকরণীয় করেছেন। নমরুদের অগ্নি হতে আমাকে নাজাত দিয়েছেন।

হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর প্রশংসার পর বললেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ জাতে পাকের যিনি আমার সঙ্গে খাছ কালাম করেছেন, আমাকে বরগুজিদা করেছেন এবং আমার উপর তাওরাত নাযিল করেছেন। আমার হাতে ফেরাউনকে ধ্বংস করেছেন এবং ইসরাইলকে মুক্তি দিয়েছেন।

হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহর তারীফ করার পর বললেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আমাকে বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করেছেন, আমাকে জাবুর কেতাব দান করেছেন। আমার জন্য লোহাকে নম্র করে দিয়েছেন এবং পর্বতমালা আমার বশীভূত করেছেন, যারা আমার সঙ্গে তছবীহ পাঠ করত এবং পাখীসমূহকে আমার বাধ্য করেছেন। আমাকে স্পষ্ট ভাষা ও জ্ঞানের কথা এবং মধুর কণ্ঠ দান করেছেন।

তারপর হযরত সোলাইমান (আঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি বায়ু ও জ্বিন জাতিকে আমার বশে দিয়েছেন। তারা আমার ইচ্ছানুযায়ী সুউচ্চ প্রাসাদ এবং বৃহদাকার মূর্তি নির্মাণ করত। আমাকে পাখীদের ভাষাজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। প্রচুর নেয়ামত দান করেছেন। সমগ্র বিশ্বের এমন বাদশাহী দান করেছেন যা অন্য কারোও নছীব হয় নি। জ্বিন ও ইনসান এবং পাখির দলকে আমার হুকুমের অধীন করেছেন।

www.pathagar.com

তারপর হযরত ঈসা (আঃ) দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করতঃ বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে 'কুন' কালেমা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আমাকে আদম আলাইহিচ্ছালাম-এর সাদৃশ্য করেছেন। আমাকে লিখন, হেকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিলের এলেম দান করেছেন। আমাকে মাটি দ্বারা পাখী তৈয়ার করে তাতে ফুঁক দিয়ে প্রাণ সঞ্চার করার শক্তি প্রদান করেছেন। জন্মান্ধ ও শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করার এবং মৃতকে জীবিত করার শক্তি প্রদান করেছেন। আমাকে এবং আমার মাতাকে শয়তান হতে আশ্রয় দিয়েছেন। ফলে শয়তান আমাদের উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

অবশেষে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা পাঠ করে বললেন, আপনারা সকলে আল্লাহর প্রশংসা পাঠ করেছেন, আমিও আল্লাহর প্রশংসা পাঠ করতেছি। সমস্ত প্রশংসা সেই পাক জাতের যিনি আমাকে রাহমাতুললিল আলামীন করেছেন। সমগ্র মানব জাতির জন্য বেহেশতের সুসংবাদ দাতা এবং দোজখের ভয় প্রদর্শক করে প্রেরণ করেছেন। আমার উপর কুরআন নাযিল করেছেন, যার মধ্যে যাবতীয় বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আমার উম্মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত করেছেন। মানুষের মঙ্গলের জন্য তাদের অভ্যুদয় হয়েছে। আমার উম্মতকে মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বপ্রথম এবং প্রকাশের দিকদিয়ে সর্বশেষ উম্মত করেছেন। আমাকে নূরের জগতে সর্বপ্রথম এবং আবির্ভাবে সর্বশেষ করেছেন। আমার জিকির বুলন্দ করেছেন।

সর্বশেষ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, এ সময় কামালাতের কারণে মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তারপর সমস্ত নবীগণ নিজ নিজ স্থানে চলে যান। মজলিশ ভঙ্গ হয়ে গেল। সামনে আছে আসমানের সফর। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিপাসা হল। তাঁর সামনে তিনটি পেয়ালা মতান্তরে চারটি পেয়ালা উপস্থিত করা হল। এক পেয়ালাতে দুধ, এক পেয়ালাতে মধু, এক পেয়ালাতে মদ এবং আর এক পেয়ালাতে পানি।

কিন্তু বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে মাত্র দু'টি পেয়ালা হযরত জিব্রাইল (আঃ) তাঁর সামনে পেশ করেছিলেন। একটিতে দুধ এবং অপরটিতে শরাব।

হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধের পেয়ালা উঠিয়ে পান করলেন। জিব্রাইল বললেন, আপনি সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছেন। যদি আপনি শরাব পান করতেন তা হলে আপনার উম্মত গোমরাহ হয়ে যেত।

www.pathagar.com

আকাশে আরোহণ

বায়তুল মুকাদ্দাছে দুধ পান করার পর প্রকৃত মে'রাজ আরম্ভ হয়। সেখান হতে আলমে মালাকুত, আলমে লাহুত, আলমে জাবারুত ও লা মাকানের যাত্রা শুরু হয়। জান্নাতের বাহন বোরাকে আরোহন করে উর্ধগমনের যাত্রা আরম্ভ করেন। বোখারীর বর্ণনায় এটাই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু শরফুল মোস্তফা নামক গ্রন্থে এবং কাবের বর্ণনায় দেখা যায়, বোরাক ছাড়াও তাঁর জন্য সেখানে আরও দুইটি সোপান উপস্থিত করা হয়েছে। একটি স্বর্ণের যা জান্নাতুল ফেরদাউস হতে আনা হয়েছে। মৃত্যুর পর আদম সন্তানের রূহ এ সোপান (সিঁড়ি) দ্বারা উর্ধে আরোহন করবে। আর একটি সোপান ছিল রৌপ্যের। তাঁর সম্মানার্থেই একাধিক বাহনে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্বর্ণের সোপানটি অতিশয় সৌন্দর্য্য যার কোন তুলনা নেই। যা কোন দিন মানুষের কল্পনায়ও আসে না। তা মতীর দ্বারা জড়ান। হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন কোন মৃত ব্যক্তির চক্ষু ঈষৎ উন্মীলিত অবস্থায় আকাশের দিকে নিবদ্ধ দেখতে পাবে। তারা ঐ সোপান দর্শনে আনন্দিত হয়েই ঐ রূপ তাকিয়ে থাকে। সেই সোপানের ডানে বামে অগণিত ফেরেশতা শ্রেণী বদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোরাকে মতান্তরে ঐ স্বর্ণের সোপানে আরোহণ করলেন। জিব্রাইলও তাঁর সঙ্গে তাঁর সান্ত্বনার জন্য আরোহন করেন। চোখের নিমিষে প্রথম আকাশের দরজায় পৌঁছেন। সে দরজার দারওয়ান হলেন ইসমাইল (আঃ) ফেরেশতা। তাঁর অধীনে সত্তর হাজার ফেরেশতা এবং ঐ সত্তর হাজারের প্রত্যেকের অধীনে সত্তর হাজার ফেরেশতা আছেন। হযরত ইসমাইল তাঁর বাহিনী নিয়ে ঐ দরজায় আবস্থান করতেছিলেন। দরজাটির নাম বাবুল হাফাজা। হযরত জিব্রাইল বাবুল হাফাজা রক্ষী ফেরেশতা ইসমাইলের নিকট অনুমতি চেয়ে দরজা খুলতে বললেন। ইসমাইল ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? উত্তর করলেন, জিব্রাইল। দ্বার রক্ষী ফেরেশতা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর নিকট কি আল্লাহর পয়গাম প্রেরণ করা হয়েছে? জিব্রাইল বললেন, হ্যাঁ। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে কি আসমানে আরোহনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জিব্রাইল বললেন, হ্যাঁ। তখন ফেরেশতাগণ বললেন, মারহাবা! তাঁর গমন অতি শুভ এবং দরজা খুলে দিলেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানের উপর আরোহন করলেন। সেখানে হযরত আদম (আঃ)-কে দেখতে পেলেন। হযরত জিব্রাইল বললেন, ইনি আপনার পিতা আদম। তাঁকে সালাম করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সালাম করলেন। হযরত আদম (আঃ) তাঁর সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, মারহাবা; নেক সন্তান ও নেক নবীকে। অতঃপর হযরত আদম তাঁর জন্য বরকতের দোয়া করলেন। হযরত আদম (আঃ)-এর ডান পার্শ্বে পিপড়ার ন্যায় বহু রূহ দেখতে পান এবং বাম দিকেও অনুরূপ রূহ দেখতে পান। তবে ডান পার্শ্বে তাকিয়ে আদম আনন্দিত হন এবং বাম দিকে তাকিয়ে বিষন্ন হয়ে ক্রন্দন করেন। হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রাইলকে তার হাকীকত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। জিব্রাইল (আঃ) বললেন, ডান পার্শ্বের রূহগুলো আদম সন্তানের জান্নাতী ব্যক্তিগণ এবং বাম দিকে তাঁর আওলাদের দোজখী সন্তানগণ।

কোন কোন ব্যাখ্যায় আছে, তিনি প্রথম আকাশে অগণিত ফেরেশতাকে নামাজের অবস্থায় দণ্ডায়মান দেখতে পান। তারা আবহমান কাল হতে এ অবস্থায় আছেন এবং থাকবেন। আরও বর্ণিত আছে, তিনি প্রথম আকাশে নীল ও ফোরাত নদী প্রবাহিত হতে দেখেছেন। তারপর দ্বিতীয় আসমানের দরজায় পৌঁছেন। প্রথম আকাশের ন্যায় সেখানে প্রশ্ন উত্তরের পর দরজা খোলা হল।

দ্বিতীয় আকাশে আরোহণ করে দু' খালাত ভ্রাতা হযরত ঈসা ও ইয়াহ্ইয়া আলাইহিসাচ্ছালামকে দেখতে পান। হযরত জিব্রাইল তাঁদের পরিচয় করিয়ে বললেন, তাঁদেরকে সালাম করুন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে সালাম দিলেন। তাঁরা সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, নেক ভ্রাতা ও নেক নবীকে মারহাবা। অতঃপর তাঁর জন্য বরকতের দোয়া করলেন। এভাবে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে একের পর এক সাত আসমান অতিক্রম করলেন। তৃতীয় আকাশে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। হযরত ইউসুফের রূপের বর্ণনা দিতে যেয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি ইউসুফ (আঃ) কে এমন সুন্দর দেখেছি যে, তিনি কুল মাখলুকাতের মধ্যে অর্ধেক সৌন্দর্য্যের অধিকারী। চতুর্থ আকাশে হযরত ইদ্রীস (আঃ)-এর সঙ্গে পঞ্চম আকাশে হযরত হারুন (আঃ)-এর সঙ্গে এবং ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

ষষ্ঠ আকাশে তিনি ছিদরাতুল মুনতাহা বৃক্ষের জড় ও কাণ্ড দেখতে পান যা সপ্তম আকাশে ভেদ করে ডালা বিস্তার করেছে। যখন ষষ্ঠ আকাশ হতে তিনি উর্ধ্বগগনে যাত্রা শুরু করেন তখন হযরত মূসা (আঃ) ক্রন্দন করতেছিলেন। তাঁকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর করেন, আমি এ জন্য

www.pathagar.com

কাঁদতেছি যে, আমার পরে একজন নওজোয়ান পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন, তাঁর উম্মতের জান্নাতী লোকের সংখ্যা আমার উম্মতের জান্নাতী সংখ্যা হতে অনেক গুণ বেশী। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হাশরের দিন জান্নাতীগণের সর্বমোট একশত বিশ কাতার হবে। তন্মধ্যে এক লাখ বা দু লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরগণের উম্মত ৪০ চল্লিশ কাতার এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মত হবে ৮০ (আশি) কাতার।

সপ্তম আকাশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বায়তুল মামুরের দরজায় হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন, তিনি হযরত ইব্রাহীম। তাঁকে সালাম করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সালাম দিলেন। হযরত ইব্রাহীম সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, নেক সন্তান ও নেক নবীকে মারহাবা। বায়তুল্লাহ শরীফের বরাবর প্রত্যেক আকাশে একটি করে আল্লাহর ঘর আছে। সপ্তম আকাশে অবস্থিত বায়তুল মামুর দুনিয়ার বায়তুল্লাহর বরাবর অবস্থিত। তা ফেরেশতাগণের এবাদতগাহ। প্রত্যেক দিন সকালে সত্তর হাজার ফেরেশতা ঐ ঘরে আগমন করে আল্লাহর এবাদত করে থাকে। সূর্যাস্তের পূর্বে তাঁরা চলে যান এবং নূতন সত্তর হাজার ফেরেশতার আগমন হয়। তাঁরা ফজরের সময় চলে যান। আবার নতুন সত্তর হাজার আগমন করেন। কেয়ামত পর্যন্ত এ নিয়ম চলতে থাকবে। কিন্তু কোন একজন ফেরেশতা দ্বিতীয়বার আসার সুযোগ পাবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে স্বীয় উম্মতের লোকজনকে দু' দলে বিভক্ত দেখতে পান। একদলের চেহারা উজ্জল এবং অপর দলের চেহারা মলীন। তিনি বায়তুল মামূরে প্রবেশ করলেন। উজ্জল চেহারা বিশিষ্ট দলও তাঁর সঙ্গে মসজিদে প্রবেশ করল। তিনি তাদেরকে নিয়ে দু' রাকাত নামাজ পড়লেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে ষষ্ঠ আসমানে ছিদরাতুল মুনতাহার মূল কাণ্ড দেখতে পান এবং সে বৃক্ষের জড় হতে চারটি নহর প্রবাহিত হয়েছে। দু'টি উপরের দিকে এবং দু'টি নিচের দিকে। উর্ধ্বগামী নহর দু'টি জান্নাতের দু'টি নহর এবং নিম্নগামী নহর দু'টি হচ্ছে নীল দরিয়া ও ফোরাত নদী। হাদীছে আরও বর্ণিত আছে, ষষ্ঠ আকাশ অতিক্রম করার সময় এমন এক জামাতের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেন, যাদের পেট প্রাসাদের ন্যায়। তাদের পেটসমূহে বহু অজগর সাপ রয়েছে। ঐ গুলো পেটের বের হতে দৃষ্টিগোচর হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তারা কারা? হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন, তারা সুদখোর।

www.pathagar.com

অপর এক বর্ণনায় আছে, সপ্তম আকাশে যেয়ে বায়তুল মামুর হতে বের হওয়ার পর দু' দল লোক দেখতে পান। একদলের চেহারা অতিশয় উজ্জ্বল। অপর দলের চেহারা মলিন। অতঃপর মলীন চেহারা বিশিষ্ট দলকে একটি নহরে গোসল দেয়া হল। তাতে তাদের মলিনতা কিছুটা দূর হল। তারপর আর একটি নহরে তারা গোসল করল। তাতে মলিনতা আরও কেটে গেল। তারপর আর একটি নহরে গোসল করল। এবার সম্পূর্ণ মলিনতা দূর হয়ে গেল এবং প্রথম দলের ন্যায় তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যায়।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাইল (আঃ)কে তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন, উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোকগণ আপনার উম্মতের ঐ সমস্ত লোক যারা ঈমানের সাথে কুফরের সংমিশ্রণ করে নি। দ্বিতীয় দল হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক যারা নেক আমলের সাথে বদ আমলের মিশ্রণ করেছে। পাপ করে পরে তওবা করেছে। আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেছেন। প্রথম নহরটি আল্লাহর রহমত। দ্বিতীয় নহরটি আল্লাহর নেয়ামত এবং তৃতীয় নহরটি শারাবান তাহুরা।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর তত্ত্বাবধানে কতকগুলো ছোট ছোট শিশু দেখতে পেলেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তারা ঈমানদারগণের সন্তান যারা নাবালক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

অন্য হাদীসে আছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আপনার উম্মতকে অধিক পরিমাণে বেহেশতের গাছ লাগাতে বলবেন। কেননা বেহেশতের মাটি পাক ও সুদূর প্রসারিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, বেহেশতের গাছ কি কি? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।

অন্য হাদীসে আছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেছেন, আপনার উম্মতকে আমার সালাম দিবেন এবং বলবেন, বেহেশতের মাটি পাক, পানি মিষ্ট এবং তার গাছ 'ছোবহানাল্লাহ ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার'। তারপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈকা সুন্দরী কুমারীকে দেখতে পেলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার জন্য? কুমারী বলল, জায়েদ বিন হারেছার জন্য। তারপর সিদরাতুল মুনতাহায় তাঁর গমন হল। হযরত জিব্রাইল (আঃ)ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সিদরা অর্থ কুলবৃক্ষ বা বরই গাছ। আর মুনতাহা অর্থ সীমান্ত এলাকা বা শেষ সীমানা।

www.pathagar.com

সেখানে একটি অতি বৃহদাকারে কুলবৃক্ষ (বরই গাছ) আছে যার জড় বা মূল এক হাজার বসরের পথ নিচে ষষ্ঠ আকাশ অবস্থিত। তার কাণ্ড এক হাজার বসরের রাস্তা পর্যন্ত উপরের দিকে লম্বা হওয়ার পর সপ্তম আকাশে তার ডালা প্রসারিত হয়েছে। সে গাছের ফলগুলো এত বড় যেন মাকামে হাজারের মোটকা এবং পাতাগুলো হাতীর কানের নমুনায় অতি বৃহৎ। একটি পাতার ছায়াতলে সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদীয়া দাঁড়াতে পারবে।

যে চারটি নহরের কথা ষষ্ঠ আকাশে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় সে চারটি নহর সপ্তম আকাশে ছিদরাতুল মুনতাহা হতে উৎপত্তি হয়েছে। আল্লাহর দরবার হতে যে সমস্ত ফরমান ও ফেরেশতাগণের দায়িত্ব সম্পর্কীয় দফতর এবং আল্লাহর রহমত ইত্যাদি আকাশ জমীনে নাযিল হবার আছে তা সরাসরি সে কুলবৃক্ষের নিকট এসে পড়ে। সেখান হতে ফেরেশতাগণ তা উঠিয়ে নেয় এবং ফরমান অনুযায়ী জমীনে বাস্তবায়িত করেন। এদিকে জমীন হতে যে সকল নেক আমল উপরে উঠে তা ফেরেশতাগণের মারফতে ঐ কুলবৃক্ষ পর্যন্ত উঠে। সেখান হতে বিনা মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহর দরবারে পৌঁছিয়ে যায়। এ জন্য তাকে ছিদরাতুল মুনতাহা অর্থাৎ সীমান্ত কূল বৃক্ষ বলা হয়।

কোন ফেরেশতা ঐ সীমান্ত অতিক্রম করে উপরে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না। এমনকি ফেরেশতাকুল সরদার হযরত জিব্রাইল (আঃ)-এর ভ্রমণ পথও ঐ পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়। যখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিদরাতুল মুনতাহার নিকট পৌঁছলেন তখন ঐ বৃক্ষটিকে সোনালী বর্ণের অসংখ্যা ফেরেশতা পরওয়ানার ন্যায় ঢেকে ফেলল। ঐ সময় বৃক্ষটির যেই দৃশ্য হয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সেখানেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দু'টি মতান্তরে তিনটি বা চারটি পেয়ালা পেশ করা হল। তিনি দুধের পেয়ালা গ্রহণ করলেন। জিব্রাইল (আঃ) বললেন, আপনি ফিতরাতকে অবলম্বন করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, ছিদরা হতে দুধ, মদ, পানি ও মধু এ চারটি নহর প্রবাহিত হয়েছে। অন্য বর্ণনায় আছে, ছিদরাতুল মুনতাহার মূলে ছালছাবীল নামক একটি নদীও প্রবাহমান। তা হতে দু'টি নহর প্রবাহিত হচ্ছে। একটি নহর কাউছার, অপরটি রহমত। কাউছারের উভয় পার্শ্বে ইয়াকুত, মতী এবং জবরজদের অনেক পেয়ালা এবং স্বর্ণ রৌপ্যের অনেক পাত্র দু'ধারে সজ্জিত ছিল। জিব্রাইল (আঃ) বললেন, এটাই কাউছার, যা আপনাকে আপনার

www.pathagar.com

প্রভু দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ একটি পাত্র নিয়ে কিছু পানি পান করলেন। দেখলেন তা মধু হতে মিষ্ট, বরফ হতে ঠাণ্ডা এবং দুধ হতে সাদা।

সেখানে একটি মতীর বালাখানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হন। ঐ বালাখানা স্বর্ণের ফরশে সুসজ্জিত এবং নূরে আলোকিত ছিল। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি বিশেষ উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হল। উপাধিগুলো (১) ছাইয়্যেদুল মুরছালীন (২) ইমামুল মুত্তাকীন ও (৩) কায়েদুল গোররিল মুহাজ্জালীন।

ছিদরাতুল মুনতাহার নিকট জিব্রাইল (আঃ) কে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আসল সুরতে দেখতে পান। যে সুরতের উপর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, হযরত জিব্রাইল (আঃ)-এর ছয় শত বাজু বা পাখা। একটি পাখাই দিগন্তকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। হযরত জিব্রাইল (আঃ) যখন পাখাসমূহ হরকত দিয়েছিলেন তখন অজস্র ধারায় ইয়াকুত ও হরিদ্রাবর্ণের মতী ছড়িয়ে পড়ল যার সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নির্ণয় করতে পারে না।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাইল (আঃ)কে তাঁর আসল সুরতে আর একবার জমীনের বুকে হেরা পর্বতের নিকট দেখেছিলেন। অন্য কোন পয়গম্বর জিব্রাইল (আঃ)কে তাঁর আসল সুরতে দেখেন নি।

তারপর রফরফ এসে উপস্থিত হল। রফরফ সবুজ বর্ণের একটি ফরাশ। তা এত বিরাট যে, সপ্তম আকাশের উপর সমস্ত শূন্যস্থান হতে ভরপুর হয়ে গেল। হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন, এখন আমি আপনার নিকট হতে বিদায় নিচ্ছি। এটা আমার শেষ সীমা। এখন শুধু আপনি আর আপনার পরওয়ারদেগার। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে জিব্রাইল! আপনি কেন আমাকে ছেড়ে যেতেছেন? এ পর্যন্ত আমার নিকট হতে কোন প্রকার দুর্ব্যহার পেয়েছেন কি? জিব্রাইল (আঃ) বললেন, আমি যদি কেশ পরিমাণ উপরে যাই তা হলে আল্লাহর তাজাল্লী আমাকে জ্বালিয়ে ভষ্ম করে দিবে। অতঃপর পর্দার আড়াল হতে একজন ফেরেশতা আবির্ভূত হলেন। জিব্রাইল বললেন, আল্লাহর কসম আমি সৃষ্টির পর হতে কখনও এ ফেরেশতাকে দেখে নি।

সে ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নূরের রফরফে উঠিয়ে নূরের সাথে নূর মিলিত করে দেন। সত্তর হাজার নূরের পর্দা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত পৌঁছেন। শেষ পর্দায় পৌঁছার পর একজন শেরেশতা তাঁকে

www.pathagar.com

নামাজের একামত শিক্ষা দেয়। যখন ফেরেশতা, আল্লাহু আকবার বলল তখন পর্দার অন্তরাল হতে আওয়াজ আসল, আমার বান্দা সত্য বলেছে। আমি সর্বমহান, আমি সর্বমহান! ফেরেশতা বলল, আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। পর্দার আড়াল হতে শব্দ হল। আমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। ফেরেশতা যখন বলল, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। নূরের পর্দা হতে আওয়াজ হল আমার বান্দা সত্য বলেছে। আমি মুহাম্মদকে রাসূল করে প্রেরণ করেছি। অতঃপর ঐ ফেরেশতা, হাইয়া আলাচ্ছালাহ হতে শেষ পর্যন্ত একামতের কলেমাগুলো উচ্চারন করল।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তারপর সম্পূর্ণ আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। সম্পূর্ণ নির্জনতার মধ্যে আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হল। হঠাৎ আবু বকরের কণ্ঠে এক ব্যক্তি আমাকে ডাক দিয়ে বলল, আপনি অপেক্ষা করুন। আপনার পরওয়ারদিগার সালাতে (নামাজে) মশগুল আছেন।

আবু বকর (রাঃ)-এর শব্দ শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম। আবু বকর কি করে এখানে আসল এবং তাও আমার পূর্বে। আর আল্লাহ পাক বে নেয়াজ, তিনি কিভাবে নামাজে মশগুল হতে পরেন। এমন সময় আল্লাহর জাতে বে হামতা হতে আওয়াজ আসল, হে শ্রেষ্ঠ মাখলুক! নিকটবর্তী হও আহমদ। নিকটবর্তী হও মুহাম্মদ। বন্ধুর নিকটে বন্ধু আস। তখন দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ বর্ণের একটি রফরফ হাজির হল। তার বিভা সূর্য কিরণ হতেও উজ্জল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার উজ্জল কিরণে আমার চক্ষু ঝলসিয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অতঃপর রফরফে আরোহন করিয়ে আমাকে আরশের দিকে উঠান হল। আরশের নিকটবর্তী হলে আমার মুখে একটি বিন্দু পতিত হল। উহা এত মধুর যে সৃষ্ট জগতে তদপেক্ষা মধুর বস্তুর স্বাদ কেহই গ্রহণ করেনি। সেখানে এমন এক মহান নিদর্শন দেখতে পেলাম যা মানবের ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

আল্লাহ পাক আমাকে কিছু প্রশ্ন করলেন, কিন্তু আমি উত্তর দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করলাম। তখন আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতের হাত আমার দু' স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে রাখলেন। তাতে আমি অত্যন্ত শীতলতা অনুভব করলাম। ফলে আমার ছিনা খুব প্রশস্ত হয়ে গেল। আমি আউয়াল আখের সমস্ত কিছুর জ্ঞান লাভ করলাম। আমার অন্তর এতই প্রশস্ত হয়েছেছিল যে, আকাশ জমিনের সমস্ত কিছু আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান আমার আয়ত্ব হয়ে গেল। আল্লাহ পাক আমাকে বললেন, এ সমস্ত

www.pathagar.com

জ্ঞানের মধ্য হতে এক শ্রেণীর জ্ঞান যেন গোপন রাখি। আর এক শ্রেণীর জ্ঞান ব্যক্ত করা না করা আমার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলেন। আর এক শ্রেণীর জ্ঞান উম্মতের খাস ও আমের নিকট প্রচার করার আদেশ দিলেন। আল্লাহ্ পাক আমাকে কুরআন শিক্ষা দিলেন, হযরত জিব্রাইল (আঃ) তাই আমাকে পরে স্মরণ করিয়ে দিত।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট আরজ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি এখানে আবু বকরের কণ্ঠ শুনতে পেলাম। আবু বকরের মাকাম কি আমার চেয়েও উপরে এবং আপনি বেনেয়াজ আপনি কিসের নামাজ পড়তেছেন। তখন আল্লাহ বললেন, আমি কারো উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ি না। আমি বেনেয়াজ।

অতএব, আমার সালাত অর্থ রহমত প্রেরণ করা। আর আবু বকরের প্রতি যেহেতু আপনি অতিশয় অনুরক্ত। এ নির্জনে আপনাকে নির্ভয় দিবার উদ্দেশ্যে আমি বহু পূর্ব হতে আবু বকরের স্বরে একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করে রেখেছি। যেমন মূসার সঙ্গে কালাম করার সময় তাঁর লাঠির কথা আলোচনা করে সে দিকে তাঁর মনযোগ আকৃষ্ট করে আমার কালামের মহাভয় হতে তাঁকে মুক্তি দিয়েছি। অনুরূপভাবে আবু বকরের স্বরের প্রতি আপনার অন্তরকে আকৃষ্ট করে নির্জন এলাকার ও আমার সাথে কথা বলার ভয় হতে আপনাকে নির্ভয় প্রদান করেছি।

অতঃপর আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কল্‌বকে পূর্বের চেয়ে অধিক পরিমাণে নূরানী করে দেন। এদিকে আরশে আজীমের নূর এার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন আমি কিছুই দেখতেছিলাম না। অতঃপর কল্‌ব দ্বারা আগে-পিছে, ডানে-বামে, সমানভাবে দেখতে পেলাম। তারপর আমাকে আরও উন্নীত করা হল। পূর্বের অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। আমার কল্‌বকে আরও নূরানী করা হল।

তখন আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি আপনাকে এমন একটি নূর প্রদান করেছি যা দ্বারা আপনি আমার জামালের দীদার লাভ করতে পারবেন এবং এমন শ্রবণ শক্তি দিয়েছি যাতে আমার কালাম শ্রবণ করতে পারেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দীদার লাভ করলেন। আল্লাহর জামাল দেখা মাত্র তিনি ছেজদায় পড়লেন।

www.pathagar.com

আল্লাহর পক্ষ হতে এরশাদ হল, আপনি আমার নিকট প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরজ করলেন, হে প্রভু! আপনি ইব্রাহীমকে খলীল, মূসাকে কলীম করেছেন, দাউদকে খোশ এলহাম এবং বিশাল সাম্রাজ্য দান করেছেন, লৌহকে তাঁর জন্য নম্র এবং পর্বতমালা তাঁর হুকুমের বাধ্য করেছেন। সোলায়মানকে সমগ্র বিশ্বের বাদশাহী, জ্বিন-এনসানের এবং শয়তানের উপর আধিপত্য দান করেছেন। ঈসাকে তওরাত, ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছেন। জন্মান্ধ ও শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করার এবং মুর্দাকে জিন্দা করার শক্তি প্রদান করেছেন। আমাকে কি দিলেন?

এরশাদ হল, আপনাকে খলীল ও হাবীব করলাম। সমগ্র মানব জাতির প্রতি নবী করে প্রেরণ করলাম। বেহেশতের সুসংবাদ এবং দোযখের ভয় প্রদর্শক করলাম। আপনার বক্ষ সম্প্রসারণ করলাম। আপনার পৃষ্ঠভঙ্গকারী গুরুভার নামিয়ে দিলাম। আপনার জিকির বুলন্দ করলাম। যেখানে আমার নাম সেখানের সঙ্গে আপনার নামও থাকবে। আপনার উম্মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত করলাম। রোজ কেয়ামতে আপনার উম্মত নবীগণের সাক্ষী হবে। আপনার উম্মতের এক শ্রেণীর লোকের কাল্ব ইঞ্জিন কিতাবের ন্যায় বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার হবে। আপনাকে সূরায়ে ফাতেহা দান করেছি। যা কোন নবীকে দেয়া হয় নি। আপনাকে সূরায়ে বাকারার শেষ দু'টি আয়াত (আপনার রাসূল হতে শেষ পর্যন্ত) দান করেছি। আপনাকে কাওছার দান করেছি। আপনাকে নিখিল বিশ্বের আদি অন্ত (প্রারম্ভকারী ও সমাপনকারী) করেছি।

আপনি যে পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ না করবেন সে পর্যন্ত সমস্ত নবীগণের জন্য বেহেশতের দ্বার রুদ্ধ থাকবে। আপনার উম্মত যে পর্যন্ত বেহেশতে প্রবশ না করবে সে পর্যন্ত সমস্ত উম্মতের জন্য বেহেশত নিষিদ্ধ থাকবে। হাশরের দিন সমস্ত নবীগণ আপনার ঝাণ্ডার নিচে থাকবে। আপনাকে মাকামে মাহমুদ ও শাফায়াতে কোবরা দান করেছি।

আপনার উম্মতকে আরও বৈশিষ্ট্য দান করেছি। তারা কোন নেক কাজ করতে ইচ্ছা করে একটি নেকী করলে দশটি নেকী আর না করলে একটি নেকী লেখা হবে। অপরপক্ষে বদ কাজ করার ইচ্ছা করে একটি বদ করলে গুনাহ লেখতে হবে। আর না করলে একটি নেকী লেখা হবে।

পূর্বেকার উম্মতের ন্যায় আপনার উম্মতের গুনাহ সমাজে প্রকাশ করা হবে না এবং গুনাহের কারণে আকৃতি পরিবর্তন করে বা প্রস্তর নিক্ষেপ করে যে সকল আজাব পূর্বকালের উম্মতগণকে দেয়া হত তা আপনার উম্মতকে দেয়া হবে না।

www.pathagar.com

আপনি জানেন? কি কারণে আপনাকে এ মর্যাদা দেয়া হল? তিনি বললেন, আমি আপনার বান্দা হওয়াতে গৌরব মনে করি।

অতঃপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে তাঁকে বিদায় করা হল। ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর হযরত মূসা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার উম্মতের জন্য কি হাদিয়া নিয়ে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে এসেছি। হযরত মূসা বললেন, আপনার উম্মত নেহায়াৎ দুর্বল। তাদের পক্ষে তা কখনও সম্ভব হবে না। আমার উম্মত অপেক্ষাকৃত সবল হওয়া সত্বেও দু' ওয়াক্ত আদায় করা মুশকিল হয়ে পড়েছিল।। আপনি ফিরে যান, উম্মতের জন্য নামাজের বোঝা কমিয়ে আনেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে গেলেন। আল্লাহ পাক পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। পুনরায় মূসা (আঃ) অনুরূপ উক্তি করল। তিনি আবার গেলেন। এবারও পাঁচ ওয়াক্ত কমালেন। কিন্তু মূসা (আঃ) এবারও তাঁকে ফিরে যেতে অনুরোধ করে কমিয়ে মোট ৪৫ ওয়াক্ত কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত রাখা হল। কিন্তু এ শেষবারেও হযরত মূসা তাঁকে ফিরে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার লজ্জা বোধ হয়। আমি আর যাব না। এমন সময় উপর হতে আওয়াজ আসল, হে মুহাম্মদ! এ পাঁচ ওয়াক্তই ঠিক থাকবে। তবে আমার কথার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয় না। তাই প্রথম ঘোষণা অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্তকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ধরা হবে। কার্যতঃ পাঁচ ওয়াক্ত রইল। কিন্তু আমি পঞ্চাশ ওয়াক্তের ছওয়াব প্রদান করব।

অতঃপর রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে আসলেন। প্রথম আসমানে অবতরণ করার পর তিনি নীচের দিকে অসংখ্য ধুয়া ও ধূলা দেখতে পান এবং ভীষণ শোরগোল শুনতে পান। তিনি জিব্রাইল (আঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কে? জিব্রাইল (আঃ) বললেন, আমার কাওম মে'রাজের ব্যাপারে আমাকে বিশ্বাস করবে না। জিব্রাইল বললেন, আবু বকর আপনাকে বিশ্বাস করবে। আপনি তাঁর নিকট বলবেন। তিনি ছিদ্দীক।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অচিন্তনীয় দূরুত্ব নিমিষের মধ্যে অতিক্রম করে স্বস্থানের ফিরে আসলেন। ফজরের সময় জিব্রাইল (আঃ) তাঁর সঙ্গে ফজরের নামাজ পড়ে বিদায় হলেন এবং জোহরের সময় পুনরায় জিব্রাইল (আঃ) আগমন করেন এবং মেরাজে ফরজ হওয়া নামাজ জোহর হতে আরম্ভ করেন। জিব্রাইল (আঃ) ইমাম হয়ে দু' দিন ব্যাপী প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের শুরুতে এবং শেষভাগে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িয়ে যান। তবে সে দিনের ফজরের নামাজ নফল নামাজ ছিল। ফরজের আরম্ভ জোহর হতে হয়।

www.pathagar.com

রাসূল (স)-এর হিজরত

পর মজলিস ভঙ্গ করে সকলে প্রস্থান করল। জিবরাঈল (আ) এসে রাসূলুল্লাহ (স) কে কাফেরদের এ ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অবগত করিয়ে বলেন, আপনি আজ রাতে নিজ শয্যায় শয়ন করবেন না এবং নিম্ন দোয়া শিখিয়ে দিলেন–

وَقُلْ رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّي مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ـ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

অর্থ ঃ (হে নবী!) বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কল্যাণের সাথে প্রবেশ করাও এবং কল্যাণের সাথে নিষ্ক্রান্ত করাও এবং তোমার নিকট থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান করো, এবং বল সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা বিলুপ্ত হবারই। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮০-৮১)

কাফেরগণ দারুন নদওয়ার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্দিকে তরবারী নিয়ে ঘেরাও করল। আল্লাহর রাসূলের নিকট কাফেরদের বহু আমানত ছিল। তিনি বললেন, কে আছ আমার স্থলে এ আমানত নিয়ে আমার এ চাদর মুড়ে শুয়ে পর। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আমি প্রস্তুত আছি। এদিকে জিব্রাইল (আঃ) পূর্বেই তাঁকে কাফেরদের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীর নিকট মানুষের আমানত সমূহ গচ্ছিত রেখে এক মুষ্ঠি মাটি হাতে নিলেন এবং সূরায়ে ইয়াছীনের শুরু হতে 'লা ইউবছেরুন' পর্যন্ত পড়ে মাটিতে ফুঁ দিলেন। অতঃপর সে মাটি 'শাহাতিল উজুহু' 'শাহাতিল উজুহু' বলে কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন।

আল্লাহ পাক সে বালিকণা প্রত্যেকের চক্ষে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। ফলে তারা দৃষ্টি শক্তিহীন হয়ে চক্ষু মর্দন করতে লাগল। এ অবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্মুখ দিয়ে বের হয়ে যান। তারা কেউ তাঁকে দেখতে পেল না। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর গৃহে চলে যান। অন্যান্য সময় রাসূলুল্লাহ আবু বকরের গৃহে সকালে অথবা সন্ধ্যায় আসতেন। আজ অসময়ে তাঁর আগমণ দেখে আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন, হিজরতের অনুমতি হয়েছে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তখন হযরত আবু

www.pathagar.com

বকরের গৃহে আয়েশা ও আসমা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সকলকে নিয়ে আব্দুল্লাহ্ বিন আরিকাতের গৃহে গমন করলেন। আব্দুল্লাহ্ তখনও মুসলমান হয়নি বটে কিন্তু আবু বকর (রাঃ)-এর ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল। আবু বকর (রাঃ) পূর্ব হতে তাঁকে এ বিষয়ে সহায়তা করার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলেন। কারণ তিনি মদীনার পথ ভালভাবে চিনতেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু পারিশ্রমিকের উপর তাঁকে পথ প্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে নিলেন। তবে তাকে বললেন, তুমি তিন দিন পরে গায়ে ছাওরে আমাদের সঙ্গে উট দু'টি নিয়ে মিলিত হবে। উট দু'টি বহু দিন পূর্ব হতে হযরত আবু বকর (রাঃ) হিজরতের জন্য প্রস্তুত রেখেছিলেন। তাদের একটির নাম ছিল কোছওয়া। যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছওয়ারীর জন্য দিয়েছেন। এ উট দু'টি গোপনে আব্দুল্লাহর নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর গৃহ হতে বের হবার সময় হযরত আছমা তাঁকে দু' তিন দিনের খাদ্য একটি চামড়ার মশকে দিয়ে দিলেন এবং আছমা স্বীয় নেতাকে (কমরবন্ধ) দু' টুকড়া করে একভাগ দ্বারা তার মুখ বেঁধে দিলেন। এজন্য হযরত আছমাকে 'জাতুন্নেতাকাইন' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) আব্দুল্লাহর গৃহ হতে রাত্রি বেলায় বের হলেন। গারে ছাওরের নিকট পৌঁছলে রাত্র শেষ হয়ে যায়। তাই ঐ গর্তে আশ্রয় নেয়া সমীচীন মনে করে তাতে প্রবেশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হযরত আবু বকর বললেন প্রথমে আমি গর্তে অবতরণ করব। আমি দেখব কোন প্রকার কষ্টদায়ক কিছু আছে কি না?

হযরত আবু বকর (রাঃ) গর্তে অবতরণ করলেন এবং দেখতে পেলেন বহু ছিদ্র। তিনি সমস্ত ছিদ্রগুলো কাপড়ের টুকড়া দ্বারা বন্ধ করলেন। কিন্তু একটি ছিদ্র বাকী রইল। তা বন্ধ করার মত তাঁর নিকট কিছু ছিল না। তাই স্বীয় পা দ্বারা তা বন্দ করলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নগ্নপদে পথ চলার কারণে কাকর-প্রস্তরের আঘাতে তাঁর কদম মোবারক ক্ষত বিক্ষত হয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরতেছে।

হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বরক (রাঃ) উরুর উপর শয়ন করলেন। তিনি নিদ্রায় মগ্ন হয়ে পড়লেন। ঘটনাক্রমে গর্ত হতে একটি সর্প মাথা বের করার চেষ্টা করল। হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) স্বীয় বস্ত্র ছিড়ে তার গতিপথ বন্ধ করে দেন। সর্পটি অন্য ছিদ্র দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করলেন হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) তাও কাপড়ের টুকরা দ্বারা বন্ধ করে

www.pathagar.com

দেন। এভাবে বহু ছিদ্র দিয়ে সর্পটি বের হবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। পরিশেষে সর্পটি নিরুপায় হয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পায়ে দংশ করতে লাগল। সাপের বিষে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মুখমণ্ডল কাল হয়ে গেল। দু' গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা ঝরতে লাগল। কিন্তু প্রিয় রাসূলের নিদ্রা ভঙ্গ হলে তাঁর কষ্ট হবে এ ভয়ে তিনি বিন্দুমাত্র নড়াচড়া বা শব্দ করলেন না। তবে হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-এর অশ্রুধারা ঝরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মোবারকে পতিত হল। তাতে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। আবু বকর (রাঃ)-এর অবস্থা দেখে তিনি ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) ঘটনা বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পা উঠাতে বললেন। তিনি পা গর্তের মুখ হতে সরিয়ে আনলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষতস্থানে তাঁর পবিত্র মুখের থুথু লাগিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে সর্পের বিষ দমন হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্পটিকে হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ) কে দংশন করার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর করল, আমি আপনার চেহারা মোবারক দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তিনি বাধা সৃষ্টি করেছেন বিধায় বাধা দূর করার জন্যই দংশন করেছি।

এদিকে কাফেরগণ যখন দেখল শিকার হাত হতে চলে গেছে তখন তারা পাগলের মতে হয়ে চতুর্দিকে তাঁর অন্বেষণ করতে লাগল। এক একদিকে একজন লোক ছুটে গেল। আবু জাহেল হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর বাড়ীর দিকে দৌড়িয়ে গেল। সেখানে যেয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা হযরত আছমা (রাঃ) কে ঘরে উপস্থিত পেল। তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রাঃ) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করাতে তিনি উত্তর করলেন, আমি ব াতে পারি না। কমবখত জালেম আবু জাহেল তাঁকে খুব জোরে চপেটাঘাত করল। তার আঘাতে আছমার নাকের বালি পড়ে গেল। যে লোকটি গারে ছাওরের দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসন্ধানে গিয়েছিল সে পদচিহ্নের অনুসন্ধান পেয়ে তড়িৎ গতিতে কোরাইশগণকে সংবাদ দিল। কোরাইশগণ প্রত্যেক কবিলার শক্তিশালী যুবকগণকে নিয়ে সে দিকে ছুটে গেল। আল্লাহর কুদরতে গর্তটির উপর হঠাৎ একটি বাবুল গাছের ডালা ভেঙ্গে পড়ে তার মুখ বন্ধ করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে মাকড়সা এ ডালে জাল বুনল এবং কবুতর এসে ডিম পাড়ল।

কাফেরগণ গর্তের মুখে যেয়ে যখন এ অবস্থা দেখল তখন তারা বলল এ গুহায় কোন লোক থাকতে পারে না। কারণ লোক যদি তাতে প্রবেশ করত তা হলে মাকড়সার জাল, কবুতরের ডিম কিছুই থাকত না। এদিকে হযরত আবু বকর (রাঃ) কাফেরগণের পা দেখতেছেন এবং তা এমন পর্যায়ে যে, যদি তারা নিম্নের দিকে দৃষ্টি করে তা হলে অবশ্যই আবু বকরকে দেখে ফেলবে। তখন হযরত আবু বকর অত্যন্ত ভীত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এখন আমাদের উপায় কি? তারা একটু দৃষ্টি দিলেই আমাদেরকে দেখতে পাবে। তখন আর রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় দেখা যায় না। এ বলে হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) ক্রন্দন করতে লাগলেন।

হযরত রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বরক (রা)-এর ক্রন্দন দেখে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, অবশেষে কাফেরগণ ব্যর্থ মনোরথে ফিরে গেল।

রাসূলুল্লাহ (স) আবু বকর (রা) কে শান্ত্বনা দিয়ে বলেন–

لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ـ

অর্থ ঃ আপনি চিন্তা করবেন না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। (সূরা তাওবা) কুরআনের আয়াত শ্রবণে হযরত আবু বকর (রা)-এর অন্তরে অপূর্ব শান্তিধারা নেমে এল এবং স্বস্থি ফিরে পেলেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ـ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ط وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

অর্থ ঃ তোমরা তাঁকে সাহায্য না করলেও আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছেন। যখন কাফেররা তাঁকে বের করে দিল এ অবস্থায় যে, তিনি দু'জনের একজন ছিলেন, যখন তাঁরা উভয়ে গুহার মধ্যে অবস্থান করতে ছিলেন। যখন একজন তাঁর সঙ্গীকে বলেন, আপনি চিন্তা করবেন না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর (অন্তরের) উপর শান্তি নাযিল করলেন এবং এমন

www.pathagar.com

ফৌজ দিয়ে সাহায্য করেছেন যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। (সূরা তাওবা : ৪০)

এ গুহায় হযরত সিদ্দিকে আবকর (রা) ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বিতীয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোসর হিসাবে তিনি বয়সে দ্বিতীয়, জানমাল কুরবানে দ্বিতীয়, ইসলাম গ্রহণে দ্বিতীয়, মৃতুতে দ্বিতীয় এবং রওজা শরীফের পার্শ্বে চির শায়িত হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বিতীয়।

তিন দিন তিন রাত্র এ সংকীর্ণ গুহায় হযরত মুহাম্মদ তাঁর একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু বকরকে নিয়ে অবস্থান করেন। হযরত আমেন বিন ফুহায়রা (রা) রাত্রি বেলায় বকরীর দুধ গুহায় পৌঁছিয়ে বকরী নিয়ে বাড়ী ফিরতেন এবং আছমা (রা) রাত্রের নিশিতে খাদ্য সরবরাহ করতেন এবং হযরত আবু বকর (রা)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ দিনের বেলায় কাফেরগণের আলাপ আলোচনা শুনে রাত্রিকালে গুহায় যেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবগত করাতেন এবং সেখানে তিনি রাত্রি যাপন করতেন। তিনি তখন অত্যন্ত অল্প বয়সের শিশু ছিলেন।

মদীনার পথে মুহাম্মদ (স)

তিন দিন তিন রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর নির্ধারিত সময়ে রাত্রির বেলায় পূর্ব যুক্তি অনুযায়ী আব্দুল্লাহ বিন আরিকাত দু'টি উট নিয়ে গুহায় উপস্থিত হল। হযরত আবু বকর (রা) তাঁর গোলাম আমের বিন ফুহায়রাকেও সঙ্গে নিলেন। তাঁর কন্যাদ্বয় আয়েশা ও আছমা এবং পুত্র আব্দুল্লাহকে মক্কায় রেখে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোছওয়া নামক উটের উপর ছওয়ার হলেন। আবু বকর তাঁর গোলামকে নিয়ে অপর উটে ছওয়ার হলেন আব্দুল্লাহ বিন আরিকাত পূর্ব ওয়াদা অনুযায়ী পথ প্রদর্শক ও ছায়েক হিসাবে উটের রশি ধরে পথ চলতে আরম্ভ করল। কাফেলায় সর্বমোট চারজন লোক।

এদিকে মক্কার কোরাইশগণ ঘোষণা দিল যে, যদি কেউ মুহাম্মদের শির এনে দিতে পারে তা হলে তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে। পুরস্কারের লোভে ছোরাকা বিন মালেক রাসূলের অনুসন্ধানে বের হল। ছরওয়ারে আলমের কাফেলাটি তখন বনু মুদলাজের আবাসভূমি কোদাইদ অতিক্রম করে গিয়েছিল। জনৈক ব্যক্তির নিকট এ সংবাদ নিয়ে ছোরাকা সে দিকে দ্রুত অশ্ব পরিচালনা করল। সে দূর হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেল।

www.pathagar.com

হঠাৎ তার অশ্বটি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। তাতে তার অন্তরে এক প্রকার বাধার সৃষ্টি হল। তখন সে আরবের প্রথা অনুযায়ী তীর দ্বারা পরীক্ষা করল, এ অবস্থায় মুহাম্মদের প্রতি তীর চালানো উচিত হবে কিনা? পরীক্ষায় নিষেধ সূচক ফল বের হল। কিন্তু একশত উটের লোভে সে অন্ধ হয়ে গেল। পুনরায় অশ্ব পরিচালনা করল। এবারও সে অবস্থা হল। এ বার স্বয়ং ছোরাও অশ্ব হতে মাটিতে পড়ে গেল। পুনরায় অশ্ব চালনা করল, নিকটে পৌঁছলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের শব্দ শুনতে পেল।

এমন সময় হযরত জিব্রাইল (আঃ) উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ পাক জমীনকে আপনার আদেশের অধীনে করে দিয়েছেন। যা আদেশ করবেন, জমিন তাই শুনবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমীনকে আদেশ করলেন, ছোরাকাকে গিলে ফেলার জন্য। যখন ছোরাকা সামনে চলতেছিল তখন হঠাৎ তার ঘোড়াটির পা জমীনে ধ্বসে যায়। ছোরাকা বুঝতে পারল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বদদোয়া তার উপর পড়েছে। সে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল, আপনারা আমাকে কোন প্রকার সন্দেহ করবেন না। আমি কোন ক্ষতি করব না। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে পৌঁছলে, সমস্ত ঘটনা খুলে বলল এবং বলল যে, আমার পক্ষ হতে এ মাল আছবাব আপনার খেদমতে পেশ করতেছি। তার বিনিময়ে আমাকে ক্ষমা করে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত তোমার মাল দৌলত আমি গ্রহণ করতে পারি না। ছোরাকা বলল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে যে, একদিন আপনার তাওহীদ বাণী জয়যুক্ত হবে এবং সমগ্র আরব-আজম আপনার নিকট মস্তক নত করবে। আপনি যে দিন শক্তিলাভ করবেন সে দিন যেন আমি নিরাপদ থাকতে পারি সেজন্য আমাকে একটি আমান নামা লিখে দিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমেরবিন ফুহায়রার দ্বারা চামড়ার টুকড়ায় তাকে অভয়পত্র বা আমান নামা লিখে দিয়ে বিদায় করলেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ক্ষুদ্র কাফেলাকে সঙ্গে নিয়ে রাত্র নিশীতে অবিরাম পথ চলতে লাগলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায়, একটি প্রকাণ্ড পাথরের ছায়ায় অবতরণ করলেন। হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রা) তাঁর কম্বলখানা বিছিয়ে দিলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর শয়ন করলেন। যেহেতু তিনি খুব পরিশ্রান্ত ক্লান্ত তাঁর ঘুম এসে গেল।

www.pathagar.com

তখন একজন বকরী চারণকারীও সে প্রস্তরের ছায়ায় আশ্রয় নিল। তাঁর অনুমতিতে আবু বকর একটি বকরীর দুধ দোহন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পান করার জন্য রেখে দিলেন। তখন বেলা দ্বিপ্রহর প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হয়ে তা হতে পান করলেন এবং পরে আবু বকর (রা) কে দিলেন।

সূর্যের তাপ কমিয়ে যাওয়ার পর আবার যাত্রা আরম্ভ হল। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাঁদের ক্ষুধা তৃষ্ণা হল। তাঁর উম্মে মাবদ নামক জনৈকা মহিলার গৃহে অবতরণ করলেন। মহিলাটি যদিও দানশীলা ছিল কিন্তু সেদিন মেহমানদারী করার মত তাঁর নিকট কিছুই ছিল না। তবে তাঁর গৃহের আংগিনায় একটি দুর্বল ও অল্প বয়সের বকরী ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অনুমতি দিলে আমি তা দোহন করতে পারি। উম্মে মাবদ বলল যে, তা দুধ দেয়ার মত বকরী নয়। একদিকে তা অল্প বয়সের অপর দিকে তা এত দুর্বল যে, হেটে চারণ ভূমিতে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না এবং অতীতে কখনও তার বাচ্চা হয় নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুধে হাত দেয়া মাত্র ঘন দুধে ভরে গেল। এত দুধ আসল যে, কাফেলার সকলে ও উম্মে মাবাদ এবং প্রতিবেশী সকলে পান করল। কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করার পর আবার দোহন করে সকলকে পান করিয়ে এবং নিজেও পান করে পুনরায় ভ্রমণ আরম্ভ করলেন। সন্ধ্যায় উম্মে মাবাদের স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে সমস্ত ঘটনা জানতে পারলেন। তিনি বললেন, হায়! ইনিই তো কোরাইশদের মধ্যে প্রেরিত শেষ নবী। আমি উপস্থিত থাকলে অবশ্যই তাঁর উপর ঈমান আনতাম। অবশ্য পরে তাঁর স্বামী স্ত্রী উভয়ে মুসলমান হয়েছেন। ঐ দিন হতে বকরীটি অত্যধিক দুধ দিতে আরম্ভ করল। সকাল বিকাল দু'বার দোহন করতে হত এবং হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর জমানা পর্যন্ত জীবিত ছিল।

এদিকে মক্কায় একটি জ্বিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাওর পর্বতের গুহা হতে চলে যাওয়ার তিন দিন পর গুণ গুণ করে বলতে লাগল, আল্লাহ তুমি দু' বন্ধুকে উত্তম বিনিময় দান কর যারা উম্মে মাবাদের গৃহে কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর সেখান হতে মদীনাভিমুখে রওয়ানা দিয়েছেন। এ আওয়াজ শুনে মক্কার লোকজন বিচলিত হয়ে উঠল। তারা একদল নওজোয়ানকে উম্মে মাবাদের গৃহে দ্রুতগতিতে পাঠালেন। তারা সেখানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা জিজ্ঞেস করলেন তিনি খুব রাগান্বিতভাবে উত্তর দিলেন যার সঙ্গে আমাদের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই তাঁর সম্বন্ধে আমি কি জানি?

www.pathagar.com

আমাকে কেন জিজ্ঞেস কর? তোমরা তাড়াতাড়ি আমার গৃহ ত্যাগ কর। না হয় আমার কবীলার লোক ডেকে তোমাদেরকে খতম করে দিব। এ কথা শুনে তারা চলে গেল।

এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে রাস্তায় জোবায়েরের সাক্ষাৎ হল। তিনি ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া হতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কয়েকখানা মূল্যবান সাদা কাপড় দান করলেন।

তারপর কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর বোরায়দা আছলামীর সঙ্গে দেখা হল। বোরায়দা একটি ক্ষুদ্র কাফেলা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খোঁজে বের হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে ইসলামের প্রতি আহবান করেন। সে কাফেলাসহ ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাঁর পাগড়ী চিড়ে একটি নিশান বানিয়ে দিলেন। যেন সে নিশান নিয়ে মদীনায় প্রবেশ করতে পারেন।

কিছুক্ষন পথ চলার পর বোরায়দা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি মদীনায় কোথায় অবতরণ করবেন? আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উট আল্লাহর পক্ষ হতে অদিষ্ট। যেখানে উট বসে যায় সেখানেই অবতরণ করব। এ কথার পর বোরায়দা বিদায় হয়ে গেল।

কোবায় উপস্থিতি

কোবা মদীনার বহিরাঞ্চলে বা উপকণ্ঠে অবস্থিত। সেখানে বনী আমর বিন আউফের লোকেরা তখন বসবাস করত। তাঁরা পূর্বেই মক্কায় যেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁরা প্রত্যেক দিন মক্কার পথে মরুপ্রান্তে প্রখর সূর্য্যের তাপে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে মরুপ্রান্তের উত্তপ্ত বালুকা রাশিতে দণ্ডায়মান থেকে বাড়ী ফিরতেন। আজও তাঁরা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে গৃহে প্রর্ত্যাবর্তন করলেন। এমন সময় জনৈক ইহুদী স্বীয় গৃহের ছাদ হতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন পথে বহুদূরে তার দৃষ্টি সাদা পোষাক পরিহিত সে ক্ষুদ্র কাফেলার উপর পড়ল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরনে তখন হযরত জোবায়ের কর্তৃক প্রদত্ত সাদা কাপড়টি ছিল। তখন ইহুদী চিৎকার করে বলল, হে আরবগণ! যার অপেক্ষায় তোমরা দিন গুনতেছিলে তিনি ঐ যে আসতেছেন।

www.pathagar.com

তখন প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ, অগ্নিকণার ন্যায় অসংখ্য বালুকারাশি ভীষণ উত্তপ্ত। মানুষ, গরু, পশুপক্ষী এহেন অগ্নি তাপে বের হতে সাহস পাচ্ছেন না। এমন সময় হুরওয়ারে কায়েনাত মরু-সমুদ্রের মরীচিকা তরঙ্গ ভেদ করে অগ্রসর হচ্ছেন। আনছারগণের কর্ণে এ শব্দ পৌছা মাত্র তারা নতুন জীবন লাভ করল। মরু প্রান্তরের এক প্রান্তে একটি খেজুর বৃক্ষ ছিল। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বৃক্ষের ছায়ায় অবতরণ করলেন। লোকজন ছুটে সেখানে উপস্থিত হল। আনন্দের ঢেউ সকলের অন্তরে প্রবাহিত হতে লাগল। সেখানে হযরত আবু বকর (রা) মানুষের সঙ্গে কথা বলতেছেন দেখে অনেকেই মনে করল তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু পরে বুঝতে পারল যে, রাসূলুল্লাহর দ্বিতীয় জন। সেখানে হতে বনী আমর বিন আউফের কবিলায় কুলছুম বিন হাদমের গৃহে উপস্থিত হলেন। লোকজনের ভীড় জমিতে লাগল। সে গৃহটি ছোট ছিল। তাই পার্শ্ববর্তী ছায়াদ বিন হায়ছামার গৃহে লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ দেয়ার স্থান নিযুক্ত করা হল। সারা মদীনায় আনন্দের ঢেউ প্রবাহিত হতে লাগল।

হযরত আলী (রা) মক্কার কোরাইশগণের আমানত মালিকের হাতে সোপর্দ করে তিনদিন পরে এখানে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে মিলিত হন। বনী আমরে হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৪ দিন অবস্থান করেন। এখানে কুলসুম বিন হাদমের খেজুর শুকাইবার স্থানে তার অনুমতিতে ইসলামের প্রথম মসজিদ স্থাপন করা হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই পাথর উঠিয়ে তার ভিত্তি স্থাপন ও নির্মান কার্য সমাধান করেন। এ মসজিদেই শুক্রবারে জুমার হুকুম নাযিল হয় এবং তা প্রথম জুমা। কেউ কেউ বলেন, এ মসজিদটিই মসজিদে কোবা নামে পরিচিত এবং এখানেই কেবলার পরিবর্তন হয়েছিল এবং তাকেই 'মসজিদে কেবলাতাইন' বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমন দেখতে পেয়ে মহিলা ও বালক বালিকার দল আনন্দে উৎফুল্লা হয়ে তাঁর এক নজর দেখার জন্য ছাদের উপর উঠে গেলেন। বন্যার স্রোতের ন্যায় মানুষ চতুর্দিক হতে ছুটে আসল। যখন বালক বালিকাগণ নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জ্যোর্তিময় চেহারা দর্শন করল তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে আরবী কাছীদা পাঠ কতরঃ তাঁকে অভ্যর্থনা জনাতে লাগল।

www.pathagar.com

মদিনাবাসীরা উন্মুক্ত গৃহে ছাদের উপর থেকে রাসূলুল্লাহ (স) কে অভ্যার্থনা জানিয়ে গেয়ে উঠল–

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَادَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ
اَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَاعِ
جِئْتَ شَرَّفْتَ الْمَدِيْنَةَ مَرْحَبًا يَا خَيْرَ دَاعٍ
كُنْ شَفِيْعِيْ يَا حَبِيْبِيْ يَوْمَ الْحَشْرِ وَاجْتِمَاعٍ
نَحْنُ مِنْ بَنِيْ نَجَّارٍ حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارٍ

অর্থ ঃ আমাদের মাঝে উদিত হল চাঁদ পূর্ণিমার শৃঙ্গ থেকে পাহাড় সাপিয়াতুল বিদায় ওয়াজিব হলো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমাদের উপর। কেননা, করেছেন আহবান আল্লাহর দিকে আহবায়ক।

হে প্রেরিত! আমাদের মাঝে– এলেন আপনি আল্লাহর আদেশ নিয়ে। সম্মানিত করেছেন আপনি মদীনাকে– ধন্যবাদ হে শ্রেষ্ঠ প্রচার। হে আমাদের বন্ধু আপনি আমাদের শাফায়াতকারী শেষ বিচার দিনের সমবেত দিবসের। আমরা নাজ্জার বংশের– কি সৌভাগ্য আমাদের! মুহাম্মদ আমাদের প্রতিবেশী।

রাসূলুল্লাহ (স) বালিকাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আমাকে ভালবাস? তাঁরা সমস্বরে বলে উঠল, নিশ্চয় ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন, আমিও তোমাদেরকে ভালবাসি।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাতৃকুল বনী নাজ্জারের শিশুরা দফ বাজাতে বাজাতে গেয়ে উঠল–

نحن من جوار بنى النجار . يا حبذا محمدا من جار .

অর্থ ঃ আমরা নাজ্জার বংশের কি সৌভাগ্য আমাদের মুহাম্মাদ প্রতিবেশী হবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বনী ছালেমার মধ্যে শুক্রবারে জুমার নামাজ আদায় করার পর মতান্তরে মসজিদে কোবার মধ্যে জুমা পড়ে উটনীতে ছওয়ার হলেন। তাঁর উটনি ডানে বামে নজর করতে লাগল। প্রত্যেক কবিলা তাদের প্রাণে রাসূলকে অতিথিরূপে গ্রহণ করার আবেদন জানালেন। হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় অবতরণ করবেন? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.pathagar.com

বললেন, যেখানের আমার উট থেমে যাবে সেখানেই অবতরণ করব। তাঁর উট হযরত আবু আইউব আনসারীর গৃহে যেয়ে বসে পড়ল এবং তিনি সেখানে অবতরণ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোসওয়া হতে অবতরণের পর হাওদা নামাতে আদেশ দিলেন। হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) হাওদা নামিয়ে নিজ বাসভবনে রেখে বললেন, "এ গৃহে আপনার হাওদা।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আনসারগণ সকলে স্ব-স্ব গৃহে অবস্থান ও আতিথ্য গ্রহণের আবেদন জানালেন, এমন কি পরস্পর কলহের সৃষ্টি হল। তিনি আনসারগণকে স্বভাব সুলভ মধুর ভাষায় সন্তোষজনক উত্তর দানে বিদায় দিলেন।

হযরত আবু আইউব আনসারী (রা)-এর গৃহ দ্বিতল ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি দ্বিতলে থাকেন। আমাদের যাতায়াতের সময় ধুলি উড়ে আপনার উপর পড়তে পারে, আপনার নিকট জিবরাইল (আঃ) আবির্ভূত হন এবং ওহী অবতীর্ণ হয়। এ অনুরোধ সত্ত্বেও সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সুবিধার্থে তিনি নিচ তলায় থাকাই পছন্দ করলেন। গৃহস্বামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সম্মুখে খাদ্য উপস্থিত করতেন এবং দম্পতিদ্বয় বরকত লাভের আশায় পরমানন্দে ভূক্ত বিশিষ্ট গ্রহণ করতেন। পাত্রের যে দিক হতে তিনি আহার্য গ্রহণ করতেন। তারাও সেদিক হতে আহার শুরু করতেন। এক রাত্রি যথারীতি আহার্য প্রেরিত হল। তাতে কাঁচা রসুন কিংবা পিঁয়াজ দেয়া হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ফেরৎ দিলেন। হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) তাতে হস্ত চিহ্ন দেখতে না পেয়ে ব্যাকুলভাবে ছুটে এসে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হউক; আপনি আহার্য ফেরৎ দিয়েছেন, তাতে আপনার মুবারক হস্তের কোন নিশানা নেই। তিনি বললেন, তাতে মশলার অরুচিকর গন্ধ অনুভব করেছি। ঐরূপ খাদ্য গ্রহণ করা আমার পক্ষে শোভনীয় নহে। তাই আমি খাই নি। কেননা আল্লাহর সাথে সর্বক্ষণ আমার কালাম বিনিময় হতে থাকে; তবে তোমরা তা খাও। তারা তা খেলেন। সে হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহার্যে কখনও রসুন বা পিঁয়াজ দেয়া হত না।

www.pathagar.com

মসজিদে নববী

মক্কায় যে সূর্য উদয় হয়েছিল, সে সূর্য এখন মদীনায় আলো বিস্তার করতে আরম্ভ করল। মক্কার সূর্য মদীনার গগনে দৃষ্ট হতে লাগল এবং মদীনায়ই সে সূর্য অস্তমিত হল। মদীনায় আগমনের পর দলে দলে লোকজন সরকারে দো-আলমের দরবারে উপস্থিত হতে লাগল। নামাযের বিশেষ অসুবিধা দেখা দিল। বনি নাজ্জারের কিছু পতিত স্থান আবু আইউবের গৃহের পার্শ্বেই ছিল। সহল ও সোহাইল নামক দু'জন এতীম ঐ জমীর মালিক ছিল এবং তার সঙ্গেই আসাদ বিন জায়ারের একখণ্ড জমি ছিল। আসাদ তাঁর অংশ মসজিদের জন্য দান করে দিলেন। এতীম বালকদ্বয়ও তাদের অংশ দান করে দিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দান গ্রহন করলেন না। তাদেরকে দশ দীনার মূল্য দিয়ে ঐ স্থান গ্রহণ করলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ঐ মূল্য পরিশোধ করেছিলেন। সে স্থানে অনেক গাছপালা, বহুগর্ত এবং মুশরিকদের কবর ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশে গাছপালা কাটা হল। মুশরিকদের অস্থিপুঞ্জ এলে দূর করা হল এবং গর্তসমূহ ভরাট করে সমান করা হল। প্রস্তর দ্বারা তার দেয়াল নির্মিত হল এবং খেজুর পাতা দ্বারা ছাউনী দেয়া হল। মসজিদ খুব নীচু ছিল। ভিতরে প্রবেশের সময় ছাউনী মস্তকে স্পর্শ করত। সাহাবাদের সঙ্গে আল্লাহ্র রসূলও পাথর বহন করে এনেছিলেন। হযরত আম্মার (রা) দু'টি করে প্রস্তর বহন করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন– সকলের একটি করে সওয়াব এবং আম্মারের দু'টি করে সওয়াব একবার তারা আম্মারকে তিনটি পাথর দিলেন। আম্মার অনেক কষ্টে তা যথাস্থানে পৌঁছালেন এবং বললেন, তাঁরা আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করতেছে। এ কথা শুনে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাকে তারা হত্যা করবে না বরং তোমাকে বিদ্রোহীরা হত্যা করবে। এ কথা শুনে হযরত আম্মার (রা) বললেন, আমি ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি।

মসজিদ নির্মাণ করার সময় হযরত জিবরাঈল (আ) এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার মসজিদের ছাউনী হযরত মূসার মসজিদের ছাউনির ন্যায় হওয়া চাই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন– মূসার ছাউনি কিরূপ ছিল? জিবরাইল বললেন, মূসা (আঃ) দাঁড়ালে ছাদ তাঁর মাথায় লাগত। আপনিও অনুরূপভাবে ছাউনি দিবেন।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করলেন। মসজিদ নির্মিত হল। পাথরের দেয়াল, খেজুর গাছের খুঁটি। মাটির ভিট এবং খেজুর পাতার ছাউনি। রৌদ্রের সময় রৌদ্রে এবং বৃষ্টির সময় পানি পড়ত। মাটি কাদা হয়ে যেত। একটি কুঁড়ে ঘরের ন্যায় মসজিদ গৃহটি দিনের বেলায়ও অন্ধকার থাকত। হযরত তমীমদারী (রা) মুসলমান হওয়ার পর মসজিদে নিয়মিত তৈলের বাতির ব্যবস্থা করলেন। তাতে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিশয় আনন্দিত হয়ে বললেন, যেরূপ তুমি আল্লাহ্র ঘরকে আলোকিত করেছ সে রূপ আল্লাহ্ তোমাকেও আলোকিত করুক। কিছুদিন পর মসজিদের ভিটায় কাকর বিছাইয়ে দেয়া হল। মসজিদের তিনটি দরজা ছিল। একটি দরজার নাম বাবে রহমত দ্বিতীয়টির নাম ছিল বাবে জিবরাইল এবং তৃতীয়টি পশ্চাৎ দিকে ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাবে জিবরাঈল দ্বারা মসজিদের প্রবেশ করতেন। তখন বায়তুল মুকাদ্দাস কেবলা ছিল। হিজরতের ষোল মাস পরে রজব মাসের পনের তারিখ সোমবারে বায়তুল্লাহর দিকে কেবলা ফিরিয়ে দেয়া হয়।

খায়বর বিজয়ের পর সাত হিজরীতে উক্ত মসজিদ বৃদ্ধি করা হয়। হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে পুনরায় মসজিদ বৃদ্ধি করা হয় এবং কারুকার্য খচিত পাথর দ্বারা তাকে সুশোভিত করা হয়। প্রস্তরের স্তম্ভ ও প্রাচীর এবং শাল কাঠ দ্বারা ছাদ নির্মাণ করা হয়। ইসলামের রওনক বৃদ্ধিই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। মসজিদে নববী পৃথিবীতে চার নম্বরের মসজিদ এক নম্বর মসজিদ বায়তুল্লাহ্। দু' নম্বর বায়তুল মুকাদ্দাস। তিন নম্বর মসজিদে বনি ছালমা। চার নম্বর মসজিদে নববী। তবে ফজিলতের দিকে দিয়ে তা দু' নম্বর। বায়তুল্লাহ শরীফে এক রাকাতে এক লাখ রাকাতের সওয়াব এবং মসজিদে নববীতে পঞ্চাশ হাজার রাকাতের সওয়াব পাওয়া যায়।

মসজিদ নির্মাণ কার্য সমাধান করার পর উম্মাহাতুল মুমিনীনের জন্য কাঁচা ইট দ্বারা হুজরা নির্মাণ করলেন।

সাত হাত প্রশস্ত ও দশ হাত দীর্ঘ হুজ্রাসমূহ তৈয়ার করা হয়েছে। হযরত আয়েশার হুজ্রা মসজিদের সংলগ্ন ছিল এবং অপরাপর হুজ্রা তার পর ছিল।

মদীনায় পৌঁছে স্থায়ীভাবে মন্জিল করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারকে মক্কা হতে মদীনায় আনার জন্য হযরত যায়েদকে দু'টি উট ও পাঁচশত দিরহাম এবং অন্যান্য সরঞ্জাম দিয়ে মক্কায় প্রেরণ করেছিলেন। আবু রাফে এবং আবদুল্লাহকে তাঁর সঙ্গে দিলেন এবং পথ প্রদর্শক হিসাবে আবদুল্লাহ বিন আরিকাতকে দিলেন। হযরত ফাতিমা, হযরত উম্মে

www.pathagar.com

কুলসুম, হযরত আয়েশা, হযরত সওদা, উম্মে আইমান, উসামা বিন যায়েদ, আসমা, আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের, হযরত আবু বকর সিদ্দীকের পরিবারবর্গ সকলে হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি বকরের সঙ্গে মদীনায় আসলেন। হযরত রোকেয়া তখন হযরত ওসমানের সঙ্গে হারলে ছিলেন এবং জয়নাল বিনতে রাসূল কাফের স্বামীর অধীনে ছিলেন। হিজরতের অনুমতি না পেয়ে তাঁরা মক্কায় রয়ে গেলেন এবং বদরের যুদ্ধের পর হিজরত করেন। প্রায় এক বসর আবু আউবের গৃহে অবস্থান করার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ সংলগ্ন হুজ্‌রায় চলে যান।

উস্তনে হান্নানা

মসজিদে নববী নির্মাণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খেজুরের খুঁটিতে হেলান দিয়ে খুৎবা পাঠ করতেন। বসর খানেক পর লোকজন অধিক সংখ্যক হাওয়াতে খুৎবা পাঠের সময় মুসল্লীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখতে পান না। তাই বনি নাজ্জারের জনৈকা মহিলা গাবা নামক বন হতে এক প্রকার ঝাউ গাছের কাঠ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য তিন সিড়ি বিশিষ্ট একটি মিম্বর তৈয়ার করলেন। মহিলাটির নাম ছিল আয়েশা। প্রথম হিজরীতে এ মিম্বর তৈয়ার করা হয়। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতে লাগলেন তখন খেজুরের খুঁটি পেছন হতে কাঁদতে আরম্ভ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর হতে অবতরণ করে উক্ত খুঁটিকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। খেজুরের খুঁটি (উস্তনে হান্নানা) কিছুতে ক্রন্দন বন্ধ করতেছে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাশরের দিন তোমাকে আমার সঙ্গে রাখব, তারপর তার ক্রন্দন বন্ধ হল এবং তাকে কাফন পরিয়ে মিম্বরের পাশেই দাফন করা হল।

হযরত রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আমার হুজরা এবং এ মিম্বরের মাঝখানের স্থানটুকু বেহেশতের টুকরা (রিয়াজুল জান্নাত) বর্তমানে সে হুজরাতে তাঁর রওজা শরীফ।

আসহাবে সূফফা (রা)

মসজিদে নববীর একটি বারান্দা করা হল। তাতে প্রায় দেড়শত গরীব নিরাশ্রয় ও স্ত্রী-পুত্রহীন সাহাবী অবস্থান করতেন। তাঁরা সর্বক্ষণ অহী শ্রবণের জন্য আল্লাহর রাসূলের সম্মুখে উপস্থিত থাকতেন। যখন যে ওহী এবং নূতন নির্দেশ

www.pathagar.com

হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিল হত তখন তাঁরা তা কণ্ঠস্থ করে নিতেন। এভাবে ওহী তথা দ্বীন ইসলামের পূর্ণ হেফাজত তাঁদের দ্বারা হত। কারোও নিকট সওয়াল করারও নিষেধ ছিল। কেবল আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজকে চব্বিশ ঘণ্টা ওয়াকফ করে থাকাই ছিল তাঁদের দায়িত্ব। এজন্য তাঁদেরকে অনেক সময় একাধারে এক সপ্তাহও অনাহারে কাটাতে হত। ক্ষুধার জ্বালায় সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে যেত। অপরাপর মানুষ মনে করত তাঁদের মৃগী রোগ হয়েছে। তাই তাদের গর্দানে পা দ্বারা চাপ দিয়ে ধরত। কেউ বা অন্যভাবে মৃগী রোগের তদবীর করত। কিন্তু তাঁদের প্রকৃত রোগ সম্বন্ধে কেউ অবগত ছিল না। তাঁদের পরিধেয় বস্ত্রের যথেষ্ট অভাব ছিল। একটি চাদর অধিক কারোও ছিল না। আনসারগণ খেজুরের কাঁদি এনে মসজিদে লটকিয়ে। তা হতে মাটিতে খেজুর ঝরে পড়ত। সে দরিদ্র সাহাবীগণ তা ভক্ষণ করতেন। এই সাহাবীগণকে 'আসহাবে সুফফা' বলা হত। তাদেরকে জরুরী অবস্থায় দ্বীনের কাজে ব্যবহার করা হত। বিভিন্ন সারিয়াতে প্রেরণ করা হত। তিন হিজরীতে ওহুদের যুদ্ধের পর বীরে মাউনার যুদ্ধে আসহাবে সুফফার সত্তর জন সাহাবী শাহাদত বরণ করেন।

হযরত ছায়াদ বিন ওবায়দা (রা) একজন ধনী, হৃদয়বান এবং দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এক-একবার সত্তর/আশি জন আসহাবে সুফফাকে নিজ গৃহে নিয়ে খাবার দিতেন। সদকার মাল আসলে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে তা হতে দান করতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) আসহাবে একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তিনি সপ্তম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আসহাবে সুফফার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

আসহাবে সুফফা আল্লাহর রাসূলের জন্য কুরবান হতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জান মাল হতে অধিক মুহব্বত করতেন। অপর পক্ষে হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে স্বীয় আওলাদ-ফরজন্দ হতে অধিক ভালবাসতেন।

একবার হযরত ফতিমা (রা) এসে বললেন, হে প্রাণের আব্বাজান! সর্বদা যাতা পিষতে পিষতে আপনার দুলালী ফাতেমার হাতে কড়া পড়ে গেছে। আমাকে একজন দাসী দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার আসহাবে সুফফা ক্ষুধায় মরবে আর আমি তোমাকে দাসী দিব-তা কখনও হতে পারে না।

www.pathagar.com

মদীনায় মুহাজিরিনের অবস্থা

মদীনা শরীফ তখন ইয়াসরিব নামে অভিহিত ছিল। সেখানকার আবহাওয়া বিদেশী লোকদের মোটেই অনকূলে ছিল না। সেখানে জ্বর ও প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দিত। বাইরের কোন ব্যক্তি মদীনায় প্রবেশ করার পূর্বে শহর এলাকার বাইরে থেকে তিনবার গাধার ন্যায় ডাক দিত। তাতে তারা মনে করত মদীনার জ্বর বা প্লেগ তাদের নিকট হতে দূর হয়ে যায়। মুসলমানগণ মদীনায় হিজরত করার পর তাঁরা ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মক্কাকে স্মরণ করতেন এবং মদীনার আবহাওয়ার প্রতি অনেক অনুতাপ প্রকাশ করতেন। একদিন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্দীকে আকবরের গৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় দুঃখ প্রকাশ করতে দেখে আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করলেন, হে খোদা! আপনি মক্কাকে যেরূপ আমাদের মনের মত ও প্রিয় করেছিলেন মদীনাকেও তদ্রূপ প্রিয় করে দিন এবং মদীনার জ্বরকে জোহ্দা নামক স্থানে স্থানান্তরিত করে দিন।

জোহ্দা মদীনার সন্নিকটে একটি স্থানের নাম। সেখানে তখন ইহুদীগণ বসবাস করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়াতে মদীনার মহামারী জোহ্দাতে চলে গেল। তিনি এ দোয়ার পর রাত্রিতে স্বপ্নে দেখেন একজন কৃষ্ণকায়া কুশ্রী মেয়েলোক মদীনা হতে বের হয়ে জোহ্দার দিকে চলে যাচ্ছে। বস্তুত এ মেয়েলোকটি ওবা বা মহামারী। তখন হতে মদীনা পবিত্র হয়ে গেল। মদীনা দৈহিক ও আত্মিক রোগমুক্ত হল। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখন হতে আর কেউ মদীনাকে ইয়াসরিব বলতে পারবে না। মদীনা তাইয়েবা, মদীনা তাইয়েবা অর্থাৎ পবিত্র-এভাবে তিনবার বলেছেন। মদীনার সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজায় দু'জন করে ফেরেশতা আছে। দাজ্জাল ও প্লেগ মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।

হাদীসে আরও বর্ণিত আছে, হাপর যেমন লৌহ হতে মরিচা দূর করে দেয় এমনিভাবে মদীনাও মন্দ লোক হতে এ শহরকে মুক্ত রাখবে। অন্য হাদীসে আছে, ইসলাম আরম্ভ হয়েছে গরীব অবস্থায় এবং শেষও হবে সে অবস্থায়। সর্প যেমন স্বীয় গর্তে আশ্রয় নেয়, ইসলামও তদ্রুপ মদীনায় আশ্রয় নিবে। এটাই ইসলামের শেষ আশ্রয়স্থল। মোটকথা, মদীনার জ্বর ও প্লেগ জোহ্দাতে এবং শাম দেশে স্থানান্তরিত হল।

যখন জোহ্দা মুসলমানদের করতলে আসল এবং হজ্জের মীকাত রূপে নির্ধারিত হল তখন সেখান হতেও জ্বর শাম দেশে বিতাড়িত হল।

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠ নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়ে যায়। ফলে পৃথিবীর সর্বাধিক অস্বাস্থ্যকর স্থান চির স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়া আজ বেহেশতী হাওয়ায় পরিণত হল। মদীনার অধিবাসীগণের অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হল। তাদের দেহ সৌরভময় এবং সুগন্ধময় হল। মদীনার মাটিতে কুষ্ঠরোগী আরোগ্য হয়।

আনসার ও মুহাজিরিনের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন

যাঁরা জন্মভূমি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেছেন, সে সমস্ত মুহাজিরিন ছিলেন সর্বহারা, বাস্তহারা, তাঁদের অনেকের পরিবারও সঙ্গে আনতে সক্ষম হন নি। তাই আনসাগণের গৃহে ও তাঁদের সাহায্যের উপরই নির্ভর করত মুহাজিরিনের জীবন যাত্রা। কিন্তু মুহাজিরিন ছিলেন স্বাধীনচেতা, কর্মঠ ও উদারমনা। এভাবে অপরের অনুদানের প্রতি সর্বক্ষণ তাকিয়ে থাকা তাঁদের বরদাশত হত না। তাই তাঁদের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারগণকে ডেকে বললেন, মুহাজিরগণ তোমাদের ভাই। তোমরা আল্লাহ্কে খুশি করার উদ্দেশ্যে দু'জন করে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হও। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুহাজির ও একজন আনসারের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দিলেন। তখন হতে আনসার ও মুহাজিরগণ ভাই ভাই হয়ে যান। প্রত্যেক আনসার নিজ নিজ মুহাজির ভাইকে সঙ্গে করে গৃহে নিয়ে যান এবং ঘরের মাঝখানে পর্দা দিয়ে দু' ভাগ করলেন। এক অংশ মুহাজির ভাইকে ছেড়ে দিলেন। যারা নিকট একাধিক স্ত্রী ছিল, সে তারা মুহাজির ভাইকে বলল, আমার যে স্ত্রী তোমার পছন্দ হয়, আমি তাকে তোমার জন্য তালাক দিয়ে দিব।

এমনি ভাবের এক ঘটনায় হযরত ছায়াদ তাঁর মুহাজির ভাই আবদুর রহমানকে ডেকে যখন তাঁর এক স্ত্রীকে পেশ করলেন, তখন আবদুর রহমান (রা) বললেন, আমি আপনার অনেক অনেক শুকরিয়া আদায় করতেছি। তবে আপনার স্ত্রীর আমার দরকার হবে না। এ বলে আবদুর রহমান বাজারে যেয়ে মহাজনের ঘর হতে কিছু মালামাল নিয়ে তা বিক্রয় করলেন। তাতে তাঁর কিছু লাভ হল সে লাভের টাকা দিয়ে বিবাহ করলেন।

আনসারগণ মুহাজিরিনের খাওয়ার জন্য কিছু খেজুর গাছ দান করে দিলেন। মদীনায় ইহুদী বনু নজীরকে যখন হিজরী চতুর্থ সনে মদীনা হতে বিতাড়িত করা হল, তখন তাদের খেজুর বাগানগুলো হতে মুহাজিরিনকে দান করা হল। ঐ সময় তাঁরা আনসারদের খেজুর বৃক্ষ ফেরত দেন। কিন্তু অনেকেই ফেরত নেননি।

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ বিন সালামের ইসলাম গ্রহণ

আবদুল্লাহ বিন সালাম ইহুদীগণের মধ্যে একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমনের সংবাদ পেয়ে তিনি তাঁর দরবারে উপস্থিত হলেন।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তিনটি প্রশ্ন করলেন। প্রথম প্রশ্ন ছিল– বেহেশতবাসীদের প্রথম খাদ্য কি হবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন হল– সন্তান মাতা ও পিতার রূপ ধারণ করার কারণ কি? তৃতীয় প্রশ্ন হল কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন কি? হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করলেন, বেহেশতবাসীকে সর্বপ্রথম মাছের কলিজা ভুনা করে দেয়া হবে। মাতা অথবা পিতা, যার বীর্য সর্বপ্রথম জরায়ুতে পৌঁছবে সন্তান তারই আকার ধারণ করবে। কিয়ামতের সর্বপ্রধম নিদর্শন হবে এ অগ্নি, যা ইয়ামনের দিক হতে প্রকাশ হয়ে সমগ্র বিশ্বের মানবকে সিরিয়ার দিকে একত্রিত করবে।

হযরত আবদুল্লাহ যথাযথ উত্তর শুনলেন এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়তের প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা হল। তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং কলেমায়ে শাহাদত উচ্চরণ করতঃ অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসকে জবানে প্রকাশ করে দিলেন। তবে তিনি হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমার ইসলামের কথা প্রকাশ না করে ইহুদী সম্প্রদায়ের নিকট হতে আমার সম্বন্ধে একটু মতামত গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ্‌র পরামর্শ অনুসারে ইহুদীগণের মহল্লায় যেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন সালাম কেমন লোক? তারা সমস্বরে উত্তর করল, তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তির সন্তান। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তিনি মুসলমান হয়ে যান, তখন তোমরা কি করবে? তারা বলল, তা কখনও হতে পারে না। আবদুল্লাহ্ এত বোকা নয়। সে কখনও হযরত মূসার ধর্ম ত্যাগ করতে পারে না। এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) পর্দার আড়ল হতে বের হয়ে উচ্চঃস্বরে বলে উঠলেন,

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

তখন ইহুদী সম্প্রদায় বলে উঠল সে আমাদের মধ্যে সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট এবং নিকৃষ্টতম ব্যক্তির সন্তান।

www.pathagar.com

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন, হে ইহুদীগণ! কসম খোদার আমার পুত্রের মধ্যে আমার সন্দেহ হতে পারে কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়তের মধ্যে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

হযরত আয়েশা (রা) নির্দোষ প্রমাণে কুরআনের ঘোষণা

বনী মুস্তালিক অভিযানে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) গিয়েছিলেন। অভিযান শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ (স) বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশে এক স্থানে যাত্রাবিরতি করেন। এখানে হযরত আয়েশা (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে পূরনার্থে গিয়ে গলার হার হারিয়ে ফেলেন।

এ হার তিনি তাঁর বড় বোন আসমা (রা) থেকে ধার এনেছিলেন। সুতরাং এ হারের জন্য তার চিন্তার শেষ ছিল না। তিনি হন্যে হয়ে এ হার খুজতে থাকেন। তিনি হার খুজে পেরেশান হচ্ছেন, ওদিকে মুজাহিদ বাহিনী মদীনার উদ্দেশে বিশ্রামস্থল ত্যাগ করে যাবার সময় সাহাবীরা হযরত আয়েশা (রা)-এর হাওদা উটের পিঠে তুলে দেন। হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন খুবই হালকা গড়নের। তাই তিনি হাওদায় নেই একথা তাঁরা বুঝতে পারেন নি। আয়েশা (রা) ফিরে এসে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মুজাহিদ বাহিনীসহ স্থান ত্যাগ করেছেন। এবার তিনি আরও ভেঙ্গে পড়েন। একদিকে হারের চিন্তা, অন্যদিকে একাকিত্বের চিন্তা। এ অবস্থায় তিনি চাদর মুড়ি গাছের নীচে শুয়ে পড়েন। তাঁর ধারণা, অবশ্যই কেউ না কেউ তাঁর খোজে আসবেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নত ছিল, কোথাও যাত্রা বিরতির পর স্থান ত্যাগ করলে একজনকে পেছনে রেখে যেতেন। পেছনে থেকে যাওয়া ব্যক্তির দায়িত্ব ছিল, দলের কেউ কোন কিছু ভুলবশত ফেলে গেলে তা কুড়িয়ে আনা। এবার হযরত সাফওয়ান (রা) এ দায়িত্বে নিয়োজিত হন। তিনি হযরত আয়েশা (রা) কে চাদর মুড়ি দিয়ে গাছের নীচে শোয়া দেখে হতচকিত হয়ে পড়েন। তিনি বলে উঠেন, ইন্না লিল্লাহ ....। হযরত আয়েশা (রা) হযরত সাফওয়ান (রা) এর গলার শব্দ শুনে আরও ভাল করে চেহারা ঢেকে নেন। তিনি তার বাহন উট এনে হযরত আয়েশার পাশে বসিয়ে দিয়ে একদিকে সরে দাঁড়ান এবং আয়েশা (রা) উটে আরোহণ করলে তাকে নিয়ে সাফওয়ান (রা) মদীনায় পৌছান। ইতোমধ্যে বাহিনীর সব লোকই মদীনায় পৌছে গেছে। এ ঘটনাকে মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার সহচররা রাসূলুল্লাহ (স) এবং মুসলমানদেরকে মানসিক পীড়নে দগদীভূত করার এক সূবর্ণ সুযোগ রূপে লুফে নেয়। তারা হযরত সাফওয়ান (রা) কে জড়িয়ে হযরত আয়েশা (রা)-এর চারিত্রিক দুর্ণাম রটাতে শুরু করে।

www.pathagar.com

মুনাফিকদের অপপ্রচারে মুসলমানরা এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) মানসিক পীড়ন ভোগ করতে থাকেন। এমনকি কতিপয় সরল প্রাণ সাহাবীও আব্দুল্লাহ বিন উবাই এবং তার সহযোগীদের মিথ্যা অপপ্রচার ও প্রপাগাণ্ডার শিকার হয়ে পড়েন।

হযরত আয়েশা (রা)কে অপবাদ দেয়ার পঞ্চাশ দিন পর মুনাফিকদের প্রচারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন এবং হযরত আয়েশা (রা)-এর নির্দোষিতা ঘোষণা পূর্বক আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ جَاۤءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ط لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ط
بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِيْ
تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ
الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ - لَوْ
لَا جَاۤءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ ج فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَاۤءِ فَاُولٰۤئِكَ
عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ - وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَا اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - اِذْ
تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ
وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ق وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ - وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ
قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ -
يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - وَيُبَيِّنُ
اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ
الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ لا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ -

অর্থ ঃ নিশ্চয়ইযারা অপবাদ আরোপ করেছে তারা তোমাদেরই একদল। তা তোমাদের জন্য অমঙ্গল মনে করো না এবং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গল। তাদের প্রত্যেকের জন্য অপবাদের গুনাহ যা সে অর্জন করেছে এবং তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এতে সর্ববৃহৎ অংশগ্রহণকারী তার জন্য মহা আজাব। যখন তোমরা তা

www.pathagar.com

শুনেছিলে তখন কেন কোন মু'মিন পুরুষ ও নারী নিজেদের সম্বন্ধে শুভ ধারণা করল না এবং বলল না এটা সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ এবং কেন এর সম্বন্ধে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করল না। যখন তারা (অপবাদ দাতারা) সাক্ষ্য উপস্থিত করেনি, তখন তারাই মিথ্যাবাদী। আল্লাহর ফজলে ও দয়া ইহপরকালে তোমাদের উপর না থাকলে চর্চা করা বিষয়ে তোমাদেরকে কঠোর সাজা বেষ্টন করত। যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে এবং যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না আর একে মামুলী বিষয় ভেবেছিলে, অথচ আল্লাহর নিকট এটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আর যখন তোমরা শুনলে, তখন কেন বলনি, এটা বলাবলি করা আমাদের অনুচিত। পবিত্রতা আল্লাহর। এটা ভীষণ অপবাদ। আল্লাহ জ্ঞানী, কুশলী। মু'মিনদের সমাজে অশ্লিলতার প্রসার যারা ভালবাসে, তাদের জন্য দো-জাহানের যন্ত্রদায়ক শাস্তি রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (সূরা নূর : ১১-১৯)

তারপর এ সমস্ত লোকের শাস্তি আয়াত নাযিল হয়।

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ الْغَٰفِلَٰتِ الْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

অর্থ ঃ নিশ্চয় যারা ঈমানদার সতী নারীদের উপর অপবাদ দিয়ে থাকে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের লানত করা হয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। (সূরা নূর : ২৩)

কুরআনে সতী-সাধ্বী নারীর চরিত্রে যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপকে ইফক 'বলা হয়েছে। এর অর্থ অবপবাদ দেয়া। সাধারণত এটা ইফকের ঘটনা বলে অভিহিত হয়ে থাকে।

তায়াম্মুমের বিধান সম্পর্কে আয়াত নাযিল

ইফকের ঘটনা হওয়ার পর অন্য আর একটি যুদ্ধে হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে রওয়ানা করলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে তারা এক স্থানে রাত কাটালেন। সেখানে হযরত আয়েশার গলার হার হারিয়ে গিয়েছিল যা তিনি তাঁর বোন আসমা (রা) হতে ধার করে এনেছিলেন। সে হারের অনুসন্ধানে বিলম্ব হওয়াতে যথা সময়ে সেখান হতে রওয়ানা দেয়া সম্ভব হয়নি। ফযরের সময় হয়ে গিয়েছে। কোন কোন সাহাবীর স্বপ্নদোষ হওয়ায় গোসল ফরয হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আশে পাশে কোথাও পানির ব্যবস্থা ছিল না। তাই হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খুব গোশ্যা হয়ে হযরত আয়েশার নিকট গমন করলেন এবং

www.pathagar.com

আয়েশাকে প্রহার করতে করতে বলেন, তুমি প্রত্যেক সফরেই একটা না একটা মুছিবত হয়ে দাঁড়াও। তুমি রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদেরকে এমন এক জায়গায় আবদ্ধ করে রেখেছ যেখানে পানি নেই।

এ সময় হযরত আয়েশা (রা) এর উরুর উপর রাসূলুল্লাহ (স) শুয়ে নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হযরত আবু বকর (রা)-এর প্রহারে আমি খুব ব্যাথা পেয়েছিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) আমার উরুতে শায়িত থাকার কারণে আমি নড়াচড়া করতে পারছি না। যখন প্রভাতের আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘুম ভেঙ্গে গেলে তার নিকট সমস্ত ঘটনা খুলে বলা হল। তখন আল্লাহ পাক তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করেন।

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْجَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۔

অর্থ ঃ আর যদি তোমরা রুগ্ন বা প্রবাসে অবস্থানকারী হও অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা হতে আসে বা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর তারপর পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর। তারপর তোমাদের চেহারা ও হাত এ মাটি দিয়ে মাসেহ কর। আল্লাহ তোমাদের উপর কোন প্রকার সংকীর্ণতা সৃষ্টির ইচ্ছা রাখেন না। তবে তিনি তোমাদের পবিত্র করা ও তোমাদের উপর তাঁর নিয়ামতকে সম্পন্ন করার ইচ্ছাই রাখেন। যেন তোমরা তার শুকরিয়া আদায় কর। (সূরা মায়িদা : ৬)

এ আয়াতে নাযিল হওয়ার পর হযরত উসাইদ হোজাইর (রা) হযরত আয়েশা (রা) কে লক্ষ্য করে বলেন, হে আবু বকরের বংশধর! আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন। আপনার উপর যে কোন মুসীবতই নাযিল হোক না কেন আল্লাহ তা হতে আপনাকে নিষ্কৃত দিয়ে থাকেন এবং তা মুসলমানদের জন্য এক বিরাট কল্যাণ ও মুবারক হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

কু প্রথা রহিত করে আয়াত নাযিল

হিজরী পঞ্চম সালে মতান্তরে চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে যয়নব বিনতে জাহেশ (রা)-এর বিয়ে হয়। তার পূর্ব নাম বাররা। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখেন যয়নব।

হযরত যয়নব (রা) কুরাইশ বংশের হাশেমী শাখা গোত্রের এক সুন্দরী রমণী ছিলেন। তাঁর প্রথম বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় হযরত যায়দ বিন হারেসা (রা)-এর সাথে। এ বিয়েতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মতি ছিল। তাঁর মতানুসারেই এ বিয়ে হয়। এ বিয়ে ছিল আরবে প্রচলিত জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার বিপরীত। কেননা, জাহেলিয়া যুগের আরবদের মাঝে জাত বিচারের প্রথা ছিল প্রকট। আশরাফ আতরাফের মাঝে বিয়ে শাদীর প্রচলন ছিল না। এদের মাঝে বিরাজমান ব্যবধানের প্রাচীর ছিল দুর্লংঘ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর একান্ত ইচ্ছা ছিল, অভিজাত হাশেমী বংশদ্ভুত কন্যা আর গোলাম শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে জাহেলিয়াতের যুগে প্রচলিত জাত প্রথার অবলুপ্তি ঘটানো। কিন্তু পরবর্তীতে স্বামী-স্ত্রীযুগলের মনের মিল না হওয়ায় তাদের দাম্পত্য জীবন হয়ে উঠে চরম অসুখী। এক পর্যায়ে হযরত যায়দ বিন হারেসা (রা) হযরত যয়নব (রা) কে তালাক দেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বিয়ে করেন। এ বিয়ের মাধ্যমে জাহেলী যুগে প্রচলিত আরেকটি সামাজিক প্রথার মূলোচ্ছদ হয়। তা হচ্ছে, জাহেলী সমাজে মুখ ডাকা ছেলেকে ঔরসজাত ছেলের মর্যাদা দেয়া হত। এ পুত্রবধুকে বিয়ে করা মুখ ডাকা বাপের জন্য সম্পূর্ণ হারাম ভাবা হত। হযরত যায়দ বিন হারেসাও হযরত যয়নব বিনতে জাহশ (রা) কে তালাক দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বিয়ে করেছেন। তখন আল্লাহ ওহী নাযিল করে এ সমাজের কুপ্রথার মূলোৎপাটন করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ .

অর্থ ঃ মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যকার পুরুষদের করো পিতা নন, কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষনবী।

এ আয়াতে শিক্ষা হল যেহেতু এরপর আর কোন নবী রাসূল এ দুনিয়ায় তশরীক আনবেন না তাই প্রচলিত সব সামাজিক কুপ্রথার অপনোদন হতে হবে।

www.pathagar.com

আর মুখ ডাকা পুত্র বধুকে বিয়ে করা যাবে না; এটা সামাজিক কুপ্রথা, এরও মূলোৎপাটিত হওয়া উচিত। আল্লাহ তাঁর আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে অনাদিকালের জন্য সে ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছেন।

পর্দার হুকুম সম্পর্কে আয়াত নাযিল

ইসলাম পূর্বকালে আরবের নারীকূলের মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা ছিল না। তারা খোলামেলা যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত, কখনও কখনও সাজসজ্জা করে রূপ সৌন্দর্য প্রদর্শনী করে ঘুরে বেড়াত। একে তো জাহেলী যুগে নারীর মান মর্যাদা অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। ছিল না নিরাপত্তাও। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীর অধিকার, নিরাপত্তা ও তার মান সম্ভ্রম রক্ষায় এগিয়ে আসে এবং রক্ষাকবচ হিসেবে পর্দার বিধান প্রবর্তন করে।

হযরত যয়নব বিনতে জাহশ (রা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (স) এর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পরই পর্দার বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়। এ বিয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স) যথাসাধ্য ওলীমার আয়োজন করে সাহাবায়ে কিরামকে নৈশ ভোজে আপ্যায়ন করেন। এ ওলীমায় বকরী জবাই করা হয়, যা অন্য কোন স্ত্রীর ওলিমাতে হয় নি। আহারান্তে মেহমানদের সকলেই চলে যান, কিন্তু কয়েকজন বসে মন লাগিয়ে গল্প জুড়ে দেন। হযরত যয়নব (রা) দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (স) অন্য স্ত্রীদের ঘরে গিয়ে তাঁদের সাথে সালাম শুভেচ্ছা বিনিময় করে আসেন। এসে দেখেন, গল্পে মশগুল লোকেরা তখনও বসে বসে গল্প করছেন। গৃহস্বামী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে কিছু বলতেও লজ্জা পাচ্ছিলেন। তিনি বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে আসেন। কিন্তু তখনও কয়েকজন বসে গল্প করছে। এ সময়ই পর্দার বিধান সম্বলিত নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ
اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا
طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى
النَّبِىَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْ
هُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ

www.pathagar.com

وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا اِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ـ

অর্থ ঃ হে মু'মিনরা! তোমরা নবীর গৃহসমূহে প্রবেশ করো না, তবে তোমাদেরকে আহার করতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলে তখনও এরূপে প্রবেশ হওয়া আবশ্যক, যেন (খাদ্য) তৈরির অপেক্ষায় থাকতে না হয়, অবশ্য যখন (খেতে) ডাকা হবে তখন প্রবেশ কর, অতঃপর যখন খাওয়া শেষ কর তখন উঠে চলে যাও, কথোপকথনে মগ্ন হয়ে বসে থেক না; এটা নবীর জন্য কষ্টকর হয়ে থাকে, তিনি তোমাদের খাতির করেন, কিন্তু আল্লাহ্ সুস্পষ্ট কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না; আর যখন তোমরা তাঁদের (নবী পত্নীদের) নিকট কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল হতে চাইবে, এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরসমূহে পবিত্র থাকার উত্তম উপায়। আর রাসূলুল্লাহ (স) কে কষ্ট দেয়া তোমাদের পক্ষে জায়েয নয় এবং তার পরে তাঁর স্ত্রীদেরকে বিয়ে করাও তোমাদের জন্য জায়েয নয়; এটা আল্লাহর নিকট অতীব গুরুতর ব্যাপার।

যুদ্ধকালিন নামায আদায় সম্পর্কে কুরআনের বিধান

রাসূলুল্লাহ (স) বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হলেন যে, বনু গাতফানের শাখা গোত্র বনু মোহাবের ও বনু সালাবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করেছে। এ সংবাদ পেয়ে তিনি মদীনার শাসনভার হযরত আবু যর গিফারী (রা)-এর উপর ন্যস্ত করে প্রায় সাতশ' সৈন্য নিয়ে যাতুর রেকা অভিযানে বের হন। এ যাত্রায় রাসূলুল্লাহ (স) মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে বহু কষ্টে এ স্থানে উপনীত হন। এর কারণে মুসলিম বাহিনীর বাহন স্বল্পতা প্রতি ছয়জনের জন্য মাত্র একটি বাহন ছিল। এখানে উভয় দল মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করে। এদিকে যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেছে। মুসলিম মুজাহিদরা দণ্ডায়মান হন। কাফেররা নামাযে মুসলিম বাহিনীর নিমগ্নতা দেখে ভাবল মুসলিম বাহিনীর উপর নামাযের মধ্যে আক্রমণ পরিচালনা করাই অতীব ফলপ্রসূ হবে। তারা দেখল যে, মুসলমানরা নামাযে এতই নিমগ্ন হয় যে, অন্য দিকে তাদের কোন খেয়াল থাকে না। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে কাফের বাহিনীর একজন বলল এ ওয়াক্তে নামায তো গেল। আমরা আসরের নামারযত অবস্থায় মুসলমানদের উপর হামলা করব। কেননা, আসরের নামায তাদের নিকট সন্তান সন্তুতি এবং যাবতীয় সহায় সম্পদ হতে অধিক প্রিয়।

www.pathagar.com

মুসলিম বাহিনী আসরের নামাযে নিমগ্ন হলে কাফেররা তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে রইল। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাইল (আ) মারফত কাফেরদের এ ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে নামায আদায়ে সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার ছলাতুল খাওফ (ভীতিকালীন) নামাযের বিধান এবং তা আদায়ের রীতি পদ্ধতি সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেন।

وَاذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ
مَّعَكَ وَلْيَاخُذُوْا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَائِكُمْ
وَلْتَاْتِ طَائِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاخُذُوْا حِذْرَهُمْ
وَاَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ
وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ـ

অর্থ ঃ আর আপনি যখন তাঁদের (মুজাহিদ বাহিনী) মধ্যে থাকবেন, অতঃপর তাদের নামায কায়েম করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাদের একদল আপনার সাথে (নামাযের জন্য) দাঁড়ান থাকবে এবং (অপর দল শত্রুর মোকাবিলায়) স্বীয় অস্ত্র গ্রহণ করবে। যখন তারা (প্রথম দল) সিজদা করে অবসর হবে তখন তারা তোমাদের পেছনে (দুশ মনের মুকাবিলায়) চলে যাবে এবং যে দ্বিতীয় দল নামায পড়ে নি তারা আসবে। অতঃপর তারা আপনাদের সাথে নামায পড়বে এবং এসব লোক (প্রথম দল) সতর্কতা ও অস্ত্র গ্রহণ করবে। কাফেররা বাসনা ও আকাংখা করেছে যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্র ও মাল-সামান হতে (নামাযের অবস্থায়) যখন অসতর্ক হবে তখন তারা অকস্মাৎ একবারে তোমাদের প্রতি ঝাপিয়ে পড়বে। (সূরা নিসা : ১০২)

ছলাতুল খাওফের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) সর্বপ্রথম আসরের নামায ছলাতুল খাওফের পদ্ধতিতে আদায় করেন।

আযান ও আশুরার রোযা

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের পর চতুর্দিক হতে বিভিন্ন কবীলার লোকজন দরবারে নববীতে উপস্থিত হয়ে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে লাগলেন এবং যে সমস্ত মুসলমান মক্কাতে আবদ্ধ ছিলেন,

www.pathagar.com

তাঁরাও চুপে চুপে হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হতে লাগলেন। এভাবে মুসলমানের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেয়ে গেল, তখন নামাযের জমাতে একই সময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের আশু প্রয়োজন দেখা দিল। এ উদ্দেশ্যে একদিন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিক করে একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করলেন। কিভাবে মানুষকে নামাযের নির্দিষ্ট সময় সম্বন্ধে অবগত করানো যায় এ ব্যাপারে সকলের নিকট পরামর্শ চাওয়া হল। প্রত্যেকেই মতামত প্রদার করলেন। কেউ বললেন, ঘণ্টা বাজানো হউক। আবার কেউ বললেন, সিঙ্গা ফুঁক দেয়া হউক। কেউ বললেন, আস্‌সালাতু জামেয়াতুন বলে উচ্চঃস্বরে চিৎকার করা হউক। কেউ বললেন, অগ্নি প্রজ্বলিত করা হউক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সমস্ত প্রস্তাবের কোনটিই পছন্দ করলেন না। কারণ অগ্নি প্রজ্বলিত করে উপাসনার প্রতি লোকজনের আহবান করা অগ্নি পূজকদের স্বভাব। ঘণ্টা বাজানোর নাসারাদের স্বভাব। এভাবে এক একটি প্রস্তাব এক এক বিধর্মীদের স্বভাব। মুসলমানের কোন আমল কাফেরদের আমলের ন্যায় হতে পারে না। অমীমাংসিত অবস্থায় সকলে চলে গেলেন।

রাত্রে প্রায় এগারজন সাহাবী স্বপ্নে আযানের কলেমাগুলো গায়েবী ঘোষণার মাধ্যমে শুনতে পান। সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ বিন জায়েদ ভোর বেলায় দরবারে উপস্থিত হয়ে স্বপ্নের কথা বয়ান করেন। তাঁর পর অন্যান্য সাহাবীও উপস্থিত হয়ে স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন। তাঁদের বর্ণনার দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযানের কলেমাগুলো স্মরণ হয়ে গেল, যা মে'রাজের রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দেসে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। হযরত ওমরও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলালকে ডেকে বললেন, তুমি উঁচু স্থানে দণ্ডায়মান হও। আবদুল্লাহ তোমাকে আযানের শব্দগুলো বলে দেবে। তুমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উচ্চঃস্বরে শব্দগুলো উচ্চারণ করবে। হযরত বিলালের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত বুলন্দ ছিল। রাসূলুল্লাহ-এর নির্দেশনুযায়ী হযরত বিলাল অতি উচ্চঃস্বরে আযান দিলেন। হযরত বিলালের মধুর সুরলহরী আযান রাত্রিশেষের নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে দিক-দিগন্ত কাঁপিয়ে তুলল। ফজরের সময় এ প্রথম আযান হল। প্রথম মোয়াজ্জিন হলেন হযরত বিলাল (রা)। বিলালের আযান শুনে হযরত ওমর (র) ও অপরাপর সাহাবী দৌড়িয়ে এসে স্বপ্নের কাহিনী

www.pathagar.com

বর্ণনা করলেন। হিজরী প্রথম সনেই অযানের প্রথা চালু হয়।

হিজরতের পূর্বে মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য সকল নামায দু' রাকাত করে ছিল। মাগরিব ছিল তিন রাকাত। হিজরতের দু' মাস পরে একামতের (নিজ বাসগৃহে অবস্থান করা) অবস্থায় জোহর, আছর ও এশার নামাযসমূহে দু' রাকাত করে বৃদ্ধি করা হয়। তবে সফরের অবস্থায় বৃদ্ধি করা হয় নি। বরং সাবেক অবস্থায় দু' রাকাত বহাল রাখা হয়।

হিজরত করে মদীনায় পৌঁছার নয় মাস পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেলেন, ইহুদীগণ মহররমের দশ তারিখ রোযা রাখতেছে। তখন তিনি তাদেরকে এ রোযার কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করল। তারা বলল, মহররমের দশ তারিখে আল্লাহ্ পাকের বিশেষ অবদান রয়েছে আমাদের উপর। এ তারিখে হযরত মূসাকে তাঁর চিরশত্রু ফেরাউন হতে নাজাত দিয়েছেন এবং ফেরাউনকে ধ্বংস করেছিলেন। আল্লাহ্র এ মহান অবদানের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে আমরা এ দিবসে রোযা রাখতেছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমরা তোমাদের চেয়েও মূসা (আঃ)-এর অতি ঘনিষ্ঠ। তাই আমরাও এ দিবসের রোযা রাখব। এ বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও আশুরার রোযা রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং তা ফরয করে দিলেন। কোন কোন সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এতে ইহুদীগণের সাথে আমাদের মুশাবাহা হয়ে যেতেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আমি আগামী বসর বেঁচে থাকি, তা হলে নয় তারিখের রোযাও রাখব, যাতে ইহুদীগণের সাথে মুশাবাহা না হয়। কিন্তু আগামী অর্থাৎ পরবর্তী বসর রমযানের রোযা ফরয হয়ে গেল এবং আশুরার রোযার ফরযিয়াত বাতিল হয়ে গেল। তা কেবল মোস্তাহাব হিসাবে প্রচলিত রইল।

কেবলা পরিবর্তন

আবদুল্লাহ্ বিন জাহাশের সারিয়া রজব মাসে প্রেরিত হয়েছিল। সে মাসেই তাহ্বীলে কেবলা হয়েছিল। অর্থাৎ হিজরতের ষোল মাস পরের দ্বিতীয় হিজরীতে রজব মাসের পনের তারিখ সোমবারে জোহরের নামাযে মসজিদে বনী ছালেমাতে কেবলা পরিবর্তন হয়।

www.pathagar.com

হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানায়ে কাবা ও বায়তুল মুকাদ্দাস-উভয় কেবলাকে সামনের দিকে রেখে নামায পড়তেন। হিজরতের পর মদীনার ইহুদীগণের মন রক্ষার্থে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড়ার আদেশ হয়। কারণ ইহুদীগণের কেবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। উদ্দেশ্য ছিল-তাতে ইহুদীগণ হয়তো ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। কিন্তু ফলাফল তার বিপরীত হল। তারা তুচ্ছ করে বলতে লাগল দেখ, মুহাম্মদ আমাদের কেবলা মানতেছে। অথচ আমাদের ধর্ম মানে না। তাদের কেউ কেউ বলল-যখন আমাদের কেবলা মেনেছে, অচিরেই আমাদের ধর্মও অবশ্যই মানতে হবে। ঐদিকে এ সংবাদ মক্কায় পৌঁছার পর কাফির ও মুশরিকগণ বলতে লাগল, দেখ কি বিস্ময়কর ব্যাপার! মুহাম্মদ একদিকে মিল্লাতে ইবরাহীমিয়ার দাবী করে, অপরদিকে ইবরাহীমের কেবলার অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্র বিরোধিতা করে। তাঁর কথায় এবং কাজে কোন মিল নেই।

এ সমস্ত ঘৃণ্য ও অবাস্তব উক্তির কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তর সর্বদা খানায়ে কা'বার প্রতি লেগে থাকত। পিতৃ-পুরুষ হযরত ইবরাহীমের কেবলা যেন তাঁর কেবলা হয়-এ আকাংক্ষা সর্বদা তাঁর অন্তরে প্রবল থাকত। তিনি এ উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে আকাশের দিকেও তাকাতেন কেবলা পরিবর্তনের হুকুম নাযিল হয় কিনা? কিন্তু মুখে প্রকাশ করতেন না।

এ অবস্থায় প্রায় ষোল মাস অতিবাহিত হল। ষোল মাস পর রজবের পনর তারিখ সোমবারে তিনি বনী ছালেমার মহল্লাতে উম্মে বিশ্র নামক জনৈকা সম্ভ্রান্ত মহিলার দাওয়াতে কতিপয় সাহাবীসহ গমন করেন। সেখানে জোহরের নামাযের সময় হয়। বনী ছালেমার মসজিদে জোহরের নামায জমাতের সাথে আরম্ভ করেন। বনী ছালেমার এ মসজিদটির প্রতিষ্ঠা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে হয়। হিজরতের সময় প্রথম এ মহল্লাতে তিনি কয়েকদিন অবস্থানকালে এ মসজিদ নির্মাণ করেন। তাই সর্বপ্রথম মসজিদ, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্মাণ করেছেন।

উক্ত নামাযের জমাতে পুরুষ, নাবালেগ ছেলে এবং মহিলাগণও শরীক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরমুখী হয়ে সকলের সামনে ইমাম ছিলেন। তাঁর পেছনে ছিল বয়স্ক পুরুষগণ। তাদের পেছনে ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেগণ এবং তাদের পেছনের কাতারে ছিল মহিলাগণ। এভাবে

www.pathagar.com

বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে দু' রাকয়াত পড়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেন, হে রাসূল! এখন হতে কা'বা গৃহের দিকে মুখ ফিরেয়ে নিন। আপনার কেবলা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। এ আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত মুক্তাদীগণকে বললেন, সকলে কা'বার দিকে ফিরে যাও। এমনিভাবে ফিরবে যেন কাতার সমূহের তরতীব (সিরিয়াল) ঠিক থাকে। অর্থাৎ বয়স্ক পুরুষগণ ইমামের পেছনে এবং তারপর শিশু ও তারপর মহিলার কাতার থাকে।

এ আদেশের সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ সমস্ত মুসল্লী উত্তর দিক হতে দক্ষিণ দিকে ছফের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে ফিরে গেলেন। অবশিষ্ট দু' রাকাত কা'বামুখী হয়ে আদায় করলেন।

উল্লেখ্য যে, তখনকার যুগে নামাযের সংশোধনের জন্য নামায সংক্রান্ত কথা নামাযের মধ্যে বলা জায়েয ছিল।

এ মসজিদে একই নামায দু' কেবলার দিকে ফিরে আদায় করার কারণে তাকে মসজিদে কেবলাতাইন বলে। তারপর আছরের নামায মসজিদে নববীতে কা'বার দিকে মুখ করে আদায় করা হয়। যেখান হতে কা'বার অধিবাসী উব্বাদ বিন নছীক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আছরের নামায কা'বা ঘরের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ হয়ে আদায় করার পর নিজ মহল্লাতে ছুটে গেলেন। ফজরের জামাত মসজিদে কোবায় আরম্ভ হয়ে এক রাকাত পড়ার পর সে ব্যক্তি উক্ত মসজিদে পৌঁছে। তখন সেখানকার লোকজন বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখী ছিল।

ওব্বাদ বিন সাইফ নামাযের মধ্যেই তাদেরকে কেবলার সংবাদ পৌঁছায়ে দিলেন। তারা এ সংবাদ শুনে নামাযের ভিতরই কাবার দিকে ঘুরে গেল এবং দ্বিতীয় রাকাত কাবা অভিমুখী হয়ে আদায় করল। এ কারণে কেউ কেউ মসজিদে কোবাকেও মসজিদে কেবলাতাইন অর্থাৎ দু' কেবলার মসজিদ বলে। বস্তুতঃ দু' কেবলার মসজিদ হতেছে বনী ছালেমার মসজিদ।

ইহুদীগণ বলতে লাগল–দেখ, মুহাম্মদ এখন পিতৃপুরুষের কেবলা মেনেছে। ক্রমান্বয়ে তাদের মূর্তি পূজার ধর্মও মেনে নিবে। অতএব সে কিছুতে নবী হতে পারে না। অনুরূপ কথা মুশরিকগণও বলতে লাগল। ইহুদীগণ আরও বলতে লাগল, মুহাম্মদ পূর্ববর্তী নবীগণের কেবলার অবমাননা করেছে এবং কা'বা

www.pathagar.com

মুশরিকীনের আরব বলতে লাগল-মুহাম্মদ আমাদের কেবলা মেনে নিয়েছে এবং অচিরেই আমাদের ধর্মও মেনে নিবে।

মুনাফিকীন বলতে লাগল, মুহাম্মদ তাঁর ধর্ম নিয়ে নিজেই সন্দেহের মধ্যে আছে। কোনদিকে মুখ ফিরাবার তাই নির্ণয় করতে পারতেছে না। যদি প্রথম কেবলা ঠিক হয়ে থাকে তা হলে এখন ভুলের মধ্যে আছে। আর যদি বর্তমান কেবলা ঠিক হয়ে থাকে তা হলে পূর্বে মিথ্যার অনুসারী ছিল। মুনাফিকদের প্রেতারণায় কিছু সংখ্যক দুর্বল ঈমানদারদের অন্তরেও সন্দেহের ছায়াপাত হল। ফলে কিছু সংখ্যক মুসলমান মুরতাদ হয়ে গেল।

তারা ইসলাম ধর্ম হতে ফিরে গেল কিন্তু প্রকৃত ঈমানদার মুসলমানগণের অন্তরে কোন প্রকার দ্বিধা বা সংশয় বিন্দুমাত্র স্থান পায় নি। তাঁরা বিনা দ্বিধায় তা মেনে নিল। এভাবে কেবলা পরিবর্তনের দ্বারা ঈমানের এক কঠিন পরীক্ষা হয়ে গেল। ঈমান ও কুফরের মধ্যে সীমারেখা প্রতিষ্ঠিত হল।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর তিরোভাব

হজ্জ শেষে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শরীফে ফিরে আসলেন। এর মাস দেড়েক পর, হিজরী একাদশ বর্ষের সফর মাসের মাঝামাঝি তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর প্রবল জ্বর ও তৎসঙ্গে অসহ্য পেটের বেদনা দেখা দিল। বিদায়ী হজ্জের আরাফাতের ময়দানে যখন তিনি খোতবা শেষ করেন তখন তাঁর নিকট নাযিল হয় নিম্নোক্ত সুপবিত্র আয়াত–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ
لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

"অদ্য আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করেছি এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ পরিসমাপ্ত করেছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্মরূপে মনোনীত করেছি।"

তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়েছেন এবং তাঁর পবিত্র ব্রত শেষ হয়েছে। শীঘ্রই তাঁকে ইহলোক ত্যাগ করতে হবে। তখন হতেই তাঁর চিন্তা ও কার্যধারায় এক অভিনব পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তাঁর সকল ধ্যান ধারণা পরলোকের সম্বন্ধে কেন্দ্রভূত হয়।

www.pathagar.com

এতদিন পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই নামাযে ইমামতি করতেছিলেন। শেষ সোমবার প্রত্যুষে ফজরের আযানের শব্দে তিনি নামাযে যোগ দিবার জন্য উঠতে চেষ্টা করলেন কিন্তু দুর্বলতাবশত সমর্থ হলেন না। মসজিদ সংলগ্ন খোলা দরজা দিয়ে তিনি নামায রত মুসল্লিদের প্রতি লক্ষ্য করে এক গভীর আনন্দ অনুভব করলেন। অনাগত ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল চিত্র তাঁর চক্ষুর সম্মুখে ভেসে উঠল, তাঁর ম্লানমুখে হাসির রেখা দেখা দিল। সকাল বেলাটা বেশ ভালভাবেই কেটে গেল। মনে হল, হয়ত হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোগ্য লাভ করবেন। সকলেই শোকর গোজারী করতে লাগলেন। কিন্তু অপরাহ্নে তাঁর অবস্থা অকস্মাৎ সঙ্কটাপন্ন হল এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে নিস্তেজ ও অবসন্ন হয়ে পড়লেন। তিনি পুনঃ পুনঃ অচেতন হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু প্রতিবার জ্ঞান লাভের পর বলতেছেন, "ইয়া রফিকুল আলা' "হে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু! পরম সুহৃদ!"

অতপর হিজরী একাদশ বর্ষে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ই তারিখ সোমবার অপরাহ্নে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী হযরত আয়েশার বক্ষে মস্তক রেখে মহামানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চির নিদ্রায় নিদ্রিত হলেন। (ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন।)

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কোরআন হাদীসের আলোকে আলোড়ন সৃষ্টিকারী
আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

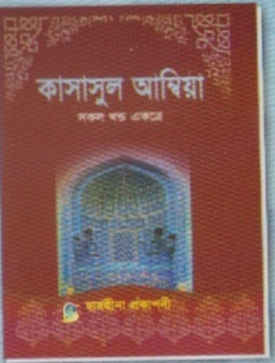

এছাড়া আমাদের প্রকাশিত আরো বহু কিতাব আছে
স্থানীয় অভিজাত লাইব্রেরীতে খোঁজ করুন

প্রাপ্তিস্থান

ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী

ISBN: 984-32-0715-5